দোলা

উপন্যাস

দ্বিতীয় ভাগ

গোড়া আদ্যন্ত লিখিত—য়ুরোপে তিন সপ্তাহে ১৩২৭ সালে—বোধ করি এপ্রিল মাসে। তারপর উত্তরায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার সময় বহু পরিবর্দ্ধিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

ধূর্জটি,

তোমার কি তাই পড়ে মনে—যেদিন তোমার মজলিসি থেকে
হঠাৎ দিলীপ চড়াও হ'ল ধূমকেতুর?—যেদিন তুমি হেসে
বরণ ক'রে নিলে তারে তোমার উদার স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে?
গান-বধিরে লজ্জা দিলে তান-অধীরে কোলে টেনে নিয়ে?

সেদিন—পড়ে মনে? —যখন বলত সবাই: "দিলীপ গেল ব'য়ে"—
(বলছি না যে, আজ বলে না: শুধু, সে-সব আজকে গেছে স'য়ে)—
বলতে তুমি ব্যঙ্গভরে: "কতজনাই গেল অধঃপাতে
কত কিছুর ফেরে!—না-হয় বরণ ক'রে গানের জলসাতে
হ'লই ওটা অকর্মা আর ঠুঁটো;—সমাজ-মুকুটমণির তরে
নেই তো অভাব, ক্ষেপুক না দু-একজনা—না-ই মটাল গোবরে
নিরাপদের জয়ধ্বনি—বাপের টাকা দিয়ে জলাঞ্জলি
পড়ুক না-হয় গান-ক্যাসাদেই, না-হয় নাই বা হ'ল কৌতূহলী
বাঁধা-পথের বসতি তরে—গান-উচাটন হোক না বাজমান,
অর্থহারা সুরের-স্রোতে ভেসে না-হয় হ'লই খান খান।
জীবনে তো ঢুকল সবাই—বাইরে না-হয় র'লই দু-একজনা:
মনের তো অশুদ্ধি—নয়, রইলই দু-একজনা—উন্মনা।
অনিত্য চায় বা চাবে কে? নয়, হ'ল দু-একজনা মাতাল,
ছন্দসভায় আত্মবশে দু-একজনা হ'লই বা বেতাল।"

এমনধারা জীবন-কথা কইতে বন্ধু কতই হেসে হেসে!
না হাসত কে—নদীহারার অকালভিড়ের সে-বিদ্রূপী ভাষে?

বাইরে-ছুটী—প্রেম-বন্দী বন্ধু তুমি—আড্ডাপিয়াসী টাই,
তাই না দেশ ভুলায় তোমায়—ঋণ কেন কি ভুলতে পারি ভাই?
[illegible] তারপরে দূর বিদেশে [illegible] ক'রে নিতি
[illegible]—[illegible] আলোয়! তোমার প্রীতি
সে-বাসন্তী-বন্ধু সাথে কিছুই আমার ভাবতে [illegible]—তা কি
মনে পড়ে আজও?—কিশোর পাখির মত হাতে আমার বাঁশী
তাঁর কোনো গান গাইলে ভালো?—বাহিনাদায় করতে তুমি সই
মন-নিকষে ক'রে তোমার আলাপ আমার?—যেদিন তোমা বই
ঠেকত প্রতি আড্ডা ফাঁকা?—ভাঁটায় তুমিই আনতে যে জোয়ার,
হাস্যে ছিলে—হাস্যদোসর, গান-বিচারে সাবাস সমজদার!

গল্পে—শ্রোতা! শিল্পে—কথক! কোমল—সখ্যে! কঠিন—তর্ক-রণে,
ব্যথায় রসিক! সুধায় নাবিক!—ঝড়-তুফানেও তোমার স্মৃতি শুনে
প্রবাসী একজনা জেনো। দুঃসাহসী! আরো মনে পড়ে?—
আর এক গভীর স্নেহের ঋণে বাঁধলে তারে কেমন চিরতরে?
তোমার কাছে যা পেয়েছি—এ-জীবনে অনেক না-পাওয়ারই
করল আমার ক্ষতিপূরণ—তাই তো তোমায় স্মরি—নমস্কারি!
জীবন-ধূলোয় স্বপ্ন দেখেই যারা সিনিক্—তুমি তাদেরি[illegible]
একজনা তাই! এ-ছদ্মবেশ চিনলনা যে—দৃষ্টিই তার মিছে!
বাগ্বিতণ্ডা? ঢের হয়েছে—তোমার সাথেও, সেসব কোরো ক্ষমা,
জেনো যতই হোক না খরচ—তোমার প্রীতি থাকবে অঢেল জমা।
তারি স্বীকার তরেই তুচ্ছ এ-উপহার—নয় এ-প্রতিদান:
শুধ্‌ব কি ঋণ তোমার প্রেমের? বাড়াই যতই—তৃপ্ত ততই প্রাণ।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ১৩৩২ দিলীপ

অভিভাবক

বেলা বারোটা। সমস্ত আকাশ নীল হাসিতে ভ'রে পড়ছে। মসিয়ে বেনোয়ের বাগানটা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। একটা চির-সবুজ গাছের মসৃণ পাতায় নরম আলো ঝলমল করছে। তার সামনে জাপানী ধরণের গোল চাঁদোয়ার খাঁজে খাঁজে তুষার-কণায় ঝিকিমিকি। স্বপনের মনে প'ড়ে যায় শেলির—

The emerald green of leaf-enchanted beams···

হঠাৎ পদশব্দ—সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।

আনা ও মসিয়ে বেনোয় ঘরে ঢোকেন। স্বপনের বুকের মধ্যেটা কেমন ক'রে ওঠে···আনা এত রোগা হ'য়ে গেছে! আহা!···কিন্তু তবু আনার চোখে যেন একটা নতুন দৃঢ়তার আলো!···যেন এ-কয় সপ্তাহে সে জীবনকে তার স্বরূপে চিনে নিয়েছে। যেন···আনা হাত বাড়িয়ে দেয়। স্বপন অসঙ্কোচে সে হাতটি চুম্বন করে।

বৃদ্ধ হেসে বলেন: "হঠাৎ? এক মন্বন্তর চিঠিপত্র নেই। এমন বেমালুম উধাও? কার তরে হে?"

আনা বলে: "নতুন বন্ধু-বান্ধবী পেলে পুরোনোদের ভুলে যাওয়া এই-ই তো আধুনিকী চাল, মসিয়ে।"

স্বপন ক্লিষ্ট-হাসি হাসে···

ভাগ্যক্রমে মাদেৎ ঢোকে: "খাবার দেওয়া হয়েছে মসিয়ে।"

তিনজনে ভোজনাগারের দিকে চলে।

মসিয়ে বেনার্ আনার প্লেটে এক গুচ্ছ আঙুর জোর ক'রেই তুলে দিয়ে বললেন : "আহা—হা, সব তোমাত্রয়োই অমনতরো বিদ্রোহী হও কেন বলো তো ? একটু aphrodisiaque না হ'লে তরুণীর চলে ? —বিশেষ মনে রেখো এ আঙুর সেন এনেছে তোমারই জন্যে শুধু—নীস থেকে। কোৎ দাজুরের জগদ্বিখ্যাত আঙুর—তোমার গালের সঙ্গে পাল্লা দেয় শেরি—তা এ-তুলনায় তুমি রাগই করো আর যা-ই করো।"

আনা হেসে বলল : "কিন্তু রাগ করি বা না-করি সমান রাঙা জিনিষকে যে এ-ভাবে উদরস্থ করতে হবে তার কী মানে ? তা ছাড়া একটা কথা ভুলবেন না। আপনি যে-ভাবে পানাহারী হ'তে বলেন তা শুনলে আনা দুদিনও aphrodite থাকবে না নিশ্চয় জানবেন।"

—"কী হবে শুনি ?"

—"Bacchante, এবং তা হ'লে তার পক্ষে আর যে-পেশাই সম্ভব হোক না কেন—মডেলগিরি যে সম্ভব হবে না এটা ধ্রুব।"

স্বপন বলল : "কিন্তু আঙুরের এ-সংস্করণে রাতারাতি সে-রকম বেলুনাকৃতি পরিণতির আশঙ্কা কেন আনা ? মা ভৈঃ।"

আনা দুটো কালো আঙুর চেখে বলল : "সত্যি ভারি মিষ্টি।" ব'লেই মসিয়ে বেনারের পানে চোখ ফিরিয়ে বলল : "আপনার শিষ্যটি আপনার কাছ থেকে দূরে গিয়ে কিন্তু একটা নতুন রসপ্রাপ্তি শিখে এসেছেন মসিয়ে—দ্রাক্ষার। উন্নতি হয়েছে বৈ কি।"

বৃদ্ধ চোখ মিট মিট ক'রে বললেন : "শুরুশিষ্যির গুহ্যতত্ত্বই যে ঐ শেরি ! ধাপে ধাপে ওঠাতে হয়। পরে রঙীনতর রসেরও রসিক হবে ও, ভেবো না—আরও কত রস ; কি বলো ?"

—"মানে ?"

—"সে কি একটা রস যে ফিরিস্তি দেব মুখে মুখে ? ধরো না কেন

ব্যক্তিত্বকেই নয়।—তবে ওর সেঞ্চুরির হয়তো এখানে অন্তত খোলতাই হবে না—সে যথাস্থানে।"

আনা উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের চোখের দিকে চেয়েই ফিরে স্বপনের দিকে তাকালো। স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'ল। আনাকে কি বৃদ্ধ একটু আভাসও দেননি কেন সে হঠাৎ নীস থেকে পারিসে এসেছে? এত সাবধানতার অর্থ কী? তার হঠাৎ কী খেয়াল চাপল, বলল: "বাঃ, তোমায় যে আমি নীসে বায়ু-পরিবর্ত্তনে নিয়ে যাব—জানো না?"

আনার চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই ম্লানিমা সে-স্থান অধিকার করল, সে বলল: "ঠাট্টা?"

স্বপন কেমন একটা ধাক্কা খেল যেন। সে কত দূরে স'রে গেছে এই মাস দেড়েকে!·····নইলে এ-প্রস্তাব আনা ঠাট্টা ভেবে বসে? সে উত্তরে গম্ভীরভাবে ভরসা দেবার আগেই মসিয়ে বেনোর বললেন: "ঠাট্টা মোটেই নয় শেরি। আছে সে এক পরম রমণীয় গভীর রহস্য। কিন্তু তার অন্দরমহলে ঢুকতে হ'লে আগে ঐ টার্টটুকু শেষ করতে হবে—এটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এটা তুমি ছুঁতেই ভুলে গেছ—এমন ভোলা মেয়ে!"

আনা টার্ট একটুকরো নিয়ে বলল: "কিন্তু নীসে তো আপনিই আমার সঙ্গে যাবেন কথা ছিল?"

—"আরে, তখন কি সেন এসেছিল?"

আনা কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে তাকালো। তার পাণ্ডুর গাল দুটিতে এবার একটু স্থায়ী গোলাপী রং ধরল। স্বপনের চোখের 'পরে তার ডাগর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলল: "ব্যাপার কি স্বপন?"

স্বপন বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল নীরবে। আনার

সংযত স্বরের পিছনে একটা চাপা স্পন্দন। তার বুকের মধ্যে এক স্নিগ্ধ সূর্য্যোত্তাপ জেগে ওঠে যেন।

আনা প্লেট সরিয়ে দিয়ে বলল: "কখখনো আমি যাবো না আর —যদি, এ-রকম ফাঁপা রহস্য-ফানুষের দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে হয়নি। ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যায়—মনও ভরে না। জিজ্ঞাসা করছি— উত্তরে নেই।"

বৃদ্ধ সন্ত্রস্ত সুরে ব'লে উঠলেন: "আহা হা—চটো কেন শেরি? খাও খাও—এই দেখো—ও রোষাগ্নিকটাক্ষ কারুর 'পরে যদি বর্ষণ করতেই হয় তো যৌবনের asbeste-এর 'পরেই করো না। আমাদের বুড়ো হাড়ের ওপরে আছে শুধু চামড়া যে—সইবে কেন?" ব'লে পকেট থেকে দুটি টিকিট বার ক'রে আনার হাতে দিয়ে বললেন: "পড়তে পারছ কি রাগিনী?—মসিয়ে সেন, প্রথমশ্রেণী Coupé wagon-lit —আর কেউ নয় এ-কক্ষে, শুধু তোমরা দুজনা। সে বন্দোবস্ত আমি করেছি। পড়েছে রাগ?"

আনার চোখ দুটির মধ্যে থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ল। হাসিমুখে বলল: "ভেতরে ভেতরে বুঝি দুজনায় তারযোগে এইসব ষড়যন্ত্র আঁটা হচ্ছিল?"

বৃদ্ধ চোখ মিট মিট ক'রে বললেন: "শেরি, বুড়োদের তোমরা চিরদিনই হেনস্থাই করো—জবুস্থবু ব'লে—ফুলময় রসের-পথে কাঁটার-ব্যারিকেড ব'লে। কিন্তু তারা যে অনেক সময়ে তরুণ-তরুণীর অখাত পরিখার 'পরে সাঁকোরও কাজ করতে পারে—এখন থেকে মানবে তো?"

আনা মসিয়ে বেনারের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

বৃদ্ধ তাঁর অপর ছাড়া হাতটি দিয়ে আনার গালে দুটি টোকা মেরে বললেন: "মজুরি পোষাবে না শেরি এ-হাত অত ক'রে টিপে। মনটা

নবীন হ'লে হবে কি বলো, দেহটা যে হ'য়ে গেছে প্রবীণ। তার চেয়ে অন্যত্র দেখো না একবার বেয়ে-চেয়ে।"

আনা স্বপনের দিকে চেয়ে হেসে বলল : "কী স্বপন রাজি আছো?—থাকো তো দাও তোমারই হাত।"

বৃদ্ধ বললেন : "কিন্তু সে দিকেও যে আবার এক নতুন মুস্কিল আছে শেরি। বুড়োদের দেহের প্রবীণতার দরুণ হাত চাইলে তারা শুধু হাতই দেয়। নবীনদের বেলায় যদি হাতের সঙ্গে অন্য কিছু আসে?—বিশেষত যখন নবীনা দিতে চাচ্ছেন কৃতজ্ঞতা?"

স্বপন বলল : "কৃতজ্ঞতারও অনধিকার-প্রবেশ! অপরাধ?"

—"বাঃ—তুমি ওর জন্যে নীস থেকে ছুটে এলে তরুণী আসন্নলভ্যা রোমান্টিকার সঙ্গ ছেড়ে। আবার আজই রাত্রে পাড়ি দিচ্ছ। এতখানি স্বার্থত্যাগের জন্যেও যদি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে—তবে করবে কিসে শুনি?"

আনা বলল : "কিন্তু এতখানি স্বার্থত্যাগের পরিবর্তে দুটো কথায় কি চিঁড়ে ভিজবে?"

—"কিন্তু তোমার ও-বরদাত্রী ঠোঁট দুখানি কথার চৌহদ্দির বাইরে যেতে এগুবে না এই-ই বা তুমি ধ'রে নিতে গেলে কেন শুনি?"

আনা সহাস্যে বলল : "যদি বলি এ-রকম স্থলে একজন এগুলে আর-একজন পেছোন ব'লে?"

স্বপন জোর ক'রে হেসে বলল : "বাঃ, পেছুই? মানে?"

—"ব'লে দেব তা হ'লে?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "তা হ'লে আধ্যাত্মিক ভারতীয়দের মনোবৃক্ষে শুধু ফুলই নয়, ব'লে দেবার মতন নিষিদ্ধ ফলও ফলে—সেন?"

আনা বলল : "এবার কিন্তু ভুল সন্দেহ করলেন মসিয়ে। এমন

অনেক ফুল আছে যারা বর্ণচোরা—প্রায় ফুলেরই কোঠায় পড়ে—নিরঙ্কুশ।"

স্বপন বলল : "এর তাৎপর্য্য ?"

আনা মসিয়ে বেনারের দিকে চেয়েই ঈষৎ সুর ক'রে বলল : "এক যে ছিল বন্ধু ফুল। সে একদা তার কোনো এক বান্ধবী-মধুকরীকে নিমন্ত্রণ করল তার ভোজনাগারে সাহচর্য্য বিতরণ করতে। বান্ধবী অনিবার্য্য কারণে আসতে পারলেন না। তাতে বন্ধুর বন্ধুত্ব ফুলে ফলল অভিমান-ফল। এ ফলে বটে রাতারাতি কিন্তু এর বীজে কি ফসল ফলে বলতে চান ?"

স্বপন আমৃতা আমৃতা করে···বলে : "অভিমান নয়—আমি—"

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : "তা হ'লে তো আমার ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে সেন, তোমাকে ডেকে এনে। যাক্, শোনো—তুমি যে ইচ্ছে ক'রেই এ-ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চেয়েছিলে সেটা আমার গণনার মধ্যে আসেনি ঠিক। কিন্তু যা হ'য়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। এখন আমার বক্তব্য—যদি তুমি এ-ভার গুরুভার মনে করো—বা নিজেকে বিপন্ন—"

—"আনার ভার নিয়ে আমি নিজেকে বিপন্ন বোধ করব—গুরুভার—এ-কথাটা এ-ভাবে বলছেন কী ব'লে ?"

আনা একটু হেসে বলল : "তুমি অমন ক'রে পালালে ব'লে।"

স্বপন এবার ঈষৎ উষ্ণ স্বরে বলল : "ও-সব জেরা ছেড়ে যদি আমাকে একটু সরলভাবে জিজ্ঞাসা করতে আনা. কেন আমি হঠাৎ প্যারিস ছেড়েছিলাম – তা হ'লে কি আমার 'পরে একটু বেশি সুবিচার হ'ত না ? আর আমিও জিজ্ঞাসা করি একটা কথা। এ-ভাবে বার বার খোঁটা দেওয়ার অর্থই বা কী ? তোমরা আমার নীলে যাওয়ার

মধ্যে এমন-কোনো [illegible] অপরাধ দেখেছ কি—যে-অপরাধে তোমার জন্যে ফিরে আমারও বাঁধন হয় না ?" ইত্যবসর

আনা ও মসিয়ে বেনোয়ের দৃষ্টিবিনিময় হয়—চকিতের মধ্যে। আনা সুর বদলে নিয়ে বলল : "আমাকে মাফ কোরো স্বপন ! তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট ক'রে সুদূর নীস থেকে এককথায় এসে পড়লে, এজন্যে কোথায় তোমাকে ধন্যবাদ দেব—না, আবদেরে শিশুর মতন ঠোঁট ফোলাচ্ছি।—যেন তোমার সময়, ইচ্ছা ও বন্ধুত্বের 'পরে আমার দাবি অবিসংবাদিত !"

মসিয়ে বেনোয় আনার কাঁধে একটি হাত রেখে স্নিগ্ধ সুরে বললেন : "দাবি তো তুমি করোনি আনা।"

আনা ঈষৎ ধরা সুরে বলল : "করেছি বৈ কি। নইলে ওর এমন কথা মনেই বা হবে কেন যে ওর নীস-যাওয়াটাকে আমি অপরাধ ব'লে গণ্য করেছি ? কী অধিকার আছে আমার এমন কথা ভাববার, শুনি ?"

স্বপন লজ্জিত সুরে বলল : "অধিকার, দাবি এ-সব বড় বড় কথা উড়ে এসে জুড়ে বসল কোত্থেকে আনা ? বন্ধুর 'পরে বন্ধুর দাবি কি জাহির ক'রে তবে মানুষ করতে হয় ?"

মসিয়ে বেনোয় খুসি হ'য়ে বললেন : "বেশ বলেছ ময়ামি। সাবাস। বন্ধুর 'পরে কোনো দাবিই যদি না রইল তবে ওকে বন্ধুত্ব বলাই বা কেন ? দাবির 'পরেই সংসার চলেছে। কেবল এইটুকুর প্রতি সজাগ থাকা— যে তোমার 'পরে ওর বন্ধুত্বের সত্য দাবি জন্মাতে পারে তখনই যখন তুমি ওর দাবি স্বীকার ক'রে আনন্দ পাও, অথচ ও তাকে দাবি ভাবতে স্বস্তি পায় না।"

আনা হেসে বলল : "তা হ'লে আমারই জয়। কেন না আমার

এ-দাবি স্বীকার ক'রে ও আনন্দ পাক্ না-পাক্ একে দাবি ব'লে চেনার দরুণ আমি বিষম অস্বস্তি বোধ করছি—যদিও [illegible] তাই ব'লে দাবি করতেও পেছপাও হচ্ছি না মোটেই।"

স্বপন বলল : "না, জয় আমারও। কেন না আনার এ-দাবি স্বীকার ক'রে আমি শুধু আনন্দ না—দিগ্বিজয়-গৌরব বোধ করছি বললেও বেশি বলা হবে না। উভয়েই অপরাজিত।"

মসিয়ে বেনার হাততালি দিয়ে বললেন : "ব্রাভো। আর দুজনেই দুজনকে যখন হারিয়ে দেয় তখনই বন্ধুত্বের পালা-গান ওঠে জ'মে।"

কাছের একটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল।

আনা বলল : "ওহো, আমার ওভারকোটটা—"

মসিয়ে বেনার বললেন : "বটে বটে। সেন—লক্ষীটি ওকে নিয়ে [illegible] ঘুরে? কয়েকটা জিনিষপত্র কেনা আর কি। একটা ওভারকোট ও কর্শাস দিয়েছে।"

আনা বলল : "না না। ও বেচারী এখন একটু জিরোক। আমি একাই পারব।"

স্বপন বলল : "সে কি হয়? তুমি যে দুর্ব্বল এখনো।"

মসিয়ে বেনার তার পিঠ চাপড়ে বললেন : "সাবাস সাকরেদ। তুমিই পারবে ঠিক। অভিভাবকের টোন একেবারে হুবহু ফুটে উঠেছে এখনই, হাতেখড়ির দিনেই বিদ্যাসিদ্ধি।"

তিনজনেই হেসে ওঠে।...

ট্যাক্সিতে

—"কতদিন পরে—মনে পড়ে স্বপন? সেদিন আর এদিন?" আনার হাতটা মোটরের ঝাঁকুনিতে স্বপনের একেবারে কোলের ওপর এসে পড়ে।

স্বপন নিজের মুঠোর মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে বলল : "তবু, কেবল একটু তফাৎ আছে এ-দুদিনের।"

—"কী ?"

—"সেদিন ট্যাক্সিতে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে, আর আজ নিয়ে যাচ্ছি অভিভবাক হ'য়ে—এই।"

—"উঁ—হুঁ।"

—"না তো কী ?"

—"অভিভাবক হয়েছিলে মাত্র তুমি একজনের, মানে প্রতিবেশীদের মধ্যে। এবং সে আমি নই।"

স্বপন লজ্জা গোপন ক'রে চটুল স্বরে বলল : "হ্যাৎ।"

আনা হাসির ঢল বইয়ে দিয়ে বলল : "বুকে হাত দিয়ে বলো তো ? ধরেনি সে তোমাকে আঁকড়ে লতার মতন—বেপথুমানা ব্রততীর মতন ?"

—"বেতার ঈথরস্রোতেয় খবর ?"

—"মশাই, আমরা কিছু কিছু বুঝি গো বুঝি। নইলে—"

—"নইলে কী ?"

—"না, থাক।"

—"না, বলো। নইলে—?"

—"একটা চিঠিও অন্ততঃ লিখতে। একেবারে নিরাশ্রিয়িনী সখীকে নিয়ে কেউ ভূতপূর্বা বান্ধবীকে এ-রকম বেমালুম ভুলতে পারে না। একেই বলি আমি সত্যিকার সফল অভিভাবকতা—রক্ষণাবেক্ষণ।"

স্বপন ঈষৎ লজ্জিত সুরে বলল : "দূর। মোটেই—"

—"ছি বন্ধু, অত জোরে মোটেই কথাটা বলা ঠিক নয়। ওতে উল্টোটা উৎপত্তি হয়। বরং যদি খানিকটা কবুল ক'রেও চেপে যেতে—"

ব'লেই থেমে গেল। স্বপন কথা কইল না। দুজন ট্যাক্সির দুদিকের জানলা দিয়ে দুধারে চেয়ে রইল খানিক।

—"খুব সুন্দরী সে,—না?"—আনা হঠাৎ ব'লে বসে।

—"অত সুন্দরী আমি জীবনে কখনো দেখিনি।" ব'লেই একটু অকৃতজ্ঞ বোধ করে।

আনা একটু চুপ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। পরে হঠাৎ ফিরে বলল: "প্রথমার চেয়েও?"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"বলো না।"

—"এ ধরণের কথাবার্তা আমার কেমন কেমন লাগে আনা।"

আনা এ ভর্ৎসনা গায়ে মাখবার পাত্রী নয়,—সহজ সুরে বলল: "আচ্ছা মানলাম। কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে? সত্যি উত্তর কিন্তু।"

—"কী?"

—"একটা চিঠিও লিখলে না কেন?"

—"আনা, এ-কথার উত্তর দিতে হ'লে—"

—"আচ্ছা, তবে কাজ নেই। কিন্তু আর একটা প্রশ্নের?"

স্বপন হেসে বলল: "তোমাদের জাতের সব ভালো, কেবল ঐ এক বিষম দোষ তোমাদের প্রশ্ন-টাইটানিক শত ভিরস্কারেও টর্পিডো হয় না—নাচতে নাচতে চলে—যতই কেন না ডুবু ডুবু হোক।"

—"এড়িয়ে গেলে শুনছি না।—অন্তত একটা প্রশ্নের তো উত্তর দিতে তুমি বাধ্য।—তাকে আমার কথা বলেছিলে?"

স্বপন মৃদু সুরে বলে: "হ্যাঁ।"

—"সে কী ভাবে নিলো?"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে আনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে : "তুমি কি ভাবছ—?"

—"আমি ভাবছি না কিছুই—আমি জানি।"

—"কী জানো?"

—"যে, চাং যখন তোমাকে তার অভিভাবক ক'রে রেখে এসেছিল তখন—"

—"থামলে কেন?—আমার মন চঞ্চল হয়েছিল? এই তো?" স্বপন জোর ক'রেই বলে : "এই তো?"

—"রাগ করছ? না স্বপন, রাগ করতে তুমি পারো, এ-সবই যে আমার অনধিকার-চর্চা, মাপ কোরো। কোন্ অধিকারে—" বলেই সে ফের চুপ ক'রে গেল।

স্বপন সহসা আর্দ্র বোধ করে। আনার মুখ ট্যাক্সির মধ্যেকার ঘোরালো আলোয় এমন মায়াময় দেখায়……সে তার বাহুর 'পরে হাত রেখে বলে : "না আনা। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ইসাবেলের চেয়ে বেশি সত্য। তার ওপর যদি তাকে তোমার কথা ব'লে থাকি—তবে তোমাকে তার কথা বলব এ-প্রত্যাশা তোমার খুবই ন্যায্য। এতে অধিকারের প্রশ্নই—"

—"নিশ্চয় ওঠে। মনে নেই এইমাত্র মসিয়ে কেনার দাবি সম্বন্ধে কী বললেন?"

—"ফের উচ্ছ্বাসিনী ঢঙে কথা? এ-কথা কেন তুমি বিশ্বাস করবে না শুনি যে, তোমার কাছে আমার মনের দুয়ার খুললে আমি আনন্দ পাই?"

আনার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "তা হ'লে বলো।"

স্বপন বলল : "তা হ'লে ট্যাক্সিটাকে একটু ঘুরে যেতে বলি—নইলে মাঝপথে থেমে রসভঙ্গ হবে।"

—"বেশ।"

স্বপন শোফারকে ব'লে দিল—Avenue de Champs Elysees সোজা বরাবর গিয়ে Avenue de Neuilly ধ'রে বরাবর গিয়ে সেইন-নদীতে প'ড়ে তবে Louvre-এ ফিরতে। প্রায় আধঘণ্টা বেশি ভ্রমণ।—

শোফার মহা খুসি—মোটা পুরবোয়ার * মিলবে নিশ্চয়ই। খুব সোল্লাসে মাথা নেড়ে হঠাৎ নেমে দু'ধারের সবুজ স্ক্রীন টেনে কামরাটিকে একটু রঙীন ক'রে সার্থক হেসে ছুটল—একবারও ঘাড় না ফিরিয়ে। পারিসের ট্যাক্সিওয়ালা তো!

স্বপন প্রথম থেকেই বলল সব। কিছুই গোপন করল না—কেবল চাওের প্রতি তার প্রথম দিকের ঈর্ষার ইতিহাসটুকু বাদ। চাং চ'লে আসায় দিল ইসাবেলার তাকে ভাই বলা—তারপর নৌকোর কীর্তি—সর্বশেষে চাওের জীবন-কাহিনী। ট্যাক্সির দুলুনিতে আনার কোমল হাতের স্পর্শে ওর মনের নিভৃত আবেগকুঞ্জে এ-স্বীকারোক্তিতে কেমন যে এক তৃপ্তির সৌরভ নিবিড় হ'য়ে ওঠে!···থেকে থেকে আনা তার হাতের নরম চাপ এত নরম ক'রে দিচ্ছিল!···থেকে থেকে তার চোখের মধ্যে ব্যথা ঔৎসুক্য দরদ—সে কত রকম ব্যঞ্জনা!···থেকে থেকে ঈষৎ সায়—সাগ্রহ প্রশ্ন—সে কী গভীর অভিনিবেশ আনার!···স্বপন জানত সে-ই এক ভালো শ্রোতা। আজ দেখল মেয়েরাও যখন ঔৎসুক্য বোধ করে, কায়মনোবাক্যে শুনতে জানে। কেবল ছেলেরা শোনে মন দিয়েই

* Pourboire—বখশিশ।

প্রধানতঃ। মেয়েরা শোনে—যদি শোনায় তাগিদ বোধ করে অবশ্য—তাদের প্রাণের তাগিদে।

স্বপন বার বার এটা দেখেছে ইসাবেলা, সন্ধ্যা, আনা তিনজনারই ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়। মেয়েদের কাছে যখন সে হৃদয়ের দুয়ার খুলেছে …এমন এক বিশেষ ধরণের তৃপ্তি পেয়েছে…যে সে…কী ব'লে তার বর্ণনা করবে? সে যে অনির্বচনীয়।…মনে হয়েছে পুরুষের পৌরুষ, বান্ধবীদের কাছে যত উষ্ণ, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে বন্ধুদের কাছে বুঝি তার সিকির সিকিও করে না। বন্ধু ও বান্ধবী—বান্ধবী ও বন্ধু—ওদের সাড়াই যে আলাদা।—একের অভাব অপরে পূর্ণ করতে পারবে কেমন ক'রে? মনের কথা বন্ধুও টেনে বার করতে জানে। কিন্তু প্রাণের—সে পারে এক বান্ধবী। ইসাবেলার নানা কথা নানা প্রশ্ন নানা আত্মকথনে আনার সাড়া দেওয়া—এ-ও এক বিচিত্র ব্যাপার নয় কি? একটা মনের নানা মিড়, নানা গমক, নানা তান আলাপ আর-একটা মনের তারে কী রকম অনুরণন তোলে—তা দেখে তা শুনে তা অনুভব ক'রে কল্পনা ক'রে তবেই না মেলে হার্মনির আভাস—সুরসম্পাত। মনে পড়ে: পল্লব একদিন আর-একটা উপমা দিয়েছিল এ-সম্পর্কে দার্জিলিঙে: একটা সুরের নানা বোল হচ্ছে মেলডির একক রেখা—আঁকাবাঁকা। একাধিক মেলডির ঘাত-প্রতিঘাতে তবেই না কাউন্টারপয়েন্ট—তবেই না হার্মনি। ঠিক বলেছিল সে। আজ এ-ট্যাক্সিতে ইসাবেলা ও সন্ধ্যাকে নিয়ে তার নানা কাহিনীর কাঁপনে আনার মনের কত রকম স্বপ্ন দোলা যে সে দেখল…অনুভব করল—তা কি ভুলবার? এক বিচিত্র অনাস্বাদিতপূর্ব রস উপচিত হ'য়ে ওঠে যেন এ আত্মীয় মৈত্রীর মধ্যে। মৈত্রীর সামান্ত অবলম্বনে একই অনুভবের কত রকমই না রং বদলায়, না? তার ইঙ্গিতে ব'লে আনার

আত্মকাহিনী শোনার মাদকতা এক রকম…আর আজ মেটিরে তার কাছে নিজের কথা বলার রস আর-এক রকম!…কী সুরভিত রিক্ততা তার বুকের মধ্যে দুলে ওঠে থেকে থেকে!…এই-তো জীবন! ইলাকোর সংস্পর্শে এসে অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা? তাতে কি? সে-সময়ে বেদনা দুঃসহ হয়েছিল—সত্যি। কিন্তু আজ? সে কি এতে ক'রেই আনার কাছে কত বেশি চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠেনি? পল্লবের আর-একটা কথা পড়ে মনে: অভিজ্ঞতার অনুভবের বৈচিত্র্যেই না হৃদয়রাগে তানালাপের সমৃদ্ধি! তাতেই না মানস-সম্পদ আবেশ-সম্ভারের সৃষ্টি! যারা বলে চাই শুধু সরলতা, তারা জানে কী জীবনের গরিমার, উল্লাসের, পুলক-শিহরণের?—দূর! চাই ঐশ্বর্য্য—চাই জটিলতা। এ-কথা আনাকে সে বলেছিল। আনা উত্তর দিয়েছিল: "মসিয়ে বেনারও এই কথাই বলেন। প্রায়ই বলেন: গেটে মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন—Macht doch den Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme.—জানলা খুলে দাও, আরো আলো আসুক, আরো আলো—। আজকের মানুষ বলে: আরও জটিলতার আবর্ত রচনা কর—পাকের পরে পাক, স্তরের পরে স্তর যাতে আমরা আরো চিনি নিজেদেরকে। কেননা সরল একটানা নির্দ্বন্দ্ব জীবনেই যদি মানুষের মুক্তি—তবে জটিলতার চালুতে একবার যাত্রারম্ভ হ'লে শেষ পর্য্যন্ত না গড়িয়ে কেউ থামতে চায় না কেন বলতে পারো?"

স্বপন একটু ম্লান হেসে বলেছিল: "আর চাইলেই কি পারে।"

আনা বলেছিল: "ঠিক। চাং তোমাকে সেদিন মিথ্যা বলেনি যে আমরা স্বাধীন শুধু দেখতে। আসলে আমরা নেপথ্যের লক্ষ শক্তির খেলার পুতুল। নইলে পরীর প্রাসাদ নিমেষে ছারখার হয় কেন বলো জীবন-পথের প্রতি বাঁকে? ইন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠা ভূমিকম্পের ওপরেই কেন হয় নিত্য নিয়ত?"

বিপ্রলাপ

রিজার্ভ ক্লুপেতে আনায় ও স্বপনের 'কুপে-লি' টেনে প্রণত ক'রে দিয়ে ট্রেনের বালিশ ও বিছানা বিছিয়ে দিয়ে ফরাসী গার্ড মধুর হেসে যে রকম অর্থপূর্ণভাবে স্বপনের দিকে তাকালো তার ব্যঞ্জনা আর যাই হোক না কেন ব্যর্থক যে নয় এ নিশ্চয়। স্বপন বটু ক'রে তাকে একেবারে কুড়ি ফ্রাঁ পুরবোয়ার দিয়ে ফেল্‌ল। দাতা-কর্ণর তৃপ্তি আন্দাজ করতে পারে বৈ কি সে আজ।

গার্ড একগাল হেসে বলল : "যদি কাল ভোরে কি আজ রাতেই দরকার হয় মসিয়ে, তবে এই ঘণ্টাটি শুধু একবার বাজালেই হবে। যত রাতে কিম্বা যত ভোরেই হোক না কেন—সব আমি 'কুপে'তেই দিয়ে যাব। রেস্তর্‌াঁ গাড়িতে মাদামের কষ্ট ক'রে যেতে হবে না।"

স্বপন ঈষৎ হেসে ধন্যবাদ দিয়ে তাকে বিদায় দিল। রূপচাঁদ···

আনা বলল : "ভারি অন্যায় করলে।"

—"কী ক'রে ?"

—"অত বেশি বখশিশ দিয়ে। তোমাদের মত ধনী বিদেশীরাই তো পারিসের পথে ঘাটের সব কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মা করে। বিশেষ ক'রে আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যের ফলে এমনই হয়েছে যে ওরা বখশিশ না পেলে এক পা এগুতে চায় না। অথচ বদনাম হয় শেষটায় ফ্রান্সের একার।"

—"উঃ! তোমার এ-দেশাত্মপ্রাণা মূর্ত্তি তো কৈ আগে কোনোদিন ধরোনি ?"

—"খুব যে ফরাসী ব্যঙ্গে হাত পাকাচ্ছ দেখছি? Out Heroding Herod বলে না একেই তোমার গুরুজাতির ভাষায়?"

—"ফস্কে গেল আনা—গায়ে লাগল না—যেহেতু আমার নিজের গুরুজাত ইংরেজ নয়—ফরাসী। আর শুধু ব্যঙ্গে নয়—ছবিতে, কালাপাহাড়িতে, বাহ্বাস্ফীতিতে, বাজনীপনায়ও।"

—"শেষটাতে স্পেনীয়রাও খুব কেলা যান না হয়তো?" আনার ঠোঁটের উপান্তে ওস্তাদের-মার-শেষ-রাত্রে হাসি।

স্বপন চেষ্টা সত্ত্বেও একটু অপ্রতিভ না হ'য়ে পারল না, বলল: "এ-সমস্যার সমাধান করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে কাল। এখন তুমি শুয়ে পড়বে? রাত দশটা বেজে গেছে।"

—"যাক্ গে। ট্রেন না চললে আমি শুতে পারি? ততক্ষণ একটু কফি খেলে কি-রকম হয়? একটু গরম হ'তে ইচ্ছে করছে।"

—"বেশ।" স্বপন ঘণ্টা বাজালো···কফিতে চুমুক দিয়েই আনা রেখে দিল।

—"কী?"

—"কেমন বিস্বাদ। শীত শীত করছে।"

স্বপন ঈষৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে তার কপালে হাত রাখল: "এ কী। একটু গরম ঠেকছে যে! মুখও যেন একটু রাঙা মনে হচ্ছে। জ্বর এলো না কি ফের?"

—"দূর। একটু সর্দি তো ছিলোই—তার ওপর ট্যাক্সিতে অতক্ষণ রোমান্টিক গল্প! একটু ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে থাকবে ফের।"

—"শুয়ে পড়ো এবার—আর দেরি না।"

—"দাঁড়াও ট্রেনটা ছাড়ুক—"

—"কথাটি না। আমি অভিভাবক, মনে রেখো।"

আনা হেসে ফেলল : "উঃ! বড় চাল যে! আচ্ছা—তা হ'লে তুমি একটু—কেননা এটা ইুডিয়ো নয়।"

বলতে না বলতে স্বপন বেরিয়ে এসে করিডোরে দাঁড়ালো—কুপের নীল স্ক্রীনটা টেনে দিয়ে।

• •
•

—"আসতে পারো এখন।"

স্বপন ঢুকে কুপের দরজা বন্ধ ক'রে দিল। আনার দিকে চেয়েই বলল : "এ কী! ড্রেসিং গাউন প'রে ব'সে? আমি বলি—বুঝি স্লাক-শেমিজ প'রে শুয়ে পড়েছো।"

—"ট্রেন না ছাড়লে শুতে পারে মানুষ?"

—"খুব পারে—বিশেষ আসন্নজ্বরারা।"

—"ও কিছু না। একটু জল এনে দেবে?—নির্ম্মল বারি।" স্বপন বেরিয়ে গেল।......

আনা ঢক ঢক ক'রে প্রায় এক গেলাস জল খেয়ে ফেলল। কিন্তু তবুও ট্রেন ছাড়বার বাঁশি বাজে না। আনা বলল : "নাঃ আগেই শুয়ে পড়তে হ'ল দেখছি।"

স্বপন উদ্বিগ্ন স্বরে তার কপালে কের হাত রেখে বলল : "হুঁ। জ্বর বৈ কি। কী হবে?"

আনা হেসে বলল : "তা-ও জানব আমি?—যাক্ বাঁচা গেল। শেষটায় ছাড়ল ট্রেনটা। আমি ভাবছিলাম আজ সারারাত বুঝি প্ল্যাটফর্ম্মেই কুপেতে বন্ধ হ'য়ে জোয়ো রোমাঞ্চের মহলা!

দিতে হয়।" স্বপন হাসল…অন্যমনস্ক হাসি। ট্রেনে জ্বর! যদি বাড়ে—যদি……

* *
*

স্বপন নিজের বিছানার ওপর থেকে নিজের দামী নীলফ্রিন কম্বলটি আমার ওপর বিছিয়ে দিয়ে সযত্নে ধারগুলো গুঁজে দিলো চামড়ার তোষকের নিচে।

—"ও কী করছ?"

—"বাঃ, কাঁপছ যে।"

—"ও কিছু না, এখখুনি থেমে যাবে—তা ব'লে আমার কম্বলটা—" বলতে বলতে কাঁপুনি বেড়ে উঠল। স্বপন তাড়াতাড়ি তার বিছানার উপরকার দুটি কম্বলের একটি কম্বল আমার ওপর টেনে দিলো।"

—"কী হচ্ছে শুনি? রাতে তোমাকে বুঝি ঘুমুতে হবে না—না তোমার শীতে কাঁপুনি ধরলে—"

—"আমার বাকি ঐ একটা কম্বলেই হবে। যদি নিতান্ত শীত করে আমার ফার ওভারকোটটি মারে কে?"

—"না না—সে হবে না। এ কম্বলটি নাও je vous en prie—implo—" *

—"চুপ—কথাটি নয়। বাজে তর্ক রেখে আমার কথার উত্তর দাও: খুব শীত করছে?"

—"না, ধন্যবাদ, একটু কমেছে। দুটো কম্বলেও যদি না কমে—বন্ধুকে বঞ্চিত ক'রে—"

* "অনুরোধ করি তোমাকে মিনতি।"

—"কেন ?—শোনো, আর-একটা কম্বল দেব কি ? সত্যি বলছি আমার শুধু ওভারকোটেই চলবে।"

—"না না নাঃ। এবার বিদ্রোহ করব কিন্তু—অভিভাবক অভিভাবকের ডেকি-জাহাজ দেব টর্পিডো ক'রে।"

—"আচ্ছা আচ্ছা—" স্বপন হাসল।…

* * *

—"কী ?"

—"বিশেষ কিছু না।"

—"তবু ?"

—"মাথাটা কেমন ব্যথা করছে।"

—"একটু অ্যাস্পিরিন দেব ? ব্র্যাণ্ডি ?" গার্ডের বোতামে হাত দেয়।

—"ব্র্যাণ্ডির দরকার নেই—শুধু অ্যাস্পিরিনেই হবে।"

স্বপন তার হ্যাণ্ডব্যাগটা থেকে অ্যাস্পিরিন বার ক'রে আমাকে খাইয়ে দিল।……

* * *

—"কাঁপুনি তো কমছে না আনা ? নাও আমার এ কম্বলটা—অনুরোধ—je vous en prie."

—"কে—ন ? সারারাত তুমি শীতে হি হি করলে বুঝি—"

—"আমাদের রক্তে এত সূর্যকিরণ জমাট হ'য়ে আছে—যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে—উটের পিঠের পিণ্ডের মতন।"

—"এপাতাঁ মঁ শেভালিয়ে !" †

† Epatant, mon chevalier—সাবাস বীরপুরুষ !

স্বপন হেসে বলল : "তাই সই। কিন্তু দোহাই তোমায়, বীরনারীর মতন কম্বলটা নাও। সত্যি বলছি আমি কতদিন ট্রেনে ওভারকোট চাপিয়ে ঘুমিয়েছি—"

আনা চক্ষের নিমেষে উঠে বলল : "আমি কক্ষনো শোবো না—শোবো না—শোবো না।"

—"বাপ্‌রে—থাক্ থাক্। শোও—শোও—আর কম্বলের কথা তুলব না—হ'ল ?"

আনা হেসে শুলো। স্বপন আলো নিভিয়ে দিল।...

* *
*

—"স্বপন !" হঠাৎ ঘরের চাপা সবুজ বিজলি বাতিটা জ্বলে ওঠে। স্বপন চম্‌কে ওঠে :

—"কী ? কষ্ট হচ্ছে ?" বলতে বলতে উঠে বসে।

—"না—জ্বরটা বোধ হয় কমছে। মাথাধরাও। অ্যাস্পিরিনে উপকার হয়েছে। আর-একটু জল দেবে ?"

স্বপন জল দিল। গার্ড একটা কাঁচের ফ্লাস্ক-এ ক'রে জল রেখে গিয়েছিল।

—"কিন্তু তুমি ঘুমোওনি এখনো ?"

—"মোটে এগারটা। বারটার আগে আমি শুই ?"

—"আমি কি ইনাকো দেয়ালো যে জানব ?"

স্বপন অপ্রতিভ হ'য়ে বলল : "কী যে সব তোমাদের ঠাট্টা ! শোও তো এখন ফাজলামি রেখে।"

—"আমার ঘুম পায়নি যে—বাঃ।"

—"তবে কী পেয়েছে ?"

—"কথা।"

—"মলিয়েরের কি সাধে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বোবা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না এমন অর্বাচীনও আছে জগতে? বাপ্‌রে বাপ্‌—জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে কল্ কল্ কল্ কল্।"

—"আ—হা। যেন ছেলেরা সবই গুহাবাসী মৌনীবাবা।"

স্বপন হেসে বলল: "তুমি পেশা ভুল করেছ আলা। তোমার স্বধর্ম মক্তেলিপনা নয়—উকিলিপনা।"

—"সই। কিন্তু গল্প করবে এবার একটু দরদীপনা রেখে?"

—"না। তোমার জ্বর—শোও।"

—"দেখ কপালে হাত দিয়ে—ঘাম হচ্ছে, কখন জ্বর ছেড়ে গেছে।" ব'লে স্বপনের হাত টেনে আলা নিজের কপালে রাখল।

—"অ্যাস্পিরিনের জয়।"

—"এখানে বোসো তবে আমার পাশে। একটু গল্প করো।"

—"গল্প কি ও-ভাবে করা যায়?"

—"যায়।—আচ্ছা, গল্প যদি না করতে চাও—দু-একটা প্রশ্নের সত্য উত্তর দাও, দেবে?"

—"সাদা কাগজে সই?"

—"ক্ষতি কি? মনে নেই তুমি আজই বলেছ—আমার জন্যে বিপন্ন তুমি হ'তেই পারো না।"

স্বপন হাসে: "সাধে তোমাকে বলছিলাম তোমার আসল রূপটি উকীলার—কোকিলার নয়?"

—"ও-রকম ক'রে আমার প্রশ্নকে এড়ানো? আমি যা বলব তার সোজা উত্তর দেবে কি না? বলো।"

—"সেটা কি প্রশ্ন তার ওপর নির্ভর করে না কি?"

—"যা—ও, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না।" ব'লে আনা ঠোঁট ফুলিয়ে পাশ ফিরে শুল।

স্বপন হেসে বলল : "আচ্ছা দেব দেব। অমন নিষ্ঠুরভাবে ফিরিও না মু'খানি।"

আনা বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে বলল : "না, কাজ নেই। আমি হয়তো তোমাকে এমনই অনাসৃষ্টি সব প্রশ্ন করতাম—"

স্বপন সাহস ক'রে হঠাৎ ঠাট্টার সুরে বলল : "তুমি আমার সঙ্গে আজ এমন ব্যবহার করছ যেন আমরা দুজনে প্রণয়ী প্রণয়িনী।"

আনা তার রাগ ভুলে পাশ ফিরে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল : "আচ্ছা যদি হতামই তা হ'লে সাধ্বী সতী কি খু—ব মর্ম্মাহত হতেন? কিম্বা ইসাবেলা?"

—"এই-ই ছিল তোমার প্রশ্ন?"

—"না—সে আর-একটা প্রশ্ন। কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তরই দাও আগে।"

—"ও—রে। তার মানে তুমি একটার স্থলে দুটো প্রশ্ন ক'রে নিতে চাও এই ফিকিরে।"

—"যদি চাই-ই—তা হ'লে কি সাংঘাতিক উকিলিপনা হ'য়ে পড়ে সেটা?"

—"তা নয়। তবে অত জনিতা করলে নিরীহ মানুষের মনে ভয় একটু হয়ই। বান্ধবীকে ভয় নেই ব'লেই যে জেরাকারিণীকেও ভয় নেই তা তো সাব্যস্ত হয় না?"

আনা হেসে বলল : "তুমি যতটা নিরীহ সাজতে চাও তুমি ঠিক ততখানিই নিরীহ কি না সে-বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে মঁশ্যে লেজালিয়ে!"

স্বপন হেসে বলল : "যে-লোক জীবনে একজন মেয়েরও হৃদয় জয়

করেছে—তা তাকে বিয়ে ক'রেই হোক্ বা না-বিয়ে ক'রেই হোক্—সে-লোক ঠিক অনাঘ্রাত ফুলের মতনই নিরীহ র'য়ে গেল এ-কথা বললে কি তোমার সন্দেহ ঘন হ'য়ে উঠবে, না ফিকে ?"

আনা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল : "তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কিন্তু, মনে রেখো।"

—"দিতাম যদি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছ না এ-সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারতে।"

—"যা—ও।" ব'লে আনা ফের পাশ ফিরে শুল।

স্বপন হেসে বলল : "আচ্ছা আচ্ছা—এবার উত্তর দেব—কথা দিচ্ছি। অমন মান ক'রে মুখ ফিরিও না মানময়ী! ফেরো এদিকে।"

আনা মুখ না ফিরিয়েই বলল : "ফেরালে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কথা দাও আগে।"

—"দিচ্ছি—সাধ্য সাধনা ক'রে।"

আনা মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলল : "মা ভৈঃ—প্রশ্ন করব না—দিলাম বর।"

—"উঃ—যেন না দিলেই আমি গিয়েছিলাম আর কি ?"

—"ফের রাগাচ্ছ আমাকে ? তা হ'লে করব কিন্তু প্রশ্ন। আর শুধু সন্ধ্যা সম্বন্ধেই নয়।"

—"করো না যার সম্বন্ধে ইচ্ছে। আমি ডরাই না।"

—"আচ্ছা। তা হ'লে আমার প্রশ্ন করি কিন্তু। দোষ নেই। প্রথমে—প্রথমার সম্বন্ধে। বলোতো বন্ধু—তুমি আমি রাতের গাড়ীতে এ-রকমভাবে নির্জন কুপেতে একসঙ্গে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছি জানতে পারলে তোমার প্রিয়তমা মর্মাহত হবেন কি না ? মানে স্বদেশিনীটি।"

স্বপন একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল। বলল : "এ-কথার উত্তর দেওয়া মুস্কিল।"

—"কেন ?"

—"কারণ—দিলে তুমি হয়তো ভাববে স্বদেশিনীকে আমি বাড়িয়ে বলছি—যেমন সব্বাই বলে স্ত্রীর সম্বন্ধে।"

আনা হেসে বলল : "স্বামীর স্ত্রী-স্তুতি সম্বন্ধে তোমার ধারণা শুনলে আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ ফ্রান্সের সব্বাই একটু বুকে বল পেতো স্বপন। কিন্তু যাক্ সে-কথা। আমি তোমার কোনো কথা বাড়ানো কথা মনে করব না, কথা দিচ্ছি। অকুণ্ঠে বলো তার সম্বন্ধে যা বলতে চাও।"

স্বপন সুর একটু নামিয়ে বলল : "সে সত্যিই একটু অদ্ভুত গোছের মেয়ে আনা। প্রেম-সম্বন্ধে তার ধারণা সত্যিই যেমন একরোকা তেমনি নভেলি গোছের। সে আমায় গত মেলে কি লিখেছে শুনবে ? না—এখন তোমার ঘুমোনো উচিত। একে তোমার জ্বর হয়েছিল—আজ ঘুমোও, কাল বলব।"

কৌতূহলে আনার মুখ যেন দীপ্ত হ'য়ে উঠল। বলল : "আমার জ্বর সত্যি ছেড়ে গেছে—এই দেখ—কুলকুল ক'রে ঘাম হচ্ছে।" ব'লে উপরের একটি কম্বল ফেলে দিয়ে স্বপনের দুটি হাতই নিজের কপালে রাখল।

—"তাই তো। হিপ্ হিপ্ হুরে আস্পিরিন !"

—"হুরে রেখে বলো না—কী চিঠি লিখেছে সে। আমি কাউকে বলব না।"

স্বপন হেসে বলল : "কাউকে বললেই বা কি ?—সে তো আমার শুধু প্রণয়িনীও নয় দেশত্যাগিনী পলাতকাও. না—কলঙ্কিনী নাম রটাবার মুখ নেই।"

আনাও হাসল, বলল : "তুমি যে ভারি মুখফোড় হ'য়ে উঠেছ দেখছি দুদিনে।"

—"হবে না? শিক্ষক কে?"

—"যদি বলি সৈনিক-বংশোদ্ভবা—নীল-প্রবাসিনী হেলেন-নয়না?"

—"তা হ'লে শুধু বলব—তুমি যাই হও—তুলনাধন্যা নও।"

—"যথা?"

—"যথা : এ-বিষয়ে কোনো বংশোদ্ভবাই তোমার কাছেও আসতে পারেন না।"

—"ধন্যবাদ। কিন্তু বাজে কথা দিয়ে আসল কথাটা চাপা দিতে দিচ্ছি নে : বলো, কি লিখেছে সে।"

—"উঃ, স্ত্রীজাতির কৌতূহল কী নাছোড়বান্দ!"

—"যাও। চাই না শুনতে।" ব'লে আনা ফের পাশ ফিরে শুল।

—"আহা চটো কেন? ঠাট্টাও বোঝ না। শোনো—আমি খাস চিঠিটাই অনুবাদ ক'রে প'ড়ে শোনাচ্ছি।"

আনা বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফেরাল, বলল : "চিঠিটা কি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরো নাকি কণ্ঠমালা ক'রে?"

এ-কথার উত্তর না দিয়ে হেসে তার ছোট্ট আতাশে-কেস খুলে চিঠিটা বের ক'রে পড়তে আরম্ভ করল। একটু একটু ক'রে প'ড়ে থামে ও অনুবাদ করে।......

বিতর্ক

পড়া শেষ হ'লে আনা খানিক চুপ ক'রে রইল; পরে বলল : "ভারি মিষ্টি তো তোমাদের ভাষা! অনেকটা ফরাসীদের মতন আবার।"

—"ঘুরিয়ে নিজের স্তুতি?"

আনা রুখে উঠে বলল: "মোটেই না। সত্যিই [illegible]র ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল—স্থানে স্থানে উচ্চারণ পদ্ধতির [illegible]। তোমাদের ড় র, ঙ চন্দ্রবিন্দু—কী রকম আশ্চর্য্য ফরাসী উচ্চারণের মতন। ইংরাজী বা জার্মাণের কাছ দিয়েও যায় ?"

স্বপন হেসে বলল: "সাদৃশ্য শুধু ঐটুকু ?"

আনা বলল: "না। শ্যামলিনী ধবলিনীর ওপর ছড়াটির মধ্যেও ফরাসী রসিকতার আমেজ হুবহু।"

—"কেবল যা একটু বাড়াবাড়ি আছে ওর ফিলসফির মধ্যে।"

—"মোটেই না—অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

—"কেমন ক'রে? য়ুরোপে কি শ্যামচর্ম্মের প্র[illegible] লোকের একটা বিদ্বেষ নেই বলতে চাও ?"

—"আজই বলছিলে না—নীসের হোটেল থেকে সে[illegible]রাত্রি পুরুষের সঙ্গে সুন্দরী ফরাসিনীর প্রীতি দেখে ইসাবেলা বলেছিল [illegible] তার চোখে একটুও অসঙ্গত ঠেকেনি ?"

—"ইসাবেলার কথা আলাদা—"

—"একটুও না। ল্যাটিন জাতের যে-কোনো মেয়ের [illegible]দ্ধেই ঐ কথা। জাতদের মধ্যেও—বর্ণদ্বেষ নেই।"

—"কিন্তু ধর টিউটন বা অ্যাংলোসাক্সন ?"—

—"ওদের মেয়েদের মধ্যেও নেই বোধ হয়। অন্ততঃ অনেক স্থলেই যে নেই এ নিশ্চয়। ইসাবেলা খুব ঠিক কথাই বলেছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই বরং উলটো: শ্যামাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গিনীর টান বরং বেশি।"

—"কিন্তু শ্যামাঙ্গের প্রতি বা Yellow-perilএর প্রতি য়ুরোপের ব্যাপক বিমুখতার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।"

—"মোটেই না। কিন্তু আমরা তো এখন সমস্তাটির রাষ্ট্রগত বা

ব্যক্তিগত ব্যাপকতার বিচার করছিলাম না, করছিলাম ওর যৌনগত সত্যের। আমার বক্তব্য ছিল—এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বৈমাত্রভাই যে অনেক সময় বেশি টানে এ একটা অত্যন্ত জানা ডাক্তারি সত্য। সন্ধ্যার ছড়াটি তাই গভীর হয়েছে।"

স্বপন হেসে বলল: "অ্যাডমিরেশন যে ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে গো —সন্তাব-বর্ধিনী!"

—"সত্যি, তাকে দেখতে এত ইচ্ছে করছে আমার।"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

আনা হঠাৎ বলল: "তাকে তার ক'রে দাও না নীসে আসতে!"

স্বপন হো হো ক'রে হেসে ফেলল: "সাধে কি আর মেয়েমানুষকে বিধাতা মেয়েমানুষ নামে ডেকেছেন।"

আনা রাগতঃ সুরে বলল: "যেন একেবারে তারি অসম্ভব প্রস্তাব করেছি।"

—"নয়? কলকাতা থেকে নীসে আসা কি মুখের কথা নাকি?"

—"শক্তটা কী শুনি? তোমরা ধনী—তোমার স্ত্রী পাকা নব্যা— নইলে এ-ধরনের কবিতা আসত না কলমে। আমি যদি এক কথায় তোমার মতন দুর্দিনের আলাপীর সঙ্গে একেবারে একলা পারিস থেকে নীসে পাড়ি দিতে পারি তা হ'লে তার পক্ষে নিরাপদে কলকাতা থেকে য়ুরোপে আসা কি এতই অকল্পনীয়?"

—"বাঃ—দূরত্বের কথাটা বেমালুম ভুলেই যাচ্ছ।"

—"আজকের দিনে তাতে বিপদ কতটুকু—যদি টাকা থাকে? তা ছাড়া, যে-তরুণী এ-ভাবে দূর থেকে স্বামীকে কড়ে আঙুলের ওপরে ঘোরাতে পারে সে কিছু না জেনে ম্যাডাগাস্কারে রওনা হ'লেও বুদ্ধির কল্যাণের জোরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে এ ধ্রুব।"

—"বাপুরে! একটা কবিতা পড়েই? আচ্ছা, অন্ততঃ তোমার এ-ধারণা তাকে আমি জানাব। মেয়েরা ভক্তাধীনা। কে বলতে পারে—তোমাকে বর দিতে ছুটে আসবে না?"

আনা হাসিমুখে বলল: "বেশ বলেছ।" ব'লেই নিজের কপালে স্বপনের হাত ফের রেখে বলল: "দেখ, এত হাসি গল্পে আমার জর বোধ হয় ছেড়ে গেল। ঘাম হচ্ছে। তোমার সীলস্কিন কম্বলটা সরিয়ে নেও এবার। কেমন, এখন তো আর আপত্তি নেই?"

—"নেই? বিলক্ষণ! তা হ'লে অভিভাবক হওয়া কেন বেকায়দা? —না না আনা, ঠাট্টা না—ঐ কম্বল মুড়ি দিয়েই এখন ঘুমোতে হবে। আর রাত করাও না। শুভরাত্রি।" ব'লেই দিল আলো নিভিয়ে।

দ্বিধার দোলায়

পাশে তরুণী। গাড়ী হু হু শব্দে চলেছে। স্বপন ওভারকোটটা মুড়ি দিয়ে শোয়। কিন্তু ঘুম আসে কই?...মাঝে মাঝে আনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও উসখুস্ তোলে যে কত রকম চিন্তার ঢেউ!...কত কী ভাবনা!...এ কী রকম অবস্থা! একে রোমান্টিক না বললে রোমান্স বলা যাবে কাকে? পরশুই ইজিপ্ট যাচ্ছিল না? আর আজ? কত ছোট ছোট ঘটনাই যে জীবনের গতিপ্রবাহকে বড় বড় মোড়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়!...কিন্তু—

কার ভার হঠাৎ ওর স্কন্ধে এসে ভর করল অতর্কিতে? ইসাবেলার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে-না-পেতে আবার এ কী অঘটন বলো দেখি?... সে হাসে আপন মনে: চাণ্ডের কাহিনী মনে পড়ে—পালিয়ে আত্মরক্ষা —ও কী হয়—এ যুযুৎসু জগতে? শান্তির নিরালা কোলে চিরস্থিতি

যে অসম্ভব অ্যানাক্রনিজম—এ-যুগে। নইলে যাকে এড়িয়ে চলার জন্তে তার এত প্রযত্ন, এত বিবেক-দংশন, এত চেষ্টা, এত আক্ষেপ—শেষটায় পালিয়ে-আত্মরক্ষার প্রয়াস—সে কি এ-ভাবে ফিরে আসত? চাকের চাকার উপমা মনে প'ড়ে যায়।—যে-মুহূর্তে তার সর্বোচ্চ বিন্দুটি ভাবে ধূলোর আর ভয় নেই—সেই মুহূর্তেই তাকে নিশানা করতে হয় ঐ ধূলোকেই। নির্বন্ধ মুক্তি? হায় কবিকল্পনা!

ভাবতে ভাবতে মনটা সান্ত্বনার রাগে রঙিয়ে ওঠে।···আত্মপ্রসাদ। সঙ্গে একটা নিবিড় কারুণ্য, একটা রক্ষণা-বেক্ষণের অনুভূতি, একটা অনির্দেশ্য সার্থকতা। কী মধুর এ তৃপ্তি! হঠাৎ মনে পড়ে ফুলশয্যার রাতটি—যেদিন কণ্টকময়া সন্ধ্যাকে সে চুম্বনে চুম্বনে ছেয়ে দিয়েছিল!··· সেদিন সে-আবেশের সঙ্গেও ছিল না কি এই ধরণেরই একটা তৃপ্তির রেশ— অসহায়া-সহায়ী পৌরুষ-গর্ব? অসহায়া—কেননা তার আগেই তার কানে এসেছিল সন্ধ্যার একটা ফুসফুস্ নাকি খারাপ। তার বাবা সেজন্য আপত্তিও করেছিলেন প্রথমটায়। কিন্তু এ-কথা শুনে সে আরও আবদার ধরে যে ঐ মেয়ে নইলে বিয়েই করবে না। অথচ এ দুই অনুভূতির মধ্যে প্রভেদ কী আকাশ-পাতাল!—কিন্তু সত্যই কি প্রভেদ এত গভীর? কে জানে? ভেবে কূলকিনারা পায় না।···

* *
*

দূর্—আশঙ্কা, অস্বস্তি, মোহ—এ-সব কি আবার! আমা একটু সেরে উঠলেই তাকে পাহিসে ফিরিয়ে আনবে। এতে এত শত রোমান্সের প্রশ্নই বা ওঠে কোথা থেকে, আর অস্বস্তি ভয় কুণ্ঠা এ-সবের তর্কই বা আসে কোথা থেকে? সে পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু কোথায় একটা অর্দ্ধ-স্ফুট স্বর যেন একটা অদৃশ্য কাঁটায় মর্ম্মের

তাকে বিঁধতে থাকে। না পায় তার দিশা—না পারে তাকে অপসৃত করতে। যেন এ-কাজটা…

কী কাজ?—সে রুখে ওঠে। সে করেছে কী শুনি? একটি অসহায় বান্ধ—আরীর, আরীর প্রতি তার বন্ধুজনোচিত কর্ত্তব্য মাত্র। এ না ক'রে তার কি উপায় ছিল? তবু একটা 'কিন্তু' জাগে—সেই অদৃশ্য কাঁটা। শুধুই কি বন্ধুজনোচিত কর্ত্তব্য?—এ-উৎসাহ কি অবিমিশ্র বন্ধুজনোচিত কর্ত্তব্যপালনের উৎসাহ? পরোপকার?

তার পরেই তার মনে পড়ে আজ ট্যাক্সিতে আনার সঙ্গে তার খোলাখুলি এত কথা। ইসাবেলার কথা সে-ও শুনতে চাইল কেমন সহজ দাবিতে—আর স্বপনও বলল কেমন সাগ্রহে!…সর্ব্বোপরি আজকের রাতের এ-বিশ্রম্ভালাপ? ওরা পরস্পরের আরো কাছে স'রে আসেনি কি অজান্তে? না, আনার কথাবার্ত্তা অনুযোগ কৃতজ্ঞতা—এ-সবের মধ্যে বন্ধুত্বের সরল স্বাক্ষরের বাড়া আর কিছুই পায়নি সে?—বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে?

কিন্তু যদি পেয়েই থাকে—সে ফের রুখে ওঠে—যদি একটু কোমলভাব এর মধ্যে এসে থাকেই—কোমলভাব কথাটা সে বার বার উচ্চারণ করে—তা হ'লে তাতে কী এত ভাগবত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে শুনি? নরনারীর মধ্যে তরুণ বয়সে এ সবুজ মাধুর্য্যটুকুকে বাদ দিলে জীবন মরুভূমি না হ'য়ে পারে? ইসাবেলার কালকের কথা মনে পড়ে যায়—"তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করো স্বপন এ-সব ব্যাপারে একটু-আধটু ছুঁৎচুক নিয়ে।"

কিন্তু—সন্ধ্যা? তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেবলই মনের মধ্যে সন্ধ্যার প্রশ্ন ওঠে। বাড়াবাড়ি হয়তো হ'ত না যদি সন্ধ্যা না থাকত। যেখানে দু' পক্ষই স্বাধীন সেখানে ক্রীণাভিসন্ধ্ চলে—কিন্তু যেখানে একপক্ষ বাঁধা সেখানে?

হঠাৎ তার মনের কোণে এ-প্রশ্ন জেগে ওঠে আর-এক মূর্তিতে : ধরো আনার সঙ্গে তার আজকের সব কথাবার্তা কি সে সন্ধ্যাকে খোলাখুলি লিখতে পারে? যদি এ-কথাবার্তার মধ্যে দোষের কিছুই না থাকে—বাড়াবাড়ি কিছুই না হ'য়ে থাকে—তবে না পারবে কেন? কিন্তু পারে কি? প্রেমের একটা দাবি তো ঘনিষ্ঠতার?—এবং ঘনিষ্ঠতার স্পর্ধা কী?—প্রেমাস্পদের কাছে গোপন কিছুই রাখতে না-চাওয়া নয় কি? দূর—প্রশ্নটা—এ-ঢঙে সে ভাবতেই চায় না। কিন্তু তবু না ভেবেও যে পারে না। ভাবতে-ভাবতে মনের কোণে সব সংশয় মেঘ তবু তো একটু একটু ক'রেও কাটে। আনার আজকের আলাপ যে প্রেমালাপেরই অগ্রদূত এ-বিষয়ে সংশয়-পোষণ করার আর পথ কই? তাই না খোলাখুলি সন্ধ্যার কাছে আনা সম্বন্ধে সব কথা লেখা চলে না।

কিন্তু চলে-না-ই বা কেন? সন্ধ্যার প্রেমপত্র তো খোলাখুলি আনার কাছে পড়তে তার বাধল না! তবে অন্য ক্ষেত্রেই বা বাধে কেন?—হায় রে, বাধে কেন?—

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে আনা কি-যেন বলল। সে কান পেতে শোনে। এ কী! আনা তার নাম করছে! ঘুমের ঘোরে! হয়তো তাকেই স্বপ্ন দেখছে!!! তার বুকের রক্ত উদ্বেল হ'য়ে ওঠে!

হঠাৎ আনার একটি অনাবৃত বাহু তার কণ্ঠে এসে ঠেকে।...সে তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ স'রে যায়। তার রক্তের মধ্যে মুহূর্তে বিদ্যুতের তাল ওঠে বেজে।

* *
*

হঠাৎ আনার কাতরোক্তি শুনে কের চমকে ওঠে।

"কী আনা?"—মুহূর্তে বিদ্যুৎ স্নিগ্ধ শ্যামলতায় ফেটে পড়ে।...

—"আমার ফের জ্বর এল যেন মনে হচ্ছে। মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

—"টিপে দেব ?" স্বপন সেই সবুজ বাতিটার সুইচ টেপে।

—"নঁ—নঁ মনামি শের, মের্সি।" *

এমন কোমল কণ্ঠে তাকে আনা কখনো 'প্রিয়বন্ধু আমার' ব'লে সম্ভাষণ করেনি। তার কণ্ঠস্বরে যেন আর্দ্রতা, কৃতজ্ঞতা, মাধুর্য্য—উপ্‌ছে পড়ছে।

স্বপনের রক্তের মধ্যে নিবিড় হ'য়ে ওঠে কারুণ্য, সমবেদনা, কোমলতা। ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে উঠে ব'সে আনার বার্থের শিয়রে ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। কপালটা ফের যেন একটু বেশি গরম!

—"এ কী আনা? ফের জ্বর এসেছে যে খুব? গা যে পুড়ে যাচ্ছে?"

—"ও কিছু নয়।" একটু থেমে মৃদুস্বরে আনা বলল: "বছর তুই আগে একবার আঁদোলীনে বেড়াতে গিয়ে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় ভুগি মাস ছয়েক। তার পর থেকে জ্বর আমার যখনই হয় একটু বেশিই হয়। ওতে ভাববার কিছু নেই।—তোমার হাত কী চমৎকার ঠাণ্ডা কিন্তু! শীত করছে না তো? তার কণ্ঠস্বরে কোমলতার নির্য্যাস ভরা যেন!

—"না না। দেখছ না আমার গায়ে ওভারকোট।"

—"তুমি এত ভালো মনামি শের—বেচারি!"

স্বপনের মনের মধ্যে অনুকম্পার জোয়ার ওঠে ফুলে। সে তার ঘাড় মাথা টিপে দিতে দিতে বলে: "আচ্ছা গো আচ্ছা—হয়েছে। এখন ঘুমোবার চেষ্টা করবে কি একটু?"

আনা তার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের গালে কপালে ঘাড়ে কণ্ঠে রাখতে লাগল: আঃ—। কী ঠাণ্ডা!"

* *
*

* Non—non mon ami cher, merci—না না প্রিয় বন্ধু আমার, ধন্যবাদ।

হঠাৎ চোখ মেলে আনা বলল : "হয়েছে—এবার তুমি ঘুমোও স্বপন।" স্বপন সুবিধে ক'রে মাটিতে কম্বলটা বিছিয়ে ব'সে ওর মাথা টিপে দিচ্ছিল।

—"আচ্ছা গো আচ্ছা। আমার ঘুমের ভাবনা রেখে নিজের ঘুমের চরকায় তেল দেবে কি একটু?"

আনা ম্লান হাসে। আব ছা সবুজ আলোর ওর মুখখানি কী সুন্দরই দেখায়!···কণ্ঠ অনাবৃত। সুডৌল নগ্ন বাহু কম্বলের বাইরে। এক হাত স্বপনের কোলে—আর-এক হাত স্বপনের করতলে—মূর্চ্ছিত। স্বপনের দিকেই পাশ ফিরে শুয়ে। মাঝে মাঝে এমন ক'রে তাকায়!··· স্বপনের বুকের কত কাছে ওর মাথা! কয়েকগাছি চূর্ণালক শুভ্র গ্রীবায় ট্রেনের ঝাঁকুনিতে অল্প কাঁপে···কণ্ঠের ঠিক মাঝখানে একটি সরু সোনার হারে বাঁধা একটি লকেট।···কী মোহময় দেখায় ওর এ-নিষণ্ণ অবতাপিতা মূর্ত্তি! ঠিক যেন বিশ্রব্ধতার একটি ছবি!—নির্ভরের। ছবি···ছবি··· ছবিই বটে—স্বপন ভাবে।···

আনার শ্বাস-প্রশ্বাস মন্থর দীর্ঘচ্ছন্দ হ'য়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছে।··· তখনও দেহ তালে তালে ওঠে পড়ে।...দেহের কত রেখা··স্বপন একদৃষ্টে দেখে চেয়ে। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে আর গ্লানি নেই একটুও। সে তার সমগ্র চেতনা দিয়ে একটি ছবি দেখছিল।—সত্যিই ছবি।—একটি নির্ভরশীলা অসহায়া চিত্রাপিতা সুন্দরী তরুণী। তার বুকের মধ্যে তৃপ্তি উপ্‌ছে পড়ে একটা গর্ব···আবেশ···মাদকতা···

* *
*

আনার চিবুক অবধি কম্বলটা ভালো ক'রে সন্তর্পণে টেনে দিয়ে সে চাদরটার গুঁজে দিলো তোষকের নিচে। তারপর সবুজ ছোট আলোটি দিলো নিবিয়ে।

গাড়ী ছুলতে ছুলতে চলে। পাশে আনার নিয়মিত ছন্দে দীর্ঘনিশ্বাস ওঠে পড়ে...

গ্রাস

স্বপন নীসে আনাকে নিয়ে গেল না। নীসে এ-সময়ে এত ভিড়! সোজা গিয়ে উঠল গ্রাসে Hotel Beau Sejour-এ।

ছোট্ট হোটেলটি,—কিন্তু যেমন সুন্দর তার বাগান তেমনি উপভোগ্য তার নির্জ্জনতা। গ্রাসের প্রায় শেষ প্রান্তে। এখানে লোকচলাচলও বিরল হ'য়ে এসেছে একটু। সামনের সৈকত ধপধপে সাদা। সকালে ঝিকমিক ঝিকমিক করে এমন!... আনা দেখে জ্বরের তাড়সেও খুসি হ'য়ে ওঠে। স্বপন তাতে এমন এক গৌরবের হিল্লোল বোধ করে...যেন এ-হোটেলের আবেষ্টনী তাঁর নিজেরই সৃষ্টি!...

ঠিক সমুদ্রের সামনেই ওদের দুটি ঘর। পাশাপাশি। প্রতি ঘরের সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি। আনা এতে আরও খুসি হ'য়ে উঠল। জ্বরের বেদনাও যেন ও ভুলে গেল সামনের শ্যামল আস্তরণের দৃশ্যে। স্বপনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল: "কী সুন্দর হোটেলটি!"

পুলক-উদ্বেলচিত্তে আনাকে তার বিছানায় বেশ পরিপাটি ক'রে শুইয়ে দিয়ে ও ডাক্তার ডাকতে পাঠালো। তার শেষরাত্রের দিকে জ্বরটা একটু কমলেও—এখনো মুখচোখ বেশ রাঙা।

—"ডাক্তার না-আসা পর্য্যন্ত কাছে বোসো স্বপন।"

স্বপনের এত ভালো লাগে এ সহজ দাবির সুর। এ তো অনুরোধ নয়—আদেশ। আদেশও সময়ে সময়ে কী মধুর লাগে!...স্বপন তার পায়ের উপর নিজের মোটা নীলফিন কম্বলটা বিছিয়ে দিলো—হঠাৎ।

—"ও কী করছ ? আমার কি এখনো শীত করছে না কি ?"

—"আহা—কেবল তর্ক করো কেন বলো তো ? ডাক্তার আসছেন—ততক্ষণ পর্য্যন্তও কি মন্তব্য দেওয়া স্থগিত থাকতে পারে না তোমার পায়ে কম্বল দেওয়া সম্বন্ধে ?" স্বপন তার মাথায় হাত বুলোতে থাকে।...

* *
*

হঠাৎ আনা বলল : "আহা বেচারী ! একটা পথের মেয়ের জন্যে—"

—"থামবে একটু ? কেমন বোধ করছ ?"

—"বুকের মধ্যে কি রকম যেন ক'রে উঠছে থেকে থেকে। ভারি ভারি লাগছে—ব্যথার মতন। নইলে আর সব ভালোই।"

স্বপন আরও ভয় পেয়ে গেল।...

* *
*

ডাক্তার যখন এলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় ছটা। আনার বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে তার সামনে হেসে বললেন : "কিছু না—একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা মতন। তার ওপর এতটা পথ দুর্ব্বল শরীরে ট্রেনে আসা—ওঠা নামা"—ইত্যাদি ! বাইরে এসে স্বপনকে বললেন : "এখানকার সবচেয়ে বড় হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার সিরেরাকে কাল কনসালটেশনে ডাকা ভালো বোধ হয়।"

স্বপন শুকমুখে বলল : "ভয়ের কারণ আছে নাকি ?"

—"বুঝতে পারছি না, বাঁ ফুসফুসে একটা জায়গায়—কিন্তু ডাক্তার সিরেরাকে কনসালট না ক'রে কিছু বলতে চাই না। মাদামের কখনো প্লুরিসি হয়েছিল কি ?"

—"হ্যা মাস তিনেক আগে।"

ডাক্তার সাহেবের মুখ আরও অন্ধকার হ'য়ে গেল।

—"কী ?" স্বপনের স্বর ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

—"কিছু না। কাল সকালেই ডাক্তার সিয়েরাকে নিয়ে আসব তা হ'লে ?"

—"নিশ্চয়। জিজ্ঞাসা করছেন কেন এ-কথা ?"

ডাক্তার বললেন : "তাঁর ফী-টা একটু চড়া।"

স্বপন উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল : "তা'তে কি ?"

ডাক্তার উদ্ভাসিত হেসে মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন। বিদেশী সুদর্শন যুবকটির বেশভূষা যে আশাপ্রদ তা বুঝতে তাঁর বিশেষ বিলম্ব হয়নি। টাইপিনটির হীরেটি সহজে দৃষ্টিই এড়ায় না কারুর—এত বড় হীরে। হঠাৎ স্বপনের কি মনে হয়। ডাক্তার সাহেব মোটরের পাদানীতে উঠবেন —এমন সময় ধ'রে ফেলে : "শুনুন, ডাক্তার সিয়েরাকে এখুনি ডেকে আনতে পারেন না ?"

—"পারি,—তাঁর বাড়িও খুব কাছে। কেবল—" একটু থেমে, "সন্ধ্যায় তাঁর ফী-টা—"

—"ডবল দিলে হবে না ? না-হয় তিনটে ?"

ডাক্তারের মুখে হাসির চাপা সৌদামিনী খেলে গেল। লোকটা জহুরী !

* *
*

আনার ঘরে প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে তাকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার সিয়েরা স্বপনের ঘরের দোরে টোকা মারলেন।

—"আসুন।…কী দেখলেন ?"

—"ওঁকে জানাবেন না—তবে আপনার জেনে রাখা দরকার যে যদিও এ-জ্বরটা বিশেষ কিছু নয়—কিন্তু হঠাৎ কোনো আঘাত বা মানসিক উৎকণ্ঠা বা প্রবল উত্তেজনায় খুবই খারাপ দিকে বেঁক নিতে পারে।"

স্বপন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: "কোন প্লুরিসি বা নিউমোনিয়ার ভয় নেই তো?"

—"সে ভয় তত নেই। আসল ভয় ওঁর স্নায়বিক অবস্থার জন্যে। শুনলাম মেনিঞ্জাইটিস হয়েছিল। মনঃকষ্টও—না?"

—"খুব বেশিই গেছে"—স্বপন মুখ একটু নিচু ক'রে বলে।

—"সেইটেতেই ঘা খেয়েছেন—খুব জখম হ'য়ে গিয়েছে তাতে ওঁর স্নায়ুমণ্ডলী। কোনোরকম উত্তেজনা যাতে না হয়। হ'লে হঠাৎ মূর্চ্ছা হ'তে পারে—আর হৃৎপিণ্ডও একটু দুর্ব্বল আছে। তাই বিশেষ ক'রে দরকার ওঁকে সাধ্যমত প্রফুল্ল রাখা—উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে রাখা।—কিন্তু অত ভয় পাবার কিছু নেই। রোগিণীর দেহযন্ত্রও বিকল হয়নি, রক্তেরও জোর আছে। তা ছাড়া এখানকার হাওয়াও খুব ভালো। শুধু দেখবেন খুব শান্তি—মনের শান্তি যাতে মাদাম পান। মনটাকে যতটা পারেন প্রফুল্ল রাখবেন। জ্বর—ও কিছুই না। কালই ছেড়ে যাবে।"

দায়িত্ব

আনার জ্বর সত্যিই তার পরদিন ছেড়ে গেল।

কিন্তু স্বপন তাকে বেরুতে দিল না তার বেরুতে চাওয়া সত্ত্বেও। এমন কি বাইরে বাগানেও না। সম্ভ-অভিভাবকি চাল। আনা হেসে বলে: "একে তোমাদের গুরুজাতির ভাষায় বলে চার্জ অফ ইয়োর লাইফ টাইম—না স্বপন? নাও খাটিয়ে নাও গুরুগিরি।"

স্বপন হাসে : "কবি কী বলো? সে নিজে অবুঝ—কোমল—তাকে একটু নজরবন্দীর মধ্যে—পাগলকে ভেলভেট-মোড়া দেয়ালওয়ালা ঘরে রাখে জানো তো?"

ফের দুজনের মধ্যে ললিত পরিহাস ও কথা-কাটাকাটি চলে। স্বপনের বুক থেকে যেন পাথর নেমে যায়।

আনা শেষে রাগ ক'রে বলে : "যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর তা হ'লে মক্কেল কিন্তু দড়ি ছিঁড়বে ব'লে রাখছি।"

স্বপন হেসে বলে : "তোমার মনিব্যাগ-রূপ খুঁটি যে এখানে—আমার তদারকে—দড়ি ছিঁড়ে যাবে কোথায় বল?"

আনা রুখে উঠে বলে : "ইউ—শ্—যেন—" কিন্তু কী বলবে খুঁজে পায় না।

দুজনেই হেসে ওঠে।

এমনি ক'রে চটুল গল্প ও হাস্যপরিহাসের মধ্যে আনা দুদিনেই ওঠে সুস্থ হ'য়ে।

বিচিত্র

জীবন? বিচিত্র বই কি। কোথায় ছিল সে আর কোথায় আনা—মাত্র দুদিন আগে। কে ভেবেছিল—বিদেশেও ও হবে অভিভাবক?—আর একবার নয়—দু-দুবার!...ইসাবেলা আজ কোথায়? নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে। আশ্চর্য্য দুদিনেই আবার সে কতখানি দূরে স'রে গেছে! আর আনা কেন হ'য়ে উঠেছে...এত বাস্তব! এই কি ছিল সদ্য-পরিচিতা—দুদিন আগে?

আবার সময় কত আরাম-আয়েসে সবই না হয়! মাঝে মাঝে সে নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে ওঠে যে এত সহজে এত বাজে খেয়ালি করায় মানুষ বশ্য হ'য়ে যেতে পারে সে!...সময়ের যেন পাখা উঠেছে। দেখতে দেখতে তিন-চার দিন কেটে যায়।

সমুদ্রের হাওয়ায় ও প্রসাদে আবার মহা আনন্দ। একটু একটু ক'রে তারা ক্রমে মোটরে এধারে ওধারে বেরুতে আরম্ভ করে। কারণ আনা এখনও বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। ডাক্তার নিজেরাও বলেন হাঁটা বেশি ভালো নয়—কারণ ওর স্নায়ু, হৃদ্‌যন্ত্র, মাথা সবই এখনো দুর্বল—জেনেরাল প্রস্‌ট্রেশনের পরে অনেক দিন সাবধানে থাকতে হয়। স্বপন সাবধানে থাকে কিন্তু অন্য কারণেও। কথাবার্তা কে জানে কখন কোন্ দিকে মোড় নেয়?

আনার মনে এতে কোথায় যে বাজে!...মাঝে মাঝে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের অভিনয় করে। কিন্তু স্বপন তা-ও গায়ে মাখে না—পাশ কাটিয়ে যায়। আনা তাতে আরো আহত হয়—কিন্তু বোঝে।...আরও মুশকিল এই যে, এ-প্রসঙ্গ তোলাও কঠিন। এ-নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম বাধা—গরমিলের অস্বাচ্ছন্দ্য!...দেহের মধ্যে এক এক রকম ব্যথা মাঝে মাঝে দেখা যায় না যায় স্থান নির্দেশ করা কত কঠিন?—যেন লাঠি হাতে ক'রে অন্ধকারে চলা—আগে লাঠি ফেলে তারপর পদক্ষেপ।...আরও বিপদ এই যে, একটু একটু ক'রে ও যে সুস্থ হচ্ছে, ওর প্রফুল্লতার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম অস্বাচ্ছন্দ্যের টুকরো যেন উড়ে এসে জুড়ে বসে থেকে থেকে, ও সে-মেঘের আয়তন দুলছেই দিন দিন... ইসাবেলার সঙ্গে কিন্তু ঠিক এ-রকমটা হয়নি। সে যে ছিল দমকা হাওয়া। মেঘ জমবার [illegible] কি? তা ছাড়া ইসাবেলার ক্ষেত্রে একটা সুবিধাও ছিল—সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। স্বপনের সত্যিই সময়ে [illegible]

ইচ্ছে হয় যদি চ্যাং থাকত আজ। আর ইসাবেলা। তা হ'লে নিশ্চয় ওদের সম্বন্ধটা ঢের সহজ নির্দোষ হ'য়ে উঠত, নয় ? অথচ আনাকে একা পাওয়ার মধ্যে এমন একটা মদকতাও ছিল যে···

আনার পরিচর্য্যা করতেও তার এত ভালো লাগে !···সে-সময়ে মনে হয় আনাকে একলা পেয়ে ভালোই হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যে কুণ্ঠা বাড়ত বই কমত না। আনাকে নিয়ে যখন তখন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, প্রাতঃসৈকতে পাশাপাশি দুটি মাথা ছাতার নিচে রেখে দেহ রৌদ্রে মেলে দিয়ে বিশ্রম্ভালাপ ; কোনো দ্রষ্টব্য স্থান আনার দেখার ইচ্ছে হ'তে না হ'তে বাঞ্ছাকল্পতরুর মতন পূর্ণ করা—আরও কত কী ছোটখাট রম্য ফাইফরমাস খাটা। কয়েক দিন আগের নীসের ভৌগোলিক পরিচয়ও তার ভারি কাজে আসে এখন। সে খুব বিজ্ঞভাবে সামুপথ দিয়ে তাকে নিয়ে যায় মন্টিকার্লোতে, মনাকোতে, বোর্দিগেরা-তে। কখনো বা সমুদ্রের মধ্যে পালে ম্ব লা জেতে-তে নিয়ে যায় নাচ দেখতে। কখনো বা সাবধানে খুব ভব্য নিরামিষ গোছের নাচ নাচতে। ইসাবেলার কল্যাণে ও-এক নতুন রসবোধের ইন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে যে তার দেহের রোমে রোমে। অথচ ইসাবেলার সঙ্গে যতটা নিঃশঙ্কভাবে নাচতে পারত—আনার সঙ্গে চেষ্টা ক'রেও ততটা অকুণ্ঠ হ'তে পারে কই ?···

একন্ত কোনো সন্ধ্যায় আনার চোখ তাকে অতুক্ত তিরস্কার করলে পরদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় আবার ঘটা ক'রে। যেমন সূর্য্যদেব প্রখর হ'লে সামনের শীতল নীলাম্বুতে গিয়ে ডুব দিয়ে আসা—অল্প সাঁতার কেটে। এতে আনা বড় খুসি। কখনো বা কয়েকটা খ্যাতনামা এসেন্সের কারখানায় নিয়ে যাওয়া। দামী এসেন্স কিনে দেওয়া ?—সে তো বলাই বেশি ! তাতে আনার রাগ করা ?—আহা, সেইখানেই না অতিব্যয়ের উল্লাস, অপব্যয়ের সার্থকতা !···কখনো বা ইংরাজী থিয়েটারে

ওকে শকুন্তলা অভিনয় দেখালো—রাশি রাশি বিজ্ঞ ব্যাখ্যা সমেত। যতটা পারে বৈচিত্র্যের আনন্দ ওকে দেওয়া। মাঝে মাঝে এ-সবে ওদের এত আনন্দে কাটে।...

—কিন্তু তবু সে অস্বস্তির ভাবটা তো কই কাটে না একেবারে? শান্তি তো আসে না?—বরং সময়ে সময়ে আনার কৃতজ্ঞ চাহনি, চলতে চলতে বাহুর বা করতলের মৃদু চাপ, ধন্যবাদ, নীরব আবেগ, মিষ্ট হাসি—তাকে বেশ একটু সফেন চঞ্চলই ক'রে তোলে। আনার সে মুখরা চটুলা ভাবটা গেছে কেটে—কিন্তু তার পরিবর্তে যে শ্রী ও মেদুরতা তার মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তাতে তার মনের বেলায় এক নতুন চাঞ্চল্যের ঢেউ তোলে যে! স্বপন ভাবে: জীবনে চঞ্চলতার উপাদান কি অশেষ নাকি? ইসাবেলার সান্নিধ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে না পেতে......

* *
*

কতরকম আলোচনাই বা··কতরকম আচমকা অসাবধানতায় উষ্ণতা!...

একদিন হঠাৎ আলোচনাটা নরম রাখা গেল না কোনো মতেই: গরম হ'য়ে উঠল:

আনা জিজ্ঞাসা করল: "বলেছিলাম না—চমৎকার বই—টলষ্টয়ের War and Peace? না পড়লে খেদ থেকে যেত না? বলো তো? নাতাশার ছবিটা? কী অপূর্ব? নয়?"

স্বপন বইটার খুব উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করে বটে কিন্তু শেষে বলে: নাতাশার ছবিও চমৎকার বটে, তবে ঐ প্রিন্স আন্দ্রেকে অত ভালোবাসতে না বাসতে—তাঁর বাগদত্তা হওয়া সত্ত্বেও থিয়েটারে লম্পট

আনাতোলকে দেখতে না দেখতে নাতাশার মনে হওয়া যে ও দুজনকেই ভালোবাসে—"

আনার মুখে ওর অত্যন্ত বিদ্রূপের হাসি ফোটে : "হয় না ?"

স্বপন কুণ্ঠিত স্বরে বলে : "হবে না কেন ? তবে—এত অল্প সময়ের মোহে—"

—"মোহ যে প্রকৃতিতে বিদ্যুৎ, সরল বন্ধু ! তার ঝিলিক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কি অন্য স্থায়ী আলো চোখে পড়ে ?"

—"পড়ে কি না জানিনে। তবে মোহের দীপ্তি বিদ্যুৎপ্রভ হ'লেও—অর্থাৎ নাতাশার অত অল্প সময়ে—চার-পাঁচবার মাত্র আনাতোলের সঙ্গে দেখা হ'তে না হ'তে তার পরম প্রেমাস্পদ প্রিন্স আঁদ্রেকে বরখাস্ত ক'রে দেওয়াটা—বিশেষ যখন ঐ প্রিন্সকেই সে ভালোবেসেছিল গভীর ভাবে এটাই দেখানো হচ্ছে—তখন এ-ধরণের অঘটন ঘটানো নভেল হিসেবে হয়তো উৎরেছে, কিন্তু—"

—"বাস্তবতা হিসেবে নামঞ্জুর, এই তো ?" আনার ওষ্ঠপ্রান্তে সাহুকম্প ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে : "মনাস্থি, ইসাবেলার সঙ্গে তোমার নৌকোর ঘটনাটা কি ছিল নভেলিয়ানা না বাস্তবিয়ানা ?—না, ক্ষমা কোরো স্বপন—" আনার মুখে [illegible] চিহ্ন একটু হ'য়ে ওঠে। "আমার মুখ বরাবরই এমনি আলগা জানোই তো।—আমি ইসাবেলার দৃষ্টান্ত দিয়ে শুধু বলতে চেয়েছিলাম—মেয়েদের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে যা আমরা—মেয়েরা—জিভ লুকাই—ঠাট বজায় রাখতে। তাই নাতাশার মতন ভালো মেয়েকে নিছক ভালো ভাবতে পারলে হ'য়ে উঠি দারুণ খুশি, ভুলতে চাই যে দারুণ সাধ্বী মেয়ের মধ্যেও এমন সব দুষ্টি সাধ্বীর সঙ্গে গলাগলি ক'রেই থাকেন যারা নিজমূর্তিতে প্রকাশ হ'লে সতী সাধ্বীর কাঁক যান কোথায় [illegible]—সুজন গো আদর্শবাদী !"—আনা কটাক্ষ ক'রেই হাসে মৃদু মৃদু।

স্বপন কুণ্ঠা দমন ক'রে জোর ক'রেই হেসে বলে : "অত বাঁকা না হাসলেও চলবে আনা। জীবনে আদর্শবাদ মেনে অপরাধী হ'লেও আমি নিশ্চয়ই এতটা নির্ব্বোধ বা ভণ্ড নই যে সাধুর মধ্যে লম্পট থাকতে পারে না এমন কথা প্রচার করব। সতীর মধ্যেও অসতীর স্থান নেই বলিতে তাই আমি নারাজ নই। এ-ও বিশেষ ক'রে সম্প্রতি নিজেকে দিয়েই জেনেছি যে নানা ঘটনার যোগাযোগে আমাদের নানামূর্ত্তি এমন স্বয়ংসিদ্ধ হ'য়ে ফুটে ওঠে যে তখন বোঝা ভার হয়—কোন্‌টা আমাদের আসল স্বরূপ —কোনটা বাহ্য—কিম্বা এ-সব বিরোধী রূপগুলোকে তাল পাকিয়েই একটা মানুষের স্বরূপ গ'ড়ে ওঠে কি না।—কিন্তু সব বলা হ'য়ে গেলেও কি বলা যায় না যে সম্ভব অসম্ভবের একটা সীমা আছেই—অন্তত জীবনে না থাকুক—আর্টে ? বিশেষ বাস্তবপন্থী উপন্যাসে ?"

—"বাস্তবপন্থী উপন্যাসে মানে ?"

—"মানে জীবনে নানা জিনিষ অসম্ভব হ'লেই কি বলবে যে বাস্তবপন্থী —realistic উপন্যাসে নাটকেও তারা মঞ্জুর হবেই হবে ? অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় না কি যে জীবনে অসম্ভব রোখ ক'রেই নিজেকে জাহির করলেও শিল্পীর অসম্ভবকে অসম্ভব ক'রে রাখলে চলবে না, করতে হবে অসম্ভবকেই সম্ভব—অন্তত এ-ধরণের বাস্তব উপন্যাসে। না, বলবে এ-কথাও মানো না ?"

আনা হাসল : "মানি স্বপন। কিন্তু সম্ভব অসম্ভবেরই কি কোনো বিশ্বজনীন মাপকাঠি আছে ? ধরো না কেন নাতাশার মধ্যে ঘতোবিরোধ আত্মবিরোধ এতই সম্ভব মনে হয় আমাদের, এত মুগ্ধ হই আমরা তার চরিত্র-চিত্রণ উপভোগ করতে করতে যে টলষ্টয়কে বলতে ইচ্ছে হয় : তোমারি জয়জয়কার হে ঋষি দ্রষ্টা !—রোসো রোসো, আমার কথা শেষ হয়নি : নাতাশার মধ্যে মোহ ও প্রেমের যে-দ্বন্দ্ব টলষ্টয় ফুটিয়েছেন তার মিথ্যা

জোন্‌স্‌ তোমার অসম্ভব ঠেকল বলো দেখি? প্রিন্স আন্দ্রের মহত্ত্বে চরিত্র-মাধুর্যে আদর্শবাদে নাতাশার মধ্যে সাধ্বী নাতাশা মহৎ নাতাশা সর্বত্যাগিনী নাতাশা জেগেছিল, বটে তো? বেশ। তার পরই আনাতোলকে দেখে জাগল তার মধ্যেকার অসতী নাতাশা উচ্ছলিনী নাতাশা বিদ্যুৎচঞ্চলা কিন্তু ক্ষণস্থায়িনী নাতাশা। টলষ্টয় ছিলেন ঋষি তাই দুজনকেই করলেন স্বীকার। সমাজের ভয়ে সাধুতার প্ররোচনায় ভদ্রতার উৎকোচে সতীর খাতিরে অসতীর গলাটিপে ধরলেন না—কারণ ধরতে পারতেন না। আর এ পারতেন না ব'লেই না তিনি হ'তে পারলেন নিপুণ শিল্পী দ্রষ্টা ঋষি। রাগ কোরো না স্বপন, কিন্তু এ আমি জোর ক'রেই বলতে পারি তোমার মধ্যে সমাজের ভয় না থাকলে এমন নিপুণ ছবি আঁকাতে তুমি মর্ম্মাহত হ'তে না—বা লেবেল দিতে না—'অসম্ভব'।"

কিন্তু তবু স্বপন রাগ করল বৈ কি, উষ্মা প্রকাশ পেল তার স্বরে, বলল: "মর্ম্মাহত আমি মোটেই হইনি, ভয় নেই। হ'লে নিকোলা সুন্দরী সোনিয়া ও কুৎসিতা প্রার্থনারতা মারিয়াকে দেখে দুজনের প্রতিই দুকারণে টান বোধ করল এতেও সমানই মর্ম্মাহত হতাম।"

আনা ছাড়বার পাত্রী নয়, হেসে বলে: "সে হওনি, কারণ প্রার্থনারতা মেয়ের মুখের দৈবীভাবে সাড়া দেওয়ায় নিকোলার দেবত্ব সিদ্ধ সিদ্ধান্ত করতে পেলে। খুসি হ'লে—লম্পট নিকোলার মধ্যেও ভালো একটা দিক আছে এ প্রমাণ হ'ল ব'লে। কিন্তু তা ব'লে উল্টো দিকে সাধ্বী নাতাশার মধ্যেও লাম্পট্য সমানই লুকিয়ে থাকতে পারে ভাবতে না বেজে পারে তোমাদের? না, নারীর অসতীত্বের আয়নায় ভর্তা ও কর্তার একপতিত্বের গৌরবের ছায়া—নির্মল হ'য়ে ফুটে না উঠলে মন প্রসন্ন হয় পুরুষদের? কিন্তু এ-ধরণের প্রেজুডিস্ কাটিয়ে উঠলে দেখতে পেতে যে, টলষ্টয় ছিলেন শিল্পী দ্রষ্টা ঋষি—

স্বপন রাগ ক'রে বলল : "কী যে তোমরা বার বার ঋষি ঋষি করো আনা টলষ্টয়কে—শিল্পীকে ? ঋষি কাকে বলে জানো কিছু !—যিনি নির্বন্ধ নির্মোহ—সব সংস্কার প্রেজুডিস মনোবিকারের বাইরে। টলষ্টয়েরও প্রেজুডিস ছিল যথেষ্ট। নইলে নেপোলিয়নের হাতে রুষদের বেদম মার খেতে খেতে মস্কৌ পালিয়ে মস্কো পোড়ানোকে রুষজাতির বীরত্বের পরাকাষ্ঠা ব'লে জাহির করতেন না তিনি,—বড় গলা ক'রে বলতে একটু লজ্জাও অন্তত হ'ত যে, রুষরা ফরাসীদের সমান যোদ্ধা। আর এ-কথা বলিয়েছেন কা'কে দিয়ে ? না, মস্কৌ অধিকারী ফরাসী কাপ্তেন র্যাঁবালকে দিয়ে। এ-রকম শত্রুর মুখ দিয়ে 'ব্রাভো' বলিয়ে নেওয়া অন্যায় নয়, অসত্য নয় ?—কোন্ লজ্জায় অমন বিশ্বপ্রেমিক ঋষি দেশভক্তির কলনানিতে কান দিলেন ? বলিয়ে নিলেন শত্রুকে দিয়ে যে, রুষরা বীর্যে ফরাসিদের সমান—braves soldats comme nous auters ? যোদ্ধাহিসেবে রুষরা ফরাসীদের পায়ের ক'ড়ে আঙুলের কাছে লাগত নেপোলিয়নের সময়ে ? জানা আছে আনা, জানা আছে। বলো আদর্শবাদী টলষ্টয়, শিল্পী টলষ্টয়—মাথা নত ক'রে মেনে নেব। কিন্তু দ্রষ্টা ঋষি যুগাবতার—ক্ষ্যামা দাও। শিল্পের সাধনায় আর যাই লাভ হোক না কেন—ঋষিত্ব লাভ হয় না আনা। War and Peaceএর ছত্রে ছত্রে কি sickening patriotism পাও না কি ? না, 'রুষরা মস্ত জাত !' 'রুষরা কী বেদম পালানটাই পালাল বীরের মতন !' 'মস্কো পুড়িয়ে কী অপরূপ কীর্তিই রেখে গেল।' মরি মরি। আর সব চেয়ে আশ্চর্য যে ঋষি দ্রষ্টা টলষ্টয়ের কলমে বেরুল যে রুষরাই হারিয়ে দিল নেপোলিয়নকে। মোষে হারাল সিংহকে !—আরে, চম্পট দিদি মার খেতে খেতে নিজেদেরই রাজ্যো—সীমান্ত থেকে মস্কৌ অবধি—কবে কোন্ নদীতীরে নেপোলিয়নের একটা আক্রমণ ঠুকেছে তা পাতার পর পাতা বর্ণনা করতে

লজ্জা করল না এ-হেন ঋষি পেট্রিয়টের? ফরাসীদেশের মাটি যারা চক্ষে দেখল না নিজের দেশে চোঁচা দৌড় দিয়ে ঘরবাড়ি পোড়ানো অবধি যাদের বীরত্বের দৌড়—একটা যুদ্ধে যারা শত্রুকে হটাতে পারল না—সাক্ষাৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাদের তুলনা করলেন কী ব'লে জগৎজয়ী ফরাসী সৈনিকদের সঙ্গে? কোন্ মুখে বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়নের সঙ্গে নাম করলেন পলায়মান কুটুজভের? নেপোলিয়ানের কাছে বৃদ্ধ কুটুজভ—যোদ্ধা হিসেবে? এ-তুলনা করবার আগে ঋষি বলতে পারলেন না—'মা ধরিত্রী লজ্জা রাখো, দ্বিধা হও—এ-জাতের বীরত্বের ওকালতি করা থেকে বাঁচাও?' ঋষি—দ্রষ্টা—যুগাবতার! জানা আছে আনা, জানা আছে। ঋষি সবাই—কেবল ততক্ষণ যতক্ষণ আঁতে ঘা না লাগে। আমাদের দেশেও এমন ঋষি মেলে মাঠে ঘাটে। দুটো কবিতা লিখলাম—ঋষি, দুটো বক্তৃতা করলাম—ঋষি, দুটো সুন্দর নাটক নভেল লিখলাম—ঋষি! পরমহংসদেবের সেই ঘরোয়া উপমা মনে পড়ে এ-সব ঋষির কথায়: টিয়াঁ পাখী দাঁড়ে ব'সে বলে রাধাকৃষ্ণ, গলা টিপে ধরলে করে কাঁ্যা কাঁ্যা।"

আনা ওর একটা হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "আহা এত উষ্মা কেন গো? আমি মানছি সে-সময়ে যোদ্ধা হিসেবে নেপোলিয়নের পায়ের ক'ড়ে আঙুলের কাছেও কেউ আসতে পারত না—এমন কি রণশক্তিমত্তায় তাঁর সমকক্ষ জগতে দু-একটির বেশি জন্মায়নি এ-কথা কে না জানে ও মানে বলো? তবে টলস্টয়ের রুষজাতির সার্মরিকতার গর্বে আমরা তোমার মতন রাগ করি না—মুচকে হাসি—ক্ষমা করি। কিন্তু সে যাই হোক—যুদ্ধবিগ্রহের ছবি আঁকবার সময় দেশভক্তি তাঁর দৃষ্টিকে ঝাপসা করেছিল ব'লে এ তো আর সাব্যস্ত হয় না যে, প্রেমের মোহের ছবি আঁকবার সময়ও তাঁর দৃষ্টি মুক্ত ছিল না।

আমি বলতে চেয়েছিলাম শুধু এইটুকু যে, নাতাশাকে টলস্টয় যে-ভাবে এঁকেছেন তাতে আনাতোলের মোহে প'ড়ে প্রিন্স আঁদ্রেকে অত ভালোবাসা সত্ত্বেও ছাড়াটা তার পক্ষে অসম্ভব তো মনে হয়ই না—বরং মনে হয় এরূপ ক্ষেত্রে এমন না-হওয়াই অসম্ভব ছিল। মনে হয়, প্রতি ফাঁকালো সতী মেয়ের মধ্যেও সবটুকু যে নির্ভেজাল সতী নয় এটা আমরা দেখতে চাই না ব'লেই পাই না দেখতে—কিন্তু টলস্টয় দেখতে শিখেছিলেন ব'লেই দেখেছিলেন।" বলতে বলতে আনার কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে উঠল আপনা আপনিই, স্বপনের চোখে চোখ রেখে একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলল : "স্বপন, আজ আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশি খুলে বলতে পারলাম না ব'লে ক্ষমা কোরো।"

স্বপনের পঞ্জরে রক্তস্রোত যেন আছড়ে পড়ে হঠাৎ।

—"মানে — ?"

—"মানে—একদিন হয়তো বুঝবে স্বপন—যখন—" ওর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে "বুঝবে মানুষ কোন অবস্থায় যে কী করতে পারে না পারে—"

স্বপন ওর হাত চেপে ধ'রে বলে : "ও কি আনা? ছি—শোনো।"

আনা উদ্‌গত অশ্রু গোপন ক'রে মুখ ফিরিয়ে বসে। তার মুখ চোখ এমন রাঙা দেখায়!···

কী কথায় তর্ক আরম্ভ—কোথায় তার পরিণতি! এত সাবধানতা, এত বাক্‌নৈপুণ্য—তবু কি দূরত্ব বজায় রাখা যায়? নৈর্ব্যক্তিক তর্কেও উষ্মার মধ্যে দিয়েও, ভুলবোঝার মধ্যে দিয়েও, পরস্পরের মন কি আরও কাছে আসে না—স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে না পরস্পরের প্রতি?—বিচিত্র নয়?

সন্ধ্যার নবমূর্ত্তি

এ রকম কত আলোচনায় কত শকই যে ও পায় আনার কাছ থেকে। কিন্তু সব চেয়ে শক্ পায় বুঝি এই নিষ্ঠার প্রসঙ্গে। আনা যেন চেখে চেখে উপভোগ করে একনিষ্ঠার প্রতিমাকে ধূলিসাৎ করতে। তাই কি তর্ক আলোচনা প্রায়ই এই দিকেই মোড় নেয় ওর ?

এর পরেও আর একদিন ওর সঙ্গে আলোচনা হ'ল ডষ্টয়েভস্কির ব্রাদার্স কারামাজভে কাত্যা ও গ্রুশেঙ্কাকে লম্পট মিট্যার একসঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে। কিন্তু শেষটায় অসতী গ্রুশেঙ্কার জন্যে সতী কাত্যাকে তো সে ছাড়ল। এত খারাপ লাগে ভাবতে। তবু ও বলবেই বলবে যে মোহের ক্ষেত্রে এমনিই হয়—খতিয়ে প্রেমের জয় হয় কেবল উদ্ভট রোমান্সে—বাস্তব জীবনের সাক্ষ্য উলটো—প্রায়ই।

মিত্যাকে নিয়ে আলোচনাটা উষ্ণতায় শেষ হয়নি বটে। তবুও মনের কোন্ এক তারে যে লেগেছিল ওর।...

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখল সন্ধ্যাকে :

যেন সন্ধ্যা আকাশ-পথে উড়ে এসে নামল ওদের হোটেলের সামনের গেটে—ঠিক যখন ওরা চলেছে বের্ণষ্টাইনের একটি আধুনিক নাটক দেখতে যার পরিণতিও এমনি একটা অনিবার্য্য প্রণয়-ট্র্যাজিডি। বৃষ্টি পড়ছিল। স্বপন হঠাৎ ওকে এড়াতে চাইল ছাতার আড়াল দিয়ে। কিন্তু তবু হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেল। সন্ধ্যা ওদের দুজনকে একত্রে এ-ভাবে যেতে দেখেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। স্বপন ব্যাকুল হ'য়ে বাহু-বিস্তার করতেই ঘুম গেল ভেঙে। প্রত্যূষের আবছা আলো এমন ম্লান লাগে !...

* * *

বাইরের ব্যালকনিতে স্বপন আরামকেদারা টেনে বসে। একটু শীত শীত করে—তবু আকাশের পানে চেয়ে থাকে—ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে। সেখানে ছেঁড়া মেঘ জড়ো হয়েছে কত যে!…পশ্চিমের দিগবধূর বুকের 'পরে ঝাঁকড়ামাথা এক পিঙ্গল দানব ব'সে জগদ্দল পাথরের মতন, আলোর উৎসায় মরে কেঁদে।…

স্বপনের মনের কোণে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে: "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ"। কালিদাস সময়ে সময়ে এমন বিষাদই টেনে আনেন মেঘের সহযোগিতায়!

হঠাৎ স্বপন কলম ধরে:

"সন্ধ্যারাণী আমার!

তোমাকে দশ-বার দিন আগে যে-চিঠি লিখেছি এ মেলের আগেই পেয়ে থাকবে। তার পর? আচ্ছা শোনো।"

লিখে আনার অসুখের ও এখানকার জীবনের একটা মোটামুটি বিবৃতি দিয়ে লিখল:

"আমার ওপর ডাক্তারের আদেশ শুনবে? আনাকে প্রফুল্ল রাখা। কিন্তু তার দরুণ আমার প্রাণশক্তি কতখানি নিয়োগ করতে হচ্ছে হঠাৎ আজ সকালে অনুভব করলাম। কাল শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন তুমি এই নিয়ে আমাকে ভারি খোঁটা দিচ্ছ…তারপর থেকেই মনটা কি জানি কেন…"

হঠাৎ ঘরের দোরে আঘাত। স্বপন চম্‌কে উঠে বলে: "কে?" চিঠিটা লুকোয় সঙ্গে সঙ্গে।

—"আমি নসিয়ে—একটা চিঠি।"……

• •
•

স্বপন চিঠি অসমাপ্ত রেখে পড়া সুরু করে :

"ওগো আমার রঙীন মোহন স্বপ্নরাজ,

গত মেলে তোমাকে খুব এক চোট ঠেশ দিয়ে চিঠি লিখে অনুতাপ হয়েছিল। মাঝের মেলে তার প্রায়শ্চিত্ত করব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু বাবার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগের মতন হওয়ায় পিত্রালয়ে যেতে হয়েছিল—সেখানে সত্যিই নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ ছিল না, বিশ্বাস কোরো।

"কিন্তু তাতে ভালোই হ'ল একদিক দিয়ে। মাঝের মেলে তোমার নীস-পালানোর খবর পেলাম। এ মেলে নবতনার। যাক্ এতদিনের সখী-দুর্ভিক্ষের ক্ষতিপূরণ মিলছে এবার—ধারাসারে। ফসল যখন ফলে এমনিই ফলে, না? শুধু তুষ্টু সরস্বতীই নন,—লক্ষ্মীর চেলাচামুণ্ডারাও আসেন দল বেঁধে। জীবন-দেবতার বুভুক্ষা জাগানোর ভঙ্গীও যেমন—বরদানের ভঙ্গীও তেমনি রহস্যময়, না? ইন্দ্রদেব মাটিকে যখন রোদ্রে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দিতে থাকেন তখন সাধ্য কি কেউ সন্দেহ করে সামনে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতে' সুধাসমুদ্র ভেঙে পড়বার অপেক্ষায় আছে। দিশা দিয়েও দিশারী লুকিয়ে থাকেন যে কোথায়!… বিশেষ যখন দিশা চায় প্রেমিকা।

"সত্যি না? দর্শনে বঞ্চিতই যদি না রাখতে পারল—তবে পুরুষের পৌরুষ রইল কোথায় বলো দেখি? বেণু রাধার হাতে বাজেনি—বেজেছিল কৃষ্ণেরই হাতে। বংশীবট থেকে সুরের দিশাটুকু মাত্র পাঠিয়েই শ্যামসুন্দরের দায়মুক্তি। বেদনা-পাথার লঙ্ঘন ক'রে তাতে সাড়া দেবার ভার রাধার। কাঁটাপথ তুচ্ছ ক'রে ছোটার ভার তাঁর নয়। সে-ভার—নারীর।

"কয়েকটা মৃদুগুঞ্জন কথা হ'য়ে কাল দিল ধরা।

যদি বাজে বাঁশরী,—
কেন দিশা জুটে না ?
যদি রংগিলে পাসরি',—কেন আশা ফুটে না ?
যদি ঢালিলে প্রাণে
সাঁঝে স্বপন-তানে
তব অাকোটা স্মরণখানি গন্ধে গানে,—
তবে কেন না স্মরি'
রহো দূরে ? জুটে না
যবে পথের পাথেয়,—তবু আশা ফুটে না ?

ইতি—
তোমার দুরাশাহতা
সন্ধ্যারাণী"

বিমনা

সন্ধ্যার এ কী মূর্তি ? ওর গত চিঠির সঙ্গে এর তুলনা করলে কী চোখে ঠেকে সব-আগে ? ওর এ-সংযতবাক্ রূপ এর আগে তো সে কখনো দেখেনি ? ওর গত চিঠির সঙ্গে এ চিঠির মিল কতটুকু ? অথচ কোথাও এতটুকু অনুযোগ নেই, উপরোধ নেই, শঙ্কার নামগন্ধও না।

• •
•

হেলানো কেদারায় ব'সে স্বপন তখনো সমুদ্রের দিকে চেয়ে। আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে। সূর্য্যের দেখা এখনো মেলেনি—

তবে ঈষৎ ঊর্দ্ধে একটা দীপ্যমান চক্রাকৃতি অর্দ্ধমণ্ডল—তার যেন ঠিক কেন্দ্রে মেঘের চাঁদোয়ার একটা দুর্ব্বল রন্ধ্র দিয়ে এক ঝলক রূপালি আভা!......পিরামিডের আকৃতি। যেন বাধা পেয়ে একরাশ আলো আরও জোর ক'রে নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে এক সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়ে। সমস্ত পূর্ব্বদিগন্তে একটা ব্যর্থ দ্বন্দ্ব। ঐটুকু আলোর প্রপাত? ঐ পুঞ্জ মেঘের চাপে কী আশা ওদের? ঐ পূর্ণরশ্মিটুকুর আশা ছিল যদি এক দমকা হাওয়ায় এ মিথ্যার মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে উড়িয়ে দিতে পারেন কোনো সত্য-দিগঙ্গনা। তা না পারলে? বুঝি মিথ্যাকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো। সে হঠাৎ স্থির ক'রে বসল যতদিন না আগেকার মতন অকপটে পূর্ণসত্যটুকু লিখতে পারবে ততদিন আর তাকে লিখবেই না, কিন্তু তার পরেই আবার প্রবল ইচ্ছা হয় মোটর-বোটে স্বপন-ইসাবেল-সংবাদ সবটুকু লিখে ফেলতে। কিন্তু আশ্চর্য্য—মনে হয় অসম্ভব। আশ্চর্য্য নয়?—যখন চাংকে বলতে পারল—আনাকে আভাষ দিতে পারল? মনের মধ্যে কোথায় একটা তার গভীর তিরস্কারের সুর মেঘের মতন কালো হ'য়ে ওঠে। অকপটে সবকিছু বলতে-পারাই এযাবৎ ছিল যে তার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব—তার চরিত্রের। আর সেইটেই কিনা সে খোয়াতে বসেছে?—না। সোজা মিথ্যাও যে ভালো এর চেয়ে। নয়? —নিশ্চয় ভালো। সজাগ ভাবে মিথ্যা বলা—মিথ্যার দায়িত্ব নিয়ে। তাতে চরিত্রের মধ্যে গতির স্রোত অন্ততঃ বজায় থাকে। সত্যের স্রোত যায় এক দিকে—মিথ্যার অন্য দিকে। কিন্তু দুটোর মধ্যেই একটা স্রোত আছে। তাই মিথ্যার মোড় কখনো কখনো মুহূর্ত্তে বিপ্লবের মতন সত্যের দিকে ফেরানো যায়। কিন্তু অর্দ্ধসত্য যে নিঃস্রোত—পঙ্গু। ওকে গতি দেয় সাধ্য কার? ধিক্! এ আত্মপ্রতারণা আর না। সন্ধ্যাকে আর সে চিঠিই দেবে না। তার বাবাকে যা লিখবে তা-থেকেই ও যা

খবর পায় পাক্ : যতদিন না—কথাটার খেই হারিয়ে যায়।—তবু সে মনস্থির করে। অনৈশ্চিত্যের দোলার হাত থেকে মুক্তি পায়। যাহোক্ মনটা তার একটু সুস্থ হ'য়ে ওঠে তবু।...

* *
*

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি সুরু হয়। সমুদ্রের বক্ষ পাটল হ'য়ে ওঠে। সে রশ্মি-পিরামিড কখন ডুবে গেছে। কেবল একটা চাপা আলোর সভা ম্লান মুখে পরামর্শ করছে মেঘচমূর তলায়—কী ক'রে তাদের হৃতরাজ্য ফিরে পায় ঐ নির্জ্জিত আকাশে।

তার মনটা আরও ম্লান হ'য়ে আসে। আলোবঞ্চিত জগৎ কী ম্লান! আর সন্ধ্যাকে সে তার চিঠি থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখবে? কিছুই লিখবে না? দূর্। হয় কখনো।—কিন্তু লেখেই বা কোন্ মুখে? কত গোপন করবে তার কাছে? তার চেয়ে নিষ্ঠুরের মতন চুপ ক'রে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?

না, আজকের চিঠিটা অন্ততঃ শেষ করবে সে। রক্ষা হ'ল। এর পর আর না। আনার সম্বন্ধে দু-চারটে খবর দিল। কয়েকটা সত্য খবরও দিয়ে ফেলল। লেখার ঝোঁকে কুণ্ঠা কেটে যায় বৈ কি খানিকটা। আনাকে তার ভালো লাগছে—দুজনের মধ্যে আড়ষ্টভাবের একটা পাতলা পরদা—আনার সন্ধ্যা-সম্বন্ধে তীব্র ঔৎসুক্য—তাকে এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসতে লেখার জন্ম পীড়াপীড়ি—অসম্বদ্ধ ভাবে লিখে গেল প্রায় পাঁচ পাতা। পরে লিখ্ল নতুন পাতায় :

"তোমার দিশা ও দিশারীর গবেষণা ভালো লাগল—কিন্তু এত শঙ্কা কেন?—

"ভয় নেই গো ভয় নেই। বাঁশি বাজিয়ে আড়ালে যে-থাকে—"

দুৎ একটুও ভালো লাগে না।—এ পাতাটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে আরও কয়েকটা লৌকিক ধরণের বাজে কথা লিখে তৎক্ষণাৎ ডাকে পাঠিয়ে দেয় চিঠিটা।

মরিসের পত্র

সে সন্ধ্যার চিঠিটা নিয়ে আনার শোবার ঘরের দোরে টোকা মারল। তখন বেলা ন'টা: সূর্যদেব মেঘলা ঘোমটার মধ্যে দিয়ে সবে একটু উঁকি দিচ্ছেন। আনা একটা নীল কিমোনো প'রে বিছানায় শুয়ে একটা চিঠি পড়ছিল।

স্বপন উদ্বিগ্নমুখে বলে: "কী—এত বেলায় বিছানায় শুয়ে? শরীর ফের খারাপ মনে হচ্ছে না কি?"

আনা জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে: "ও কিছু না। একটু মাথা ধরেছে মাত্র। বিছানা থেকে উঠিনি—কি রকম কুড়েমি লাগছিল ব'লে।"

—"কেন ঢাকছ আনা? ও কার চিঠি? মসিয়ে বেনারের?"

—"না।"

—"তবে?"

—"Que vous êtes indiscret mon cher." * আনা হাসবার চেষ্টা করে।

—"অনুরোধ দিয়ে কি আসন্ন প্রদোষ ঢাকা যায় আনা?"

* এমন অনাবধান প্রশ্ন করতে আছে বন্ধু?

আনা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলল : "মরিসের।" বলেই চিঠিটা তার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে উপুড় হ'য়ে বালিশে মুখ লুকোয়।

স্বপন ভয় পেয়ে বলে : "ও কি আনা ? মনে নেই ডাক্তারের কথা—"

আনা মুখ না তুলেই বলে : "ভয় নেই। আমি মূর্চ্ছা যাইনি। তুমি পড় না আগে চিঠিটা।"

স্বপন পড়ে :

"প্রিয় আনা,

ফিরে এসো। মিনতি করছি। নীরার সঙ্গ আমি একেবারে পরিত্যাগ করেছি, ডাইভোর্সের কেসও তুলে নিতে রাজি—যদি তুমি শুধু ফিরে এসো। ভার্সেই-এ আমি অন্যায় আচরণ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তো জানো আমি কি-রকম বদরাগী ? তবু আমার সে-রাগের পরেও ম'সিয়ে বেনারের ওখানে তো কত অনুতপ্ত হ'য়েই তোমাকে সাধতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পাষাণী তুমি : আমার কাতর মিনতিকে প্রত্যাখ্যান করলে। আমি মেজাজী মানুষ, উষ্ণ কথায় উত্তপ্ত হ'য়ে সাড়া দেই—জানোই তো।

"কিন্তু এ-সব আত্মসমর্থনের পালা থাক এখন। আমার কেবল একটা অনুযোগ আছে। এ পথ তুমি কী ব'লে বেছে নিলে আনা ? তোমার অতবড় অসুখটার পরেও কি আমাকে একবার জানাতে নেই ?—কোথাকার কে একটা ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে গেলে বায়ু-পরিবর্তন করতে ?"

স্বপনের ওষ্ঠ-উপান্তে একটা জ্বালামিশ্রিত হাসি ফুটে ওঠে : ধিক্, লজ্জা করে না ? এখনো—এ কাকুতি-মিনতি—অধিকারের দাবি খাটানো ?—যেখানে ভালোবাসাই নেই ?

"তোমাকে তিরস্কার করছি ভেবে বোসো না যেন। কিন্তু বলো তো, এ কি তোমার যোগ্য কাজ হয়েছে আনা ?

"হয়তো বলবে আমার ঈর্ষা। কিন্তু ঈর্ষা কি ভালোবাসারই উলটো পিঠ নয়?—কিন্তু যাক্ এ-সব প্রসঙ্গও। আমার এ-চিঠির উদ্দেশ্য আলাদা: শুধু মিনতি জানানো। তুমি ফিরে এসো। অতীতের কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলে দেব, কথা দিচ্ছি। কেবল তুমি তোমার ঐ বিদেশী বন্ধুটিকে বরখাস্ত করো। আমাকে 'তার' করলেই আমি তোমাকে নিয়ে সিসিলি যাব। এট্না পাহাড় দেখবার তো তোমার কতদিন থেকেই আগ্রহ ছিল। তার পরে তুনিস হ'য়ে কায়রো। পিরামিড তো তুমি স্বপ্নে দেখতে—বলতে না বরাবর? কায়রোতে আমার এক বেলজিয়ান বন্ধু আছেন তিনি আমাদের দুজনকেই পরশু নিমন্ত্রণ ক'রে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তিনি আজও খবর পাননি—আজ কোথায় তুমি আর কোথায় আমি।

"হ্যাঁ, তাঁর কথা বলতে মনে হ'ল, তিনি এ-পত্রে লিখেছেন ভারতীয়দের সম্বন্ধে নানা কথা। ইনি কুড়ি বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। লিখেছেন, ওরা অতি ইতর জাত—এমন কি মেয়েদের সঙ্গে মিশতেও জানে না। লিখেছেন, শুধু ভারতীয় না—ওরিয়েণ্টালরা ভিতরে ভিতরে এখনও আধা-সভ্য মাত্র—মেয়েদের তৈজসপত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে শিখবে কোত্থেকে? হবে কেমন ক'রে বলো? মেয়েদের সঙ্গে কি ওরা কোনোদিন মিশেছে যে মেয়েদের মর্যাদা দিতে জানবে? বন্ধুবর বেশ লিখেছেন যে, কোথায় তিনি শুনেছিলেন: "La conscience est un juge intègre qui ne tourmente que les bons et qui laisse courrir les mauvais." * তিনি লিখেছেন এ ব্যঙ্গোক্তিটির

* বিবেক?—সে ভাই মহাজ্ঞানবান বিচারক, যার এই রীতি—
সুশীলকে চেপে ধরে আপ্রাণ—দুঃশীলে দিয়ে নিষ্কৃতি।

মধ্যে 'সুশীলে'র স্থলে 'পাশ্চাত্য' ও 'দুঃশীলে'র স্থলে 'প্রাচ্য' বসালে এটি হ'য়ে দাঁড়ায় শুধু ব্যঙ্গোক্তি নয়—একটি গভীর সত্য আপ্তবাক্য।"

স্বপন টের পেল তার দুই রগ ও কণ্ঠমূল ব'য়ে এক ঝলক তপ্ত রক্ত মাথায় উঠছে। তার রাগ খুব বেশি হ'লে সে এটা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারত। যা হোক্ আত্মসংবরণ ক'রে প'ড়ে চলে :

"ভেবোনা আনা, এ কথা বলছি আমি ঈর্ষা-পরবশ হ'য়ে। এ-কথা যে সত্য তা যে-কোনো ওরিয়েণ্টালিষ্ট বা ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। ওদের বড় বড় দার্শনিক কথার ফাঁদে ভুলেও পা দিও না। জেনো ওরিয়েণ্টালের কাছে সততা আশা করা, আর সাপের দাঁতে মধু আশা করা—সমান। যে-মুহূর্তে নারীকে নিয়ে একটুকু অসুবিধেয় পড়তে হয় সে-মুহূর্তে ওরা তাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে হয় গা-ঢাকা! তাই বলছি ওদের বাইরের চটকে বা শীলতায় ভুলো না। আশা করি এ-কথাগুলো ঠিক ভাবেই নেবে। আর আমাকে পত্রপাঠ তার ক'রে দেবে—আমি নীস থেকে তোমায় নিয়ে সটাং কায়রো পাড়ি দেব। লক্ষ্মীটি—আর অমত কোরো না। এ-রকম উড়ো-উড়ো জীবন ছাড়ো। দেখছ তো—তোমাকে দেখবার কেউ নেই? নইলে শরীর সারবার জন্যে একজন ওরিয়েণ্টালের—কৃপাভিখারিণী হ'তে হয়? এ-অসম্মানও কি তোমার গায়ে বাজে না? ইতি—

তোমার

অনুতপ্ত মরিস"

স্বপনের চোখ কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠল—রাগে। একবার ডিব্রুগড়ে একটি চা-বাগানে একজন সাহেবকে একটি কুলি-রমণীকে মারতে দেখে সে এইরকম রেগে উঠেছিল। তার মনে হ'ল যদি মরিস সামনে থাকত তবে সেই সাহেবটার মতনই

বেদম মার খেত তার হাতে। সে ঘুসি খেলা জানত—কল্পনা করতে লাগল কী ভাবে মরিসকে আক্রমণ করত—ও কী নিষ্করুণ হ'য়েই না জখম করত তার নাক মুখ চোখ। উঃ! অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!! মরিস আর্ত্তনাদ করছে, মুখে ফেনা উঠছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, দুটো সাম্‌নের দাঁত ভেঙে গেছে!!!—

হঠাৎ কেমন একটু হাসিও পায় আনাতোল ফ্রাঁসের একটা কথা মনে প'ড়ে: যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা খুনে লুকিয়ে আছে—নইলে খুন-জখমের খবরে মানুষ সর্ব্বদেশেই এত উল্লসিত হ'য়ে উঠত না। চমকে ওঠে আনার কণ্ঠস্বরে—এ-সব রক্তবিহ্বল জল্পনা-কল্পনার মাঝে।

—"কী স্বপন? ঠোঁট কাঁপছে যে?—খুব রাগ?—না?" আনা হাসে।

—"না—ঠিক—অর্থাৎ—" লজ্জাও হয় কেমন। অন্য দিকে চেয়ে থাকে। আনা বাধা দিয়ে বলে: "আমি কী 'তার' ক'রে দিয়েছি জানো?"

—"কী?" ওর কান, মাথা, মুখের সব রক্ত মুহূর্ত্তে যেন পায়ে নেমে গেছে!

—"যে, অপরিচিত নিঃস্বার্থ ভদ্রলোককে যে-লোক গায়ে প'ড়ে এমন জঘন্য গালাগালি করতে পারে তার কাছে ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা, তার সঙ্গে দেখা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব, এমন কি চিঠি লেখাও।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। সে আনার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে গভীর চাপ দিয়ে বলে: "ধন্যবাদ আনা।"

আনা হঠাৎ এক হাতে তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে: "এতে ধন্যবাদের কি আছে বল? তোমার কাছে ঋণ আমার যে কতখানি তা কি তুমিই জানো?"

স্বপন আনার কটিবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে এনে ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলে : "আনা—"

এমন সময় ঘরের দোরে আঘাত হয়। আনার মেডের হাতে একটা চিঠি।

বেনারের প্রস্তাব

এত বিরক্ত লাগে! ঠিক এই সময়েই কি আনার চিঠি আসতে হয়!···একটু ভদ্র হেসে স'রে বসে। আনা বলে : "ও কি?—শোনো। মসিয়ে বেনারের চিঠি যে।" ব'লে তার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে তার কাছ ঘেঁষে ব'সে মৃদুস্বরে পড়ে :

"প্রিয় আনা,

পরশু মরিস এসে তোমার ঠিকানা নিয়ে যায়। প্রথমে তো আমার ওপরে তম্বিই সুরু করে যে আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর চার্জে তোমায় নীসে শরীর সারতে পাঠিয়েছি। কিন্তু আমি তার উদ্দেশে দু-একটি চোখা-চোখা অস্তর টিপুনির লক্ষ্যভেদী বাণ ছাড়তেই সে থেমে গিয়ে অন্য সুর ধরে। বলে : আমি যেন তোমাকে বুঝিয়ে তার কাছে ফিরে যেতে বলি, সে তোমাকে ভালোবাসে, ডাইভোর্স কেস—যেটা আগামী সপ্তাহে কোর্টে উঠবার কথা—উঠিয়ে নিতে চায়, তোমাকে নিয়ে কে ওর বেল্‌জিয়ান বন্ধুর কাছে কায়রোতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সিসিলিতে—সেখানকার জল-হাওয়া তোমার শরীরের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সে-সব কথা তোমাকে সে নিজেই লিখে থাকবে।

"আমার এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নেই। এ-বিষয়ে তোমার

যা ভালো মনে হয় তাই করবে। কেবল একটা কথা আমার মনে হয় যে মরিস যে তোমায় এখনো ভালোবাসে বলছে সে কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। দাম্পত্যস্রোতে এমন জোয়ার-ভাঁটা তো প্রায় একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার, জানোই! অন্ততঃ নীরাকে যে সে ভালবাসে না এ নিশ্চয়। এমন কি নীরা যে এখন কোথায় তাও সে জানে না। ফ্রান্সে হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু পারিসে নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি তুমি মরিসের কাছে ফিরতে চাও তো তোমার হয়তো খুব অন্যায় হবে না। তবে তুমি এখন আর তাকে ভালোবাস কি না সেটা আমি জানি না অবশ্য। এটা আমার বলা উচিত মনে ক'রেই বললাম—নইলে এ-ধরণের অনধিকার-চর্চায় আমার বিরাগ কতখানি তা তুমি জানো! শুধু একটু বলা যে, তাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করার দরকার একটুও না থাকলেও যদি তার প্রতি স্নেহ থাকে তবে বন্ধু ভাবেও—কিন্তু না। এ-সব তোমার বিচার্য।

"তবে একটা কথা। যদি মরিসের কাছে ফিরতে না-ই চাও তা হ'লে হয়তো তোমাদের ঠিকানা বদলানোই ভাল। কারণ সেনের ওপরে তার বিষম আক্রোশ মনে হ'ল। আমি বলি কি, তোমরা গ্রাস ছেড়ে অন্য কোথাও যাও না কেন? স্পেনের সান সেবাষ্টিয়ান কি ইতালির গার্দা হ্রদে—এখন সময় খুব ভালো। যদি যাও তা হ'লে পত্রপাঠ আমাকে 'তার' কোরো—আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব ও মরিসকে চমৎকার ধাপ্পা দিয়ে বলব, তোমরা গেছ গ্রীসে বেড়াতে। ছুটুক না সে গ্রীসে। ধাপ্পা দিতে আমার এত ভালো লাগে!···J'embrasse ta main ma petite. *
ইতি—

পিয়ের বেমার

* আমার চুম্বন নাও তোমার হাতের উপর, ছোট্টি।

পুঃ। সেনকে বোলো না এ-কথা—কিন্তু তার জন্যে আমি একটু ভাবিতই হ'য়ে পড়েছি। কি জানি—ঈর্ষাবশে মরিস কী ক'রে বসে? এ-সব ক্ষেত্রে বলা তো যায় না। তাই তোমাদের একটু সাবধান হ'তে বলছি। একটু গা-ঢাকা দেওয়ায় কাপুরুষতার প্রশ্নই আসে না অবশ্য। তা ছাড়া তোমার শান্তির পক্ষেও সেটা ভালো।"

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে

চিঠির শেষের দিকটা পড়তে পড়তে আনার মুখে উদ্বেগের ছায়া এল ঘনিয়ে, কিন্তু সে জোর ক'রে হেসে বলল: "ও যাঃ। তোমাকে দেখানো হ'য়ে গেল যে!"

স্বপন হেসে বলল: ভালোই তো হ'ল।"

আনা জোর ক'রে কণ্ঠস্বরের মধ্যে সহজসুর টেনে এনে বলল: "কিন্তু শোনো স্বপন। একটা কথা ক'দিন থেকে বলব বলব ভাবছিলাম: এ-চিঠির পরে বলা হয়তো সহজও হবে।"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তার দিকে তাকালো—কোনো কথা বলল না।

আনা মুখ নিচু ক'রে মৃদুস্বরে বলল: "আমি বলি কি—তুমি পারিসে ফিরে যাও। আমি তো এখন বেশ ভালোই হ'য়ে উঠেছি। সব দিক দিয়েই সেটা ভালো।" তার কণ্ঠস্বর খুব সহজ শোনালেও স্বপনের কানে এড়ালো না তার ভিতরকার চাপা স্পন্দন!···খানিকক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলল না।

আনাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল: "কী বলো মনামি?"

স্বপন গুরুস্বরে বলল: "যদি তোমার দিক দিয়ে ভালো হয় আনা, তবে সে অন্য কথা—কিন্তু যদি মরিসের ভয়ে আমাকে পারিসে ফেরত

পাঠাতে চাও তা হ'লে আমি এক পা-ও নড়ব না।" ওর বুকের মধ্যে কোথায় যেন বেদনার রসাল মূল ওঠে মোচড় দিয়ে ··একটা দুর্জ্জয় অভিমানও···সঙ্গে আহত আত্মসম্মান ! ··

আনা বুঝল কোথায় ঘা লেগেছে। কিন্তু কথাটাকে সেদিকে বেঁক নিতে না দিয়ে শুধু হেসে বলল : "বাঃ—ভয়ের কথা কে বলল শুনি ?"

—"তুমি।"

—"আমি ?"

—"নিশ্চয়। নইলে সত্যি বলো তো—মরিসের চিঠি আসবার আগে এ-কথা কি তোমার মনে একবারও উদয় হয়েছিল ?" চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাণপণে-লুকোনো ঈর্ষা অভিমানের সুর ফুটে ওঠে যে !···ছি ছি।

আনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "হয়েছিল। তোমারও হয়েছিল। বলো। হয়নি কি ? সত্যি বোলো কিন্তু।"

স্বপন খানিকক্ষণ কিছুই বলল না, পরে বলল : ঠিক এ-ভাবে না। তার আগের কথা এখন খাটে না, যেহেতু এখন ও-কথা ভাবাই চলে না।" 'এখন' কথাটার উপর খুব জোর দিল।

—"মানে এখন 'যুদ্ধং দেহি'—এই তো ?" আনা হেসে ফেলে।

স্বপনও হেসে ফেলল : "ঠিক না। তবে মরিসের ভয়-দেখানোর দরুণ গা-ঢাকা দিতে হবে"—তার অভিমানের সুরকে সে আস্ফালন দিয়ে চায় ঢাকতে !···

আনা বোঝে, কিন্তু কথাটাকে ভয়ের প্রসঙ্গের দিকেই ফিরিয়ে দেয় : "আচ্ছা, কথাটাকে ও-ভাবেই বা নিলে কেন ? চাং-ও তো কাপুরুষ ছিল না। বাস্তব বিপদকে যদি এড়িয়ে চলতে পারা যায় তবে সেটা না করাই যে দাঁড়ায় গোঁয়ারতুমি। তা ছাড়া আমার পক্ষে তোমাদের যুদ্ধের দৃশ্য তো ভালো না হ'তেও পারে। ধরো যদি মরিস এসেই পড়ে

দু-একদিনের মধ্যে ? আমার স্নায়ুমণ্ডলী তো এখনো দুর্বল আছে। তুমিই তো বলো ও-কথা অষ্টপ্রহর।"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : "যদি তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে হয় তবে রাজি আছি। কোথায় যাবে বলো ? গার্দা—না সিসিলি ?"

—"কোথাও না।"

—"সে কি ?" স্বপন আশ্চর্য্য হ'য়ে ওর দিকে তাকালো।

—"আমি এখানেই থাকব স্বপন। কিছু মনে করো না—আমি বলি কি, তুমি যাও প্যারিসে ফিরে। কেন মিথ্যে-মিথ্যে একজন কোথাকার-কে-বান্ধবীর জন্যে মিথ্যে বোঝা ব'য়ে বেড়াবে। আর বেড়ালেই বা—" আনার স্বর গাঢ় হ'য়ে এলো কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক'রে বলল : "আমি কেমন ক'রে তোমাকে বিপন্ন করতে রাজি হই বলো দেখি ?" ব'লে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল।

স্বপন তার চিবুক ধ'রে জোর ক'রে তার রক্তিম মুখ ফিরিয়ে নিজের দিকে ধরল : "ওরিয়েণ্টালের বিবেক আছে কি না পরখই করো না আনা।"

আনার চোখ চিক্ চিক্ ক'রে উঠল, আহত সুরে বলল : "ছি, ও-কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই স্বপন।"

স্বপন ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে সুর বদলে বলল : "আমায় মাপ কোরো আনা।—কিন্তু না, শোনো ও-সব পাগলামি রেখে একটু গম্ভীরভাবে কথা কওয়া যাক। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমার ভাবনা এখন থেকে আমি ভাবব—কিন্তু আমার ভাবনা তুমি ভাবতে পাবে না।"

আনার বাষ্পভ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল : "বাপ্ রে—বীরপুরুষ এরই নাম।"

—"বীরনারীর বন্ধুত্বে যার জন্মস্বত্ব বীরপুরুষ না হ'লে তার চলে ?"

আনা তার করতলের 'পরে স্নেহসিক্ত চাপ দিয়ে বলল : "কিন্তু তা হ'লে আমারও একটা পালটা সর্ত আছে যে।"

—"যথা ?"

—"মিথ্যে সাহসিকতার বড়াই তোমাকে ছাড়তে হবে। চলো এখনি অন্যত্র—যেখানে মরিস আমাদের সন্ধান পাবে না। সত্যিকার বিপদ না থাকলে মসিয়ে বেনার বলতেন না।"

—"রাজি। কেবল মনে রেখো যে, তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে—"

—"হাঁ্যা গো হাঁ্যা বীরপুরুষ—তোমার নিজের প্রাণের ভয়ের জন্যে যে না—এ তো জানে তিনভুবনের বাসিন্দারা সবাই—অত ঘটা ক'রে জাহির করা কেন আবার ?"

স্বপন অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে : "আমি তা—"

আনা বাধা দিয়ে হেসে বলে : "জানি মনামি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বলো দেখি ?"

—"হুকুম।"

—"আমি বলি কি, চলো পাশেরই ম-পেলিয়ে কিম্বা বোলিন্যেতে কোনো ছোট্ট হোটেলে। মসিয়ে বেনার মরিসকে ধাপ্পা দিয়ে পাঠিয়ে দিন না পাগলা ছুনে—বলেছেনই তো তিনি—এ-সব মিথ্যা কথায় তাঁর পরমানন্দ হয়।"

ঢাকাঢাকিতে স্বপনের মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করে, কিন্তু মুখে ইচ্ছুক ভাব দেখিয়ে বলে : "বেশ্‌। কালই তা হ'লে ?—ম-পেলিয়েতে একটা ভালো হোটেলও জানি।"

—"তা হ'লে এখুনি বেরোও ট্যাক্সি ক'রে ; দুটি ঘর ঠিক ক'রে এসো। আজই সন্ধ্যায় রওনা দেব।"

স্বপন ট্যাক্সি ক'রে চলল। ম-পেলিয়ে-তে 'বেলভ্যু হোটেলে' দুটি সমুদ্রমুখী ঘর ঠিক ক'রে ফিরল।

* *
*

ওরা ট্যাক্সিতে। আনা কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করে: "কী ভাবছ মনামি?"

—"চাঙের একটা কথা। তুমিও আজ ঠিক সেই সুরে বললে খানিক আগে।"

—কী?"

—"যে দরকার হ'লে বিপদ এড়িয়ে চলার নাম কাপুরুষতা নয়।"

—"তোমার কথাটা এতই আশ্চর্য মনে হচ্ছে না কি?"

—"ঠিক আশ্চর্য নয়। তবে নভেলি সাহস প'ড়ে প'ড়ে সত্য সাহসের স্বরূপ অনেক সময়ে ভুলে যাই আমরা, নয়?"

—"সত্যি। তোমার বন্ধু চাঙের সাহস তাই আমার অত ভালো লেগেছিল। দরকার হ'লে বিপদের সম্মুখীন হ'তে সে পেছপাও হ'ত না—কিন্তু দরকার না হ'লে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার মতন মূঢ় নট্-ভঙ্গিমা তার ছিল না। অথচ এই জিনিষটাই তুমি চাইছিলে—এই নট-ভঙ্গিমা।"

স্বপনের মনের কোথায় বাজল, বলল: "বাঃ, চাইব না! আমি তো আর চাং নই।"

—"বাবা রে বাবা! কথায় কথায় অভিমানের বান ডেকে যায়!—অথচ আবার মেয়েদের মানিনী ব'লে ব্যঙ্গ করা হয় অম্লানবদনে!"

—"অভিমান করলাম আবার কোথায় শুনি? বরং ও-কথা আমিই

তো তোমায় কতবার বলেছি যে চাঙের মধ্যে কোথাও অভিনয়ের লেশও ছিল না। বলিনি ?"

—"বলেছ ! কিন্তু কি জানো মনামি। নিজের দোষ নিজের মুখে বলতে লাগে বেশ—কিন্তু পরে তাতে সায় দিলে ঠিক তেমন মধুময় লাগে না।"

স্বপন একটু অপ্রতিভ হাসে : "তা বটে।—চাঙের একটা কথা কিন্তু এই সূত্রে কেবলই মনে হচ্ছে।"

—"কী ?"

—"সক্রেটিস সিমিয়াসকে যা বলেছিলেন : 'সাহসী মানুষও অনেক সময়ে মৃত্যুকে বরণ করে ভয় থেকে।"

আনা একটু ভেবে বলল : "কিন্তু কথাটা কি সত্যি ?"

—"অক্ষরে অক্ষরে। উদাহরণ দেব ?"

—"কি রকম ?"

—"আমিই নিজে।"

—"মানে ?"

—"এই যে খানিক আগে হোটেল বদলাতে চাচ্ছিলাম না,—কেন জানো কি ?"

আনা হাসল : "পাছে আমি তোমাকে ভয়কাতুরে ভাবি।"

—"অবিকল। আর সেইজন্যেই আমার মনে হয় যে সক্রেটিস ঠিকই বলেছিলেন যে : 'শুধু সত্য দার্শনিক ছাড়া আর সকলেই সাহসী হয় ভয় থেকে'।"

আনা বলল, "মপাসাঁর একটা গল্প মনে পড়ল, জানো ?"

—"কী গল্প ?"

—"একজন লোক ভুয়েলে তার প্রাণের ভয় প্রকাশ হ'য়ে পড়বে,

কাপুরুষ নাম রটবে এই ভয়ে করল আত্মহত্যা। পাছে গুপ্ত মৃত্যুভয় তার প্রকাশ হয় এই ভয়েই সে বেছে নিল ঐ মৃত্যুকেই।—কী সুন্দর বাগান হোটেলটার!—" আনা হাততালি দিয়ে ওঠে। ট্যাক্সি ঢোকে বেলভ্যু হোটেলে।

অনিবার্য্য

মানুষের জীবনে এমন যোগাযোগ কত সময়েই না ঘটে যখন সে তার ঈপ্সিত কর্ম্মের দায়িত্ব বাইরের ঘটনা-চক্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরম আরামের নিঃশ্বাস ফেলে। মরিসের ও মসিয়ে বেনারের চিঠি দুটির 'পরে ওর মপেলিয়েতে আসার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে স্বপন এমনিই একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এর পর কি আর আনাকে একলা ফেলে যাওয়া যায় কখনো?—একে আনার এই বেপথু স্বাস্থ্য—তার উপর ঐ পাষণ্ড মরিসটার—'স্কাউণ্ড্রেল' কথাটা তার রসনাগ্রে এমন তৃপ্তির স্বাদে প্রায়ই উপ্‌ছে ওঠে!—ওরিয়েণ্টালরা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানে না!—Deep-dyed villain কোথাকার! সে দেখিয়ে দেবে এবার—ওরিয়েণ্টালরা কী বস্তু!

কিন্তু সন্ধ্যা? ভাবতেই বুকের মধ্যে কোথায় খচ্‌ ক'রে ওঠে। তাকে কী বলবে ও? মরিসের হৃদয়হীনতা যে অমেয় তা মেপে দেখাবে কেমন ক'রে? বোঝাবে কেমন ক'রে যে এ-ক্ষেত্রে আনার ভার নেওয়া ছাড়া তার গতিই ছিল না। হায় রে প্রণয়ি-প্রণয়িনী! পরস্পরকে পরস্পরের প্রাণের কথা বোঝাবার কতই না নিষ্ফল চেষ্টা!

ভেবে-চিন্তে সে সন্ধ্যাকে একটা চিঠি লিখে দিল মপেলিয়ের ঠিকানা দিয়ে ও মরিসের ভয়-দেখানোর বিশেষ ক'রে উল্লেখ ক'রে। আরও

অনেক কথা লিখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—কেবল একটা কথা বাদ : যে, সে আনার সংস্পর্শ কাটাতে চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য্য হয়নি। লিখল : পরের মেলে বড় ক'রে লিখবে। কেন যে প্রতি মেলে এ-ধরণের প্রবোধ দেয় সে!···কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম কুণ্ঠা বাজে এ-সব ছোটোখাটো—মিথ্যা আচরণের জন্যে?

মপেলিয়েতে এসে তার এ-কঠোর ভাব কিন্তু একটু একটু ক'রে কেটে যায়। ওরা দুজনে একটু একটু ক'রে কাছে না এসেই পারে না। এতে থেকে থেকে স্বপনের কোথায় যে বেঁধে···সময়ে সময়ে সে একটু পাশ কাটাতে যায়—ছবি-আঁকার অছিলায়। আনাও বলে চমৎকার একটা নভেল ফুটে গেছে। কিন্তু উভয়ের অজুহাতই উভয়ের কাছে কাচ-স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে প্রথম থেকেই যে।...তা ছাড়া দুদিন বাদে দূরত্ব কেটে যায়ই ও ক্ষণিক ব্যবধানের পর ওঁরা দেখে ওরা পরস্পরের আরো কাছেই স'রে এসেছে! হায় অনিবার্য্য!

বৈলক্ষণ্য

কিন্তু দিন পাঁচ-সাত যেতে না যেতে সে নিজের মধ্যে একটা ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করল। আনার মধ্যেও। সেটা হয়তো নিজেরই বৈলক্ষণ্যের ছায়া। বলা কঠিন,—এ-সব জিনিষ এমন পরস্পর-সংসক্ত যে বলা ভার হয় অনেক সময়েই—কোন্‌টা কার্য্য কোন্‌টা কারণ। কেবল একটা জিনিষ বলা যায় : যে, ছায়ার পিছনে যখন বাস্তব থাকে তখন তার রুক্ষতাকে আর ছায়াময় ব'লে কোনোমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না—হাজার অস্বীকার করতে ইচ্ছে হ'লেও কোনোমতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

দুজনের মধ্যেই কী রকম একটা প্রত্যাশার ভাব জ'মে উঠছে যেন—অথচ উভয়েই আকারে-ইঙ্গিতে পরস্পরকে বোঝাতে চায় : যেন এ সেই-শ্রেণীর সহজ প্রীতি-বসন্ত যার আকাশে মন-কষাকষির টুকরো মেঘেরও নেই স্থান। কত রকম মনোমালিন্য সে!—হয়তো কোনোদিন স্বপনকে আনা বলল নাচতে—স্বপন না-ও বলতে পারে না—অথচ ওর এতটুকু অনিচ্ছার আভাষেই আনার মুখ যায় মেঘে ছেয়ে।

তারপর সে এক মহা বিশ্রী অস্বস্তি—malaise যাকে বলে। ঐ একটু অনিচ্ছার ছায়াতেই সমস্ত সৌহার্দ্যের স্বর্ণোজ্জ্বলতা গেছে পিঙ্গল হ'য়ে। তখন সে-আওতায় নেচেও স্বস্তি নেই—কেননা আনার মন আর ফেরে না অথচ ঠাট বজায় রাখবার জন্যে তবু নাচতে হয়—নইলে যে আরও খারাপ দেখায়। কোনোদিন বা এ-ছায়া হঠাৎ ঘনিয়ে আসে অন্য কোনো উপলক্ষ্যে—যেমন টেনিস খেলা নিয়ে বা থিয়েটার দেখতে যাওয়া নিয়ে বা সাঁতারকাটা। এ যেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, নতুন শ্রেণীর অভিজ্ঞতা স্বপনের কাছে। সন্ধ্যার সঙ্গে ঠিক এ-রকমটা তো কই কোনোদিন হয়নি। স্বপন বেশ দেখতে পায় : আনার মধ্যে আছে একটা উগ্র চাওয়ার কামনা। সে ধরণের প্রত্যাশা সন্ধ্যার মধ্যেও ছিল অবশ্য (কোন্ মেয়ের মধ্যে না থাকে?) কিন্তু এত স্থূলভাবে নয়। না, বুঝি ঠিক তা-ও নয়। সন্ধ্যার মধ্যে নিজেকে পিছনে রাখার অন্তত একটা অযুক্ত অনুমোদনও ছিল। কিন্তু আনা মনে-প্রাণে য়ুরোপীয়া ঠিক এইখানেই—এ-ধরণের আত্মবিলোপে বিশ্বাসই করে না আদবে। অবশ্য আবেগ-জগতের নানান্ লেন-দেনে সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আনাচে-কানাচেই ঘোরে এটা সে মুখে স্বীকার করে না—হাজারই বলি না কেন চাওয়ার উদগ্রতার মধ্যে যে-একটা আত্মাবমাননা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে লুকিয়ে আছেই আছে তাকে সাধ ক'রে নিরাবরণ করতে চায় কে?—কিন্তু তবু

এটা প্রকাশ হ'য়ে পড়েই যে নিত্য নিয়ত।—হয়েছে কি, দিতে হ'লেই সুদে-আসলে ফিরে চাওয়ার প্রত্যাশা আনার মজ্জাগত, আর এই প্রত্যাশাতেই ওঠে রাজ্যের ঝড়ঝাপটা, দ্বন্দ্ব বাধে নিত্য নতুন ওজরের দানা বেঁধে—যারা একবার বাঁধলে কি আর গলতে চায় সহজে? এ-সব মন-কষাকষি ও মন-ফিরে-পাওয়ার মধ্যে নেই শান্তি, নেই আত্মপ্রসাদ,—আছে শুধু একটা অকথিত নেশার মাদকতা যার অবসানের পরেই ছেয়ে আসে এক শ্রেণীর প্রশ্নসঙ্কুল অবসাদ। ক্ষণে ক্ষণে মেঘোদয়—কেবল দাম্পত্য প্রেমের ধারাসারের তৃপ্তি বা ভরসাটুকু বাদ। মনের তন্তুতে তন্তুতে টান ধরে—অথচ শ্লথ হ'তে দিলেও বিপদ। আর সব চেয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসে—যখন অভিমানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার ও প্রতি-নিষ্ঠুরতার ধূমল স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক মেরে ওঠে ওদের মনের দিগন্তচক্রে। একটি শিখায়-ই সমস্ত প্রীতির আকাশের বুক কেমন যেন পাংশু হ'য়ে ওঠে—চাপা বেদনায়—ক্ষোভে!...

সত্যি, মেঘ কেটে যায় ও কাটার সঙ্গে সঙ্গে আসে একটা দীপ্ততর উল্লাস...রঙীনতর মাতোয়ারা উদ্দামতা...কিন্তু সেটাও যে আবার পুরোপুরি উদ্দামতা হ'য়ে ঘন হ'তে পায় না। প্রতি মান ও মা[illegible], সূক্ষ্ম প্রত্যাখ্যান ও অনুশোচনা, ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের ফলে ওরা একটু একটু ক'রে পরস্পরের কাছে স'রে আসে বৈ কি—নতুন পরিচিতির অরুণ আলোকে। কিন্তু তাতেই কি ছাই পুরো স্বস্তি আছে—বিশেষ ক'রে স্বপনের?...কেমন একটা ছায়া যেন একটার পর আর-একটা গাঁঠ-পড়ার অস্বস্তি। যেন তার ইচ্ছাও তার নিজের না—কে তাকে যন্ত্র ক'রে পুতুল নাচাচ্ছে। যতই সে ছাড়াতে চায় ততই যেন আটকে যায় কোথায়!...গ্রন্থি—গ্রন্থি—কুয়াশার গ্রন্থি। বাঁধে কে?...

সব চেয়ে মুস্কিল এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করাও অসম্ভব।

কিন্তু ইসাবেলার সঙ্গে তো যেত? তবে আনার সঙ্গে যায় না কেন?

স্বপন থেকে থেকে ভাবে: এইখানে বুঝি ইসাবেলার সঙ্গে আনার একটু মূলগত প্রভেদ আছে।...

কিন্তু তাই কি আছে? ইসাবেলার ক্ষেত্রে খোলাখুলি কথাবার্তা সহজ ছিল কি শুধু চাঙের মধ্যবর্তিতার জন্যেই নয়?

সে ভাবে চাঙের সঙ্গে ইসাবেলার কি এই শ্রেণীর মন-কথাকথি কখনো হ'ত না আগে আগে?—তার হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হয়। সে চাংকে এক দীর্ঘ পত্র লেখে—সব খোলাখুলি জানিয়ে। সন্ধ্যাকে এ-সব লিখতে পারে না—তাই বুঝি চাংকে লিখে তার মনটা এত হালকা বোধ করে? চিঠিটা ডাকে দিতে গিয়ে তার মনে পড়ে চাং একদিন তাকে বলেছিল: "এক-একজন লোক আছে স্বপন যারা প্রকৃতিতেই গল্পে—কথক—নিজের কথা কাউকে না বলতে পারলে যেন মনমরা হ'য়ে থাকে।" স্বপন পালটে বলেছিল: "আবার এক-একজন লোক থাকে যাদের মনের অতলে অন্তহীন সুতোয় বেঁধে বিপুল ডুবুরি নামালেও তল মেলে না। কোন্‌টা ভালো?"

কেউ কি জানে?—চাংকে লিখে স্বপন ভাবে।

মাঝিটা

আকাশ নির্মল। সকালবেলা ওদের খেয়াল চাপল নৌকোতেই করবে পিকনিক।

স্বপন একটু আপত্তি ক'রেই সামলে নেয়। আনা ভুল বোঝে আর কি। সেই মেঘ—আর একটু হ'লেই এসেছিল আর কি সমস্ত আকাশ-

ভরা আলো ডুবিয়ে দিতে !···অনেক কাকুতি-মিনতি সাধা-সাধনা ক'রে তবে বোঝাতে পারে যে ওরই শরীরের জন্যে···ডাক্তারে ইত্যাদি। আনার মেঘলা মুখে হাসির অরুণোদয় হয় বটে কিন্তু ছেঁড়া মেঘের একটা আবছা পর্দা থেকে যায়। তা ছাড়া মানভঙ্গের মুস্কিলও তো ছাই কম নয়। দোতরফা গণ্ডগোল যে !—নিজের নিরালা মনকেই সামলানো দায়—এ আবার দুটি প্রত্যাশী মনের ঘাত-প্রতিঘাত !—একদিকে মনের কোথায় যে কি-একটা অদৃশ্য অনুতাপ মতন জমাট হ'য়ে থাকে—অন্যদিকে বেদনা-বিলাসী আহত স্নায়ু—সামান্য আঘাতেও দুপক্ষই ওঠে কাংস্যপাত্রের মতনই ঝন্ ঝন্ ক'রে—তা আবার সম্পূর্ণ দুভাবে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে ! সবার উপর বিপদ এই যে, মনের আকাশে মান-অভিমানের মেঘ ঠিক ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতের সন্নিপাতে গড়া মেঘের সামিল নয়—উত্তরাধিকারী রেখে যায়ই কোনো না কোনো ছদ্মবেশে।···যাক্, ওরা তো বেরুলো জোড় জোড় বেঁধে।···

* *
*

বেরুবার সময় একখণ্ড আয়ত মেঘের জাহাজ পাল তুলে আকাশ দিলো ঢেকে। ওরা ভারি অখুসি হ'য়ে ওঠে। অন্তরের মেঘের টাল সামলানোই দায় ! কিন্তু হঠাৎ প্রকৃতিদেবীর দয়া হ'ল : প্রথমতঃ সূর্য্যদেব একটু বাদেই মেঘের আড়ালে থেকে আলোর তীরন্দাজি করলেন সুরু, তার ওপর—সাথে এল একদল দমকা হাওয়ার বল্লম। দেখতে দেখতে জমাট মেঘের জাহাজ টর্পিডো হ'য়ে কোথায় যে গেল ভেসে ! ···পবন আশ্বস্ত হ'য়ে আনার মাথার উপর থেকে জাপানী সান্‌শেডটি ধ'রে টোক্ ধরালোর সহায়তা করতে বসে আর কি।

আনা হেসে বলে : "দূর্—সরো, ও কি তোমার কাজ ?—আহা

নৌকো উলটে যাবে—কী যে করো ?" হোটেলের মাঝি মুখ টিপে হেসে অন্য দিকে চায়। স্বপন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। লোকটা বুঝি ভাবল—স্বপন মেয়েটির তর্জ্জনী-সঙ্কেতে ওঠে-বসে! আনা সময়ে সময়ে এমন তীক্ষ্ণ টোন ধরে হঠাৎ! সে উঠে বাইরে গিয়ে বসে বিরস বদন যথাসাধ্য উজ্জ্বলতার সুনীল ভণ্ডামি দিয়ে মুড়ে।

আনা মুখ টিপে হেসে বলে: "কের রাগ হ'ল? এসো এসো। হঠাৎ স্পিরিট ফেলে পাছে দুর্বিপাকে ফেলো—তখন একদিকে জল একদিকে আগুন—কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ কি? লক্ষীটি ভেতরে এসো—শোনো।"

মাঝিটা আরও হাসে। স্বপনের কোথায় আরও খচ্ ক'রে বাজে: কেন এত চেঁচিয়ে বলে ও এ-সব কথা? মুখে কিন্তু সে একটি কথাও না ব'লে সুড়সুড় ক'রে ছত্রির মধ্যে এসে বসে। মাঝিটার সামনে 'আসব না' ব'লে 'সীন' করতেও বাধে যে!

আনা ষ্টোভ ধরিয়ে একটা সসপ্যানে কি-একটা চড়িয়ে—ষ্টোভের আঁচ একটু কমিয়ে স্বপনের খুব কাছ ঘেঁষে ব'সে ওর একটা হাত ধরে খপ্ ক'রে।

স্বপন হাত টেনে নেয়।

—"কী করো আনা? মাঝিটা লক্ষ্য করছে হুঁশ আছে?"

আনা ফিক্ ক'রে হাসে: "ইসাবেলার সময় ছিল তোমারই কি?"

স্বপনের এমন রাগ হয়!...বলে: "কী যে কথায় কথায়—" ব'লেই থেমে যায়।

আনা চটুল সুরে বলে: "আহা—কথাটা শেষই করো।" ব'লে ফের ওর হাত ধরতে যায়।

স্বপন ওর হাত এড়িয়ে বলে : "তোমাকে বলেছি তো ও-রকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

—"বাপ্‌রে! ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কটাক্ষ হ'লে ঠাট্টার পুষ্পাঘাতও হয় শক্তিশেল।"

স্বপন বিরস সুরে বলে : "নিজেদের খোঁচাকে মেয়েদের অমনি ফুলের পাপড়ির মতন নরমই মনে হয় বটে।"

—"ও মা—গো!"—আনা গালে হাত দিয়ে বলে—"খোঁচা দিলাম আবার কখন?"

স্বপন উত্তর দেয় না। আনা অত্যন্ত কোমল সুরে বলে : "বলো না লক্ষীটি! কী এমন বলেছি যে—" ব'লেই হেসে ফেলে খিল খিল ক'রে!

স্বপনের রাগ আরও চ'ড়ে যায়—মুখ ফিরিয়ে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। এ-সময়ে হাসি!

আনার উজ্জ্বল সুরে মুহূর্তে অনুতাপের মিড় ওঠে ফুটে, সে স্বপনের হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে নাছোড়বন্দ সুরে বলে : "লক্ষীটি—মনামি!"

স্বপন একটু নরম হ'য়ে বলে : "কেন তবে অমন সুরে কথা বলো—সকলের সামনে?"

—"সকলে মানে—আমাদের সামনে কি কার্ডিনালের পাল বিশপের ঝাঁক ব'সে?"

—"তা না হ'তে পারে—কিন্তু যখন ও-লোকটা হাসল তোমার দাবড়ি দেওয়াতে তখন—"

—"ও মা আমার কি হবে? তোমায় দাবড়ি দেব আ—মি? ঘাড়ে কি আমার একটা বই দুটো মাথা আছে?"

স্বপনের হাসি পায়, কিন্তু সঞ্চিত রাগের তাপে সে জিদ্দতা জমতে

না জমতে যায় ফের উবে, বলে : "যখন অকারণ রাগ করো তখন এ-টোন থাকে কোথায় ?"

—"প্রথমত, রাগ করিনি আমি একটুও। দ্বিতীয়ত, তুমি এত অভিমানী হয়েছ আজকাল—"

—"অভিমানী আমিই বটে !"

—"নয় ? এ-সীন করছে তবে কে ?"

—"সীন—রূঢ় টোনে কথা ব'লে ও-মাস্কিটার সামনে আমাকে হাস্যাস্পদ করল কে শুনি ? আবার—" দেখতে দেখতে স্বপনের রাগের তাপমান যন্ত্রে পুরুষালি অভিমানের পারা ফের হু হু ক'রে ওঠে। সীন ! করেছে সে ?

—"ফের রাগ হ'ল ? কী যে করি তোমায় নিয়ে স্বপন ?"

স্বপন মুখ ফিরিয়ে বসে ফের। আনা তার পিঠে হাত রেখে বলে : "মঁ শেভালিয়ে !"

স্বপন গা ঝাঁকুনি দিয়ে তার ন্যস্ত হাতটা ঠেলে দেয়। মুহূর্তে আনার মুখে মেঘ জমে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ স'রে ছোভের সসপ্যানের 'পরে মনঃসংযোগ করে। তার চোখ দুটি চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে।

স্বপনের রাগ মুহূর্তে কোমল উৎকণ্ঠায় দ্রব হয়। খানিকক্ষণ উস্‌খুস্ ক'রে শেষটায় উঠে আনার পাশে এসে বসে। আনা ফিরেও তাকায় না। স্বপন তার পিঠের উপর একটা হাত রাখে।

আনা সুমেরুবৎ অটল অচল। সসপ্যানে একটা চামচ নিয়ে খুব জোরে নাড়তে থাকে—যেন এ দক্ষতার 'পরেই ওর জীবন-মরণ।

—"আনা !"

আনা উত্তর দেয় না।

—"রাগ করলে ?"

—"রাগ করব আবার কার উপর ?"

—"আচ্ছা ভেবে দেখ—মাঝিটার সামনে ও-রকম ব্যবহার করলে, আর তাতে ও হাসল, কী ভাবল বলো দেখি ?"

—"কিছু ভাবেনি ও।"

—"বাঃ ! মুখ টিপে পষ্ট ব্যঙ্গের হাসি হাসল, তার কি ?"

—"আর তুমি যখন আমার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিলে তখন যে দুঃখের কান্না কাঁদল—তার ?"

স্বপন হেসে ফেলে : "আমার হার হয়েছে গো হয়েছে রোজকার মতনই। এই নাও ঘাট মানছি। হ'ল ? কিন্তু নৌকোর মধ্যে আত্ম পান্তি কী ক'রে বলো দেখি ?"

আনার মুখ নরম হ'য়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। কী আশ্চর্য্য ! স্বপন স্নিগ্ধ হেসে ভাবে—মেয়েরা এত সহজে ফোঁসফোঁসানি থেকে নবনী কোমলা হ'য়ে পড়ে !···স্বপন ওর একটা হাত টেনে নেয় একেবারে কোলের মধ্যে।

আনার চোখে তখনও ঝিকিমিকি কিন্তু মুখে হাসি। স্বপন মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে দেখে।

আনা ফিক্ ক'রে হেসে বলে : "কী এত দেখছ হাঁ ক'রে বললেই না-হয়।"

স্বপন তার গালের 'পরে টোকা মেরে বলে : "ইন্দ্রধনু।"

আনা মাথা ঝাঁকি দিয়ে হেসে বলে : "এবার ? ও-লোকটা হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে বুঝি ? দেখছে না ?"

—"হার হয়েছে আনা, বললামই তো—রোজকার মতন।"

—"আ—হা—হা। তেমনি শিষ্ট শান্ত ছেলেই বটে ;—সাক্ষাৎ দেবদূতের ডানাকাটা সংস্করণ। আর আমি যদি একটুও কিছু বলি—

এমন মুখ করবে যেন আমি বলছি তোমাকে দুনিয়া ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে আমার জন্যে।"

স্বপন হাত ছেড়ে দিয়ে বলল: "প্রায় তাই যে বলো মাঝে মাঝে আনা, কেবল হুঁশ নেই এই যা।"

আনা চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো: "বলি?"

—"ঠিক তা না"—স্বপন কাষ্ঠহাসি হাসে—কিন্তু কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে যে ধনুকভ্রষ্ট বাণের মতন।

—"তবে ঠিক কী শুনি?"

—"ফের জেরা?"

হঠাৎ আনা গম্ভীর হ'য়ে বলল: "আমার সব আবদারই তোমার কাছে আজকাল ভার মনে হয় স্বপন—আমি কি বুঝি না ভাবো?"

—"সে কি!"

—"নইলে জেরা বললে কেন?"

—"ওই ভেবেই বললাম বুঝি?"

—"নইলে কী ভেবে বললে জানতে পারি কি?"

—"সাধে বলে মেয়েরা কল্পনাময়ী?"

স্বপন হাসবার চেষ্টা করে নটের মতন।

—"কল্পনা?—সত্যি বলো তো?"

কথাটা আবার এমন অকস্মাৎ তুফানের দিকে মোড় নিচ্ছে। স্বপন শঙ্কিত মুখে চুপ ক'রে যায়।

আনা চেপে ধরে: "বলো—বলতেই হবে।"

—"ভালো জ্বালা! কী বলব বলো দেখি?"

—"জ্বালা?—বে—শ।" আনা ফের মুখ ফিরিয়ে বসল।

—"কী মুস্কিল? কী করব বলো দেখি তোমায় নিয়ে?"

—"আমায় ছেড়ে দাও স্বপন—ছেড়ে দাও—আর কিছুই করতে হবে না তা হ'লে।—যাকে ব'য়ে বেড়ানো এতই দুঃসহ হয়েছে—যার একটা কথাও সইতে—" আনার কথা শেষ হ'ল না। তার ব্লাউসের হাতায় সে চোখ ঢাকল। সসপ্যানের মধ্যে যাই থাক পুড়ে খা হ'য়ে গেছে তা নির্ব্বিশেষ।

* *
*

স্বপন ষ্টোভের জল নামিয়ে শুধু চা করল একাই। আনা সেই যে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল আর তার খেয়ালই নেই কিছুর। ডিম ভাজা আর হ'ল না। রুটিতে মাখন মাখিয়ে স্বপন ওর সামনে ধরল। আনা ফিরে তাকালোও না।

স্বপনের মনের কোণে ফের ক্ষোভ জ'মে ওঠে। এততেও রাগ পড়ল না ওর? কী করেছে সে শুনি? নিজের চা-ও সশব্দে ঠেলে সরিয়ে আনার দিকে পিঠ ক'রে ও উলটো দিকে রইল চেয়ে।

আনা ফিরে বলল: "খেলে না?"

—"নাঃ।"

—"কেন?"

কথা নেই।

আনা একটু কাছে স'রে এসে বসে। এবার স্বপনের পালা। সে একদৃষ্টে একটা জাহাজের পানে ত্রাটক করছে প্রাণকে বাজি রেখে···

আনা খানিক উশ্‌খুশ্‌ ক'রে হঠাৎ কি ভেবে স্বপনের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে। স্বপন একটু টানাটানি করতেও ছাড়বার নাম করে না। তখন ও মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল: যেন ওটা ওর হাতই না—ধরুক গে।

—"খাবে না ?"

—"নাঃ।"

—"তোমাদের টোন বুঝি কোমলতার পরাকাষ্ঠা ?"

স্বপন শুষ্ক সুরে বলল : "আমরা তো ওরিয়েন্টাল ! ভদ্রতা জানব কোত্থেকে বলো ?"

—"আমি কি তাই বলেছি ?"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"আমার দোষ হয়েছে স্বপন—এসো খাও 'সে।"

—"নাঃ।"

আনার চোখের কোণে দু'বিন্দু জল টলটল ক'রে ওঠে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বপনের মন উদাসীন থাকতে পারে না আর। ফিরল। কিন্তু তখন আবার আনার পালা যে—নাগাল পাবে কোত্থেকে ?

স্বপন একটু চুপ ক'রে থাকে···কী করবে ঠিক ভেবে পায় না।

হঠাৎ বলে : "আনা !"

উত্তর নেই।

—"আনা !"

—"কি ?"

—"কী হয়েছে ?"

—"কই ?"

—"বাঃ। কী সত্যবাদিনী ?"

নিঃশ্চুপ।

—"আনা !"

আনা ফিরে চাইলো এবার, কিন্তু কিছু বলল না।

—"তোমার চা কই ?"

—"কে জানে।"—আনা ফের মুখ ফেরালো।

—"কেন অমন করছ আনা?"

—"কী রকম আবার?"

—"ও-রকম।"

আনা হঠাৎ একটু হাসে—সামান্য চাপা হাসির ছটা…কিন্তু তাতেই তার সমস্ত মুখের ব্যঞ্জনা যায় কি একেবারে বদলে!…দু'চোখের উপান্তে সেই দুটি মুক্তোবিন্দু তখনও টলটল করছে…কানে দুটি রুবির দুলও দ্যুতি ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে সে-নৃত্যের সাথে করছে সঙ্গত…হেলে দুলে…দু-একটি চূর্ণালক ঈষৎসিক্ত কপোলে একটু একটু কাঁপছে · সর্ব্বোপরি ঠোঁটের আশেপাশে উৎসুক হাসির ঝিকিমিকি!…কী সুন্দর!—স্বপন স্থির-নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে—সব ভুলে।

হঠাৎ আনা মুখ তোলে। ওদের দৃষ্টি বিনিময় হয়…মুখে এক ঝলক ফাগ ছড়িয়ে দেয় কে, বলে: "কী দেখছ এত শুনি?"

—"মেঘ ও রৌদ্রের কিয়ারস্কুরো।"*

আনার সস্মিত হাসি এবার প্রফুল্ল হাসিতে রূপান্তরিত হয়, বলে: "আর ভাবছ?"

—"যে-মেঘ দেখতে স্নিগ্ধতম তার অন্তরেই বাজ ভিৎ রচে কী [illegible]?"

—"আ—হা—কঠিন আমিই বটে!"

—"তবে কে শুনি?"

—"চা না খেয়ে মুখ ফেরায় কে? পিঠের ওপর হাত রেখে ডেকে ডেকে সারা হ'লেও উত্তর দেয় না কে? কাকুতি-মিনতি সাধাসাধি করলেও গোঙায় কে?"

* Chiaroscuro—রূপছায়া।

—"আর মাঝির সামনে ভদ্রসন্তানকে অপদস্থ করে কে? রেগে টং হ'য়ে সসপ্যানের নিরপরাধ সোনালি অমলেটটাকে কয়লা-কৈবল্য দান করে কে? ঠাট্টাকে গম্ভীরভাবে নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধায় কে?"

আনা ঠোঁট ফুলিয়ে "রক্ষ!" ব'লেই ঘাড় দুলিয়ে ক্যাথলিকদের মতন মুষ্টিবদ্ধ করযোড়ে বলে: "ঘাট মানছি বাক্যবাগীশ বীরপুরুষ মহাশয়! কিন্তু অধীনীকে নিজগুণে ক্ষমা ক'রে এখন একটু চা ইচ্ছে হবে কি?"

—"তুমি না খেলে খেতে পারি আমি! বাঃ!!"

"—বাপ্‌রে! কী দরদ! কেবল সইলে হয় এত সুখ।"

স্বপন তার পেয়ালায় চা ঢেলে বলে: "সইবে গো সইবে। অপরকে চটিয়ে দুঃখ যে দেয় আনা, সুখের স্বত্ব তারই একচেটে এই কথা প্রমাণ করবার জন্যেই যে জগতে মেয়েদের সৃষ্টি।"

আনা হঠাৎ ঝুঁকে তার দুই কাঁধে কোমলভাবে দুই হাত রেখে বলল: "জেনেসিস্ সম্বন্ধে এতদিনে সত্যিকার অতীতদ্রষ্টা মিলল। না, ত্রিকালদর্শী।"

নৌকাটা একটু বেঁক নিল এই সময়ে। আনা ওর গায়ে ঢ'লে পড়ে অতর্কিতে।

স্বপন আর পারে না। বহুদিনের সংযম? দূর! আনার আরক্ত গণ্ড...

আনা চক্ষের নিমেষে দিল প্রতিদান, কিন্তু দিয়েই মুখ টিপে হাসে মৃদু মৃদু।

স্বপন হাসিমুখে বলল: "কী? জয়ের আনন্দ?"

—"না।"

—"তবে? জিঘাংসা?"

—"বলব না।"

—"লক্ষ্মীটি।"

—"একটা কথা মনে হ'ল।"

—"কী?"

—"এ-নৌকা-নাটিকার শেষ অঙ্কের এ দন্যুমঁ-র * জন্যে দায়ী কে ভাবছিলাম।"

—"কে?"

—"ঐ তুচ্ছ মাঝিটার হাসি—প্রথম অঙ্কে।"

স্বপন লোকটার দিকে তাকায়। সে ফের হাসে!…

স্বপনের বুকের মধ্যে কি-একটা তার ওঠে বেজে। সত্যিই তো। এতদিনকার এতবড় সংযমের পণ ভেঙে এতবড় একটা অসংযমের দিকে ওদের দুজনকে ঠেলে দিলো কে? না, একটা অসভ্য অভদ্র দুষ্টু মিতরা চকিত হাসি!—একটা সামান্য, অজ্ঞাত, অবান্তর অর্থহীন মাঝির!…

· QUI S'EXCUSE S'ACCUSE

স্বপন হোটেলে ফিরে এসেই নিজের শোবার ঘরে গিয়ে উপুড় হ'য়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গেছে! কী করল সে! সত্য বটে আজকাল তার বিবেক একটু বেশি স্থিতিস্থাপক হ'তে শিখেছে—কিন্তু এতটা!…অবশ্য "এতটা" কথাটা এ-টোনে বলা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি—কেননা একটা চুম্বনের বেশি গড়ায়নি ব্যাপারটা… কিন্তু ইসাবেলার সঙ্গে দেখা হবার আগে এটুকুও কি তার অকল্পনীয় ছিল না? শুয়ে শুয়ে কত রকম যে মনে হয়।…এক-একবার নানা দিক দিয়ে নানা যুক্তি দিয়ে নিজের আচরণকে সে সমর্থনও করে: এরা

* Denouement = শেষ নিষ্পত্তি।

এ-সবকে তেমন মারাত্মক তো মনে করে না ; সে রোমে এসে রোমানদের ব্যবহারকে এড়িয়ে চলতে যেয়েই এত দুঃখ পাচ্ছে হয়তো ; ভারতীয়রা তিলকে তাল ক'রে দুঃখ পেতে বড্ড ভালোবাসে—ইসাবেলা সেদিনও তো বলেছিলো—এমনি কত সান্ত্বনা প্রবোধ !···

আর এ-সবে যে মনটা স্বস্তি একেবারেই পায় না তা-ও নয়। কিন্তু সে-স্বস্তির পথেও কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ায় যে আবার কোথাকার একটা সূক্ষ্ম অশ্রুতপ্রায় বিনম্র স্বর—যে বলে : "এ-সবে মারাত্মক কোনো ভরাডুবি নেই হ'তে পারে, এ-সবে ওরা কিছু মনে করে না এ-ও হয়তো হ'তে পারে—কিন্তু এ-রকম ঢালু পথের শেষ অবতরণিকা কোথায় ?" কোথায় ? —দেহের দিক দিয়ে কোথায় ঠাহর পাওয়া একটুও কঠিন নয়—কিন্তু মনের দিক দিয়ে ?—ঠিক ভেবে পায় না। এক-একবার ভাবে কেন এত তুচ্ছকে নিয়ে মাথা ঘামানো ? আবার এক-একবার মনে হয় যে, আজ যে-কুণ্ঠা ও গ্লানি সে বোধ করছে তাকে তুচ্ছ মনে করাই হয়তো ভুল হবে···হয়তো এই প্রতিক্রিয়াই তার আসল স্বরূপের ঊর্ধ্ব অভীপ্সার অঙ্গুলি-সঙ্কেত···হয়তো এ সূক্ষ্ম গ্লানি-বোধ লুপ্ত হ'লে তার অন্তরতম শুভ্র সত্তার কোথায় আর-একটা অনপনেয় দাগ প'ড়ে যাবে, বিবেকের কোমল সুর আরও একটু নিকোমল হ'য়ে আসবে—যেমন ধাপে ধাপে নিচে নামার সময় ক্রিমিনালদের হ'য়ে থাকে।···অনুভবের ধার ক্ষয়ে যাওয়া কি পরিতাপের বিষয় নয় ? না, কোনো রকম ক'রে একটা স্বস্তি ও আরামের আশ্রয় পাওয়াটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হ'তে পারে ?···

কিন্তু আবার অপর দিকেও বেশ দু-চারটে কথা বলবার রয়েছে যে ! এ-সব ছোটোখাটো স্খলন থেকে কোনো মতে বেঁচে ফিরে যাওয়াটাই কি এমনই মস্ত একটা-কিছু ? এ-সব স্খলনের মধ্যে দিয়ে নিজের নানা নতুন পরিচয় কি সে নিত্যই পাচ্ছে না ? আর এ সব এড়িয়ে গেলেই

বা ওর কী এমন চতুর্ব্বর্গ লাভ হ'ত শুনি? দেশে সচ্চরিত্র ছেলে তো কতই আছে। কিন্তু তারা—how un-interesting!

অথচ তার মনে তবু একটা সুর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মিড়ে থেকে থেকে রণিয়ে ওঠে: এ নয়, এ নয়, এ নয়। মনের গোপন-মন্দিরে কী এক ধূপারতির ঘণ্টাধ্বনি থেকে থেকে বেজে ওঠে: এ-পথে আর যা-ই থাকুক না কেন শান্তি নেই—নেই পরিণতি, সুখ নেই—নেই সার্থকতা, স্থায়ী আনন্দ নেই—নেই পরমশুদ্ধি। কী এক বাঁশি যেন উদাস মূর্চ্ছনায় থেকে থেকে গেয়ে ওঠে:

যাহারা ডাকে নিয়ত তোরে রঙ্গিল বিভঙ্গে
সপিল অনঙ্গহোলি মত্ত খেলা-রঙ্গে—
উর্ম্মিল আসঙ্গ-রঙ্গে ভুলায়ে চল চিত্ত—
জানিস্—নাই তাদের হাতে পরমতম বিত্ত।

* * *
*

মনটা তার বিষাদে ছেয়ে যায় ধীরে ধীরে। সে কী-ই বা এমন করেছে? তবু তার মন সে-প্রবোধ মানে কই? তার ফিরে ফিরে কেবলই মনে হয় চাঙের সে গভীর রাত্রের একটি কথা: 'ভাই আমরা এ-জটিলতার গোলক-ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি!'...

তার এত ইচ্ছা হয় আজ চাং-কে দেখতে! সে যদি আজ থাকত তবে ও তাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করত—এ-অবস্থায় সে ঠিক কী ভাবে সাড়া দিত। জিজ্ঞাসা করত—কেননা এদেশে সবার মুখে যতই কেননা ও উচ্ছ্বাস শুনে আয়ুক হার্মনি নিয়ে, তার বরাবরই কেমন মনে হ'ত এ-ধরণের হার্মনির সিংহনাদে কোথায় যেন একটু বহ্বারম্ভই বেশি। কেবলই মনে হ'ত—মনের অতল তলে একটা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সুর থেকে

থেকে উথলে উঠত—যে শুধু হার্মনিই জীবনের চরম বাণী নয়, চাই বড় উপলব্ধি—চাই বড় আলোর কাছে নিজেকে খুলে ধরা সৃষ্টিতে, প্রেমে, কর্ম্মে, ত্যাগে, নিষ্ঠায়। যেখানে এ-উপলব্ধির স্পর্শমণি আছে সেখানে ছোটবড় ভালোমন্দ সব অভিজ্ঞতার খাদই সোনা হ'য়ে ওঠে বটে কিন্তু যেখানে নেই? সেখানে ছোট হার্মনি কি মুক্তির উদার দিগ্বলয়ের বাণী বহন ক'রে আনে, না চলনসই রকম একটা ভঙ্গুর পিঞ্জরের?

পিঞ্জর?—তার মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে প্রথমটায়। কিন্তু অন্তর-গহনে কোথায় আবার সেই গভীর সুর ফুটে ওঠে: ভেবে দেখ, ভালো ক'রে সত্য ক'রে অনুভব ক'রে দেখ, শুধু একটা সাময়িক বুলিতে ভুলো না। এত বড় প্রবৃত্তির দাসত্বে কি সত্যিকার মুক্তি মিলতে পারে? ধরো, যদি উলটোটাই সত্যি হয়—যে সংযমের আত্মকর্তৃত্বের হাতেই মহত্ত্বের মণিকুঠরির চাবি? নিজের অনুভব-অতলে দাও ডুব, ভুলো না চূর্ণ তরঙ্গের বহিশ্চাকচিক্যে।

তথাস্তু। সে হৃদয়ের মধ্যে যায়—ডুব সাঁতার কাটতে, কোন্ অনির্ব্বাণ অনুভবমণি তার কাছে সব চেয়ে সত্য ছোটে তারই সন্ধানে। বড় বিচিত্র তার দ্যুতি! এত পেলব! ছুঁই—ছুঁই—ছুঁই—এড়িয়ে যায়।...তবু সে আভাষ পায় যেন কী একটা ঝিকিমিকির। বড় মনোহর সে-স্ফুরৎ-রশ্মি! তাকে ডাকে...ডাকে...বলে: মনগড়া সব সান্ত্বনাই ভুয়ো। ঠিক ভুয়োও নয় অবশ্য। সংসারে মনগড়া সব দুর্গ, সব নীড়, সব আশ্রয়েরই একটা সার্থকতা আছে। যখন মানুষ নানা উলটোপালটা পথের ইঙ্গিতে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে—এরা নানাসূত্রে পান্থ-শালার কাজ করে বৈ কি। কিন্তু তবু এরা পান্থশালাই—লক্ষ্যস্থল নয়। যখন ঢেউ বড় বেশি দোলা দেয় তখন হার্মনির মনগড়া নানান্ কূলের বাণী সাময়িক বন্দরের কাজ করে মাত্র—স্থায়ী আশ্রয়ের না। জীবনের

ধুলোবালি? ও-সবকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় কেবল তখনই নয় কি—যখন লক্ষ্য থাকে স্থির, অচঞ্চল, শুভ্র—ঐ—ঐ যে সেই গম্ভীর সুর কেঁদে বলছে—যখন বড় উপলব্ধির স্পর্শমণি হাতের কাছে থেকে তখনই ধুলোবালিকে স্বীকার করা সাজে, নৈলে নয়।

এ-কথা সত্যি—যে, আনাকে ও যে আজ চুম্বন করেছে, কি একটু আদর করেছে তাতে খতিয়ে তেমন যায় আসে না; এ-কথা সত্যি—যে, নৈতিকতার পাষাণফলকে ভালবাসার দিশা চিহ্নিত নেই, এ-কথাও সত্যি—যে, একনিষ্ঠতা যখন সামাজিক কর্তব্যের ভিত্তি স্বরূপ হ'য়ে সার্থকতার প্রতিষ্ঠা-সৌধ গ'ড়ে তুলতে চায়, প্রেমের ময়ূরসিংহাসন ছেড়ে শুধু অটল সামঞ্জস্যের গদীই কামনা করে—তখন তা একদিন না একদিন তাসের সৌধের মতনই ধ্বসে পড়তে বাধ্য। আনার ও মসিয়ে বেলারের যুক্তি হয়তো মিথ্যা না হ'তেও পারে যে, দৈহিক অনাচারগত নঞর্থক বিধি-অনুশাসনের ফল অনেক সময়ে ব্যর্থ রিক্ত আত্মপ্রসাদের মরুভূমিতেই পরিসমাপ্ত হয়। এমন কি সে এ-কথাও মেনে নিতে রাজি আছে যে এ-সব অনাচরণ বা আচরণের সঙ্গে সত্য প্রেমের কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই—ওরা পরস্পর-নিরপেক্ষ। কিন্তু তবু কে যেন তার মনের কোণে বলেই যে গভীর সুরে: যে, শুদ্ধতা পবিত্রতা সংযম এরা যখন উপলব্ধিমুখী হয় তখন বন্ধ্যা হ'তেই পারে না। বলে: যে, পদে পদে বাইরের স্রোত ও আবর্তে গা ভাসিয়ে চললে জীবনে আর যা-ই হওয়া যাক না কেন—সুধানিধির অতলতলের ডুবুরি হওয়া অসম্ভব—সত্য মেলে আত্মসমর্থনের সহজ শ্যামল পথে নয়—নিষ্করুণ আত্মশুদ্ধির কঠিন সাধনার পথে। কে? চমকে ওঠে ও।

—"আমি, স্বপন, একটা চিঠি।"

চাণ্ডের পত্র

আনার মুখ এত চিন্তালেশহীন—উজ্জ্বল হাসিভরা। তার মনেও সে ছোঁয়াচ লাগে, বলে : "এসো আনা।"

—"কী বন্ধু? এ-সময়ে শুয়ে!! ঐ নিয়ে মন খারাপ বুঝি?"

স্বপন লজ্জিত হ'য়ে বলে : "দূর্।—কই কী চিঠি দাও।"

—"আ-হা দিচ্ছি গো দিচ্ছি ;—একটু সবুরও সয় না! তোমার 'তার' চিঠি নয়—লণ্ডন থেকে এসেছে—বোধ হয় মশিয়ে চাণ্ডের।"

—"দেখি, দেখি।"

আনা চিঠিটা তার হাতে দিতে গিয়েই টেনে নিয়ে হেসে বলল : "কিন্তু বৃথা আগ্রহ মনামি, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এর মধ্যে একজনেরই চিঠি আছে—ও তার জন্মস্থান মাদ্রিদ নয়—ক্যাণ্টন।"

স্বপন ওকে এত প্রফুল্ল কখনো দেখেনি এসে অবধি। ওর মুখ-চোখে ভোরের রশ্মিচ্ছটার ঝলমলানি। একটু অবাক হ'য়ে ভাবে। কই, ওর মনে তো চুম্বন-পর্বের পরে দ্বন্দ্বের চিহ্নও নেই? স্বাভাবিকভাবে মনে প'ড়ে যায় ইসাবেলার কথা! তারও তো ছিল না। মেয়েরা কি সবাই এই রকম নাকি? হঠাৎ কোথায় বাধা বাজে। দূর্, সব মেয়েরা এমন হ'তে পারে কখনো? সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে বাঙালী মেয়ের 'পরে জাগে যেন একটা নতুন ধরণের শ্রদ্ধা।

—"আঃ—কোনো বান্ধবীকে যদি কখনো বন্ধু করতেই হয়—যেন দার্শনিককে ভুলেও না করে। এই মন ছিল এখানে—এক লহমায় একশো মাইল দূরে—ক্যালে পেরিয়ে লণ্ডনে, কিম্বা সুয়েজ পেরিয়ে—"

—"না গো না"—স্বপন হেসে ফেলে। "কিন্তু দেবে চিঠিটা এখন, না ব'কেই চলবে?"

কথাটা ব'লেই স্বপনের আক্ষেপ জাগে। আনা "আচ্ছা আর বকব না"—ব'লে চিঠিটা তার বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর কি—স্বপন তার হাত চেপে ধ'রে বলে: "শুনবে না চিঠিটা ?"

—"আমার অধিকার ? আমি তো কেবল ব'কে—"

—"কী যে করো আনা! প্রতি ঠাট্টায় এমন শিরপা তুললে—আমার বন্ধুর চিঠি, শোনাচ্ছি আমি, অধিকারের প্রশ্ন ওঠে কী করে ?"

আনার মুখের মেঘ কেটে যায়. বলে: "বন্ধুর হ'লে আপত্তি ছিল না—কিন্তু বান্ধবীর হ'লে—"

—"আহা—হা—বোসো—এইখানে আমার পাশে ডাইভানে, দুজনেই পড়ি।"

আনা একটু দূরত্ব রেখে বসল, কিন্তু স্বপন শোনে না, স'রে খুব কাছ ঘেঁসে এসে বসে। আনার মুখের মেঘটা এবার সম্পূর্ণ কেটে যায়। ওর হাতের উপর বাহুর ভর দেয়—একান্ত বান্ধবী ভাবেই। কিন্তু সে-সংলগ্নতায় চিঠির খামটা খুলতে খুলতে স্বপন ফের অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে আর কি। খুব জোর ক'রে গাত্র-সংলগ্ন সুডৌল বাহুলতা থেকে মনকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে মৃদুস্বরে:

"প্রিয় স্বপন,

তোমার চিঠি পেয়েই জবাব দিতে বসেছি। ঠিক যে সময়ে তোমার কথা সব চেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল সেই সময়েই কি না তোমার চিঠি এসে হাজির! তুমি 'ভক্তের ভগবান' কথাটা মাঝে মাঝেই ঠাট্টা ক'রে বলতে মনে আছে ? দেখো বাংলা কথাটাও আমার মনে গেঁথে আছে। ভালো লেগেছিল কি না!

"ক'দিনই বা এখানে এসেছি! তোমার ওখান থেকে খুব দূরেও না;—কিন্তু তবু মনে হয় কত দূরে আমরা! তোমার হয় না? আমার কিন্তু সময়ে সময়ে মনে হয় যে, যতই কেন না আধ্যাত্মিকতার বা আত্মিক-সামীপ্যের স্তবগান করি—সময় ও আকাশের ব্যবধান বড় নিষ্করুণ বাস্তব। মনকে ওরা এত বদলে দিতে পারে, না?

"একটা বড় চিঠিই লিখব আজ। কারণ লেখবার উপাদান জ'মে উঠেছে বিস্তর। আর তোমাকে সেদিন অত কথা ব'লে ফেলার দরুণ ফের আরো কিছু বলার পথ একটু সুগমও হ'য়ে উঠেছে বৈ কি। কোনো অর্গল বহুদিন না খুললে প্রথমটায় খুলতে বেগ পেতে হয়। কিন্তু একবার খোলার পর দ্বিতীয়বার খোলা অনেকটা সহজ হ'য়ে যায়ই, নয়? কিম্বা হয়তো তোমার দীর্ঘ পত্রে তোমার নানা খোলাখুলি চিন্তাকর্ষক প্রশ্নের উত্তরেই দীর্ঘছন্দে নানা কথা বলতে ইচ্ছে করছে? কে জানে! কিন্তু কারণ যাই হোক বলার মেজাজ ফের এসে গেছে। তাই তৈরী হ'য়ে নেও। কলম আমার সহজে কাগজকে চুম্বন করে না। কিন্তু যখন একবার করে তখন প্রথম প্রণয়ীর মতনই করে—নাছোড়বন্দ ভাবে।

"তুমি করেছ কিন্তু বড় শক্ত প্রশ্ন। হামনি না শান্তি—কোন্‌টা চায় আমাদের অন্তরাত্মা?

"আশ্চর্য্য, এই প্রশ্ন নিয়ে আমাকেও বড় বেশি ভাবতে হয়েছে য়ুরোপে! দেশে আমার মনে হ'ত যে দুঃখ ব্যথা চিরন্তন নয়—ক্ষণিক, ওরা আসে যাবার জন্যে। দুঃখ পেলে তাই মনে জপ্‌তাম লাওৎসের একটা কথা:

'প্রবল ঝড় বহে কি সারা সকাল ধরি'?
প্রবল বারি সারাটি দিন পড়ে কি ঝরি'?'

কিন্তু এখানে এসে অবধি আমার কেবল মনে হয় সুইনবার্ণের

'জন্ম যবে সৃজিল নর ধরা
ধরিল নর বক্ষে হায় তার—
কালের দান অশ্রুরাশি-ভরা—
বেদন পুট উপছি' বার বার।' *

"সখি, যতই দিন যাচ্ছে, য়ুরোপের অফুরাণ প্রাণ-চাঞ্চল্যের পিছনকার এই অশ্রুসম্পুটই আমাকে আঘাত করছে ক্রমশই বেশি ক'রে। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের ক্ষণিকের রংচঙে দীপালি-উৎসব নয়—তার পেছনের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার।

"বলবে হয়তো—ইসাকে পেতে না পেতে এ-শ্রান্তির সুর কেন?—তাই বলতেই আজ কলম ধরা। মনটা আজ একটু উঁচু তারে বাঁধা আছে—শেষ সে-রাত্রে তোমার কাছে যেমন ছিল। এ-শ্রান্তির একটা প্রধান কারণই যে ও;—যদিও ও সেকথা জানে না, এবং তুমি নিশ্চয়ই এ-সব কথা চিঠিতে তাকে জানিয়ে আমার শ্রান্তিভারের উপর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার ভার দেবে না চাপিয়ে?"

ওদের চোখোচোখি হয়—স্বপন চোখ নামিয়ে নেয়।…

* *
*

"ইসার মধ্যে কিন্তু শ্রান্তির অগ্রদূতেরও কোনো চিহ্ন নেই আজ পর্যন্ত। ওর প্রকৃতিসৌধ অফুরন্ত প্রাণশক্তির ঠাস-গাঁথুনিতে এমনি পাকা

* Before the beginning of years
There came to the making of man
Time with a gift of tears
Grief with a glasa that ran.

ক'রে গাঁথা যে শান্তির পূরবী হাওয়া প্রবেশের একটুখানি ফাটলও পায় না। কিন্তু আমার দেহ মন প্রাণ যে একটু ভিন্ন উপাদানে গড়া, আমি যে চাই শান্তি, চাই—জীবনের মাঝে মাঝে আলস্যভরা উদার স্বপ্নভরা আরামকুঞ্জ, বিশ্রামনিলয়। প্রতি নির্জন পান্থশালাই আমাকে ডাকে। লক্ষ্যহীন সাঙ্গহীন গতির দৃশ্য আমাকে, কি জানি কেন, ক'রে তোলে ক্লান্ত···একটা অনির্দেশ্য বিষাদে দেয় ভ'রে।···কেন? কে জানে?

"নীসে এটা বুঝতে পারিনি। তার প্রথম কারণ: তখন আমাদের মাথার উপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছিল। তার উপর অর্থের স্বচ্ছলতাও ছিল না; কাজেই রূঢ় বাস্তবের চাপে স্বপ্নাবেশ একটু ফিকে হ'য়ে এসেছিল। এখানে ভাগ্যক্রমে আমার কয়েকটা ছবি একজন ধনী ইংরাজ কিনেছেন। তার উপর মসিয়ে বেনারও আমার দু-একটা ছবি বেশ মোটা দামে বিক্রি ক'রে মোটা চেক পাঠিয়েছেন। ফলে নিঃস্ব চাং রাতারাতি অপোগণ্ড জমীদার-পুত্রের মতনই নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়েছে অর্থ-সম্বন্ধে;—তার উপর জেনেরাল সেরানোর লোক-লস্করের টিকিও দেখি না আর। ওদের বুঝি ঠকিয়েছি শেষটায়! অন্ততঃ বিপদ বোধ হয় আর নেই—আর আমরা তো মাসখানেকের মধ্যেই আমেরিকা হ'য়ে জাপান ঘুরে চীনে ফিরব, এর মধ্যে ওরা আমাদের গতিবিধির খবর কোনোমতেই পাবে না।

"কিন্তু ওদের ভয় কাটলেও—অন্য অনেক ভয়ই তো কাটেনি। আর-একটা মস্ত ভয় হচ্ছে ফের,—ইসার জন্যেই। ও কি সত্যি সুখী হবে আমার সঙ্গে? এ-আশঙ্কা আমার ছিল বরাবরই—কেবল ও আমাকে ভরসা দিত নানা ছাদে—বুঝতেই পারছ, যেমন উচ্ছ্বাসিনীরা ঝোঁকের মাথায় দিয়ে থাকে প্রথমটায়।

"ও যে মিথ্যা বলত তা-ও নয়। কেননা এ-অঙ্গীকার ও যখন করেছিল তখন করেছিল তাজা হৃদয়রক্ত দিয়েই—যার মধ্যে আর যারই

অভাব থাকুক না কেন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই এটা নিশ্চিত। কিন্তু মুস্কিল কি জানো তাই? মুস্কিল এই যে, প্রেমের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার শপথ প্রভৃতি একেবারেই নামঞ্জুর। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাক্ষর—কালির, সে শুকোলেই হয় পাকা। কিন্তু প্রেমের স্বাক্ষর যে—রক্তের; সে পাকা থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ রক্ত থাকে কাঁচা;—শুকোলেই সে-সইয়ের মূল্য যায় উবে। আমার মনে কেবল একটা প্রশ্ন মাঝে-মাঝে উদয় হয় গোধূলির বিদায়-সুরে: প্রেমের দলিলের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন মানুষ তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারল না কেন আজ অবধি? কেন এমন কালি উদ্ভাবন করতে পারল না যা সব রকম আবেশের দলিলেই নিজের ছাপ রেখে যেতে পারে?

"ভুল বুঝো না কিন্তু। বলছি না—ও আমাকে ভালোবাসে না আর। বাসে—অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত বাসে বৈ কি। কিন্তু সেইজন্যেই যে ভয় হয় আরো বেশি তাই: ও আর আমি যে রকম বিপরীত উপাদানে গড়া তাতে আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ টানে শেষ অবধি জয়ী হবে কে?—আমাদের গঠন-প্রকৃতির বৈপরীত্য—না, প্রেমের চুম্বক? যেখানে ভালোবাসার কাছে দুজন চায় দুরকম বর সেখানে কোন্ বরদাতা মিলন ঘটাবে? কে বলবে?

"মনে পড়ে এই সূত্রে মসিয়ো বেনারের একটি কথা। তিনি বলতেন যে গেটে ঠিকই বলেছিলেন:

'কেহ হেথা চায় আপনারি ছায়
লখিতে দয়িত-মুকুর মাঝে,
যার মাঝে হেরে বিপরীত—ফেরে
কেহ বা উছসি' তাহারি পাছে।' *

* Es gibt Menschen, die ihr gleiches lieben and wieder solche die ihr Gegenteil lieben and diesem nachgehen.

"আমি—বোধ করি তুমিও—খানিকটা এই প্রথম দলের লোক। এবং ঈলা—পুরোপুরি এই দ্বিতীয় দলের।

"তা হ'লেই সমস্যাটা বুঝছ আশা করি। ও আমাকে ভালোবাসে আমি ওর থেকে এত ভিন্ন ব'লে, কিন্তু আমার কোথায় যেন থেকে থেকে আসে নিরাশা—ওর সঙ্গে আমার সাদৃশ্য এত কম ব'লে। অর্থাৎ যে-কারণে ওর ভরসা এত বেশি যে, আমরা ক্রমশঃ পরস্পরের কাছেই আসব ঠিক সেই কারণেই আমার শঙ্কা—আমরা দূরেই স'রে যাব উত্তরোত্তর।

"কেন?—আজ একটু বিশদ ক'রে বলার চেষ্টা করি। কিন্তু সাবধান! আমিও যে সেন্টিমেন্টাল হ'তে পারি তুমি হয়তো ঠিক কল্পনা করতে পারো না, পারো কি? এমন কি ওকে নিয়ে যে রীতিমত একটা ছোটোখাটো ড্রামাটিক সীন করতে পারি?—পারো কি ভাবতে? শোনো বলি সে-কথা।

"না,—তার আগে বলি কী ভাবে একটু একটু ক'রে আমাদের মধ্যে একটা অনিবার্য্য ব্যবধান এসে পড়ছে ক্রমশঃ। দু-একটা উদাহরণ দিয়েই সুরু করব।

"ওকে নিয়ে সেদিন বুদ্ধের একটা ছায়াচিত্র দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে যে কী খারাপ লাগল তা বলতে পারি না। বুদ্ধ গোপার সঙ্গে সরবৎ খাচ্ছেন, এক বন্ধুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন, চাকর-বাকরকে বখশিশ দিচ্ছেন ইত্যাদি জিনিস বাস্তববাদী প্রযোজক দেখিয়েছেন বুদ্ধের যৌবরাজ্যের ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে ফোটাতে। আমার মন খিক খিক ক'রে উঠল। ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে বললাম ঈলাকে। কিন্তু ও তো অবাক। বলল: ওর এ-সব খারাপ তো লাগেইনি, বরং ভালোই লেগেছে—কেননা এতে ক'রেই ওর কাছে বুদ্ধের লীলাভিব্যক্তির

চরিত্র এত জীবন্ত, এত বাস্তব হ'য়ে উঠেছিল। আমি চুপ ক'রে গেলাম, খচ্ ক'রে বাজল। ও বুঝল, আদর ক'রে আমার একটা হাত চেপে ধ'রে বলল: 'কেন তোমার এত খারাপ লাগল চাই-চাই?' আমি বোঝাবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। যে-বুদ্ধ আমার জীবনে তারার মতনই নিষ্কলুষ সুদূর শুভ্রতায় মণ্ডিত তাঁকে সরবৎ খেতে বা চাকরকে বখশিশ দিতে দেখার মধ্যে যে-ইতরতা আছে সেটার ব্যাখ্যা করব কী ক'রে ভাই? যা দরদ দিয়ে বোঝবার--যুক্তি দিয়ে তার নাগাল কেউ পেয়েছে কি কোনোদিন? শুধু এ-সবই না—আমি অনুভব করলাম বিপুল অতীতের ছায়া-পটভূমিতে যে-বুদ্ধ দেদীপ্যমান, তাঁকে সমসাময়িকতার সান্নিধ্যের আলোয় দেখার মধ্যে—কল্পনা করার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ইতরতা আছে। কিন্তু যেহেতু এ-কথা বলতে গেলে বে-দরদীর কাছে বাড়াবাড়ি মতন শোনায় সেহেতু শুধু বুদ্ধের সরবৎ খাওয়া প্রভৃতি দৃশ্যের তুচ্ছতার কথাই বললাম একটু।

"কিন্তু তাতেও ঈসা কোনোমতেই মানবে না,—কোমল সুরে বলল: 'বুদ্ধ যখন সরবৎ নিশ্চয়ই খেতেন—তখন ছবিতে তা দেখালে কেন এত লাগে তোমার চাই-চাই?' আমি একটু শুষ্কসুরে বললাম: 'আমার লাগে—এর বেশি কিছু বলবার নেই ঈসা।' ও একটু আহত হ'য়ে আমার কাছ থেকে একটু দূরে স'রে বসল। অগত্যা আমাকে নরম হ'তে হ'ল—ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে বললাম: 'ঈসা, তোমার বক্তব্য আমি বুঝেছি, কিন্তু আমার স্পর্শকাতরতাটা যে তুমি একটুও বুঝলে না!'—ও ঠোঁট ফুলিয়ে বলল: 'অবজ্ঞা ক'রে উত্তর দেবেন না—আবার বলবেন আমিই বুঝলাম না; সব দোষ এই ভাগ্য-হীনারেরই বৈ কি!' আমি বললাম: 'কি জানো ঈসা? বুদ্ধ হয়তো জীবনে সরবৎও খেয়ে থাকবেন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইয়ার্কিও দিতেন, কিন্তু

তাঁর যে গরিমা ইতিহাসের আঁধার দিগন্তরে নির্মল নক্ষত্রের মতনই চির-ভাস্বর—সে-যুগসঞ্চিত মহিমার সঙ্গে এ-ধরণের ভালগার ঘটনা একেবারেই খাপ খায় না। অন্ততঃ আমার এতে এতই বাজে যে, এ-ধরণের মহাপুরুষদের ছবিতে এ-ভাবে দেখানো আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া সাধারণের একটা নাগরিক কর্তব্য ব'লে মনে করি।' ও এ-উষ্মায় একটু আশ্চর্যাই হ'য়ে বলল : 'কিছু মনে কোরো না চাই-চাই, কিন্তু আমি বুঝতে চাই এতে এতখানি বাজেই বা তোমার ঠিক কোথায়, আর মহাপুরুষদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা কাহিনী ছবি নাটক প্রভৃতিতে ফুটিয়ে তুললে তাঁদের মহিমা খর্ব হয়ই বা ঠিক কোন্‌খানে?' আমি বিপন্ন মুখে বললাম : 'ইসা, এ-সব বলা এত মুস্কিল, প্রমাণসহ যা নয়—' ও বলল : 'তা হোক, বলো।' আমি বললাম : 'ইসা, আমার মনে হয় যে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে-দৈনন্দিন নিরায়ু নগণ্যতা কালের চিরন্তনতার অতলে ডুবে গেছে তা ডুবে-যাওয়াই ছিল মহাকালের অভিপ্রেত। নইলে তাঁর জ্যোতিষ্কদ্যুতি কালের ধূলিকজ্জ্বলাবলেপকে ছাপিয়ে মানুষের অন্তরাকাশে এমন অবিস্মরণীয় আভায় জ্বল্‌-জ্বল্‌ করত কি? আমাকে ভুল বুঝো না : আমি বলছি না বুদ্ধ সরবৎ কখনো খাননি, বা খরগোষ শিকার করেন নি, বা চাকর-বাকরকে যথাশিক্ষা দেননি; আমার বক্তব্য—বুদ্ধের যে-শুভ্র দীপ্তির পাশে এ-সব তুচ্ছ স্মৃতি পাণ্ডুর হ'তে হ'তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে সে-দীপ্তিকে শুভ্র রাখার জন্যেই চাই এ-সব তুচ্ছতাকে আমাদের ভোলা।' ইসা বলল : 'কিন্তু বাস্তব?'—আমি ঈষৎ শুষ্ক সুরে বললাম : 'য়ুরোপে ঐ এক ধুয়ো উঠেছে—বাস্তব, বাস্তব, বাস্তব! আমার সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে যে তোমরা একবারও ভেবে দেখ না যে জীবন পদে পদে বাস্তবের দাবিকে দেউলে হয় ব'লেই কল্পনাকে যুগে-যুগে ভার নিতে হয়েছে তাকে উর্দ্ধে

তুলে উত্তরতার ধুলোবালি থেকে মুক্ত রাখায়। পাঁকের মধ্যে জন্মায় ব'লেই সূর্যমুখীর পুষ্প-গৌরব নয়—পাঁককে অস্বীকার ক'রে ঊর্ধ্বের ডাকে সে তার আলোর দল মেলতে জানে ব'লেই—' ইসা বাধা দিয়ে বলল : "কিন্তু মানুষের মানবতা কি অমনি ধারা পাঁকেরই সামিল বলতে চাও—যে, তার মধ্যে জন্মাবার ইতিহাস বুদ্ধের মতন মহাপুরুষকেও প্রাণপণে লুকোতে হবে? না, পৃথিবীর আবেষ্টনী এমনই দূষিত যে সে ছোঁয়াচ লাগতে না লাগতে অমন নক্ষত্রদ্যুতিও যাবে পাণ্ডুর হ'য়ে? আর যদি তা-ই হয় তবে আমি বলব : সেউলে যে হ'ল সে পাঁক না—সে সূর্যমুখী, মানুষের মানবতা না—দেবতার দেবত্ব। যে-দেবত্ব এত নিঃসহায়, যে একটুতেই মূর্চ্ছা যায় তার দেবত্বই কি খানিকটা নামঞ্জুর হ'য়ে গেল না? শক্তির ঐশ্বর্য না থাকলে দেবতা শয়তানের সঙ্গে বুঝবেন কোন্ হাতিয়ার নিয়ে শুনি? কান্নার?'

"কথাটার মধ্যে সত্য আছে মানতেই হবে, কিন্তু আমাদের এ দুই মতামতের সত্যাসত্য তৌল ক'রে দেখাতেই এ-তর্কের অবতারণা করিনি। এ দৃষ্টান্ত দিলাম দেখাতে—ওর আর আমার দেখার-ভঙ্গির মধ্যে কী-ধরণের দুস্তর ব্যবধান। আর এ-ব্যবধানের 'পরে জোর দিচ্ছিও শুধু বোঝাতে যে জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্যের উপর অন্তর-সামীপ্য কতখানি নির্ভর করে।"

* *
*

আমা ব'লে উঠল : "এ-কথা আমি মানি না কিন্তু। এখানে ইসাবেলাই ঠিক বলেছে। নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্যই তাদের অন্তর-সামীপ্যের সব চেয়ে বড় সহায় নয়।"

স্বপন তার দিকে চেয়ে বলল : "কিন্তু চাং তো বলছেই যে, এখানে কার লেখার ভঙ্গি ঠিক সে-বিচার অবান্তর।"

—"কিন্তু ও এ-ও তো বলছে দুজনার লেখার ভঙ্গির সাদৃশ্য না থাকলে তারা পরস্পরকে ভালোবাসতেই পারে না। এ-কথা মেনে নেব কী ক'রে? নরনারীর মধ্যে যে-চুম্বক রয়েছে তার গুহ্যতত্ত্ব কি এই ধরণের বুদ্ধিঘটিত মিল-অমিলের মধ্যেই নিহিত বলতে চাও? না, এই ধরণের তর্কবিচারের বালু-ভিত্তির উপরই তার প্রতিষ্ঠা?—ও একটা কথাই না।" আনা খুব জোরে ঘাড় নাড়ল।

—"কিন্তু এ-সব কি ঠিক বুদ্ধিঘটিত ব্যাপার আনা? না, এ হ'ল সূক্ষ্ম অনুভবের, সাড়া দেওয়ার, দরদের রাজ্য? এখানে গরমিল হ'লে মানুষ যে-আঘাত পায় তা কি তুমি অস্বীকার করো? বুদ্ধকে পূজার যে-ভাব আমাদের—ওরিয়েণ্টালদের—অস্থি-মজ্জায় উপ্ত—তাকে ব্যবসার কাজে লাগিয়ে যদি বর্তমান যুগের বৈশ্যের দল ছবিঘরে দেখায়—যদি বুদ্ধের সিদ্ধার্থকে তারা ভাঙিয়ে খেতে চায়—"

—"বুদ্ধের সম্বন্ধে ও যা বলেছে আমি মানি, কিন্তু সেটা তো আসল প্রশ্ন নয়। আসল কথা হচ্ছে ইসা যা বলেছে—বাস্তব—"

স্বপন বাধা দিয়ে বলল : "চাং বোধ হয় বলতে চাইছে—হৃদয়ের এইসব গভীর দরদের রাজ্য, স্বপ্নের আকাশ মানুষের বড় আদরের। ধুলোবালির রাজ্যে গরমিল বিরুদ্ধতা সয়—কিন্তু সব সত্য হৃদয়-সম্বন্ধের ঊর্ধ্ব-আকৃতিই যে পাখা মেলতে পায় কেবল এই কল্পনার আকাশে। এমন কি বাস্তবতার অপ্রতিবাদ্য ভিত্তির 'পরে দাঁড়িয়েও এ-কথা বলা যায়—জানো না কি?"

আনা একটু ভাবল, পরে বলল : "আচ্ছা, এ-তর্ক এখন রইল চাপা, তুমি শেষ করো আগে চিঠিটা—উঃ, কী লম্বা চিঠি!"

—"যদি ক্লান্তি লাগে—"

—"না না—বড় সুন্দর ফরাসী লেখে ও—ওর বলবার ভঙ্গিও এত সুন্দর যে—পড়ো পড়ো।"

* *
*

"এ শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, যাতে ক'রে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা তোমার পক্ষে একটু সহজ হয়। কিন্তু এ-রকম গরমিল আমাদের মধ্যে এত বেশি হয় আজকাল—প্রায় পদে পদে বললেও হয়—যে, একটু কথা-কাটাকাটি ক'রেই সমাপ্তি টানতে হয়—মুখে স্বীকার না করলেও দুজনেই মনে মনে একটু সংশয়াকুল হ'য়ে উঠি—আমরা ঠিক এক-জগতের বাসিন্দা কি না ভেবে। অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারতাম, কিন্তু আর-একটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

"তুমি জানো—ইসা প্রকৃতিতে বহুবল্লভা। ও মনে করে এই-ই স্বাভাবিক—বলে: বিবাহ প্রথাটাই একটা অস্বাভাবিক জিনিষ, একটা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা প্রাণপণে বেঁচে থাকতে চাইছে এর আড়ালে। জানো—আমি ওকে এখনই বিবাহ করতে চাই, শুধু ও রাজি নয় ব'লেই বিবাহ এখনো স্থগিত আছে—ওর দুয়ো free love, companionate marriage, আরও কত কী।

"তোমার সঙ্গে বিশেষ ক'রে companionate marriage নিয়ে ওর যে-তর্ক হয়েছিল তা ও আমাকে বলেছে। তুমি বলেছিলে যে আনার আদর্শ ছিল একটা সত্যিকার আদর্শ—যেখানে বিচারপতি লিণ্ডসের companionate marriage-এর উদ্ভাবনটা একটা বৈজ্ঞ ব্যবস্থা মাত্র—যেমন ব্যবস্থা হচ্ছে ভালো ক'রে ভাঁড়ার রাখতে জানা বা গৃহস্থালী করতে শেখা।"

স্বপনের দিকে চেয়ে আনা এত মিষ্টি লাগে···স্বপনের রক্ত ঈষৎ উত্তপ্ত হয়···সে তার জানুর উপরে ওর ক্লান্ত হাতটি মুঠোর মধ্যে নিবিড় ক'রে চেপে ধ'রে প'ড়ে চলে :

"আমি ওকে বলি : 'স্বপনের কথা খুবই ঠিক।' ও জোর ক'রে বলে : 'কখ্খনো না,' বলে : 'ভালোবাসার যে বাহ্য-ব্যবস্থার দিক আছে তার উপর টানের স্থায়িত্ব নির্ভর করেই।' আমি বলি : 'ভালোবাসাকে যদি ভিতরের জিনিষ ব'লে মানি তবে এ-ও মানতেই হবে যে, বাইরের অব্যবস্থাকে জয় ক'রে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার শক্তি সে রাখে।' ও বলে : 'এ আমার অত্যন্ত আন্‌প্র্যাকটিকাল কথা—স্বপ্নদর্শীর মতনই বুলি মাত্র—যেহেতু এর সত্যতাকে জীবনের সাক্ষ্য—la Vie—নাকচ ক'রে এসেছে আবহমানকাল।' আমি বলি 'Tant pis pour la Vie.' * ও তাতে রুখে উঠে বলে : 'আকাশে মাথা ঠেকাটা হ'য়ে ওঠে একটা উদ্ভট ব্যাপার যদি পা মাটির 'পরে নোঙর খুঁজে না পায়।' "

* *
*

আনা ব'লে উঠল : "আমি সায় দেই। এ-ই-ই য়ুরোপের কথা।"

স্বপন বলল : "কিন্তু তুমি ফের সেই অবান্তর প্রসঙ্গ এনে ভুল করছ যে। চাং য়ুরোপের বা এশিয়ার কথার সত্যাসত্যের ওজন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না—ওর লক্ষ্য ওদের দুজনের আদর্শগত ভেদ দেখানো।"

—"কিন্তু আদর্শ বাস্তবকে ছেড়ে বাঁচে কী ক'রে এ-প্রশ্ন তো আর এক্ষেত্রে ঠিক অবান্তরও নয়?"

—"তা নয়, কিন্তু চাঙের আদর্শ স্বপ্নজীবী এটা ধ'রে নেওয়াটাই যে

* তা হ'লে জীবনেরই দুর্ভাগ্য সেটা।

তোমার অযৌক্তিক। চাং যা-ই হোক না কেন নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে, বলবে : আমাদের বায়ুভুক্ হ'য়ে ইন্দ্রধনুর দিকে তাকিয়েই কবিত্ব করলে খাসা চ'লে যায়। ও শুধু বলতে চায় যে, মানুষ বাস্তবে যতই আপোষ করুক না কেন—চিন্তাজগতে, আদর্শজগতে, সত্যানুসন্ধানে তাকে হতেই হবে খানিকটা একরোখা, এমন কি খানিকটা অসহিষ্ণুও বৈ কি। আমার মনে হচ্ছে তুমি ও ইসাবেলা একটু অস্থানে তোমাদের stressটা দিচ্ছ ব'লেই তালে গরমিল হচ্ছে পদে পদে।"

আনা হেসে বলল : "আর তুমি ঠিক তালে তালে পা ফেলছ প্রতি কদমে, এই তো?"

স্বপনও হাসল : "অন্তত তোমাদের দুজনার চেয়ে বোধ হয় কম বেতালা ফেলছি। যাক শোনো।" ব'লে প'ড়ে চলে ফের :

"দেখেছ মুস্কিল? এটা কি কোনো সত্য-নির্দ্ধারণের সমস্যা—না গোনাগুন্তি ওজন করা-করিরও প্রশ্ন যে, নিষ্পত্তি হবে বাইরের কোনো মাপকাঠি দিয়ে মেপে? এ যে ভিতরের গরমিল স্বপন। বুঝছ কি কোথায় আমার এত একলা মনে হয় আজকাল থেকে থেকে?"

আনা অস্ফুট স্বরে বলল : "বেচারী।"

স্বপন তার হাতটা আরও আর্দ্রভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে।...

* *
*

"তাই বলছিলাম ভ্রান্তির কথা। ও আমাকে ভালোবাসে না এমন কথা আমি বলি না। আমি যদি আজ হঠাৎ জলে ডুবি ও হয়তো মাত্রিয়ার জন্যেই দেবে ঝাঁপ। তবু ও যে অপর পুরুষকে দেখে আকৃষ্ট হয় এখনো তাতেও মর্ম্মাহত হই না। কেবল ওর মধ্যে এ-প্রাণচাঞ্চল্য একটু কমলে

সুখী হতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওর ভালোবাসায় বিশ্বাস করি—শুধু জানি : ওর ভালোবাসার ধরণ আমার থেকে পৃথক।

"কিন্তু এইখানেই না ট্র্যাজিডি, স্বপন! কেন জানি না আমার নিরন্তরই মনে হয়—যে-কথা তোমাকে সেদিন রাতে বলেছিলাম—যে আমাদের সামনে রয়েছে পরী-প্রাসাদ—কেবল মেলেনি চাবির উদ্দেশ। শুধু এইটুকু মনে হয় যে, এ-চাবি আছে ওই ভালোবাসারই কাছে—মানে, যদি কারুর কাছে থাকেই। তাই আমার বড় বেশি আশা ছিল যে, আমরা দুজনে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এ-জীবনের শ্রান্তিভারকে করব লাঘব, পাথেয়কে করব সমৃদ্ধ, পথচলার অন্ধকারকে করব আলোকিত। কিন্তু—সম্প্রতি আমার কি জানি কেন কেবলই মনে হয় যে, অজ্ঞাতসারে আমরা দুজনেই ফের একটা চোরাগলিতে ঢুকেছি—অপ্রাপ্য ধনের ব্যর্থ আশে।"

স্বপন তার মুঠোর মধ্যে আমার হাতের চাপ অনুভব করে। আমার কপোল ওর বাহুতে ঠেকে। স্বপনের কোথায় একটা তার বেজে ওঠে যেন। সুর একটু নিচু ক'রে পড়ে চলে :

"কী চোরাগলি—প্রশ্ন জাগছে তোমার মনে? বোঝানো কঠিন। কারণ এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম আশা-নিরাশার কথা। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, নিরাশাটা একটুও ছায়াময়। মানে এই যে, তৃষ্ণার্ত যখন তৃষ্ণার জল ব'লে সুরার কাছে হাত পাতে তখন হয়তো তার তৃষ্ণার একটু উপশম হয়, কিন্তু জলের কাছে সে যে শ্রান্তি-নাশিনী তৃপ্তি পেতে পারত সুরার কাছে তার আশা করতেই পারে না। আমি ঈসার সংস্পর্শে আনন্দ এখনো খুবই পাই—কিন্তু সময়ে সময়ে কি জানি কেন মনে হয় যে আমার-প্রকৃতির মানুষের কাছে ওর ভালোবাসা বুঝি তৃষ্ণার জল নয়—রঙীন সুরারই মতন একটা কিছু—যার মধ্যে আছে নেশা, আছে স্ফূর্তি, আছে ক্ষণিক

আবেশ। কিন্তু নেই স্বচ্ছতোয়া কলধ্বনি, [illegible] তৃপ্তি, নীলিমার নীল নীড়।

"কিন্তু কেন নেই? আর শুধু কি ওর মধ্যেই এর অভাব—না সব নারীর মধ্যেই। থেকে থেকে ভেবে এত বেদনা পাই—অথচ কুল পাই কই? তবে আজকাল যেন একটু আভাষ পাই সময়ে সময়ে—পুঞ্জ মেঘের অন্তরালে চাপা বিদ্যুদ্দামের ঝলকের মতন। কিন্তু ঐ বিদ্যুতের মতনই সে পলাতকা। ধরতে না ধরতে যায় মিলিয়ে। তা যাক—তবু তো একটু কম ঝাপসা দেখি এই বেদনার অঞ্জন প'রে—এই-ই আমার বর্ত্তমানের সান্ত্বনা। চোখ তবু একটুও তো খুলল এ-আশাভঙ্গে। যথালাভ।

"কিন্তু এ-আক্ষেপ থাক। আভাষ-পাওয়ার কথা বলছিলাম না? কী আভাষ পাই? ইসাকে বোলো না কিন্তু। ও বড় ব্যথা পাবে। ও জানে না আমার মধ্যে কী দ্বন্দ্বই চলেছে!...

"আমার মনে হয়: আমরা প্রেমের ক্ষেত্রে যার পিছনে ছুটি তা অত্যন্ত স্পষ্ট একটা-কিছু।—বলবে মরীচিকা? কিন্তু মনে রেখো মরীচিকালুব্ধ ভ্রান্ত হ'তে পারে—জল ব'লে জলাকৃতি ছায়ার পিছনে ছুটতে পারে—কিন্তু চায় সে জলই, ছায়া নয়। কাজেই মরীচিকা ছায়া হ'লেও, যার ভরসা ও দেয় সে ছায়া নয়। ঠিক তেমনি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও। ভালোবাসার আমরা চিরভিখারী, কেননা আমরা জানি যে, এক ভালোবাসাতেই তৃষ্ণার জল মিলতে পারে। কিন্তু বাঞ্ছিত সার্থকতা-সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ'লেও কেন জানি না ছোটাছুটি করি ঐ দেহগত প্রত্যাশাকেই প্রদক্ষিণ ক'রে। বার বার এ-পরিক্রমায় নিরাশ হই, তবু বুঝেও বুঝি না—মোহের ফেরে—যে, দেবতা তীর্থেও নেই পরিক্রমায়ও না। দেহতৃষ্ণা হচ্ছে দেবছদ্মবেশী অপদেবতা প্রত্যাশা—স্ফুরৎ-বিভা আলেয়া-

কামনা—সরোবরবেশী মরীচিকা। ওদের স্বধর্ম—ডাকা,—প্রতিশ্রুতির রঙীন উৎকোচে প্রলুব্ধ করা। রঙীন বলছি এইজন্যে যে, এ-সবের নানান্ অঙ্গীকারের মধ্যে আছে একধরণের নাট্যরঙ্গের শিহরণ, একধরণের চকিত হিল্লোল—আহ্লাদর-ভরা। এতে একরকমের সার্থকতা হয়তো থাকতেও পারে—অন্ততঃ আছে মনে করা অসঙ্গত নয়—নইলে সেই তৃষ্ণার এই লোলুপতা নিয়ে এত মারামারি কেন? মরীচিকার তহবিলে জল না থাকুক—মোহ আছে বৈ কি, নইলে লোকে ছোটে কেন? এ-কথা তো খুবই স্পষ্ট।

"কিন্তু তা ব'লে এর মধ্যে নেই সেই সার্থকতা—যার জন্যে মানুষের হৃদয় চির-বৈরাগী—চির-বুভুক্ষু। নেই সেই ভালোবাসা—যা ওঠা-পড়ার উপর নির্ভর করে না। নেই সেই দীপ্তি—যা নিত্য-নূতন ইন্ধনের নিত্য-স্ফুরৎ রক্তরাগের মুখাপেক্ষী নয়। কেন এ-ধরণের কথা বলছি? শোনো। মনটা আমার ভারাক্রান্ত আছে কাল থেকে। নইলে এ-চিঠি লিখতাম না হয়তো। আশ্চর্য! সময়ে সময়ে আমার মনে হয় বুঝি মানুষ শুধু একরাশি আশা আকাঙ্ক্ষা হর্ষ বিষাদের জটলা নিয়েছে জীবন্তরূপ! নইলে কালকের কয়েকমিনিটব্যাপী একটা ঘটনার জন্যে আমার মনের রং এত বদলে গেল কেন? পরশুই তো কী রকম উল্লাসের মধ্যে কেটেছে—এক পিকনিকে! আর আজ! মনে হয় কেবলি গেটের গভীর অবসাদ:

সকল কর্ম সকল ধর্ম হিয়াকূলে বহি' শ্রান্তি আনে
ভাগ্যবান্ সে—জীবন বেলায় শ্রান্তি-অন্ত যে নাহি জানে!*

"যাক বলি ব্যাপারটা:

* 'Alles, was wir treiben und thun, ist ein Abmüden; wohl dem, der nicht müde wird.'

"লণ্ডনে আমরা প্রথমে উঠেছিলাম হাইড্ এণ্ডে জানোই তো। একটা ফ্ল্যাটে আমি, ওমো, উমেলা ও ইসা—একত্রেই।

"কিন্তু সে মলিন পাড়ায় থাকতে ওর বড় কষ্ট হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে মোটা টাকাটা এসে গেল। আমরা হ্যাম্প্‌ষ্টেডে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট নিলাম—হীথের সামনেই।

"পাঁচ-ছ দিন ভারি আনন্দেই কাটল: নির্মেঘ জ্যোৎস্না। তার পরই এলো রাত।

"আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে ছিল বার্টন ব'লে একটি মস্ত খেলোয়াড়। আমার ছবি দেখে সে ভারি খুসি। ভাব হ'য়ে গেল।

"বয়স বছর আটাশ। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ—স্পোর্টস্‌ম্যান যাকে বলে। গত বছর ক্রিকেটে ও টেনিসে কেমব্রিজ থেকে ব্লু পেয়ে এসেই উইম্বলডনে সেমি-ফাইন্থালে কে একটি বিখ্যাত ফরাসী খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যায়। কিন্তু তাকে আর একটু হ'লেই হারিয়ে দিয়েছিল।

"এ বছর সে উঠে-প'ড়ে প্র্যাক্‌টিস করছে প্রাণপণে। বলে এবার তাকে অন্ততঃ ফাইনাল পর্যান্ত যেতেই হবে—নইলে মান থাকে না আর।

"ইসা টেনিস খেলে খুব ভালো। বার্টন তাকে নিমন্ত্রণ করল ওদের ক্লাবে। ইসা যেতে সুরু করল, এবং দু' দিনেই 'cynosure of neighbouring eyes' হ'য়ে উঠ্‌ল—বুঝতেই পারছ। ইংলণ্ডে একেই সুন্দরী ক্লনেড্' নেই—তার উপর সাক্ষাৎ ইসাবেলা। নিমন্ত্রণের অশ্রান্ত দাবকে প'ড়ে গেল ও দেখতে দেখতে।

"ওর খাতিরে আমারও পসার হ'ল বৈ কি। বার্টন কত বাড়ীতে যে নিয়ে যেতে সুরু করল আমাকে আমার ছবি-সমেত!...হ'য়ে উঠলাম দাবিও এক সচল প্রদর্শনী।

"কিন্তু দিন সাত-আটের মধ্যেই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা

জিনিষ : যে, বার্টন ও তার বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিমন্ত্রণ করে যেন একটু দায়ে প'ড়েই। আমি তৎক্ষণাৎ ইসাকে বললাম : আমার দু-একটা ছবি আঁকা পড়েছে, সে যেন এখন থেকে পার্টি-টার্টিতে একলাই যায়।

"ভেবেছিলাম ইসা আপত্তি করবে। কিন্তু করল না। বরং একটু যেন খুসিই হ'ল। ওকে দোষ দেই না। জানো তো ইংলণ্ড ফ্রান্স নয়। এখানে অমন nymphএর এ-রকম পীতাভ satyr প্রণয়ী—বড় কেউ ভালো চোখে দেখে না। তার ওপর আমি খুব মিশুকও নই। এখানেও দেখ, ওর সঙ্গে আমার কী ভয়ঙ্কর তফাৎ! পার্টি-টার্টিতে ওর রূপের ঝরণা বয় উচ্ছল হ'য়ে—কথার হাসির ঠনকের স্রোতস্বিনী চলে গান গেয়ে। ও যেন ফুলের মতনই ফুটে ওঠে সার্শি-র রং-মশালে। আর আমি হ'য়ে যাই আড়ষ্ট—খুঁজি আওতা অন্তরালের আশ্রয়। যাক্।

"দিন কয়েকের মধ্যেই দেখলাম ইসার রূপ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—ওর এখানকার প্রসাধন-বিলোলা-সাজ্ঞানুত্যবেশা চেহারা দেখলে তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারবে না—কী নৌকোয়, কী ডাঙায়।" স্বপনের সুর মৃদু হ'য়ে আসে এখানটায়।

• •
•

আলো স্বপনের পানে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বলে : "কিন্তু এখানে জ্যোতিষী একটু ভুল ক'রে বসেছে। তবে বলতে পারো, ডাঙায় তুমি যে একটু আলাদা মনিষ্যি তা চাং জানবে কেমন ক'রে?"

স্বপন ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে "দূর্"—ব'লেই চিঠির দিকে চায় : "কোথায় গেল?—এই যে!"

• •
•

"কিন্তু সে যাই হোক—আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন বিঁধল। ইলাকে এক রাতে ছাড়া আর পাওয়াই দুর্ঘট। তা ছাড়া আমিও ওকে ধ'রে রাখতে চাই নে—বেচারী আমার জন্যে কম তো ছাড়েনি। শুধু ওর নয়—ছেলেদের জন্যে মেয়েদের ত্যাগের কথা ভাবলে আমার সম্ভ্রম আসে—সত্যিই। আমরা দাম্পত্য-সম্বন্ধে নিজেদের চার আনা মাত্র দিই—ওরা দেয় বারো আনা।—কিন্তু তবু মানুষের বাসনা এমনি যে, আঁকড়ে ধরতে একবার পারলে তার মুঠো আর আলগা হয় কই? তার উপর আমি পুরুষমানুষ। ভালোবাসতে হ'লে একটু রক্ষণাবেক্ষণের ভার, কর্তৃত্বের আত্মপ্রসাদ আমার কাছে শুধু বিলাস নয়—নেসেসিটি—যদিও বিদগ্ধ-সমাজে এ-কথা প্রাণপণে অস্বীকার করব। মুখে বলব: দাম্পত্য-প্রেমে আজকাল নরনারী কী স্বাধীন যে!..."

* *
*

আনা হেসে বলল: "লেখে বড় ভালো।"

—"হ্যাঁ—এ-সবের বেলা ভালো তো বটেই।"

—"কিন্তু সত্যি বলেনি? বুকে হাত দিয়ে বলো তো। তোমার এত [illegible] ছিল আমাকে আসতে দিতে—যদি না আমি একটু অসহায় হ'য়ে পড়তাম?"

"অসহায়" কথাটা আনা এমন মিশ্র সুরে বলে!...স্বপন হেসে উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু ভিতরটা হ'য়ে ওঠে এমন আর্দ্র!...সে ওর কটি-বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে আনে। আনার দেহ তৎক্ষণাৎ এত শ্লথ হ'য়ে বিশ্রব্ধ-ভাবে দেয় সাড়া!...স্বপনের হঠাৎ বুকের মধ্যে কোথায় দুলে ওঠে—সে তার বাহুবন্ধন একটু আলগা ক'রে দেয়—একটু সন্ত্রস্তভাবেই।

* *
*

"কিন্তু স্বপন, মানুষের কাছে কোনো কিছু নেসেসিটি হবামাত্র সে তাতে বঞ্চিত হয়,—অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে এ যে আমি কতবার দেখেছি! তুমি দেখনি? বিধাতা যদি থাকেন তবে তাঁর দানের এমনিই একটা বিরূপী ভঙ্গি আছে—না?—যে, যে যা চাইবে তা কেবল ততক্ষণ অবধি পাবে যতক্ষণ অবধি পাওয়ার কামনা দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু যেই উঠবে অমনি আয়ত্ত যাবে ফসকে—মুঠোর মধ্যেকার জলেরই মতন।—যতই আঁকড়ে ধরবে ততই তাড়াতাড়ি করতলগত হ'য়ে পড়বে অলভ্য। তখন সে কী করবে?—না, না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে, বিশ্ব-কবিত্বের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে সার্ব্বভৌম পাওয়ার স্বাদ সংগ্রহ করবে—রচনা করবে—সৃষ্টি করবে—শিল্প দিয়ে হোক, সত্য দিয়ে হোক, স্বপ্ন দিয়ে হোক, মৌতাত দিয়ে হোক। কিন্তু মজা এই যে, এ-জগতের উপাদান মালমশলা সব ছায়াময় হ'লেও এ-জগতের বাসিন্দারা অত্যন্ত বাস্তব—কংক্রীট। তাদের নাম—বঞ্চিত শিল্পী। এইজন্যেই বুঝি দার্শনিক হেসে বলেছেন রোমে যেমন একটা statue-র জগৎ আছে তেমনি মানুষেরও একটা মায়াময় জগৎ আছে—কল্পনার। থাক। যা বলছিলাম।

"ইসাবেলার মধ্যেও দেখলাম একটা দ্বন্দ্বের জোয়ার-ভাঁটা খেলছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছুই বলে না। এতেও আমাকে বাজল। ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেখার ভঙ্গি কত তফাৎ দেখ। ও বলে: প্রতি মানুষের মধ্যে একটা প্রাইভেট জগৎ থাকা দরকার—বলে: আড়ালেরও দরকার প্রেমকে নিবিড় করতে।"

* * *

আলো বলল : "ইসাবেলার এ-কথা কিন্তু সত্য নয়। তোমার মনে হয় না স্বপন ?"

স্বপন একটু বিব্রত বোধ করে, কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

* *
*

"আমি বলি প্রেমের ক্ষেত্রে খুব একটা বড় তাগিদ প্রেমাস্পদকে গোপন কথা বলা—যা অপরকে বলা যায় না তা তার কাছে ব'লে যে-তৃপ্তি তাতেই যে প্রেমের একটা মস্ত খোরাক।"

* *
*

আলো মৃদু স্বরে বলল : "এই-ই হচ্ছে সত্যি কথা।"

* *
*

"কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও—যাক গে। আর এ নিয়ে এত বেশি লিখিই বা কেন ? বোধ হয় প্রেমাস্পদও যে আসলে আমাদের কত অচেনা বিশ্লেষণ ক'রে জানার মধ্যে একটা বিস্ময়ের তৃপ্তি আছে ব'লে, না ? আর সে বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনার দোলা আছে ব'লেও,—না ? যাক, শোনো অঙ্কটার শেষ সভাঙ্ক।

"বুঝলাম : ও চায়—আমি ওর 'পরে একটু জোর করি—বলি পার্টি-টার্টিতে যাওয়া একটু কমাতে। মেয়েরা প্রণয়ীর অধিকার জাহির করাটা সত্যিই চায়—জানো তো ? যারা বড় বেশি স্বাধীনতার জয়গান করে তারা প্রেমের এই স্বেচ্ছাকৃত বশ্যতার মাধুর্যটুকুর কী জানে স্বপন ? য়ুরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার এই একটা ভারি অসার দিক আছে। এ-কথা

সত্যি যে, বাইরের চাপে আসে দাসত্ব। কিন্তু স্বেচ্ছার দাসত্ব তো দাসত্ব নয়—সে-ই যে মুক্তি।—কোনো আদর্শের জন্যে দারিদ্র্য-বরণ যেমন। বন্ধন? বন্ধন যখন প্রভু হয় তখনই সে বিষ—যখন তাকে ভৃত্য বানাতে পারি তখন সে সুধাধিক সুধা। আর বন্ধন মানে কী বলো তো? ভেবে দেখতে গেলে রেখা ছন্দ সুর সবই তো নিগড় স্থাপন, নয়? কিন্তু সেইজন্যেই তো শিল্পের বন্ধন শিল্পীর কণ্ঠে মলয়মাল্যের মতন শোভা পায়। কিন্তু বন্ধনকে বৈজয়ন্তী করবার জন্যে চাই স্বেচ্ছা-বরণ। বাইরের চাপে যে-রিক্ততা তাতে গৌরব নেই—কিন্তু স্বেচ্ছায় যে প্রাসাদ ছেড়ে গাছতলায় দাঁড়ায় তার মধ্যে প্রবুদ্ধ বুদ্ধ না হোক শুদ্ধ বুদ্ধ কোনো না কোনো বেশে লুকিয়ে আছেন জানবে।

"এ-কথা আমি বুঝি। কিন্তু আমারও যে আবার গোঁ ব'লে এক বিষম রোগ আছে, জানো তো? যে-মুহূর্তে দেখলাম ও বাইরের সাহচর্যে খুসি, সে-মুহূর্তে আমার গোঁ চাপল ওকে একেবারেই দেব ছেড়ে। একটুও দাবি রাখা নয়। ও বুঝুক—এ অভিমান। কিন্তু অভিমান বড় সর্বনেশে জিনিষ ভাই। সারল্যের মতনই সংক্রামক ও শোচনীয়—অথচ সারল্যে যে-কালোমেঘ কাটে—অভিমানের কাজ তাকেই ফের জড়ো করা। আমাদের মধ্যেও নানা খুঁটিনাটিতে, নানা ছোটখাটো প্রত্যাশার অপূরণে, নানা অভিমানের দম্‌কা হাওয়ায় একটু একটু ক'রে অনেকখানি ছায়ান্ধকার হ'য়ে এলো পুঞ্জীভূত। এক এক সময়ে ইচ্ছা হ'ত একটা খোলাখুলি কথাবার্তার হাওয়ায় সব কুয়াশাকে দিই দূর ক'রে, কিন্তু আঁধি যখন ওড়ে, তখন স্ফটিকস্বচ্ছতাও যে হ'য়ে আসে সিক্ত কাচের মতন ঝাপসা ভাই, সহজ হওয়াই যে হ'য়ে ওঠে সব চেয়ে দুরূহ! নানা সঞ্চিত অনির্দেশ্য বেদনার ফলে ছেলেবেলার আড়াল-কামনার কথাও উগ্রভাবেই মনে হ'তে লাগল;—মন বলল, যখন আড়ালই ও চায়—

তখন কেনই বা এক-তরফা ঘনিষ্ঠতার ভিক্ষা, অকপট খোলাখুলি কথাবার্তার জন্মে হ্যাংলামি ?

"ও এটা বুঝল ; কিন্তু এতে যে আঘাত পেল সেটা ও-ও বলল না। প্রতিশোধ। কিন্তু এক্ষেত্রে সত্যিই ওর দোষ ছিল না—আমিই জেনে-শুনে রোখ ক'রে উলটো বুঝলাম। বিমুখ মনের কানেই তুললাম না যে, ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে ও একটা কথাও বলেনি। কিন্তু অভিমানের জগদ্দল পাথর যখন বুকে চেপে বসে স্বপন !—ওর বুঝেও-কিছু-না-বলাকে আমি ফের সুবিধা মতন ভুল বুঝলাম ও মনে মনে জপ করতে লাগলাম : যখন ও দূরত্বই চায়, তখন তাই হোক। এ-রকম আরও কত শত সূক্ষ্ম মন-কষাকষি সে ! চিঠিতে লিখি সাধ্য কি ? বুঝে নিয়ো। এখন শুধু শেষ অঙ্কের ঘটনাটাই বলি।

"শেষ অঙ্কটা হয়তো এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসত না—যদি না ও ক্রমেই বেশি রাত ক'রে বাড়ি ফেরা সুরু ক'রে দিত নানান্ সামাজিকতার অজুহাতে। না, 'অজুহাত' কথাটা বললে অন্যায় হবে। নিমন্ত্রণের প্লাবন ওকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করল সত্যিই। করবে না ? ও যে কী রকম মিশুক ও নৃত্যপটু তা তো নীসেই দেখেছ—তার ওপর এ লণ্ডন, আর ওর জুড়ি স্বয়ং বার্টন—যে নাচে, খেলায়, গল্পে—ওস্তাদ। ওরা দুজনা এক একদিন ফিরত রাত দুটো তিনটায়। ফলে ভুল-বোঝার এবং মনান্তরের মেঘ গুমরে গুমরে জমেই উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে।

"দাম্পত্য সম্বন্ধে—জানোই তো—ভুল-বোঝা সব সময়ে অবাঞ্ছনীয় নয়। কত ক্ষেত্রেই ঠোকাঠুকির ফলেই পরিচয় নিবিড়তর হয়—কে না জানে বলো ? মনান্তরও দম্পতীকে পরস্পরের কাছে টেনে আনে, দাম্পত্য-মিলনের সোহাগের দিকটাকে মধুরতর ক'রে তোলে বৈ কি। কিন্তু এ-মিলন মধুরতর হ'য়ে ওঠে কেবল তখনই—যখন দেহও নৈবুক্ত

ঘোষণা না করে। যদি দেহকেও মনের সঙ্গে উপবাসী থাকতে হ
অবস্থাটা দাঁড়ায় সঙীন। মনের অভিমানী মরুচরকে দেহের মেদুর
—চুম্বনের ধারা বর্ষণ—আলিঙ্গনের প্লাবন—উর্বর করে বটে, কিন্তু
দেহের দিগন্তেও উন্মুখ আহ্বানের বিদ্যুৎ-লেখা যখন
ঝিকে না করে—তখন মনের অভিমানের উপর ভর ক'রে দেহের অ
যে বেদনাকে ক'রে তোলে দুর্ভর!…

"এই দুই অভিমানে শেষটায় এমনই দাঁড়াল যে, ওর সঙ্গে
আমার দেখা-শোনা কথাবার্তাও বন্ধ হবার যোগাড়। ভাবছ অতির
মোটেই না। সত্যিই গত সপ্তাহে দেখা আমাদের প্রায় হয়নি ব
চলে। চার-পাঁচদিনে চার-পাঁচটার বেশি কথা হয়েছে কিনা স
এ সপ্তাহে দুদিন এমন কি প্রায় চোখের দেখাও হ'ল না বললেই
দিনে আমি বীরপুরুষের মতন থাকি ষ্টুডিয়োতে আরও
ক'রে; ও শোধ নেয় রাতে—পার্টিতে পার্টিতে রাত ভোর ক'
বীর-নারীর মতন। সঙ্গে সঙ্গে এক জোটে দুজনেরই কেমন একটা
চেপে যায়।

"ও-ও চায় আমি আগে ওকে বলি: এ নিঃশব্দ সমরের স
টানতে—আমিও চাই ও বলুক আগে। ও চায় আমি ওর ওপর
খাটাই, খোলাখুলি কথা বলি, অন্তত রাগ ক'রেও বলি অত রাত
না আসতে—অর্থাৎ ওর অভাব আমি বোধ করি কোনো ছলে
জানাতে। আমিও কোনোমতেই সেটুকু নত হব না। ভাণ করি
আমি আঁকায় মগ্ন, যেন ওর আমোদপ্রমোদ আমি নির্লিপ্ত পিতার ম
উপভোগ করছি মনে প্রাণে নির্বাক স্নেহে।

"রাতে প্রায়ই ঘুম হত না, ছটফট ক'রে কাটাতাম। কিন্তু ও
এলে ঘুমের ভাণ ক'রে থাকতাম প'ড়ে। দম্পতীর মধ্যে এক

শয়ন ক'রেও যে দিনের পর দিন প্রায় অপরিচিতের মতন আচরণ করা সম্ভবপর এ-অভাবনীয় অভিজ্ঞতা আমার এ-সূত্রে হ'ল।"

* *
*

আনা স্বপনের বাহুর উপর চাপ দিয়ে বলল: "তোমার বন্ধুটির কিন্তু জেদ আছে। উঃ গোঁ বটে!"

—"কী বলতে চাচ্ছ?"

—"সুন্দরী প্রণয়িনী—শয্যাসঙ্গিনী—'দেহের অভিমান'—ও কি একটা কথা হ'ল মনামি? অন্ততঃ পাশ্চাত্য প্রণয়ী এ-জিনিষ বোঝে না।"

—"কিন্তু ইসাবেলা—"

—"আহা—সে কি আর দেহের দিক দিয়ে বার্টনের কাছে কিছু কিছু খোরাকও পাচ্ছিল না? কিন্তু চাং যে ছিল নিরম্বু উপবাসে।" ব'লে আনা কেমন এক ধরণের হাসে। স্বপন ওর দিকে একবার তাকালো। ওর চোখে কিরকম একটা অস্বাভাবিক দ্যুতি যেন! সে চোখ ফিরিয়ে নিজের বক্ষ-স্পন্দনকে শান্ত করবার কত চেষ্টাই যে করে!...

* *
*

"থাক এবার শেষ গর্ভাঙ্কটির কথা বলি।

"কাল ওমো ও উয়েদার ওখানে আমার সান্ধ্যাহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি কিছু না বললেও ওরা খানিকটা এঁচেছিল যে, আমাদের চতুষ্পদ ঠিক তালে তালে পড়ছে না—তাই আমাকে একলা নিমন্ত্রণ করেছিল।

"বেরুচ্ছি এমন সময় আমাদের পরিচারিকা বলল: 'মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কখন ফিরবেন খেতে?' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে

জিজ্ঞাসা করলাম : 'এ কথা তিনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন হঠাৎ ? তিনি তো ক্লাবেই থান আজকাল, না ?'

"সে বলল : 'মাদাম আজ থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাড়িতে থাকবেন—তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন।' আমি বললাম : 'আমার আজ নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে রাত হবে।' ব'লেই হন হন ক'রে বেরিয়ে গেলাম।

"পথে বেরিয়ে একটা তীব্র আনন্দ ও বেদনার জ্বালা অনুভব করলাম বুকের মধ্যে। বেশ হয়েছে, এখন থেকে রোজই কোনো না কোনো ছুতোয় বাইরে থাব ভাবতে ভাবতে বাসে চড়লাম। ইসা বাড়িতে একা থাকবে ভেবে এমন একটা উল্লাসের মর্মন্তুদ প্রদাহ স্নায়ুতে শির শির ক'রে ব'য়ে গেল···মাথাটা গরম হ'য়ে উঠল বর্বর গর্বে!

"কিন্তু বাসের উপরতলায় কনকনে হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'তে না হ'তে—আমার আনন্দ কেমন যেন একটা বিষাদে রূপান্তরিত হ'ল। ধীরে ধীরে মনের মধ্যে কোথায় একটা ধিক্কার উঠল ঘনিয়ে। ছি বেচারি অমন ক'রে ব'লে পাঠালো!···অন্তত মুখে ওকে একটু মিষ্টি ক'রে ব'লে আসতে কী হয়েছিল? যে আমার জন্যে এত ছেড়েছে তার উপর আমার জোর আছে ব'লেই তাকে—

"হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়লাম। ওমোড়ে একটা টিউব ষ্টেশনের টেলিফোনে ব'লে দিলাম—শরীর অসুস্থ, যেতে পারব না।

"ফিরতি পথে বাসের তর সইল না। একটা ট্যাক্সি নিলাম। মনের মধ্যে সব জ্বালা কখন যে নিবিড় অনুকম্পায় কারুণ্যে প্রেমে ভিজে উঠেছে ···ওকে আদরে আদরে আজ দেব ডুবিয়ে···দেহের মধ্যে একটা হিল্লোল রোমাঞ্চ হ'তে লাগল। বিদ্যুতের প্রবাহ···অথচ এমন স্থায়ী ··স্নিগ্ধ!···

"আমাদের বাড়িটার নিচের তলায় বার্টন থাকত—বলেছি। বাড়ির

সিংহদ্বারের পাশেই ওর ঘর। সেই দোর ল্যাচ্-কী দিয়ে খুলতে যাব এমন সময়ে ইসার হাসি শুনতে পেলাম বার্টনের শয়নকক্ষে। দোর আর খুললাম না। দেহের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন এক মুহূর্তে জমাট বরফ হ'য়ে গেল। মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠল।

"পরিষ্কার ক'রে ভাববার অবস্থা ছিল না আর তখন। চক্ষের নিমেষে, ডানদিকে লাফ দিয়ে বার্টনের একটা জানালার নিচেই গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই একটা ঝাউগাছ—তার আড়ালে। জালার মাথায় অসঙ্কোচে তার ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর নীল পরদা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখতে লাগলাম সাবধানে। যা দেখলাম তা না দেখলে আজ ঢের বেশি মনের শান্তিতে থাকতাম বৈ কি—কিন্তু সে অনুশোচনায় এখন আর ফল কি? কী দেখলাম? বলি শোনো।"

* *
*

স্বপনের হাতের 'পরে আনার আঙুলের চাপ ঈষৎ কাঁপছিল। স্বপনের কান গরম হ'য়ে উঠল।

* *
*

"ইসা একটা কোচে হেলান দিয়ে—আর বার্টন সে কোচের হাতার উপর ব'সে ঝুঁকে ওর মুখের পানে চেয়ে। ইসার এক হাত তার উরুর 'পরে ন্যস্ত, অপর হাত তার মুঠোর মধ্যে বন্দী। আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল ফের!...মুখে যতই বলি না কেন স্বপন, আমাদের আদর্শের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির সাড়া-দেওয়ার-রীতির মিল কি হ'তে চায়, না হ'তে পারে? সংযম তো শুধু একটা ঠাট বজায় রাখবার স্ট্রেট-জ্যাকেট। স্বভাব তো ওতে বদলায় না—যেই ও-জ্যাকেট থেকে

ছাড়া পাবে সে-ই সে যে-আদিম পশু সেই আদিম পশু। যাক গবেষণা রেখে এ কয়েক মিনিট লুকিয়ে যা দেখলাম ও শুনলাম বলি শোনো। ওদের প্রত্যেকটি কথা বোধ হয় আমার স্মৃতিতে চিরদিন খোদাই করা থাকবে।

"ওদের হাতের কাছেই একটা তেপায়াতে একটা সবুজ ঝিলিমিলি দেওয়া টেবিল ল্যাম্প—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সবই—বিশেষ ক'রে ইসার মুখ—সমস্ত আলোটাই সংহত হ'য়ে পড়েছিল ওর মুখে ও বুকে। দেখলাম ওর ব্লাউসটা দ্রুত উঠছে নামছে—কিন্তু মুখে একটা ভাণ করা বেপরোয়া নিশ্চিন্ত ভাব। ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি—কিন্তু চিনি তো ওকে—একটা ইতস্তত: ভাবও ছিল সে মুখের রেখায়-রেখায়। তবু একটু সান্ত্বনা পেলাম। ইসার কোথায় একটা অশান্তিও আছে—মুখের হাসির মুখোষ তাকে ঢাকতে পারেনি সম্পূর্ণ।

"বার্টন বলল: 'নয় কেন ইসাবেল?' এমন আদরের টোনে 'ইসাবেল' উচ্চাচরণ করল যে আমার বুকে তীরের মতন বিঁধল এসে। ওরা পরস্পরের এতটা কাছে এসে পড়েছে!...অনুমান করেছিলাম অবশ্য—কিন্তু অনুমান বা কল্পনা তো কখনো প্রত্যক্ষের মতন দাহ জাগাতে পারে না ভাই।—যাক শোনো।—ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে শুধু মাথা নাড়ল। বার্টন উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল: 'কিন্তু কেন—কেন?' ইসাবেলা মুখ একটু ফিরিয়ে নিয়ে বলল: 'অন্য কথা পাড়ো জেরাল্ড।' বার্টন বলল: 'আমার কি ও ছাড়া আর অন্য কথা আছে ইসাবেল? জানো না কি?' ইসার মুখে ফের হাসির ঝলক খেলে গেল। তবু তার হাসির মধ্যে একটা স্নায়বিক অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল: 'এত মিষ্টি কথাও জানো—তোমরা পুরুষেরা!' বার্টন বলল: 'ভাবছ এ আমার হৃদয়ের—' ইসা বাধা দিয়ে বলল: 'না ভেবে করি কী বলো? কিন্তু

ও-প্রসঙ্গ এখন চাপা দাও জেরালড যখন—যখন তা অসম্ভব।' বার্টন বলল: 'অসম্ভব কেন? তোমরা তো বিবাহিত নও।' ইসার মুখে এবার ফুটল ম্লান হাসি: 'না—তবু—' বার্টন বলল: 'ওকে ভালোবাসো?' ইসা বলল: 'বাসি।' বার্টন বলল: 'তোমাকে নানা সূত্রে এত অবজ্ঞা এত অপমান এত—ইয়ে করার পরেও?' ইসাবেলার মুখে ম্লানিমা এবার আরও স্পষ্ট ফুটে উঠল: 'কিন্তু ওকেও তো আমি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছি কম না? তোমার প্ররোচনায় পরখ করতে গিয়ে গত সপ্তাহে প্রায় অপরিচিতের মতন ব্যবহার করেছি বললেই হয়—তার ওপর—' ব'লেই থেমে গেল। বার্টন বলল: 'তার ওপর কি?' ইসা বলল: 'আমি তোমার কথা শুনে ভালো করিনি জেরালড—কিন্তু যেতে দাও—আমার ভালো লাগছে না এ-প্রসঙ্গ। ও চিন্তা তোমার মন থেকে দাও দূরে ক'রে।' বার্টন তিক্ত হেসে বলল: 'যা আমি পারি নে তা করতে বলায় তোমার নারীত্ব-গৌরব থাকতে পারে ইসাবেল—কিন্তু শুনে আমার পৌরুষগর্ব্ব জাগে না। কিম্বা এ-কথা আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়ে এতই আনন্দ হয় তোমার? জানো না কি প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ কত নিঃসহায়?' ইসা একটু নরম হ'য়ে বলল: 'আমার রূঢ়তা মাফ কোরো জেরালড, কিন্তু কেমন ক'রে তুমি এ-প্রস্তাব করছ?' বার্টন বলল: 'না ক'রে পারি?—তুমি কি সুখী হবে ওদের দেশে? পাগল! দুদিনও টি'কতে পারবে না যে।' ইসাবেলা ঈষৎ উদাস সুরে বলল: 'কে বলতে পারে?' বার্টন এবার ওর দুহাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তপ্ত সুরে ব'লে উঠল: 'আমি বলতে পারি ইসাবেল! কারণ আমি তোমাকে ওর চেয়ে ঢের ভালো জানি—যে-তোমার কাজ পুরুষের মাথার মণি হওয়া সেই তুমি হ'তে যাচ্ছ ওর দাসী। আর ও যে তোমার এত বড় আত্মত্যাগের কিছুই দাম দিল না এই-ই কি সব চেয়ে

বড় প্রমাণ নয় যে, তোমার মহিমা বুঝতে ও একান্তই অক্ষম ?' ইসার দু'চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু সেই হরিত-পীতাভ আলোয় চিকচিক ক'রে উঠল। ও মুখ নিচু করল। বার্টন টপ ক'রে ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে আনত মুখ জোর ক'রে ধরল তুলে। ইসা মৃদু আপত্তি করল : 'কী করো জেরাল্ড ?' বার্টনের কান সে মৃদুতা বুঝল, মুহূর্তে তার অধর-প্রান্তে এক দীপ্ত হাসি খেলে গেল, বলল : 'যে আমার তাকে আমার ব'লে দাবি করি—শুধু এই।' ব'লে আরও ঝুঁকে ওকে জড়িয়ে ধরল, এক হাত ওর কণ্ঠে লতিয়ে, অপর হাত ওর গালের 'পরে রেখে। ইসা একটু আপত্তি ক'রেই ছেড়ে দিল নিমেষে। সে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওদের ওষ্ঠাধর মিলিত হ'ল। আমি ভাবলাম জানলা টপকে ঘরের মধ্যে পড়ি লাফিয়ে। বহুকষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম সে-পাগলামি থেকে। ফের দেখতে লাগলাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম স্বপন, শুনলে হয়তো একটু আশ্চর্য্য লাগবে তোমার : এ-সব দেখার মধ্যে ঠিক যেমন জ্বালা তেমনি এক অনির্দ্দেশ্য আনন্দও আছে। হঠাৎ মনে হ'ল যে জ্বালার মধ্যে এ-ধরণের আনন্দ আছে ব'লেই বোধ হয় প্রণয়ীর কাছে ঈর্ষার এত বেশি আদর, নয় ? যাক শোনো।

"খানিক পরে ইসা জোর ক'রে ওর বেষ্টনী থেকে নিজেকে একটু আলগা ক'রে নিয়ে বলল : 'কী করলে জেরাল্ড ?' বার্টন ওর গালে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে লঘু হেসে বলল : 'বিখ্যাত রোমান কবি ওভিড দুহাজার বছর আগে এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন :

অবাধ্য শাখা নমিতে চাহে কি ?—ধীরে···অতি ধীরে···নোয়াতে হয়
রুখে শক্তিরে যে-মোহিনী—সে কি ছলাকলা বিনা আজ্ঞা সয় ?' *

* By slow degrees we bend the stubborn bough
What force resists with art will pliant grow.

ইসাবেলার মুখের ম্লানভাব হঠাৎ কেটে গেছে, সে হেসে তর্জ্জনী তুলে শাসিয়ে বলল : 'কিন্তু এ যে জবরদস্তি জেরাল্ড।' বার্টন তার দুই গণ্ড নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে তার ওষ্ঠে ফের চুম্বন ক'রে বলল : 'ত্রিকালদর্শী ওভিড এ-কথারও উত্তর তোমারই উদ্দেশে লিখে গিয়েছিলেন সেই সুদূর রোমে :

প্রেম কারে কহি ? রণ যার নাম,—হীন অলসতা কেহ না সহে
দৈরথ, দুখ, পাহারার বোঝা — শুধু কি সেনানী—প্রেমিকও বহে ?' *

"ব'লেই ইসাকে বাহুবন্ধনের মধ্যে নিলো টেনে। এবার সে আর একটুও আপত্তি করল না—হেসে তার বুকে মুখ লুকোলো।

"আমি আর থাকতে পারলাম না—পরদাটা ছিঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম : 'ইসা !' ব'লেই এমন লজ্জা হ'ল—কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

"বার্টন তড়িৎস্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠল। আমি খুব সংযত সুরেই বললাম : 'ইসা কথা আছে।' ইসার মুখে রক্তের চিহ্নও নেই আর। সে বিস্রস্ত ব্লাউসের উপর তার শালটা ফেলে উঠে দোরের দিকে এগুলো। তার পা কাঁপছিল স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"বার্টন মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়র মতন দাঁড়িয়ে রইল, তার পরেই আমার পানে ছুটে এলো। আমি শান্তভাবে ল্যাচ্-কী দিয়ে দোর খুলে বাড়ি ঢুকলাম। ঠিক তখনই ইসা তার প্রণয়ীর ঘর থেকে বেরুলো। ওর পিছনেই সে। আমার সংযম তখন ফিরে এসেছে, আর এ-আত্মহারা

* Love is a warfare, and ignoble sloth
Seems equally contemptible in both :
In both are watchings, duels, anxious cares.
The soldier thus, and thus the lover fares.

উন্মাদনার জন্যে এমন গ্লানি বোধ হচ্ছে !···মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম এ-ধরণের সীন আর কোনো অজুহাতেই হ'তে দেব না। ইসাকে একটি কথাও বললাম না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। সে-ও সিঁড়িতে পা দিল।

"হঠাৎ বার্টন এসে তার হাত চেপে ধরল, বলল : 'যেও না ইসাবেল। আমি শপথ করছি'—ইসা তীব্র সুরে 'আঃ' ব'লে ঝাঁকুনি দিয়ে তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার দিকে চাইল। কিন্তু আমি আর একটি কথাও না ব'লে দোতলায় আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খুললাম ল্যাচ্-কী দিয়ে। বার্টন ফ্যাকাশে মুখে চেঁচিয়ে বলল : 'ইসাবেল, শুধু একটি কথা।' আমি খুব শান্ত মুখে শুধু বললাম : 'ইসা!' সে বার্টনের দিকে আর ফিরেও তাকালো না। আমার পিছনে পিছনে যন্ত্রচালিতবৎ ঘরে ঢুকল। আমি জানতাম এ-সময়ে আমার গাম্ভীর্য্যে এই রকম ফলই ফলবে। ও স্বভাব-অসংযমী—আমার সংযমের 'পরে সম্ভ্রমের সীমা ছিল না। কেবল একটা কথা মনে হ'য়ে আমার একটু আশ্চর্য্য লাগে এখন : সে-জ্বালার সময়েও—প্রতিশোধ দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার সময়েও—আমার সহজবোধ আমাকে আত্মবিস্মৃত হ'তে দেয়নি, অভিনয়ে এতটুকুও বেচাল হইনি। হ'লে হয়তো ইসাকে সেদিনই হারাতাম। আরও আশ্চর্য্য এই যে সে-সময়েও আমার মন বেশ বুঝছিল যে, এ-সংযম আমার অভিনয়। তবে কোন্ সংযমই বা নয় বলো?

"তারপর? কী আর বলব? আর কী এমন আছেই বা বলবার? ইসাবেলাকে তো জানো। ও মিথ্যাবাদিনী নয়—কখনো শপথও করেনি যে, নিজের সব আচরণই আমাকে বলবে। আমাকে কিন্তু সেদিন বলল স—ব। বলল আমাকে বার্টনের চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বার্টন যে ওকে আকৃষ্ট করেনি বা বার্টনের আনুগত্য ওর ভালো লাগেনি তাও নয়। এ-কথা বলতে বলতে আমার বুকে

মুখ লুকিয়ে ওর সে কী কান্না – প্রলাপ – উচ্ছ্বাস ! 'কেন আমায় ছেড়ে দাও চাং—যখন জানো আমি কত দুর্ব্বল—আমার চরিত্রের মেরুদণ্ড এতটুকুও নেই ? ভালোবাসার ধর্ম্ম কি এই ?' সব ভুলে গেলাম আমি। ঘটল পুনর্মিলন। ও বাড়ি ছেড়ে আমরা পরদিনই ভোরবেলা ঈলিঙে একটা হোটেলে এলাম উঠে।

"পুনর্মিলন হ'ল বটে, কিন্তু যা যায় তা কি আর ফেরে স্বপন ? আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠতা ও মাধুর্য্য আগে ছিল তার কোথায় যেন একটা বড় রকমের নড়চড় হ'য়ে গেছে মনে হয়, অথচ ঠিক কোন্‌খানে যে জোড়টা আলগা হ'য়ে গেছে বুঝতে পারা ভার। তবে মনে হয় : ও আমার 'এসো' বলার দরুণ আত্মপ্রসাদ বোধ করলেও সে-শ্রদ্ধা বুঝি আর বোধ করতে পারছে না আমার উদার অনাসক্তির প্রতি। যতই পৌরুষের গর্ব্ব করি না কেন স্বপন, তাকে খাটানোর মধ্যে কেমন একটা আত্মগ্লানি নেই কি ? উভয়কেই বেজেছে এ-গ্লানি। ও মনে মনে হেসে বুঝেছে : পুরুষ যতই বড়াই করুক না কেন, কর্ত্তা না হ'য়েই পারে না— আমিও মনে মনে কেঁদে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, এটা আমার একটা বড় রকমের পরাজয় বৈ কি : শেষে কিনা ফিরিয়ে বেঁধে আনতে হ'ল ! ধিক্‌। বলবে হয়তো : প্রেমের বন্ধন তো আর নিগড় নয়— মুক্তি। মানি। কিন্তু কখন ? যখন এ-বন্ধনের পায়ে অপর পক্ষ আপনা থেকেই আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রেমাস্পদকে আমি তো তাই ব'লে বলতে পারি না : 'এসো আমার প্রেমের শিকলে বাঁধি তোমায় আষ্টে পিষ্ঠে।' কাজেই একে একটা বড় আদর্শ থেকে চ্যুতি ছাড়া আর কী নাম দেব ? কিন্তু সেজন্যেই বা আক্ষেপ কেন ? আমার কোন্‌ আদর্শ জীবনের ধাক্কায় একটুও ঘা খায়নি বলো ? আদর্শ পথই দেখায়, ধরা তো দেয় না ভাই !

"কত রকমই যে মনে হয় আজকাল!...সে-সব এখনো বিশৃঙ্খল অবস্থায় মনের মধ্যে ধূলো উড়োচ্ছে—থিতোয়নি। তাই থাক সে-সব বর্ণনা। কেবল একটা বড় উপলব্ধি বুঝি পেয়েছি আভাষে: আজকাল কেবলই মনে হয়, ঠিক যে-ধরণের উন্মুখতা প্রেমের স্বর্ণপীঠ, শান্তির প্রতিষ্ঠাভূমি,—দাম্পত্য-প্রত্যাশা—বিশেষ ক'রে যৌনতৃষ্ণা—বুঝি তার মহা অন্তরায়। মনে হয়: শান্তি আনে কৃতজ্ঞতা—নির্মলতা;—অমিশ্র টলটলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি এরা দিতে না পারুক—সার্থকতার একটা থিতিয়ে-যাওয়া সুষমা দেয়—নিশ্চয়ই। কিন্তু কামনা বাসনার ঝড় বহন ক'রে আনে—শুধু প্রত্যাশা আশঙ্কা উৎকণ্ঠা বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর প্রতি পদেই একটা আর-একটার সঙ্গে জড়িয়ে মনটাকে হিজিবিজি চাঞ্চল্যে কুশ্রী ক'রে তোলে। তাই বোধ হয় বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে সব দিশারীই তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনাতে সব আগে তৃষ্ণাকে জয় করার উপর এত জোর দিয়েছেন, তোমার মনে হয় না? বিশেষ ক'রে নরনারীর সম্বন্ধে? কেন না এ-সম্বন্ধে লুব্ধতার, প্রত্যাশার, পূর্ণ-প্রতিদান-কামনার দিকটাই যে আনে জ্বালা, আনে শঙ্কা, আনে বেদনা—আনে উত্তপ্ত উদগ্র বহির্মুখিতা। তাই হয়তো মনে শান্তির স্নিগ্ধ রস থিতুতে পায় না—যদি কামনার বিক্ষোভ বেশি প্রশ্রয় পায়। তাই কি?

"জানি না ঠিক। আধ্যাত্মিক শান্তির একটা দুর্নিবার ক্ষুধা আছে আমার। অথচ নারীকে বাদ দিয়ে, বা গায়ের জোরে অস্বীকার ক'রে কাটাছাঁটা প্রবৃত্তি-নিরোধের কথা ভাবতেও ভয় হয়—বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয় সেই sphinx-এর প্রশ্ন—জন্ম কি শুধু আর না-জন্মাবার সাধনারই জন্যে।

"মনে হয়—না,—তা হ'তেই পারে না। অথচ নরনারীর এই আবিল উত্তেজনার সম্বন্ধের ভিতর যে কোনো বড় নির্মল সার্থকতা থাকতে পারে

এ-ও তো মন বলে না। ইসা স্বাধীনতার কথা বলে প্রায়ই। কিন্তু ও-ও এবার খানিকটা অন্ততঃ মেনেছে যে, প্রবৃত্তিকে নিচু দিকে রাশছেড়ে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা নয়: ওতে ক'রে খতিয়ে লাভ হয় শুধু পরাধীনতাই। নইলে ও পড়ে বার্টনের মতন একজন অতি-সাধারণ প্রমোদবিলাসী মানুষের কবলে—যে-লোক উন্মাদনার বশে এক মুহূর্তে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারায়! কি জানি কেন—সেদিনকার দুর্ব্বলতার গ্লানি ও কোনোমতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। এতে কোথায় একটা বড় রকমের ঘা খেয়েছে ওর স্নায়ুমণ্ডলী। এক একটা ঘটনা মনকে এমনই অভিভূত করে—না? এ-হেন বার্টনের জন্য আমাকেও ছাড়ার কথা যে ওর মনে হয়েছিল—এটা ও ভুলতে পারছে না কোনোমতেই।

"আমার সঙ্গে তুলনা ক'রে বার্টনকে এ-ভাবে ছোট বলায় অহঙ্কার প্রকাশ করা হচ্ছে হয়তো। কিন্তু তা হোক, জীবনে—এমন সময় আসে যখন নানা জিনিষকে গোড়া থেকে বিচার ক'রে দেখতে হয়, যে-সময়ে নিজেকে বাড়াবাড়িরকম দীন ব'লে মেনে নিলে হিসেব মেলে না। তা ছাড়া বার্টনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যে আমি শুধু নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে তা-ও তো নয়। আমি দেখাতে চাচ্ছি যে, যে-আমার প্রতি ওর উদ্দাম ভালোবাসা ওকে পথে বসালো বললেই হয়—সেই আমার পরিপূর্ণ প্রেমের প্রতিদানও ওকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারল না তো—বাঁধতে পারল না তো! (দেখ, এ-কথা স্বীকার করতে আমার আত্মাদরে ঘা লাগলেও সমানই অকুণ্ঠে স্বীকার করছি।) কিন্তু কেন পারল না? কদিন ধ'রে অনবরত ভাবছি—আথাল পাথাল।

"ভেবে ভেবে কেবল আজকাল আরও বেশি ক'রে মনে হচ্ছে যে, আমরা বড় বেশি রকম আষ্টেপিষ্টে বদ্ধ,—বড় বেশি রকম পরাধীন নানা অদৃশ্য শক্তির কাছে—যাদের 'পরে কর্তৃত্ব অর্জন করতে না পারলে

'প্রেম প্রেম' ক'রে উচ্ছ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়—শুধু কবিত্ব। কেন না প্রেমেরও পূর্ণবিকাশ নির্ভর করে এইসব অদৃশ্য শক্তির উপর কর্তৃত্ব-অর্জন করার ওপর। নইলে ইসাবেলার মতন একটা প্রবৃত্তি থেকে আর-একটা প্রবৃত্তির অপলকা চূর্ণতরঙ্গের দোলায় দোলায় ভেসে বেড়ানোই হয় সার—যা য়ুরোপের দাম্পত্য-সম্বন্ধে নিত্যই দেখা যায়। প্রেমের নাম ক'রে সিংহনাদ করতে এদের সমকক্ষ জাত বোধ করি জগতে মেলা ভার অথচ কোন্ জাতের নরনারীর মধ্যে প্রেম এত অস্থির, এত ভঙ্গুর, এত দুঃখময় বলতে পারো ?

"কিন্তু না স্বপন, এখানে আমি ব্যক্তিগত ক্ষোভকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে থাকব। বার্টনদের দল নেই কোন্ দেশে ?

"না, ওটাও ক্ষোভের কথা হ'ল বৈ কি একটু, যেহেতু বার্টন অসংযমী হ'লেও ভিতরে ভিতরে ইসাকে কতখানি ভালোবাসে আমি সত্যিই জানি না। কিন্তু তাই ব'লে এটা নিশ্চয়ই আমার ক্ষোভের কথা নয় যে, তথাকথিত প্রেমের প্রকৃতি সব দেশেই চঞ্চলা হ'লেও এদের দেশের মানুষ প্রেমকে না চিনে, না জেনে তাকে নিয়ে যত মাতামাতি করে অন্য দেশে তার সিকির সিকিও করে না। অন্ততঃ আমাদের দেশে ও ভারতবর্ষে যে করে না এ-কথা বোধ হয় তুমি আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। নয় কি ?—হয়েছে কি, তুমি আমি—খানিকটা ওরিয়েন্টাল ব'লেই বোধ হয় বিশ্বাস করি না যে, প্রেমের সব চেয়ে বড় সম্পদ—তার এই মাদকতা ও নিত্য-নূতন চমকপ্রদতা। কিন্তু ইসাবেলাকেই দেখ না : ও এদেশের অনেক মনোহারিণী মেয়ের বেশ ভালো নমুনা বটে তো ? ও ভালোবাসতেও জানে—বুদ্ধিমতীও। কিন্তু তবু প্রেমের কাছে ওরা চায় কী ভেবে দেখেছ কি ? শান্তি ? স্থায়িত্ব ? পরিতৃপ্তি ? স্নিগ্ধ দ্যুতি ?—না তো। চায়—বিদ্যুজ্জ্বালা, গর্জন বর্ষণ, উচ্ছ্বাস, বর্ণ-বৈচিত্র্য ও সর্বোপরি অকূল-

ঠিক চাওয়ার-মতন-জিনিষ চাইতে শেখেনি—তেমনি প্রেমের কাছেও। কাজেই শুধু যে এ-সভ্যতায় মানুষেরই হয়েছে অবনতি তাই নয়—প্রেমেরও হয়েছে অধোগতি। অন্ততঃ প্রেমের কাছে এরা অবুঝের মতন এমন সব উদ্ভট জিনিষ চাইছে যা দিতে প্রেম একেবারেই অপারগ—শুধু অপারগ নয়—যা দিলে প্রেমের মহিমাই লুটোয় ধুলোয়—যেমন চমক উত্তেজনা ওঠাপড়া। কিন্তু তবু তা-ই এরা চায়—আর সেইজন্যেই না এত হাহাকার এদেশে এই প্রেমের ক্ষেত্রে। ইসাকে কালই তাই ঠাট্টা ক'রে বলছিলাম: 'ইসা, রাগ কোরো না, আমাদের সভ্যতার বাণী একটু দুর্বোধ্য যদি মেনেই নিই—তা হ'লেই বা কী? তোমাদের প্রফেটের বাণী দিয়েই যদি তোমাদের সভ্যতাকে বিচার করো তা হ'লে কি তোমরা পরীক্ষায় পাশ করো?' ও বলল: 'কী বাণী?' আমি বললাম: 'গাছকে তার ফল দিয়ে বিচার করার বাণী। বলবে কি, তোমাদের বৈচিত্র্য-বীজে তোমাদের হাজারো বাসনা-বনস্পতিতে ফলছে লাখো লাখো অমৃতফল? না, বলবে: বার্টন তোমাকে যে-অপরূপ সম্পদ দিয়ে গেল তার জন্যে তুমি ওকে আমরণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে?'

"চিঠিটা ভাই মস্ত হ'য়ে গেল, তবে মনটা এত ভার আছে যে ক্ষমা করবে নিশ্চয়ই—এমন কি যদি তোমাদের উভয়ের বর্তমান জীবনের দোদুল-দোলার সুরতালের সঙ্গে এর সুরতাল না মেলে—তা হ'লেও।

ইতি তোমার স্নেহার্থী চাং"

অদৃশ্য বাধা

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে রইল। চিঠির শেষ কয় পাতা পড়তে পড়তে স্বপন অনুভব করছিল আনার আঙুলের চাপ শ্লথ হ'য়ে আসছে।

একটা সামান্য চিঠিতে ওরা দুজনেই কী ভাবে যে সাড়া দিল! সামান্য একটা চিঠি!···স্বপন ভাবে!—কত কথাই যে!

হঠাৎ আনা উঠে সমুদ্রমুখী ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে ধূ-ধূ জলরাশির দিকে। স্বপন একটু ইতস্তত ক'রে উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

* *
*

স্বপন কি ভেবে আনার পিঠে হাত রাখে।

আনা চম্‌কে তার দিকে তাকায়। ওর মুখে রক্তের লেশও নেই। স্বপন ঈষৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে: "কী আনা, শরীর খারাপ মনে হচ্ছে না কি?"

"না তো"—ব'লে আনা মুখ ফেরায়।

স্বপন তার কটি-বেষ্টন ক'রে নিজের দিকে টানল।

আনা কোনো কথা না ব'লে শুধু তার বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়।

স্বপন ঈষৎ আহত বোধ করে কিন্তু বোঝে: "কী ভাবছ আনা?"

নিশ্চুপ।

স্বপন জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বলে: "চাওের জীবনের অভিজ্ঞতা তো সবাইকারই জীবনের একেহারে সাব্যস্ত হয়নি।"

আনা একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে হঠাৎ বলে: "তা না হ'তে পারে, কিন্তু—আচ্ছা, একটা প্রশ্নের সত্য উত্তর দেবে স্বপন?"

স্বপনের বুকের মধ্যে যুগপৎ একটা আশা ও ভয়ের স্পন্দন ওঠে বেজে ···বলে: "কী?"

—"আমরা কি প্রেমের কাছে এমন 'উদ্ভট জিনিষই' চাই যা দিতে প্রেম অপারগ?"

—"ওটা চাঙের কথা, মনে রেখো।"

—"অমন ক'রে সোজা উত্তর এড়িয়ে যাও কেন স্বপন? আমি যে চাঙের এ-বিজ্ঞ দার্শনিকতায় তোমার মন্তব্যই শুনতে চাইছি। পুরুষেরা না সত্য বেশি বলতে পারে?"

এ-তিরস্কার স্বপনকে বেঁধে, সে একটু চুপ ক'রে থেকে সকুণ্ঠে বলে: "আমার মনে হয় ওখানে চাং একটু বাড়িয়ে বলেছে—তার য়ুরোপীয়া প্রণয়িনীর প্রতি ক্ষোভের দরুণ।"

—"মানে?"

স্বপন এবার তার ইতস্তত ভাব চেপে একটু জোর ক'রেই বলে: "আমার মনে হয় যে, প্রেমের কাছ থেকে প্রাচ্যও অমনি অপ্রাপ্য জিনিষই চায়।"

—"তুমিও? সন্ধ্যাও? পরস্পরের কাছ থেকে কি তোমরা কিছুই পাওনি বলতে চাও? না, প্রেমের মধ্যে যা পাওনি সেটা এতই বড় যে যা পেলে তা হ'ল না-মঞ্জুর?" বলতে বলতে আনার স্বরে উত্তাপ জমে ওঠে, সে বলে: "প্রেমের সব দানই কি একটা ছায়াবাজি? যত কিছু দান অলীকার বঞ্চনাসার?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে থাকে। আনার মনঃপূত উত্তর ও দেবে কী ক'রে?

আনার চোখ চিক চিক ক'রে উঠল: "মাফ কোরো স্বপন—একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন—"

স্বপন ব্যস্ত হ'য়ে বলল: "কেন অমন টোনে কথা বলছ আনা? তুমি কি আমার এতই পর যে, এ-প্রশ্ন করতেও এত অনুতপ্ত হ'তে হবে?"

আনা চকিতে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কোমলকণ্ঠে বলল : "বলো তবে।"

—"কী বলব বলো ?"

—"তোমার কী মনে হয়। নরনারীর প্রেমের শাখায় চিরদিন কি কেবল বিষফলই ফলেছে—আনন্দের কোনো উল্লাসই মেলেনি ?"

স্বপন বিপন্ন বোধ করে ফের : "প্রশ্নটা কঠিন আনা—"

আনার মুখের উজ্জ্বলতা মুহূর্তে মেঘে যায় ঢেকে, সে স্বপনের হাত ছেড়ে দেয় : "স্বপন, যাও তুমি পারিসে ফিরে—আজই—এখুনি।"

স্বপন আহত সুরে বলে : "সে কি আনা ?"

আনা কঠিন সুরে বলে : "হৃদয়ের সহজ সম্বন্ধকে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাতেও যে-দার্শনিকের এত কুণ্ঠা তার কেন এ-সব প্রেমিক সাজার বিড়ম্বনা ?"

স্বপন কশাহতের মতন একটু স'রে দাঁড়াল—মুখ ফিরিয়ে। এ-রকম তীব্র ভর্ৎসনা সে কখনো শোনেনি কারুর কাছে—আর এত অকারণ!···

সমুদ্রের বুকের উপর একটা আলোছায়ার নটনোৎসব—সমুচ্ছল! কাছে সাদা পাখা মেলে এক ঝাঁক পাখী পরিক্রমা করছে একটা নৌকোকে। জলের তিনটে অংশে তিনটে স্পষ্ট রঙের দীর্ঘায়ত দ্বীপ চলেছে ভেসে। কাছেরটা পাটল, তার পরেরটা নীলাভ, তার পরেরটা সবুজ। সবার পরে একটি দিগন্তবিতত রজতাভ উত্তরীয় ঝিকমিক করছে।··কিন্তু আলোর এ অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যসত্ত্বেও স্বপনের মনে হয় যেন একটা রুদ্র পরিমণ্ডল তার আবছা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে—এ-উজ্জ্বল ছবিটির সমুখে। কিসের ? বেদনার ? বৈরাগ্যের ?···

আনা হঠাৎ কাছে এসে স্বপনের হাত ধরে : "ক্ষমা করো স্বপন।"

স্বপন তার দিকে তাকাতেই আনা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।... দু'হাতে লুকোয় মুখ।

আড়াল

আরও দু সপ্তাহ কেটে গেছে।...

ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধান এসে গেছে।. ঝাপসা অথচ এমন দৃষ্টিগম্য!—মানে, যুক্তির সাদা চোখে দেখা না গেলেও এ-বেদনার স্পর্শালু ত্বকে। আর এ-আঘাতে এত তীক্ষ্ণভাবে বাজে যে, আশ্চর্য্য বোধ হয় বর্ণনা করা যায় না কেন! ..স্বপনও ভেবে পায় না—কেন?

আনাও একদিন একটু আভাষ দিয়েছিল সমুদ্র-তীরে বেড়াতে বেড়াতে। বলেছিল: "খুব একটা ছোট ঘটনাও উপলক্ষ্য হ'য়ে জীবনকে কি একটা দুর্বোধ্য দিকে এমন হঠাৎ ঠেলে দিতে পারে, না স্বপন?"

কিন্তু এ-ছাড়া খোলাখুলি মনের কথা আর হয়নি ওদের মধ্যে। হয়তো বা কোনো অতর্কিত ক্ষণে ইঙ্গিত করেছে একপক্ষ—কিন্তু অপরপক্ষ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দিতে পারেনি। আবার সে-পক্ষ যে-সময়ে এ-অক্ষমতার জন্যে অনুশোচনা বোধ ক'রে এসেছে এগিয়ে—ততক্ষণে এ-পক্ষের হৃদয়-দুয়ার অভিমানে গেছে প্রায় বন্ধ হ'য়ে। "There is a tide in the affairs of the heart..." স্বপন মনে মনে আবৃত্তি করে মাঝে মাঝে বিষাদ-বিলাসে।

মাঝে মাঝে এ-বিলাসও কিন্তু সয় না যেন আর! স্বপনের এত কষ্ট হয়!...আনারও ম্লান-মুখে এ-ব্যথার ছায়া এতই ঘনিয়ে ওঠে!...কিন্তু বেদনাটা ঠিক কিসের? স্বপন কূলকিনারা পায় না। সত্যিই কি

আমাকে সে ভালোবাসে তাই—? না, আমার কাছে যা চেয়েছে তার প্রতিদান পায়নি তাই—?

কিন্তু প্রতিদান দিতে তো আমা চেয়েছিল। ওর মেজাজ যে এত চঞ্চল অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছে এজন্যে কি স্বপনের সদাসজাগ কুণ্ঠাই দায়ী নয়?

দায়ী—সে? ভাবতেও কোথায় তার বাজে। না—গ্রহণ ক'রে মূল্য দিতে পারবে না ব'লেই না—কিন্তু এ-প্রবোধকে সে নিরস্ত করে। এ তো সত্য নয়—এ বাক্যবিলাসী বর্ণনাকৌশল বৈ আর কীই বা? স্বপন ম্লান হাসে। মনে প'ড়ে যায় তাকে চাং বলতো প্রায়ই নীটশের দুটি লাইন:

উর্দ্ধস্বপ্নী বিহঙ্গ যে নহে
শৃঙ্গাসন তার কভু সহে!*

মানুষ কি অনাবৃত সত্যের তুঙ্গ শিখর চায়? না, সেখানে কোনো মতে হঠাৎ উত্তীর্ণ হ'লে দুদণ্ডও বাঁচতে পারে? না; মিথ্যার স্নিগ্ধ উপত্যকাই তার স্বস্তিপীঠ—শৃঙ্গাসন নয়। এই দেখ না—সে ভাবে—সেদিন আমা ব্যালকনিতে কি এই প্রশ্নই সোজাসুজি করতে চায়নি? কিন্তু সে তো সত্য উত্তর দিতে সাহস পায়নি যখন আমা এই প্রশ্ন করেছিল যে, তার কাছে ও এমন কিছু পেয়েছে কি না যাকে ও মর্যাদা দিতে রাজি? প্রেমের শাখায় কি শুধু বিষফলই ফলে!...কত সময়েই না আমার এ-প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে!...স্বপ্নেও দু-একদিন। একদিনের স্বপ্নের কথা তার ভাবতে কষ্ট হয়—যখনই মনে পড়ে তখনই। স্বপ্নটি সে দেখেছিল—নৌকাবিহারের পরদিনই: যেন

* Und wer kein Vogel ist, soll n'cht über Abgründen lagern · Zarathustra

আনা ও সে জাহাজে চ'ড়ে যাচ্ছে ইজিপ্টে বেড়াতে। জাহাজে ওদের এক কেবিনেই দিয়েছিল শুতে। স্বপন হঠাৎ ঘুমন্ত আনার হাত ধরতেই সে জেগে উঠে বলে : "আমি সন্ধ্যা নই স্বপন। আমাকে ছুঁলে তোমার অকলঙ্ক শাখায় বিষফল ফলে যদি?" তার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নে অনুভূত ভয়ই হয় অত্যন্ত বাস্তব—কিন্তু বেদনাও যে মনের পাষাণ-ফলকে তার বিষাদ-চিহ্ন এ-ভাবে উৎকীর্ণ ক'রে রেখে যেতে পারে তা স্বপন কবে ভেবেছিল? তার কেবলই মনে হয় আজকাল : "কী চাওয়া উচিত তা হ'লে প্রেমের ক্ষেত্রে?" চাঙের চিঠিটা এর মধ্যে কতবার যে পড়েছে! আর যতই পড়ে ততই তার বুকের মধ্যে কোথায় বেজে ওঠে তার শেষ পাতার কথা কয়টি : যে, মানুষ শুধু যে মানুষের কাছে চাইতে শেখেনি তাই নয়—প্রেমের কাছেও কী চাইতে হয়, কেমন ক'রে চাইতে হয় আবিষ্কার করতে পারেনি আজ অবধি। চাঙের এ-আক্ষেপ কি অতিরঞ্জন? তাই কি? আনা একদিন মাত্র এ-প্রসঙ্গ সামান্য তুলেছিল। বলেছিল : "স্বপন, মরিস আমার কাছে কী চেয়েছিল বলো তো—যা পেয়ে একদিন সে খুসি ছিল, কিন্তু ছুদিন যেতে না যেতে আর তৃপ্তি পায়নি?" স্বপন বলেছিল : "কিন্তু সে তো বলে : তোমাকে আজও ভালোবাসে।" আনা ম্লান হেসে শুধু বলেছিল : "এ-ও তো তার আজকের মনোভাবের নতুন এজেহার স্বপন। কালকের মন যে সম্পূর্ণ উলটো এজেহার দেবে না তা কে বলতে পারে!"

এ-আলোচনার অগ্রসারী স্রোতকে স্বপন সে-সময়ে সতর্ক নীরবতার বাঁধ দিয়ে করেছিল প্রতিহত। কেন না এটা সে বেশ বুঝছিল যে আনা মনে প্রাণে চায় এই ব্যবধানের বাঁধকেই ভাঙতে—তারই মতন আন্তরিক উদ্দাম ভাবেই চায়।···অথচ উভয়ে এ-আড়ালকে অপসারিত করতেও আবার বাধা দেয়। এ-আত্মবিরোধের কোথায় দিশা? কোথায় যে

দূরত্ব এসে গেছে!…অজ্ঞাতে!…সেই নৌকাবিহারের চুম্বনপর্ব্বের পর থেকেই। কেন এমন হ'ল? আনা একদিন সিনিক হাসি হেসে বলেছিল: "স্বপন, নীরার একটা কথা আজ আমার কেবলই মনে পড়ে।" স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিল: "নীরার?" আনা বলেছিল: "হাঁ, সময়ে সময়ে সে বড় সুন্দর উপমা দিত। সে বলেছিল আমাকে একদিন ঠাট্টা ক'রেই: যে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রকৃতি অনেকটা বিলিয়ার্ডের বলের মতন—দুটো বল পরস্পরকে নিশানা ক'রে ছোটে কেবল ততক্ষণই যতক্ষণ না পরস্পরকে ছোঁয়। ছোঁয়ার পরমুহূর্ত্তেই ওদের একমাত্র সাধনা হয় কী ক'রে পরস্পরের কাছ থেকে যাবে দূরে স'রে!"

দোমনা

হঠাৎ তার আসে! এ কী! স্বপনের বুক ওঠে দুলে! সন্ধ্যার তার! পোর্ট সেড থেকে! এ যে অভাবনীয়! তরশুই সে পৌঁছবে মার্সেল্সে! আর কী লম্বা টেলিগ্রাম! ঘটা ক'রে টেলিগ্রাম করা যাকে বলে। বোধ করি টাকা চল্লিশ লেগেছে। চিঠি বিশেষ যে!… সন্ধ্যাই বটে—সে না হ'লে এমন খেয়ালিনীর মতন দম্‌কা টাকা খরচ করবে আর কে? লিখেছে: সে ষড়যন্ত্র ক'রেই বাড়ীর সবাইকে তার য়ুরোপযাত্রার কথা গোপন রাখতে বাধ্য করেছিল—ওকে চম্‌কে দিতে। দিল বৈ কি চম্‌কে! মানতেই হবে। সাহস আছে বটে। কোথাকার কে এক ফরাসিনী কাকীমা—তাঁকে সহযাত্রিণী পেয়ে—আর আশ্চর্য্য!—অমন গোঁড়া শ্বশুরকে রাজি করিয়ে, তাঁকে কাশী পাঠিয়ে। টেলিগ্রামে আরও অনেক কথা ছিল…কিন্তু স্বপন মন দিয়ে পড়তে পারল না সে-সব। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সমুদ্রের পানে।

সেখানে প্রদোষের শান্তিছায়া ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু জলের বুক তাকে চায় না—অভিমানে কালো হ'য়ে ওঠে আলোর বিরহে। পশ্চিম দিগন্তের কাছে একটি সারে তিনটি তারা। কী সুন্দর চাউনি—সজীব! —যেন বলে: "কেমন? তোমরা আজকালকার ছেলেরা না অঘটনে বিশ্বাসই করো না—বলো: the age of miracle is past? হ'ল তো?" অদূরে পাহাড়ের গায় এখানে-ওখানে একটি দুটি ক'রে প্রদীপ উঠছে জ্ব'লে! আনন্দ? কিন্তু তার সঙ্গে এ-ব্যথার বোধ জেগে আসে কোথা থেকে! ব্যথা?—হাঁ, ব্যথা বৈ কি—আর অস্বীকার ক'রে কী হবে—সে অনাকেও ভালোবাসে। জোর করে "না" ব'লে ভোলাবে কাকে? সন্ধ্যাকে!—দূর। যে তৃষিতা—প্রেমের প্রতিদান না পেলে কথায় মিটবে তার তৃষ্ণা? মিটতে পারে কখনো? তা ছাড়া ইদানীং তার চিঠিপত্রের দায়-সারা ভাবেও কি সে দোলেনি? তার সুস্থ সহজবোধের আলোয়? তবে? তবে কি নিজেকে ভোলাতে চায় সে? হঠাৎ সে ক্ষেপে ওঠে। নিজেকে ভোলাবেই বা সে কী দুঃখে? যদি তার মন দুজনের প্রতি দুভাবে সাড়া দেয় তাতে অগৌরবের আছে কী? কিন্তু কোথায় খচ্ খচ্ ক'রে বাজে যে তবু! 'সাড়া' মানে? ভালোবাসা?—যেমন ইসাবেলা চার্লস ও রাউলকে ভালোবাসত একসঙ্গে! এ-চিন্তায় সে আরও আঘাত পায়। কখ্খনো না··· আমি কি রাউলের মতন উচ্ছৃঙ্খল! না, কখন ইসাবেলার মতন চপলমতি? জাগে আত্মপ্রসাদ। যৌবনে অর্থের অভাব না-থাকা সত্ত্বেও কবে সে মানিকর জীবন যাপন করেছে? না; সে দুজনকেই ভালোবাসে ভালোবাসে ভালোবাসে।—কিন্তু যত জোর দিয়েই 'ভালোবাসে' কথাটি সে উচ্চারণ করুক না কেন, দুজনকে ভালোবাসে ভাবতেও আবার কোথায় বাধা বাজেই!...এ কি তার সংস্কারগত, না এর মধ্যে

কোনো সত্যের ইঙ্গিত আছে যার স্পর্শ না-পাওয়ার জন্যই এই বেদনা ?

তবুওই মাঝে-মাঝে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হবে !

তার বাঁ বুকের তিলটা মনে প'ড়ে যায়—হঠাৎ ! তার পূর্ণায়ত দেহলতা ! কী সুন্দরী সে ! তার এলো চুলের গন্ধ !...তার বুকের সমস্ত রক্ত আছড়ে ভেঙে পড়ে তার বাসনার উপকূলে। সন্ধ্যাকে এত কাছে পেতে ইচ্ছে হয়...এই মুহূর্তে !...তবু যেন আর সয় না। কিন্তু ওই ওই...সে বাসনার তীব্রতায় ভাঁটা পড়ে—আনার মূর্তি এসে দাঁড়ায়... যেন বলে সন্ধ্যাকে : সরো।... হঠাৎ দোরে আঘাত হয়। চমকে ওঠে ও।

—"কে ?"

—"আমি।"

—"এসো আনা।"

নীরার পত্র

বিজ্‌লি বাতির ঝাড় ওঠে জ্ব'লে। আনাকে এত পাণ্ডুর দেখায় ! ওকে এত রক্তহীন তো সম্প্রতি কখনো দেখেনি ! মনটা আর্দ্র হ'য়ে ওঠে নিবিড় কারুণ্যে। একটু উৎকণ্ঠাও আসে।

—"বোসো আনা", ব'লে উঠে দাঁড়ায় সে। তার কণ্ঠস্বরে যেন কোমলতার ঢল নামে।

—"ব্যস্ত ছিলে ?"

—"না।—কেন ? বোসো না। ওখানে না, এই সোফাটায় বসি এসো।"

—"না থাক। আমি একটা দরকারি কথা বলতে এসেছিলাম।"

—"বেশ তো—কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন ?"

—"এক্ষুণি যাব শুতে।"

—"এত সকাল সকাল? সন্ধ্যাও হয়নি যে।"

—"একটু ক্লান্ত লাগছে।"

স্বপন উদ্বিগ্নস্বরে বলে: "হয়েছে কী?"

—"এমনি। একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল না কাল?"

—"তবু ভালো—কিন্তু না, ও হবে না। বসতেই হবে এখানে।"

ব'লে স্বপন আনার হাত ধরতে যায়।

আনা তার উদ্যত বাহু এড়িয়ে বলে: "আচ্ছা আচ্ছা বোসো. বসছি।" ব'লে স্বপনের থেকে বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে তার ডাইভানের উপান্তে। স্বপন আহত বোধ করে, কিন্তু কিছু বলে না। এর পরে আর এগুনো যায় না। *ঠিক কি এই সময়েই ঘা দিতে হয় মানুষকে?* আনা যদি জানত...

* *
*

—"এত অন্যমনস্ক কেন?" নিস্তব্ধতা ভাঙবার কথাই খুঁজে পায় না সে।

আনা জোর ক'রে হেসে বলে: "কই?"

—"বাঃ—কী দরকার বলছিলে না?"

—"ও হো"—ব'লে আনা মুখ নিচু ক'রে হাসে একটু।

* *
*

—"কী ব্যাপার?"

তবু আনা নিরুত্তর।

স্বপন চুপ ক'রে থাকে। একটু রাগও হয়। এ যেন অভিনয় মতন!···সন্ধ্যা এ রকম করে না কখ্খনো।

আনা নিজে থেকেই কথা কয় আচম্কা: "আমি কালই নীরার কাছে যেতে চাই।"

স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। বাক্‌স্ফুর্তি হয় না খানিকক্ষণ। রাগ হঠাৎ শঙ্কায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে—মুহূর্তে! আনার মুখের 'পরে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়, পরে বলে: "সে কি?"

আনা তার বুকের মধ্যে থেকে একটা চিঠি তার হাতে দিয়ে বলে: "নীরার চিঠি, পড়ো চেঁচিয়ে, আমি ভালো পড়তে পারিনি—চোখের—জলে।"

* *
*

"প্রিয় আনা,

আমি এখন তোমার খুবই কাছে মার্সেল্‌সের উপকণ্ঠে একটি প্রাইভেট maison de santé-তে * আমার একটি মেয়ে—আনেৎ হয়েছে—হয়ত মসিয়ে বেনারের মুখে শুনে থাকবে।"

* *
*

মুখ তুলে স্বপন জিজ্ঞাসা করে: "সে কি? তুমি তো আমাকে বলোনি এ-খবর?"

* অসুস্থ হ'লে ধনী অনেকেও এ-রকম প্রাইভেট আরোগ্যালয়ে থাকেন ফ্রান্সে—টাকা দিয়ে। ঘরের চেয়েও শুশ্রূষার ব্যবস্থা এ-সব স্থলে বেশি ভালো।

আনা সমুদ্রের দিকেই চেয়ে বলল : "আমি জানতাম না এর বিন্দুবিসর্গও। মসিয়ে বেনার বোধ হয় ইচ্ছে ক'রেই গোপন করেছিলেন। কিন্তু পড়ো।"

* *
*

"আমার শরীর খুবই খারাপ। আনেৎও বাঁচে কিনা সন্দেহ। এখানে মসিয়ে বেনারই এক রকম আমাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছেন। নইলে এত ভালো হাইলে থাকা আমার সাধ্যায়ত্ত হ'ত না।"

* *
*

আনা বলল : "এ-কথাও মসিয়ে বেনার আমাকে গোপন করেছিলেন।"

—"কিন্তু কেন?"

—"ঐ তাঁর স্বভাব। কত লোককে যে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, অথচ চান বাইরে তাঁর কৃপণ নামই রটে।"

*
*

"এখানে আছি আমি খুবই ভালো যায়গায়—সামনেই সুন্দর বাগান, তার পরেই বিছিয়ে—সমুদ্র—কী নীল! যথেষ্ট অর্থ দিচ্ছি ব'লে নার্সরা অপর্যাপ্ত যত্নও করছে; কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই। আমার নিজের জন্যে নয়। তোমাদের জন্যে। কী যে ধূমকেতুর মতন তোমাদের বাসাভরা সুখের মধ্যে এসে প'ড়ে সব ছারখারে দিলাম!...

"কিন্তু আক্ষেপ জানাতে এ-পত্র লেখা নয়। মসিয়ে বেনারের কাছে তোমার ঠিকানা নিয়েছিও অনেক কষ্টে—তোমাকে অকারণ নিজের দুঃখ

জানাব না অঙ্গীকার ক'রে—তবে। কিন্তু এ-শপথ করিয়ে নেওয়ার তাঁর দরকার ছিল না···দুঃখ জানিয়ে কবে কার দুঃখের নিরসন হয়েছে বলো? যা হয়েছে তা তো আর ফিরবে না। অতীত স্থাণু··· স্থির!···

"আমি বলি শুধু একটা কথা। মরিস তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে। তার চিঠি পেয়েছি আজই। যদি আমি ম'রে যাই তবে সে আমাদের শিশু কন্যার ভারও নেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—যদি কেবল তুমি ফিরে যাও তার কাছে। সে যে আমাকে ভালোবাসে না, তার চরম প্রমাণ তো এ-প্রতিশ্রুতি থেকেই পাচ্ছ?—কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রমাণ আছে: আমাকে সে কাতরভাবে অনুরোধ করেছে তোমাকে বোঝাতে। সে লিখেছে—আমি বললে তুমি বিশ্বাস করবেই।

"আমি তাই বলছি—অকুণ্ঠেই—তুমি ফিরে যাও। আমি নিশ্চয় জানি মরিস কোনোদিন আমাকে ভালোবাসেনি, যদিও আমি তাকে সমগ্র প্রাণ মন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম—নারী পুরুষকে যতখানি ভালোবাসতে পারে। কিন্তু আমার দেহকে পেতে না পেতেই তার ক্ষুধা মিটে যায়। অসামান্য কবি যে! আমার মতন সামান্যার মধ্যে কী পাবে বলো? তাই তাকে আমি একটুও দোষ দেই না।

"কিন্তু তুমি অসামান্যা। বিশেষ ক'রে তোমার তেজস্বিতায় সে মুগ্ধ। তা ছাড়াও তোমার প্রতি কোথায় তার একটুখানি সত্যিকার টান আছে। নইলে তার পৌরুষ-গর্বকে এ-ভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে আমার কাছে সে ছুটবে কেন বলো? তার মতন আত্মসর্বস্ব মানুষের পক্ষে আমার কাছে এ-মিনতি জানানো যে তার পক্ষে কতখানি গ্লানিকর তা তো বোঝো? সর্বোপরি, মনে রেখো: জাতে সে কবি—সব অভিজ্ঞতাকেই আত্মবিকাশের ইন্ধন হিসাবে গ্রহণ না ক'রেই পারে না:

এ-হেন প্রকৃতি-নিষ্ঠুর মানুষ একটু সত্যিকার টান না থাকলে এত [illegible] করতে পারে কখনো? কেন করতে যাবে বলো?

"তার উপর ক্ষোভবশে এ-কথা বলছি ভেবো না। সাধারণ মানুষের মমতা কবিদের হাতের মধ্যে আশা করাই যে বিড়ম্বনা। ক্ষণিকতার জন্যে বিদ্যুৎকে অভিসম্পাত দেবে কে? ক্ষণিক ব'লেই না সে চোখ-ধাঁধানো! তাই না সে বিদ্যুৎ! মেঘের শুভঙ্করী ধারার অবিশ্রাম স্থায়িত্ব বিদ্যুদ্দামের পাথেয় নয়, তার বিকাশ—সঙ্ঘাতের স্ফুলিঙ্গপথেই। মাঝ-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ সুনীল শান্তি কি কূল মাতানো ফেন-কিরীট চির-চলিষ্ণু ঢেউয়ের কাছে আশা করে কেউ?

"না—সত্যি বলছি, দুঃখ আমার আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই আর। তবু আমি বলব এ-ক্ষণিকের পাওয়াও সার্থক। এ-হেন মানুষ আত্মকেন্দ্র হয় হোক—সুন্দর তো। আর ভেবে দেখলে আত্মকেন্দ্র ব'লেই বা দুঃখ কেন? আত্মকেন্দ্র না হ'লে কি তারা পারত কবি হ'তে? না [illegible] বিরুদ্ধ উপাদানকে আত্মসাৎ ক'রে তবে কবিহৃদয়ের মন্থনদণ্ডে ওঠে [illegible]। বাইরের শুষ্কতম সমিধ্‌কেও তারা নিজেদের দীপ্তির খোরাক ক'রে নেয়। তাই এরা কাউকে নাই ভালোবাসল। অপরের ভালোবাসা হবি দিয়ে তাদের সৃষ্টিযজ্ঞের হোমকুণ্ড তো রচনা করে। এটা যে একটা মস্ত কাজ। নয়?

"আর এ-কুণ্ডকে জ্বালিয়ে রাখতে অনেক প্রাণহবিরই দরকার। আমরা সেই হবি। রাগ কোরো না আনা—তুমিও। কারণ তুমি যতই তেজস্বিনী হও না কেন—সৃষ্টিপ্রতিভা তোমার নেই—তুমি যে নারী। পুরুষকে তুমি পৌরুষ গৌরব দেবে এইতেই তোমার চরম সার্থকতা। এটা অগৌরবের কাজও নয়। জল বীজ নয় বটে, ফলও না—কিন্তু জল নইলে বীজ বনস্পতিতে পরিণত হয় না—বনস্পতি—ফলে। তোমার তেজস্বিতা

যদি মরিসকে আকৃষ্ট ক'রে থাকে তবে সেই তো তোমার নারীত্বের চিরঞ্জীবী বিজয়-তিলক। তোমার আত্মদানের সিঞ্চনে যদি তার শাখায় ফলফুলের প্রেরণা জোগায় তবে সেই তো তোমার চরম আত্মোৎসর্গ। স্বীকার করি এ সৃষ্টি-কাজ—গৌণভাবে—মুখ্যভাবে নয়। তবু এ সৃষ্টিরই কাজ। তা ছাড়া যা সত্য তাকে মেনে নেওয়াই ভালো নয় কি? অনেক মিথ্যা-আশার দরুণ অপচয় নিবারণ হয় ওতে। দুঃখ ঢের ভালো এ-অপচয়ের চেয়ে। নদীর নির্ম্মল জল সমুদ্রে প'ড়ে হয় লবণাম্বু—তবু জোর ক'রে সমুদ্রবিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিঃস্রোত নির্ম্মলতা যেন সে কামনা না করে। মরিসদের সংস্পর্শে আমাদের মতন মেয়েরা দুঃখ পায় অহরহ—তবু ওরাই হচ্ছে সভ্যতার পুরোধা—বৈদগ্ধ্যের প্রধান হোতা। কারণ ওরা স্রষ্টা। ভ্যমুসের জীবন জানো তো? কিন্তু বেচারী জর্জ্জ স্যাণ্ডের জন্যে দুঃখ করে আজ কে? জর্জ্জ স্যাণ্ডের মতন জীবনাহুতিরই যে ভ্যমুসের দরকার ছিল—ভ্যমুসের স্রষ্টা হবার জন্যে। এই আহুতি দিয়েই জর্জ্জ স্যাণ্ড অমর হয়েছেন, নইলে ওঁর উপন্যাস আজ কে পড়ে বলো? আর ভেবে দেখ, যারা স্রষ্টার জাতি নয় তাদের পক্ষে সৃষ্টির এত বড় আনুকূল্য করার মতন গৌরব আর কী হ'তে পারে? ইসাডোরা ডান্‌কানও বলেছিল শিশুর জন্ম দিয়ে সে যত আনন্দ পেয়েছে হাজারটা শ্রেষ্ঠ নাচ নেচেও তেমন আনন্দ পায়নি। এ-কথা পুরুষ কখনো বলবে না। নারীর সৃষ্টি?—স্বাতন্ত্র্য?—ও হয় না আনা। সৃষ্টিকে ধারণ করবে, সৃষ্টির প্রেরণা দেবে, সৃষ্টিকে পালন করবে আত্মাহুতি দিয়ে—এই-ই যে তার কাজ। তাই না সে নারী।

"আমার অদৃষ্টে এ-গৌরব যদি বিধাতা লিখতেন তবে জন্ম জন্ম এ-আহুতি আমি দিতাম—যতই দুঃখ পাই তবু মরিসকেই চাইতাম। কিন্তু হায়, সে সুখ বিধাতা আমার অদৃষ্টে লেখেননি। কিন্তু তোমার ললাটে এ অমরী-ঈর্ষিত সৌভাগ্যতিলক রইল আঁকা। তুমি প'রো: ওর

কাছে ফিরে যাও। আমার দুঃখের কথা ভেবো না। আমার দিন ফুরিয়েও এসেছে। এখানে সকলেই জানে আমি এখান থেকে সেরে ফিরব না, যে কোনো মুহূর্তে আমার এ ব্যর্থ জীবনের অবসান হ'তে পারে। তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই তোমাকে অনুরোধ করছি—তুমি মহিমের কাছে যাও ফিরে। কেবল এক প্রার্থনা: যদি কয়েক দিনের মধ্যে তার পাও—যে আমার শেষ মুহূর্ত, তবে একবার এসো। একবার। তোমাকে শেষবার দেখতে চাই এ আলোছায়ার পৃথিবীকে বিদায় দেবার আগে। যা'রা এসেছিল আমার জীবনে ছায়ার মতন; শুধু একা তুমি, বাল্যসখী, আজো আমার জীবনে—আলোর অক্ষয় স্মৃতি হ'য়ে বিরাজ করছ। সেই তোমাকে এত দুঃখ দিয়েছি!—কিন্তু না, এ-পরিতাপেই বা ফল কী? মানুষ কতটুকু স্বাধীন বলো—বিশেষ প্রেমের ক্ষেত্রে? তা ছাড়া কে বলবে মানুষের হৃদয়ে আলোর তৃষাই বেশি, না ছায়ার? সার্থকতার শিখর বেশি ঈপ্সিত, না ব্যর্থতার গহ্বর? আর ব্যর্থতাই বা বলি কেন? শূন্যতার মধ্যে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে, অশ্রুর মধ্যে এত যোগ কেনই বা—যদি মর্ম্মন্তুদ বেদনা শুধু ব্যর্থ, বন্ধ্যাই হবে? সব শেষে, এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আমার কেমন যেন মনে হয় যে, যে-কোনো অনুভূতি তীব্রতম হওয়াই জীবনের একটা পরম সাধনা। ব্যর্থতার অনুভূতিও নিবিড় ক'রে পাওয়া কি কম কথা? বিষ যদি পানই করি—আকণ্ঠ পান করতে পারলে অমৃতত্বেই পৌঁছব এমন একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র-দীপ্তি অন্ধকারতম মুহূর্তেও জ্বলে ওঠে আমার নিরাশার আকাশে। তবে হয়তো তুমি এ কথা বুঝবে না। মানুষ কবে মানুষকে বোঝে আনা?

ইতি—নীরা"

সঙ্কট

খানিকক্ষণ কেউ কথা কইল না। স্বপন বাইরের দিকে থাকে এক-দৃষ্টে চেয়ে। বাইরের প্রদোষ-নিরালো আরও ঘোরালো হ'য়ে এসেছে। সে তারা তিনটি গেছে ঢেকে। একটা ঝোড়ো মতন হাওয়া উতলা হ'য়ে উঠেছে। সমুদ্রের বাষ্পোচ্ছ্বাস দীর্ঘনিঃশ্বাসের গমকে গুমরে গুমরে উঠছে। দূরে একটা জাহাজ। তার একটা সিঁড়িতে একসার নানারঙা আলো, ডেকে দুসার। ওখানে বুঝি নাচ গান হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হয় সকলেই যেন সকলের কাছ-ছাড়া···কেউ কারুর নয়। ঐ জাহাজ হয়তো কালই নীরার আরোগ্যালয়ের পাশ দিয়েই যাবে। তখন হয়তো নীরা আর এ-জগতে থাকবে না। কিন্তু ওর যাত্রীরা তেমনিই নাচবে গাইবে—যতদিন এ-পৃথিবীর বুকে তাদের একটুখানি আনন্দের উদ্বৃত্ত থাকবে—যতদিন তাদের চঞ্চল চরণে গতির এক কণা পাথেয় থাকবে। তারপর? সব শেষ! জীবনের এ-অবসানের দিকটার কথা এ-ভাবে কখনো ভাবেনি তো সে!

* *
*

আনা জিজ্ঞাসা করল: "কী বলো?"

স্বপন মৃদুস্বরে বলে: "আমি কী বলব?"

আনা পরিহাসের সুরে বলে: "তুমি না আমার অভিভাবক!" ব'লেই ভুল বোঝে। ওরা যে সে চটুল চপল হাসি ঠাট্টার সম্বন্ধ থেকে কতখানি দূরে স'রে গেছে এ-পরিহাসের আকস্মিক বিসদৃশ বেসুরে দুজনেই একযোগে বুঝতে পারে যেন। আনা তার ব্যর্থ হাসির জের টেনে বলে:

"কিন্তু অভিভাবকের আর দরকার নেই—আমি যেতে পারি, কেন না আমার শরীর ভালো হ'য়ে গেছে।"

স্বপন এবার মুখ তুলে বলে : "এ-কথা তো সত্যি নয় আনা। তোমার চেহারা গত দুসপ্তাহে ফের কত ম্লান হ'য়ে গেছে আয়নায় দেখতে পাওনি কি?"

আনা ফের জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বলল : "দ্যুৎ। ও একটু সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে—তাই। কিন্তু তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম দেখেছিলাম নিচে—"

—"পেয়েছি।"

আনা কী জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই থেমে যায়। স্বপনের বুকের মধ্যে ফের কেমন ক'রে ওঠে।...একটা সামান্য প্রশ্ন করতেও ওর এত বাধে? এত দূরে এত অকস্মাৎ স'রে গেছে ওরা? হঠাৎ বলল : "কার টেলিগ্রাম জিজ্ঞাসা করলে না?"

—"আমার অধিকার?" স্বপন স্পষ্ট দেখতে পেল আনার ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠল—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই আনার মুখের স্ফুরৎ-আবেগ ঔদাসীন্যের প্রচ্ছদে ঢাকা প'ড়ে যায়।

—"আমি তোমার কী করেছি আনা যে"—ব'লেই স্বপন থেমে গেল। কার কাছে অভিমান?

আনার স্বরের শুষ্কতা ও মুখের কাঠিন্য নরম হ'ল, সে একটু স্বর মৃদু ক'রে বলল : "কী বলছিলে—শেষ করলে না যে?"

স্বপন আরও মৃদু কণ্ঠে বলল : "কী হবে শেষ ক'রে?" কিন্তু তার সহজবোধ বোঝে—একটুখানি স্থান মিলেছে আনার হৃদয়ের এককোণে।

আনা তার একটা হাতের 'পরে হাত রেখে বলল : "বলো না স্বপন।

কেন এমন পর-পর ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে? কাল যখন চিরদিনের মতন অনেক দূরে চ'লে যাব—" ব'লেই সে চুপ ক'রে গেল।

স্বপনের রক্ত উতলা হ'য়ে উঠল চক্ষের নিমেষে। ওর হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আর যদি যেতে না দেই?"

আনা স্মিতমুখে বলল: "কোন্ স্বত্বে শুনি?" হাসির মধ্যেও ছিল তার এমন একটা ম্লানিমা···

—"যদি বলি খানিক আগে যা নিয়ে ঠাট্টা করছিলে সেই স্বত্বে?"

—"অভিভাবকের?"

—"না—বন্ধুর।"

আনা চুপ ক'রে রইল।

স্বপন বলল: "ভাবছ কথার কথা?"

—"ছি স্বপন, তুমি আমার জন্যে কত করেছ—এত সহজে ভুলতে পারি কখনো? আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন হ'তে পারি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হব কেমন ক'রে?"

স্বপন কাছে স'রে এসে তার দুটো হাতই নিজের দুহাতের মধ্যে চেপে ধরল। আনার হাত দুটি থর থর ক'রে কাঁপছিল।—"তবে আমার কথা রাখো।"

—"কী কথা?"

—"শরীরটা না সারিয়ে নীরার কাছে যেয়ো না। যেজন্যে এখানে এসেছ সেটা তো সুসম্পন্ন হওয়া চাই।"

—"কী জন্যে এসেছি?"

—"মানে?"—

—"মনে করো কি শরীর সারাতে?"

—"তবে?"

আনা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর কেমন-কেমন হেসে বলল : "সত্যি কথাটা বললে সইতে পারবে কি ?"

—"পারব না ব'লে ভয় হয় ?"

—"একটু ভয় বৈ কি মনামি, আর বলো তো, হবার কারণ নেই কি ?"

স্বপন মুখ নিচু করল : "আর ভয় পাবো না কথা দিচ্ছি, বলতে পারো।"

আনা আবার সেই অবর্ণনীয় হাসি হাসে, তার পরে আচম্‌কা ব'লে বসে : "মরিসকে ছেড়েছিলাম কেন বুঝতে পারোনি কোনোদিন ? মনে হয়নি একবারও ?"

স্বপনের বুক দুরু-দুরু ক'রে উঠল, কী বলবে ও ?

আনা একটু হাসল : "ঐ দেখ, ভয় পেয়েছ।"

—"কখ্‌খনো না। আমি ভাবছিলাম কী কারণই বা হ'তে পারে ?"

—"আন্দাজ করো দেখি।"

—"তুমি তো বলেছিলে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার পরে ফের মরিসের কর্তৃত্ব—"

—"তুমি এক এক সময়ে এমন সরল হ'য়ে যাও মনামি !"

—"সরল !"

—"নয় ?"

—"বলোনি তুমি এ-কথা ?"

আনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সখ্যে বলে : "বলেছিলাম, কিন্তু অভিধানে অ—ভি—ন—য় ব'লে একটা কথা আছে, মানে কখনো দেখনি কি ?"

—"অ—ভি—ন—য় !!"

—"অ—বি—ক—ল।"

—"একটু খুলে বলবে ?"

—"মরিসকে বলেছিলাম ডাইভোর্সের পরে বিবাহ না করলে একত্র থাকতে পারি, মনে আছে কি ?"

—"খুব আছে।"

—"কেন অমন প্রস্তাব করেছিলাম—সন্দেহও করোনি—একবারও না ?"

—"একবার—মাফ কোরো আনা, আজ খোলাখুলি কথা বলছ ব'লেই বলছি—একবার হয়েছিল সন্দেহ—একটা।"

—"কী ?"

—"যে, ও-প্রস্তাব তুমি করেছিলে আমাদের চোখে বড় হ'তে।"

আনা ম্লান হাসল : "আমি প্রেমের পাশায় অত ছোট পণে খেলি না স্বপন।"

—"অর্থাৎ—?"

—"অর্থাৎ ও-প্রস্তাব আমি করেছিলাম নিশ্চয় জানতাম ব'লে যে, মরিস আর যে-কোনো প্রস্তাবেই রাজি হ'ত।"

—"তার মানে—" স্বপন শেষ করতে পারে না।

আনা দ্ব্যর্থক হাসে : "তা-ই স্বপন।"

স্বপন স্তম্ভিত হ'য়ে যায়! আনা এত ভেবে চিন্তে······স্পষ্ট ক'রে ভাবতেও পারে না······কয়েক সেকেণ্ড ঘরের মধ্যে কেবল বাইরের হাওয়ার শব্দ শোনা যায়।···

আনা যেন আপন মনেই ব'লে চলে : "অন্যায় করেছি বৈ কি স্বপন। বিশেষ যখন জানতাম তুমি বিবাহিত ও স্ত্রীকে ভালোবাসো।—কিন্তু—"

ব'লে গাঢ় স্বরে বলে : "কিন্তু হয়তো—না, ঝাঁপ যে কখনো দেয়নি তাকে ঝাঁপ দেওয়ার ইতিহাস কি ব'লে বোঝাবার? না, কেউ জানে—মানুষ যখন একলা বোধ করে তখন কেন সে সব দুঃস্বপ্নেও একটুখানি সান্নিধ্যের জন্যে—"

ঘরের পীতাভ চাপা আলোয় ওর মুখ এমন সজল দেখায়!…

স্বপন ওর কাছে স'রে যেতেই আনা তার কোলে মুখ লুকোয়।

স্বপন ওর মুখ তুলে ধরে : "ছি আনা।"

—"ভয় নেই—এখন অন্ততঃ মূর্চ্ছা যাব না—এত বোকা আমি নই।"

ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ ও স্বপনের কাঁধে মাথা রাখে। স্বপন তার চুলে গভীর স্নেহে হাত বুলোয়।

মুখ না তুলেই আনা উজ্জ্বল সুরে বলে : "তা হ'লে ক্ষমা পেয়েছি?"

—"ক্ষমা না—জয়পতাকা।"

—"না, সন্ধি বলো তার চেয়ে।"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই সই।" ব'লেই স্বপন বলে : "কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

—"কী?"

—"সন্ধিপত্রটা এবার এমন কালি দিয়ে স্বাক্ষর করবে যার প্রধান উপাদান কর্পূর না।"

আনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে : "জানা আছে গো জানা আছে। কর্পূর তো তবু খানিকক্ষণও থাকে। কিন্তু এক হাতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে ও অন্য হাতে ছোরা শানাতে"—বলেই হেসে ফেলে, কথা অসম্পূর্ণ রেখে।

—"একটু ভুল করছ আনা, ও-কাজ তাদেরই একচেটে যারা অভিনয়ে সবার সেরা।"

—"কিন্তু নারী অভিনেত্রী নয় শুধু যুদ্ধের সময়—শান্তির সময়ে না।"

—"উলটো পালটা বললে। এক রাগের মাথায়ই নারী সত্যিকথা বলে।"

—"আ—হা।"

—"নয়? সেদিন ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে জয়ের বিষ উদ্গীরণ করেছিল কে শুনি?"

—"কিন্তু পর মুহূর্তেই সে-বিষ যখন অক্রুর অমৃতে রূপ নিল তখন সাবধানতার শুষ্ক অভিনয় করল কে শুনি?"

—"শ্রীমৎ স্বপন?"

—"নয় তো কি শ্রীমতী আনা?

—"একশোবার।

—"প্রমাণ?"

—"আজকেই খানিক আগের কথা ভুলে গেলে?" ব'লেই স্বপন ভুল বোঝে।

—"কী?—টেলিগ্রামটা কার জিজ্ঞাসা করলাম না ব'লে?"

যা ভয় করেছিল তাই। স্বপন কাঠহাসি হেসে বলে: "ঠিক তা নয়।"

আনা তার কণ্ঠলগ্না হ'য়ে বলল: "ঠিক তাই। আচ্ছা! এখন থেকে সন্ধির পর মৈত্রী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাভাবিক হবে দেখে নিয়ো। বলো কার টেলিগ্রাম, বলতেই হবে।"

স্বপন বিপন্নমুখে ব'লে ফেলে: "চাঙের।"

—"দেখি।"

—"এমন কিছু দেখবার নেই—সে লিখেছে—" ব'লেই থামে—অনুশোচনায়।

আনা রূপালি হাসির ঝরণা বইয়ে দিয়ে বলে: "অত কুণ্ঠা কেন

গো? জানি ও-তার ক্যান্টনবাসীর নয়—স্পেনবাসিনীর। দাও—" ব'লেই তার বুক পকেট থেকে "এই যে" ব'লেই ছোঁ মেরে তারটা কেড়ে নিল।

—"আগে কী করো আনা ?"

—"বলিনি—এখন থেকে পূর্ণ মৈত্রী? সুতরাং এ-তার দেখার অধিকার আমার মারে কে? দেখি স্পেনবংশোদ্ভবা কী বলেন ?"

স্বপন টেলিগ্রামটা ঠিক অমনি ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে যায়। কিন্তু আনা সতর্ক ছিল, চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়। স্বপন তাকে ছুটে ধরতে যাবে এমন সময়ে ও শার্সিটা দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রেই ছিটকিনিটা দেয় মেলে। স্বপনের এমন অসম্ভব রাগ হয়!... সঙ্গে সঙ্গে একটা অনির্দিষ্ট অথচ নিশ্চিত আশঙ্কায় তার সমস্ত মনটা হ'য়ে ওঠে কালো! · সে আনাকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে শার্সির মধ্যে দিয়ে। কেন যে টেলিগ্রামটা লুকিয়ে রাখেনি ছাই!...

লাফালাফিতে আনার মুখ ঈষৎ রাঙিয়ে উঠেছিল, টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে সে-মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হ'য়ে গেল। সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাশের রেলিঙ চেপে ধরে। স্বপন সজোরে ধাক্কা মারতেই ছিটকিনিটা যায় ভেঙে। আনার কণ্ঠবেষ্টন করে ও।

—"অমন করছ যে? আনা!"

—"ও কিছু না, মাথাটা কেমন হঠাৎ ঘুরে উঠল এক্ষুনি ঠিক হ'য়ে" —কথা জড়িয়ে আসে ওর—

আনাকে স্বপন ধ'রে ফেলে।...পরে ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এনে শোয়ায়

বিপর্য্যয়

আনা চোখ বুঁজে বলে : "ভয় নেই, একটু মাথা ঘুরছে মাত্র।" ব'লে চোখ চাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু চেয়ে থাকতে পারে না।

স্বপনের বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে!...এ কী ঘ'টে গেল!...ছি ছি, কেন মিছিমিছি মিথ্যা বলতে গেল? কতবার তো সে দেখেছে যে, মিথ্যার ফল এমনিভাবেই ফলে—ঠিক যেখানটায় মানুষ নিজেকে সব চেয়ে নিরাপদ ভাবে সেইখান দিয়েই হয় জখম।...অথচ তবু কত কী উলটো-পালটা যুক্তি, শঙ্কা, কুণ্ঠা এসে যে সহজ সত্যাচরণের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়!...একটা মুহূর্ত্তের ঝোঁক, একটা চকিত চমক, একটা সংশয়ের বিদ্যুদ্দীপ্তি...অমনি দেখে কি—সত্যের সহজ বর্ত্মে চক্ষের নিমেষে কোন্ এক আলাদিনের দৈত্য উড়িয়ে এনে ফেলেছে আকাশচারী পাহাড়...এতটুকু দ্বিধা থেকে গর্জ্জে উঠে দাঁড়িয়েছে কত যে মিথ্যার ঝাঁঝি! চোখ যায় ঝাপসা হ'য়ে...মন সোজা পথেও পারে না টাল সামলাতে... হৃদয় অনুভব করে মানুষ কতই অসহায়!...এতটা ঘা আনা কখনই খেত না যদি না সে—কিন্তু এখন আর পশ্চাত্তাপে ফল কি? ও আস্তে আস্তে আনার কপালের উপর ল্যাভেণ্ডার-পটি লেপে দিয়ে ওকে পাখা করতে করতে বলে : "ডাক্তার সিরেরাকে ফোন করব আনা?"

আনা কোনো কথা না ক'য়ে শুধু হাত নেড়ে জানায়—না।...একটু বাদে চোখ চেয়ে মৃদুস্বরে বলে : "সামান্য একটু মাথাঘোরা মাত্র।" ব'লেই ফের চোখ বোঁজে।...

আনা লজ্জিত বোধ করছে এতটা আত্ম-কর্তৃত্ব হারানোর জন্যে। তাই ওর হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত অমন সসঙ্কোচে টেনে নিল!...

ত আকুঞ্চন যে তার চেনা!...মানিনী! তার উপর একটু

আগেই সব কথা অকপটে খুলে বলেছিল কতই না প্রত্যাশা নিয়ে! স্বপনের মনে পড়ে, সন্ধ্যা একদিন তাকে: "দিদি, মেয়েরা যখন খুব লজ্জায় কিছু একটা ব'লে ফেলে—তার জন্যে লজ্জা কিন্তু বোধ করে না যদি ভালোবাসার জোর থাকে।"

স্বপন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল: "কিন্তু কেন করে না? তাদের আত্মমর্যাদা তেমন নেই ব'লে?" সন্ধ্যা ভ্রূকুটি ক'রে উত্তর দিয়েছিল: "না গো বীরপুরুষ, না। তারা ভালোবাসতে জানে ব'লে। তোমাদের মতন প্রতিপদে আপনাকে কেন্দ্র ক'রে ঘোরে না ব'লে। ভালো যে বেসেছে সে-ই জানে—কত ইচ্ছে হয় জানাতে যে, সে ভালোবাসার ক্ষেত্রে কত দুর্বল! দুর্বলতা অন্য সব ক্ষেত্রেই দেয় লজ্জা—কেবল প্রেমের ক্ষেত্রেই আনে গৌরব।"

স্বপন আনার নিমীলিত দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ দুটির পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে এ-কথাগুলি বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবে। সত্যি। আনাও তার আজকের আচরণে প্রকারান্তরে এ-কথার সত্যতার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়নি কি? ও যে মরিসকে ছাড়বার অভিনয় করেছিল স্বপনেরই জন্যে—ভাবতে তার বুকের মধ্যে কেমন একটা গর্ব উপ্‌ছে পড়ে কিন্তু:—অম্লানবদনে মহত্ত্বের ভাণ করেছিল—এ লজ্জার ইতিহাস ও এমন সানন্দে স্বীকার করতে পারল তো! স্বপন পারত না কখনই। নীরার কথার মধ্যে বুঝি খানিকটা সত্য আছে বা: শিল্পী প্রকৃতি বোধ হয় সত্যই একটু বেশি রকম অভিমানী—আত্মকেন্দ্র। মেয়েরা প্রকৃতিতে ধাত্রী, সখী, পালিনী—শিল্পিবর্শিণী তো নয়—তাই ওরা প্রেমের ক্ষেত্রে এভাবে নিজের চারদিকেই পরিক্রমা করে না, নিজেদের দুর্বলতাও দয়িতের কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে এত আনন্দ পায়!

তবে এ-ও বোধ হয় ওদের ক্ষেত্রে ঘটে—স্বপন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবে

—ওদের নারীশিক্ষারই প্রতিক্রিয়ায়। নারীর প্রকৃতিতে লজ্জা অন্ততঃ আজ অবধি পুরুষের চেয়ে বেশি। জগতের রূঢ় আঘাত থেকে ওরা স্বতই আশ্রয় চায় কোনো নিরাপদ নীড়ে। জনতার নিষ্করুণ চোখের দৃষ্টিতে ওরা ভয় যদি না-ও পায়—অস্বস্তি নিশ্চয়ই বোধ করে। যতই পুরুষালি ঢং ওরা আয়ত্ত করুক না কেন—পুরুষের মতন খোলা হাওয়ায় ওদের বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি ফুটতে পারে না। অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ—মানে, মেয়েলি পুরুষও তো আছে, কাজেই পুরুষালি মেয়ে থাকবে না কেন? নির্মুক্ত হাওয়া, খোলা আকাশের চাঁদোয়া, তটহীন সিন্ধু—ওদের বুকে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসে। এ চাপের থেকে ওরা প্রতিপদে চায় ছাড়া, চায়—জীবনের দিনানুদৈনিক ক্ষতিপূরণ—প্রেমের ক্ষেত্রে। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে ওদের মন পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি খোলা—অর্থাৎ, ঢের বেশি অকুণ্ঠ!...এই তো, আজ খানিক আগে আনা কী উচ্ছ্বসিতই না হ'য়ে উঠেছিল—তার অভিনয়-করার লজ্জাজনক ইতিহাস খুলে ব'লে। জীবনে ওরা স্বভাব পর্দানশীন—তা কী য়ুরোপে কী ভারতে—তাই প্রেমে ওরা নিরন্তরই সুযোগ খোঁজে বে-আব্রু হবার।

তাই তো আজ আনার অত বেজেছে—স্বপন বোঝে বৈ কি। ঠিক যে-সময়ে ও স্বপনের কাছে নিজেকে সব চেয়ে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছিল—ঠিক যে-সময় এ-আত্ম-উন্মোচনের প্রতিদানে স্বপনের প্রশ্রয়ে ওর দুর্ব্বলতার দৈন্য প্রেমের গর্ব্বে রূপান্তরিত হবে ভেবেছিল—সেই সময়েই কিনা ঐ তারটা তার হাতে পড়ল!···ওর মন গেল কুঁকড়ে। ওর প্রেমের মর্য্যাদা রইল কই? তৃতীয় ব্যক্তির রূঢ় ঘায়ে সব স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের ভরসাই যে গেল ধূলিসাৎ হ'য়ে!—স্বপন সব এত স্পষ্ট দেখতে পায়!···এ-সব সূক্ষ্ম লেন-দেনে সময়ে সময়ে যেন তৃতীয় নয়ন ওঠে ফুটে সত্যিই: সব মনের কথা দেখা যায় যেন কাচঘেরা অন্দরমহলের মতন! একটা মুক্ত দৃষ্টিতে

শুধু সুখই নেই—দুঃখও থাকে বৈ কি···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা তৃপ্তিও মেলে। আশ্চর্য! প্রতি নির্মুক্ত দৃষ্টিই ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটা সত্যিকার তৃপ্তিও দেয়, তা সে যাকেই দেখুক না কেন—কী মহিমা কী গ্লানি, কী সুন্দর কী অসুন্দর, কী গৌরব কী কলঙ্ক। প্রতি অনুভূতিরই সত্যস্বরূপকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে যখন পাই তখন তাতে যুগপৎ স্রষ্টার ও দ্রষ্টার গৌরব মেলে। কেন মেলে?—এইজন্যেই কি যে, সত্য দৃষ্টি সত্য সৃষ্টিরই সগোত্র? প্রকাশ তো খানিকটা অবান্তর—পাঁচজনের জন্যে রূপের প্রসাধন-প্রবৃত্তি। কিন্তু এই রূপ উলঙ্গ শিশুর মতন জন্মায় ঠিক কখন? না, দ্রষ্টা যে-মুহূর্তে ঠিক দেখল। তাই সৃষ্টিও সে অজ্ঞাতসারে করেছে তখনই—যখন রূপভ্রূণ তার দৃষ্টি জরায়ুর মধ্যে নিল জন্ম। সব সৃষ্টির গর্ভাধান হয় এই দৃষ্টির সঙ্গে সত্যের সঙ্গমে।—প্রতি নিঃশঙ্ক নিঃসংশয় দেখার ভঙ্গির মধ্যেই প্রকাশের ব্যঞ্জনা স্বতঃস্ফূর্ত। ভাব ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য। ভাবের উত্তাপে ভাষা তেমনিই দুর্নিবার ছন্দে বেরুবে—যেমন ছন্দে বেরোয় গৈরিক ধাতু—ভূগর্ভের প্রসব-উত্তাপে।

আশ্চর্য, এ উৎকণ্ঠার সময়ও ওর এইসব কথা মনে হ'ল!···আর এতস্পষ্ট ভাবে! কত সময়েই ও দেখেছে যে, গভীর বেদনার সময়েও ওর একটা অংশ নিঃস্পৃহভাবে সব দেখে—যে-অংশ অটল, অচল—যে সবেরই মধ্যে পায় রস—তা কী গভীর দুঃখে, কী গভীর সুখে। বুঝি তাই মনীষীরা বলেছে শিল্পী প্রতি অভিজ্ঞতাকেই তার সৃষ্টির সমিধ্ হিসেবে করে আত্মসাৎ?

হঠাৎ আনার কণ্ঠস্বরে ও চমকে ওঠে: "স্বপন!"—স্বর এত ক্ষীণ!—আহা, বেচারি!···

—"কী আনা?" স্বপন খুব ঝুঁকে ওর গালে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

—"আমি একটু ভালো বোধ করছি, আমাকে আমার ঘরে শুইয়ে দেবে? একটু ধরলেই যেতে পারব।"

—"কাজ কি আনা? থাকো না এখানেই।" ব'লে স্বপন ওর পাণ্ডুর গালে হাত রাখল।

আনা মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল: "আমি একটু ঘুমবো।"

—"বেশ তো আনা, আমি এ ঘরেরই নীল পর্দাগুলো টেনে আরও অন্ধকার ক'রে দিচ্ছি।"

—"না না—আমার ঘরেই যাই। একটু একলা থাকতে চাই।"

কথাগুলি খুব সহজস্বরে উচ্চারিত হ'লেও পিছনে যে পুঞ্জীভূত বিষাদ বর্ষণোন্মুখ তা বুঝতে অন্তর্যামী হ'তে হয় না। স্বপনের বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে! অথচ কী বলবে সে?—বলবার আছে কী? দুজনেরই হৃদয় দুজনের প্রতি উন্মুখ · এমন উন্মুখ বুঝি কখনো হয়নি!··· অথচ তবু···না, ও ভাবাই চলে না···অসম্ভব! সব যেন ভেঙে গেছে। অনেক-যত্নে-গড়া তাসের প্রাসাদের মতন সব নিশ্চিতা যেন ছত্রাকার হ'য়ে প'ড়ে·!···কেন এমন হয়? কার দোষে ঘটে এমন? আনার? সন্ধ্যার? স্বপনের?

—"কী? কথা কচ্ছ না যে?"

স্বপনের চমক ভাঙে: "ও—হ্যাঁ। চলো।"

ও আনাকে অতি সন্তর্পণে ধ'রে ওঠায়। অতি স্নেহের সঙ্গেই ওকে ধরে বটে কিন্তু অবসন্না বাহুলগ্নার কোমল দেহের উত্তাপ যখন তার পঞ্জরে লাগে তখন তার স্নেহের মধ্যেও হঠাৎ কেটে পড়ে কেন সেই আবিলতা। ও চঞ্চল হ'য়ে উঠে ডানহাতে আনার কটিবেষ্টন ক'রে নিয়ে চলে। আনার মাথা ঠিক ওর কাঁধের 'পরে, আর বাঁ হাত ওর গলা জড়িয়ে। পা টলছে, ওর উন্মুক্ত কণ্ঠ দপ্ দপ্ করছে এত জোরে যে, স্বপন স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছে !···ওর দেহ মন যেন কোমলতার কারুণ্যে আবেশে এলিয়ে !
···সঙ্গে তপ্ত উন্মুখর স্পন্দমান আবেগ ! · ওর ইচ্ছা হয়···কিন্তু না। আর কেন ? যা যেতে চাইছে তাকে যত শীঘ্র বিদায়—ও প্রাণপণে আত্মসংবরণ করে। এ-সব ভাবনা ভাবারও বিপদ।

* *
*

—"তা হ'লে আমি যাই আনা ?"—যতখানি কোমলতার সম্পদ ওর ছিল ওর এ-স্বরভঙ্গীর সূক্ষ্মতম রেশের মধ্যেও নিঙ্ড়ে শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ও ঢেলে দেয়—উজাড় ক'রে।

আনা স্তিমিতকণ্ঠে বলে : "ধন্যবাদ মনামি। কেবল ঐ সবুজ আলোটা জেলে দাও—সঙ্গে ওর ঘোমটাটা—হ্যাঁ, ওটাও আর একটু টেনে দাও—ধন্যবাদ। চাপা সবুজ আলোয় অনেক সময় আমার স্নায়ুগুলো এমন আরাম পায় !"···

স্বপন অতঃপর ওর কাছে এসে দুই গালে দুই করতলের নিবিড় চাপ দিয়ে বলল : "ঘুমোও শেরি !"

চক্ষের নিমেষে আনা দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ওর মুখ নিজের বুকের মধ্যে টেনে ধরে চেপে। স্বপনের দেহে বিদ্যুৎ ওঠে জেগে। কিন্তু কী কোমল বিদ্যুৎ !···

হঠাৎ আনার কান্নার শব্দ। স্বপন ওর বুক থেকে মুখ তুলল।
—"কী আনা ?"

আনা পাশ ফিরে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে থাকে।

—"ছি আনা। অমন করে কি ?"

কোনো শব্দ নেই। কেবল রুদ্ধ-ক্রন্দনে ওর দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে।

স্বপন ওর মুখের খুব কাছে ঝুঁকে বলল : "ছি আনা, তোমার শরীর—"

কিন্তু এমন খাপছাড়া শোনায় !···

স্বপন কী যে বলবে ? অথচ ওর দেহে মনে আধফোটা গোলাপের ভিতরকার মখমলের-মতন-কোমলতা যেন সমস্ত মরুভূমিকে কোমল মেদুর উর্বর ক'রে তুলতে চাইছে। কী হিল্লোল এ-আকাঙ্ক্ষায় ! অথচ কী ব্যর্থ !···তার মনে জেগে ওঠে এমন একটা বিষাদ !···মানুষ কী নিঃসহায় ! একটা সামান্য টেলিগ্রামের কয়েকটি শব্দ পড়া আর এ কী বিপ্লব ঘ'টে গেল ? সঙ্গে সঙ্গে যে ছিল করতলগত সে আজ কত দূরে···অথচ প্রেম যখন এমন নিবিড়···বাসনা এমন উদ্দাম—কথাটা স্বীকার করতেও ওর কুণ্ঠা হয়—তবু সত্য তো। ওর এই চাপা কান্নার সামনে সে আজ এমন গভীরভাবে অনুভব করে প্রেমের সান্ত্বনাদানের একান্ত অক্ষমতার কথা ! ···ভুল ভুল · কবিরা কল্পনায় পরকেও ঠকায়···নিজেদেরকেও : প্রেম সর্বজয়ী ? দূর্। জগতে প্রেমের চেয়ে নিঃসম্বল কে ?

কতক্ষণ এ-রকম অসহায় ভাবে কাটে ওরা কেউ জানে না। হঠাৎ আনা ওর দিকে ফিরতেই স্বপন ওর গণ্ডে হাত রাখল। তৎক্ষণাৎ আনা আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। ওদের ওষ্ঠাধর হ'ল মিলিত—বিলম্বিত চুম্বনে।···

স্বপনের দেহ আবেশে স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে। সব সে ভুলে যায় আর কি··· হঠাৎ ঐ আবার আনার কান্না।···এ কী ! এ যে প্রায় হিষ্টিরিয়া !

স্বপন সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে !···ওকে এত বিবশ সে তো দেখেনি কখনো।

হঠাৎ আনা বলল : "আমার মাথা বড্ড ঘুরছে স্বপন—চোখে অন্ধকার—কাছে এসো।"

স্বপন তার পাশে অর্দ্ধশায়িত ভাবে শুয়ে তাকে বাহুপাশে টেনে নিয়ে

হাওয়া করতে লাগল।...হঠাৎ মনে হ'ল আনার যেন সাড় নেই। ও ভয় পেয়ে গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম···হাত শক্ত। একটু ভরসা পেলে। মূর্চ্ছা।··বাঁচা গেল। টেলিফোন ধরল।···

—"ডাক্তার সিয়েরা।"

—"এক্ষুণি আসুন একবার। মাদমোয়াসেল হ্যাপ মূর্চ্ছা গেছেন।"

* * *

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার সিয়েরার মোটর-হর্ণ শোনা গেল।···

পাখা রেখে স্বপন উঠে দাঁড়াল। টর্চটা আনার মুখের কাছে ধরল।

—"মূর্চ্ছা কেটে গেছে। এখন ঘুমচ্ছেন, থাক। ঘুমতে দিন। এখানে কথা না। বাইরে চলুন।"

স্বপন বাইরে এল।

—"ব্যাপারটা কী?"

স্বপন নতমুখে বলল: "কী আর? পারিবারিক দুর্ঘটনা—একটি তার।"

—"ঐ তো।" ডাক্তারের মুখে বিচক্ষণ হাসির চকিত আভা খেলে গেল।

—"কী করব বলুন?" স্বপন মুখ নিচু করল।

ডাক্তার হাসলেন: "আপনি আর কী করতে পারেন? শুধু এইটুকু জেনে রাখবেন যে—ভয় পাবেন না, এখনো তেমন ভয়ের কিছু ঘটেনি—তবু সাবধান হ'তেই হবে। কোনো রকম উত্তেজনা বা প্রবল আবেগ ওঁর হার্টের ও শরীরের এই দুর্বল অবস্থায়···বুঝেছেন তো?—তবে যদি ঘন ঘন মূর্চ্ছা না হয়—বুঝলেন না—তা হ'লে আশু কোনো সঙ্কট নেই। আর—" ডাক্তার অমতা আমতা করতে লাগলেন।

—"কী ? বলুন নিঃসঙ্কোচে।"

—"এমন কিছু না। এ সময়ে সেক্স-সংক্রান্ত কোনো উত্তেজনাও— কিছু মনে করবেন না মশিয়ে—"

—"না না। আপনার কী।"

* *
*

ছি ছি !—শেষে ডাক্তার মিয়েরাও তাকে ভাবলেন—? লজ্জায় তার শরীর শির্ শির্ ক'রে উঠল ! ··অথচ কে না ঐ কথাই ভাববে—? আর এমন যোগাযোগ—,স, সব চেয়ে নিষ্ফল—প্রতিবাদ।···ভাগ্যে আজই সন্ধ্যা আসেনি !···

লকেট

স্বপন সমুদ্রের ধারে একলা একলা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।— কতক্ষণ ? —ও নিজেই জানে না। যখন ফিরল—হোটেলের ডিনার্ সমাধা হ'য়ে গেছে। ওর পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করল খাওয়া হয়েছে কি না ? ও অন্যমনস্ক ভাবে বলল : "হয়েছে।"

কিন্তু দোতলায় উঠে নিজের শয়নকক্ষে ঢুকল না, ঢুকল পাশে আনার ঘরে—নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে। আনা ঘুমচ্ছে। সবুজ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে স্তিমিত আলোও ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মুখে। কী সুন্দর !···ও মুগ্ধ-নেত্রে চেয়ে থাকে !···আনার মুখে একটুকরো ছিন্ন হাসি লেগে যেন !...থেকে থেকে ঠোঁট দুটো সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠছে ! সবুজ আলোয় 'রোজ' রঙের ব্লাউসটা এত অপূর্ব দেখাচ্ছে ! · দু-একটা চূর্ণ-কুন্তল অল্প নড়ছে— পাশের জানালার একটা ছোট্ট পাখী দিয়ে সামান্য ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে কি না। সেই লকেটওয়ালা সরু সোনার হারটা ওর উন্মুক্ত

কণ্ঠে দীর্ঘছন্দ নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে পড়ছে। স্বপনের হঠাৎ বাসনা ওঠে জেগে!···আর একটু কাছে স'রে যায়।—সত্যিই ওর ম্লান মুখে স্তিমিত হাসির রেশ। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছেই বটে। কী সুন্দর! চোখ ওর আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ইসাবেলা, সন্ধ্যা কেউই বুঝি এত মায়াময়ী নয়। রূপে হ'তে পারে, কিন্তু লাবণ্যে নয়। সন্ধ্যা? সুন্দরী নিশ্চয়ই; কিন্তু এমন বিষাদময়ী মাধুরী তার মুখে ফুটে উঠবে কী ক'রে? ইসাবেলা? তার রূপ চোখ ঝলসে দেয়—সত্য, কিন্তু মনকে এমন ক'রে ডাকতে পারে কখনো?·· ভাবতে তার অন্তরের নিভৃতে কেমন একটা গর্ব জাগে···এমন যে আনা—সে একান্ত ক'রে তাকেই চায়!···কিন্তু সে হিল্লোল ক্ষণিকের···তার পরেই গর্ব বিষাদে ভেঙে পড়ে! এত কাছে ও···তবু কত দূরে!

কত দূরে! কথাটি উচ্চারণ করতে ব্যথা বাজে!···

সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা ওঠে জেগে! সুদূরকে সমীপে-ডাকার সেই চিরন্তন আকুতি!···এত ইচ্ছা করে আনাকে জাগাতে!···কাছে পেতে!···বাধা?—কেন? একরাত্রির জন্যেও কি ও সব ভুলতে পারে না? বলতে পারে না: ভুলবে কর্ত্তব্য, ভুলবে সমাজ—ভুলবে সব? নিজের 'পরেও জাগে ঘৃণা: এখানে এসে অবধি শুধুই কুণ্ঠা ও দ্বন্দ্বের দোলা!··এই-ই কি তার ভাগ্য-বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান: এই অশ্রান্ত দোলা—দোলা—দোলা?·· বিধাতার প্রতি ক্ষোভে তার মনটা ওঠে বিরস হ'য়ে: কেন? কী জন্যে এত শত বিড়ম্বনা? কী ক্ষতি হ'ত কার শুনি, যদি··

না—এ চিন্তাও নিষ্ফল! তা ছাড়া আনার দেহ মন এত অসুস্থ। তার উপর ডাক্তার সিয়েরার অর্থপূর্ণ মৃদু হাসি! সব চেয়ে বড় কথা: ওঁর সাবধান-বাক্য!···অসম্ভব! ও জেগে। পা টিপে টিপে—

ঐ—আনার কাতরানি না ? ও ফিরে চায়। না তো। ও তো ঠিক তেমনিই অকাতরে ঘুমচ্ছে···কেবল ঘাড়টা আরও তারই দিকে ফিরিয়ে। স্বপন ফের তার কাছে স'রে যায় : যদি ও হঠাৎ আপনা থেকেই জাগে···লোভ হয় এত !

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ে লকেটটার 'পরে। তার ডালাটা ঈষৎ খুলে গেছে—কার ছবি ? নিশ্চয় মরিসের—আর কার ? এ সময়েও হঠাৎ কোথায় খচ্ ক'রে ওঠে ওর বুকের মধ্যে। না না—নিশ্চয় মসিয়ে বেনারের। মনের মধ্যে কেমন তৃপ্তি আসে। দেখিই না। দেখা অন্যায় ?—দূর্—কী হয় দেখলে ?

চোরের মতন সন্তর্পণে ওর লকেটের ডালাটায় সে হাত দেয়। আনার মুখ থেকে নির্গত হয় ফের সেই অর্দ্ধস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি ! স্বপন লক্ষবেগে পিছু হটে। এমন ভয় হয় !···ছি ছি। আনা দেখে ফেলেছে ! লজ্জা ! লজ্জা !

না। ও তেমনিই ঘুমচ্ছে। এবার পুরোপুরি ফিরল এপাশ। সর্ব্বরক্ষে ! বিধাতা করুণাময়—একশোবার।

ডালাটা আরও খুলে গেছে। ও ঝুঁকে দেখে। হাত দেবার দরকার হয় না—আর ওতে হাত দেবে না—ভুলেও। এ কী ! কার ছবি ?—তার নিজেরই !!

তার বুকের সমস্ত রক্ত যেন বাহু তুলে ধেয়ে আসে তার পঞ্জরগুলোকে নিশানা ক'রে ! এত সামান্য আবিষ্কারে মানুষের স্পন্দনের সওয়ার যে রক্ত-তুরঙ্গম ছুটিয়ে চলতে পারে···

ওর ছবি ! স্বপনের !! আনার বুকের গোপন লকেটে !!! আর এটা হ'ল কি না সামান্য আবিষ্কার ? স্বপনের জীবনে এর চেয়ে বড় আবিষ্কার কবে হয়েছে ? কলম্বসের জীবনেই কি

হয়েছে ? তার রক্তের প্রতি বিন্দু সায় দিয়ে তারস্বরে বলে : না না না।

ওরে মনে পড়ে একদিন মাত্র এ-হারটা ও আনার টেবিল থেকেই তুলে নিজ হাতেই আনাকে পরিয়ে দিতে গিয়েছিল। আনা নক্ষত্রবেগে ওর হাত থেকে হারটা ছিনিয়ে নেয়। ও বুঝেছিল লকেটটার জন্যেই। ভেবেছিল কোনো গোপন প্রণয়ীর ছবি বুঝি বা। কে জানত যে ওরই পাসপোর্টের জন্যে তোলা একটি ছোট্ট ছবি—যেটা একদিন আনা হাসি ঠাট্টার মাঝখানেই আত্মসাৎ করে ওর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে—সেই ছবিটা ওর কাছে এত যত্নের !

এ আবিষ্কার হ'ল সামান্য !

ও পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়। এমন বিষাদ আসে ছেয়ে—আচম্বিতে !...

জয় ?—না পরাজয় ?

হঠাৎ বিছানায় এসে ও শুয়ে পড়ে। মোটে রাত ন'টা—তবু। কী করবে আর ? আশ্চর্য্য,—তার মনের কোণে সান্ত্বনা প্রবোধ ভরসা কিছুরই বাষ্পও নেই...আছে কেবল নিকষকালো বেদনার এলোচুল ! এলোচুল ! কোত্থেকে যে এ-খাপছাড়া উপমাটা আসে...অমনি ওর মনে হয় যেন ওর সমস্ত বুকটা কার বিস্রস্ত এলোচুলে ভ'রে গেছে !... স্পষ্ট দেখতে পায় !...হঠাৎ মনে হয়—ও ! সবুজ আলোয় আনার খোলাচুল ঠিক এমনিই দেখাচ্ছিল ! কী আশ্চর্য্য ! চোখের মধ্যে দিয়ে মন যে কখন সে-রঙ সে-গন্ধ সবই ছেঁকে নিয়েছিল—ও জানতেও পারেনি ! ওর বজ্রবুকে মনে পড়ে ও চেয়ে চেয়ে দেখছিল কেবল আনার

দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ, সুডোল বাহু, বাঁকা ঠোঁটের আবছা হাসি ও পুষ্পিত দেহলতা। কিন্তু ওর মন আনার চুলের ছবিটিও এঁকে নিয়েছিল যে কোন্ গোপন পটে?—কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে? স্বপ্নেও বুঝি এম্‌নিই ঘটে, না, যা চোখে দেখি কানে শুনি অথচ ভুলে যাই তা-ও স্মৃতির পটে ছাপ রেখে যায়ই—তার নাম অবচেতনই দাও বা যা-ই দাও। ভোলে না মানুষ কিছুই। তাই জন্যেই না এত বিপদ!…অসতর্ক পলে বিস্মৃত কত কী জেগে ওঠে…বাধায় কুরুক্ষেত্র!…

চুলের ছবির সঙ্গে গন্ধ ওঠে জেগে। আনা কি একটা মৃদু সৌরভ এসেন্স মাখত চুলে!…খুবই ফিকে গন্ধ—ও কতদিন এই নিয়ে আনাকে ঠাট্টা করেছে। তাতে আনা প্রায়ই মুখ টিপে হাসত; শুধু একদিন উত্তর দিয়েছিল: "এ ফিকে গন্ধ তোমার ভারিক্কি মনেও একদিন হয়তো ঘন হ'য়ে উঠতে পারে বন্ধু, অত ঠাট্টা কোরো না।" আজ সে-কথাটা বার বারই মনে হয়!…আনার কাছে এটা ছিল বুঝি বহু-পরীক্ষিত সত্য? ও বুঝি চেয়েছিল এইসব ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে স্বপনের মনে তার ছাপ রেখে দিতে? Nothing is unfair in love and war—চাং বলত। আনা কি জেনেশুনেই এ-সব সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় রাখত?

সত্যি, আজ ওর চুলের পরিচিত ফিকে গন্ধ এত নিবিড় হ'য়ে উঠেছে স্বপনের মনে!…আনা—শুধু আনা কেন—এদেশের মেয়েরা প্রায়ই দূরদর্শী—নয়?—বিশেষ ক'রে এই ছলাকলার ক্ষেত্রে? তার ওপর কলাবিলাসিনী হ'লে তো কথাই নেই: এ-সব যন্ত্রবিদ্যায় তাদের হাতে খড়ি হয় যে কৈশোর থেকে!…

আহা বেচারি! কত নীরব সাধনাই না করেছে ও! সব জেনে-শুনে। "জেনে যে, ও বিবাহিত। জেনে যে, সন্ধ্যাকে ও ভালোবাসে।" আনার বিষাদ-করুণ-মিড়ে-উচ্চারিত এ দুটি কথা বার বার তার হৃদয়ে

ঝণিয়ে ঝণিয়ে ওঠে এস্রাজের মূর্চ্ছিত সুরে।—আনা ওকে চেয়েছিল জেনে—যে, এর শেষ অঙ্কে ট্র্যাজিডি ছাড়া আর কোনো সুরই বাজতে পারে না। আহা!

তবু আনা ওর লকেটটিতে রাখত তারই সামান্য একটা ছবি! বুকের সব চেয়ে কাছে!! তাই বুঝি এইটেই ছিল ওর গোপনতম রহস্য? এমন কি, ওর অভিনয় করার কথা প্রকাশ ক'রে দেওয়ার সময়েও এ-কথাটা ও প্রকাশ করেনি। স্বপনের মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে: আনার সব চেয়ে ভয় ছিল—পাছে কারুর চোখে ওর কোনো আচরণ সেন্টিমেন্টাল ঠেকে!··· ওর কাছে দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশ, কান্নাকাটির চেয়েও লজ্জাকর এই গোপন উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা। শুধু ওর কাছে কেন? সকলেরই কাছে। এ যে বড় দরদের জায়গা···অস্ফুট কুঁড়ির রক্তিমতম বুকটুকুর পেলবতম রং যে এ;—সমালোচকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির কাছে ভরসা পাবে কেন? শুধু তার কাছে এ গোপনতম বর্ণের লালিমাটুকু মেলে ধরা চলে যে বিচার করবে না—যে শুধু বুঝবে। বাকি সকলের কাছেই এ উচ্ছ্বাস।

স্বপনের বুকের মধ্যে জেগে ওঠে করুণা!···এমন করুণা! কোমলতা! ···এমন কোমলতা!···

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে বাসনা! আনাকে যদি আজ কাছে পেত ···একবারটির জন্য মাত্র একটিবার!···কেন?···হয় না কি? ওর লকেটের গোপনতম ইতিহাস জেনে ও যে-অপরাধী হ'য়ে রইল—অন্ততঃ, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়াও ওর কর্তব্য নয় কি?

যতই ভাবে ততই তার রক্তের স্রোতে নিবিড় হ'য়ে ওঠে—মাদকতা। সন্ধ্যা তো এল ব'লে। কী ক্ষতি হ'ত যদি—

না—প্রাণপণে এ-চিন্তাকে ও রাখে ঠেকিয়ে। সন্ধ্যের সব চেয়ে

পরাক্রান্ত শত্রু যে এই প্রথম দিককার চিন্তাকণার প্রশ্রয়। এ-কণার প্রকৃতি রক্তবীজের: প্রতি কণা সহস্র কণার জন্ম না দিয়ে ক্ষান্ত হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম তুচ্ছ বিদ্রোহী কণা গোড়ায় আসে মিতালির ভঙ্গি নিয়ে। বলে: "বেশি কিছু না—কেবল একটু ভেবেই দেখো না ভাই।" সে-সময়ে তার রূপ হয় কাকুতির। অথচ ক্ষণিক প্রশ্রয়-সিঞ্চনের পরেই পেলব অঙ্কুর হ'য়ে দাঁড়ায় বনস্পতি...তখন তাকে উন্মূলিত করে কার সাধ্য? স্বপনেরও মন শেষটায় এ-সব চিন্তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না...হু হু ক'রে চূর্ণ বাঁধের প্রতি কণার উপর দিয়ে ঐ একই চিন্তার বান হু হু উচ্ছ্বাসে আসতে থাকে যে কত আন্দোলন কত ইঙ্গিত আস্ফালন নিয়ে!...

হঠাৎ সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি বেশ-পরিধান ক'রে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল সোজা নীসে। একটা কিছু করা দরকার ...নির্জনে এ চিন্তার সহস্র আকৃতি সহস্র হাতছানি আর তো সয় না! ...ট্যাক্সির ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার একটু ভালো মনে হ'ল। ফিরল যখন তখন রাত বারোটা। অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে এসেছে তখন অবসাদ। ঘুমিয়ে পড়ল।

* *
*

ঘুম ভাঙল ঘণ্টা তিনেক পরে। দূরের গির্জায় ঢং ঢং ক'রে চারটে বাজছে। কিন্তু নিদ্রাও তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে আজ: শান্তিদায়িনী সুষুপ্তিতে আসেনি—এসেছে বিক্ষুব্ধ স্বপ্নের অদ্ভুত হাতে। সমস্ত সন্ধ্যাবেলার জাগ্রত সংগ্রামে যে-সব চিন্তাকে ও অত চেষ্টায় নিরস্ত করল, স্বপ্নে তারাই ছাড়া পেয়ে তার মনটাকে নিয়ে করেছে

নক্ষযজ্ঞ। আনা যে কত মূর্তি ধ'রে কত ভাবেই এসে ওর সংযমের ব্যূহভেদ করতে চেয়েছে···আর সে কী অশ্রান্ত ভাবে!···জাগ্রত অবস্থায় আনা-সম্বন্ধে, তাদের সম্বন্ধে বাসনা উঠতে-না-উঠতেই দিয়েছিল রোধ ক'রে—কিন্তু করলে হবে কি?—তারা প্রত্যেকেই এসে হাত পেতেছে এ স্বপ্নের হিজিবিজি তাণ্ডবের মাঝখানে। আর সে কী নির্লজ্জ উঞ্ছবৃত্তি! কোথায় বা তার অহঙ্কৃত স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি! কোথায় বা আত্মসম্ভ্রম, পৌরুষ আত্মকর্তৃত্ব! লজ্জায় তার শরীর কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে···অথচ ভালোও লাগে, আশ্চর্য! সব চেয়ে বেশি হয় ক্ষোভ।···মনটা তার, না আর কারুর? এ কী ব্যাপার? তা হ'লে মানুষ করবে কী শুনি? মানুষ তার আচরণকে চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, কিন্তু চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে কী দিয়ে?···ইচ্ছা? কিন্তু হায়রে, স্বপ্নে যে এই ইচ্ছার কর্তৃত্বই যায় বিলুপ্ত হ'য়ে! শুধু কি তাই—স্বপ্নে এইসব পরাভব জাগ্রতেও রেশে যায় তার গ্লানি। এর উপায় কী? ও উঠে ড্রেসিং গাউন প'রে ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় এসে।···

সেখানে এক টুকরো বাঁকা চাঁদের ঝরণা ঝরছে রাশি রাশি ফেনার মুকুটে।—যেন ব্যর্থ সব! চাপা প্রত্যূষের ম্লান আলো দিগন্তের বুকে! যেন রজনীর তামসী অনীকিনীকে বিদলিত ক'রে ঊর্দ্ধবাহু উদয়ের নিষ্ফল চেষ্টার জন্যেই এ ম্লানিমা, নয়? চাঁদের টুকরোও তেমনি পরাস্ত ভঙ্গিতে চেয়ে!···কয়েকটা তারা···এখানে ওখানে মেঘের তাড়নায় বিমর্ষ।···সমস্ত প্রকৃতি যেন ওরই মতন বুকভাঙা—মনমরা।···

ওর একটা খণ্ডস্বপ্ন কেবল কেবলই মনে হয়—কিছুতেই তাড়াতে পারে না। যতবার হটিয়ে দেয় ততবার আসে ফিরে ফিরে। এক একবার নিরুৎসাহ হ'য়ে যদি বা ক্ষান্ত হয়—কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। ওৎ পেতে থাকে যেন—যেই একটু অসতর্ক হয়েছে সে-ই পড়েছে লাফিয়ে!

…সব চেয়ে…মুস্কিল এই যে তার উপবাসী দেহ কাল্পনিক চিন্তার নানা আহুতিতে একটু একটু ক'রে জ্বলে উঠতে চায় যে! ··ঐ—স্বপ্নটা ফের আসে—ভাবতে ভাবতে ও ফের চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।…প্রথমটায় এর প্রতিরোধ করে…কিন্তু শেষটায় শ্লথভাবে এ-চাঞ্চল্য বিলাসের স্রোতেই দেয় গা ভাসিয়ে…আর পারা যায় না। ভাবতে থাকে স্বপ্নটারই কথা। বাসনার স্বপ্ন

চঞ্চল হ'য়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে। ওঠে।

* *
*

আনার শিয়রে সেই সবুজ আলো তেমনি জ্বলছে। পা টিপে টিপে স্বপন ওর পালঙ্কের কিনারায় সন্তর্পণে বসে।…কী মনোহারিণী মূর্তি! চুল আরো বিস্রস্ত…গায়ের উপর একটা কম্বল টানা…কিন্তু কণ্ঠের কাছে সেটা স্খলিত হ'য়ে পড়েছে: ওর শুভ্র-হরিতাভ দ্যুতি ঝিকমিক্ ক'রে উঠছে …স্বপনের বাসনা উদ্দাম হ'য়ে উঠল মুহূর্তে! সে উদ্দাম কামনার মধ্যে কোথায় বা খানিক আগের কোমলতা··কোথায় বা নিবিড় করুণা… অনুকম্পা…বিষাদ! ··আছে শুধু এক লেলিহ ক্ষুধা!…আর অস্বীকার করার পথও থাকে কই—দৃষ্টি ওর সহসা এমনি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে! ও স্পষ্ট দেখতে পায় যে কে যেন তাকে চালাচ্ছে! অথচ প্রথমে তো কই এ-বাসনার সম্বন্ধে সত্যিই টের পায়নি গ্লানিকর কিছু! এ বাসনা যে এসেছিল দরদ, উপকার, আরও কত কী কোমল ছদ্মবেশ প'রে!

স্বপন রুখে ওঠে: কিছুতেই না। তার আত্মসম্ভ্রম এখনো তো ধূলিসাৎ হয়নি—এখনো সময় আছে!··কিন্তু হায়, পা যে ওঠে না!…তবু সে জোর ক'রে বিছানার কিনারা থেকে উঠে দাঁড়ায়। অর্ধস্বগত সুরে

বলে : "না না না—আমার পক্ষে এ কাজ !! তার ওপর যখন আমার শরীর এত দুর্বল··· ডাক্তার বলেছে।"

"ধিক ডাক্তার !"—বাসনা ফের ব'লে ওঠে চেঁচিয়ে। কিন্তু তার পরেই তার উগ্ররূপ আসে নরম হ'য়ে। বলে : "কী ছেলেমানুষি করছ বলো তো ? হেলায় হারাচ্ছ ? পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে হবে মনে রেখো। জীবনে এ-সুযোগ বার বার আসে কি ?—একবার পায়ে ঠেললে তো আসবেই না আর।"

"তা ছাড়া"—এ স্বর বলে—"এ-দানকে বিধাতার দান ব'লেই জেনো। অন্যায় ? কে বলে ? কী ?—বাসনা হচ্ছে ভ্রম ? কোন্ সত্যরূপের নিকষে এটা ধরা পড়ল শুনি ? আর ধরো যদি এ ভ্রান্তিই হয়—কী তাতে ?" এ স্বর শেষটায় গর্জন ক'রে ওঠে : "ওরে মূর্খ, দেখ্ ওই দেহলতা ওই যৌবন-সমৃদ্ধা—পুষ্পশুভ্রা—নবনীত-কোমলা—তবু এ-সুযোগ—"

স্বপন প্রাণপণে মুখ ফেরায়। আনার বিস্রস্তা এলায়িতা মোহিনী মূর্তির কাছ থেকে তাকে পালাতেই হবে।···এ রূপ তার বাসনাদীপ্ত নয়নের পক্ষে···

সে-স্বর বলে : "পালিয়ে আত্মরক্ষা ? মূঢ় ! মনে নেই চাঁদের কথা ? সে পেরেছিল ? যদি পারিস্—মরদের মতন যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ কর্—কেঁদে কোকিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে কে কবে জীবন-সংগ্রামে সার্থকতার বরণমালা পেয়েছে ?"

স্বপনের ভিতরের এক গভীর স্বর বলে : "এ-সময়ে পালানো মানে কাপুরুষতা কেমন ক'রে ?—মিথ্যার প্রলোভনকে দূরে ঠেলায় ক্লৈব্যের পরিচয়—না শৌর্যেরই ? বুঝতে পারো না কি, এর কবল থেকে স'রে যেতে কতখানি মনের জোরের দরকার করে ?"

কিন্তু হায়, তার চারদিকে কত বিরোধী যুক্তি যে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়! তার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হ'য়ে আসে!···

তবু সে ক্ষীণস্বর শেষবার বলে: "কিন্তু তুমি না ওর অভিভাবক?"

হঠাৎ—কোত্থেকে ও বুকের মধ্যে বল পেয়ে যায় এ-কথায়। সত্য। এ যে অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। কথাটা বার বার মন্ত্রের মতন উচ্চারণ ক'রে সে একটু জোর পায়। কোন্ প্রণালী দিয়ে কখন যে সহায় উদয় হয়!···সে দৃঢ় সুরে ফের বলে: অসম্ভব। আমার বাসনা যতই উদ্দাম হোক্ না কেন ওর স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে—ছি! নিজের চোখে যে চিরদিনের জন্যে ছোট হ'য়ে যাব।

বাসনা লোল জিহ্বা বিস্তার ক'রে বলে: "এতে কখনো কিছু হয়? আচ্ছা বিশ্বাস না হয়, ওকে জাগিয়ে দেখো।"

স্বপন ভাবে: "সেই ভালো।" কিন্তু বিপুল লজ্জা আসে। কী ব'লে জাগাবে ওকে? শুধু নিজের চোখে না, ওরও চোখে কি চিরদিনের জন্যে ছোট হ'য়ে যাবে না? ওর এত অসুস্থ শরীরে ওকে জাগিয়ে··· এ-কথায় ফের বল আসে ফিরে।

না। ও ফিরবেই।···

ফিরবার পথে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে সেই লকেটটির 'পরে। খোলা। ও আর একবার চেয়ে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সেই শুভ্র কোমলতার বান ফের ওঠে ডেকে। না, লকেটটি আর দেখবে না। ওটাকে বন্ধ ক'রে দেওয়াই ঠিক। তবু ওর মূর্তি আমার বুকের···ঐ শুভ্রশুভ্র স্নেহলতার এত কাছে!···

হাত বাড়ায় ওটিকে বন্ধ করতে। কে বলে: "থাক্ থাক্। তুমি স'রে গেলেই তো হয়"—কিন্তু কী এক অনামা আশায় যন্ত্রচালিতবৎ ও লকেটটিকে ধরে চেপে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে শোনে আনা ঘুমের ঘোরে—

কী বলছে। কার নাম?—ওর সমস্ত বুকের রক্ত মাথায় শির্ শির্ ক'রে উঠছে!···ওর মুখের খুব কাছে কান নিয়ে গেল। "স্বপন"—ব'লেই আনা একটু চুপ করে। খানিক পরে: Que tu es cruel mon chèri!" *

স্বপন? স্বপন "নিষ্ঠুর"! এ-কথা তো কোনোদিনই কেউ বলেনি। লোকে তো ওকে উচ্ছ্বাসীই বরাবর ব'লে এসেছে। আনার মনে এই ধারণাই থেকে যাবে ছাড়াছাড়ির সময়েও?—নিষ্ঠুর ও? বটে! ও পলকে আনার কম্পিত অধরের 'পরে হয় নত।

আনার ঘুম ভাঙল না—কিন্তু আশ্চর্য!—ওর হাত দুটি স্বপনের গলা জড়িয়ে ধরল। ঘুমের ঘোরেই? হাঁ, নিদ্রিতা আনা জাগ্রত স্বপনকে বুকে টেনে নিল। আর ঠিক সেই স্পর্শেই ওর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপন মাথা তুলল। শুভদৃষ্টি!

আনা মুহূর্তকাল বিহ্বল হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে; পরে হঠাৎ ওর পাংশু গণ্ডে জাগে রং, ঠোঁটের প্রান্তে হাসি: "Viens cheri" † ব'লেই ওর মুখ নিজের মুখের কাছে টেনে নেয়: বিচ্ছেদ আর বুঝি আসবে না সে-চুম্বনে।

আনার বাহুবন্ধন আরও নিবিড় হ'ল···আরও · আরও···

স্বপনের বুকের মধ্যে সেই স্বর শেষবার বলে: "এখনো সময় আছে।"

কিন্তু এমন সময় জীবনে কি আসে না—যখন সময় আর থাকে না?

আনা অস্ফুটস্বরে বলে: "এসো।"

স্বপন প্রাণপণে সংযতস্বরে বলে: "কিন্তু—"

* তুমি কী নিষ্ঠুর প্রিয়! † এসো প্রিয়!

আনা মৃদু হাসে : "একটা রাতের জন্যেও ? ছী ! Que tu es cruel caro mio !"

ওর মুখে তো কই বিষাদের বা আশঙ্কার বাষ্পও নেই ! বাঁধভাঙা আবেগের স্রোতে সব কি গেছে ধুয়ে মুছে উধাও হ'য়ে ভেসে ?

সত্যি, এমন সময় জীবনে আসে—যখন আর সময় থাকে না।···

সহসা

পূবের আকাশে একটা সরু সোনার রেখা···তার উপরেই একটি পাতলা ছাইরঙের মেঘের ভিতর দিয়ে ম্লান একটিমাত্র তারা !···

স্বপনের মন অবসাদে গেছে ভ'রে !···"কী করলে আনা ?"

আনার মুখে শুধু ঝিকিমিকি : "কেন শেরি ?" ব'লেই ও স্বপনকে বাহুপাশে টেনে নিল।

—"যখন জানতে—যে—"

—"কী ?"

—"এ-সময়ে মানে···পুরুষেরা কত দুর্বল ! তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি।"

আনা শুধু [illegible]।···হার ঠোঁটের কোণে প্রফুল্লতার আভা যায় মিলিয়ে। এত [illegible]মান সে আভা !···

—"কী ? জানতে না ?"

—"জানতাম স্বপন।"

—"তবে ?"

আনা তাকে আরও কাছে টেনে নেয় অকুণ্ঠে,—ম্লান হেসে বলে : "তবে কথাটার মানে কী শুনি ?"

—"যখন জানতে · যে"—স্বপন কথাই খুঁজে পায় না।

—"যে—?"

—"এ অসম্ভব।"

—"কই অসম্ভব? সম্ভব হ'ল তো বেশ।" করুণ নয়, চটুল হাসির পুনরুদয়।

—"না··মানে—এ সময়েও স্বপনের অপ্রতিভ বোধ হয় · আশ্চর্য্য!

আনার হাসির মধ্যে ম্লান আভা আরও ফুটে ওঠে, কিন্তু বেশ সহজ সুরেই বলে: "জানি স্বপন, অত 'মানে' ব'লে বোঝাবার দরকার নেই।"

—"তবে?"

আনা হাসে এবার: "ফে—র তবে? তবে—তবে—তবে— —কী শুনি?"

—"যখন জানতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া—মানে—আমার পক্ষে"—ব'লেই সে থামল।

—"অসম্ভব?"

স্বপন বালিশে মুখ লুকোলো। তার বুকের মধ্যেটা এত ভারি হ'য়ে ওঠে!...

আনা জোর ক'রে তার মুখ তুলে ধরে: "ক্ষতিপূরণের কথা মনে হ'ল কেন স্বপন?"

নিশ্চুপ।

—"আমি কি চেয়েছি ক্ষতিপূরণ?"

স্বপন তবুও কথা খুঁজে পায় না।

আনা স্বপনের মাথা তার বুকের মধ্যে ডুবিয়ে ধ'রে বলে: "আমার কাছে যে এইটেই সব চেয়ে বড় লাভ স্বপন। ক্ষতিপূরণের দাবি করতে

পারো এক তুমি—কেন না ক্ষতি যদি কারুর হ'য়ে থাকে সে এক তোমার।"

—"আমার?"

—"নয়? তোমাদের কাছে এর চেয়ে পাপ কি আর আছে?—পরকীয়ার দেহ!···বাপরে!"

স্বপনের বেঁধে···কী বলবে সে?

—"আচ্ছা স্বপন! তুমি অস্পৃশ্যতা মানো না?"

—"না! কাটিয়ে উঠেছি।" হঠাৎ এ কী প্রশ্ন?

—"ভুল কারো মিয়ো, ভুল। অস্পৃশ্যতার অশুচিবোধ মিশে তোমার প্রতি রক্তকণিকায়। শুধু খাওয়া-ছোঁওয়া ছেড়ে সে একটু উঁচু স্তরে উঠেছে মাত্র।"

—"কিন্তু"—স্বপন ফের মাঝপথে থেমে যায়।

—"এতে পাপ কোথায় স্বপন?" আনা হাসে · সেই ম্লান হাসি··· আরও ম্লান।

নিরুত্তর।

আনার মুখের হাসি যায় মিলিয়ে: "স্বপন, তুমি না আর্টিষ্ট?"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক ভাবে তাকায় ওর মুখের পানে। আনার সুর আরও গাঢ়, আরও মৃদু হ'য়ে আসে: "কল্পনা করতে পারো না কি একটা কথা?"

—"কী?"

—"যদি কোনো মেয়ে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে এসে থাকে··· শুধু শিক্ষাই না, অনুভব ক'রে এসে থাকে যে, মন যখন মনকে সব চেয়ে বেশি টানে তখন তার দেহও এ-আকর্ষণকে প্রতি দেহকণা দিয়ে করতে চায় অনুভব; যদি সে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাতের পর রাত এই

অনুভব, এই আকাঙ্ক্ষায় দেখে স্বপ্ন ; যদি সে দিনের পর দিন, কেবল রাতের পর রাতের স্বপ্ন-পূরণেরই করে কামনা ;—তা হ'লে—"

আনার স্বর ঈষৎ গাঢ় হ'য়ে আসে···সে আত্মসংবরণ ক'রে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলে : "তা হ'লে এ বহুদিনের আশা-পূরণকে বিধাতার বরদান ছাড়া সে কি আর কিছুই ভাবতে পারে—যদি কোনো করুণাময় বরদাতা নরনারীর মিলনকে ভুলে একদিন বর দিয়েই থাকেন ? পারো কি কোনো নারী-হৃদয়ের এ-ভাষা বুঝতে ?"

স্বপনের বুকে ফের জ'মে ওঠে সেই বেদনার মেঘ !··

আনা ওকে চুম্বন ক'রে বলে : "না, অনুতাপের কুজ্ঝটিকায় এ-ভাষার আলো কে মনে হয় আঁধার ?"

স্বপনের স্বর ভারি হ'য়ে ওঠে : "তোমার কি সত্যিই এর জন্যে কোনোদিন পরিতাপ—"

কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায় ।

আনা ম্লান হাসে : "তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলাম স্বপন, তুমি কল্পনা করতে শিখেছ কি না ?"

স্বপনের কর্ণমূল উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে লজ্জায় : "তোমার তিরস্কারের আমি অযোগ্য নই আনা—"

আনা হঠাৎ ওর মুখ নিজের কাছে টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলে : "না স্বপন, মাফ করো ।"

—"কেন আনা ?"

—"যে-তুমি আমার জন্যে এত করেছ—এত দিয়েছ সে তোমাকে তিরস্কার করতে আমি সাহসী হয়েছি ব'লে—বিশেষ যেখানে দোষ আমারই । আমি ক্ষতি—" তার পরে রুদ্ধপ্রায় স্বরের মধ্যে শুধু শোনা যায় : "হীন" ।

—"তা কেন আনা? ছী!" স্বপন ব্যগ্রভাবে ঝোঁকে ওর মুখের পানে।

আনা ওর মুখ ঠেলে দিয়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে বলে: "সত্যিই হীন, স্বপন। আমি জেনেশুনে দিনের পর দিন ফন্দী এঁটেছি, অভিনয় করেছি।"

স্বপন ওকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়ে বলে: "না আনা, তুমি তা পারো না।"

—"পারি স্বপন—তুমি জানো না মেয়েরা কতটা অভিনয় করতে পারে। মেয়েরা নিজেরাই জানে না অনেক সময়ে।"

—"কেন অধীর হচ্ছ শেরি? আমি কি তোমাকে জানি না যে—এ-কথা—মানে, লক্ষীটি আনা, ছী! কেঁদো না। আমি এ-কথা বিশ্বাস করতেই পারিনে।"

আনা অশ্রুবিকৃত কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে একটু সহজ সুরে বলে: "কোন্‌টা পারো না? যে, নারী জন্ম-অভিনেত্রী? না, আমি সব অভিনেত্রীর সেরা?"

—"ছি আনা, কেন অমন ক'রে অকারণ আঘাত ক'রে নিজেকে দুঃখ দাও বলো তো।"

আনা উদ্গত-অশ্রু সংবরণ ক'রে বলে: "ভয় নেই স্বপন। তবে বিদায়ের আগে তোমাকে আবার বলতেই হবে একটা কথা—যদিও বলতে এতটুকু ইচ্ছা করছে না।"

স্বপন আদরের সুরে বলে: "তবে থাক না আনা।"

আনা মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল। পরে তার দিকে যখন ফিরল তখন চোখের জল উপচে পড়েছে: "না, বলতেই হবে, আজ—শেষবার।"

—"কী এমন কথা ?" স্বপনের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

—"যে আমি আজও অভিনয় করেছি—ফল কী হবে জেনেশুনে।"

—"কখন !!"

—"এইমাত্র—যখন তুমি আমার খাটের ধারে ব'সে আমার বিস্রস্ত—আমাকে দেখছিলে।"

—"সে কি ? তুমি জেগে ছিলে ?"

—"আমি কি সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি ভাবো ? কেবলই কামনা করেছি যদি তুমি একবার আসো! একবার কি-একটা ছুতো ক'রে তোমার ঘরেও গিয়েছিলাম। ভাগ্যে তখন তুমি ট্যাক্সি ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিলে, তোমার ভ্যালেট বলল।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়!···"সত্যি ?"

—"সত্যি, স্বপন। আমি সব ভাণই করতে পারি—এমন কি—" বলতে বলতে ওর স্বর ফের অশ্রুতে আসে আবিল হ'য়ে···"এমন কি··· আমার ঘুমের ঘোরে তোমার নাম করাও···ভাণ। আমার সবই ভাণ —ভাণ—ভাণ! ভাণ ছাড়া আমার কিছুই নেই।"

ব'লেই ও কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

স্বপনের মন গভীর করুণায় ছেয়ে যায়। সেখানে শুধু একটি মিড়ই বেজে উঠতে থাকে নানা রাগে নানা তালে নানা অনুকম্পার গমকে : "আহা!"

আনাকে ও কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ আনা তড়িৎস্পৃষ্টের মতন ওকে প্রাণপণে চেপে ধরে। তার পরে জেগে ওঠে কান্না···সে কী কান্না!···ওর প্রতি দেহ অণু সে-কান্নার সুরে মেলায় সুর, প্রতি প্রাণ অণু তার তালে দেয় তাল!—

স্বপন আকুল কণ্ঠে বলে : "ছি আনা, শোনো, লক্ষীটি! আমি

তো—শোনো কথা একবারটি—আমি শপথ ক'রে বলছি আমি একটুও কিছু মনে করিনি এ-কথায়। শোনো শেরি! কেন এমন অকারণ দুঃখ পাচ্ছ বলো তো? ছি আনা, শেরি! ওঠো—শোনো—অমন করে কি? আমি কথা দিচ্ছি"—কিন্তু কী কথা দেবে? প্রতিশ্রুতি অসমাপ্ত রেখেই ও যায় থেমে।

আনার কান্নার উচ্ছ্বাস একটু কমে, ও বলে অশ্রুরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে: "কেবল স্বপন, এইটুকু জেনে আমাকে ক্ষমা কোরো···যে, সত্যিই বড় শূন্যতার মাঝখানেই এ-অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে···নইলে··· তোমার বিবেক-বুদ্ধিকে ধূলিসাৎ করতে কি আমার বাজেনি ভাবো? যাকে এত ভালোবাসি"···ওর কণ্ঠ ফের বাষ্পভারে অস্ফুট হ'য়ে আসে ···বলে: "আমি অত হীন নই স্বপন, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করবে না? করবে না?"

—"কেন করব না আনা? ছি। শোনো—"

আনার চোখ ফের জলে ভ'রে আসে। স্বপন ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে তার কোমলতম কণ্ঠে বলে: "শোনো, আনা ছি, অমন আকুল হোয়ো না শেরি! শেরি! তোমাকে আমি কখনো বিচার করব না—কোনোদিন—না না।"

—"করবে না, সে তোমার উদারতা স্বপন, আমি তো আমার চোখে ছোট হ'য়েই রইলাম।" ফের তার কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে আসে "তা ছাড়া এ তো দয়া – যা বাজে সব চেয়ে—"

স্বপন সম্রস্ত সুরে বলে: "দয়া কেন আনা? তোমাকে আমি কি কোনোদিনও ভুল বুঝতে পারি মনে করো?"

আনা এর উত্তর না দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: "কেবল এইটুকু বুঝতে চেষ্টা কোরো স্বপন"···ব'লেই থেমে বলল: "কিন্তু সেইসব

—"ম্যানেজারের হাতে আর্টি আমাকে তোমার স্ত্রী ব'লে স'পে দিয়েই গেলেন চ'লে। তোমার জ্যাকেট পৌঁছে দিয়ে গেল তোমার ঘরে।" ব'লে জোর ক'রে মুখে হাসির অভিনয়-রেশ টেনে এনে বলল: "কিন্তু তোমার শোবার ঘরে—তুমিই নেই—তা আবার শেষ রাতে!"

স্বপন লজ্জা চেপে কাষ্ঠ হেসে বলে: "বাঃ—রাতে বুঝি কেউ ওঠে না?"

সন্ধ্যা হঠাৎ ব'লে বসে: "ওঠে—কিন্তু পাশের কোনো শোবার ঘর থেকে বেরোয় কি?"

স্বপনের মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে; সন্ধ্যা সামলে নেয়: "আবার ফের অসুখ বুঝি?"

মজ্জমান সাঁতারু সাগ্রহে তৃণখণ্ড চেপে ধরে, স্বপন তৎক্ষণাৎ বলে: "হাঁ, সারারাত হাওয়া করতে হয়েছে। কিন্তু তবু—"

—"ঘুম এল না?"

—"ঘুম তো দূরের কথা—যা ছটফটানি!"

—"অসুখটা কী—ঠিক?"

—"খানিকটা হিষ্টিরিয়াই বলতে হবে—এইমাত্র মূর্চ্ছা গেল ফের।"

সন্ধ্যা অস্ফুটস্বরে চীৎকার ক'রে উঠে বলে: "ওমা! মূর্চ্ছা! চলো তো, দেখি।" ব'লেই এগোয় দু'পা।

স্বপনও এক পা এগিয়ে ওর কাঁধের 'পরে হাত রেখে বলে: "একটু দাঁড়াও, আগে আমার ঘর থেকে স্মেলিং সল্ট"—

সন্ধ্যা ত্বরিতচরণে স্বপনের শোবার ঘরে ঢুকে ওর একটা ছোট্ট মরোক্কো-মোড়া হাতবাক্স ও একটা জাপানী হাতপাখা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই এগুলো।…

রঙ্গমঞ্চ

প্রায় দশ মিনিট গেছে কেটে।

সন্ধ্যা আমার মাথা কোলে তুলে নিয়ে ক্রমাগত হাওয়া করছে। মাঝে মাঝে স্বপনকে এটা-ওটা ফর্মাস করছে: কপালের পটিটা ও-ডি-কলোনে ভিজিয়ে দিচ্ছে, স্মেলিং সল্টটা ধরছে, নাড়ীটা দেখছে···

স্বপন একবার একটা প্রশ্নের অবতারণা করেছিল; কিন্তু সন্ধ্যা মৃদু সুরে "শ্—শ্—শ্" বলাতে থেমে যায়। ও খাটের কাছে একটা চেয়ারের খুব কিনারায় প্রায় আলগোছে ব'সে। প্রায়ই পটিটা ভিজোতে ছুটতে হচ্ছে যে।

আরও পাঁচ-সাত মিনিট এ-বিচিত্র ভঙ্গিতে কাটে ওদের।

* * *

"মনামি—শেরি—"* ব'লে আমি চোখ মেলতেই দৃষ্টি পড়ে বীজনরতা সন্ধ্যার আনত মুখের 'পরে।

দৃষ্টি ঘোলাটে কপালে কয়েকটা রেখা ঢেউ খেলে যায় চকিতে। কিন্তু ভাববারও যেন স্থিতিশক্তি নেই আর: রেখাঙ্কিত ললাট ফের হ'য়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ। আমি স্তিমিত-নেত্রে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বিহ্বল সুরে বলে: "স্বপন?"

সন্ধ্যা ওর রেশমী রুমালের পটিতে আরও একটু ও-ডি-কলোন ছিটিয়ে ইংরাজীতে বলে: "না, আমি সন্ধ্যা। আমার কথা হয়তো শুনে থাকবে।" তার মুখে স্মিত ঔৎসুক্যের স্নিগ্ধতা।

আমার অর্থহীন দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে যেন প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে··· কিন্তু

* বন্ধু আমার, প্রিয়!

তক্ষণি আবার ঘনায়মান মনোযোগ বিস্রস্ত হ'য়ে যায় : "স-ন্-দা? Vous ?" *

সন্ধ্যা ইংরাজীতে কোমল সুরে বলে : "হাঁ। কিন্তু এ-সমস্যা নিয়ে এখন মাথা-ঘামানোর একটুও দরকার নেই। এখন চোখ দুটি বুঁজে একটু ঘুমও তো।"

আনা বিবশভাবে চোখ বোঁজে।...হঠাৎ কেঁপে ওঠে।...

স্বপন সন্ধ্যাকে উৎকণ্ঠিত সুরে বলে : "আবার মূর্চ্ছা না কি?"

সন্ধ্যাও চাপা সুরে বলে : "না না। চুপ। মূর্চ্ছা কেটে গেছে— একটু ঘুমতে দাও।"

স্বপন বাক্যমূঢ় ভঙ্গিতে একবার আনার মুখের 'পরে চোরা চাউনি রেখেই সরিয়ে নেয়। নিজেকে এমন হৃসন্তের মতন অকেজো বুঝি ওর কোনোদিন মনে হয়নি। যেন এ-অর্থ-স্পন্দিত জগতে কেবল ও-ই একলা নিঃসঙ্গ, নিঃস্পন্দ, নিরর্থক। যেন...

সন্ধ্যা ফিশ্ ফিশ্ ক'রে বলে : "পায়ের কাছের জানালাটাও খুলে দাও তো। যত হাওয়া চলাচল হয় ততই ভালো।"

স্বপন আদিষ্টবৎ ক'রে ফের এসে দাঁড়ায় আনার শিয়রে। কিন্তু এবার আর বসতেও যেন ভরসা পায় না। মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে গেছে।.. ধারণার পৌর্বাপর্য্য লুপ্তপ্রায়। কার্য্য-কারণ যেন জগতে সবই আল্গা হ'য়ে গেছে, ভেঙে গেছে একটা আকস্মিকতার প্রবল ঝাঁকুনিতে!...ঐ কি আনা? আর এই কি সন্ধ্যা? যার খোঁপার উপর রাঙা সূর্য্যালোক প'ড়ে এমন অপরূপ দেখাচ্ছে। ওর সুঠাম দেহলতা—মনে হয় যেন কোথায় সে—ক—বে

* তুমি?

দেখা এ-জগতে নয়। চেনা—অথচ ঠিক যেন পরিচিতও নয়। সবই যেন কি একরকম ছায়ার ঘোমটা প'রে!···এ-যোগাযোগ যেন···কী বলবে?—

অবাস্তব?···না, তার চেয়েও বেশি—

অসম্ভব?··তাই বুঝি এ ঘটল? বুঝি সংসারের যত ঘটনাই অঘটন ···অবিশ্বাস্য···শুধু সব প্রাত্যহিকতার মধ্যেই কেমন যেন একটা স্থূল-হস্তাবলেপ আছে·তাই সব যোগাযোগেরই অন্তর্নিহিত বিস্ময়টি আমাদের চোখে পড়ে না।···

সন্ধ্যা বলে: "ও-ডি-কলোনের পেয়ালাতে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালো তো এবার। একটু ডাইলিউট করা দরকার এখন—গন্ধটাকে ফিকে করতে। ঘুমবে কি না।"

স্বপন যন্ত্রচালিতবৎ আদেশ-পালন করে।···সন্ধ্যা আনার কপাল থেকে পটিটা তুলে নিয়ে পেয়ালার জলে ভিজিয়ে আবার সযত্নে আনার কপালে লেপে দেয়।···কী সহজ নৈপুণ্য!—স্বপন ভাবে!—যেন এ-সব ওরই ঘরবাড়ি—ওর জানা ছিল জাহাজে চ'ড়ে য়ুরোপ রওনা হওয়ার মুহূর্ত থেকে। এতটুকু আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই তো! এত নতুন লাগে সন্ধ্যার এ রূপ!···কই দেখে তো এ-গৃহিণীপনা ওর মধ্যে কোনোদিনও ফুটে ওঠেনি? আনা ওর চেয়ে বয়সে দু-এক বছর বড়ই হবে, কিন্তু আজ যেন ওর কাছে অসহায় সন্তানের মতনই লুটিয়ে পড়েছে। আর ও-ও তুলে নিয়েছে তাকে ঠিক অসহায় শিশুটিরই মতন। হঠাৎ ফের স্বপনের মনে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে অবিশ্বাস। এ কখনো হয়!··· বুঝি সবই স্বপ্ন - যেমনি হঠাৎ ঘনিয়ে উঠেছে তেমনি হঠাৎই যাবে উবে। ··কি ভেবে ও নিজের চোখের পাতায় হাত দেয়। ফের চোখ খোলে। কই, সামনের দৃশ্য তো সমানই বাস্তব রয়েছে! একটু হাসিও পায় বৈ

কি। সারারাত দ্বন্দ্ব উৎকণ্ঠা···তাই বুঝি তার চিন্তাশক্তির এমনতর অগোছালো ভাব? তাই বুঝি এ অতি প্রত্যক্ষকেও বার বার বলতে হয়: এ স্বপ্ন নয় নয় নয়?—মন কেবলই চায় ইন্দ্রিয়ের এজেহার? ··· ঐ তো সন্ধ্যার ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর 'পরে সোনার সূর্যকিরণ ঝিক্‌মিক্ করছে! ঐ তো ওর শাড়ীর গায়ে তারই দেওয়া "সাঁঝ" নামে ব্রোচটি গাঁথা। "সন্ধ্যা" নামে ব্রোচ পরতে ওর আপত্তি ছিল—তাই স্বপন বিয়ের পরে সে-আপত্তিকে এ-ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল—যাকে ও হেসে বলত: camouflage! ঐ তো ওর যুগ্ম ভ্রূ—যাকে নিয়ে সে কত ঠাট্টা করত "পুষ্পধনুকিনী"র ধনুক ব'লে। তার বুকের মধ্যে কী-এক রকম যেন করতে থাকে। সামনে আনা! আহা, বেচারি! কিন্তু শুধু কি ও-ই?—তাকে যে কোলে ক'রে ব'সে—সে-ও কি সমান নিঃসহায় নয়? না—স্বপন মাথা নেড়ে বলে। কেন না ও যে সুন্দর। ও যে তেজস্বিনী। সম্ভ্রমে ওর মন ওঠে দুলে—সন্ধ্যার প্রতি যেতে চায় ছুটে। কী আশ্চর্য এ! তার দোলাটে মন যেন থিতিয়ে যায়—ছিন্নবিছিন্ন মন আসে নিটোল হ'য়ে। কিন্তু ঐ—সেই সঙ্গে এক টুকরো অনুকম্পার চূর্ণ মেঘও যে তার উপচীয়মান চুম্বকের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—ওদের দুজনের পানে চাইতে দুটো দৃষ্টিভঙ্গির বাধে সংঘাত! নারীর অসহায়তার প্রতি করুণা বনাম তার মহীয়সী মূর্তির প্রতি সম্মান। কোন্‌টা বড়? কোন্‌টা হৃদয়কে বেশি তৃপ্তি দেয়? বুঝি প্রথমটা? তাই হবে বা। নইলে আনার রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকাতেও ওর বুকের মধ্যে কোথায় একটা তারে এমন অপরূপ বেদনার মিড়ে সুধার রাগিণী ঝরে কেন?—তার উষর অন্তর উর্বর হ'য়ে ওঠে কেন?···

* *
*

আরও কতক্ষণ এইভাবে কাটে স্বপন জানেও না। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে আনার মুখের 'পরে। চমকে ওঠে তার চোখ খোলা দেখে। সে-চোখে নেই দৃষ্টি, নেই স্মৃতি, নেই বুদ্ধি।...উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ও সে চোখ দুটির পানে চেয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য!—উৎকণ্ঠার সঙ্গে কৌতূহলেরও একটুখানি উদয়হচ্চটা না?

আনার চোখে ধীরে ধীরে যেন স্মৃতিশক্তির পুনর্জাগ্রত স্বচ্ছ আভা ওঠে রঙিয়ে...বিহ্বল ঘোলাটে ভাবটা যায় কেটে।...কাকে যেন খোঁজে!...স্বপনের চোখের 'পরে চোখ পড়ে ওর।...একদৃষ্টে ও থাকে চেয়ে।...ক্রমশ সে-চোখের স্বাভাবিক আলো ঝিক্‌মিক ক'রে ওঠে...কিন্তু বুঝি ঘরে যে আর কেউ আছে সে-সংজ্ঞা নেই!...তাই কি ও হাত বাড়িয়ে দেয় স্বপনের হাতের দিকে?...

স্বপন এমন বিব্রত বোধ করে!...তার মুখের প্রতি অণু যেন অনুভব করে সন্ধ্যার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। স্বপন নিজের হাত দুটোকে কোলের উপর যতটা পারে গুটিয়ে নেয়।...

কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে অনিচ্ছাসত্বেও দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়ে যায় যে কেমন ক'রে! ওর বাঁকা ভুরু দুটি আরও বেঁকে ওঠে। ভাবটা: দাও না হাত তোমার—কী ছেলেমানুষি করছ বলো তো! অগত্যা স্বপন আনার হাতের 'পরে হাত রাখে। তৎক্ষণাৎ সে ওর হাতটাকে দুটো হাতের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখে।...স্বপন স্পষ্ট অনুভব করে একটা রক্তস্রোতের ঊর্দ্ধগতি তার ঘাড় বেয়ে কপালে উঠছে।...কান দুটো গরম হ'য়ে ওঠে!...কী অস্বস্তি যে!...প্রাণপণে সহজ হবার চেষ্টা করে...মুক্ত হাতটা দিয়ে আনার আঙুলের 'পরে সন্তর্পণে হাত বুলোতে থাকে।...

আনা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করে: "Est ce que je me suis évanouie aors que vous me consoliez ?" *

স্বপন ঘামতে থাকে। ঠিক এই সময়েই কি এমন প্রশ্ন করতে আছে! রুমালে কপাল মুছে ঘাড় নেড়ে জানায়—হাঁ।

সন্ধ্যা স্বপনকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করে: "কী জানতে চাইছে ?"

স্বপন বিপন্নমুখে হাসি টেনে বলে: "এই—অর্থাৎ—মানে—তোমার নাম আর কি।"

সন্ধ্যা ওর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে স্নেহভরে বলে: "স-ন্ ধ্যা।"

আনা চমকে ওঠে! মুহূর্তে ওর পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে আসে। কী একটা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার চোখের 'পরে চোখ রাখে খানিকক্ষণ। পরে স্বপনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে: "Votre femme, n'est ce pas ?" †

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বপনের পানে চাইতে না চাইতে সে বলে: "বলছে তুমি আমার স্ত্রী বটে তো ?" সত্য কথাটা বলতে পেরে ও সহজভাবে হাসার চেষ্টা পায়। পারেও—এবার!

সন্ধ্যা বাংলায় জিজ্ঞাসা করে: "ও কি ইংরাজী বোঝে না ?"

স্বপন ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়—বোঝে। আনা তক্ষণি জিজ্ঞাসা করে: "Qu'est ce qu'elle demande ?" ‡

স্বপন এবার খুব স্পষ্ট কাটাকাটা সুরে ইংরাজীতেই উত্তর দেয়: "আমার স্ত্রী ইংরাজী জানে ফরাসী জানে না তো। তাই জিজ্ঞাসা করছিল তুমি ইংরাজী বোঝো কি না ?"

* যখন তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলে আমি মুর্ছা গিয়েছিলাম ?

† তোমার স্ত্রী, না ?

‡ ও কী জিজ্ঞাসা করছে ?

আনা সন্ধ্যার মুখের 'পরে দৃষ্টি সংবদ্ধ ক'রে ধীরে ধীরে পরিষ্কার ইংরাজীতে বলল : "হ্যাঁ, আমি ইংরাজী বুঝি সন্ধ্যা। তবু যে এতক্ষণ ফরাসী ভাষায় কথা কইছিলাম সেজন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমার মাথার মধ্যে এখনো কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এক একবার বেশ সংজ্ঞা ফিরে আসছে, কিন্তু তারপরেই ফের যেন···কী বলব সব কল্পনা!" শেষ কথাগুলোর মধ্যে বিষাদের রেশ এমন নিবিড় হ'য়ে ওঠে! ··

সন্ধ্যা সস্নেহে ঝুঁকে বলল : "ক্ষমা চাওয়ার কিছু দরকার নেই বোন—তুমি কেবল বেশি কথা কোয়ো না।" ব'লে ওর সেই মরোক্কো-মোড়া হাত বাক্সটি থেকে একটি ছোট থার্মস ফ্লাস্ক বার ক'রে তার ঢাকনিটি খুলল। সেটির মধ্যে একটি ছোট্ট পেয়ালা উলটে বসানো।

আনা জিজ্ঞাসা করল : "ও কী?"

—"একটু গরম চা মাত্র।" ব'লে সেই বাক্স থেকেই একটা চামচ বার ক'রে আনার মুখে শিশুর মতন পাঁচ-সাত চামচ দিল।

—"আরও একটু—"

আনা হাত তুলে নিরস্ত করে: "ধন্যবাদ। আমি অনেক সুস্থ বোধ করছি।"

সন্ধ্যা খুব বিজ্ঞ তৃপ্তির সুরে বলে : "এই-ই তো চাই। এখন একটু ঘুমোলেই পূরো সুস্থ হ'য়ে উঠবে।"

—"আমি কি এতক্ষণ তোমার কোলে মাথা দিয়েই—"

—"হ্যাঁ, কিন্তু সেজন্যে একটুও উদ্বেগ বোধ করার দরকার নেই। এখন দরকার শুধু পূরো বিশ্রাম—ঘুম।"

আনা ক্ষীণ হেসে বলে : "অনেক ধন্যবাদ ; কিন্তু এখন ঘুমবারও সত্যিই দরকার নেই। চা-টা খেয়ে বেশ ভালো বোধ করছি। থাক, আর হাওয়া করতে হবে না। তুমি এত ভালো দিদি!"

সন্ধ্যা আপত্তি ক'রে কি-একটা বলতে যেতেই ও হেসে বলে : "বাঃ, আমার প্রাণদাত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও পারব না ?"

ঘরের গুরুগম্ভীর আবহাওয়া একটু যেন পাতলা হ'য়ে আসে।... .. আনা কিন্তু—বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই—চোখ বোঁজে।

* *
*

আনা চোখ মেলে বলে : "এ কি ? এখনো হাওয়া করছ ? ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি ?"

সন্ধ্যা হেসে বলে : "ওকে কি আর ঘুম বলে ভাই ? পনের মিনিটও হয়নি যে।"

—"তা হোক। এবার তুমি আমার বালিশের ওপর আমার মাথাটা ধীরে ধীরে রেখে যাও দেখি—বিশ্রাম করো গে নিজে।"

স্বপন কথা কইল : "কিন্তু আর একটু—"

আনা এবার বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে বলে : "না, আর ঘুমবার দরকার নেই। আর ঘুম হবেও না এখন। তা ছাড়া মাথাটাও বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে।" ব'লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে বলে : "লক্ষ্মীটি, আর হাওয়া না। আমাকে বালিশে শুইয়ে দাও।"

সন্ধ্যা আদিষ্টবৎ না ক'রেই ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে দিতে লাগল।

আনা আরামের সুরে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে "আঃ" ব'লেই ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে : "থাক, অত সেবা সইবে না ভাই আমার।"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "কেন শুনি ?"

আনাও হাসল : "শোনবার পালা এবার যে আমার। বলো তো, তুমি কি আজই এলে ?"

—"নইলে কি কাল এসে লুকিয়ে বসেছিলাম ?"

—"পৌছুলে কখন ?"

—"ভোরবেলা— ঠিক যখন তুমি মূর্চ্ছা গেছিলে।"

আনার চোখে অভিনিবেশের আভা ঘন হ'য়ে উঠল, একটু ভেবে বলল : "হাঁ, সব মনে পড়ছে এবার একটু একটু ক'রে। কিন্তু বোনো— তোমার জাহাজ তো পরশু সকালে মার্সেল্‌সে এসে পৌছবার কথা ছিল ; না ?"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বলল : "সংবাদ নির্ভুল ; তবে আমি ইজিপ্ট থেকে ফ্রান্সে এয়ারোপ্লেনে এসেই সব হিসেব তোমাদের ভেস্তে দিয়েছি।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বাংলায় বলল : "নইলে আরও দুদিন সময় পেতে।"

স্বপনও বাংলায়ই বলল : "কী যে বলো সন্ধ্যা !"

আনা কিন্তু ঠাট্টা কানে তুলল না, হঠাৎ স্বপনের দিকে ফিরে প্রশ্ন ক'রে বসল : "Est ce qu'elle m'a vue dans vos bras ?" *

স্বপন সম্রস্ত স্বরে বলল : "Mais non, restez tranquille. Il n'y était personne ici alors ?" †

স্বপনের দিকে সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুক মুখে চাইতেই ও অম্লানবদনে বাংলায় বলল : "ও জিজ্ঞাসা করছে : এতটা উড়ে এসে তোমার তো তা হ'লে বড় ক্লান্ত লাগছে !"

সন্ধ্যা ইংরাজীতে বলল : "একটুও নয় ভাই।"

* ও কি আমাকে তোমার বাহুবন্ধনে দেখেছিল ?

† না গো না, ওখানে কি তখন কেউ ছিল যে দেখবে ?

আনার চোখে না-বোঝার ভাব ফুটে উঠল। একটু আশ্চর্য হ'য়ে সন্ধ্যা বলল: "তুমি ওকে বলছিলে না আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছি?"

আনা তখনও যেন ঠিক বুঝতে পারে না;—স্বপন তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে বলল: "বাঃ, বললে না এইমাত্র যে, সন্ধ্যা এতটা পথ এয়ারোপ্লেনে এসে নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত আছে? দেখ দেখি, এখনও সব ভুল বকছ—তবু বলো যে, বিশ্রামের আর দরকার নেই।"

আনার চোখের বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল...সে বলল: "হাঁ হাঁ—বলছিলাম বটে।" ব'লেই চোখ বুঁজল। স্বপনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

সন্ধ্যা নতমুখে বাতাস করতে থাকে।...ওর মসৃণ ললাটে কেবল থেকে থেকে দু-একটা রেখা স্ফুট হ'য়ে ওঠে যেন...আবার যায় মিলিয়ে।

হঠাৎ আনা চোখ মেলে। স্বপন ফের ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে...চোখে সে অস্বচ্ছতা যে আবার ঢেকে গেছে! যেখানে বাঘের ভয়...আনা ব'লে বসে: "Vous etes sûr qu'elle ne le sait point?" *

স্বপন বিব্রত বোধ করে এত! আনা করছে কী? বার বার এ-রকম করলে...

সন্ধ্যা বলে: "কী বলছে?"

স্বপন হেসে বলে: "বলছে তুমি খুব বাহাদুর মেয়ে বৈ কি।"

আনা বলে: "Qu'est ce que vous lui dites? J'espère que mon évanouissement—" †

* তুমি নিশ্চয় জানো তো যে ও এ-সবের বিন্দুবিসর্গও জানে না?

† তুমি ওকে কী বলছ? আশা করি আমার মূর্ছা—

স্বপন এবার ঈষৎ উষ্মার সুরেই বাধা দিয়ে ব'লে বসে : "Parlez anglais, je vous en prie, et ne posez pas de telles questions embarrassantes." • ব'লেই ফিরে হাসিমুখে সন্ধ্যার পানে চেয়ে বাংলায় বলল : "আনা বলছে কি জানো ? বলছে ওর এরোপ্লেনে চড়লেই মাথা ঘোরে।"

কিন্তু সন্ধ্যার মুখের উপর কখন যে মেঘের ছায়া এসে গেছে !···সে আনার দিকে চেয়ে একটু হেসেই বিমনা হ'য়ে কী ভাবতে ভাবতে পাখা করতে থাকে। স্বপনের মনে এমন উৎকণ্ঠা আসে ঘনিয়ে ! তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে বলে : "আনা, সত্যিই তোমার একটু ঘুমোনো দরকার এখন। ডাক্তার পিয়েরা তো বলেছেন জানই যে, তোমার সব চেয়ে বেশী দরকার এখন বিশ্রামের।"

সন্ধ্যার মুখের শুষ্ক ভাব কোমল হ'য়ে এল : "হ্যাঁ, সত্যি। তুমি একটু ঘুমও তো দেখি। লক্ষ্মীটি !"

আনা নিমীলিত নেত্রে বলল : "না—না।"

স্বপন বলল : "না না বললে শুনব না। ঘুমতেই হবে।"

আনা কের চোখ মেলল : "কী ?"

সন্ধ্যা বলল : "কিছু না। একটু ঘুমও দেখি এখন।"

আনার চোখে হঠাৎ জল উপচে পড়ল : "তুমি এত ভালো, বোন।"

সন্ধ্যা "ছি" ব'লে ওর চোখ মুছিয়ে বেদনাভমুখে হাওয়া করতে থাকে।

আনা ওর হাত চেপে ধরে : "আর হাওয়া করতে হবে না।"

• ভদ্রতা ক'রে ইংরাজীতে কথা বলছে এখন, বোধহয়, আর এ-রকমের এক কোনো মন্ত—ব্যে আমার বিরক্ত বোধ করতে হয়।

সন্ধ্যা আদর ক'রে ওর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে: "না ভুললে কম্বই হাওয়া।"

—"তা হ'লে আমার বালিশের ওপর—"

—"আচ্ছা" ব'লে সন্ধ্যা সন্তর্পণে ওর মাথা নিজের কোল থেকে নামিয়ে বালিশের খাঁজের মধ্যে ন্যস্ত ক'রে দেয়। আনা চোখ বোঁজে।...

ধীরে ধীরে ওর নিঃশ্বাস দীর্ঘচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে।...

সন্ধ্যা হাত-পাখা রেখে দেয়।...স্বপনের সাথে ওর দৃষ্টিবিনিময় হয়।... দুজনেই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে সবুজ ঢেউ আলোর তালে তালে নেচে চলেছে: খেলা খেলা খেলা!...স্বপন ভাবে! ...The world is but a stage...রঙ্গমঞ্চই বটে!

আর সন্ধ্যা? সে কী ভাবছিল?...সে উঠে দাঁড়ায়।...স্বপনও।

উন্মনা

সন্ধ্যা প্রসাধনকক্ষে। স্বপন তার ঘরের সামনেকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়।...

সামনের সবুজ-নীল জলরাশি চলেছে শ্রান্তিহীন সীমাহীন কল্লোলে— উচ্ছল নৃত্যভঙ্গে। একটা প্রকাণ্ড জাহাজ মন্থরগতিতে চলেছে ভেসে। কয়েকজন যাত্রী উদাসভাবে ডেকে ব'সে। সূর্য্যদেব অনেকখানি উঁচুতে উঠে পড়েছেন। অলক্ষিতে। তবু একটা প্রকাণ্ড মেঘ আশা ছাড়েনি: ধরণীর রূপালি বক্ষকে ধূসরাক্ত করবে এই তার পণ।...দেখতে দেখতে সে আশপাশের শুভ্র পদাতিকদের জড়ো ক'রে গড়ে দল।...সূর্য্যের হাসি যায় ঢেকে।...সমুদ্রের বুকও কালো হ'য়ে আসে। অবেলায় নামে অস্ত-আভা!

ও চেয়ে চেয়ে ভাবে!··· এই-ই বুঝি জীবনের রূপ: একটুখানি আলোর বিরুদ্ধে বিশ্বগ্রাসী অমাচন্দ্র বিজয়াভিযান! একটুখানি সত্যের পিছনে পর্বতপ্রমাণ মিথ্যার মাধ্যাকর্ষণ! ··নইলে···ছি! সন্ধ্যা এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সুরু হয় অভিনয়!···ও কি বুঝতে পেরেছে?

কিন্তু যদি না-ও পেরে থাকে তা হ'লেই বা কী? সন্ধ্যার সঙ্গে যে মিথ্যা অভিনয় ওদের দুজনকে আজ প্রথমেই করতে হ'ল—বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার শুশ্রূষার প্রতিদানে—সে তো মিথ্যেই হ'য়ে রইল!

কেন এমন হয়? কেন যত মিথ্যা, যত ভাণ, যত ভয় এই এক সম্বন্ধের বেলায়ই আসে ভিড় ক'রে? যদি প্রেমে দুষ্ট কিছুই না থাকে—যদি এতে লজ্জাকর কিছু না থাকবে তবে শুধু এই সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই বা এত ঢাকাঢাকি কেন?

তার মন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে প্রথমটায়: ঢাকাঢাকিটা যে মায়া!—কিন্তু মায়ার দুষ্ট হ'ল কেন সম্বন্ধটা?—সমাজ যে দুষ্ট ক'রে দাঁড় করিয়েছে।

নইলে প্রেমে লজ্জা পেত কে?—স্বপন জোর ক'রে বলে।

কিন্তু তাই কি সত্য? সমাজ অন্য কোনো সম্বন্ধকে দুষ্ট ক'রে দাঁড় করাতে পারল না শুধু এই সম্বন্ধকেই পারল? ঘোড়ার পিঠের এমন কিছু গুণ আছেই যাতে সওয়ার চড়তে পারে। চড়ুক তো দেখি সে বাঘের পিঠে?···যৌন-সম্বন্ধের মধ্যে এমন কিছু আছেই আছে যা কলুষিত হয় সব চেয়ে সহজে। যৌন-সম্বন্ধের গোড়ায় কোথায় একটা গলদ আছেই আছে লুকিয়ে—যার জন্যে সভ্য, সত্যনিষ্ঠ মানুষও খোলাখুলি ব্যবহার করতে পারে না। অথচ মানুষ চায় সরল সহজ খোলাখুলি ব্যবহার! তাই বিবাহের প্রকাণ্ড খাঁচা দিয়ে পরস্পরের গুপ্তচর-বৃত্তিকে খানিকটা নিরস্ত করার এত শত প্রয়াস সব দেশেই। তাই কি?

[illegible] না। কিন্তু হ'লে হবে কী···এই যৌন প্রবৃত্তিটাই এমন গোলমেলে, এমন বিশৃঙ্খল যে, ওর এলাকায় এলে মানুষ কোনো রকম সরল ব্যবস্থায়ই সায় দেয় না। মিথ্যা, অর্দ্ধসত্য, ভয়, ভাণ, আতিশয্য, অভিনয়—এ সবের ওঠাপড়ার চায় সে একটা জ্বালার রস। প্রেমের তৃপ্তি? —চিরন্তনতা? ওর ওষ্ঠ কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে।·· দূর্। একটা টোপ বই আর কী? তৃপ্তি ওতে আছে কি? আছে একটু হয়তো—প্রথমটায়—একটু "পয়োমুখ"। কিন্তু পরে?—এর দলগুলি জল-থেকে-তোলা-পদ্মপাতারই মতন দেখতে না দেখতে যায় না বিবর্ণ হ'য়ে? কত কবিত্ব, কত রঙ্ চঙ্, কত চালচিত্র—কিন্তু হায় রে!···প্রেমের বিজয়া দশমী আসেই একদিন না হোক দুদিন না হোক তিনদিনের দিনে।···মানসী-প্রতিমা যে পূজার অযোগ্য—তাই না পদে পদে জগৎজোড়া আশার ভরাডুবি···স্বপ্নভঙ্গ! জীবনের অন্তসব দুঃখ সওয়া যায়—স্বপ্নের জগতের অদৃশ্য সান্ত্বনায়। কিন্তু স্বপ্নের জগৎ যখন বাস্তবের টিট্‌কিরির চাপে হার মানে—তখন? তখন হাত পাতবে মানুষ কার কাছে? তার মনে পড়ে, চাং·ও একদিন এই কথাই দুঃখ ক'রে বলেছিল। বলেছিল যে মহাকবি দান্তে তাঁর স্বর্গোচ্ছ্বাসে বলেছেন বটে যে :

> স্বর্গতায় সত্য যত রাজে চির-গহন-কন্দরে
> মর্ত্যলোক-নয়নাতীত ; তাই শুধু শ্রদ্ধা অপ্রমাদ
> ঘোষে অহর্নিশ : 'তারা আছে—আছে ;"—নিষ্ঠায় নির্ভরে
> ভিত্তি করি' তুঙ্গ স্বপ্ন রচে তারই দ্যুলোক প্রাসাদ। *

* Le profonde cose
(Che mi largiscon qui la lor parvenza,)
Agli occhi di laggiu son si nascose
Che l'esser lor v'e in sola credenza,
Sovra la qual si fonda l'alta spene.

কিন্তু—হাং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—এ-নির্ভরের ভিত্তিই যে এ-যুক্তিজর্জর যুগে টলমল ক'রে উঠেছে। নিষ্ঠা দাঁড়াবে আর কোথায়?…

তাই তো আজ ওর এত ব্যথা বেজেছে! সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করতে হ'ল ওকে মিথ্যার উপচার দিয়ে!—বাস্তব তার অমোঘ পাষাণ-কঠিন বিদ্রূপ-বাণে প্রেমের পেলব মহিমাকে শতচ্ছিদ্র ক'রে দিয়েছে যে! যে-সন্ধ্যা এত আশা ক'রে সাগর-পার থেকে ছুটে এল ওর কাছে—তাকে কিনা করল ও প্রবঞ্চনা?

আর এমন সময়ে প্রবঞ্চনা যখন—সে আনারই শুশ্রূষারতা!…ওর মন ওঠে ভারি হ'য়ে। কেন এল সন্ধ্যা?

* *
*

হঠাৎ একটা খস্ খস্ শব্দে ও চমকে ওঠে। ঠিক ওর পিছনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে—ব্যালকনির রেলিঙে ভর দিয়ে! বাঃ, শাড়ী বদলেছে যে!… কী অপূর্ব নীলাম্বরী! আর কী মধুর এ চিরপরিচিত বেনারসী শাড়ীর খস্ খস্ ধ্বনি! মনটা হ'য়ে যায় পালকের মতন লঘু!—যদিও একটু অনুতাপও হয়: কী বলছিল একদিন—কেন এল ও?

দোঁহে

সন্ধ্যা অস্ফুট স্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে: "এ কী!"

—"কী?"

—"একটা গরম গেঞ্জিও পরোনি, অথচ ড্রেসিং গাউনটির বুকের কাছটা একেবারে খোলা!"

—"তাতে কী?"

—"তাতে কী—মানে? জোলো হাওয়া বইছে না? মেঘ ছেয়ে আসেনি? ঐ দেখ—"

সত্যিই টপ্ টপ্ ক'রে বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা পড়ল। গাছের পাতায় পাতায় ঝর্ঝর শব্দ উঠল জেগে।

—"এসো এসো ভেতরে—" স্বরে সেই বয়স্কাদের পরিচিত সত্রাস সাগ্রহোদ আদেশ।

—"আহা—এ সামান্য বৃষ্টি।"

—"কে—র সেই বাহাদুরি চাল? বুকে ঠাণ্ডা ব'সে যদি নিউমোনিয়া হয়"—বলতে বলতে সন্ধ্যা ওকে হাত ধ'রে জোর ক'রে ঘরের মধ্যে টেনে এনে শার্শি দিল দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রে।

—"করো কী? অত জোরে শার্শি বন্ধ করে?"

—"আমার ইচ্ছে।"

—"তা হ'লে ঠাণ্ডা লাগানোও আমার ইচ্ছে।"

—"নামঞ্জুর।"

—"আর শার্শি জখম করা-রূপ পাপের বেলা?"

—"হোটেল ম্যানেজারকে কিছু দণ্ড দেবো না হয়।"

—"নিউমোনিয়া হ'লে ডাক্তারকে কিছু দণ্ড দেবো না হয়।"

সন্ধ্যা হাসল: "তা বটেই তো। এখন যে বিনি-মাইনের নার্স আছে—ভাবনা কি?"

স্বপন ওর গালে ঠোনা মেরে বলল: "উশ্, বড় নার্সিং বিদ্যার অহঙ্কার—না?"

—"না হবে কেন শুনি? বিদ্যা কবে হয় আত্ম-অচেতন?"

—"কিন্তু ওগো সচেতনা! আমার কাছে থাকলে যে এ-বিদ্যা অচেতন হ'য়ে পড়বে প্রয়োগের ফুরসৎ না পেয়ে।"

—"আ—হা—ম'রে যাই। যে ভীম ভবানীর শরীর!"

—"নয়?"

—"কত কেরামৎ জানো রে বান্দা, কত কেরামৎ জানো,

মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে ডাঙায় ব'সে টানো—

বলি, ঘরে কি একখানা আয়নাও নেই ছাই! না, সোনার-বরণ কালীমূর্তি হ'য়ে গেলেও এ উলটো রাণীর দেশে প্রতি সুয়োরাণীর চোখের আয়নায় উলটো রঙ ফলে?"

স্বপন থমকে যায়। সন্ধ্যা ওর মুখের পানে তাকায়। ও মুখ নিচু ক'রে বলে: "সন্ধ্যা!"

—"কী?"

—"আজ আনার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম—"

সন্ধ্যা উৎসুক সুরে বলে: "তখন কী?"

স্বপন স্বীকারোক্তির তোরণদ্বারে এসে সুর বদলে ঠাট্টার সুরে বলে: "বলব কেন?"

সন্ধ্যা ওর চোখের 'পরে অচঞ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলে: "ভাবছ পীড়াপীড়ি করব—কৌতূহলে?"

ওর সুরের মধ্যে কি-একটা অপ্রত্যাশিত রেশ বেজে ওঠে যেন··· স্বপন তবুও ঠাট্টার সুরের জের টেনে বলে: "মেয়েদেরও বুঝি সময়ে সময়ে অ-মেয়ে হ'তে ইচ্ছে হয়—কৌতূহল তাদের পয়মেশী এইটা প্রমাণ করতে?"

—"না।" সন্ধ্যার সুর অকম্পিত।

স্বপন এবার উৎকণ্ঠা গোপন করতে পারল না চেষ্টা সত্ত্বেও: "তবে?"

—"আমি জানি।"

স্বপনের বুকের মধ্যে স্পন্দনের গতিবেগ বেড়ে গেল, কিন্তু তবু লঘুসুরে বলল: "জানো মানে?"

—"আমার শেষের দু-একটা কথা আমি একটু বুঝতে পেরেছিলাম। আলবার্ট আগে মাস দুই ফরাসী পড়েছিলাম যে।"

স্বপন কাষ্ঠহাসি হেসে বলল: "তাই নাকি!—কিন্তু যদি বলি অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী—তাই উলটো বুঝেছ, বা ভুল শুনেছ?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "শুধু অল্পবিদ্যা প্রভৃতির সম্বল থাকলেও বা সেটা সম্ভব হ'তে পারত।"

স্বপন তবু শেষ চেষ্টা করতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে বলল: "অন্য কী এমন সম্বল থাকতে পারে শুনি?" স্বরে তার ফরাসী 'ব্লাগ'। *

—"থাকতে পারে—নয়, ছিল।"

—"কিসের?"

—"চোখের সাক্ষ্যের।"

স্বপন শুষ্ক কণ্ঠকে প্রাণপণে সরস করবার চেষ্টা ক'রে বলল: "চোখের সাক্ষ্য—মানে?"

—"যে-মুহূর্তে আমার শোবার ঘর থেকে তুমি বেরিয়েছিলে সে-মুহূর্তে মুখের 'পরে কোনো মুখোষই ছিল না—এই।"

স্বপন বিপন্নমুখে বলল: "সত্যিই আমি—মানে আমার অসুখ—অর্থাৎ ও মূর্চ্ছা গিয়েছিল ব'লেই ওর ঘরে গিয়েছিলাম।"

সন্ধ্যার চোখ দুটিতে অশ্রু উথলে উঠল, সে তাড়াতাড়ি মুখ নিচু ক'রে বলল: "আমি কি তোমার কৈফিয়ৎ চেয়েছি সিসি যে—মিথ্যের পর মিথ্যে—" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

স্বপন ওর কাছে স'রে এসে ওর দুটো হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আমায় ক্ষমা কোরো সন্ধ্যা! কিন্তু হয়তো তুমি জানো না যে··যে, মিথ্যার আবর্তে একবার পড়লে আর পায়ের নিচে

* Blague—ধাপ্পা।

সহজে সত্যের মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না—এক মিথ্যের পাঁক থেকে আর-এক মিথ্যের পাঁকে হাবুডুবু খেতে খেতে উধাও চলতেই হয়।"

সন্ধ্যা ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। রুদ্ধ কান্নায় ওর দেহ থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। স্বপন ওকে বুকে টেনে নিল।...

* * *

ঘরের দুয়ারে টোকা।

—"কে?"

—"চা দিয়ে যাব মসিয়ে, না কফি?"

—"কী, সন্ধ্যা?"

—"কফি আমার অভ্যাস আছে।"

—"কফি। আর অমেলেট্—s'il vous plait।" বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে গাছের পাতার সঙ্গত অশ্রান্ত রাগিণীতে মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে।...

বাস্তব

—"বাঃ, ও ডিমটা?"—

—"এর ওপর?" সন্ধ্যা চোখ কপালে তোলে।

—"তা হ'লে ঐ গরম দুধটুকু?"

—"না, লক্ষ্মীটি দিদি। কফির সঙ্গে কতখানি দুধ খেয়েছি তার খবর রাখো?"

—"তা হ'লে ঐ মার্মালেড—"

—"বাবা—বাবাঃ! বিদেশিনীর অকপিমিতেও যদি সেই নাছোড়বন্দ ঢং এক ফিরাও কমত!"

স্বপন কফির পেয়ালায় চট্ ক'রে মুখ ঢাকল।

সন্ধ্যা রুটিতে মার্মালেড মাখাতে মাখাতে বলল: "ক্ষমা। ভুলে গিয়েছিলাম যে এদেশের শিল্পীদের এ-বিষয়ে শুকুমারা বিদ্যে।"

স্বপন কফির পেয়ালা সরিয়ে রেখে বলল: "এ-কথাটা ঠাট্টা ক'রেও না বললে পারতে কিন্তু সন্ধ্যা।"

সন্ধ্যা ঈষৎ আহত সুরে বলল: "একটা ঠাট্টায় তুমি এমনভাবে দপ্ ক'রে উঠবে জানলে—" ব'লেই থেমে বাইরের সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

স্বপনের চোখ ওর চোখকে খোঁজে···কিন্তু তখন সন্ধ্যার দৃষ্টি দূরনিবদ্ধ ···যেন ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বে ওর চেতনার পটে ছায়াও পড়ছে না।

স্বপন উঠে সন্ধ্যার চেয়ারের হাতলের ওপর বসল। ও তবু বাইরের দিকে সেই একভাবেই চেয়ে।···

স্বপন ওর বাহুতে হাত রাখল।

সন্ধ্যা ঝাড়া দিয়ে বাহু সরিয়ে নিল।

স্বপন ডাকল: "সন্ধ্যা!"

নিরুত্তর।

—"কথা কইবে না?"

তবুও নিশ্চুপ।

—"তা হ'লে আমি যাই—যখন তুমি আমাকে চাও না?"

স্বপন দুয়ারের পানে এগোলো। কিন্তু যেতে একটুও যদি ইচ্ছে থাকে! অথচ একটা ছুতোও কি ছাই মনে আসে!

সজোরে দুয়ারের হাতল ঘুরোলো শেষটায়। কী আপদ! একটু শব্দও করুক হাতলটা—তাও না। আসবাবপত্রও আর [illegible]

করেছে আজ!···অগত্যা বলল: "আমি হয়তো দুপুরবেলা এখানে খাব না।"

সন্ধ্যা ঘাড় ফেরাল: "সে কি? এ বাড়ীতে বেরুচ্ছ না কি?"

তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

—"নইলে করি কী বলো—যখন তুমিও নন্-কো-অপারেট শুরু ক'রে দিলে।"

সন্ধ্যার চোখে জল ভ'রে এল। সে বলল: "তার মানে তোমার ঘর থেকে আমিই তোমাকে তাড়াচ্ছি, এই তো? আচ্ছা কাজ কী? তুমিই থাকো, আমিই যাই।"

স্বপন হাসল সন্ধ্যাকে উঠতে দেখে। সন্ধ্যা বলল: "ভাবছ পারব না?"

—"আমি ও-সব কিচ্ছুই ভাবছি না, ভাবছি শুধু একটি কথা।"

—"চাইনে শুনতে।"

—"তবু শুনতে হবে। ভাবছি: এখনো কি ঠিক তেমনিই অভিমানিনী! একটুও বদলাওনি।"

সন্ধ্যা রাগতঃ সুরে বলল: "আ—হা। যেন নিজের রূঢ় ব্যবহার একটুও বদলেছে।"

—"রূঢ়!"

—"আকাশ থেকে পড়লেন! হবে। আমরাই বুঝতে পারি না তোমাদের ভালো ব্যবহারের দুর্গম রহস্য। বাঙালিনী বই তো নই।"

স্বপন গম্ভীর হ'য়ে গেল, বলল: "কী ছেলেমাহুষি করছ বলো তো। ও তো কাল-পরশুই চ'লে যাবে।"

সন্ধ্যার ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল: "আমি কি তাই চাইছি?"

—"তবে কী চাইছ শুনি?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "বললে কি সইতে পারবে?"

স্বপন কুণ্ঠিতস্বরে বলল : "বলোই না।"

—"ঐ তো," সন্ধ্যার মুখে বাঁকা হাসি, তার পরেই ও গম্ভীর হ'য়ে বলল : "সিসি, একটা কথার খোলাখুলি জবাব দেবে?"

—"কী যে বলো তার ঠিক নেই। আমি কি নাটুকেপনা করবার পণ করেছি যে দেব না ব'লে এত সন্দেহ?"

—"আচ্ছা, তা হ'লে নির্ভেজাল সত্যি উত্তর দাও : আমি আসায় তুমি খুসি হয়েছ, না—না?"

—"কী যে প্রশ্নের ভঙ্গি! তবু যদি—"

—"না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। আর্ট প্রেস কন্টিনেন্টে বেড়াবেন ছ'মাস।" বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এল : "তিনি আমাকে সঙ্গে নেবেন—বললেই। তাই যদি সত্যিই আমার অনধিকার-প্রবেশ হ'য়ে থাকে—"

—"তুমি কি পাগল হ'য়ে গেছ সন্ধ্যা? চলো বসবে নীচের লাউঞ্জে।"

• •
•

লাউঞ্জে দুজনে দুটো পাশাপাশি কাউচে বসল। কিন্তু ওদের মুখের মেঘ তেমনি ঘনিয়েই। ভাগ্যে এ সময়ে লাউঞ্জে কেউ থাকে না!···

হঠাৎ সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল : "মামাকে দেখে আসি একবার।"

স্বপন ওর হাত ধ'রে টেনে বসাল : "আজ না হয় একটু আমার কাছেই বসলে দুদণ্ড গো।"

সন্ধ্যা তির্যক্ হাসে : "তবু যা হোক একটুখানি ভরসা দিলে। Merci."

—"ভরসার কথা কেন ?"

—"আজকের দিনে পাবলিক লাউঞ্জে বসার অর্থ কী নইলে ? খুব কাছে কি আমাকে চাও ?"

স্বপন ওর মুখ চেপে ধরল, তারপর মুখ ছেড়ে দিয়ে বলল : "এ-সব বাঁকা বাণ ছাড়ো আজ সন্ধ্যা, লক্ষ্মীটি। চলো ঘরে যাই। আমাদের ঘরটা সকালবেলায় এই সময়টাই পরিষ্কার করে, তাই লাউঞ্জে ডেকে এনেছিলাম।"

সন্ধ্যার মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল : "সত্যি ?"

—"সেণ্ট্ পার্সেণ্ট্—তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ ক'রে বলতে পারি।"

—"আচ্ছা, তা হ'লে বসা যাক এখানেই আর একটু।" এতক্ষণে ওর মুখের হাসি শুভ্র হ'য়ে ওঠে।

—"না চঞ্চলে, কাজ নেই। চলো ঘরেই যাই—মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে থাকি সারাটা দিন।"

মুহূর্তে সন্ধ্যার মুখ ফের মেঘে ছেয়ে গেল, সে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল : "কাজ কি গো উদার প্রেমিক ?—যখন একটু নিরিবিলি থাকতে হ'লেই এতটা দুঃসহ মনে হয়।"

—"তোমার আজ হয়েছে কী বলো তো ?"

সন্ধ্যা ব্লাউসের হাতায় চোখ মুছল : "সে তুমি বুঝবে না সিসি ! না বুঝবে বলি, শোনো।" ব'লে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল : "আমি বুঝেছি আমি ভুল করেছি। যার সঙ্গে সারাটা দিন মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে থাকলে সময়ের পাখা ওঠে সে যখন আমি নই তখন কেন মিছে এ-কাড়াকাড়ির বিড়ম্বনা ?"

স্বপন ওর দুই গাল দুহাত দিয়ে চেপে ধ'রে বলল : "কী যে ছেলেমানুষি করো—একটা ঠাট্টা করলাম—অমনি সুরু হ'ল ফোঁসফোঁসানি।"

সন্ধ্যা মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বলল : "হয়েছে গো হয়েছে। এখন একটু অভিমানও দুর্ব্বহ মনে হয় ও সর্ব্বসহ কাঁধে। কিন্তু এক সময় ছিল যখন এই চোখ দুটিরও প্রতি জলের বিন্দুতে দুলত—মুক্তো, যখন এর দশগুণ অভিমানকেও ফোঁসফোঁসানি নাম দিতে বাধ্‌ত।"

স্বপন নিজের দুই হাত কোলের 'পরে গুটিয়ে নিয়ে খানিক কী ভাবল, তারপর বলল : "সন্ধ্যা!"

ও ওর চোখে চোখ রেখেই দৃষ্টি নিল ফিরিয়ে।

—"তুমি কেন আমার ওপর রাগ করছ বলো তো? আমি কী করলে তুমি খুশি হও?"

সন্ধ্যা ব'লে বসল : "সত্যি কথা বললে।"

স্বপন এবার ওর চোখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বলল : "কী জানতে চাও?"

—"আনার সঙ্গে—" ব'লেই সন্ধ্যার জিভ আর এগুলো না—কোনোমতেই।

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : "হ্যাঁ—। ওকেও আমি ভালোবেসেছি। এই অপরাধে কি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? বলবে, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে?" ওর মুখ এমন ম্লান দেখায়।

সন্ধ্যা ওর কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল : "ঘরে চলো সিসি, পাবলিক লাউঞ্জে কি সত্যিকার কোনো কথাবার্ত্তা কওয়া যায়?"

* * *

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে সবে মাত্র। জানালা দিয়ে পাম ও ফার্ণদের মাথা নাড়া দেখা যাচ্ছে শুধু।...

স্বপন ও সন্ধ্যা সোফায় বসল। স্বপনের দুটি হাত সন্ধ্যার কোলে ওর একটি হাতের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বন্দী। সন্ধ্যার আর একটি হাত ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে। বাইরের ক্লান্তবর্ষণ মেঘের চাপা আলোয় সন্ধ্যার মুখ এমন মায়াময় দেখায়!...

—"আমায় ক্ষমা করো সিসি।"

স্বপন ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল: "ক্ষমা? তোমায়?"

—"আমি বড় অসহিষ্ণু—তাই তোমায় দুঃখ দিয়েছি। আমার বোঝা উচিত ছিল—"

স্বপন ওর এলো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল: "তোমার দোষ কী বলো!"

—"খু—ব দোষ। কিন্তু আমি মুখে হিরোইন সাজতে চাইলে হবে কী বলো, আমার অন্তরের সব প্রতিক্রিয়াই যে অতি সাধারণ—" কণ্ঠ ওর রুদ্ধ হ'য়ে আসে প্রায়।

স্বপন ওর মাথা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল: "কেন কঠিন কথা ব'লে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করবার চেষ্টা পাচ্ছ সন্ধ্যা? আমাদের প্রকৃতির এ-সব দিকের প্রতিক্রিয়ার ওপরে কি কারুর হাত আছে? না, আচরণে ওদের প্রকাশ হ'তে না দিলেই তারা রাতারাতি কৈবল্য লাভ করে?"

সন্ধ্যা ওর বুকে মুখ লুকিয়েই বলল: "তবু সংযমের সান্ত্বনা তো আছেই।"

—"কী সংযম বলছ?"

—"প্রকৃতির ছোট দিকটার নানারকম ফোঁসফোঁসানিদের দাবিয়ে রাখা।"

—"তাতে কতটুকু সান্ত্বনা ?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বলল : "আছে বৈ কি। তাদের গর্জ্জানি-কাতরাণি প্রকৃতির কুশ্রী উদ্দামতাকে তবু তো ইচ্ছাশক্তির লাগাম দিয়ে বাগ মানানো গেল।"

—"কিন্তু তারা বদলালো না তো।"

—"না ; কিন্তু তাদের অসভ্যতার, বর্ব্বরতার, রুক্ষতার গ্লানি তো খানিকটা কাটল।" ব'লে একটু থেমে বলল : "বিশেষ ক'রে যখন সুকুমার মানুষ এই ছোট প্রকৃতিকেই দেয় রাশ ছেড়ে, তখন গ্লানি কি উগ্র হ'য়েই বাজে না সিসি ?"

স্বপন ওর মাথায় চুম্বন ক'রে বলল : "এ-কথা মানি সন্ধ্যা। কিন্তু এটা বুঝতে পারাই যে তাকে বশে-আনার প্রথম ধাপ।—আর—আর এই দিকটাই যে তোমার একমাত্র দিক নয় তা-ও তো সমান সত্যি। আমাকে যা সেবাটা করলে—"

সন্ধ্যা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে সজোরে মাথা নেড়ে বলল : "ছাই ;—তা ছাড়া ও তো অভিনয়।"

স্বপন উজ্জ্বল সুরে বলে : "না সন্ধ্যা। এবার নিজেকে আঘাত করার বিলাস তোমাকে পেয়ে বসেছে। ও তোমার অভিনয় ছিল না। ভাণ করা মেয়ে এতটা নিখুঁৎ কোমলতা আসে না।" ব'লে একটু থেমে হাসে : "আমার সত্যি কী মনে হচ্ছিল জানো—যখন আমাকে তুমি কোলে নিয়ে—"

সন্ধ্যা সলজ্জ সুরে বলল : "যা—ও, ও-সব আমি শুনতে চাইনে। কিন্তু বলো—আমাকে তা হ'লে কি—কি এখনো—" ব'লেই ও থেমে গেল।

—"ভালোবাসি কি না ? ওগো অভিমানিনি ! আমার ভালো-

বাসার পুঁজি কি এতই অল্প যে, একজন বিদেশিনীকে তার থেকে একটুখানি দিতে না দিতে যাব ফতুর হ'য়ে ? শেলি বলেছিলেন কী ?—

"True love in this differs from gold and clay,
That to divide is not to take away ?"

—"শেলি রাখো। সত্যি বলো, আমার প্রতি ভালোবাসা তোমার সমান আছে ? একটুও বদলায়নি ?"

—"বদলায়নি এ কথা বলি কী ক'রে বলো ?—তবে অসত্য হ'য়ে যায়নি তা যখনই তোমাকে বুকের কাছে এমনি ক'রে পাই তখনই বুঝতে পারি।" ব'লেই ওর ওষ্ঠে চুম্বন ক'রে: "আর এখন ? তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারো না—যে, হলফ করিয়ে নেওয়ার এত আগ্রহ ?"

সন্ধ্যা ব্যাকুল হ'য়ে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে ওর কাঁধে মুখ ডুবিয়ে থাকে।···

স্বপন ধীরে ধীরে ওর বাহুতে···চুলে···পিঠে হাত বুলোতে থাকে।··· কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-রসে ওর মন আসে সিক্ত হ'য়ে। যেন ধরে না এ কোমলতা ওর হৃদয়ের ক্ষুদ্র সম্পুটে। হঠাৎ মনে পড়ে ওর সেই প্রিয় গানটি যা এক সময়ে রোজই সন্ধ্যার মুখে একবার ক'রে না শুনলে ওর তৃপ্তি হ'ত না :

"এ ক্ষুদ্র জীবন মোর এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর
হেথা কি দিব এ-ভালোবাসা ?
যত ভালোবাসি তাই আরও যে বাসিতে চাই
দিয়া প্রেম মিটে না কো আশা।"···

অথচ কোথায় তবু একটা ব্যবধান ?···ঠিক ব্যবধান না···আড়াল মতন।···ও প্রাণপণে চেষ্টা করে অস্বীকার করতে। কিন্তু পারে কই ?

ওর ভালোবাসা? না বদলিয়ে পারে! অনড় অচল উদ্ভিদেরও প্রতি শিরা স্নায়ু বদলায়…প্রতি মুহূর্তে হয় এ বিশ্বভুবনের নবজন্ম…আর বদলাবে না শুধু দম্পতীর ভালোবাসা—যা এত বিচিত্র…এত নানামুখী…এত জটিল! তবু প্রণয়ি-প্রণয়িনী যুগ যুগ ধ'রে প্রেমের সম্পর্কে তার চিরন্তন অপরিবর্ত্তনীয়তার শপথ ক'রে এসেছে…বলেছে প্রেম চিরস্থায়ী—তার জোয়ার-ভাঁটা নেই। যার প্রবৃত্তি এত দুর্ব্বোধ্য…যার স্নিগ্ধতা, যার বিকাশ, যার নিভে-যাওয়া ইচ্ছাশক্তির কোনো ধারই ধারে না…এক কথায়: যে ক্ষণিক-অতিথির মতিগতি একটা প্রহেলিকা, যে চির-মুসাফের, চির-চঞ্চল, মানুষ তাকেই চেয়েছে সব চেয়ে ক'ষে বাঁধতে!

তাই তো আজ ওর মনে তৃপ্তি এমন সুডৌল হ'য়ে এমন নিটোল হ'য়ে ফুটে ওঠে। তার কত রকমেরই যে আশঙ্কা হ'ত সময়ে সময়ে!… হবে না? যদি সন্ধ্যার প্রতি কোমলতা, দরদ, আবেগের চুম্বক আর বোধ করতে না পারত! উঃ—সে যে ভাবাও যায় না। আমায় বাঁধা থাকতে হবে তারই সাথে—যাকে ভালোবাসি না—যার চরণ-ধ্বনিতে বুকের রক্ত ওঠে না দুলে?—যার হাসির আলোয় জগতের হাসির রহস্য ওঠে না স্বচ্ছ হ'য়ে?—

না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে এত নিষ্ঠুর তিনি ন'ন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সন্ধ্যার দেহসান্নিধ্যে তার দেহ মন আজও রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। সব শেষে ভগবানকে ধন্যবাদ যে আনাকে ইসাবেলাকে ভালো-বাসার পরেও সন্ধ্যার প্রতি ভালোবাসা তার কর্পূরের মতন উবে যায়নি। কিন্তু যদি যেত!…উঃ! ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়! সন্ধ্যাকে সে আরো বুকের কাছে টেনে আনে …আরো……আরো।

ডায়ারি

চেম্বার মেড দোরের বাইরে থেকেই হেঁকে ভাঙা ইংরাজীতে বলে : "স্নানের ঘরে টবে গরম জল প্রস্তুত মাদাম।"

সন্ধ্যা ওর বাহুবন্ধন থেকে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল। স্বপন হেসে বলল : "ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এ আমাদের দেশ নয় : 'এসো' না বললে কাইজার বা জারের চোদ্দ পুরুষের সাধ্যি নেই ঘরে ঢোকেন।" সন্ধ্যা অপ্রতিভ হেসে বলল : "যা-ও।" ব'লেই প্রসঙ্গ বদলাতে বলল : "উঃ, দেখ তো। কানের ফুলটা এমন দুমড়ে দিয়েছ!"

স্বপন হেসে বলে : "এখনো পার্থিব কানের ফুলের ভাবনা? Woman! Toilette is thy name."

সন্ধ্যা সভ্রূভঙ্গে বলে : "আ-হা। যেন নিজেদের মতি-গতি সবই অপার্থিব—সেই মান্ধাতার আমল থেকে। তবু যদি না জানতাম একদিন দাড়িটা ভালো কামানো না হ'লে—"

—"ছি ছি, ও-সব গন্ধময় কথা এখন! কবিত্বের এ মাহেন্দ্র-লগ্নে!"

—"তবে রূঢ় কথা বলো কেন? রাগিয়ে দাও কেন?"

স্বপন বলে : "এ-কথার উত্তর তোমায় একশো একবার দিয়েছি কল্‌কাতায় : রসিকরাজ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় :

কহিলেন পিতামহী :
আমাদের সময়েও
স্বামী-স্ত্রীতে চিরকাল
তবে যেই রূঢ় কহে
বেশি দোষ তার ভাই,

'হ'য়ে থাকে বটে :
এইরূপ হ'ত সে-ও
—পুরাণেও রটে
তার তত দোষ নহে ;
যে তাহাতে চটে।'"

—"চটি কি সাধে ঠাকুর! যার জন্যে করি চুরি সে-ই টয়লেট নিয়ে খোঁটা দিলে—"

—"ঐ একটা মিথ চ'লে আসছে যে ছাই কবে থেকে! কবে হয়তো শুনব যে মেয়েরা ফ্লার্ট করেও পুরুষদেরই নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে। নইলে তাদের এ-বিষয়ে বৈরাগ্য একেবারে যৌগিক—অস্থিতে মজ্জায়।"

—"সাজতে আমাদের ভালো লাগে না তা তো বলছি না, তবে—কিন্তু কী জ্বালা! দেখ তো দুলটার পাথরটা কী রকম যে কাৎ হ'য়ে গেছে আর সোজা হচ্ছে না কোনোমতেই।"

—"হুজুরে হাজির যখন স্বয়ং শ্রীমৎ স্বপন, তখন তুমি এ ভার তারই বৃষস্কন্ধে চাপিয়ে শাঁ ক'রে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়ো। গরম জলটা নইলে বরফ হ'য়ে যাবে—ও-রসনার অফুরন্ত বক্তব্যকে সুদূর পূর্ণচ্ছেদে এনে শেষ করার অসাধ্যসাধন করতে গেলে।"

—"আ-হা-রে। যেন নিজেদের রসনা দু'দণ্ডও রেহাই চায়। ওর উত্তর আমিও কল্‌কাতায় শুনেছিলাম:

কহিলেন পিতামহ: 'বধূ ঠাকুরাণী!
আমাদের সময়েও এইরূপ হ'ত সেও
প্রথমে উচাত বরও চোখা-চোখা বাণী
পরে নাকি এঁটে উঠে কহিত; ছি ছি ছি, ছুটে
চলে বেসামাল সতী, ওই জিভখানি!'"

স্বপন হো হো ক'রে হেসে উঠল। সন্ধ্যার মুখেও নির্মেঘ প্রফুল্লতার আলো ঝলমল করছে। ধীরচ্ছন্দা হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে স্নানের ঘরের দিকে এগুলেন! মুগ্ধ স্বপন চেয়ে রইল তার পানে।···সেই সন্ধ্যাই বটে···সেই চিরপরিচিতা···সেই গতিভঙ্গ···লাস্যভরা···অথচ কোথায় যেন এক অনাসক্ত উদাস ভাব লুকিয়ে!···

স্বত্বাধিকারী

স্বপন খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল স্নানের ঘরের দুয়ারের চকচকে হাতলটার পানে।...হঠাৎ ওর চমক ভাঙল। পরে একটা আরাম-কেদারা সমুদ্রের দিকে ব্যালকনির দুয়ারটার কাছে টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। ব'সেই কিন্তু উঠে পড়তে হ'ল। সন্ধ্যার ছোট্ট একটি জাপানী হাতবাক্স আরাম কেদারাটির ওপর ছিল। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সন্তর্পণে বাক্সটি হাতে তুলে নিল...আহা, কোথাও ভেঙে যায়নি তো সুন্দর বাক্সটির? নাঃ, কোনো ক্ষতি হয়নি। আশ্বস্ত হ'য়ে ডালাটির হাতল ধ'রে পাশের টেবিলের ওপর রাখতে যেতেই, ঝরঝর ক'রে কত কী যে ধারাপ্রপাতের মতন টেবিলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।...নিজের অসাবধানতায় নিজের 'পরেই বিরক্ত হ'য়ে স্বপন সন্ধ্যার আয়না চিরুণি ছোটখাটো হরেক রকমের কৌটো, পুঁথি, রঙীন একটুকরো সুতো ছুঁচ সেপ্‌টিপিন স্নো ক্রীম সাবান—তা আবার কত সাইজের!—আচ্ছা, এতরকম টয়লেটের চিড়িয়াখানা ধরেও তো ঐ আলাদীনের হাতবাক্সে!—কে বলে ইন্দ্রজালের যুগ চিরান্তগত?

মেয়েরা হ'ল মেয়ে! একটা ছোট হাতবাক্সেও এ-তত্ত্বের পুঞ্জীভূত সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান!...এ-আবিষ্কারে ওর মনে জাগে এক বিমল আত্মপ্রসাদ: পুরুষেরা কিন্তু ঢের বেপরোয়া! নয়? এত শত সাজসরঞ্জামের তোয়াক্কা?—দূর্‌। সে-জাতই নই আমরা—পুরুষেরা। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবাজির হাতে কী-ই বা থাকত? একটা বল্লম ও ঢাল-তরোয়াল। হাজারটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল কত অম্লরসে!...নেপোলিয়ন ঘোড়ার উপরেই ঘুমিয়ে নিতেন। রাণা প্রতাপ ভূর্জপত্রেই রুটি খেতেন—ঘাসের রুটি। এঁরা কি কেউ ও-রকম হাতবাক্স নিয়ে

বেড়াতেন? না, বেড়ালে সীজার ভুলেও বলতে পারতেন যে, আলেকসাণ্ডার যে-বয়সে বিশ্বজয় ক'রে ফেললেন সে-বয়সে সীজার ক্যাপিটোলই ছাড়াতে পারলেন না? স্বপনের ওষ্ঠপ্রান্তে সীজারীয় হাসি ফুটে ওঠে: নাঃ, মেয়েদের জাত এ-সব বুঝবে না, তাদের মন প্রাণ তো সীজার, নেপোলিয়নের উপাদানে গড়া নয়।

হঠাৎ ওর চিন্তাস্রোতে বাধা প'ড়ে যায়—এ কী? ডায়ারিটা? স্বপনেরই উপহার যে। ক—বে দিয়েছিল ও—সেই ফুলশয্যার রাতে। মরোক্কো-বাঁধা—উপরে সোনার জলে লেখা: "প্রদোষবালাকে······ ইন্দ্রধনু।"

কী সুন্দর রেখেছে ও! প্রায় চার বৎসর হ'তে চলল এখনো ঝকঝক করছে যেন! পাতলা রেশমী ওড়নায় কত না যত্নে আদরে মুড়ে-রাখা! ···সন্ধ্যা রাখতে জানে বটে জিনিষপত্র!···সন্তর্পণে ডায়ারিটিকে তার রেশমি প্রচ্ছদ থেকে খুলে বার করে। স্নিগ্ধ খসখসের গন্ধ!···স্বপনের মন ভিজে ওঠে···কত সন্তর্পণেই না সন্ধ্যা রেখেছে ওর কতদিনের আগের এ-উপহারটিকে!···মেয়েরা বুঝি এ-সব বিষয়ে স্বতঃই অন্তর্মুখী সংহতচিত্তা! ভুলচুক ওদের হয়—কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে নয়—পুরুষদের মতন। ওর মনে পড়ে সন্ধ্যা ওকে একটি চমৎকার রেশমি রুমাল উপহার দিয়েছিল—কত যত্নে একটি টিয়াপাখীর ছবি বুনে। সেটি কোথায় আজ? কবে যে হারিয়ে গেছে—ওর খেয়ালও হয়নি। নাঃ, এ-সব বিষয়ে মেয়েদের কোথায় একটা সহজাত দরদ আছে···সৌকুমার্য্য। পুরুষরা এ-সব বিষয়ে···কী বলা যাবে?—স্থূল। মতিগতি তাদের চলে মোটা কদমে, মুখর ছন্দে। মেয়েদের গতি এ-সব বিষয়ে অন্তঃশীলা। কিম্বা বলা যেতে পারে—শুভ্র বালুচরে স্নিগ্ধ তটিনীধারার রেখাভঙ্গে। দৈনন্দিন গৃহকর্ম্মের খরতাপেও এ-সুধাধারাকে শুকোতে না-দেওয়া কি একটা আর্ট নয়? একটা সৃষ্টি

য়? ঠিক তেমনিই সৃষ্টি এ-সব—যেমন সৃষ্টি—একটা নবরাজ্যে আইনকানুন গড়া। সীজার, নেপোলিয়নকে ওরা তেমন ক'রে বুঝতে হতো সত্যিই পারে না—দেহ-সুখ, স্বস্তি, আরাম আমোদ-প্রমোদের প্রতি অনাসক্তির গৌরবটুকু ঠিক কোন্‌খানে—এ-সব ছেড়ে গহন বনে নিরালা তপস্বীর অনভ্যের আরাধনাকেও হয়তো ওরা ঈষৎ ভয়ের চোখে দেখে,—ওদের স্বভাবই যে নীড়ধর্মী—কিন্তু ওদের এই স্নিগ্ধ দরদটুকুর মূল্য দেবে কে? মেয়েরা যে-কোমলতা দিয়ে তাদের আবেষ্টনীর প্রতি আসবাব-পত্রকে ঘিরে রাখে—যে-স্নিগ্ধ স্পর্শে দরিদ্রের অভাবক্ষুণ্ণ রিক্ত গৃহাঙ্গনেও শ্রী জাগিয়ে তোলে, হৃদয়ের যে-সুষমার নরম আলো বিছিয়ে দিয়ে এ-ক্লিষ্ট সংসারের সব স্থূলতা, সব কঠোরতা, সব বর্ণ-হীনতাকে মাধুর্যে রাঙিয়ে তোলে তাকে কি সৃষ্টি না ব'লে অন্য কিছু বলা যায়? আর শুধু কি ডায়ারিটার রেশমি প্রচ্ছদটিই? এই ছোট্ট কারুমঞ্জুষাটির প্রতি টুকিটাকিই যে ওর প্রত্যক্ষ হৃদয়-রাগে রঞ্জিত। প্রত্যেকটির মধ্যেই ওর সজাগ মঞ্জুশ্রী উঠেছে ফুটে···

অন্যমনস্ক ভাবেই সে পাতা উলটোতে থাকে···হঠাৎ তার চোখ আটকে যায়। মাঝ থেকে এমনিই সে খুলেছিল—সত্যিই কোনো কৌতূহল বশে নয়—কিন্তু সন্ধ্যার পরিচিত নিটোল কয়েকটি অক্ষর দেখেই তার ঝিমিয়েপড়া অন্যমনস্ক মন ওঠে ধারালো হ'য়ে।—কিন্তু এ যে অন্যায়। দূর্—পড়লই বা একটু। ও ভুলে যায় যে ও নিজে কতবারই বলেছে যে স্বামী-স্ত্রীর যদি প্রণয়ি-প্রণয়িনী থাকতে হয় তবে পরস্পরের গোপন কথা জানার দাবি ছাড়তে হবে সব আগে। পরস্পরের গোপন কথা জানতে ইচ্ছা হবে না—নয়। জেনে কৃতজ্ঞ বোধ করবে—যখন একজন আর একজনকে সাগ্রহে সানন্দে বলবে। এ-কনফিডেন্স হবে একটা দান—অন্তরঙ্গতার পুরস্কার। দাবি ক'রে পেলে একে পাওয়াই হ'ল না।

কিন্তু আশ্চর্য · আজ তবু তার মনে উপচে পড়ে সেই দাবিরই জোর। সন্ধ্যার ডায়ারি তো! পড়বই বা। স্ত্রীর ডায়ারি পড়ার অধিকার স্বামীর নেই? বাঃ। ওর উদারতা যুক্তি বড় বড় কথা সব যায় ভেসে। একটু কুণ্ঠা জাগে অবশ্য। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ওঠে ওর এই অনুভূতি যে, সন্ধ্যার ডায়ারি পড়ার ওর অধিকার আছে। হায় রে স্বত্বাধিকার!

সন্ধ্যার ডায়ারি

প্রথম দিকটা খালি। সন্ধ্যা একটি কথাও লেখেনি যতদিন ও জেগে ছিল। সময় কোথায় ওর তখন?

প্রথম তারিখ ২০শে জুন, গত বছর—যেদিন স্বপন যুরোপ যাত্রা করে। পাতাটায় শুধু উচ্ছ্বাস—নেকামিসম্বল। উচ্ছ্বাসের ঘটা প'ড়ে স্বপনের সত্যিই নিজেকে একটু অপরাধী মনে হ'ল। মনে হ'ল হঠাৎ এরই নাম বুঝি সেন্টিমেন্টালিটি—যাকে সওয়া যায় কেবল আবেগের টেম্পারেচারে; একটু বাসি হ'লে গেলেই পড়তে না পড়তে মনে হয় শুধুই ফেনা। হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগে: সহজ মুহূর্তে এ-উচ্ছ্বাসকে যে-ভাবে দেখি তাকেই বা বড় ক'রে দেখতে হবে কেন? কে বলল যে, উচ্ছ্বাসের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত নেই? যদি বলি যে পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে এই আবেগেরই দুর্নীতি!—কিন্তু বললে হবে কেন? ওর মনের কিন্তু-ভাবটা ঘোচে না যে এ-উত্তরে। কেবলই মনে হয় যে, উচ্ছ্বাসের একটা মার্জিত, সংযম-শুভ্র, সমাহিত রূপ আছে যাকে সহজ দৃষ্টিতে দেখলেও ফেনা মনে হয় না, এবং সেইজন্যেই আবেগের এই থিতিয়ে-যাওয়া রূপই আবহমানকাল রূপ পেয়ে এসেছে কাব্যে গানে আর্টে। কিন্তু নবদম্পতীর উচ্ছ্বাসের বারো

আনা দেহগত, স্নায়ুগত, মনোগত উত্তেজনার কুহকে রচিত। তাই না ও হ'য়ে দাঁড়ায় সেন্টিমেণ্টালিটি···· তাই না ও কাব্যে শিল্পে গানে শিরোপা পেল না। তাই তো রসের কনককিরণে যখন সে-চেতনার ভালে নিটোল আত্মপ্রকাশের দ্যুতি, যখন মনের গায়ে ধরে মার্জিত বুদ্ধির ঝিকিমিকি, প্রাণের গায়ে—সংযমিত আবেগের ঝিলমিলতা, এবং সম্প্রসার, যখন হৃদয় প্রাণের হাতে হাত মিলিয়ে মনের সঙ্গে মিতালি ক'রে আনন্দের বরমালা প'রে নিজেকে রসের সজ্জায় চায় মোহনরূপে প্রকাশ করতে—তখনই তা হয় সাহিত্যের প্রকাশ। আবেগ কারো অপাংক্তেয় নয়। কেবল, সাহিত্যলোকে বসতে হ'লে তাকে সে-সভার নিমন্ত্রণ-পত্র লাভ করতে হবে, গায়ের জোরে হুড়োহুড়ি ক'রে অনাহূত বা অবাঞ্ছিত হ'য়ে গেলে সে হ'য়ে দাঁড়ায় উড়ে গিয়ে জুড়ে বসা। তা করলে চলবে না। এ-নিমন্ত্রণপত্র পেতে হ'লে আগে তাকে লাভ করতে হবে রসসৃষ্টির সৌকুমার্যের কৌলীন্য।—হঠাৎ সন্ধ্যার ডায়ারিতে চোখে পড়ে :

"প্রিয় তুমি যে-দান দিয়েছ গো
ভরেছে এ-হৃদয়
হায় প্রতিদানেতে নোয়াতে মাথা
হবে কি দ্বিধা ভয়?
আমি তোমার কাছে পেয়েছি যত,
চরণে তার লক্ষ শত
অভিমান যে হয়েছে নত
হীনতা সে তো নয়;—
শুধু তোমার কাছে জিতিলে হারি
হারিলে—সেথা জয়।"

এ-ই—এ-ই—এ-ই। এই-ই হ'ল ঠিক উচ্ছ্বাস—যা প্রকাশে মঞ্জুর। তাই তো এত রাশি রাশি উচ্ছ্বাসের পরিপাণ্ডু ফেনিলতার মধ্যেও এ-লাইন ক'টি তেমনি অমলিন অক্ষুণ্ণ গৌরবে রঙীন হ'য়ে রয়েছে যেমনি রঙীন ছিল ওরা—যেদিন সন্ধ্যা এ-গানটি রচনা করে। মনে পড়ে—সেদিন ওদের দুজনের মধ্যে ঘটেছিল মনোমালিন্য। কে আগে এগুবে অপরকে সাধতে? শেষটায় সন্ধ্যাই আসে—গানটি রচনা ক'রে। না—স্বপন মাথা নাড়ে—মানুষ ভুল করেনি—কাব্যময় আবেগকে জীবনময় আবেগ থেকে পৃথক ক'রে। ওরা রূপে স্বজাতীয় হ'লেও রসে একেবারে অহি-নকুল। বুক-চাপড়ে গড়পড়তা বিধবার কান্না ও ভ্রমরের কান্না, সুড়সুড়ি দিয়ে হাসি ও "পাঁচশো বছর এমনি ক'রে"র হাসি—এরা এক জাতই নয়।

* * *

চোখ নামালো ফের ডায়ারিটির দিকে। হায় রে, "স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন": এমন লাইনের পরে আবার সেই হা-হুতাশ। ফের সেই জীবনের কাঁদুনি! কেন এমন হয় জীবনে? নভেলে তো হয় না! নভেলে আবেগ রোমন্থন করতে সুরু করল তো করলই—কার সাধ্য রোধে তার গতি? কিন্তু বাস্তব! হায় রে!· স্বপন দ্রুত পাতা উলটে চলে।···তবু ভালো, উচ্ছ্বাসের ঘটায় ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ভাঁটা পড়ছে। জুলাই আসতে না আসতে ওর মনের প্রাণের একটা স্নিগ্ধ বিরহরূপ ফুটে ওঠে যা পড়লে তেমন বাড়াবাড়ি মনে হয় না আর। সহসা সন্ধ্যার কয়েকটা লাইন ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

"আজ সিসির প্রথম চিঠি এল সুয়েজ থেকে। কী চমৎকার লেখা। ···বাড়ীতে এত বইয়ে তো কত অক্ষরই আছে। কিন্তু এ-অক্ষরগুলি?···

এরা যে আখর—অক্ষর তো নয়। বইয়ের অক্ষর হ'ল গদ্য—এরা যে কাব্য!···তাই বুঝি পড়তে মন ওঠে এমন দুলে? তাই বুঝি বার বার প'ড়েও তৃপ্তি হয় না?—কেবল একটা আক্ষেপ জাগে তবু: ওরা কেমন যেন সাবধান-সাবধান ভাব। পুরুষ জাতটা বুঝি সত্যিই মেয়ে নয়। ওদের ভাবনা কামনা চলন বলন সবই অনাসৃষ্টি। বিরহ যদি অনুভবই করল—তবে প্রকাশ করবার বেলায় এত শত কিন্তু কেন? এত ভয় কেন উচ্ছ্বাসে? কাব্য হবে না ব'লে? ওরে অবোধ, কাব্যে মেয়েরা কবে তেমন আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে যেমন হয়েছে তারা অকাব্যগন্ধী প্রেম-পত্রে? এটা তোরা বুঝবি কবে—ওরে স্বভাব অপ্রেমিক? কাব্য লিখতে তোরা জানিস্—মানি, কিন্তু এত বয়স হ'ল তবু ভালোবাসতে শিখলি কই? মেয়েদেরকে কবিতা লিখতে শেখা না তোরা—যত প্রাণ চায়। কিন্তু দোহাই, একটু নম্র হ', বল্ তাদের পায়ে লুটিয়ে: আমরা ভালোবাসতে শিখিনি দেবি, সেটা তোমাদের কাছ থেকে শেখা ছাড়া গতি নেই।

"কিন্তু হায় রে! এ তারা বলবে না। বলবে কি?—হয়তো কোনোদিন জানবেও না। জানবে কেমন ক'রে? ভালোবাসার নিবিড়তম সত্যতম রূপটি দেখার দিব্যদৃষ্টি যারা পায়নি কেমন ক'রে তারা ধরবে যে, তার পুরুষালি রূপটি মেয়েলি রূপের তুলনায় কত অগভীর—কত উপর-উপর? জন্মান্ধকে রঙের মহিমা বোঝাবে এমন ভাষা কোন্ কবি কবে তৈরি করেছেন? তিনটি কোমল পর্দায় তোড়ির রূপ ফোটে—অতি কোমল গা, অতি কোমল রে, সা। যে শুনল সেই জানল ওর মিড়টুকুতে কী ফুটল। কিন্তু যার শ্রবণ নেই তাকে এ তিনটি সূক্ষ্ম শ্রুতিতে তোড়ির মর্ম ব্যাখ্যা করবে কে? নারী পুরুষকে বোঝাবে কী দিয়ে—প্রেমের বেদনা তার হৃদয়ে কী ঢেউ তোলে? যে-জাত আত্মনিবেদনকে বলে

মেয়েলি, আবেগের আন্তরিক প্রকাশকে বলে উচ্ছ্বাস—তাকে বোঝানো যায় কখনো ?"…স্বপন থমকে যায়। এ কী দৃষ্টিভঙ্গি ওর !!…

কয়েক পাতা পরেই :

"আজ সিসির চিঠি এল পোর্ট সেড থেকে। যাক তবু ভালো যে অত দ্রুত পট পরিবর্তনের মধ্যেও এ-প্রতীক্ষমানার নিষ্ফল প্রত্যাশার বেদনা নিয়ে সে কবিত্ব করার সময় পাচ্ছে।—তবু আশঙ্কা হয়। কিন্তু কিসের আশঙ্কা ? দূর। সত্যিই বুঝি মেয়েরা একটু বেশি উচ্ছ্বাসিনী। উচ্ছ্বাস—বুঝি। কিন্তু এ অহেতুক ভয় কেন ? দুরু দুরু বক্ষ, অতন্দ্রিত উৎকণ্ঠা, বিনিদ্র রজনী—এ-সব রোমান্সে শুনতে বেশ—কিন্তু জীবনে ? না, ও চাই না আমি। এ-অহেতুক উৎকণ্ঠার মূল আমি সবলায় মতনই ফেলব উপড়ে। অন্যের বঁধুয়া কি ছাই 'আন ঘরে' যায় না ? তবু তো আমার বঁধুয়া পদে আছেন—'আমার আঙিনা' বেয়ে আমার বুকের ওপর দিয়ে কোথাও যাননি। তবে ? এত ভয় কেন ?"

তারপরই অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত : কী উচ্ছ্বাস ! উঃ…

"আমার স্বামীর মতন স্বামী কার ? রূপে গুণে স্বভাবে"—স্বপন সন্ধ্যার স্নানের ঘরের দিকে তাকায়। মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে কিন্তু। আশ্চর্য ! ও জানে যে এ নিছক অকাবিাক ফেনা কোনোদিন এ-কয়টি লাইন দিয়ে মেঘদূত রচিত হবে না, রোমিও জুলিয়েটও না। তবু —ভালো লাগে। সন্ধ্যা ওকে এত বিশ্বাস করে ? কোথায় একটা ব্যথাও যেন ওঠে বেজে।

তবু তাড়াতাড়ি পাতা উলটে যেতে হয়। কি জানি কখন সন্ধ্যার দোর খোলার আওয়াজ হয় ?

পরের কয়েক পাতায় বাড়ীর খবর · তার ফরাসী শেখার ইচ্ছে হওয়ার

কথা রমুর ঠাট্টার উল্লেখ···আরও কত জল্পনা কল্পনা···মাঝে মাঝে দু-একটি কবিতার অসম্পূর্ণ স্তবকও :

"তোমায় পেতাম যেদিন হাত বাড়ালে
ডালে ডালে
বনস্থলী
কুলাঙ্গুলি
চালত মুঠো ভ'রে···
শুধু নেইক ব'লে কাছে তুমি
'আজ কুসুমি'
ওঠে না দিন
বাজে না বীণ
ধরার কলস্বরে।"

কী সুন্দর লাগে এ-কয়টি লাইন—ডায়ারির স্নিগ্ধ পট ভূমিকায়। যেন ধূসর সন্ধ্যার বুকে ফুলের মতন জ'লে উঠল কয়টি তারা!··হঠাৎ স্বপনের মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, কবিতার সঙ্গে তার ইতিহাসের—কনটেক্সটের আবেষ্টনীর যে-সম্বন্ধ সেটুকু জানলে কি কবিতার রসভোগ বেশি সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, না, ওঠে না? যদি জানা যেত রজকিনীর সঙ্গে কোন্ কোন্ দিন কী কী আদর সোহাগের অশ্রু হাসির পরে চণ্ডীদাস কোন্ কোন্ পদ লিখেছিলেন?—রজকিনীর কোন্ অসহ বেদনা অনুভব ক'রে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছিল :

শুন হে চিকণ কালা!
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জালা?

চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ,—
কভু কোনো ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ।
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম,—
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম ঘনশ্যাম।
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে,—
চণ্ডীদাসে কয় রসিক যে হয়
সেই সে-বেদনা জানে।

অবশ্য—রজকিনীর বেদনার ইতিহাস এ সব গানের ছত্রে ছত্রে গাঁথা। তবু নিশ্চয় ক'রে জানলে এ-গানগুলির রস আরও নিবিড় হ'য়ে উঠত না কি?—যেমন সন্ধ্যার কবিতাগুলি তার ডায়ারির মধ্যে। ডায়ারির মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রকাশকের দোকানে কিনে এ-কবিতাটি পড়লে অনেকখানি সৌরভ কি হারা যেত না?

* * *

কয়েকপাতা পরে:

"শিশির নবপরিচিতা এ-অজ্ঞাতকুলশীলাকে দেখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেন হয়?—যখন জানি সে বিলিতি মেয়ের মতন বিলিতি রকমই দেখতে হবে! সম্ভবতঃ ফ্যাকাশে। রুজমাখা, গায়ে-পড়া, চতুরা, মুখরা,

রোমান্টিক-ভাবাপন্না, দরকার হ'লে গদ্‌গদভাষিণী—এ সবই তো জলের মতন স্বচ্ছ। তবু দেখতে ইচ্ছে হয় কেনই বা? যাঃ! কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো—কিন্তু তা হ'লে এত আপত্তি ঘোষণা করছিই বা কেন এ-গভীর রাতে? না না না। এ-কথা কখনোই সত্যি নয়। দেখতে ইচ্ছে হয় কেন? বাঃ! হবে না-ই বা কেন? ইন্‌টারেষ্টিং মেয়ে—আলাপ করতে ইচ্ছে হবে না? না হ'লেই তো হ'ত সেটা দোষের।"

স্বপনের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে:

"কিন্তু তবু কোথায় একটা অদৃশ্য কাঁটা!···নড়তে চড়তে খচ্‌খচ্ করে যে—অস্বীকার ক'রে হবে কী? না, এ-দুর্বলতাকে দমন করতেই হবে। দিদিকে যাবার সময়ে বলিনি যে, বিদেশিনীদের শুধু দেউড়ির নয় অন্দরমহলের খবরও মন্থন ক'রে এনে আমার শ্রীচরণে নিবেদন করতে হবে! ও হেসে বলেছিল: 'যদি বিষ ওঠে তবে কি শিবের দোসরা হবে না কি গো?'—আহা—হা। যেন বিষ শুধু পুরুষেই পরিপাক করতে পারে—নারী যেন শুধুই মধুবিলাসিনী। এ-অগৌরব দূর করতেই হবে আধুনিকাদেরকে।

"কিন্তু জয় একে না হয় করলামই। তবু প্রশ্নটা তো রইলই। বাজে কেন? খারাপটাই বা মনে করতে ইচ্ছে হয় কেন? আনা তো ভালো হ'তেও পারে। অভিযুক্ত আসামী আইনেও অনৈশ্চিত্যের বেনিফিট পায়—অথচ সুকুমার প্রণয়-জগতে তাকে সরাসর দেব প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—তার সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও না জেনে? এ কী রকম কাজীর বিচার?

"না:। ও নিশ্চয়ই ভালো মেয়ে। ক'দিন আগেই মীনিমাকে লিখেছি দিদির বিচক্ষণতার কত তারিফ ক'রে। আর আজই তাকে ধ'রে নিচ্ছি বিমূঢ়—প্রলুব্ধ—অন্ধ? না, ওকে আমি অবিশ্বাস করব না।

না না না। তা ছাড়া সত্যিই তো ওরা ধর্মে ছন্নছাড়া। ওদের বেঁধে রাখতে চাওয়া—সেটাই যে অত্যাচার। স্নেহও ওদের সয় না—যদি লালন বড় বেশি সজাগ হয়। উপায় কি?

"আনার সঙ্গে মিশছে ঘনিষ্ঠভাবে? মিশলই বা যদি এতে—দূর্, ও-কথা মনে স্থান দেওয়াও হীনতা। ছি। বিশেষতঃ যখন মেয়েটি এতবড় আঘাত পেয়েছে। আহা! কিন্তু আশ্চর্য! আহা বলছে কে?—আমার মন। প্রাণ না তো! এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধি কত বেশি বেপরোয়া, নয়? প্রাণ কত বেশি বশ—বাসনার, প্রবৃত্তির, প্রকৃতির। আচ্ছা, সত্যিই কি মেয়েরা বেশি প্রাণধর্মী ব'লেই এত বেশি প্রকৃতির তাঁবে? কিন্তু বিস্ময় লাগে! আনা যদি সিসির সঙ্গে না মিশে মলয়, অতনু, পল্লব বা নিলয়ের সঙ্গে মিশত তা হ'লে ওর দুঃখের জন্যে আমার দরদ উঠত উথলে। অথচ এক্ষেত্রে সিসি দরদী হ'ল ব'লেই আমি হ'য়ে উঠেছি বেদরদী! না—এ অসহ্য: প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল হওয়া আমাদের আর চলবে না—কোনোমতেই না। অতীত যুগের মেয়েদের এ অপযশ অবলা-ব'লে-এ দুর্নাম কাটিয়ে উঠতেই হবে এ-যুগের সবলাদেরকে। অবলা! পুরুষের কানে ও নাম যতই কেন না মধু-বর্ষণ করুক—এ সুশ্রী মাধুর্য অপলকা লাবণ্যের বড়ে মেয়েদের আর প্রসাধন করা চলবে না—তাতে যতই কেন না তাদের রূপশ্রী-বৃদ্ধি হোক। এক্ষেত্রে আনার সঙ্গে আমার একমত। ওর স্বামীকে ছেড়ে আসাকেও তাই আমি শ্রদ্ধা করি। নারী থাকবে শুধু পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হ'য়েই? না না না। তাকেও আগে হ'তে হবে মানুষ—পরে নারী। নারীর নারীত্ব! না, তা ছাড়ব কেন? যা সুন্দর সুকুমার মধুর তাতে যদি নারীর অধিকার বেশি থাকে তবে পুরুষালি বর্বরতার অনুকরণ ক'রে তাকে খোয়ালো হবে মূঢ়তা। এ-বিষয়ে বিলিতি মেয়েদের মতন বোকা

হবো কেন আমরা ? না ; সম্পনকে ছাড়ার মানে তেজ নয়—কোনো ইস্যেরই ফেরে প'ড়ে। কিন্তু তাই ব'লে মাধবীলতা সহকারকে অবলম্বন ক'রে তবেই আকাশের পানে উঠবে, নইলে পড়বে মাটিতে লুটিয়ে—এ কথা শুনলেও গা জ্বালা করে। এ তো সম্বল নয়—এ হ'ল শূন্যতার পরাসক্তি, মিথ্যার আল্পনা।"

তার পরের কয় পাতা ফাঁক। স্বপনের উলটোতে উলটোতে কত কী যে মনে হয়!…সন্ধ্যা যে এত ভাবে……

"কিন্তু সিসির এ আড়ষ্ট ভাব কেন? এর কী দরকার ছিল। ওর সব ঠাট্টা সব গল্প সুরই এমন বেসুরো বাজে কেন?…আমার এ ভ্রান্তি? হবে। তাই হোক। কিন্তু…যা প্রমাণ করতে পারি না তা-ই কি অসত্য?"

পরের কয়েকটা পাতা কের ফাঁক। তার পরে :

"আচ্ছা, এ-কথা ডায়ারিতে লিখতেও ভয় পাই কেন? এ-আশঙ্কা সত্যি নয় ব'লে? কিন্তু তাই যদি হবে তা হ'লে এ-কথাটা উঠতে চাইলেও মনের মুখ চেপে ধরি কেন? তবে কি সত্যিই যুগ-যুগের সঞ্চিত কুসংস্কারের ফলে আমাদের মনের মূলে অবলা শিকড় গেড়েছেন?—না ; যদি গেড়েও থাকেন—তবে তাকে ফেলব উপড়ে—তাতে যত ব্যথাই বাজুক না কেন।

"কিন্তু তবু হৃদয়ের কোথায় একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসে ছেয়ে …ভরসার আলো যায় নিভে। আমার 'পরে শ্রদ্ধা যে-পরিমাণে বাড়ছে, তার ব্যথার জন্মে দুঃখ দরদ যে-পরিমাণে নিবিড় হ'য়ে উঠছে—ঠিক সেই পরিমাণেই যে আবার হৃদয়টা উঠছে টন টন ক'রে। কেন এমন হয়?

"উত্তর আমি জানি, কিন্তু মানি না। না—না—না : কিছুতেই এ-কথা আমি স্বীকার করব না যে, এর কারণ শুধু মেয়েদের মাধবীলতা-

প্রবৃত্তি। আঁকড়ে থাকতে চাওয়ার প্রবৃত্তি নেই কার? পুরুষেরাও কি রোগে শোকে মেয়েদের সান্ত্বনা স্নিগ্ধতার কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে না? বলে না—তোমাদের স্নিগ্ধতার অন্নপূর্ণা অঞ্জলির কাছে আমরা পাতব হাত, আর তোমরা আমাদের সব রিক্ততা, সব অভাব, সব শুষ্কতা সে রসধারার দানে ক'রে তুলবে সবুজ? নাঃ। ও একটা কথাই নয়। ভালোবাসায় প্রতিদান-কামনা থাকতে পারে, কিন্তু তার মানেই কি প্রেমাস্পদকে শুধু গ্রাস করার ইচ্ছে? তবে দিদি এ রকম অসুন্দর ঠাট্টা করে কেন? বার্ণার্ড শ-র ও-ঠাট্টা তীক্ষ্ণ হ'তে পারে (যে, মেয়েরা পাহাড়ে সাপ—বরতটিকে আস্ত মুখে না পুরলে তাদের স্বধর্মই পালিত হয় না) কিন্তু সত্য নয়। আর আজকের যুগের মেয়েরাই এ-কথা প্রমাণ করবে। তাদের 'পরেই ভার দেখিয়ে দেবার যে মেয়েরাও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে ভালোবাসতে জানে—যেমন ভালোবাসতে জানে শিল্পী তার শিল্পকে।"

হঠাৎ স্নানের ঘরের দোরের কাছে কী-একটা শব্দ হ'ল। স্বপন তাড়াতাড়ি ডায়ারিটা সন্ধ্যার হাতবাক্সে রেখে ভালোমানুষের মতন সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপটি ক'রে ব'সে রইল। ওর বুকের মধ্যে কী একটা যেন উঠেছিল বেজে।...কী সুন্দর! সন্ধ্যার প্রতি এত শ্রদ্ধা এত সম্ভ্রম বুঝি ও জীবনে কোনোদিন বোধ করেনি। এত পড়তে ইচ্ছে করে ওর মনের লাজুক কথাগুলি।...এমন কি লুকিয়ে এ-সব পড়া যে অন্যায় তা মনেও হয় না আর।...

কিন্তু কই, দোর তো খুলল না। বিপদ জেনেও লোভ সে সামলাতে পারল না। বড় জোর হাতে-নাতে ধরা পড়বে। এ সব অপরাধে হৃদয়রাজার কাছে বে-সাজা মেলে তা খুব অরুচিকরও নয়। দেখা যাক কের ছুপী ব'লে।

টেনে নিয়ে ফের পড়তে লাগল—কিন্তু খুবই সতর্ক হ'য়ে :

"কিন্তু আঁকড়ে থাকার গূঢ় প্রবৃত্তি যদি প্রেমের মূলে লুকিয়ে না থাকে তবে এ কথা ভাবতে কেনই বা এত ব্যথা পাই যে সিসি আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে? যতটা দেব ততটা ফিরে চাই এ-দরদস্তুরের ভাব যদি প্রেমের আদান-প্রদানে না-ই থাকবে—তবে আনার সঙ্গে সিসি এখন হয়তো প্রেমালাপ করছে ভাবতেও এমন বেঁধে কেন? কতদূরে সে। আনা না থাকলেও তো কিছু আমি এখন তার কাছ থেকে আমার প্রেমের প্রতিদান পেতাম না। কাছে থাকলে—'আমাকে বঞ্চিত ক'রে আনাকেই দিচ্ছে সবটুকু' এ-কথা ভেবে না হয় অনুযোগ করতে পারতাম। কিন্তু এখানে তাও তো নয়। তবে? তবে একে প্রতিদান-কামনা ব'লে চোখ ঠারছি কাকে?

"না। এ-কথা স্বীকার করতে আমার যতই বেদনা লাগুক না কেন এ-কথা আমাকে মানতেই হবে যে সিসির প্রতি আমার প্রেম যে-ধরণের ব'লে আমি গর্ব্ব বোধ করতাম সে-ধরণের প্রেম আমার নয়।

"এ-স্বীকারে ব্যথা বাজে? বাজুক। সত্য বা তাকে সত্য ব'লে না মানলে সত্যের সাধনা হবে কেমন ক'রে? আর তা-ই যদি না হয় তবে প্রেম বড় হবে কী ক'রে? প্রেমের ভিত্তি টেঁকে কখনো—যদি সত্যে সে সাহস ক'রে ভর করতে না পারে? 'বাস্তবতা' কথাটা শুনতে আমার কী খারাপই না লাগত এক সময়ে! কিন্তু বাস্তবিক ও তো আদর্শের শত্রু নয়—বন্ধুই। ও-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—আদর্শের পথে কাঁটা কোথায়। ফুলস্বপ্ন কখনো জাগ্রতে মুক্ত হয় কি—যদি কাঁটা সম্বন্ধে চেতনা পূর্ণ সজাগ হ'তে না শেখে?"

হঠাৎ স্নানের ঘরের দোরে ফের শব্দ হয়। স্বপন নবজাগ্রবেগে সন্ধ্যার ডায়ারিটা হাতবাক্সে রেখে দিয়ে সমুদ্রের দিকে থাকে চেয়ে।

—"কি গো ভাবুকরাজ ? এতক্ষণ হচ্ছিল কি ?"

—"দূরের ঐ পালতোলা নৌকোটা কী সুন্দর !"

—"ঐটে দেখছিলে বুঝি ?" সন্ধ্যার এমন ভালোমানুষি টোন !

—"এমন প্রভাতকনককিরণোজ্জ্বল দিনে কি আর কোনো দিকে মন যায় ?"

—"যায় গো যায়—কারুর হাতবাক্সে মরোক্কোবাঁধা কিছু থাকলে বাইরে কনক তো কনক, হীরে জহরতের মেলা বসলেও এসে যায় না।"

স্বপন সত্রাসে ওর দিকে তাকায়।

সন্ধ্যা খিল খিল ক'রে হেসে বলে : "এতদিন এদেশে আছ ঠাকুর, শুধু জানো না 'কী-হোল' কাকে বলে ? এ কি আমাদের দেশের দোষ ?"

কথার লহরীভঙ্গ

সাত আট দিন কেটে গেছে। কী সকম ক'রে যে কেটেছে তা স্বপনই জানে ! এ যে অভাবনীয় ! জীবনটা গদ্যময় এই-ই তার জানা ছিল বরাবর। প্রথম আনা, ইসাবেলা ও চাঁদের সংস্পর্শে এসে সে টের পায় যে জীবনের গদ্যছন্দের প্রতি ফাটলেও কাব্যছন্দ, নাট্যছন্দ বেজে উঠতে পারে অনুভূতি-বিশেষের স্পর্শে। শুধু অনুভূতি—না, ঘটনার যোগাযোগ। অলক্ষ্যে থেকে কে যেন যোগান দেয় নাটকত্বের সব উপাদান—মাল-মসলা। শুধু যোগান দেওয়াই তো নয়। কে যেন খেলায় তাকে খেলার পুতুল ক'রে ! সে খেলে কিন্তু বুঝতে পারে কই যে নিজের ইচ্ছেয় সে খেলছে না ? অবশ্য তার নিজের ইচ্ছা, যে একেবারেই শূন্যের কোঠায় তা নয়, কিন্তু এতটুকু ইচ্ছার চলে পা এগিয়ে দিতে না দিতে দেখে যে চক্ষের নিমেষে সব গেছে ওলট-পালট হ'য়ে।

কত রকম সূক্ষ্ম ঘটনায়ই যে সে বোঝে এ-কথা! না বুঝে উপায় আছে? ধরো না কেন সেদিনই—সন্ধ্যা আসার দুদিন পরে।

ওরা তিনজনে এক টেবিলে বসেছে—প্রাতরাশে। আগের দিন আনা প্রায় সমস্ত দিনটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সন্ধ্যা ও স্বপন দুজনেই বোঝে যে এত ঘুম একটা অছিলা মাত্র—যাতে ওরা দুজন একসঙ্গে থাকতে পায় বেশি।

আজও সকালে আনা একটু আপত্তি করতে যায় "ক্লান্তির" অছুহাতে। কিন্তু সন্ধ্যা শোনে না, বলে: "সে হচ্ছে না আনা, কেবলই আমাকে এড়িয়ে চললে শুনব না।" আনা ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে ওঠে, আর একবার না-না-ও করে, কিন্তু শেষে রাজি হয়। সন্ধ্যাও ভারি বিব্রত বোধ করে। কথাটা ছিল ওর সামান্যই—কিন্তু তার ইঙ্গিতটা যে অস্বস্তিকর! আর অস্বস্তিটা উগ্র হ'য়ে ওঠে কাঁটার মতন—যখন এ-ইঙ্গিত আনা চাপতে যায় অথচ পারে না। তবু কেন এ-ঢাকাঢাকির বিড়ম্বনা?…কেন?…স্বপন বিমর্ষভাবে হাসে একলা।

ধরতে গেলে ওরা বেশ খোলাখুলি ভাবে হেসে খেলে মেশামেশি করতে গিয়েছিল ঐ প্রাতরাশের টেবিলে। কিন্তু কি-রকম যে হ'য়ে দাঁড়াল ঘটনাচক্রটা…ওদেরই গ্রহ-বৈগুণ্যে! অকোয়ার্ড? না, তার চেয়েও বেশি। কিন্তু সেটা বুঝোবে স্বপন কাকে! আর বুঝোতে যাওয়ায় পথেই কি কম অন্তরায়? জীবনে এমন সব যোগাযোগ অদৃশ্য ছুঁচের মতন নিরন্তর বিঁধতে পারে কে জানত—যে-সব বেদনার ইতিহাস কাউকে ব'লেও হালকা হবার উপায় নেই। না আনার কথা বলতে পারে সন্ধ্যাকে, না সন্ধ্যার কথা আনাকে। কচিৎ একটু যদি বা বলে একজনকে অমনি অপরের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অব্যক্ত অনুযোগ কত যে!… ওরা কি ক'রে মনের কথা টের পায়—মেয়েরা? এ-ধরণের কত ছোট-

খাটো দোলা ··কত অস্বস্তি···আর সব চেয়ে সঙীন অবস্থা এই যে, ওরা পাশাপাশি রয়েছে এ-ঘটনাকেও নির্মল আকাশে অরুণোদয়ের মতনই করতে হবে ওকে অভিনন্দন। এই-ই যে জীবন-দেবতার খেলার প্রথম বিধান এ-ত্রয়ীর নিকট-সংস্থানে। অথচ ত্রয়ীর সামীপ্য যে কোনো দিক দিয়েই এক বৃন্তে তিনটি সই-পাতানো ফুলের মতন স্বাভাবিক নয়, অভিনন্দনীয় নয়, তা তিনজনেই বোঝে। অথচ মুখে একজনও ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে পারে না। যা প্রতি রক্তকণা দিয়ে করি অনুভব — তাকে প্রতি নিঃশ্বাস দিয়ে হবে ঢাকতে।

আর শুধু ঢাকার সমস্যাই তো নয়। উকীলের মতন নয়-কে-হয়-করার ভারও যে ওদের তিন জনারই ওপর! আইনজ্ঞের তবু বাঁচোয়া যে, যুক্তির এলাকাতেই তাঁর প্রমাণের ভার—কিন্তু প্রণয়জ্ঞের? প্রতি পদে যৌক্তিকতাকেই চলতে হবে পাশ কাটিয়ে—মান অভিমানের ক্ষেত্রে অযুক্তির ধূপ-ধূম ছেড়ে যুক্তির ঝরা ফুল চায় কোন্ অরসিক? অথচ দেখাতে হবে যে অন্যায় আচরণ কেউই করছে না, প্রত্যেকের আচরণই যুক্তিসঙ্গত, প্রত্যেকের দাবিদাওয়াই শিশুর স্তনদুগ্ধের দাবির মতনই অনবদ্য। অথচ মুস্কিল এই যে, দাবি যেখানে অকুণ্ঠ সেখানেই তার মর্য্যাদা রাখা হ'য়ে ওঠে সব চেয়ে কঠিন। শিশুর দাবি তার প্রতি দেহদোলে মুখভঙ্গিতে হাসিতে কান্নাতে মাংসপেশীতে ব্যক্ত—উচ্ছল। কিন্তু যেখানে প্রণয়ি-ত্রয়ীর নিকট-সংস্থান—সেখানে প্রতিজনার দাবিই সঙ্কুচিত অথচ [illegible] না মানে যুক্তি, না—হৃদয়।

তবে মানে কে? ঐ তো! সাধে কি স্বপনের এত মনে হয় খেলার পুতুলের কথা।

* *
*

সন্ধ্যা বলে : "তোমাকে বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে আনা।"

আনা উৎফুল্লতার ভাণ ক'রে হেসে বলে : "পাশে হরদম ক্তীনরাজ থাকলে অন্য সবাইকে অমন দেখিয়ে থাকে মা শেরি।"

স্বপন বিরক্তভাব গোপন ক'রে বলে : "কিন্তু ধ'রে নিচ্ছ কেন যে, সন্ধ্যা রং-কাণা নয়?"

সন্ধ্যা ফিক্ ক'রে হেসে বলে : "ওগো রঙরাজ, রং-কাণা হ'লে আমিও বাঁচতাম তুমিও বাঁচতে বোধ হয়।"

স্বপন আনার দিকে চেয়ে মুখে বেপরোয়া হেসে বলে : "মেয়েদের সব এক রা—দেখেছ আনা? সবতাতেই একটা ঘোরালোপনার ভাণ। তোমাদের কথার কি কোনো মাথামুণ্ডু আছে? অথচ এমন ঢঙে বলবে যে মনে হবে বুঝি প্রতি কথার পেছনে গুহ্য অর্থের চাপা বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে মেরে বেড়াচ্ছে—শুধু একান্ত অন্ধ ব'লেই আমরা—পুরুষরা—দেখতে পাই না।"

আনা উত্তর দিতে যাবে এমন সময় সন্ধ্যা বলে : "ওগো সরলরাজ, ঘোরালোপনার ভাণে আমরা যে তোমাদের কাছে শিশু এ-কথা আনার চেয়ে বেশি জানে কে?"

আনা লাল হ'য়ে ওঠে। স্বপনও কফির পেয়ালাকে মুখের স্থান ক'রে ধরে। আনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাকে নিয়ে এ-ভাবে ঠেশ-দেওয়া কি সন্ধ্যার উচিত? রাগও হয়। অথচ মনে হয় কথার পিঠে কথা যে কী ভাবে পুঙ্কে কেউ কি জানে? "খেলার পুতুল"—"খেলার পুতুল"—ধুয়োটা ফিরে ফিরে আসে। দাবার ছক যেন—কোন্ কথার বোড়ের চালের পর কার যে দাবা হবে কেউ কি জানে?

খানিকক্ষণ তিন জনের মধ্যে একটু অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা আসে নেমে। সন্ধ্যাও বোঝে কথাটা একটু বেফাঁস হয়ে গেছে। অথচ আজ

সাধারণ কথা। শুধু বর্ত্তমান কনটেক্সটে এমন ঘোরালো দাঁড়িয়ে গেল—মুহূর্ত্তে!...

* *
*

আনা বলল: "বাঃ—ডিমটা"—

সন্ধ্যা বলল: "আমি সিদ্ধ ডিম ভালোবাসি না ভাই, ব্যস্ত হোয়ো না।"

আনা বলল: "তা হ'লে একটা অমলেট আনিয়ে দিই?" বলেই ঘণ্টা টেপে আর কি—সন্ধ্যা ওর হাত চেপে ধরে বলে: "না না—আর খাবো না।" ব'লেই কথাটার মোড় ফিরিয়ে দেয়: "বেশ যাহোক গিন্নিপনা হচ্ছে। তোমাকে দেখার কথা আমারই না?"

আনা রাগ ক'রে বলে: "তাই বটে না শেরি! অতিথি তুমি আমাদেরই দেশের, এ-কথা খাসা ভুলে গেলে শুধু কায়দায় পেয়ে একটু কপালে পটি বাঁধবার সুযোগ পেয়েছিলে ব'লে।"

স্বপন হেসে বলে: "রাগ কোরো কেন আনা? অসহায়াদের নিরবলম্ব স্বরূপটিকে ফলিয়ে তুললে তাদের সেই ছবিই যে প্রতি অভিভাবকের চিত্তপটে চিরদিনের মতন আঁকা হ'য়ে যায়।"

সন্ধ্যার ঠোঁট হ'য়ে ওঠে ধনুক: "আহা অসহায়াদের ব'য়ে ব'য়েই ঠাকুরদের অভিভাবকি হাওয়াটি ফুলে উঠেছে বটে।" ব'লেই তীক্ষ্ণ হাসে: "তবু যদি এ হাওয়াখানি নিরেট হ'ত!"

—"নয়ত কি ফাঁপা?"

—"তার চেয়েও খারাপ—অপলকা—ফুটো বেলুনের মতন: যেই মনে কর বুঝি আকাশ হ'ল দোসর, অমনি—ওমা!—দেখি ধুপ্ ক'রে

ট'লে পড়ে ধুলোয়। একটুও ভার সয় না—তবুও দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।"

—"দেমাক মানি—কিন্তু ভার সয় না? বাঃ এ যে জেপেলিন!"

—"জানা আছে গো জানা আছে কেন আর। একটির বেশি মায়িনী হ'লেই জেপেলিন পড়েন মুখ থুবড়ে।" ব'লেই ও ভুল বোঝে।

আনা লাল হ'য়ে উঠেও প্রাণপণে হাসে, বলে: "এ-কথা স্বপন মনে মনে মানে মা শেরি! কেবল মুখে কবুল করাও তো দেখি!"

দুজনেই তীরন্দাজি সুরু করল—যুগপৎ! স্বপন একটু বিরক্ত হয় কিন্তু চেষ্টা ক'রে শুষ্ক হেসে বলে: "কেন? পুরুষরা জাতে মিথ্যাবাদী ব'লে? না, মন মুখ এক-করা-রূপ ধনুর্বেদে তোমাদের কাছে তালিম নেয়নি ব'লে?"

সন্ধ্যা টপ্ ক'রে বলে: "দুয়ো, হেরে গেলে—দুটোর একটিও না। সত্য কথার পিন লাগতে না লাগতে পুরুষদের আত্মাভিমানের ঐ অপলকা বেলুন চুপসে মাটিতে ধ্ব'সে পড়ে ব'লে।"

স্বপন বলে: "অর্থাৎ?"

সন্ধ্যা বলে: "বলব?" আনার দিকে চেয়ে বলে: "না, তুমিই বলো বরং।"

আনা বলে: "বলতে পারি, কিন্তু ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?"

সন্ধ্যা বলে: "শেম আনা। তুমি না জন্ম-নির্ভীকা—সিসির গর্ব —ফরাসিনী।"

আনা বলে: "সেটা জাঁকের গর্ব। আসল গর্ব ওর বাঙালিনীকে নিয়েই জেনো।"

সন্ধ্যা একটু অপ্রতিভ হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে:

"তোমার কাছে ও বুঝি বাঙালিনীকে নিয়ে জাঁক করত—যেমন আমার কাছে করত ফরাসিনীকে নিয়ে ?"

স্বপন সত্বর হ'য়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে : "সন্ধ্যা—তুমি যে বলেছিলে বাংলাদেশের মিষ্টি এনেছ—কই আনাকে দিলে না ?"

সন্ধ্যা বোঝে হঠাৎ। তার গাল দুটি ঈষৎ লাল হ'য়ে ওঠে।··· লজ্জিত হ'য়ে বলে : "ওমা, তাই তো—একেবারে ভুলে গেছি।"

আনা চেপে ধরে এবার : "আমাদের কথা কি ভাই মনে রাখার যোগ্য ?"

সন্ধ্যা টপ ক'রে বলে : "কিন্তু তার জন্যে তোমাকে তো উপোষী হ'য়ে থাকতে হয়নি ভাই—যার মনে রাখার কথা তার তো আর ভুল হয়নি সন্দেশ তোমাকে দিতে বলতে ?" ব'লেই ও ফের কুণ্ঠিত বোধ করে—ভাগ্য ভালো সন্দেশ আনতে উঠে পড়ার পথ খোলা। চেয়ার সশব্দে ঠেলে ওঠে।

আনার পাণ্ডুর গাল দুটিতে ফের কে যেন ফাগের জল ছিটিয়ে দেয়। সন্ধ্যা উঠতে যাবে, স্বপন বলে : "বলো না কোথায় আছে আমি আনছি।"

সন্ধ্যা বলে : "না তুমি পারবে না—আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।" শত চেষ্টায়ও ওর সঙ্কোচ ঢাকতে পারে না। কেন যে বার বার এত সঙ্কল্প এত প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও ফস্ ক'রে বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায় ওর! স্বপন পরিষ্কার দেখতে পায় ওর মুখে আত্ম-ভর্ৎসনার সলজ্জ-দীপ্ত ছবিটি। কতবার নিজের এ-দোষটি নিয়ে ও স্বপনের কাছে কেঁদেছে—সত্যি কেঁদেছে। কেবল··একদিন ছিল যখন প্রতি আত্মগ্লানিও হ'য়ে উঠত মধুর···স্বপনের আদরে··সান্ত্বনায়!···কিন্তু আজ ? দুজনেই বোঝে যেন একসঙ্গে।

বিভ্রাট

স্বপন উঠে গিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছিল—হ'ল না। মুখোমুখি খাড়া ব'সে থাকতে হ'ল ঠিক কি এই সময়েই? তরুহীন প্রান্তরে খর সূর্য্যালোকের নিচেই নিরুপায় পথিক। উত্তাপ অনিবার্য্য—এ-কথা ভাবতেও বাজে। অসহায় মনে হয় নিজেকে এত!…

আনা একটা টোষ্টে মাখন মাখায় নিবিষ্ট-চিত্ত। ওর চোখের নিচে কালি, গালদুটি এত ফ্যাকাশে দেখায়! সন্ধ্যার ঠাট্টায় ওর কোথায় বেজেছে। বাজবে না? কিন্তু…এর প্রতীকার কোথায়? এত কাছে থেকেও আজ যে ওরা কত দূরে!…ভাবতে কোথায় ব্যথিয়ে ওঠে মনটার তলে। তবু ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—দূরে যাবে কেন? গেলে ব্যথা বাজত কি?

ও কী ভাবছে? এই কথাই কি? না, সন্ধ্যার কটাক্ষের? সত্যি, একুনি—ইচ্ছেয়ই হোক বা অনিচ্ছেয়ই হোক পর পর দু-দুবার সন্ধ্যা যা বলল ওকে ঠেশ দিয়ে—কিছুই না যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়, সে রকম স্থূল অসদাচরণ সন্ধ্যা করতেই পারে না—কিন্তু তবু বেদনা দেওয়ার এই ধরনের সুকুমার প্রয়োগ-রীতিতে আরও যেন বেশি বাজে। মন যে বলে: এ অবিচার, অথচ এর আপীল কোথায়? নইলে কি বাক্‌পটু তীক্ষ্ণধী আনাও চুপ ক'রে হজম করে? গর্ব্বিতা চটুলা আনা? অঘটন বৈ কি।

আপীল? স্বপনের মুখে কেমন যেন একটা বিষাদের হাসি ফুটে উঠতে চায়। ও বেচারী নালিশ করবে কোন্ অধিকারে? শুধু সমাজই যে ওকে বঞ্চিত করেছে তা তো নয়!…

তাই কি?—স্বপন ভাবে সন্দিগ্ধ-চিত্তে। হঠাৎ ওর মুখখানি এমন পাণ্ডুর দেখায়!···বেচারী! কাল সারাদিনটা কাটিয়েছে একলা। দেহ অসুস্থ, মন বিবশ—এক কথায় চ'লে যেতেও পারে না—গেলে যে সেটা দেখায় আরও খারাপ!···বিশেষ সন্ধ্যার এমন শুশ্রূষার পরে। তিনজনেই জানে যে সবই জানা—অথচ মুখে বা আচরণে প্রকাশ করবার জো নেই। কেন এমন হয়? মানুষের মধ্যে গোপনতার একটা সহজ প্রবণতা আছে ব'লেই কি? না, এ প্রত্যেকের অপর দুজনকে ব্যথা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা? কিন্তু হায়রে—স্বপন ম্লান হাসে—এতে ব্যথা থেকেই কি বাঁচানো যায়? যেখানে ভিতরের অবস্থাটা স্বচ্ছ নয় সেখানে বাইরে সহজ আচরণের আলো ঝাপসা না হ'য়ে পারে? অথচ তবু মানুষের যে কেন এ আপ্রাণ চেষ্টা—ঠাট বজায় রাখার!···

হঠাৎ মনে হয় সন্ধ্যার মনের কোণে কোথায় সেই ঈষৎ বক্রতাই বুঝি ওর এ-সব কটাক্ষের জন্যে দায়ী। প্রথমটা এটা ওর মনে হয়নি। কিন্তু যখন ওর ডায়ারির কথা মনে প'ড়ে যায়। প্রথমটায় মনটা ওঠে বিমুখ হ'য়ে। কিন্তু পরেই ফের মনে হয় সন্ধ্যার বিচারাসনেই বা বসবে ও কোন্ অধিকারে? আর কেউ না জানুক ও তো জানে যে, সন্ধ্যা চেষ্টার ত্রুটি করেনি—কিন্তু যা হবার নয় তাকে—

হঠাৎ আনা ওর দিকে তাকিয়ে বলে: "কী ভাবছ?"

স্বপন ইতস্ততের সুরে বলে: "এমন কিছু না তো।"

—"এমন কিছুই না স্বপন? সত্যি কথা?"

স্বপন কাষ্ঠহাসি হেসে বলে: "এমন কী-ই বা হ'তে পারে বলো তো?"

আনা বলে: "কেন মিথ্যে মিথ্যে গোপন করবার চেষ্টা করো স্বপন? বাইরের আচরণই না হয় দূরে ঠেলে দিয়েছ, কিন্তু চেনা কি তাতে অচেনা হয়?

স্বপন আমতা আমতা ক'রে বলে : "মানে ?"

আনার স্বর এবার স্পষ্ট ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে, বলে : "মানে আর কিছুই নয়, শুধু এই যে—" ব'লে একটু থেমে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলে : "তোমার মুখের প্রতি আকুঞ্চনের ব্যঞ্জনা আমি অক্ষরের মতন পড়তে পারি যে মনামি।" ওর স্বরের মধ্যে ছিল··· কী ছিল ?···কত কী !··· অনুযোগ··· ভর্ৎসনা···সবার ওপর সে কী এক কোমলতা !···

স্বপন মুখ নিচু করল। কী বলবে ও ?

হঠাৎ ব'লে বসে : "কিছু মনে কোরো না আনা, ও তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে।"

ব'লেই কথাটা এমন বেসুরো লাগে !···এমন ছেলে-ভুলোনো কথা, এমন নির্ভেজাল মিথ্যে কথা—যা কেবল নভেলের পাতেই পড়া যায় ও নভেলেই সুন্দর শোনায়, নিটোল দেখায়, বাস্তবের নিষ্করুণ আলোর ফোকাসে মনে হয় কাটলধরা, কঙ্কালসার··· এ-কপটতা যেচে করার কী দরকার ছিল ওর ? বালসুলভ রোমান্স করবার জন্য ব্যর্থ মিথ্যার এ-বিড়ম্বনা···ছি !···

আনা হাতের মাখন-মাখানো রুটিটার উপর বহুচালিতের মতন মার্মালেড মাখাতে মাখাতে যেন ভুলেই যায় নিজেকে···স্বপনকে··· দৃষ্টি হ'য়ে যায় ওর দৃষ্টিহীন—মার্বেল পাথরের মতন স্থির।

—"ও কী আনা, ছি ?"

দু-ফোঁটা জল ওর গাল বেয়ে পড়ে। আনা চমকে ওঠে। কেমন ক'রে ও ভুলেছিল—ঘরে ও একলা নয় ? ওর গাল দুটি রক্তিম হ'য়ে ওঠে ফের...কাঁদল কী ব'লে ?—সন্ধ্যার অনুপস্থিতিতে ! উঠে সোজা সামনের ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়।

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে দোরের দিকে চায় তারপর ওর কাছে

এগিয়ে গিয়ে, ওর কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু ওর কান থাকে দোরের হাতলের দিকে।

—"ছাড়ো ছাড়ো—যদি—"

—"না, ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি।"

—"তা হোক—অত কাছে না।"

—"আঃ—অত ভয়ের কী আছে?"

—"ভয়?" আনার মুখচোখ প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ এ কী টোন আবার? স্বপন কী যে করবে! যা-ই করতে যায় ও—বাধে বিভ্রাট।

—"না—ঠিক ভয় বলিনি—তবে—"

—"ভাবো কি স্বপন—" ব'লেই আনা আত্মসংবরণ করে।

—"কী বলছিলে?"

—"না থাক।"

—"বলো না আনা—লক্ষীটি!"

এত ইচ্ছে করে ওর আনাকে আর একটু কাছে পেতে—কিন্তু এখন—অসম্ভব। হঠাৎ যেন দোরের কাছে কী একটা শব্দ হয়—স্বপন প্রবলবেগে স'রে দাঁড়ায় একটু—ভদ্র রকম ব্যবধান রেখে। না কেউ না।

হঠাৎ আনা ওর দিকে ফিরে তাকায়। ওর দু'চোখে দু'বিন্দু জল ঝিকমিক করছে!

স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। সব চেয়ে বিচলিত হয় ও মেয়েদের চোখে জল দেখলে। ঝোঁকের মাথায় স'রে এসেই আনার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে: "আনা ক্ষমা করো—যে—"

হঠাৎ দোরে আঘাত। এত খারাপ লাগে! স্বপনের ভয়ও হয়

পাছে—না, সর্ব্বতক্ষে : নেড। বলল : "মাদাম এই প্লেটে মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের জন্যে।"

—"তিনি আসবেন না?" আনা ও স্বপন প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

—"না। বললেন তাঁর মাথা ধরেছে—তিনি একটু ঘুমবেন—ঘণ্টা খানেক।"

নেড চ'লে যায়।

আনা স্বপনের চোখের 'পরে চোখ রেখে কী ভাবল। তারপর বলল : "এল না কেন আমাদের কাছে?"

—"যে কারণে কাল তুমি আসোনি আমাদের কাছে।"

—"কী কারণ?"

স্বপন কোনো উত্তর দেয় না।

—"বুঝতে পেরেছে কি যে—"

—"কী বলতে যাচ্ছিলে?"

—"না থাক।"

—"না বলো।"

—"কী হবে ব'লে স্বপন? বুঝতেই তো পারো?"

—"তবু।"

আনা ম্লান হেসে বলে : "আমি একটা ঠাট্টা করতে যাচ্ছিলাম।"

—"কথা?"

—"বলতে যাচ্ছিলাম যে ইংরাজীতে বলে না two is company three is none?"

—"হ্যাঁ—তাই কী?"

—"কিছু না। কেবল এ-কথাটা কাল বুঝেছিলাম আমি, আজ বুঝতে পেরেছে ও।"

স্বপন মুখ নিচু করল।

আনা বলল : "কিন্তু এটা ঠাট্টাই মনামি, কিছু মনে করো না যেন।"

—"ঠাট্টা মানে ?"

—"মানে ও এখন জানে যে, এ-কথা যাকে মানতে হবে সে আর যেই হোক না কেন—সে ও নয়।"

ব'লেই আনা দু'হাতে মুখ ঢাকে।···

—"ছি আনা!" স্বপন ওর কটিবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে আনে।

হঠাৎ সন্ধ্যা ঘরে ঢোকে। স্বপন ওকে ছেড়ে দেয়। আনা কিন্তু তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যার হাতে একটা প্লেট। খানিকক্ষণ বাক্যমূঢ়ের মতন চুপ ক'রে থাকে, পরে বাংলায় বলে—"কিছু চন্দ্রপুলি ছিল—আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

হঠাৎ—"ওকি ?" ব'লেই স্বপন গিয়ে আনাকে ধরে।

আনার কান্না হিস্‌টিরিয়ার রূপ নিয়েছে। ওর সমস্ত দেহে উঠেছে ঢেউ।

সন্ধ্যা ওর মাথা বুকের 'পরে টেনে নিয়ে বলে—"ছি বোন, কেঁদ না—ফের হয়তো মূর্চ্ছা হবে, অসুখ করবে—"

বলতে বলতে আনার দেহ কাঠের মতন শক্ত হ'য়ে যায়। পতনোন্মুখ অবস্থায় ওকে ধ'রে দুজনে কোনো মতে এনে সোফায় শুইয়ে দেয়।

সন্ধ্যা বলে : "তুমি যাও ডাক্তারকে টেলিফোন করো—এদিকে আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

স্বপনের মনের মধ্যে তখন উড়ছে আঁধি শুধুই অর্থহীন রঙহীন আঁধি ···দুঃখের···আক্ষেপের···বেদনার নাটুকেপনার 'পরে একটা ধিক্কার··· অথচ এ-ধরণের জিনিষ উপন্যাসে পড়লে ওর যে কা ভালোই

লাগত।···ভেবে একটু হাসিও আসে। ওর মধ্যে একটা মানুষ আছে··· সে কিন্তু সব দেখে আর হাসে!···জীবনের সব নাটক ভোগ করে বুঝি সে-ই মানুষটাই ?

বাঁকা

ডাক্তারের মুখ ফের মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।··

ফল হ'ল এমন অস্বস্তিকর!···

আনার চাই পুরো বিশ্রাম—ডাক্তার সন্ধ্যার কাছে ভাঙা ইংরাজীতে উনিশবার উচ্চারণ করলেন "রেস্ট্" কথাটি, ও তেইশ বার বললেন : নইলে সীরিয়াস্ হ'তে পারে। কোনো রকম তর্কাতর্কি না, বেশি পরিশ্রমের কাজ না। অল্প-স্বল্প গল্পাগাপ—তাও বেশি না, এমন কি বেশি হাসিও না, তাতেও নাকি স্নায়ু উত্তেজিত হয়। বললেন : জেনারাল প্রস্ট্রেশন্ বড় বেশি রকম হয়েছে।

* *
*

সব লেন-দেনই প্রায় বন্ধ হ'য়ে যাবার দাখিল। আনাকে ওরা কেবল দুপুরে ওদের টেবিলে ডাকে মধ্যাহ্নভোজনে। তাও এত মৃদু ও সন্ত্রস্তভাবে যে, একত্রে আহারের সব আনন্দই যায় মাটি হ'য়ে। সন্ধ্যা ইচ্ছে ক'রেই কম কথা বলে—অথচ হাসি গল্পের ঠাট বজায় রাখতে হয় তো তাকেই সব চেয়ে বেশি। অদৃষ্ট নাট্যকারের কলমের একটি টানে সমস্ত ড্রামার কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'য়ে ওঠে সে-ই। এ-ভূমিকা যে ও উপভোগ করে না— এ দোলা থেকে ও যে অব্যাহতি চায় মনে প্রাণে, তা আনা বা স্বপন কারুরই চোখ এড়ায় না অথচ সেটাকে আমল না দিয়েই চলতে হয়

দুজনকেই। আরও মুস্কিল এই যে, আনার ভাব-ভঙ্গিতে বেশ বোঝা যায় যে সন্ধ্যার করুণার বাষ্পও সে সইতে অক্ষম, অথচ তবু সন্ধ্যাকে বেশি ক'রেই ভদ্র হ'তে হয় এ অতিথির প্রতি—বেশি ক'রে মনোযোগ—হাসির প্রফুল্লতার হৃদ্যতার ঠাট বেশি ক'রেই বজায় রাখতে হয় যখন ও সামনে থাকে। স্বপনের এ-সব ভালো লাগে না, কিন্তু কী করবে ও? কোনো পথই খুঁজে পায় না—যাকে ইংরাজীতে বলে "মধ্যপথ";—স্বপন বুঝতে পারে যে সন্ধ্যা তার প্রবর্দ্ধমান কুণ্ঠা ও অস্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা করে তাকে আরাম দিতেই, কিন্তু এই আরামদানের আপ্রাণ প্রয়াসই তার কাছে হ'য়ে ওঠে দুঃসহ। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই! স্বপন ব্যঙ্গ হেসে নিজের বিজ্ঞ মনকেই মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন করেছে যে কত বারই!...

এ-ই ধরণের কপি-বুকসম্ভব নীতিকথা যে কী অসার!...জীবনের প্রতি বাঁকে দেখা মেলে অভাবনীয়ের—অপ্রত্যাশিতের—অঘটনের—বিশেষ ক'রে এ প্রাণচঞ্চল গতিউচ্ছল য়ুরোপে—যারা আমাদের কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছার ধারও ধারে না!...না, তার চেয়েও বেশি—যাদের চেষ্টা ক'রে যতই বাগ মানাতে যাওয়া যায় ততই তারা বসে বেঁকে।...

সফিস্টিকেশন

অথচ কী মুস্কিল! এ নিয়ে কেউ কারুর সঙ্গে মন খুলে দুটো কথাও বলতে পারে না। বোধ হয় সন্ধ্যার মন নিজের 'পরই বিরূপ ছিল সেদিন আনাকে কটাক্ষ করার পর থেকেই। ওর মনে এমনও হয়েছিল—সে কথাও একদিন স্বপনকে ঈষৎ অনুতপ্ত সুরে ব'লে ফেলেছিল—যে, ওর বার বার ঠেস দেওয়া কথায়ই বুঝি আনা ফের পড়ল। স্বপন তাকে

আদর ক'রে একরাশ না না দিয়ে বোঝাতে গিয়েছিল, কিন্তু সেটাও যে সন্ধ্যার কানে আতিশয্য মনে হয়েছিল সে কথা বুঝতেও ওর দেরি হয়নি। এতে ও আহত বোধ করেছিল, কিন্তু জোর ক'রে "না" বলতেও পারেনি—কারণ মিথ্যা বলার সময়েও একটা সত্যনিষ্ঠতা ওর প্রায়ই থাকত। কেমন?

—এ সময়ে বাধ্য হ'য়ে ও কত মিথ্যাই না বলেছে—সন্ধ্যার কাছে, আমার কাছে—জেনে শুনে যে, কেউই বিশ্বাস করবে না।—ফলে আত্মগ্লানি এসেছে বৈ কি। কিন্তু তবু একটা সত্য আবিষ্কার ক'রে খানিকটা ক্ষতিপূরণও মিলেছে—একটা আত্ম-আবিষ্কার। ও এই সময়ে নিজের নানা মিথ্যাচরণের মধ্যে দুটো স্পষ্ট আলাদা ভঙ্গি দেখতে পায়: একটা সত্যনিষ্ঠ মিথ্যাভঙ্গি, অপরটা কপট মিথ্যাভঙ্গি। বড় বিচিত্র অনুভূতি সে! অথচ এত স্পষ্ট…! ও দেখেছে—প্রত্যক্ষ—যে, এক রকম মিথ্যাচরণ আছে যা অপরে মিথ্যা ব'লে টের পাবার উপক্রম করতে-না-করতে গোঁ ধ'রে নিজের কাছেও প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পায় যে, এ অবিচার, যেহেতু মিথ্যাটা আসলে সত্যই। আর বলতে বলতে নিজেও সেটা আধাবিশ্বাস ক'রে বসে। এতে দৃষ্টি যায় আবিল হ'য়ে, মিথ্যার পলি পড়তে পড়তে সত্যের স্রোত আসে প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে…

এরই নাম ও দেয়—কপট মিথ্যাভঙ্গি। কিন্তু আর একটা মিথ্যাভঙ্গি আছে যা ওর সত্যদৃষ্টিকে এমনভাবে আবিল করে না। বরং সে মিথ্যাকে যতই অপরে বিশ্বাস করে, ততই সে লাল হ'য়ে বাজে, নিজেকে মনে হয় বিশ্বাসহন্তা। এ মিথ্যাভঙ্গিতেও অধোগতি হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্দ্ধারোহণের পথ থাকে খোলা—মিথ্যার চেতনা থাকে উগ্রভাবে সতর্ক। এর ফলেই আসে অনুতাপ। তাই একে ও নাম দেয় সত্যনিষ্ঠ মিথ্যাভঙ্গি। এ-ঢঙে যখন ও মিথ্যা বলে তখন আত্মসম্মানজ্ঞান ওর

একেবারে লুপ্ত হয় না—বরং মিথ্যার প্রতি ওর সহজাত ঘৃণা আরো প্রবলই হ'য়ে ওঠে। মনে মনে শপথ করে—আর কথনো মিথ্যা বলবে না—কিন্তু পাকে-চক্রে পারে কই! কিন্তু না পারুক, তবু সত্যাচরণের অভীপ্সাটুকু ঝাপসা হ'য়ে যায় না।

কিন্তু এ-অভীপ্সারও আবার বিপদ আছে। মিথ্যার মধ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারলে একটা স্বস্তি মেলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যার যুধ্যমান ভঙ্গির মোহানায় পড়লে সেটা হ'য়ে দাঁড়ায় দু-নৌকোয় পা। এ-রকম অবস্থায় না পায় নিজে কোনো সান্ত্বনা, না দিতে পারে আনা বা সন্ধ্যাকে কোনো প্রবোধ। সাত-পাঁচ ভেবে-চিন্তে শেষটায় বোঝে যে এ-সব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা, আত্মসম্মানের বৃথা প্রয়াস, ওদের দুজনকে অতি আপ্যায়নের বহর—এ-সব যত কমানো যাবে ততই বেশি বজায় রাখা হবে ঐ সত্যনিষ্ঠ মিথ্যাভঙ্গি। বাধ্য হ'য়েই এ-ধরণের বেশি অস্বস্তিকর মিথ্যাভঙ্গিকে নেয় ও বরণ করে: ও দুর্বল, কিন্তু স্বভাব-বঞ্চক নয়। তাই সত্যিই ওর সত্যাচরণের একটা উঁচু আদর্শ ছিল বরাবরই। পারে না অনেক সময়েই সে আদর্শ অনুসারে নিজের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করতে—কিন্তু ওর অন্তর্যামী তো জানেন যে এ-অভীপ্সা তাই ব'লে ওর মিথ্যা নয়। কিন্তু সেইজন্যই আবার ও দুঃখও পায় এত বেশি। মনে হয় যে, জীবনে এই বাঁকটাতে এসে যেন ওর সব সরল আচরণের ষ্ট্যাণ্ডার্ড গেছে ভেঙে। এরই নাম সফিস্‌টিকেশন। কী যে সর্বনেশে মোহ এ! —এর জটিল আস্বাদ যে একবার পেয়েছে সে হাজার দুঃখ পাক না কেন এর ঘনায়মান আবর্ত থেকে মুক্তি আর পায় কই? মুক্তি তো দূরের কথা, বরং এ-ঘোরালো গোলক-ধাঁধায় আরও পথহারা হ'তেই চায়। সরল আচরণ করবে কী?—মন নিজে রকমারি যুক্তি যোগায় যে প্রতি সরল পদক্ষেপের বিপক্ষে! অথচ যুক্তিতে মেলে না তো কোনো

মুক্তির উদ্দেশ। ক্ষুদ্রতম আচরণও হ'য়ে দাঁড়ায় বৃহৎ, ক্ষুদ্রতম বিন্দুও হ'য়ে দাঁড়ায় অনন্ত আভাস, এককথায় মনটা প্রতি তৃণশীর্ষেও ঠোকর খেতে খেতে হ'য়ে পড়ে দিশেহারা। ও কত সময়েই যে আনার একটি নত দৃষ্টিতে রাজ্যের বিবাদের ইতিহাস পড়ে—সন্ধ্যার একটি অধর-কুঞ্চনে দেখতে পায় ওর পাহাড়-প্রমাণ ব্যথা-দিগ্ধ চাপা সংশয়—এমন কি নিজের কল্পনার উদগ্র আত্মনির্যাতনের প্রবণতায়ও পড়ে ও দিশেহারা হ'য়ে!··· সে-সব এমন উদ্ভট যে বর্ণনা করাও কঠিন। করতে গেলে যে অশ্রদ্ধা জাগে নিজের 'পরেই। অথচ তাই ব'লে নিজের আত্মজর্জর অবস্থাকেও তো আর কাল্পনিক বলতে পারে না। বাইরের উপলক্ষ যতই কেন না কাল্পনিক হোক—নিজের মনের প্রতিক্রিয়া যে জাজ্বল্যমান—অতিপ্রত্যক্ষ! সফিস্‌টিকেশন দূষ্য হ'তে পারে, তার আত্মনিপীড়নের পদ্ধতি বালসুলভ হ'তে পারে—কিন্তু অবাস্তবতার লেশও তাতে নেই। এখন মাঝে মাঝে ভাবে: এরই নাম কি হৃদয়ের সূক্ষ্মবোধ! কিন্তু এতে লাভ কতটুকু। এ-ধরণের বিকাশ না হ'লে, সহজ সরল পথে চললে কি জীবন যাত্রায় আনন্দের পাথেয় ঢের বেশি মিলত না? কে জানে? ···দীর্ঘনিঃশ্বাসে ওর বুক আসে ছেয়ে—যা করলে আনন্দের পাথেয় জীবনের পথচলায় অক্ষয় হ'য়ে ওঠে তা করা যতই সহজ হয় ততই যেন কে তাকে ঠেলে দেয় সে-পথ থেকে!

থেকে থেকে গভীর বিষাদে ওর বুক আসে কালো হ'য়ে—অথচ সে-কথা কাউকে বলবারও যো নেই। শুধু ও-ই না। তিনজনের কেউই কাউকে খোলাখুলি কোনো কিছু বলতে ভরসা পায় না। সরল হাসিঠাট্টা করতে গেলেও এসে যায় একটা তির্যক্ চাল—বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার মধ্যে। অথচ পরে এজন্যে সন্ধ্যাই হয় সব চেয়ে বেশি অনুতপ্ত। সে অনুতাপ এত সত্য যে শ্রদ্ধা জাগে। সব কালো মেঘেই যে সোনার

রেখা থাকে বলে—কথাটা সত্য। সন্ধ্যার উদার ব্যবহারের আন্তরিক চেষ্টা ছিল এই স্বর্ণরেখা। ও যে চাইত না হিরোইন হ'তে—ও যে চাইত আত্মবিস্মৃতি—ও যে আনাকে চাইত মনে-প্রাণে ভালোবাসতে এইটেই ছিল স্বপনের প্রধান গৌরব—বলতে গেলে একমাত্র গৌরব এ-অবর্ণনীয় বেদনার অধ্যায়ে। বাকি সব বড় জোর—সান্ত্বনা, প্রবোধ।

কিন্তু হ'লে হবে কী?—সব চেয়ে মুস্কিল এই যে, এ-কথাও সন্ধ্যাকে বলা যায় না, আনাকেও এ অসুস্থ অবস্থায় অন্য কোথাও যেতে বলা চলে না সন্ধ্যাকে স্বস্তি দিতে চেয়ে।

* *
*

অনেক ভেবে-চিন্তে স্বপন মসিয়ে বেনারকে সব খুলে এক দীর্ঘপত্র লিখল—তাঁকে আসতে এ-অকূলের কাণ্ডারী হ'য়ে।

চাং ও নীরা

মসিয়ে বেনার স্বপনের চিঠি পেয়েই তার করলেন যে চাং পারিসে একা—একটা হাসপাতালে বিশেষ অসুস্থ, তাই তাঁর নীস রওনা হ'তে দিন দুই দেরি হ'তে পারে—ওরা যেন কিছু মনে না করে—ইত্যাদি।

যখন তারটা এল তখন ওরা মধ্যাহ্নভোজনে আসীন। স্বপনের মুখ অন্ধকার দেখে আনা ও সন্ধ্যা উঠল উদ্বিগ্ন হ'য়ে। স্বপন মুখ তুলে ঈষৎ লঘু-সুরে বলল: "না—তেমন কিছু খারাপ খবর নয়। তবে চাং—এই দেখ না।" আনা ও সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়ল তারটা দেখতে। আনা বলল: "কিন্তু চাং পারিসে একা কেন?" স্বপন বলল: "সেটা

আমিও বুঝতে পারছি না।" সন্ধ্যা বলল: "ইসাবেলাকে তার বাবার গুণ্ডারা ধ'রে নিয়ে গেছে-টেছে নাকি ?"

স্বপন বলল: "কী ক'রে জানব ? ওদের কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্রই তো সম্প্রতি পাইনি।"

আনা বলল: "না না—অতশত কিছু নয়—তা হ'লে মসিয়ে বেনার লিখতেন। সম্ভবতঃ—" ব'লেই থেমে গেল। চাঙের "বিশেষ অসুখের" সময়েও ইসা কাছে নেই! সবারই মনে হয় এক সঙ্গে যেন।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইল না।

সন্ধ্যা বলল: "তোমার প্লেটটার জন্যে তোমার ভ্যালেট অপেক্ষা করছে যে।"

স্বপনের চমক ভাঙল: "ও—।" ব'লেই ওয়েটারকে বলল নিয়ে যেতে!

আনা বলল: "ছুঁলে না যে আর ?"

স্বপন বলল: "খেয়েছি যথেষ্ট।"

সন্ধ্যা বলল: "কই খেয়েছ ?" বলেই উদ্যত ওয়েটারকে চোখের ইঙ্গিতে নিরস্ত ক'রে বাংলায় বলল: "আমার মাথা খাও ও-মাছটা শেষ করো। এটা তুমি ছুঁতেই ভুলে গেছ যে।"

স্বপন বলল: "ওহো।" ব'লে অন্যমনস্কভাবে এক টুকরো মাছ মুখে দিল। তার দৃষ্টি দূর সমুদ্রের শ্যামল আস্তরণে নিবদ্ধ। সন্ধ্যা ও আনার চক্ষু বিনিময় হয় কিন্তু ওরা কথা কয় না। ঘরের হাওয়াটাও যেন ভারি হ'য়ে ওঠে মুহূর্তে। কিন্তু এতে একটা ভালো হয় এই যে, ওদের মধ্যে ঘনায়মান অস্বস্তির ভাবটা আসে ফিকে হয়ে। প্রত্যেকের অন্তর্মুখিতা যেন-পরের কথা ভেবে বহির্মুখী হ'য়ে ওঠে—পলকে।...

আনা প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল, বলল: "তুমি যদি পারিসে থাকতে এ-সময়ে—চাং কত খুসি হ'ত!"

সন্ধ্যা প্রতিধ্বনি ক'রে বলল : "সত্যি। যাবে ?"

স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল : "কেমন ক'রে যাব ?"

আনা বলল : "যাওনা স্বপন তোমরা দুজনে। আমি তো বেশ ভালো হ'য়ে উঠেছি এখন।"

সন্ধ্যা বলল : "দূর। তা কখনো হয় ? তুমি যে দুর্ব্বল আছ।" বলেই স্বপনের দিকে চেয়ে বলল : "আমি বলি কি তুমি একলাই যাওনা কেন ?"

স্বপন বলল : "সে কি ?" বলতেই যন্ত্রচালিতবৎ আনার সঙ্গে ওর দৃষ্টি-বিনিময় হয়।

সন্ধ্যা রাগত সুরে বলে : "আ—হা, আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে। কেন। ওকে কি আমি দেখতে পারি না—না, ওকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে যেতে পারে না তোমার মন ?"

আবার সেই পাক। আনার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে কিন্তু সে স্বপনকে যেন বাঁচাবার জন্যেই হেসে বলে : "পারে সন্ধ্যা। পুরুষরা বন্ধুর জন্যে বান্ধবীদের এককথায় ছেড়ে দিতে পারে জেনো···আর সেটা ··· পৌরুষের সঙ্গে ! "

স্বপন বলে : "আ-হা, যেন নীরার জন্যে তোমারই তোমার বন্ধুকে তালাক দিতে এতটুকু বাধত। যদি সে লিখত একবার 'এসো'—তবে দেখতাম মনাদি, দেখতাম।"

আনার মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে : "কথাটা তোমার কাছে ভাঙিনি স্বপন, ভয়েই। আমাকেও হয়তো দু-একদিনের মধ্যে তার কাছে যেতে হবে।"

স্বপন উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞাসা করে : "কি ?"

আনা বলে : "কালই সন্ধ্যায় তার একটা ছোট্ট চিঠি পেয়েছি।

তার দিন বুঝি ফুরিয়ে এসেছে।" বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় হ'য়ে এল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল: "লিখেছে তাঁর মেয়েকে আমাকেই দিয়ে গেল—আর যদি সম্ভব হয় তবে ও তার করলে একবার শেষ দেখা—"

ওর চোখে জল উপছে পড়ে ফের। আজকাল ওর কথায় কথায় চোখে অশ্রুর এমন ঢল নামে!···

স্বপন সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে: "ছি আনা—"

আনা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসে: "ভয় নেই মনামি, হিস্‌টিরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছি বোধ হয়। তবে বুঝতেই তো পারো—আজকাল—" ব'লে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে একটু থেমে: "কি যে ছাই হয় কথায় কথায় এই দুটো পোড়া চোখে—" বলেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে খুব চেষ্টা ক'রে লঘু হেসে: "ভাবছ, নব্যাদের বড়াই যত সব মুখে, কাজের বেলায় ওরা যে-অবলা সেই অবলা?"

সন্ধ্যা হেসে বলে: "ঠিক তা ভাবিনি। তবে মনে হচ্ছিল—" ব'লেই থেমে যায়।

স্বপন বলে: "কি?" মনের কোণে উঁকি মারে কিন্তু শঙ্কার একটুকরো উড়ো মেঘ।

সন্ধ্যা বলে: "না, তেমন কিছু নয়।"

আনা ধ'রে পড়ে: "বলতেই হবে—তবু।"

সন্ধ্যা বলে: "মনে হচ্ছিল সিসি নব্য কি না!"

ওরা দুজনেই উৎসুক নেত্রে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকায়।

সন্ধ্যার কথাটা ব'লেই মুখে কুণ্ঠার ছায়া আসে ফের। সে তার প্লেটের 'পরে মনোনিবেশ করে।

আনা বলে: কিন্তু এ-কথা মনে হ'ল কেন? স্বপন মধ্যা

পল্লীকে ছেড়ে নব্য বন্ধুকে দেখতে উধাও হ'তে সত্যিই পারে কি না, ভেবে ?"

সন্ধ্যা বলে : "থাক ও সব কথা আনা।"

ওর মুখ কেমন যেন দেখায়। স্বপন ফের ভয় পেয়ে যায়। ঘরপোড়া জীব সেই সিঁদুরে—

হঠাৎ মেড আনাকে একটি ট্রেতে ক'রে একটি তার এনে দেয়।

আনা ত্রস্ত হস্তে খোলে। 'এবং খুলেই ওর মুখ অন্ধকার হ'য়ে যায়।

স্বপনের উদ্বেগ কানায় কানায় ভ'রে ওঠে, খুব মৃদু স্বরে বলে : "নীহার বুঝি ?"

—"হাঁ—এই দেখ"—ব'লে তারটা ওর হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আনা ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়। স্বপন ও সন্ধ্যা পড়ে একত্রে :

"একবার আসবে আনা ? যদি কাল রাত অবধিও এ জীবনের তেলটুকু থাকে—তবে সে শুধু তোমারই পথ চেয়ে। তবে যদি ক্ষমা করতে পারো তবেই এসো—"

ওরা দুজনে একযোগে আনার দিকে তাকায়। ব্যালকনির কাছে একটা ছোট থামে মাথা ঠেশ দিয়ে ও দাঁড়িয়ে বাম বাহুর 'পরে গাল রেখে। শরীর ওর স্পষ্ট কাঁপছে থর থর ক'রে।

ওলট-পালট

সন্ধ্যা আনার কাছে গিয়ে একহাতে তার কটিবেষ্টন ক'রে আর একহাত দিয়ে তার মুখখানি নিজের কাঁধের 'পরে এমন আদরে টেনে নেয়! স্বপন প্রতীক্ষমান ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে কে জানে হয়তো পরমুহূর্তেই ও আনার কোনো কাজে লাগবে অথবা সন্ধ্যার কোনো ফরমাশ খাটতে

হবে। চারধারে শুধুই গতিহীন অবাস্তির মরুস্তূপ—সবই অনিশ্চিত, সব বাইরের কাজ স্তব্ধ, ভাষা বোবা, অথচ মন ঐ বেলোপহত উর্মিমালার মতনই অশান্ত—জিজ্ঞাসু—দিশেহারা। এ-হেন সময়ে যা-ই করতে হোক না কেন—লাগবে ভালো বৈ কি।

সন্ধ্যা বলল: "ছি আনা, অত কাঁদে না, লক্ষ্মীটি!"

আনা ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ওর গলা ধরে জড়িয়ে। এভাবে সে কখনো সন্ধ্যার কাছে এগোয়নি। এ-কয়দিন ও সন্ধ্যার যতই সেবা নিক না কেন, এবং মুখে সেজন্যে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন, ওর চোখের ভঙ্গিতে, অধরোষ্ঠের আকুঞ্চনে, কথার ঢঙে—ওর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ফুটে বেরুত সন্ধ্যার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিমুখভাব। এ-বিমুখতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো না গেলেও প্রত্যেকেই বুঝত। কারণ তার শিখা না থাকলেও আঁচ ছিল। সেটা টের পাওয়া যেত সেই সব সময়ে যখনি সন্ধ্যার পরিচর্যা ওর কাছে হ'য়ে উঠত অপরিহার্য। কিন্তু আজ ওর প্রিয়তমা বাল্যসখীর কথা মনে ক'রে মনের সব বিমুখতা গ'লে জল হ'য়ে গেছে! স্বপন একটা স্বস্তি বোধ করে·বুকের অনেকখানি অনপনেয় ভার ওর হালকা হ'য়ে যায়।

তিনজনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই থাকে কিছু। তার পরে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ওকে টেনে সোফায় বসায়। আনা ওর কাঁধে মুখ দেয় আরও ডুবিয়ে। সন্ধ্যার খোলা চুল আনার গণ্ডে, অংসে, প্রকোষ্ঠে, বুকে এলিয়ে পড়ে নানা ভাবে। সন্ধ্যা বার বার দেয় সরিয়ে, কিন্তু ফের হাওয়াতে সে-সব গুচ্ছ ফিরে ফিরে আনার দেহের উপর ঢেউ খেলে যায়। স্বপন সোফাটিতে একটু ব্যবধান রেখে সন্ধ্যার পাশে বসে ও মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে: সন্ধ্যার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঠিক যেন একটি মাদোনার মূর্তি। আনা যেন একটি শিশু।

এইভাবে কতক্ষণ কাটে কেউ জানে না।

* *
*

আনা মুখ তোলে। তিনজনেই একটু সুস্থ বোধ করে। অনিশ্চিতের আশঙ্কাটা একটু কাটে। না—আনার মূর্চ্ছা ফের আসবে না। অমনি স্বপনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন পালকের মতন হালকা হ'য়ে যায়—মুহূর্তে।

আনাই সব প্রথম কথা কয়: "কী বলো তোমরা?" চায় সন্ধ্যার দিকে।

এই প্রথম ও সন্ধ্যাকে গণনার মধ্যে আনল। সন্ধ্যার মুখ প্রীত হ'য়ে ওঠে। আনা ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে সপ্রশ্ন নয়নে। সে উত্তর দেয় না কিন্তু। তিনজনেই ফের নিশ্চুপ।···হঠাৎ ইতি-কর্ত্তব্যতার প্রশ্ন উপচীয়মান অন্তরঙ্গতার মাঝখানে এমন বেসুরো ভাবে এসে পড়ে!···

হঠাৎ স্বপন বলে: "কিন্তু এ দুর্ব্বল শরীরে নীরাকে দেখতে যাবে কী ক'রে?"

সন্ধ্যা সায় দেয়: "বিশেষ ডাক্তার যখন ব'লে গেছেন রেস্ট্—কম্‌প্লীট্ রেস্ট্।" ব'লে সস্নেহে আনার পানে চেয়ে হাসে।

আনা বলে: "কিন্তু ও যে মৃত্যুশয্যায়!"

এ-কথার উত্তর কী? মৃত্যু—জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু যে, সব চেয়ে বড় বিদ্রোহী যে · সব ব্যবস্থাই দেয় সে উলটে। অথচ তার চেয়ে বড় বন্ধুই বা কে? তার স্থির দৃষ্টির শস্মিপ্রেক্ষণিকায় ধরা পড়ে যে, জীবনের সব ক্ষুদ্রতা, ফেনিলতা, চঞ্চলতা।

* *
*

নিস্তব্ধতাটা ধীরে ধীরে একটু আগের লঘু ভাবকে সরিয়ে ভারি হ'য়ে চেপে বসে ওদের চেতনার উপর।

স্বপন বলে: "একটা ভালো মোটর বোটে ক'রে অবিশ্যি মার্সেল্সে যাওয়া যায় সবাই মিলে—"

আনা বলে: "পাগল—আমার জন্যে তোমাদের কষ্ট দিতে পারি?"

সন্ধ্যা দৃঢ়কণ্ঠে বলে: "ও সব ভদ্রতার সময় এ নয় আনা। আমারও মনে হচ্ছিল যে এক যদি তিনজনে মিলে যাই তবে হয়তো এ সমস্যার মীমাংসা হ'লেও হ'তে পারে বা।"

স্বপন খুসি হ'য়ে ওঠে। যাহোক একটা কাজ তো পাওয়া গেল। উঠে দাঁড়ায়: "তা হ'লে আমি মোটর বোটটা—"

সন্ধ্যা বাধা দেয়: "কিন্তু তার আগে একবার ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ নিতে হয় না কি?"

আনা শান্ত অথচ দৃঢ় সুরে বলে: "না হয় না। জীবনে এমন সব সময় আসে যখন ডাক্তারিপনা সহজ পথকে পাড় করায় কাঁটাবন। আমাকে যেমন ক'রে হোক আজ যেতেই হবে নীরার কাছে। কিন্তু সে কথা নয়। শোনো স্বপন, আমি বলি কি, মোটর বোটে ক'রে আমি একাই যাই—তুমি বরং চাংকে দেখতে যাও। অর্থাৎ আমি আমার বান্ধবীকে দেখতে যাই, তুমি—তোমার বন্ধুকে!"

সন্ধ্যা সাভিমানে বলে: "আর আমি এখানে ব'সে ব'সে ঢেউ গুনি—বে—শ।"

আনা স্নিগ্ধ হেসে বলে: "তুমি তো যাবেই ভাই ছায়ার মতন কায়ার পিছু—শ্রী পাতিব্রেরই পথে। আমার জন্যে তোমাকে প্রতীক্ষা করতে বলব ঢেউ গোনাকে সম্বল ক'রে? বাঃ—আমি কি এতই অবুঝ?"

সন্ধ্যা "কিন্তু"—ব'লে একটু ভাবে, তারপর: "আমি ঠিক করেছি।

—সিসি যাক পারিসে। আমি কী করবই বা সেখানে গিয়ে—যখন ও ব্যস্ত থাকবে ওর পীড়িত বন্ধুকে নিয়ে? ও যদি পারে তবে চাং ও মসিয়ে বেলারকে নিয়ে ফিরে আসুক এখানেই; ইতিমধ্যে আমি যাই তোমার বডিগার্ড হ'য়ে মার্সেলসে। নীরার কাছ থেকে তার মেয়েটির ভার নিতেও হবে তো—সে তুমি পারবে কেন?"

আনা হেসে বলে: "আহা—হা—যেন উনি হচ্ছেন বিশটি শিশুর গর্ভধারিণী।"

সন্ধ্যা একটু লজ্জা পেয়ে বলে: "তা না হ'তে পারি, কিন্তু দু-একটি শিশু যে মানুষ করেছি—যা তুমি করোনি।"

আনা বলে: "কেমন ক'রে জানলে?"

সন্ধ্যা বলে: "আমাদের ঘরোয়া একটা প্রবচন আছে শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়।"

স্বপন মানেটা বুঝিয়ে দেয়।

আনা হাসিমুখে বলে: "কবুল করছি না হয় যে, আজ অবধি কোনো শিশুকে মধু দেইনি। কিন্তু তা ব'লে তোমাকে বঁধুছাড়া করতে পারি?"

স্বপন হেসে বলে: "তা বটে। কোন্ স্বত্বেই বা করবে বলো?" কিন্তু হাসিটা জোর ক'রে।

সন্ধ্যা টপ্ ক'রে বলে: "সখিত্বের স্বত্বে।—না আনা, ঠাট্টা না। যদি নীরার কাছে যাওই—তবে আমি সঙ্গে যাবই—তা সিসি যাক বা না যাক—এই-ই আমার শেষ কথা।"

ঔদার্যে মাধুর্যে সহজ সম্ভ্রমে ওর মুখ হ'য়ে ওঠে স্বচ্ছ! স্বপন গর্ব অনুভব করে। সন্ধ্যার আচরণে আনার প্রতি বিমুখতার বাষ্পও নেই আর।

স্বপন বলে : "কিন্তু—"

সন্ধ্যা বলে : "কিন্তু না, তুমি যাও পারিসে। সত্যি, চাং তোমার প্রিয় বন্ধু, তাকে তোমার দেখা কর্ত্তব্য যে—বিশেষ তার এ-হেন সঙ্কটাপন্ন অসুখে।"

স্বপন বলে : "কিন্তু সঙ্কটাপন্ন অসুখ কে বলল? আর—" ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল : "কি জানো সন্ধ্যা—তোমরা দুজনে যাসে ল্সে ছুটবে গলাগলি সখিত্ব করতে করতে, আর আমি বেচারা একা ছুটব বিভুঁয়ে—দূর পথে—নাঃ, অতটা রোমান্টিক হ'তে ঠিক পারছি না।"

সন্ধ্যা বলল : "রোমান্স বুঝি তা হ'লে শুধু মেয়েদেরই একচেটে থাকবে চিরদিন? না, বন্ধুত্বের সম্বন্ধে যত ঘটাপটা রিজার্ভ করো তোমরা শুধু কাব্যেরই পাতায়?"

স্বপন একটু অপ্রতিভ বোধ করে, কিন্তু মুখে যথাসাধ্য সহজ সুরে বলে : "ওগো সদা-কটাক্ষিণি! পুরুষের বন্ধুত্ব নিছক কাব্যিক হোক্ বা না হোক, বন্ধুত্ব কাকে বলে তার বিসর্গবিসর্গও মেয়েরা জানে না এটা মনে রেখো। তোমরা কথা কও রান্নাবান্নার, অতিথি-সৎকারের, স্বয়ম্বর-সভায়-প্রত্যাখ্যাত বঁধুদের অকথ্য যন্ত্রণার—মন দিয়ে শুনব—কিন্তু জেনো বন্ধুত্ব তোমাদের অনধিকার-চর্চ্চা।"

সন্ধ্যা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে : "জানা আছে গো, জানা আছে, তবু যদি একটি এলোকেশীর জন্যে লাখো বন্ধুদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস কবিরা সেই মান্ধাতার আমল থেকে লিখে না আসতেন! নেহাৎ আমরা কোমল অবলা তাই এ হেন অব্যবস্থিত-চিত্তদের নিয়েও ঘর করি—অশুচি অপরাধ ক্ষমা ক'রে।"

ওরা তিনজনেই হাসে—কিন্তু ক্ষণিক। আনা বলে : "কিন্তু ঠিক হ'ল কী?"

স্বপন চিন্তিত সুরে বলে: "আচ্ছা মসিয়ে বেনারকে একটা তার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়?"

আনা ম্লান সুরে বলে: "সময় নেই। নীরার যে অন্তিম অবস্থা তোমরা কেবলই ভুলে যাচ্ছ?"

—"ও হো।" স্বপন লজ্জিত বোধ করে। নীরার কথা ওর একেবারেই মনে ছিল না—সত্যিই তো।

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু শোনো আনা, আমি বলি কি: সিসিও আসুক না কেন আমাদের সঙ্গে? আমরা তো কালই ফিরে আসব। দরকার হয় তার পরে ও যাবে না হয় পারিসে। এ-সময়ে একজন ভারবাহীর সঙ্গে থাকা মন্দ কি?"

হঠাৎ মেড আর একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। স্বপনের নাম। স্বপন খুলতে খুলতে বলে: "নিশ্চয় মসিয়ে বেনারের তার।"

আনা বলে: "বোধ হয় চাঙের অবস্থা—"

স্বপন চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলে: "কী আশ্চর্য্য!"

ওরা, দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে: "কার তার?"

স্বপন বলে: "ইসাবেলার। সে ইজিপ্টে একটা বোর্ডিং হাউসে।" ব'লে পড়তে থাকে ফের।

সন্ধ্যা বলে: "ইসাবেলা! একা! ইজিপ্টে?—কোথায়?"

আনা বলে: "কায়রোতে। বোর্ডিং হাউসে! এ যে প্রায় নভেলের মতন শোনাচ্ছে! ব্যাপার কী?"

স্বপন পড়ে মৃদুস্বরে: "স্বপন, আমি ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। কেউ জানে না। বড় বিপন্ন—চাং কোথায় জানি না। তুমি কি একবার আসতে পারো? কন্টিনেন্টাল সাভয় হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলে আমি যেখানে আছি, নিয়ে আসবেন

তোমাকে। তোমার উপর এমন কোনো অধিকারই আমার নেই যার জোরে তোমাকে আসতে বলতে পারি। তবে তোমাকে যেটুকু জানি তাতে মনে হয় অধিকার নেই ব'লেই তোমার হৃদয় ঝুঁকবে তার প্রতি—যে একদিন তোমাকে সত্যি বন্ধু ব'লে বরণ করেছিল। যদি আসো—সাভয় হোটেলের ম্যানেজারকে তার কোরো। ইসাবেলা।" ওরা তিনজনে বায়ুচের মতন পরস্পরের দিকে তাকায়।

* *
*

স্বপন তার ক'রে দিল : "মার্সেলস্ থেকে পরের জাহাজেই রওনা হচ্ছি। আজ রাতেই আলেকসান্ড্রিয়ার বোট পাব খোঁজ নিলাম। যদি এরোপ্লেন সার্ভিসের সুবিধা থাকে তবে তা-ই নেব। নিশ্চিন্ত থেকো—আমি যত তাড়াতাড়ি পারি পৌছুতে চেষ্টা করব।"

* *
*

একঘণ্টার মধ্যেই ওরা তিনজনে রওনা হ'ল মার্সেলস্। কিন্তু মোটর বোটে নয়—হোটেলেরই এক সেডান কারে। নইলে আলেকসান্ড্রিয়ার জাহাজ ধরার সময় থাকে না।

* *
*

নীরার আরোগ্যালয়ের নিচের বৈঠকখানায় ওদেরকে বসিয়ে, আলো গেল নীরার কাছে।

সন্ধ্যা বলল : "মাথার দিব্যি রইল দিদি—কায়রো পৌছেই পত্র তার কোরো।"

স্বপন ওর মাথা বুকে টেনে নিয়ে বলল: "করব গো শঙ্কিনি! করব। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে তোমারই মতন এক দীর্ঘ চিঠিলাঙ্গিনী তার করব সব ইতিহাস দিয়ে।"

সন্ধ্যা হঠাৎ ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

—"একি? ছি সন্ধ্যা? কাঁদছ? কেন?"

—"আমি মানুষ তো সিসি। তোমাকে কতদিন বাদে পেতে না পেতে এমন ভাবে—বোঝো না কি—এ ক'দিন—"

—"শ্—শ্। ঐ আনা আসছে বুঝি।"

—"না,—প্রধানা নার্স।"

সন্ধ্যা বলল: "কেমন আছেন তিনি?"

নার্স বলল: "মন্দের ভালো—শ্বাসের কষ্টটা একটু কম।"

স্বপন বলল: "বাঁচার—"

নার্স ঘাড় নাড়ল: "বড় জোর আজকের রাতটা। কিন্তু মাদাম হ্যপী বলছিলেন আপনি নাকি আজ রাত্রের জাহাজেই আলেকজান্দ্রিয়া রওনা হবেন?"

—"হ্যাঁ। কেন?"

—"তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি সম্ভব হ'লে এয়ারোপ্লেনে রওনা হ'তে চান, আপনার নাকি তাড়াতাড়ি আছে?"

—"আছে। কিন্তু এয়ারোপ্লেনের খোঁজ করার এখনো সময় পাইনি, সোজা নীস থেকে এখানে এসেছি ট্যাক্সিতে। খোঁজ করতে চাই এবার। এয়ারোড্রোমটা কোথায় জানেন?

—"কাছেই। কিন্তু খোঁজ করতে হবে না—আজই সন্ধ্যায় মেল নিয়ে এয়ারোপ্লেন রওনা হবে—রাত বারটার আগেই কায়রো পৌঁছে যাবে। আমার ভাই-ই পাইলট।"

স্বপন খুশি হ'য়ে বলল: "বিশেষ ধন্যবাদ মাদাম, আমি এই-ই চাইছিলাম।"

—"Pas de quoi Monsieur." * ব'লে মিষ্ট হেসে প্রবালা নার্স বিদায় নিলেন।

* *
*

সন্ধ্যা স্বপনের দুই কাঁধে দুই হাত রেখে বলল: "পারো তো এয়ারোপ্লেনেই ফিরো কিন্তু—কালই।"

স্বপন দোরের দিকে চেয়েই আলগোছে ওর মুখ-চুম্বন ক'রে বলে: "কালই? বাপ্ রে:

'নয়নের মণি আমার সজনী, তিলেক আড়ালে রাখিতে—' "

—"ঠাট রাখো, ও-সব এখন ভালো লাগছে না একটুও। শোনো। কালই ফিরবে তো?"

—"যদি পুষ্পকরথ পাই।"

—"পাবে। সাধ্বীর ভবিষ্যদ্বাণী।"

—"তবে সাধুও ফিরবেন।"

—"তিন সত্যি?"

—"সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি—তিন ছেড়ে তিপ্পান্ন রইল? কেবল একটা প্রশ্ন।"

—"কি?"

—"যদি সাধ্বীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়?—যদি কাল ফিরতি এয়ারোপ্লেন না মেলে?"

* কিছু না।

—"তা হ'লে সাধু সমস্ত দিনটা কায়রোর অসাধ্বীর সঙ্গে অসাধু আচরণ করতে পারবেন—পাল্লা রইল।"

দুজনেই হেসে ওঠে।...

কেবল সন্ধ্যার হাসির মধ্যে ছিল প্রভাতী আলো না—প্রদোষ ছায়া।...

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইসাবেলা
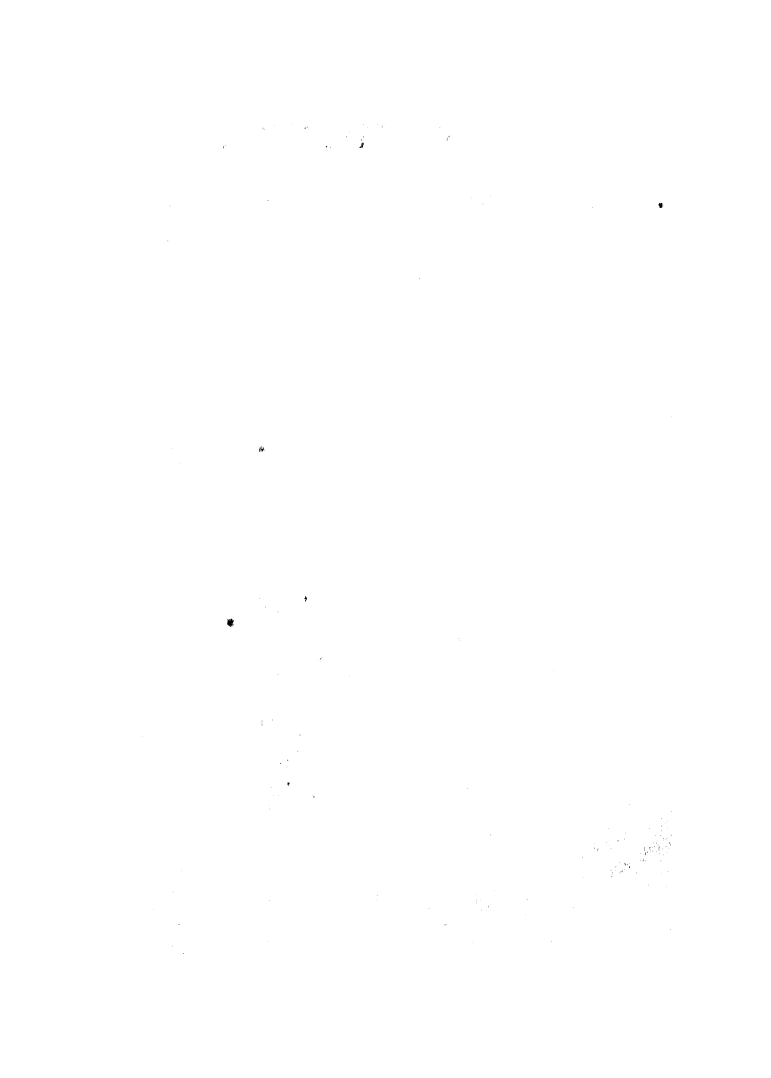
কায়রো

শুধু দুচোখ দেখা যাচ্ছে—নাক অবধি কালো বোর্‌খা টানা—গায়ে কী এক রসুনের সগোত্র তীব্র গন্ধ—এ-হেন রহস্যময়ী দোর দিলেন খুলে। সাভয়ের ম্যানেজার—সে-ই স্বপনকে ট্যাক্সি ক'রে ইসাবেলার বোর্ডিং হাউসে নিয়ে এসেছিল—অবগুণ্ঠিতাকে আরব ভাষায় কী বলল স্বপন কিছুই বুঝল না তবে বার দুই আল্লা শুনে একটু শঙ্কিত না হ'য়েই বা ক'রে কী? ইসাবেলার কি কোনো সাংঘাতিক অসুখ, না গুণ্ডারা ফের—চিন্তাস্রোতে তার বাধা পড়ল, ম্যানেজার ভদ্রলোক তাকে বললেন: "Monsieur, Madame veut vous voir toui seul." * মিশর দেশে এরা সব কী পরিষ্কার ফরাসী বলে! স্বপন এ-উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তেও আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবে! কী সুন্দর ওদের উচ্চারণ! ভেবেই তার আশ্চর্য্য লাগে যে, এ-সময়েও এ-সব সে লক্ষ্য করে!

* *
*

এ কী চেহারা! স্বপন চমকে ওঠে!...সেই ইসাবেলা! কোটরগত চক্ষু—চোখের পাতা স্ফীত। রং বিবর্ণ। চুল কতদিন যেন অযত্নে অযত্নে জট-পাকানো মতন, পরণে মলিন চন্দন-রঙের একটি ব্লাউস। অন্ততঃ ঘরের স্তিমিত আলোয় ঐ-রঙেরই দেখাচ্ছিল। কেবল এ-চন্দন-রঙে ঝিকিমিকিটুকু নেই, আছে শুধু তার বিষণ্ণতাটুকু।

ঘরটিও—উঃ এমন গরম। হাওয়া-চলাচল নেই। ছুটো জানলা মতন

* মাদাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান নিরালায়।

চেয়ার ···একটা পুরোনো শত-তালি-দেওয়া শতরঞ্চি···তার উপরে একটা টেবিলে এঁটো একটা থালা মতন ও দুটো কানা-ভাঙা বাটি ···আরও কী কী। কোনো ঘরের আসবাব-পত্র ওর কখনো চোখে পড়ত না—কিন্তু ইসাবেলার মলিন মূর্তি ওর নিরীক্ষাশক্তিকে দেয় উস্কে। স্বপন ওর দিকে এগোয় অব্যবস্থিত চিত্তে!···তখনি চমকে ওঠে—পায়ের কাছ দিয়ে ও কী—ইসাবেলা ম্লান হেসে বলে : "ও কিছু না—ইঁদুর, এসো বন্ধু!" ব'লেই দু'হাত দেয় বাড়িয়ে।

স্বপনের গা-র মধ্যে জুগুপ্সায় শিন্ শিন্ ক'রে ওঠে। সন্তর্পণে পা ফেলে।···ইসাবেলা একটা লম্বা মতন বাক্সে না কিসে বসেছিল—সেটি ঘরের দোরের গায়ে এসে শেষ হয়েছে; তার অর্দ্ধেকটা দেয়ালে ঢোকানো। ইসাবেলা বলল : "বোসো —এখানে।"

—"ভার সইবে!" ঘরের মধ্যে এমন রেলওয়ে বাক্স সে কুত্রাপি দেখেনি।"

—"সইবে—এটা কাঠ নয় লোহা।"

লোহা? ঘরের মধ্যে দেয়ালে প্রোথিত লোহার বেঞ্চি! স্বপনের কী রকম যেন মনে হয়! · শুধু নিজের বিস্ময়ই নয়—ইসাবেলা হেন কুবের-কন্যা এখানে, এ-সময়ে, এ-ভাবে?···চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে—

—"দাঁড়াও—ও জানলাটা একটু খুলে দিয়ে বসবে? আমি উঠতে পারি না।"

স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় ধ্বক্ ক'রে উঠল : "সে কি! উঠতে পারো না?"

—"পারি—কিন্তু কষ্ট হয় বড়, বাঁ-পায়ের হাড়টা এখনো জখম আছে।"

—"হা-ড়—জখম?—" স্বপনের যেন বিশ্বাসই হয় না!···

—"বলছি সব। কিন্তু জানলাটা খুলে দাও—একটু হাওয়া আসুক।"
স্বপন খুলে দিল।

—"কিন্তু—না—ঐ দেখ—আলোটা বড্ডই কাঁপছে—"

ঘরের মধ্যে একটা পিল্‌সুজ মতন—ঠিক পিল্‌সুজও না একটা মাটির লম্বা হরতন আকৃতির বারকোষ মতন জিনিষ—একটা বামন ইটকখণ্ডের উপর স্তম্ভ—তার ওপরে একটা টেবিল ল্যাম্প—কেরোসিনের। ভারতবর্ষ ছেড়ে এই প্রথম স্বপন কেরোসিনের আলো দেখল। ঘরের মধ্যে এ-রকম ঘামও অভাবনীয়!…

স্বপন ফের জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু অসহ্য গরম যে! কপালের ঘাম মোছে।

ইসাবেলা ম্লান হেসে বলে: "আমাদের স'য়ে গেছে—দেখেছ? কিন্তু তোমার জন্যে কী করি ভাই? হয়েছে, এই নাও আমার হাতপাখাটা।"

স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় ফের একটা স্মৃতির তার ওঠে বেজে…এটা তার অতি পরিচিত জাপানী হাতপাখা…স্বপনই ওকে উপহার দিয়েছিল—একটা বাজিতে হেরে…এ নিয়ে চাং ওদের কী ঠাট্টাই না করত!…

ইসাবেলা টপ ক'রে ধরেছে: "সেই পাখাটাই বটে!"

আশ্চর্য্য! মেয়েরা কী ক'রে টের পায়?

স্বপন ওর পাশে ব'সে বলল: "পাখার দরকার নেই ইসাবেল, কিন্তু এ কী ব্যাপার?"

—"চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না, না?"

—"ধরেছ।" ব'লেই ওর একটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে কোমল সুরে বলল: "কী ব্যাপার ইসা?"

ইসাবেলা মুখ নিচু ক'রে থাকে।…কোত্থেকে চং চং ক'রে দুটো

বাজে। রাত দুটো। দেখা করবার সময় বটে ভদ্রমহিলার সঙ্গে!... স্বপনের মনের কোণে জাগে অবিশ্বাসের আমেজ!...এ-সব কি বাস্তব, না নিছক্ স্বপ্ন? হঠাৎ জেগে উঠে দেখবে সব মিলিয়ে গেছে?... রোমান্স—কথাটা ঘুরে ঘুরে বাজে ওর কানের আশে পাশে। এদেশে রোমান্সের ছন্দ ঢের বেশি স্বচ্ছন্দ—ও মনে মনে বলে—জীবনে আকস্মিকতার ঢেউ ঢের বেশি ঝিক্ মকে। কিন্তু তবু...এ যেন—কী বলবে? রোমান্সের শিখর-মুহূর্ত। দেশে ফিরে এ-সব—ধরো যদি কোনো উপন্যাসে লেখে কোনোদিন—কেউ কি বিশ্বাস করবে?...বলবেই নভেলিয়ানা, না ব'লে পারে?—

হঠাৎ ইসাবেলার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে ওর চমক ভাঙে: মনে প'ড়ে যায়—ইসাবেলা ওর শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। ইসার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় স্নেহে প্রশ্নটি করে ফের: "কথা কইছ না যে?"

তবু ও কথা কয় না, মুখ নিচু ক'রেই থাকে। স্বপনের সন্দেহ হয়... বুঝি ও—ওর মুখ তুলে পরীক্ষা করতে ওর চিবুক স্পর্শ করে: সেই মুহূর্তেই ও স্বপনের কোলে ভেঙে পড়ে।

—"ছি ইসা! শোনো—লক্ষীটি—আঃ—আমি বলছি—"

* *
*

মিনিট দুই ধ'রে ইসাবেলার শরীরের উপর দিয়ে যেন একটা দমকা ঝড় ব'য়ে গেল। সে-কাঁপনে স্বপনের বুকেও জেগে ওঠে অনুকম্পার তুফান। এ-ধরণের করুণার উপলব্ধি ওর জীবনে প্রথম। আনার কান্নায়ও এমন হয়নি। তার কান্নার স্পন্দনে ফুটে উঠেছিল বুঝি শুধু হৃদয়ের আবেগ। এর কান্নার ধারাধারে তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে—করুণার বিয়োগও,—বুঝি আবেষ্টনীর একান্ত কুশ্রীতার জন্যে। স্বপনের সমবেদনার

পিছনে এই কুশ্রীতার পটভূমিকা থম্‌কে দাঁড়িয়ে। তাই বুঝি এ-কারুণ্য এত দুঃসহ! এ যে ওদের পদবীর ধনাঢ্য জীবনের সঙ্গেই খাপ খায় না। এ যেন···কী বলবে···কত কথা মনে হয়···এ বেদনার মধ্যে যেন কোথায় লুকিয়ে আছে মিনতির একটা ছায়াকরাল মূর্তি। না, তার চেয়েও বেশি...কঙ্কালের মুখে হাসি!···ওর বুকের মধ্যে যেন এক রাশ দড়ি কে পাকাচ্ছে···করুণার সঙ্গে জুগুপ্সা এমনভাবে ও কোনোদিন উপলব্ধি করেনি। করবে কেমন ক'রে? এ-রকম যোগাযোগ জীবনে শুধু যে অঘটনীয় তাই নয়—অচিন্তনীয়।

* *
*

স্বপন ওর মাথাটি নিজের কাঁধের 'পরে রেখে ওর আলগা চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলোয়।···সংসারে অসহতম অভিজ্ঞতাও স'য়ে যায়···স্বপন ক্রমে আশপাশের দুঃসহতা আর ততটা বোধ করে না···বোধ হয় তার সম্বিৎ ইসাবেলার কয়েকটা চূর্ণালক ও অসহায় দেহের উপর পড়ে ব'লে বাইরেটা ও ভুলে যায়।···ওর করুণার স্রোত অসহায়া ইসাবেলার দিকে বয়···একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে নিজের ত্রস্ত আবিল আত্মসচেতনতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে।···মানুষ মানুষের কতই আপন।—নইলে এ-ঘরে এত সহজে ও নিজেকে সুস্থ বোধ করতে পারত কখনো? সুস্থ বোধ করা তো দূরের কথা—এক মিনিটও টিকোতে পারত কি?—মনে এ-প্রশ্ন ওঠে কেবলই।

কিন্তু ওর মনে এক একবার তবুও সেই প্রশ্ন জাগে—এ স্বপ্ন নয় তো? কোথায় ও আজ? ওখানে কী জ্বলছে ওটা? কেরোসিনের বাতি? সত্যিই কি একটা লোহার দেয়াল-বেঞ্চির উপর শতরঞ্চ বিছিয়ে ওরা ব'সে?—সত্যিই কি পঙ্গু ইসাবেলা ওর কাঁধে মাথা রেখে?···ও কী

শব্দ ?···ওর মেরুদণ্ড দিয়ে শির্ শির্ ক'রে ভয়ের একটা প্রবাহ ঝিলিক্ মেরে যায়।···না: একটা প্যাচার মতন ডাক। এদেশেও প্যাচা আছে না কি ? কিন্তু তার চেয়ে ঢের কুৎসিত ধ্বনি।

একটা দম্‌কা হাওয়া আসে। জানলাটা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আলোটা কি রকম পাগলের মতন হ'য়ে ধুম উদ্গার ক'রে দুবার পিঙ্গল জিভ বের ক'রে দপ্‌ ক'রে নিভে যায়।

কিন্তু ইসাবেলা তেমনিই ওর কাঁধে মুখ ডুবিয়ে···ওর গলা জড়িয়ে চুপ ক'রে!···হঠাৎ স্বপনের চোখ পড়ে···পায়ের কাছে একফালি চাঁদের আলোর উপর বাইরের একটা গাছের পত্র-পুঞ্জের ছায়া পড়েছে···এ কী! আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলেছে!···কী সুন্দর!

বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর মনে। কিসের ?—স্পষ্ট ক'রে ধরতে পারে না···অথচ এত মধুর···মনে হয় কী একটা হারানো সুর বেজে ওঠে যেন ওই আলোছায়ার নাচে!···এমন অন্তহীন কুশ্রীতার মধ্যেও এমন অসাঙ্গ সুষমা! কে এ মেয়েটি! ক'দিনের আলাপ ওদের ? কাল ও কোথায় ছিল ? কিসের ডাকে এসেছে আজ এত কষ্ট ক'রে এখানে—এই কুশ্রীতার মধ্যে!··ইসাবেলার কোমল কণ্ঠে গ্রীবায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মাধুর্যের রসে ওর মনটা টস্ টস্ ক'রে ওঠে।···কী মধুর ঐ চাঁদের আলোর ফালিটুকু!···কী মায়াময় ঐ আলো-ছায়ার হাতছানি! এ যেন···কী বলবে···সব-হারানো বনানীর মধ্যে সব-ফিরে-পাওয়ার ভরসা—দূর লোকালয়ের বর্তিকাদিশা!···না: দেবালয়ের। সত্যিই ধূপগন্ধ পায়—ঘ্রাণে, শঙ্খধ্বনি বাজে—শ্রবণে।

··ইসাবেলার পিঠে চুলে গভীর স্নেহে হাত বুলোয় ও···কতক্ষণ যে!···

ইসাবেলা থেকে থেকে থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে···যেন কী একটা তির শক্তিকে প্রতিহত করতে চায় ও!

স্বপন এক একবার ব'লে ওঠে : "ভয় কী ইসাবেল ? আমি আছি।" আবার ঘরের মধ্যে শুধু একটা ছোট টাইমপীসের টিক্ টিক্ টিক্। আবার ইসাবেলা ওর গলা আরও সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে! স্বপনের মন বর্ত্তমান উত্তীর্ণ হ'য়ে কোথায় যে চারণ করে!...সেই হঠাৎ-মেলা মন্দিরের শাঁক ঘণ্টা আবার ওঠে বেজে...আশে পাশে বিছিয়ে যায় ফের সেই ধূপারতির সৌরভ কুসুমগন্ধ! এ তো কল্পনা নয় তবে। সত্যিই সে শোনে ঘণ্টাধ্বনি—সেই গ্রামের শাঁক...শুধু সামনের ঐ চন্দ্রালোকের ফালিটুকুতে ঘটে যায় এমন অঘটন!...

তার চেতনার সোনার-তরী ভিড়োয় যেন কোন্ স্বপন-পসারীর কূলে!...অসম্ভবও হ'য়ে ওঠে সম্ভব! দুটো হৃদয় আসে কাছে...একজন চায় ভরসা, অপরজন দেয় বরাভয়!...মনে হয় এ-বরাভয়ে ওর জন্মস্বত্ব!... দুদিন আগে যার নিজেকে মনে হ'ত এত অসহায়...আজ তার রোমে রোমে জাগে এ কী বিপুলের ছোঁওয়া...উপচিত হ'য়ে ওঠে এ কী অফুরন্ত পাথেয়! ...মুহূর্তের জন্মে ও ভুলে যায় জীবনের ক্ষুদ্রতা, ক্লিষ্ট মোহমন্থরতা; অসহায়তা...শুধু জাগে এক অপার আনন্দ-সৌরভ...ও ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় যে, ওর ক্ষুদ্র উদ্‌ভ্রান্ত চেতনার তটে ক্ষণতরেও দোলা লাগে এ অচিন কল্লোলের...এ-বিভূঁয়ে—বিদেশে!...ভাঙা ঘরে ফুটে ওঠে চাঁদের আলো!...

পথে

হঠাৎ ইসাবেলা যেন বড় বেশি স্থির!...ভয়ের বিদ্যুদ্দাম খেলে যায় ওর মনে : ইসাবেলার নিঃশ্বাস পড়ছে তো!...পড়ছে...বাঁচা গেল! কিন্তু ওর কাঁধে ঘুমিয়ে পড়ল না কি ?—মৃদু স্বরে ডাকে : "ইসাবেল!"

ওর চমক ভাঙে। ও তন্দ্রাবিষ্ট চোখে স্বপনের দিকে চায়।··· প্রথমে দৃষ্টির মধ্যে ফুটে ওঠে যেন অপরিচয়ের ভয়—কিন্তু না···পর মুহুর্তেই সম্বিৎ ফিরে পায় যেন!··স্বপনের বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় দিয়ে ওঠে: "ধ্বংসাবশেষ" কথাটা ওর মনের দিগন্তে খেলে যায়।···

ইসা ম্লান হেসে বলে: "আশ্চর্য্য লাগে, না?—আমার এ-দশা ভাবতে?"

স্বপন সান্ত্বনার সুরে বলে: "না। বোধ হয় বড় ক্লান্ত, না?"

ইসাবেলা চোখ দুহাতে ঢেকে বলে: "কাল রাতেও ঘুমতে পারিনি —মর্ফিয়া ইঞ্জেক্ট করেছিল কি না। থেকে থেকে কেমন যেন ঘোর লাগে···আচ্ছন্ন নতন··"

—"পায়ের ব্যথার জন্যে ইঞ্জেক্শন!"

—"না। পায়ের হাড়ে মাত্র একটু চোট লেগেছে। কি রকম ভয় ভয় করে· মনে হয় বুঝি পাগল হ'য়ে যাব। আর ভাবতেই বুকের মধ্যে কি রকম একটা···সে বর্ণনা করাও মুস্কিল···বেদনাও না, কারণ চেতনা হারাতেই তো চাই—অথচ পারি না,—তাই তো এমন যন্ত্রণা। দেহ নিঃসাড়, অথচ চেতনা এমন তীক্ষ্ণ···থেকে থেকে স্নায়ুগুলো হ'য়ে ওঠে যেন বাজিতরা···উ—"

স্বপন কী বলবে ভেবে পায় না···ওর চুলে কপালে গালে গাঢ় স্নেহে হাত বুলোতে থাকে। ইসাবেলা এমন কাটাকাটা ভাবে থেমে থেমে যেন দম নিতে নিতে কথা বলছে—!—সেই মেয়ে—যার কথার ধারা-প্রপাতের তোড়ে টাল-সামলানো ছিল এক দায়!···ইসাবেলা সাড়া দেয়—ওর হাতটাকে চুম্বন ক'রে।

—"তুমি এত ভালো কারো মিয়ো! তুমি যে এ-সময়ে আসবে ভাবিনি সত্যি।"

—"কেন ?"

—"পুরুষ মানুষ ব'লে।"

স্বপন ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলে: "দুদিনে হ'ল কী তোমার ইসাবেল ?"

—"আমিই কি জানি ? যেন একটা ছায়াবাজি ঘটে গেল—একটা বিপ্লব।" ব'লেই দু'হাতে মুখ লুকোলো।

স্বপন ফের ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "ছি ইসাবেল! এত অধীর হ'লে চলে ?—শোনো, আমি বলি কি, চলো তোমায় নিয়ে যাই এখান থেকে—এ-ঘরের দূষিত হাওয়ায় আমারই মন যায় বিবর্ণ হ'য়ে যে।"

—"আমার হাতে একটি পিয়াস্ত্রাও* নেই স্বপন।"

—"সে সব হবে 'খন। বলি একটা ট্যাক্সি ডাকতে ? পারবে উঠতে ?"

ওর মুখ একটু হালকা হ'য়ে ওঠে: "পারব মনামি—কেউ ধরলে চলতে পারি কোনোমতে।"

স্বপন বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি করতে সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতার পুনরাবির্ভাব। স্বপন বলল: "Taxi—auto—"

* *
*

এক বৃদ্ধ এসে হাজির: "মাদামের বিল—"

স্বপন তার মুখে থাবা দিয়ে তৎক্ষণাৎ চুকিয়ে দিল, চেঞ্জ নিল না। মোটা চেঞ্জ।

* ইজিপ্টের মুদ্রা।

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে ইসাবেলার জন্যে কোত্থেকে এক ঝোলামতন নিয়ে এসে হাজির।

স্বপন মনে মনে হাসল : রূপচাঁদ !—

ওরা ইসাকে সেই ঝোলায় বসিয়ে ট্যাক্সিতে নিয়ে ওঠাল। বৃদ্ধ কুর্নিস ক'রে বলল : "Où voulez-vous—"†

—"সাভয়।"

* *
*

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইসাবেলা একটু সুস্থ বোধ করে। স্বপনের হাত ওর মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে : "স্বপন!"

—"কী ইসাবেল ?"

—"আমাকে নিয়ে চলো—লক্ষ্মীটি ?"

—"কোথায় যাবে বলো ?"

ও দুহাতে মুখ লুকোয় ফের : "আমার যাবার জায়গা কোথায় স্বপন ?"

স্বপন বিপন্ন হ'য়ে একটু ভাবে, তারপরে বলে : "নীসে যাবে ? আমার স্ত্রী দেখবে, শুনবে তোমায়।"

—"তোমার স্ত্রী ! সেই সন্—দা ?"

স্বপন হাসে : "নইলে আর কে !"

হঠাৎ ইসাবেলার অপাঙ্গে সাবেককালের বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে : "তোমাদের কাণ্ডকারখানা কে বুঝবে ভাই ?"

স্বপন অপ্রতিভ হ'য়েও খুসি হয় ওর হঠাৎ প্রফুল্লরূপ দেখে, "দূর্—" ব'লে মৃদু হাসে।

† কোথায় আপনি—?

আশ্চর্য্য! ইসাবেলার মুখে সেই আগেকার দুষ্টুমি মুহূর্তে উঠেছে ফুটে: "শোনো কারো মিয়ো, আমাদের স্পেনে একটি ছড়া আছে:

প্রথমা যখন আসে নট বলে লাজ হাসে:
'সাবধান লো দ্বিতীয়া! অৰ্দ্ধচন্দ্র সাজা'—
শুধু, যবে সে-নর্ত্তকী বাজায় রি নি নি—ও কী?
তৃতীয়া চতুর্থীদেরও লাগে খাসা তাজা!"

ওরা খুব হাসে, এ-ভাবে হাসি যে কায়রোর আবহেও সম্ভব তা কে ভেবেছিল?

হাসি থামলে স্বপন ওর হাতের 'পরে চাপড় দিয়ে বলে: "দুষ্টুমি তোমার যাবে কোথায়?"

—"করুণ হাসির বড় ভক্ত স্প্যানিয়ার্ডরা—শোনোনি কি?"

—"শুনেছি। কিন্তু—" স্বপনের মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে: "আনা বড় অসুস্থ—সন্ধ্যার তদারকেই তাকে রেখে এসেছি।" কথাটা একটু কেমন-কেমন শোনায় যেন!

ইসাবেলার মুখের হাসি মুহূর্তে ঢেকে যায়: "তবু আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ নীসে?"

স্বপন একটু আশ্চর্য্য স্বরে বলে: "তাতে কী?"

—"অনেক কিছু। না স্বপন, এ শোনার পর আমি আর নীসে যেতে পারি না তোমার সঙ্গে। আহা! বেচারী!"

—"বেচারী? কে?"

—"দুনিয়ার যত অপোগণ্ডের ভারবাহী ঐ কাঁধ। ও নিরীহ হাওদাটি আপত্তি করে না ব'লেই যে আমাদের সিন্ধবাদ নাবিক হবার অধিকার কায়েম হ'য়ে গেছে এ তো আর প্রমাণ হয় না।"

—"পাগলামি রাখো ইসাবেল—এ-কাঁধের হাওয়াটি এত কম ভারে—"

—"শুধু শুয়ে পড়া নয়—বাধবে আরও বিভ্রাট, আমি ভুক্তভোগী যে।"

—"অর্থাৎ ?"

—"আমি বড় অপয়া স্বপন। জানো তো—তোমার মতন সুছেলের ক্ষেত্রেও কী হব হব হয়েছিল ?"

—"ছি—ইসাবেল। দুর্বলতা কার নেই ?"

—"দুর্বলতা নয় মনামি,—সত্যিই। আমি যেখানেই যাই—আনি অলক্ষণের ছোঁয়াচ—" স্বপন ওর মুখ চেপে ধরে: "থামো:। তুমি যাবে যাবে যাবে আমার সঙ্গে।"

ইসাবেলা মুখের-ওপরে-রাখা ওর হাতটায় চুম্বন ক'রে বলল: "না স্বপন—" ব'লেই স্বর বদলে বলে: "তবে যেতে পারি তোমার সঙ্গে যদি কথা দাও—" ব'লেই যায় থেমে।

—"কী ?"

—"না, তা-ও হয় না। তোমাকে এত কষ্ট করতে বলি কী ক'রে এখন—বিশেষ যখন সন্ধ্যা তোমার অপেক্ষা করছে নীসে ?"

—"পাগলামি কোরো না ইসাবেল। বলো কী করতে হবে।"

—"যদি—যদি মসিয়ে বেনারের কাছে পৌঁছে দিতে পারতে।"

—"তিনি দু-তিন দিনের মধ্যেই নীসে আসছেন যে।"

—"বেড়াতে ?"

—"ঠিক না।"

—"তবে ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে স্বপন সংক্ষেপে বলল—মাত্র ঈর্ষার অধ্যায়টি গোপন ক'রে।

ইসাবেলা শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "এখানেও সেই—চিরন্তন—"

—"কী ?"

—"ত্রয়ী।" ইসাবেলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

স্বপন হাসে : "এখানেও মানে ? তোমাদেরও ?"

ইসাবেলার হাসি যায় নিভে : "ঠিক না।"

—"মানে ?"

—"আমাদের ছিল চতুষ্টয়ী।"

—"চারজন ?"

—"বাটনের কথা চাং তোমায় লিখেছিল, নয় ? সত্যি বোলো কিন্তু।" স্বপন একটু ইতস্তত: ক'রে বলে : "লিখেছিল।"

—"আর এঞ্জেলার ?"

—"এঞ্জেলা ? না তো।"

—"তাকে নিলে চার হয় কি না বলো তো—শুণে

ট্যাক্সি সাভয়ের পেটে ঢোকে।

দোঁহে

স্বপন ইসাবেলার জন্যে কফি ও রুটি-মাখন আনতে বলল—সবশেষে একটু টার্ট আধা-আরবীয় আধা-ফরাসী। স্বপনের হঠাৎ মনে হয় একটা বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে শুধু মনই না, খাওয়ার পদ্ধতির মধ্যেও কী বিপ্লবই না ঘ'টে যায়!…

* *
*

ইসাবেলা একটু সুস্থ বোধ করে। স্বপন জিজ্ঞাসা করে: "পেট ভ'রে খাওয়াও হয়নি বুঝি?"

ইসাবেলা ম্লান হেসে বলে: "হবে কী ক'রে বলো? হাতে একটা পিয়াস্তাও ছিল না আজ। এরা শুকনো রুটি ছাড়া কিছু দিতে চায় না— নগদ না দিলে—"

স্বপন বাধা দিয়ে ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলল: "আমার কাছে টাকার জন্যে তার করতেও বাধত না কি? না হয় ধার হিসেবেই নিতে।"

ইসাবেলা হাসে: "শোধ দিত কে শুনি?"

স্বপনের উষ্মা রাগে পরিণত হয়: "তাই বলে না খেয়ে না দেয়ে মরতে হবে না কি শুকিয়ে?"

—"অতটা বীরনারী এখনো হইনি বন্ধু, রাগ কোরো না। তবে টাকা চাইতে অভ্যস্ত তো নই—ক্ষমা কোরো—তাই মনকে রাজি করতে পারছিলাম না। শেষটায় অবশ্য হাত পাততেই হবে জানতাম—তবু—"

—"তবু আমাকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করাটি আছে!"

ইসাবেলা ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে: "রাগ করো না ভাই। আমি ঠিক করতে পারছিলাম না টাকার জন্যে কাকে তার করব—তোমাকে, না মসিয়ে বেনারকে।"

—"তবু ভালো যে শেষটায় আমার ভাগ্যে—"

—"ঠাট্টা কোরো না কুবের-বন্ধু! তুমি কি বুঝতে পার না—এ-সব ক্ষেত্রে কত সঙ্কোচ হয় মেয়েদের? এ-জগৎটা নিয়ত পরিক্রমা করে ঐ টাকা জিনিষটির চারধারে যে। ক'টা বন্ধুকে বলা যায় বলো—টাকা ছেড়ে বান্ধবীর চারদিকে চক্র দাও।"

কাছের গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে তিনটে বাজল। স্বপন চম্‌কে বলল: "ঘুমও এখন একটু, কেমন?"

—"না স্বপন। ঘুম হবে না আমার। তবে যদি তুমি—"

—"না না, আমি কফি খেয়ে বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছি। আমি ভাবছি তোমার কথা: ও-ভাবে সারারাত কথার ঢল নামালে কাল তোমাকে এয়ারোপ্লেনে ক'রে নিয়ে যাবার শক্তিধারা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে কি? That is the question."

ইসাবেলা হাসল: "ব্যস্ একেবারে ঠিক হ'য়ে গেছে বুঝি—এয়ারোপ্লেনে তোমার সঙ্গ আমাকে নিতেই হবে?"

—"নিশ্চয়। আমি এইমাত্র মসিয়ে বেনারকে তার ক'রে দিতে বলেছি।"

—"সে কি?—কখন?"

—"কফি আনতে বলার সময়।"

—"কী লিখলে?"

—"যদি সম্ভব হয় চাংকে নিয়েই নীসে আসতে।"

ইসাবেলার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা হ'য়ে গেল: "চাং! মসিয়ে বেনার জানেন সে এখন কোথায় আছে?"

"হাঁসপাতাল" কথাটা স্বপনের মুখে এসেছিল কিন্তু সে সামলে নিল: "জানবেন না? সে যে পারিসে, জানো না?"

ইসাবেলার মুখ বিস্ময়ে উৎসাহে মুহূর্তের জন্যে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেই গেল নিভে। কম্পিতকণ্ঠে বলল: "সে কি? আমি তো জানি সে চীন রওনা হয়েছে!"

—"তুমি এমন ঢঙে কথা কইছ যেন আমি—"

ইসাবেলা অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, এ-কথা কানে না তুলে বলল: "পারিসে? কী করছে? কোথায় সে? মসিয়ে বেনারের সঙ্গে? সঙ্গে এঞ্জেলা আছে?"

—"কেউ নেই। একা সে।"

—"কোথায় বলো—তোমার পায়ে পড়ি স্বপন। কিছু গোপন কোরো না। তার কোনো বিপদ হয়নি তো?"

স্বপন অগত্যা বলল: "মসিয়ে বেনার কাল তার করেছিলেন সে হাঁসপাতালে।"

ইসাবেলার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা হ'য়ে গেল: "হাঁসপাতালে! কী অসুখ? সীরিয়াস?"

—"না না"—স্বপন ভরসার সুরে বলে।

—"তুমি লুকোচ্ছো।"

—"সত্যি কথা বলতে কি ইসাবেল, আমি জানি না।" সংক্ষেপে বলল মসিয়ে বেনারের চাংকে হাঁসপাতালে দেখতে শুনতে হচ্ছে।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে খপ্‌ ক'রে স্বপনের হাত চেপে ধ'রে বলল: "স্বপন—এতই যখন করলে—আর একটু করো। লক্ষীটি!"

—"কী!"

—"আমাকে পারিসে পৌছে দাও—নীসে না।" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

—"কাঁদছ কেন ইসাবেল!" এ আর বেশি কথা কি?"

* *
*

—"ইসাবেল!" ব'লে ওর মুখ তুলে ধ'রে বলল: "সব ঠিক হ'য়ে যাবে—শোনো। ছি। তবু এত কান্না?"

ইসাবেলা চোখ মুছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল: "না। আর কাঁদব না স্বপন। কিন্তু—না কেঁদে পারে মানুষ? ভাবো

তো—আমি পঙ্গু—চাং হাঁসপাতালে—যদি তুমি আজ না থাকতে—" ওর কণ্ঠ ফের বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে আসে।

—"আহা! আমার কথা যেতে দাও না।"

—"কিন্তু কেমন ক'রে দেই বলো তো। তুমিই যে আমাকে প্রথম চাঙের খবর এনে দিলে। কত ঋণী যে আমি—"

—"তা হ'লে সে ঋণ শুধতে একটু চেষ্টা করলেই বা।"

—"আমি যে একেবারে নিঃস্ব ভাই! কী ক'রে শুধব তোমার ঋণ বলো দেখি?"

—"তোমার কাহিনী ব'লে।—যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—"

—"শুনতে সত্যি চাও? কিন্তু বড় করুণ কাহিনী যে বন্ধু!"

—"অমনি কাহিনীই তো বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে সব আগে শুনতে চায় ইসাবেল।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থাকে। পরে ওর মুখের 'পরে অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে ম্লান হাসে। তারপর বলে: "শোনো তবে—"

চতুষ্টয়ী

ইসাবেলাকে স্বপন খুব উঁচু বালিশের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে শুইয়ে দিল। ঘরটা যে কী চমৎকার মনে হয় স্বপনের।···হোটেল কখনো ওর অত ভালো লাগেনি। "নীল মসজিদের" কাছে সে গলিটার মধ্যে সে স্যাঁৎস্তেঁতে ঘরটার কথা কেবল মনের পটভূমিতে কালো দুর্গন্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে।···

ইসাবেলা বলল: "খুব কাছ ঘেঁষে বোসো স্বপন—যেমন নীসে বসতে, মনে আছে?"

—"নেই? বাঃ, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার হাতটা হ'ত আমার খেলার বস্তু, দেখ তা-ও মনে আছে।"

ইসাবেলা ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে হাসল, তারপরই অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল হঠাৎ।

—"কী ভাবছ?"

ও সে কথার জবাব না দিয়ে সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল : "বার্টনকে এড়াতে আমরা হ্যাম্পস্টেড ছেড়ে ঈলিঙে উঠে এলাম এ-অবধি তোমায় চাং নিশ্চয়ই লিখেছিল, লেখেনি?"

—"লিখেছিল।" স্বপনের সুরের মধ্যে একটু ইতস্ততঃ ভাব, কিন্তু এখন আর গোপন ক'রে ফল কী?—ভেবে ও একটু সান্ত্বনা পায়।

—"তারপরে? এঞ্জেলার কথা? সত্যি বলো।"

—"তারপরে কোনো চিঠিই পাইনি আজ অবধি।"

—"আর একটু কফি আনতে বলবে স্বপন! রক্তের মধ্যে এখনো কেমন যেন ঠাণ্ডা মনে হয় থেকে থেকে।"

* *
*

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ইসাবেলা বলতে লাগল :

"ঈলিঙে আসার পর আমার নিজের মধ্যে কোথায় একটা নড়চড় হ'য়ে গেছে মনে হ'ল। প্রথম প্রথম ভাবতাম—এ আমার কল্পনা। কিন্তু পরে যখন একদিন চাংও এ-কথা বলল, তখন মনে হ'ল কল্পনা নয়।"

—"চাং এ-কথা আমাকেও লিখেছিল। কিন্তু ঠিক কী ধরণের নড়চড়?"

ইসাবেলা চিন্তাক্লিষ্ট সুরে বলল : "ব'লে বোঝানো মুস্কিল। কেমন জানো? জাগরণ থেকে তন্দ্রার সীমান্ত যখন আমরা ছুঁই তখন যেমন

খানিকটা বুঝি এটা জাগ্রত অবস্থা নয় অথচ তন্দ্রার অবস্থা ব'লেও সনাক্ত করতে পারি না খানিকটা সেই রকম। চেতনার একটা মোড় বদলানো আর কি? অথচ ঠিক কখন যে মোড় বদলে গেছে ঠাহর করতে পারি না—নয়?"

স্বপন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ইসাবেলা ব'লে চলল: "অনেকটা সেই রকম। আমিও বুঝি ও কোথায় ঘা খেয়ে ঘুরে গেছে খানিকটা, ও-ও বোঝে আমার মন কোথায় একটা ছোট্ট বেঁক নিয়েছে। দুজনের মনের কিনারার ঢেউ গেছে খানিকটা উলটো পালটা হ'য়ে, অথচ এর ফলে দুজনের মধ্যে মনের-মিলের-স্রোত যে একটু মন্দা হ'য়ে আসতে বাধ্য এ-কথা স্বীকার করতেও বাধছে—ঝাপসা ঠেকছে?—"

—"না ইসাবেল।" স্বপন ওর হাতের 'পরে চাপ দেয়। "আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।"

—"এক এক সময়ে আমার কী মনে হ'ত জানো?"

—"কী?"

—"যেন প্রণয়ি-প্রণয়িণীর জীবন, নদীর মতন চলে সময়ে সময়ে। খানিকটা পথ এমনই মিলে-মিশে চলে যে মনে হয় বুঝি ওদের দেহে-মনে একই স্রোতের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে। কিন্তু—" ওর একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে: "এটা শুধু দেখতে। হঠাৎ দেখা যায় মিলন-নদীর বুকেই লুকিয়ে ছিল, দুটো স্বতন্ত্রগতি উপনদী, তারা চলে আপন গতিতে আলাদা আলাদা পথ কেটে নিয়ে। তার পরে সঙ্গমের স্থলে যতই গাঢ় মিলন-চিহ্নের ছাপ থাক না কেন—সেটা হ'য়ে দাঁড়ায় অতীতের ইতিহাস।"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"রাগ কোরো না স্বপন। সকলের অভিজ্ঞতা হয়তো এমন তিক্ত নয়। কিন্তু য়ুরোপে কত দম্পতীর মিলনের মধ্যেই যে আমি এ-প্রচ্ছন্ন বিরহের বিরোধের সুর দিনে দিনে করুণ হ'য়ে, তিক্ত হ'য়ে, উগ্র হ'য়ে বাজতে শুনেছি—" ব'লেই থেমে বলল: "কিন্তু শোনো আমাদের ব্যাপারটা, তা হ'লেই বুঝবে।"

ইসাবেলা কফিতে ফের চুমুক দিয়ে বলতে লাগল:

"আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতাম প্রথমটায় চাং-কে আমার মনের এ-আশঙ্কার ছায়াপাতের কথা না বলতে—এ আসন্ন বিচ্ছেদের সুর বুঝতে না দিতে। ও-ও ঠিক ঐ চেষ্টাই করত। অথচ আমরা উভয়েই বুঝতাম। শেষে একদিন যখন চাং ব'লে ফেলল এ-কথা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—কী কান্নাই যে কাঁদলাম স্বপন—"

ইসাবেলা বলতে লাগল: "কিন্তু এ-কথা আমরা দুজনে প্রকাশ্যে স্বীকার করার পর থেকে মনের ভার আমাদের কেমন যেন একটু ক'মে গেল, একটু হালকা বোধ হ'ল দুজনারই—যদিও ব্যবধান তাতে ঘুচল না। এই হ'ল যে, আমরা এখন থেকে পরস্পরকে একটু ছেড়ে ছেড়ে থাকতে আরম্ভ করলাম।"

—"কী ক'রে?"

—"ও নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল বেশি ক'রে—ওর ছবি-টবি বিক্রির ধান্দায়—যদিও অর্থের আশু দরকার ছিল না।—তবু 'সঞ্চয় ক'রে রাখা ভালো' ব'লে। কারণ আমাদের প্ল্যান ছিল আমেরিকা হ'য়ে, জাপান হ'য়ে পিকিনে ফিরব। মজা এই যে, আমরা একত্রে পিকিনে ফিরব—না দু'পথে উধাও হব সে-বিষয়ে কেউই নিশ্চিত ক'রে কিছু বলতে পারত না, অথচ দুজনের যে দাম্পত্য-সম্বন্ধ সেটা দুজনেই জানতাম। বুঝেছ কি?"

—"বুঝেছি বোধ হয়। কিন্তু তোমার সময় কাটত কী ক'রে? তবু না হয় ছবি ছিল।"

—"আমি কীউ গার্ডেন, মিউজিয়াম, থিয়েটার, আর্টগ্যালারি—এই সব ক'রে বেড়াতাম। জানোই তো আমি কি রকম চঞ্চল! এ-সব করতাম যে ভালো লাগত ব'লে তা নয়—এক-এক সময়ে থিয়েটারের টিকিট কিনে মধ্য অঙ্কে উঠে চ'লে আসতাম—এক-এক সময়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় রাস্তায় রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় ঘুরে বেড়াতাম—"

—"একা?"

—"না। এঞ্জেলা ব'লে একটি মেয়ে প্রথম প্রথম কখনো কখনো সঙ্গে থাকত। সে ছিল আমাদের ডলিঙের গৃহকর্ত্রীর একমাত্র মেয়ে। তখন কি জানতাম—"

—"যদি বলতে কষ্ট হয়—"

—"না না—শোনো—সবই বলব। আর কফি আছে?"

স্বপন কফি ঢেলে দিল।

—"ধন্যবাদ। এঞ্জেলার বয়স হবে সাতাশ আটাশ। অত্যন্ত চাপা মেয়ে। দেখতে সুশ্রী—কিন্তু সুন্দরী বলা চলে না। তাকে দেখলে মন টানত, আবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন ভয়-ভয়ও করত!"

—"ভয়?"

—"ঠিক ভয় না। সমীহ বলতে পারো। মনে হ'ত সে যেন সবই বোঝে। তাই তাকে বিশ্বাস ক'রে মনের কথা বলা ছিল সহজ—এমন কি না ব'লে উপায় ছিল না—চুম্বকের মতন ও যেন মনের কথাকে টানত—অথচ ব'লেও স্বস্তি ছিল না। বলার পরেই মনে হ'ত কেন বলতে গেলাম!

"একদিন এ-কথা চাংকে বললাম। চাং হঠাৎ কেমন যেন শুষ্ক সুরে বলল: আমাদের মন বোঝা ভার। এঞ্জেলা অতি চমৎকার মেয়ে।

"বেশ মনে আছে এই সামান্য একটা কথায় সেদিন সারা রাত ঘুমতে পারিনি। কী কান্না!"

—"এই কথায়?"

—"শুধু এই কথায় নয়। মাঝ রাত্রে কান্নার মাঝে চাং জেগে উঠল—বুঝল আমি কাঁদছি—কিন্তু না করল কারণ জিজ্ঞাসা, না করল একটু আদর। পাশ ফিরে ঘুমতে লাগল—অকাতরে।"

—"সে কি? বিরক্ত হওয়া বুঝতে পারি কিন্তু—" স্বপন কথাটা শেষ করল না।

—"রাগ?—সত্যিই তাই। সেদিন ও খুব রাগ করেছিল।"

—"না না। এতে কখনো এত রাগ হ'তে পারে যে—"

—"শোনো না স্বপন, তা হ'লেই বুঝবে কল্পনা কি না।" ব'লে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগল: "চাংকে সন্ধ্যাবেলা যখন বলছিলাম যে, এঞ্জেলাকে আমার মনের কথা বলা সত্ত্বেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না, ঠিক সেই সময়ে আমার একবার যেন মনে হ'ল দোরের ওপাশ দিয়ে কে গেল চ'লে। ভাবলাম মনের ভুল। কিন্তু পরদিন যেই এঞ্জেলাকে বললাম ওল্ড্‌ভিক্-এ ম্যাক্‌বেথের জন্যে দুটো টিকিট কিনেছি সেই ও বলল: না, ওর মাথা ধরেছে। এত শুষ্ক সুর, যে কী বলব?

"আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে এ-বিষয়ে চাং ওকে কিছু ব'লে থাকতে পারে।"

—"চাং! কখনো হয়?"

—"শোনোই না ভাই।" ব'লে কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে বলতে লাগল:

"এঞ্জেলা যখন গেল না আমি চাংকে বললাম তুমি যাবে? একটা টিকিট রয়েছে। চাং বলল: ওর কাজ আছে। কাজেই আমি একাই

বেরুলাম। গর্ব্বী মেয়ে আমি—দু-দুজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে প্রতিদানে পেলাম শুষ্ক 'না', বুঝতেই পারছ মনটা কেমন থিয়েটার দেখার অবস্থায় ছিল!

"পথে যেতে যেতে মনের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে কী একটা আগুন উঠল জ্ব'লে। যত তাকে চাপা দেই তত সে ধোঁয়ায়। চুপি-চুপি ফিরলাম। পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে আমাদের বাসাটার সামনের উইকেট গেটটি টপ্‌কে নিঃশব্দে ঢুকলাম। ওরা জানে আমি তো বহু দূরে ওল্ডভিক্ থিয়েটারে।"

—"এক কথায় ধ'রে নিলে—"

—"সারা রাত কেঁদেছিলাম যে—ভুলছ কেন। তা ছাড়া বলো তো, এ-সব সন্দেহ মনের তলায় চাপা না থাকে কার? ঠিক বারুদের মতনই জমা হ'য়ে থাকে না কি—শুধু একটা স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা।" ব'লে একটু থেমে করুণ হেসে বলল: "অথচ স্বপন, লোকে ছারখারের দৃশ্য দেখে স্ফুলিঙ্গেরই ওজন ক'রে অবাক হয়—অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে উপলক্ষের অনুপাত ক'ষে!"

ইসাবেলা বলতে লাগল: "সন্তর্পণে ঢুকবামাত্র মনে হ'ল চাং সেই যে লুকিয়ে বার্টন ও আমাকে দেখেছিল তার শোধ তুলব। আশ্চর্য্য, ও যে সন্দেহ ক'রে ফিরে আসেনি এ-কথা তখন একবারও মনে হ'ল না। আমার ঈর্ষার সমর্থন খুঁজলাম খানিকটা ধ'রে নিয়ে যে, ও-ও ঈর্ষা নিয়েই ফিরেছিল আমারই মতন আড়ি পাততে। মানুষ নিজের আচরণের সাফাই যে কত ছলেই গায় স্বপন!" ব'লে ম্লান হাসল একটু। পরে বলতে লাগল: "দরজার কী-হোলে চোখ দিলাম। ওরা জানত যে, আমি থিয়েটারে—খুব নিশ্চিন্ত হ'য়েই একটি সোফায় ব'সে গল্প করছিল।

"প্রথমটায় ওদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম ভালো ধরতে পারিনি। কিন্তু

একটু পরেই উঠল আমার কথা। চাং ওকে বলল আমি যে এঞ্জেলাকে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখি না এটা ওর জেনে রাখা ভালো।"

—"বলল!"

—"হাঁ।"

—"তার পর?"

—"খানিকক্ষণ বিমর্ষ তর্কাতর্কি চলল ওদের। সে অনেক কথা—শেষটায় ওরা দুজনেই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।"

ইসাবেলা একটু থেমে বলতে লাগল: "স্বভাব-গম্ভীর এঞ্জেলা যে এত হাসতে পারে কে জানত? চাং-এর প্রতি কথায় ও হেসে গড়িয়ে পড়ে।"

—"আর কিছু দেখলে?"

—"দেখলে হয়তো ভালোই হ'ত—অনেক যন্ত্রণা ও ইতস্ততঃ করার হাত থেকে বেঁচে যেতাম—কিন্তু দেখিনি দুষ্ট কিছুই। এমন কি, ওরা এক সোফায় খুব কাছাকাছি বসা-সত্ত্বেও ও এঞ্জেলা পরিষ্কার চাওয়া সত্ত্বেও চাং ওকে ছোঁয়ওনি একবারও।"

—"কতক্ষণের মধ্যে?"

—"প্রায় এক ঘণ্টা।"

—"ঠা-র এ-ক-ঘণ্টা কী-হোলে চোখ দিয়ে ছিলে তুমি?"

—"মেয়েরা এক যুগ পারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যদি আড়ি পাততে বলো। জানো না এ-কথা?"

স্বপন মৃদু হেসে বলে: "জানি ইসাবেল, আমি ভুক্তভোগী। তবে এক পায়ে যুগ যুগ থ'রে পারে—এতটা জানতাম না।—কিন্তু সে-কথা থাক, কী দেখলে—কী শুনলে বলো।"

—"প্রথমটায় বিশেষ কিছু শুনতে পাইনি—জ্বালায় আমার দেহের

মধ্যে রিম-ঝিম করছিল—এঞ্জেলাকে ওর অত কাছে ব'সে থাকতে দেখে।"

—"কিন্তু কাছে-বসাটাকে দুষ্ট ভাবলে কেন?"

—"মনামি, আমি নিজে মেয়ে যে—জানি না—কে কাছে ব'সে কী মৎলবে? যেখানে তারা কিছু চায় সেখানে যে-ভাবে বসে—যে-বোবা ভঙ্গিতে ডাকে, তার প্রতি ঠমক যে আমাদের চেনা। নৌকায় ইসাবেলার কথা মনে নেই?"

স্বপন ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বলল: "আছে, কিন্তু এঞ্জেলা কি—" কথাটা শেষ করা হঠাৎ এত কঠিন মনে হয়···

ইসাবেলার পাণ্ডুর মুখে রক্তাভা দেখা দিল, বলল: "তার আর কথা আছে?—ওর যত গাম্ভীর্য, শোভনতা মেয়েদের কাছে। পুরুষদের কাছে ওর অন্য মূর্তি। কুক্ষণে ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।"

—"উত্তেজিত হোয়ো না ইসাবেল।" ওর হাতে হাত বুলোতে থাকে ও।

—"না হ'য়ে পারি না যে স্বপন। ও কী রকম করছিল ভাবলে আজও তুফান জাগে আমার রক্তে। ওর সেই দরদী ঠাট, ওর সেই স্নেহভরা কথা, ওর সেই নানা সামান্য কথাও কত ঢং ক'রে বলা—"

—"কিসের গল্প চলছিল?"

—"ও জিজ্ঞাসা করছিল নানান্ কথা কিন্তু কেবলই ওর ইচ্ছে দেখছিলাম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাংকে আমার কথা বলাতে—pour être sa confidante." *

—"কী ভাবে?"

—"ধরো, বলল একবার: 'আচ্ছা চাং, তোমরা আজকাল আর

* ওর বিশ্বাসপাত্রী হ'তে।

এক সঙ্গে থিয়েটারে যাও না কেন?' আর একবার অনেক অবান্তর কথার পরে: 'তোমার নয়নতারাকে এ-ভাবে একলা ছেড়ে দিতে চাও কোন্ প্রাণে?' বেশ একটু ঠেশ ছিল ওর এ-ধরণের প্রতি প্রশ্নেই। আর একবার: 'তোমার কথাটা ঠিক, আমার ওর সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা না করাই ভালো।' এ রকম যে কত ইঙ্গিত! গা জ্বালা করে ভাবতে—এখনও।"

—"চাং কী বলছিল এ-সব ইঙ্গিতে?"

—"বেশি কিছু না। ও বেশি শুনছিল এঞ্জেলার অর্থহীন কথা। পুরুষেরা যে কী শোনবার পায় এ-সব মেয়ের আগড়ম বাগড়ম কথার মধ্যে!"

—"যাক যাক। তারপর?"

—"মন দিয়ে শুনতেও পারছিলাম না যে, তার পরের খবর দেব কোথেকে? বুকের রক্ত বাজছিল বুকে তো না—কানে। মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সময়ে সময়ে মাথাটাও ঘুরে উঠছিল যেন।—তার ওপর চাঙের সদাপ্রসন্ন হাসি-হাসি মুখ দেখে—"

—"এ তোমার আবদার ইসা। তুমি কি চাও, ও তোমার অদর্শনে পেঁচার মতন মুখ ক'রে কথা কইবে অন্য মেয়েদের সঙ্গে?"

ইসাবেলা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলে: "পেঁচার মতন মুখ করতে বলছে কে? কিন্তু ওর মুখের প্রতি প্রসন্ন ভঙ্গিমায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এঞ্জেলার সাহচর্য্য ওর ভালো লাগছে।"

—"তা-ও লাগতে পাবে না?"

ইসাবেলা রাগ করল এবার: "যা-ও, তোমাকে কিছু বলব না আর। এ-সব তুমি বুঝবে না—মিথ্যে মিথ্যে—"

স্বপন ওর মাথাটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আদর ক'রে বলল: "বুঝি

গো রাগিণি, বুঝি। কেবল বলি—এ-সবের মধ্যে সত্যি যদি থাকে দানা-প্রমাণ আমাদের শঠ কল্পনা ঠাকুরটি ফাঁপিয়ে তাকে দাঁড় করায় পর্ব্বত-প্রমাণ।—কিন্তু রাগ কোরো না, লক্ষীটি! আমি এখন মানছি ওদের মধ্যে তোমার কথাও কিছু না কিছু হ'ত, নইলে এ-রকম দরদ গ'ড়ে ওঠে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ প্রণয়ী চায়ই যে সঙ্গপরিচিতার মরমিয়ানা।" ব'লেই ওর দিকে চেয়ে হেসে স্নিগ্ধস্বরে বলল: "কিন্তু এতে তুমি জ্ব'লে ওঠো কেন ইসা? চাঙের কথাটাও ভাবো—তুমি বার্টনের ব্যাপারে ওকে যে-আঘাত দিয়েছিলে তার ফলে যদি ওর মনে একটু বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতার ভাব এসে থাকে তবে ওকে কি তোমারও একটু অনুকম্পার চোখে দেখা উচিত নয়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এঞ্জেলা ওর এটুকু কাছে আসতে পেরেছিল তার এই দরদেরই জন্যে। যদি তোমার কাছে এ-দরদ ও পেত তবে এঞ্জেলা তোমাদের মধ্যবর্ত্তিনী হ'য়ে তৃণও টি'কতে পারত না।"

ইসাবেলা একটু ভাবল: "তোমার এ-কথাটা বোধ হয় সত্যি, স্বপন। —কিন্তু কী জানো? এ-ভাবে কেউ আমায় তো বোঝায়নি। চাং যদি একটুও বোঝাতো আদর ক'রে—তা হ'লে যে আমি গ'লে যেতাম—সত্যিই গ'লে যেতাম।"

স্বপন ওর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "ইসাবেল, এ-সব 'যদির।' যে জীবনে কেন আমাদের ইচ্ছামত আসে না কে বলবে বলো? কার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে যে শত শুভইচ্ছাও কল্যাণে সার্থক না হ'য়ে বিদ্বেষ মনান্তর হিংসার মরুচরে ব্যর্থ হ'য়ে যায় কেউ কি জানে? চাঙের ওপর রাগ কোরো না ভাই। জেনো, ও-ও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।"

—"কেমন ক'রে জানলে?"

—"ও আমায় বলেছিল একটা কথা মার্সেল্‌সে—যা আমার মনে গাঁথা হ'য়ে আছে।"

—"কী ?"

—"প্রেমের মণিপুরিকার চাবি আমরা আজও খুঁজে পাইনি ; তাই জানতে পারিনি যে, আমরা পরীর প্রাসাদের বাইরের চোখ-ধাঁধানো কয়েকটা বর্ণ-বাটিকাকেই প্রেমের গোপন অন্তঃপুর ব'লে ভুল করি। এ-সব কথা যে অনুভব করে এমন ক'রে—জেনো সে জন্ম-অন্বেষু।"

ইসাবেলা যেন চম্‌কে উঠল, ওর চোখের পানে চেয়ে বলল : "এ-সব কথা তোমাকে চাং কবে বলেছিল ? আমার প্রসঙ্গে ?"

স্বপনের কানে কথাটা গেল না, সে ব'লে চলল : "মনে আছে, সেদিন আকাশে একটা মেঘ উঠেছিল ও হাওয়া ছুটেছিল উতলা হ'য়ে। চাং সেইদিকে চেয়েই বলেছিল যে মানুষ প্রেমের অভিসারে পথ হারিয়ে ফেলেছে ব'লেই আজও প্রেমের পথিকরা পাহাড়ে-পর্ব্বতে ছুটে বেড়ায় ঐ হাওয়ার মতনই দীর্ঘশ্বাসে, হৃদয় থেকে থেকে বেজে ওঠে ঐ নিরাশ্রয় জলধারারই মতন ঝর ঝর ক'রে।"...

* *
*

—"বলেছিল কার প্রসঙ্গে বললে না তো।"

স্বপন ওর দিকে চাইল : "ও—শুনিনি, ক্ষমা কোরো।"

—"এখন বলো তবে। কি কথা উঠেছিল যাতে এ-সব বলল ও ?"

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল : "উঠেছিল মারিয়ার কথা।"

—"মারিয়া ! তার কথা বলেছিল ও তোমাকে !"

—"হাঁ, কেন ?"

—"আমাকে সে কখনো ভুলেও মারিয়ার কথা বলেনি যে ! তা হ'লেই দেখ স্বপন, আমাকে সে কত কম বিশ্বাস করত।"

স্বপন ওর কপোলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে : "ছি ইসাবেল,

এ-ও কি তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে—কেন তোমাকে মারিয়ার কথা ও বলেনি ?"

ইসার চোখ ছলছল ক'রে ওঠে : "কিন্তু এ কি অনুকম্পা নয় ?—এ-ভাবে আগলে আগলে সত্য গোপন ক'রে—চাই না এমন মোমের পুতুল হ'য়ে বাঁচা। তার চেয়ে মরণ ভালো।"

স্বপন স্নিগ্ধস্বরে বলল : "অবুঝ হোয়ো না ইসা। যদি কিছু না মনে করো—" ব'লেই থেমে গেল।

—"কী ?"

—"না থাক।"

—"না বলো। নইলে আর তোমার সঙ্গে কথাই ক'ব না জীবনে।"

—"তুমি এ-সব সময়ে তেমনি আবদেরে শিশুটিই আছ !" ওষ্ঠপ্রান্তে ওর হাসির রেশ।

—"ও-সব ছেলে-ভোলানো কথায় ভোলাতে পারবে না—আমাকে। বলো।—বলবে না তো ? আচ্ছা বে—শ।" ব'লে ও মুখ ফিরিয়ে বালিশের স্তূপে মুখ ডুবোয়।

স্বপন ওর চিবুক ধ'রে মুখ ফেরায়, বলে : "বলছি ইসা, কিন্তু তুমি যে দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠো ভাই, ভরসা হয় ? তুমিই বলো তো ?"

—"আর উঠব না, কথা দিচ্ছি।"

—"দিচ্ছ ?"

—"হাঁ গো হাঁ। এখনো কি কচি খুকীটিই আছি যে—"

—"এ-সব ব্যাপারে যে সব তরুণীরা কচি খুকীরও বাড়া ইসা !"

—"কক্ষনো না। প্রমাণ ?"

স্বপন মৃদু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলে : "এরও প্রমাণ দিতে হবে ? এ-কথা মানো না কি যে, মানুষ যে-সব উপাদানে সব চেয়ে সহজে নীচ

বাঁধে তার মধ্যে মুক্ত আকাশের নীলিমা যদি থাকে এক আনা, তবে মিথ্যা কল্পনার খড়কুটো থাকে অন্তত পনের আনা।"

—"মানি, কিন্তু এ-কথাও নিশ্চয় মানবে যে, সত্য নইলেও সে বাঁচে না—বিশেষ ক'রে প্রীতির প্রেমের সম্বন্ধে?"

স্বপন ম্লান হাসে: "একদিন মানতাম ইসা—তোমারই মতন।"

—"মানে, আজ মানো না? না, মানতে ইচ্ছে হয় না?"

—"মানতে ইচ্ছে খুবই হয়। কিন্তু ঐ দেখ, সত্যের একটু আভাষ পেয়েছি ব'লেই এ-মিথ্যা সান্ত্বনাকে মানতে না পারলে ব্যথা পাই।"

—"কী মিথ্যা? যে, প্রীতি প্রেম সত্য-ভিত্তি নয়?"

স্বপনের মুখে হাসির রেশ যায় উবে: "ইসা, প্রীতির আয়নায়ই মিথ্যার ছায়া পড়ে সব চেয়ে বেশি এ-কথা কি চাং বলত না তোমার কাছে প্রায়ই?"

—"চাঙের সব কথাই বেদবাক্য নয়।"

—"নয়—মানি। কিন্তু ওর একটা অসামান্য গুণের কথা তুমিও মানবে: নির্মমতম আলোকে-ও মনে-প্রাণে চাইতে পারা।"

—"নির্মমতা? আলো হ'ল নিষ্—"

—"ইসা, আলোর চেয়ে নির্মম এ-জগতে কে?—বিশেষ ছায়াজীবী মানুষের কাছে।"

—"কী বলতে চাইছ তুমি শুনি?"

—"একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেই। চাঙের সে-কথাটা মনে পড়ে তোমার যে, বন্ধুরা আমাদের যে নিষ্করুণ চোখে দেখে সেটা যদি আমরা কল্পনার নরম ক'রে রঙীন ক'রে না নিতাম তবে জগতে বন্ধুত্ব হ'ত কর্পূরের চেয়েও উড়ো পদার্থ?"

—"উ—শ্।—বন্ধুরা সর্ব্বদাই মনে মনে আমাদের হীন ভেবে বাইরে কপটাচরণ করে বুঝি?"

—"ঐ, তুমি শক্ত শক্ত কথা উচ্চারণ ক'রে রাগ করছ কেন ইসা। আমি কপটাচারের কথা বললাম কবে? আমি বলছিলাম বন্ধুরা আমাদের যে-চোখে দেখে আর আমরা নিজেদের সম্বন্ধে তাদের যে-প্রশংসার দৃষ্টি কল্পনা করি তাদের মধ্যে তফাৎ এত বেশি যে জানতে পারলে ব্যথা বাজেই। আর এত বাজে যে সে আঘাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্বের নীলাভ্র চূড়া ভূমিসাৎ হ'ত দুদিনেই যদি বন্ধুরা সত্য-পরিচয় দিত তাদের বন্ধুত্বের।"

—"সিনিক!"

—"মোটেই না। আমরা নিজেকে যতদিন প্রাণপণে ভালোবাসব ততদিন এ না হ'য়েই গতি নেই যে। আর এ-ট্র্যাজিডির মূল হ'ল বাসনা—কাজেই চিরন্তন।"

—"বাসনা?—কিসের?"

—"আত্মাদরের, আত্মপ্রশংসার, ভোগের, প্রতিষ্ঠার—কিসের নয়?"

—"তুমি এমন ঝাপ্সা ঢঙে কথা কইছ কেন! আমার বক্তব্যের সঙ্গে এ-সবের কী সম্বন্ধ? আমি বলছিলাম তো প্রেমের কথা।"

—"বাঃ, প্রেমের এলাকায়ই যে বাসনার জয়জয়কার!" স্বপনের মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের আভা।

ইসাবেলা একটু ভাবল: "তাই জন্যেই চাং মারিয়ার কথা আমার কাছে গোপন করেছিল?"

স্বপন ঘাড় নাড়ল: "সে চেয়েছিল তোমাকে বেদনা থেকে বাঁচাতেই ইসা। আমাদের বাসনা ছোটে উলটো-পালটা গতিতে, কাজেই যে আমায় ভালোবাসে তার পূর্ণত্বের-বাসনার সঙ্গে আমার নিজের

বৈচিত্র্যের-বাসনার লাগে সজ্ঘাত। সজ্ঘাতে ব্যথা বাজেই—আর সাধ ক'রে ব্যথা চায় কে? তাই তো বলছিলাম সত্য সইতে পারাই যে একটা সাধনা।"

—"কিন্তু সত্য যে সইতে পারে না সে বাঁচবে কেমন ক'রে এ জগতে?"

স্বপন মৃদু হাসল: "তুমি ফের ছেলেমানুষি নির্ভরে ধ'রে নিচ্ছ ইসা, যে, এ-জগতের কাঠামোটা হ'ল আসলে সত্যের উপাদানেই গড়া। তা যদি হ'ত তবে মিথ্যার চালচিত্রে বাঁচা অসম্ভব হ'ত মানি। কিন্তু তা তো নয় মনাষি. আর নয় ব'লেই মিথ্যার অন্ধকূপে মানুষ শুধু যে বাঁচে তাই নয়—কূপমণ্ডুকের মতনই বেশ গোলগাল নধরকান্তি হ'য়ে ওঠে—সর্ব্বযুগে—সর্ব্বদেশে।"

—"অন্যসব ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য নয় নয় নয়।" ইসাবেলা রুখে ওঠে।

—"প্রেমের ক্ষেত্রেই এ-কথা সব চেয়ে বেশি সত্য ইসা।" স্বপন হাসে।

—"কেন হ'তে যাবে শুনি?"

—"কেন না, মানুষের বাসনা সব চেয়ে উদ্দাম এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে, আত্মাদর সব চেয়ে প্রবল এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে; কাজেই, কবিরা যা-ই বলুন না কেন, স্পর্শকাতরতা ব্যথা হাহাকার সব চেয়ে বাজবেই বাজবে এই প্রেমের ক্ষেত্রেই। বলো তো, প্রেমের ক্ষেত্রে সুশীলতম মানুষও ওথেলো হয় না কি? আর যারা ভাগ্যক্রমে সে নিষ্ঠুর অগ্নি-পরীক্ষায় পড়েনি তারা যদি সত্যকে নির্ম্মমভাবে মানতে পারত তবে মনে করো কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারত যে ওথেলো হওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল—অমন অবস্থায় পড়লে?"

ইসাবেলা চুপ ক'রে থাকে।

স্বপন তার দুই হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল: "রাগ কোরো না ইসা, এ-কটাক্ষ আমি তোমাকে উদ্দেশ ক'রে করিনি। এ হ'ল বিশ্বজনীন ব্যাধি—প্রেমের ক্ষেত্রে। তুমি আমি তো রেণুর রেণু—সাধ্য কি বাঁচব এর আক্রমণ থেকে?"

ইসাবেলা চুপ ক'রে রইল। স্বপন বলতে লাগল: "এই ব্যাধিকেই চাং সেদিন বলেছিল 'চাওয়ার দুর্ব্বলতা—কাড়াকাড়ির দুর্ব্বলতা—যে-সব শক্তিকে দেখতে পাই না আত্মসম্ভ্রম খুইয়ে তাদের হাতের খেলার পুতুল হ'তে চাওয়ার দুর্ব্বলতা।' কাজেই বাসনা, আত্ম-প্রেম, প্রতিষ্ঠার রোমান্স এ-সব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অনাবৃত সত্যকে চাওয়া হবেই হবে আকাশকুসুম কবিকল্পনা। এটুকু আমি বুঝবার কিনারায় এসেছি।"

ইসাবেলা চোখ বুঁজে চুপ ক'রে রইল।

স্বপন বলতে লাগল: "চাঙের সে-রাত্রের শেষ কথাগুলো আমার মনে গাঁথা হ'য়ে গেছে। সে বলেছিল: প্রেমের রাজ্যে পুণ্য মুহূর্ত্তে এক টুকরো সত্যের রশ্মি কচিৎ যদি বা ভেসে ওঠে—এই জগৎজোড়া অন্ধকারের পিছু টানে অর্দ্ধোদয়েই যায় ডুবে। তাই বুঝি সে বলেছিল: আমরা যা চাই তা পাই না, যা পাই—পেলে দেখি তা চাই না।···আর তাই—ক্ষমা কোরো ইসাবেল, প্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের ঠিকে-ভুল হয় এত বেশি—যার ফলে আত্ম-প্রতিষ্ঠাকেই আমরা ভেবে বসি আত্মদান, চাওয়াকে মনে করি দেওয়া।"

* *
*

খানিকক্ষণ ওরা কেউ কথা কয় না।···

স্বপন অন্যমনস্ক হ'য়ে বাইরের দিকে থাকে চেয়ে।···

পূর্ব্বদিগন্তে সোনার একটা ফালি মনস্থির করতে পারছে না—ঠিক পিরামিডের সীমন্তে জাগবে কি না।...

হঠাৎ ইসাবেলার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনে স্বপন ওর মুখের দিকে চাইল। ওর দুই গণ্ড বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে।...এতক্ষণ দেখেও নি সে!

—"এ কী ইসা! ছি, ভাই।"

ইসাবেলা উদ্‌গত অশ্রু গোপন ক'রে বলে: "না। আর কাঁদব না। কী হবে বলো কেঁদে?" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বলে: "আজ এত দুঃখ হচ্ছে কী ভেবে—জানো?"

—"কী?"

—"যদি আগে এটা জানতাম! যদি আমার একটু কল্পনা থাকত! যদি আমি স্বার্থপর হ'য়ে কেবল নিজেরই দাবি-দাওয়ার কথা না ভেবে ওর অভাবের কথাটাও একটু বুঝবার চেষ্টা করতাম!"

—"এজন্যে দুঃখ কোরো না ভাই। ও-সব অক্ষমতার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝি প্রেমে আমাদের কত খাদ, কত আত্মপরতা লুকিয়ে থাকে। চাং একবার বলেছিল: লোকে প্রেমকে অপমান করে বড় বেশি, তাকে শুধু রোমান্স মনে ক'রে অপলকা আবেগের পংক্তিতে বসিয়ে। বিশেষ ক'রে য়ুরোপে।"

ইসাবেলার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

—"যাক, বলো ইসা। এ-সব যাক। কিছু মনে কোরো না—লক্ষ্মীটি।"

—"না স্বপন। মনে করবারই বা পথ কোথায় বলো? কথাটা যে চাঙের সত্যি।—আমরা প্রেমের নামে শুধু কাব্য লিখতেই জানি, প্রেমকে ইন্দ্রধনুর রঙে এঁকে করতে শিখি বর্ণবিলাস।—অথচ তবু য়ুরোপের রোমান্সের দম্ভের আর অন্ত নেই।"

স্বপন ওর দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : "অতটা বললে একটু বাড়াবাড়ি হবে ইসা। প্রেমকে দেহের স্তর থেকে সুকুমার স্তরে ওঠাবার সময় রোমান্সই যে সব চেয়ে বড় বন্ধু এ-কথা ভুলো না—কিন্তু যাক এ-কথা, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, বলো তোমার কাহিনী।"

—"কতদূর বলেছিলাম ?"

—"ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা স্বচক্ষে দেখলে।"

—"হ্যাঁ, আর সেই থেকে আমাদের মধ্যে ব্যবধানটা যেন আরও বেড়ে গেল। চাঙের মনে কি হ'ত জানি না—তবে বুঝতে পেরেছিলাম যে ও খানিকটা টের পেয়েছে। অথচ এমনি ভাব দেখাত যেন ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

—"হয়তো ছিল নির্দোষ—মানে, দেহের দিক দিয়ে।"

—"হয়তো ছিল। কিন্তু ছিল না ভাবতেই আমার মন চাইত।"

—"চাইত ?"

—"হ্যাঁ। তাতে বুকের কোথায় উঠত জ্ব'লে, কিন্তু তবু জাগত—একটা অসহ্য উত্তেজনা—একটা মাদকতা।" ব'লেই থেমে বলল : "আমাকে তোমার খুব খারাপ মেয়ে মনে হচ্ছে, না ? সত্যি বলো তো ?"

স্বপন ওর হাতের 'পরে একটা হাত রেখে বলে : "ছি ইসা। যে-সব উলটো-পালটা উপাদানে তুমি গড়া কোন্ অধিকারে আমি ধ'রে নেব—আমি সে-উপাদানের অনাত্মীয় ? এ-রকম অবস্থায় আমি পড়িনি তো কখনো—কাজেই কী ক'রে বলব যে, তোমার মতন পরীক্ষায় পড়লে আমিও অমনি বোধ করতাম না ?"

ইসাবেলা আর্দ্রকণ্ঠে বলে : "ধন্যবাদ, মনামি। কিন্তু আমার উপাদান সত্যিই বড় মলিন স্বপন, বিশ্বাস কোরো। আমার মানুষের

ভালোটা বিশ্বাস করার চেয়ে আগে খারাপটা বিশ্বাস করবার দিকেই প্রবণতা। তোমাদের তো তা নয়।"

স্বপন বলে : "এ-ও তো তোমার অনুমান। কিন্তু যাক, বলো তারপর কি হ'ল।"

ইসাবেলা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে : "সে বড় বিচিত্র ব্যাপার স্বপন, একরাত্রে ব'লে শেষ করা যাবে না। কত কী। কখনো মনে হ'ত চাংকে আমি ঘৃণা করি, কখনো মনে হ'ত বুঝি এত ভালো ওকে কোনোদিন বাসিনি। কখনো মনে হ'ত ওর সমস্তটাই মুখোষ : ও আর এঞ্জেলা—বুঝতেই পারছ—কিন্তু পরেই আবার মনে জাগত ধিক্কার—অকারণ কেন এ-সব ভেবে কষ্ট পাই? কেন এ-আত্মনির্যাতনে এমন উল্লাস আসে আমাদের? কে বলবে?..."

বলতে বলতে ওর স্বর আসে মৃদু হ'য়ে। স্বপন চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। সোনার ফালিটা একটু রাঙিয়ে উঠেছে পিরামিডের সীমন্তে। কিন্তু তবু দিগন্ত এখনো যেন মনমরা!—"তার পর?"

ইসাবেলার চমক ভাঙে : "কী বলছিলাম যেন?"

—"ব্যবধান আরও—"

—"হাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু শুধু ব্যবধানই নয়—একটা ভুল বুঝবার ইচ্ছেও উঠল জেগে। যেন একটা ছুতো চাই-ই।" ব'লে থেমে বলল : "কে বলেছিলেন যেন যে, ভগবান যদি না থাকেন তবে তাঁকে মানুষের সৃষ্টি ক'রে নিতেই হবে?"

—"ভলটেয়ার।"

—"তিনি এ-কথাও ও-কথার উপসংহার হিসেবে বলতে পারতেন যে, আত্মনির্যাতনের হেতু না থাকলে প্রণয়ীদের তাকে সৃষ্টি ক'রে নিতেই হবে। নইলে প্রণয়ের নাটকে না থাকে রসমাধুর্য্য, না থাকে ওঠাপড়া।"

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়।

ইসাবেলা ব'লে চলে: "আমিও তাই এ-সময় থেকে ওদের ভাব-ভঙ্গির মধ্যে নিত্যই রকমারি ছদ্ম ইঙ্গিত, ঢাকাঢাকির চেষ্টা, অছিলা—আরও কত কী দেখতাম। আর দেখে যতই যন্ত্রণায় নিজেকে করতাম ভর্ৎসনা—ততই চাইতাম আত্মজর্জ্জর হ'তে। ততই যেন কামনা করতাম: আমার সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নয় এটা প্রমাণ হোক।—কি? আশ্চর্য্য লাগছে?"

—"ঠিক না। তবে একটু কল্পনা ক'রে নিতে হচ্ছে বৈ কি।"

—"নিতে হবেই যে। যারা এ অবস্থায় না পড়েছে তাদের বোঝানো এত শক্ত!—যাক, শোনো।

"আমার বাহ্য ব্যবহার যে এ-অন্তর্দ্বন্দ্বে খানিকটা বদলে গিয়েছিল এটা আশা করি তোমাকে বিশদ ক'রে বলতে হবে না? অবশ্য আমি বাইরে চেষ্টা করতাম কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখাতে, কিন্তু চাং পরিষ্কার বুঝতে পারত। অপর পক্ষে ওর যে এঞ্জেলার সাহচর্য্য ভালো লাগছে এটা বুঝতে পেরে আমি সাধ্যমত দেখাতে চেষ্টা পেতাম যেন আমার ভাবান্তর হয়নি এক তিলও।"

—"অভিমান?"

—"না হ'য়ে পারে? যে আমাকে চায় না—"

—"কিন্তু এটা ধ'রে নিচ্ছ কেন? আমি এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না ইসা—যে, চাং এত চঞ্চলচিত্ত কখনই নয়।"

—"তখন ধ'রে না নিয়ে উপায় ছিল না যে! কিন্তু বলি শোনো, তা হ'লেই বুঝবে।

"মনে রেখো, এ-সময়ে আমার মনের দাহ চলছিল একান্ত গোপনে—ও এমন কেউ ছিল না যার পরামর্শ চাইতে পারি, বা যাকে সব ব'লে

বাঝা হ'তে পারি আর জানো হয়তো, যে-কোনো ঈর্ষা একলা পালন করতে করতে বিপর্যয় ফুলে ওঠে। তখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কারণ তখন চেতনার অবস্থা এমন উদগ্র হ'য়ে ওঠে যে, ছোটকে সে বড় ক'রে না দেখেই পারে না। তাই তো শেষটায় আমি এই উত্তেজনা-বশে মরীয়া হ'য়ে উঠে চাংকে চেষ্টা করলাম আঘাত করতে।"

—"সন্দেহটা প্রকাশ ক'রে?"

—"অত হীন আমি নই স্বপন। আমি ডাকলাম বার্টিনকে। একা আমিই জ্বলব?"

—"বার্টিনকে?" স্বপন যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—"হ্যাঁ। ফোন করলাম যে, চাং নানা কাজে ব্যস্ত ও আমি একলা বোধ করছি—যদি বার্টিন রাজি থাকে তবে তার বন্ধুত্ব ফিরে পেতে চাই।"

—"সর্বনাশ! কিন্তু সে তো শুধু বন্ধুত্বে চুপ—"

—"কে বলছে হ'ত? কিন্তু তখন অত-শত ভাববার অবস্থা কি আমার ছিল? আমি খুঁজছিলাম কী ক'রে চাংকে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, আমি ওকে ভয় করি না। ভয় করি ব'লেই এটা দেখাবার ইচ্ছে বোধ হয় এত প্রবল হ'য়ে উঠল। ঈর্ষাবশে ভয়কাতুরেও ওঠে ক্ষেপে, প্রায় প্রাণের দায়ে যেন—না?"

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

ইসাবেলা বলতে লাগল: "বার্টিনকে অবশ্য এমনভাবে ব্যাপারটা ঘটাতে বললাম যাতে চাং বুঝতে না পারে যে, ওকে আমি ডেকেছি। ও একটি মহিলার বাড়িতে মাঝে মাঝে যেত, আমি হঠাৎ স্থির করলাম সেখানেই যাব—যখন বার্টিন থাকবে।

"ফিরে এসে বললাম চাংকে যে, বার্টিনের সঙ্গে আচম্কা দেখা হ'য়ে

গেল। মুহূর্তের জন্যে ওর চোখ উঠল জ্ব'লে—কিন্তু ও যে কি-রকম স্বভাব-সংযমী জানোই তো—পর মুহূর্তেই এমন সহজভাবে কথা কইল যেন—কিন্তু থাক এ সব খুঁটিনাটি।"

—"না না বলো। এ-সব শুনতে আমার অত্যন্ত—"

—"না স্বপন, তা হ'লে রাত পোহাবে, কিন্তু কথা শেষ হবে না। শোনো।" ব'লে একটু থেমে ফের বলতে লাগল: "চার-পাঁচ দিন ধ'রে ওর মন যে বাইরের কথা ভেবে জ্বলছিল এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। ও ও জানত সেটা। এবং তাই আরও মন দিচ্ছিল একেবারে দিকে। সেটা হ'য়ে উঠল আমার অসহ্য। বুঝছ?"

—"এটা বোঝা খুব কঠিন নয়: আমাদের দেশে অহোরাত্র।"

—"শুধু তাই নয়, আরও একটা বিচিত্র উপাদান থাকে এ-সব ক্ষেত্রে: নিজের 'পরে একটা ঝোঁক চেপে যায়—দেখি, কতটা যন্ত্রণায় আনন্দ পাই।"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক চোখে চেয়ে রইল।

—"নিজেকে যন্ত্রণা দিতে দিতে সেটাও যে নেশার মতন হ'য়ে যায় বলছিলাম না?"

—"জানি!"

—"কিন্তু জীবনের এইসব পট-পরিবর্তনেই যে জ্বালাও হয় অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে জানো না?"

—"কল্পনা করতে পারি। একেই সাহিত্যে বলে পড়েছি। এ-বস্তুর সম্বন্ধে—"

—"তোমাদের হয়তো প'ড়ে জানতে হয়। আমাদের কাছে এ তেমনি স্বাভাবিক যেমন স্বাভাবিক তোমার কাছে প্রেম বা উদারতা।"

—"তোমার কথাই বলো ইসাবেল। আমি অতটা উচ্ছ্বাসের যোগ্য নই।"

—"যোগ্য স্বপন। তোমরাই যোগ্য। এশিয়ার মানুষের মধ্যে আজও একটা ধৈর্য্য আছে—চোখে দৃষ্টি আছে—প্রাণে স্বপ্ন। আমাদের মধ্যে শুধু নাটুকেপনা ও অস্থিরতা।"

—"চাঙের কথা বলো, বুঝি। সে স্বভাব-সংযমী। আমি তো তা নই ইসাবেল—জানোই তো।" স্বপন মুখ নিচু করে।

ইসাবেলা বলল: "সে মুহূর্তের উন্মাদনা—"

—"শুধু সে উন্মাদনাই তো নয় ইসা।" ইসাবেলা ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল: "কী? আনা—?"

—"হাঁ।" ইসাবেলার দিকে ও তাকাতে পারে না।

ইসাবেলা ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে জোর ক'রে চেপে ধ'রে বলল: "অভিনন্দন, স্বপন। তা হ'লে জীবনকে হয়তো একটু বুঝবে এখন থেকে।"

—"বুঝি ইসাবেল। শুধু তোমরাই আমাকে স্বভাব-উদার স্বভাব-সরল ভাবো—কিন্তু যাক আমার কথা। তোমার কাহিনীটা ঢের বেশি শোনার মতন। বলো।"

—"বলব। কিন্তু পরে তোমার কাহিনী বলবে বলো?"

—"বলব—সব। পরামর্শ চাইতেও বটে।"

—"শোনো তা হ'লে।" ওর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

* *
*

—"একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি—এঞ্জেলার মাঝে একদিন খুব মাথা ধরায় চাং আমাকে বলে ওকে কিউ গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, আমি যাব কি না। আমি শুষ্ক স্বরে বলি: না।

"সেদিন ওরা একটু রাত ক'রে ফেরে। আমার মনে হয় যেন

এঞ্জেলার চোখের পাতা লাল। কিন্তু ও আলো এড়িয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যায় ব'লে দেখতে পাইনি ভালো ক'রে।"

—"তারপর ?"

—"তারপর থেকে আমি আরও জ্বলতে লাগলাম। কিন্তু বাইরে উঠলাম আরো দৃঢ় হ'য়ে। চাঙের সঙ্গে খুব ভালো মৌখিক ব্যবহার বজায় রেখে শুরু দূর দূর ব্যবহার আরম্ভ করলাম। খুঁজে খুঁজে যেখানে ওর বাজবে আঘাত দিতে সুরু করলাম। এঞ্জেলাকে তো ওর সামনেই নানাভাবে অপমান করতে লাগলাম—আরও কত কী। সে এক ইতিহাস।"

—"তারপর।"

—"তারপর আর কি ? যা হবার তাই : প্রায় ছাড়াছাড়ি মতন হ'য়ে এল ভেতরে। শুধু বাইরে একটা একত্র থাকার ঠাট।"

—"যেমন বার্টনের দরুণ হয়েছিল হ্যাম্পষ্টেডে ?"

—"প্রায়। তবে এবার ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হ'য়ে উঠেছিল। কারণ, প্রথমতঃ, এঞ্জেলা চাঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এ-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না থাকলেও চাং ওর প্রতি ঠিক কী ভাব পোষণ করে সে-সম্বন্ধে প্রমাণাভাবে কোন নিশ্চিত ধারণায় আমি পৌছতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ, বার্টন আমার জন্যে পাগল হ'লেও আমি বার্টনের প্রতি কেন আকৃষ্ট হচ্ছি কি না এটাও চাং নিশ্চিত ক'রে বুঝতে পারেনি।"

—"কেমন ক'রে জানলে ?"

—"ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবে মনে হ'ত ওর ধরণ-ধারণ দেখে। কিন্তু সে-সব খুঁটিনাটি বলার সময় নেই—ভোর হ'য়ে এলো। তাই এই অনৈশ্চিত্যের ওপরই কেলি এ চতুষ্টয়ী ড্রামার উনশেষ অঙ্কের যবনিকা।"

—"একটা প্রশ্ন কেবল। বার্টনের সঙ্গে মেলামেশা কি তোমার দস্তুর মতন সুরু হয়েছিল নাকি?"

—"না। সে চেষ্টা করত ক্রমাগত একলা আমাকে পেতে—কিন্তু চাং যেখানে দর্শক নেই সেখানে তাকে একলা পেয়ে কী হবে আমার? কি? —ভাবছ—

"অগ্নির যন্ত্রণা বুঝেও প্রেমাস্পদকে পালটে জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে মারবার কেন এমন রোখ?"

—"না। তবে আশ্চর্য্য লাগছে বৈ কি একটু, চাং কেন কিছু বলত না ভেবে! তাকে তুমি নিশ্চয়ই বলতে যে, বার্টনের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে?"

—"বলতাম না? বাঃ! না যদি বলব তবে বার্টনকে ফের জড়াতে গেলাম কেন? আমার লক্ষ্য তো ছিল সেইটেই।"

—"কিন্তু উপলক্ষ্য বার্টন বেচারার কথা কি একটুও মনে হ'ত না?"

—"মেয়েরা যে নিঠুর-নিশানী মনামি, উপলক্ষ্যের কথা ভাবতে পারে কখনো? আমার কেবল এক নিশানা ছিল—এক ক্ষুধা ছিল—চাংকে যে ক'রে পারি আমার দিকে ফেরাব। তাইতো ওকে দেখাতে চাইতাম যে, ওর এক্সেলার দিকে নেকনজরকে আমি গ্রাহ্যও করি না।"

—"ও কি বলত?"

—"কিছুই না। কিন্তু মনে ওর যে বাজত তা বুঝেছিলাম। আর তাতেই তো পেতাম আমি আনন্দ।"

—"কেন? তুমি কি ধ'রে নিয়েছিলে যে এক্সেলার সঙ্গে—"

—"ঠিক ধ'রে নিইনি, তবে মনে হ'ত কিছু একটা ঘটেছে।"

—"কেন?"

—"সেও অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা, কিন্তু সে-সবের সাক্ষ্য-মূল্য নেই এই মহা মুস্কিল। তাই বলা কঠিন।"

—"তবু—।"

—"একটা মাত্র ঘটনা বলি।"

—"একদিন নোএল কাওয়ার্ডের শকিং নাটক "This Was a Man" দেখতে গিয়ে মাঝামাঝি তিষ্ঠুতে না পেরে উঠে আসি। ঔলিং টিউব থেকে উঠেই দেখি আমাদের রাস্তার মোড়ে চাং ও এক্কেলা বেড়াচ্ছে। ওরা বেশ নিবিষ্টভাবে কথা বলছিল। আমি খুব কাছে এসে হঠাৎ ইচ্ছে ক'রেই পিছন থেকে চাংকে ডাক দিয়ে ওদের চমকে দিলাম।"

—"তারপর ?"

—"এক্কেলা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়াল—ওর মুখে সে-ভয়ের চিহ্ন আমি ভুলব না।—মনে হ'ল এ হচ্ছে দোষীর হাতে হাতে ধরা পড়ার চেহারা।"

—"আর চাং !"

—"হেসে বলল : 'হঠাৎ ফিরে এলে যে ? অমন outré জিনিষও ভালো লাগল না ? বা !' ওর সংযম জানোই তো। সাধ্য কি ওর পাষাণ-কঠিন মুখের এতটুকু আকুঞ্চনও ধরা পড়ে। তাইতো বলছিলাম এ-সব প্রমাণ হয় না।—হ'তে পারে না। জীবনের নানা অনুভব তর্কের আয়নায় ছায়া ফেলে না।"

—"এ-ধরণের ঘটনা বা যোগাযোগ আরও কিছু চোখে পড়েছিল কি ?"

—"দু-একটা পড়েছিল বৈ কি। কিন্তু মুস্কিল কি জানো ? এ-ধরণের যোগাযোগ প্রায় প্রতি দম্পতীর জীবনেই ঘটে ও তাতে উভয়ের আদান-প্রদান একটু-আধটু বাধলেও কোনো কিছুই ওলট-পালট ঘটে না যদি তাদের মন থাকে সুস্থ।"

—"বুঝেছি। ছোটও বড় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কী স্থির করলে তুমি শেষটায় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

—"প্রথমটায় শুধু আত্মদাহে জর্জ্জর হ'য়ে নানারকম উলটো-পালটা উদ্ভট মৎলব আঁটতাম। কখনো ভাবতাম—সব ছেড়ে ফিরে যাই স্পেনে, কখনো ভাবতাম—চাঙের সামনে এঞ্জেলাকে তীব্র ভাষায় অপমান করি। কখনো বা ভাবতাম—কয়েক দিনের জন্যে অন্য কোথাও যাচ্ছি ব'লে হঠাৎ ফিরে এসে ওদের হাতে-নাতে ধ'রে অপদস্থ করি—সে কত কী।—এ-সব সময়ে সুস্থ বয়স্করাও যে ছেলেমানুষ হ'য়ে যায়—বর্ব্বর হ'য়ে যায়।" ব'লে ইসাবেলা ম্লান হাসল।

—"শেষটায় কী স্থির করলে?"

—"উত্তেজনার আঁখি কেটে গেলে একটা মৎলব আঁটলাম। স্থির করলাম বার্টন, আমি ও আমার সেই ধনী বান্ধবী চাঙের ঠিক পিছনের সীটেই বসব শ-র একটা নাটকে।"

—"কেমন ক'রে?"

—"চাং ও এঞ্জেলাকে আমি নিমন্ত্রণ করি এই নাটকে। বলি, একটা পার্টি থেকে আমি ওদের সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু পথে আমার টিকিট হারিয়ে ফেলে বসি যে-সীটে বার্টনের একটি বান্ধবী আসেনি। অবশ্য এ-কথাটা মিথ্যা-সাজানো বুঝতেই পেরেছ—আমি চাংকে বললাম টিকিট হারিয়ে ফেলেছিলাম ও অভিনয় আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে গোল না ক'রে পিছনের সীটে টিকিট পেয়ে সন্তর্পণে বসতে হ'ল, ও গিয়েই দেখি বার্টনের পাশেই বসতে হবে। সমস্তটা যাকে বলে স্টেজ ম্যানেজ্‌ড্‌ অথচ চাং এটা প্রমাণ করতে পারে না, বুঝলে না?"

—"এটা বোঝা শক্ত নয়, কিন্তু সে যাক। কী করলে তুমি—বলো শুনি। এ প্রায় নাটকের মতন লাগছে।"

—"আশ্চর্য্য, ব'সে যখন সামনে ওদের আমি লক্ষ্য করছিলাম তখন ঠিক এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল।"

—"ওরা তোমায় দেখতে পায়নি বুঝি ?"

—"না, ওরা আশা করছিল আমি ওদের পাশেই এসে বসব। আমি যে পিছনে ব'সে জানবে কী করে ?"

—"কি দেখলে ?"

—"দেখলাম—যা দেখতে চাইছিলাম, যে, ওরা বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। আর জলতে লাগলাম দেখে—।"

—"তারপর !"

—"প্রথম অঙ্কের শেষে আমি চাঙের কাঁধে টোকা মারলাম।"

—"একটা কথা। তুমি ওদের কী-রকম অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে দেখলে—যার জন্তে এত চাতুরী ?"

—"দূষ্য কিচ্ছুই না। খুব স্বাভাবিক ব্যবহার। আমি জানতাম যে চাং প্রকাশ্যে কখনো এতটুকু দূষ্য ব্যবহার করবে না—করতে পারে না। তবু অন্তরঙ্গ ব্যবহার তো।"

—"তবে এটা করলে কেন—যখন বেশ জানতে যে ওরা বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে ?"

—"বুঝতে পারছ না ?"

—"ঠিক না।"

—"বার্টন আমার পাশে ব'সে এটা দেখে ওর মুখচোখ কেমন হয় সেটা দেখতে, ও পরে ও কী রকম ব্যবহার করে আমার সঙ্গে তার আন্দাজ পেতে।"

—"ও—।"

—"ভাবছ আমরা বড় কুটিলা, না স্বপন ?"

—"কুটিলা না হও, জটিলা বটে। কারণ সত্যের খাতিরে আমাকে মানতেই হবে যে এ-ধরণের মৎলব আমাদের মাথায় স্বপ্নেও আসত না। কিন্তু সে-কথা যাক, তারপর? চাং কী করল তোমাদের দেখে?"

—"চাং বার্টনকে দেখে কথা কইল না অবশ্য, শুধু সামান্য একটু মাথা হেলালো। আর আমি মহা উল্লাসে ফিশ্ ফিশ্ ক'রে কথা বলতে লাগলাম।"

—"তারপর?"

—"একটু পরেই ও বিনা বাক্যব্যয়ে এঞ্জেলাকে নিয়ে উঠে গেল।"

—"তুমি রইলে?"

—"না, ওদের চ'লে যেতে দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। ভয় হ'ল, অনুতাপও। বুঝলাম বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে। যতই বলি না কেন স্বপন, অশোভন আচরণ সব চেয়ে কম সাজে মেয়েদের।"

স্বপন হাসে: "অর্থাৎ? পুরুষদের বর্ব্বরতা বেশি মানায় এই না?"

—"তবু খানিকটা মানায়। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবশোভনা।"

—"অন্ততঃ স্বভাবনম্রা বটে—ধন্যবাদ।"

ওরা হাসে একসঙ্গে।

ইসাবেলা বলে: "এখন হাসছি বটে স্বপন, কিন্তু মনে আছে সে-সময়ে কী ঝড়ই বয়েছিল বুকে!···সে-অঙ্ক শেষ হবার আগেই আমি মাথা ধরার অজুহাতে বার্টন ও আমার বান্ধবীকে শুভরাত্রি ব'লে চ'লে এলাম।"

—"রোসো। বার্টনকে কি চাং ও এঞ্জেলার ব্যাপার কিছু বলেছিলে এর আগে?"

—"একদিন একটু আভাস দিয়েছিলাম মাত্র—একটা সান্ধ্য পার্টিতে

এক সোপ্রানোর চিৎকারের পরে—ফিশ্ ফিশ্ ক'রে। সেই সময়েই ও বলেছিল যদি ও আমার কোনো কাজে আসে যেন ডাকি।"

—"কিছু পেত না, তবু বলল ডাকতে?"

ইসাবেলা হাসে: "পোষা কুকুরকে যদি একটুকরো মাংস পঞ্চাশ বার দেখিয়েও না দাও, একান্নোবারের বার সেটা দেখিয়ে ডেকেছ কখনো? পুরুষ যে!"

স্বপন মুখ নিচু করল। এত ঝাঁঝ এখনো!...

ইসাবেলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল: "রাগ কোরো না স্বপন, সব পুরুষদের আমি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিনি—তবে মোহে পড়লে অনেক পুরুষকে কুকুরের চেয়েও বেশি পোষা হ'য়ে পড়তে এক্ত দেখা যায়..."

—"বুঝেছি ইসা। অত অ্যাপলজির দরকার নেই। আমি মানি—এক্ষেত্রে পুরুষরা সত্যিই অমনি দুর্বল। আমি একটি বন্ধুকে জানি, তিনি অতি আত্মসম্মানী মানুষ ছিলেন কিন্তু একটি মেয়ের প্রেমে প'ড়ে যা হ্যাংলামি করতেন দেখে আমার মনে হ'ত—ধরণী দ্বিধা হও। অথচ আমার সে বন্ধুটি স্বভাব-হ্যাংলা ছিলেন না। হঠাৎ গেলেন বদলে!"

—"স্বভাব কেবল এইসব ক্ষেত্রেই বদলায় স্বপন—মুহূর্তে। দুঃখ এই যে, নিচু দিকের ডাকে সে বিদ্যুদ্বেগে সাড়া দেয়—কিন্তু উঁচু দিকের আহ্বানে পায় হাজারো ভয়—জাগে লাখো সংশয়।" বলতে বলতে ওর স্বরের মধ্যে আসে ফের সেই উদাস করুণ সুর। ও বলতে লাগল: "এক একবার আমার অন্তর মথিত ক'রে কান্না উপ্‌ছে পড়ে স্বপন—এ-কথা ভেবে। সব জেনে সব বুঝেও ধুলোয়, পাঁকে লুটিয়ে আত্মগ্লানির কশাঘাতে যে মানুষ কী আনন্দ পায়—কিন্তু যাক এ আক্ষেপ, শোনো।" ব'লে একটু থেমে বলতে লাগল: "ফিরে দেখলাম চাং ফেরেনি।

বুকের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ ধ্বক্ ক'রে হ'য়ে উঠল চিতা। ক্ষিপ্তের মতন ঘর-বার করতে লাগলাম। কোথায় গেল ওরা? গিয়েছিলাম ওকে যন্ত্রণা দিতে মার্টিনকে উপলক্ষ্য ক'রে, কিন্তু যদি শোধ তুলতে ও এঞ্জেলাকে নিয়ে কোনো হোটেলে—উঃ, সে কথা ভাবতে আজও বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে স্বপন।"

স্বপন ওর হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বলল: "যদি কষ্ট হয় থাক না এখন।"

ইসাবেলার করুণ হাসি আরও করুণ হ'য়ে উঠল: "কষ্ট আর কি? শোনো।" ব'লে একটু ভাবল, তারপর বলতে লাগল:

"সে-রাতটা আমি ভুলব না আমরণ। উঃ অত অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয় কোনো রাতে পাইনি। রাত দশটা এগারটা বারটা ঢং ঢং ঢং ক'রে বেজে চলল—ওদের দেখা নেই। মনের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে লাগল আক্রোশ। এঞ্জেলার প্রতি—" ব'লেই থেমে বলল: "মানুষ যে মানুষকে এত ঘৃণা করতে পারে স্বপন তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। এর তীব্রতাও একটা বিস্ময়—একটা নতুন ধরণের বাঁচা, না?"

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

ইসাবেলা বলল: "ও—ভুলে গিয়েছিলাম, এটা তুমি কেমন ক'রে জানবে? তুমি যাকেই চাও না কেন পেয়েছ—যাকে পেয়েছ সে অন্য কারুর দিকে ঝোঁকেনি তোমায় ছেড়ে।"

স্বপন চুপ ক'রে হাতের 'পরে সেই ভাবেই হাত বুলোতে থাকে।

ইসাবেলা ব'লে চলল: "ওরা যখন ফিরল তখন রাত দেড়টা। আমি চাংকে দেখে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। অথচ অভিমান ভয় লজ্জা—ছি ছি কী করলাম ব'লে। ও যে সবই বুঝতে পেরেছে সে-বিষয়ে আমার মনে তিলার্ধও সন্দেহ ছিল না—অথচ সে-কথা স্বীকার করতে মাথা কাটা

যেত—যে, ওকে ঈর্ষান্বিত করতেই বার্টনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি। গরবিনী সেয়ানো-চতুরিতা এত নিচে নামতে পারে কে ভেবেছিল? অথচ তবু গর্বের আমাদের অন্ত নেই আমাকে আমি চিনি ব'লে! আমার কোন্‌টা 'আমি' স্বপন?"

স্বপন কথাটা ঘুরিয়ে নিতে বলল: "চাঙের সঙ্গে কোনো কথা হ'ল না কি—সে রাত্রে?"

—"সামান্য। আমি বললাম: 'কোথায় গিয়েছিলে?' ও বলল: 'একটা কাবারে-তে।' আমার বুকের মধ্যে জ্ব'লে উঠল। লণ্ডনের কাবারে—নাইট ক্লাবে যে কী সব কাণ্ড হয় জানি তো। আমি হঠাৎ বললাম: 'টিকিটটা হারিয়ে গেল রাস্তায়। অন্য একটা টিকিট কিনে বসতে গিয়েই দেখি বার্টন পাশে ব'সে—আশ্চর্য, না?' চাং আমার দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রেই মুখ ফিরিয়ে কলার টাই সব খুলতে খুলতে বলল: 'হুঁ।' আমি ভেবেছিলাম ও কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু ও ধরা দিল না। চুপ ক'রে পায়জামা প'রে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

"রক্তের মধ্যে অপমানের প্রবাহ আমাকে ধিক্‌ ধিক্‌ করতে লাগল। ছি ছি, যেচে কেন মিথ্যা বললাম? কেন কৈফিয়ৎ দিতে গেলাম? বার্টন যে আমার ষড়যন্ত্রেই এসেছিল—টিকিট হারানোর অছিলা যে আমার ষোলো আনাই মিথ্যে বুঝেছিল ও এক মুহূর্তেই। বুঝবে—জানতামও। কিন্তু ভেবেছিলাম, যখন বুঝবে তখন ও জ্বলবে আর আমার হবে উল্লাস। কিন্তু হ'ল কই? কেবল এই কথাই মনে হ'তে লাগল যে, ওর চোখে ছোট হ'য়ে গেলাম চিরদিনের জন্যে!...

বুঝতেই তো পারছ—এ-সব ফেনিয়ে বলার দরকার নেই। তা ছাড়া অগৌরবকে ব্যক্তরূপ ক'রে দেখানোর মধ্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচারের বেদনা আছে, না? যদিও নিষ্ঠুর আনন্দ আছে তাতে—"

স্বপন বলল : "থাক এ-সব গল্প আজ, ইসাবেল।"

—"না। বাকিটুকু ব'লে ফেলি আর বেশি নেই। তোমার ক্লান্তি লাগছে না তো?"

—"না ইসা। তবে তুমি অসুস্থ···"

—"তা হোক। যখন আরম্ভ করেছি—"

ইসাবেলা বলতে লাগল : "তার পরে সাত-আট দিনের মধ্যে ঘ'টে গেল যে কত কী···অথচ কিছুই না। অর্থাৎ অনুভবের জগতে ঘ'টে গেল বিপ্লব অথচ ঘটনার জগৎ রইল পাথরের মতন থমকে। শুধু যে অনুভবের তীব্রতা দিয়ে একটা ঘূর্ণি রচনা করা যায় বুঝলাম যেন ফের নতুন ক'রে।"

—"ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল একেবারে?"

—"না, সেই তো মজা। দুজনেই অতি ভদ্র ব্যবহার করতে লাগলাম, দুজনেই উন্মুখ পরস্পরের কাছে আসতে, অথচ কী যে একদল শক্তি টেনে রাখে—কত রকম নিরুৎসাহের যুক্তি, ভয়ের যুক্তি, অভিমানের যুক্তি···সে ব'লে বোঝাবার নয় স্বপন। শেষে দুজনের উন্মুখতা কোমলতা জ'মে পাথরের মতন কঠিন হ'য়ে গেল।"

ব'লে একটু থেমে ইসাবেলা ফের বলতে লাগল : "কিন্তু কঠিনতার প্রতিযোগিতায় আমি পারব কেন ওর সঙ্গে বলো? এ-সব ক্ষেত্রে সংযমীর সঙ্গে উচ্ছ্বাসিনী পারে কখনো? সে একটা ফল্গু-প্রবাহ ব'য়ে চলল মৌন-সংঘর্ষের। সে-সব বলার সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও না।"

—"দরকারও নেই ইসা।—কেবল, কী স্থির করলে শেষটায়—বলো।"

—"তা-ই কি একটা, যে, বলব স্বপন? কত সময় কত রকমই যে ইচ্ছে হ'ত!·· কিন্তু উত্তেজনা তবু থিতিয়ে যায়ই—" ব'লে ইসাবেলা ম্লান হাসে : "শেষটায় যে সঙ্কল্প গ'ড়ে উঠল তা এই যে, শেষ করতেই

হবে এ বিড়ম্বনা। কিন্তু কী ক'রে শেষ করব তা-ও আবার ভেবে পাওয়া দায়। কারণ ইতিমধ্যে ও এঞ্জেলার সঙ্গে প্রকাশ্যেই একটু বেশি মিশ্‌ত ব'লে ওকে ছেড়ে যাব বলতেও পারছিলাম না। নইলে হয়তো যেতাম। কিন্তু আমি যাব চ'লে আর ও এঞ্জেলাকে নিয়ে সুখী হবে এ-কথা ভাবতেও—সে-বর্ণনা করায় দরকার নেই বোধ হয়?" ব'লে ইসাবেলা হাসে, সে হাসিতে আত্মগ্লানির সঙ্গে ব্যঙ্গের আমেজ গেছে মিশে। এমন তিক্ত হাসি যে ইসাবেলার মুখেও ফুটতে পারে!—একটু চুপ ক'রে থেকে স্বপন বলল: "কেবল একটা কথা জানতে চাই—বার্টনের সঙ্গে আর মিশতে না?"

—"ঐ যে বললাম পার্টি-টার্টিতে দেখা হ'ত। কিন্তু আর ওকে চাইতাম না। যতক্ষণ ওর কাছে থাকতাম বরং রাগ হ'ত যে, ওর জন্যেই চাং এঞ্জেলার দিকে ঝুঁকল।"

—"ঝুঁকেছিল সত্যিই—না, কল্পনা?"

—"শোনোই না।"

—"একটা কথা আগে: এঞ্জেলার ভাবগতিক কী রকম ছিল?"

—"ও যে চাংকে ভালোবেসেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করার পথও ছিল না। এ-কথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এঞ্জেলা চাঙের কাছ থেকে আমার কথা সব জেনে নিয়েছিল, এবং যে-মেয়ে কোনো পুরুষকে ভালোবাসেনি সে এটা পারে না।"

—"তা বটে, কিন্তু চাং ওকে তোমার ও বার্টনের কথা নিশ্চয়ই বলেনি?"

—"বলেছিল। অন্ততঃ বার্টনের সঙ্গে ওদের সেই থিয়েটারে দেখা হওয়ার পরে যে বলেছিল এ অবধারিত। ও আমার দিকে চেয়ে হাসত: ওর মুখ না—চোখ। ব্যঙ্গের হাসি, করুণার হাসি। তাতে আমি আরও জ্ব'লে-পুড়ে মরতাম ভেতরে ভেতরে।"

—"আর চাং ?"

—"মনে করতে চেষ্টা করতাম যে, ও-ও জলছে, কিন্তু ওর অটুট সংযমের কাঠিন্য ভেদ ক'রে ওর মনের অতলে ডুবুরি হবার পাথেয় তো আর ছিল না আমার : ওর বিশ্বাস আমি হারিয়েছিলাম যে সম্পূর্ণ।"

ওর গলা ধ'রে এসেছিল, পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলতে লাগল : "এ অন্তঃশীলা যন্ত্রণার কথা আর বর্ণনা করব না। এর পরে ছোটখাটো ঘটনা আরও কয়েকটা ঘটেছিল যার ফলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছিলাম। তার মধ্যে একটা ঘটনা প্রায়ই ঘটত : ও এঞ্জেলাকে মাঝে মাঝে থিয়েটারে নিয়ে যেত যখন আমি যেতাম পার্টিতে। ফিরে এসে আমি বলতাম বার্টন এই এই কথা বলল। ও সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না ক'রে শুধু শান্তভাবে পালটে বলত—এঞ্জেলার আজ খুব ভালো লাগল অমুকের অভিনয়, আজ অমুক নাচ—ইত্যাদি। আমার মনে যেন লাখো ছুঁচ ফুটত, জলত তুষানল—ক্ষিপ্ত হ'য়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে মুখে হেসে বার্টনের কথা আরও তুলতে চাইতাম, কিন্তু ও কানেই তুলত না সে-সব। অথচ এমনি দুর্বলতা ছিল আমার যে, এঞ্জেলা-সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা না ক'রেও পারতাম না—অর্থাৎ এ-দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রতিবার ওর শান্ত সংযত অথচ কঠিন আবরণের কাছে যেতাম হেরে! তবু চৈতন্য হ'ত না।"

—"প্রতিশোধ দিল তা হ'লে ও-ই ?"

—"তা ছাড়া কী বলব ? অথচ দিতে পারল এইজন্যে যে, ও গায়ে প'ড়ে প্রতিশোধ দিতে চায়নি—আমি কথা তুললে তবেই ও-ও দংশন করত।"

—"ও প্রতিশোধ দিতে চায়নি এ-কথা তোমার মনে হ'ত কেন ?"

—"অনেক সময়েই যে ওর চোখে বেদনা-ভরা করুণার আভা উঠত

ফুটে—কিন্তু তেমনি নিভে যেত আমার ঠেশ-দেওয়া কথায়। এক এক সময়ে মনে হ'ত বুঝি আমাদের প্রাণ দুটো গায়ে গায়ে ঠেকল ব'লে—একটা কথার মতন কথা জিভে ফুটল ব'লে—যাতে পর্বতপ্রমাণ বাধাও সরে। কিন্তু ঠিক ফুটবার আগেই একটা-না-একটা অদৃশ্য বাধা আড়াল হ'য়ে এসে দাঁড়াবেই। কখনো বা অভিমানের, কখনো বা কুণ্ঠার, কখনো 'ও আগে বলুক' এই প্রত্যাশার···আরও কত রকমের। সে একটা অপরূপ স্বপ্নবোধের জগৎ—যার রং গন্ধ রূপ রস সবের ভঙ্গিই আলাদা—যার উপলব্ধির স্বাদ আছে কিন্তু বোঝাবার ভাষা নেই। যাক, এবার শেষ অঙ্কটা বলি, শোনো।

"চাং আমেরিকা রওনা হবার বন্দোবস্ত করছিল—বলেছি। ও লণ্ডনে ওর আরও কয়েকটা ছবি বিক্রি করার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিল এ-কথাও বলেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ও আর-একটা কাজ করছিল যা বলিনি।"

—"কী ?"

—"আমার অজান্তে ও ওর ষ্টুডিয়োতে এঞ্জেলার অনাবৃত দেহ আঁকছিল।"

—"এঞ্জেলার !! সে মডেল ছিল নাকি ?"

—"না। কিন্তু বার্টনের কাছে একবার শুনেছিলাম যে, ওর কণ্ঠ ও বুকের গড়নের জন্যে বার্টনের দু-তিনটি আর্টিষ্ট বন্ধু ওকে মডেল হ'তে খুবই পীড়াপীড়ি করেছিল—মোটা ফী দিতে চেয়ে। কারণ ওদের অবস্থা তো ভালো ছিল না।"

—"ও রাজি হয়নি তবু ?"

—"না। বার্টনকে ও নাকি বলেছিল যে, ভদ্র মেয়েরা একজনের কাছেই কেবল বে-আব্রু হ'তে পারে।" ব'লে ইসাবেলা শুষ্ক সুরে বলল : "কাজেই বুঝতে পারছ আমার সন্দেহ ভিত্তিহীন ছিল না ?"

—"কিন্তু চাঙের ষ্টুডিয়োতে দিনের পর দিন ওকে চাং আঁকত অথচ তুমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারোনি—এ কী ক'রে সম্ভব হ'ল ?"

—"ভুলে যাচ্ছ কেন যে, আমাদের মধ্যে প্রায় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে এসেছিল ? আমি কি চাঙের ষ্টুডিয়োতে ঢুকতাম ভুলেও ?"

—"ঢুকলে কেন তবে ? সন্দেহ ক'রে ?"

—"না, এ-সন্দেহ আমার একবারও হয়নি—কেন জানি না। হ'লে চাঙের ষ্টুডিয়ো কী—ওর যেখানে যা আছে তন্ন-তন্ন ক'রে দেখতাম। কিন্তু হবি তো হ', একদিন মসিয়ে বেনার হঠাৎ এসে হাজির পারিস থেকে। আমি তাঁকে চাঙের ষ্টুডিয়োতে নিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। চাং ছিল না। মসিয়ে বেনার বললেন : ষ্টুডিয়োতেই এক কাপ চা খেয়ে বিদায় নেবেন। জানলাটা যেই খুলে দিয়েছি অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে একটা ক্যান্‌ভাসের পর্দা গেল প'ড়ে : দেখলাম, নগ্ন এঞ্জেলার মুখ থেকে প্রায় কোমর অবধি আঁকা একটা ছবি।"

—"তারপর ?"

—"মসিয়ে বেনার 'ব্রাভো' ব'লে উঠলেন—মুগ্ধ দৃষ্টিতে [illegible] : 'বুকটাই হয়েছে সব চেয়ে ভালো, দেখেছ ইমা ?' আমি বললাম : 'হুঁ।' হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। বৃদ্ধ আমার ভিতর পর্যন্ত দেখে নিলেন বোধ হয়—তাঁর শাণিত দৃষ্টি দিয়ে। পরে এ-কথা সে-কথা। এঞ্জেলার কথা আর একটিবারও না। শুধু যাবার সময়ে আমার গালে চুমো দিয়ে বললেন : যদি কখনো কিছুর দরকার হয়—যে-রকম দরকারই হোক না কেন—তাঁকে জানাতে যেন একটুও সঙ্কোচ না করি—বিশ্বাস করি যেন।"

—"তোমাদের মনান্তরের কথা চাং ওঁকে কিছু লিখেছিল নাকি ?"

—"চাং সেই পাত্র ? তবে বৃদ্ধ আমার মুখের ভাবগতিক দেখেই

বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটা ঝড় আসন্ন। তা ছাড়া তাঁকে সে সময়ে বোধ হয় তুমি ধার্টন-সংক্রান্ত ঘটনা লিখেছিলে, সেখোনি ?"

• স্বপন কুণ্ঠিত ভাবে বলল : "এমনি উল্লেখ করেছিলাম।"

—"তাই যথেষ্ট—চতুর বৃদ্ধের পক্ষে। ওঁরা হলেন কল্পনার খাস-তালুকের খনেদি জমিদার, ওঁদের অজানা কিছু থাকতে পারে ?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে রইল।

—"তুমি কিছুই অন্যায় করোনি স্বপন, মিছে কুণ্ঠিত হচ্ছ। বৃদ্ধ আমাকে আমার কৈশোর থেকে জানতেন—আমার এ স্খলনকে তিনি তেমন কিছু দূষ্য মনে করেননি। কেবল তিনি প্যারিসে ফিরে আমাকে এতটুকু লিখেছিলেন যে, তিনি আমার যে-শুভার্থী সেই শুভার্থীই আছেন—আমার স্খলন বা পতন, সুখ বা দুঃখ, প্রেমোচ্ছ্বাস বা ঈর্ষা কিছুতেই তাঁর গভীর স্নেহের এতটুকু পরিবর্তন হ'তে পারে না।"

• বৃদ্ধের সদাপ্রসন্ন স্নেহকোমল মুখ স্বপনের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।...

ইসাবেলা বলতে লাগল : "বেশ মনে আছে, তাঁর এ চিঠিটি পড়তে পড়তে কেমন যেন ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। তবে কি আমার আশঙ্কাই সত্য ?—একটা বড় ফাঁড়া সত্যিই আসন্ন ? আমি ইংলণ্ডে এসে অবধি এটা যেন আকাশে বাতাসে বোধ করছিলাম। যাক্, চাঙের কথাটা শেষ করি।

"মসিয়ে বেনার চেষ্টায় ছিলেন চাংকে সাহায্য করতে। পরদিনই চাং ছবিটি প্যারিসে পাঠায় তাঁর কাছে ও তার দুদিন পরে তিনি একটা মোটা টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন যে ব্রেজিলের কে এক শৌখীন কোটিপতি এঞ্জেলার ছবিটি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে ভীষণ বদান্য হ'য়ে পড়েছেন ও বাকা হেসে বলেছেন এ-মেয়েটির বাকি সবটুকুর ছবি যদি এ আর্টিষ্ট পাঠান তবে ডবল দেবেন।"

—"এ-কথা বলল তোমায় কে ?"

—"বাটন। এঞ্জেলা তাকে এ-কথা হেসে গর্ব্ব ক'রে বলেছিল ইচ্ছে ক'রেই—অর্থাৎ আমার কানে উঠবে জেনে।"

—"হুঁ। এইটি বুঝি হ'ল তোমার 'শেষ খড়' ?"

—"হ্যা। সব সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু এঞ্জেলার আড়াল-থেকে ছোড়া-বাণ আর সইল না। আমি সেদিন রাতেই ঝোঁকের মাথায় ইজিপ্ট রওনা হলাম ও জাহাজে উঠে চাংকে 'তার' করলাম যে, আমি বিদায় নিলাম, কায়রো হ'য়ে হয়তো ভারতবর্ষ বেড়াতে যাব।"

—"হঠাৎ ভারতবর্ষে ?"

—"মসিয়ে বেনার বলেছিলেন তুমি হয়তো শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরবে। ইচ্ছে ছিল যদি তোমাকে সঙ্গী পাই তবে একত্রে পাড়ি দেব। তা ছাড়া —কায়রো থেকে নীস বেশি দূর নয়। ইচ্ছে ছিল হয়তো তোমার স্কন্ধে কুপ্ ক'রে ভর করতেও পারি। আর কেই বা আছে বলো আমার ?"

স্বপন ওর দুটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ। পরে বলল : "কেবল যত কুণ্ঠা বুঝি ছুটো টাকা চাইবার বেলায়ই ?"

ইসাবেলা ওর হাত চুম্বন ক'রে বলল : "রাগ কোরো না স্বপন, যে-নৌকোকে ভর ক'রে জাহাজকে বিদায় দিলাম সে-ই যখন বানচাল হ'ল এখন শুধু কাঠের নৌকোয় কতটুকু ভরসা রাখতে পারা যায় বলো ?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে রইল। একটু বাদে মুখ তুলে বলল : "তারপর ?"

ইসাবেলা বলতে লাগল : "চাংকে 'তার' ক'রে জানালাম শুধু আলেক্‌সান্দ্রিয়ায় কোন্ হোটেলে উঠব। শেষটায় লিখলাম : যেন এঞ্জেলাকে নিয়ে ও সুখী হয়, আমি ওর অযোগ্য—বেশ মেলো-ড্রামার সুরে অবশ্য।"

—"তারপর?" স্বপনের এত করুণা জাগে মনে!…

—আলেক্‌সাণ্ড্রিয়ায় এসে তিন দিন শুধু হোটেলের ঘরে শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। মানুষের চোখে যে সমুদ্র লুকিয়ে থাকতে পারে এ-কথা—" বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর ধ'রে এল।

—"এখন থাক এ গল্প ইসা, কেমন?"

ইসাবেলা মাথা নেড়ে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলতে লাগল: "তিন দিনের দিন হঠাৎ দেখি বার্টন এসে হাজির।"

—"বার্টন!!"

—"হ্যাঁ। বলল: এঞ্জেলা ওকে বলেছে সব, ও আমাকে জানাতে বলেছে যে সে অত্যন্ত অনুতপ্ত যে, তার জন্যেই এত-শত ঘটল।

"আমি জ্ব'লে উঠলাম ভেবে—চাং এঞ্জেলাকে সব বলল—আমার কথা! হয়তো বেশি কিছু বলেনি, কিন্তু মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল এঞ্জেলা সবই জানে। বার্টনের সঙ্গে কায়রো রওনা হলাম। তবু কোথায় আশা ছিল—এক কণামাত্র, তবু সেটাও তো আশা—যে, চাঙের চিঠি পাব হয়তো একখানা,—এখনো হয়তো পুনর্মিলন ঘটতে পারে। তাই আলেক্‌সাণ্ড্রিয়ার হোটেল-ম্যানেজারকে বললাম: কোনো চিঠিপত্র এলে যেন কায়রোতে কন্টিনেন্টাল সাভয়ে রেজিষ্ট্রি ক'রে পাঠিয়ে দেন।"

—"তারপর?"

—"কায়রোতে এসে দেখলাম: বার্টনের এক নতুন মূর্তি। আমি হ্যাম্পস্টেডে তাকে ছেড়ে চ'লে আসার পর থেকে ও মদ খাওয়া ধরেছিল—খেলা-টেলা প্রায় সবই দিয়েছিল ছেড়ে। কায়রোতে প্রায় রোজই মাতাল হ'য়ে পড়ত সন্ধ্যাবেলায়।

"মাতালের প্রতি আমার কেমন একটা বিপর্যয় বিতৃষ্ণা আছে। অথচ ভাবতাম আহা, আমার জন্যেই তো ওর এ-অধঃপতন—কারণ

আগে ও সিগারেটটি অবধি খেত না, অত বড় খেলোয়াড় খুব সংযমে থাকতে হ'ত তো!—মনে হ'ত আমার প্রেমে না পড়লে তো এ-দশা ওর হ'ত না। ভেবে না বলতে পারতাম ওকে চ'লে যেতে, না মনস্থির করতে পারতাম ওকে ছেড়ে যেতে। এ এক নতুন অস্থির অধ্যায়। কিন্তু খুঁতখুঁত সলিল, মনামি—বলতে না?"

স্বপন মৃদু হাসল—কিন্তু কিছু বলল না।

—"ও কিন্তু আমার করুণাকে ভুল বুঝল—ভাবল পূর্ব্বরাগ বুঝি। ভেবে আমার উপর একটু একটু ক'রে ফের জুলুম সুরু করল। এমন কি একদিন জোর ক'রে চুম্বনও করল। আমি বারণ করতাম—কিন্তু ও ছাড়ত না। বেশি কঠিন হওয়াও মুস্কিল ছিল—মত্ত অবস্থায় একদিন ওকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিলাম ব'লে ও নীল নদীতে ডুবতে গিয়েছিল। এ হ'ল আবার এক নতুন সমস্যা। অনাদৃত অতিথি নয়—অনাহূত বন্ধুবেশী প্রণয়প্রার্থী। ও কিছুতেই ভুলতে পারত না যে, একদিন ও আর-একটু হ'লেই আমার প্রণয়ীর পদবী পেয়েছিল আর কি। ওর খুব দোষও ছিল না। পুরুষেরা জানবে কেমন ক'রে বলো যে, মেয়েদের প্রেমের মেজাজ নদীর জলের মতন—দাঁড়িয়ে থাকতে জানে না। হয় ছুটবে জোয়ারে, নয় পেছুবে ভাঁটায়।

"কিন্তু মনটা ওর প্রতি ধীরে ধীরে বিরূপ হ'য়ে উঠছিল। কারণ ক্রমে ও বুঝছিল যে আমার প্রাণটা তৃষিত হ'য়ে রয়েছে শুধু ঐ চাড়েরই জন্যে। এক একবার এমনও মনে হ'ত হয়তো এখনো সময় আছে, ফিরি। হয়তো ভুল বুঝেছি—কিছুই তো প্রমাণ পাইনি—তবু কিসে যে কী ঘটল!...আর বার্টিনের দরুণই এ-মনান্তরের সুরু ভেবে ক্রমে ক্রমে ওর 'পরেও বিমুখতা বেড়েই যেতে লাগল। এটা দেখে ও মনোদুঃখে আরও মদ খেয়ে বেহুঁশ হ'য়ে পড়তে সুরু করল। আগে শুধু রাতে মদ খেত—

এখন দিনেও করল সুরু। আমার বিমুখতা ক্রমে ঘৃণায় দাঁড়াল। আমি স্থির করলাম—পালাব।

"কিন্তু ও-ও ছাড়ে না। এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ! হোটেল ম্যানেজারকে হঠাৎ কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে বললাম: আমাকে কোথাও লুকোতে পারেন?"

—"রোসো। অন্য কোথাও হঠাৎ চ'লে গেলে না কেন?"

—"ঐ যে বললাম: চাডের একটা চিঠি পাব আশা ছিল। রোজই ভাবতাম আজ আসবে—অনুরোধ। অ্যানেক্সাতে রাষ্ট্র হোটেলে রোজ 'তার' করতাম কোনো চিঠিপত্র এলেই যেন রেজিষ্টি ডাকে কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই সাভয়ের ম্যানেজারকে বললাম: খুব গোপনে কোথাও দু-একদিন আমায় যদি লুকিয়ে রাখতে পারেন—দু-তিন দিন বাদে নীলে যাব যাব ভাবছিলাম।

"এদিকে আমার হাতে টাকাও এল ফুরিয়ে—কাজেই কোনো হোটেলে না গিয়ে ঠিক করলাম সস্তা বোর্ডিং-হাউস মতন কোথাও থাকি, দু-তিন দিন চাডের চিঠির অপেক্ষায়।

"উঠে এলাম একটা ছোট ঘরে নীল মসজিদের কাছে। অন্ততঃ বার্টনের হাত এড়িয়ে একটু স্বস্তি পেলাম। কিন্তু ওমা, একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। বলল: ম্যানেজারের স্যাঙাৎ জানত, তাকে ঘুষ দিয়ে বার ক'রে নিয়েছে আমার ঠিকানা। আমি ওকে ছেড়ে এসেছি ব'লে ওর সে কী রাগ! চোখ রক্তবর্ণ—মাতাল অবস্থা। যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দিতে লাগল। শেষটায় বলল: আমিই ওর এই দুর্দশা করলাম গণিকার মতন লোভ দেখিয়ে।

"আমি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলাম: ওর গালে শপাং ক'রে মারলাম আমার একটা বেত ছিল তাই দিয়ে। ওর মত্ত অবস্থা ছিলই

তো, এবারে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে চেপে ধরল। বেতটা কেড়ে নিয়ে চিৎকার করবার আগেই আমার গলা টিপে ধরল। ধস্তাধ্বস্তি করবার সময়ে পাথরের টেবিলে লেগে আমার পায়ের একটা হাড়ে লাগল চোট, মাথায় ঠোক্কর—তার পর আর মনে নেই।"

ইসাবেলা একটু দম নিয়ে বলতে লাগল : "যখন চেতনা ফিরে এল—বুঝতে পারলাম কী ঘ'টে গেছে। রক্তস্রাবে দেহ ঘর সব ভেসে যাচ্ছে। শুনলাম বার্টনকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে। কিন্তু অচেতন অবস্থায় আমার টাকাকড়ি সমস্ত গেছে অদৃশ্য হ'য়ে। হাতে মাত্র একটি আংটি ছিল, বেচে ঐ জঘন্য গুপ্ত পল্লীতে আশ্রয় নিতে হ'ল—খানিকটা বার্টনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কী জানি কবে ছাড়া পেয়ে ফের আসে ও। টেলিফোন ক'রে সাভয়ের ম্যানেজারকে বললাম : আমার ঠিকানা কাউকে না বলতে, তাঁর ভ্যালেটকেও না—কেবল আমার কোনো চিঠিপত্র এলে আমাকে এনে দিতে আর তোমাকে একটি তার ক'রে দিতে।"

* *
*

ইসাবেলা ক্লান্ত হ'য়ে স্বপনের কোলে মাথা রাখল।

স্বপন গাঢ়স্নেহে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল : "জীবনে এই প্রথম বুদ্ধির কাজ করেছ ইসা, কেবল—যদি একটু আগে করতে!... হ্যাঁ, একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করবার আছে : চাং যে চীনে রওনা হয়েছিল বলছিলে শুনলে কার কাছে?"

—"বার্টনের। কিন্তু ও যখন একা প্যারিসের হাসপাতালে—তখন বুঝেছি।"

—"কী?"

—"যে বার্টন মিথ্যে বলেছিল ইচ্ছে ক'রেই।—কারণ অবশ্য স্বচ্ছ। যদিও আমি তখন আধা-বিশ্বাস করেছিলাম।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলল : "কিন্তু তুমি চ'লে আসার পর চাং আমেরিকা রওনা হ'ল না কেন?—আর হঠাৎ পারিসের হাসপাতালেই বা কেন?"

ইসাবেলার চোখে জল ভ'রে এল : "কী ক'রে জানবো বলো? হয়তো গুণ্ডা—কিম্বা হয়তো—আমি চ'লে এলাম ব'লেই ভেঙে পড়েছে।"

স্বপন ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল : "না না ইসাবেল। ও নিশ্চয় সেরে উঠবে তুমি ফিরে গেলেই।"

"কিন্তু তুমি ঠিক জানো ও একলা? লক্ষ্মীটি, স্বপন আমাকে লুকিয়ো না এখন।"

—"আমি ঠিক জানি ইসাবেল। কারণ ওর কাছে কেউ থাকলে মসিয়ে বেনোর আমাকে দেখতে কালই রওনা হ'তে পারতেন।"

ইসাবেলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে : "হয়তো···ও এঞ্জেলাকে ভালোবাসেনি তা হ'লে।"

—"তোমার কি মনে হয় বেসেছিল?"

—"তোমার হয় না? সত্যি বলো।"

—"না। চাংকে আমি জানি। সে অত চপলচিত্ত নয়। তবে তোমার অকারণ সন্দেহ যে তাকে ক্ষিপ্তপ্রায় ক'রে তুলেছিল এ-কথা আমার খুবই মনে হয়। তা ছাড়া বার্টনের সঙ্গে তোমার ইচ্ছে করেই মাখামাখি করাটা—বুঝলে না? নইলে এঞ্জেলার প্রতি অতটা ইচ্ছে ক'রে ঝুঁকে পালটে তোমাকে আঘাত করত না সে কখনই।"

—"তোমার কি মনে হয় যে, এ-সব করেছিল ও শোধ তুলতে চেয়ে?"

—"হয়। ও চাপা হ'লেও প্রচণ্ড রাগী, জানি তো।"

—"কিন্তু এঞ্জেলাকে—"

—"না ইসাবেল, না। পড়ো তার চিঠি—এ থেকে বুঝবে তোমাকে সে কত ভালোবাসে—এখনো ভালোবাসে।" ব'লে স্বপন ওর হাতে চাঙের দীর্ঘ পত্রটি দিল।

* *
*

ওর কোলে মাথা রেখে ইসাবেলা কাঁদে—নিঃশব্দে।

—"কেঁদো না ভাই, ছি। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে ইসাবেলা কাতরকণ্ঠে বলে: "যাবে স্বপন—যাবে? সত্যি বলছ?"

ঘরের দোরে আঘাত হ'ল।···

ম্যানেজার বললেন: "এয়ারোপ্লেনে কি আজই রওনা হবেন?"

ইসাবেলা সাগ্রহে বলল: "হাঁ হাঁ আজই—এক্ষুনি—যদি সম্ভব হয়।"

—"ইচ্ছে করলে সম্ভব। সকাল সাতটায় পারিসের এয়ারোপ্লেন ছাড়বে।"

—"এখন ক'টা?"

—"সময় আছে, ছ'টা। কফি আনব?"

—"না, চা—আর ডিম—মার্মালেড—আর—হ্যাঁ পরিজ্‌ একটু।"

আলোছায়া

আশ্চর্য্য এই দেহমনের সম্বন্ধ আমাদের।—স্বপন ভাবে। মন সফলতা ও আশার আস্বাদ পেলে কি দেহের স্নায়ুতন্ত্রীও রাতারাতি যায় বদলে!

এয়ারোপ্লেনে যখন ওরা ধরাধরি ক'রে ইসাবেলাকে তুলতে গেল তখন স্বপন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল ইসাবেলার "না" বলাতে ; ও বলল : "শুধু তুমি আমাকে একটু ধরলেই হবে স্বপন।"

প্রাচ্যের শুভ্র সূর্য্যালোক···নির্ম্মল আকাশ···হেলিয়োট্রপ রঙের ব্লাউসে ওকে কী সুন্দরই দেখায়! আর কাল রাত্রে! কী ঘরে ও ছিল! স্বপনের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে!···এমন অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ সে কত দিন বোধ করেনি যে!···নরনারীর অশ্লিষ্ট আকর্ষণে উভয়েরই মনের উপর যেন একটা গ্লানির মেঘ যায় ছেয়ে···ওর মনে হয় যেন অকস্মাৎ ও মুক্তি পেল এই স্নিগ্ধ উষ্ণ অথচ দুর্নিরোধ্য আকর্ষণের ঘূর্ণি থেকে।···বিমান যেন মাটির শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের মূর্ত্তিমান প্রতীক। তাই তো পাখী মন টানে এতো।···

এয়ারোপ্লেন আকাশে উড়ে চলে, পায়ের তলায় দূরবিসর্পিণী নীল নদী দেখায় যেন ঠিক চিত্রার্পিত একটি স্বপ্ন। এখানে ওখানে কতগুলো পিরামিড! গুনতে যায়···এক দুই তিন চার পাঁচ—কিন্তু গোনা বড় শক্ত। বে দোলে পুষ্পকরথখানি!·· ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে ওরা। বাড়ি দেখায় কোথাও বা ঝিকমিকে পারার মতন—কোথাও বা নানারঙা পাথরের মতন। সবুজ ক্ষেতগুলি—যদিও মিসরে ক্ষেত বড়ই কম—দেখায় ঠিক সবুজ মখমলের গালিচার মতন। আর মরুভূমি? কী চকচকই করে! সময়ে সময়ে চাওয়া যায় না যেন। ইসাবেলার হাত ধ'রে ও কানে ছিপি এঁটে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। ইসাবেলা কমলালেবু খেতে থাকে। এক মুস্কিল—বিপর্যায় ঘর্ঘরে কথা বলা অসম্ভব—কানের ছিপিও অশান্তিকর। কিন্তু অস্বস্তি তখনি যায় উবে। মনের মধ্যে ওর এক অপূর্ব্ব ঢেউ জেগে উঠেছে আজ···মাধুর্য্যের রসে হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র উঠেছে ভ'রে। পাশে ইসাবেলার উদ্ভাসিত মুখ চেয়ে

চেয়ে দেখে আর ওর দেহের প্রতি অণু গৌরবে স্নেহে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। কী মধুর উচ্ছ্বাস! আর প্রীতির স্নেহের প্রেমের আদান-প্রদানে সব চেয়ে মধুর বুঝি এই নির্ব্বাক্ উচ্ছ্বাস। দুজনেই দুজনের প্রতি তাকায়, যেন কতদিনের চেনা···কোথাও এতটুকু গ্লানি নেই ওদের সহজ সরল অনাবিল নিকট-পরিচয়ের দৃষ্টি-বিনিময়ে। ইসাবেলার ডাগর চোখে কৃতজ্ঞতা টল টল করে। কী সুন্দর! প্রতি কৃতজ্ঞতার চাহনিই সুন্দর · সুন্দর নয়নতারায় তো সে হ'য়ে ওঠে শিশিরের মতন অবর্ণনীয় সুষমাভরা! সে যে স্বীকার করে প্রীতিকে নিজের নিরভিমান গ্রহণে! ওর মনে আজ নানা রঙা দ্যুতি ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে। অসহায়! · মনটা কোমলতায় ভ'রে ওঠে।···কাল কী মুহ্যমান অবস্থায়ই কেটেছে ওর!···আহা বেচারি! কিন্তু আজ? ওর মধ্যে যেন বরাভয়ার কান্তি উঠেছে ঝলমল ক'রে···ওর ঋজু দেহভঙ্গিতে···স্নিগ্ধ আত্মপ্রত্যয়ী দৃষ্টিতে···নবজীবনের নব সূত্রপাতের নিশ্চিত আশায়···প্রতি ছোট হাসিতেও। মুহূর্ত্তে অবসাদ গেছে কেটে। স্বপনেরও। দুজনেরই মন যেন শুভ্রপক্ষ বলাকার মতন উড়ে চলে এয়ারোপ্লেনের সঙ্গে পাল তুলে···

হঠাৎ পায়ের নিচে যেন আলাদিনের দৈত্য জাগিয়ে তোলে নীলের মেলা। শুধু নীল না—কোথাও পাটল, কোথাও গৈরিক, কোথাও চিক্কণ হরিৎ। উদ্দাম গতির দৃশ্য। ছোট ছোট হীরার মুকুট প'রে যেন নানা রঙা জলবালা নেচে নেচে চলেছে লুটোপুটির আগুন লাগিয়ে দিয়ে। থেকে থেকে মেঘের চাপা মৃদঙ্গ যায় শোনা। ওর কানে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে পুরীতে এমনি এক কনকোজ্জ্বল প্রভাতে সন্ধ্যা একটি গান রচনা করেছিল :

এ কী অগণন জলবালা পাথারে
মেলে হোলি হীরক-কাগে!

ইসাবেলা

যতদূর দিঠি চলে
খেলে তারা কুতূহলে
ঠমকে ঠমকে আলো-করতালে সিন্ধুরাগে !
উলটি পুলটি তা'রা
মিলনে আপনহারা
ছুটিল—
পবন পুলকভরে
চুম্বন-মধু তরে
লুটিল !
গগনে কিরণ কাঁপে
কুহেলি পলায় তাপে
কার নব আগমনী জীবন-মৃদঙ্গে জাগে !
দ্যুলোক ইন্দ্রজালে
বঞ্চিত ধূলিভালে
আঁকিল
কান্ত কমল-টীকা,
লাঞ্ছনে জয়শিখা
ভাতিল !
কোন্ অনাগত বাণী
শুনে সুধা-সন্ধানী
ধরা আজি ? ফুটে প্রেম রসহীন চিত্ত-শাখে !

কিন্তু এ আনন্দ সে ধ'রে রাখতে পারে কই ? ক্রান্সের তট ছুঁতে-না-ছুঁতে মেঘেরা দল বেঁধে ধেয়ে আসে। ওপরে মেঘ, নিচে মেঘ, আশেপাশে সর্ব্বত্রই ঘন মেঘের কুয়াশা। কিছুই আর দেখা যায় না।...

ইসাবেলার শীত করে। স্বপন নিজের কম্বল ও ওভারকোট ওর ওপর চাপিয়ে দেয় ওর আপত্তি সত্ত্বেও।···এয়ারোপ্লেন এত কাঁপে!···হঠাৎ এক-একটা জায়গায় হু—শ ক'রে নামতে থাকে—কেমন যেন অস্থির করে তখন!···তার পরেই এমন দোলে!···ওর শরীরের মধ্যে কেমন যেন ক'রে ওঠে। পাইলট বলে বাইরে প্রবল হাওয়া উঠেছে—বিরুদ্ধমুখী, তাই এত দুলছে। স্বপনের মাথা ঘুরত সহজেই দুলুনিতে। সেই রোগে ধরল ফের—হায় রে!

কাব্যের ব্যোমচারণ থেকে এক টানে মনের ভুম্ ক'রে ভূমিশেজ। ইসাবেলারও। গত রাত্রের ক্লান্তি—যুগের পুঞ্জিত অবসাদ—যেন ছেয়ে আসে। অথচ ঘুমও অসম্ভব। ইসাবেলা কেমন যেন নেতিয়ে জড়বৎ প'ড়ে রইল। কিন্তু স্বপন ঠায় জেগে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ক'রে এল রাজ্যের দুর্ভাবনা? কোথায় গেল খানিক আগের উচ্ছ্বাস? রাঙা আলো, বসন্ত হিল্লোল? ওর মনটার মধ্যে ব্যথিয়ে ওঠে···আনন্দের স্রোত কী পলাতক!···মানুষ তাকে ধ'রে রাখতে পারে না কেন? এতটুকু জোলো হাওয়া—ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির একটু মেঘলা ভাব···অমনি মন উঠবে আতুর হ'য়ে? যদি বা এক মুহূর্তে বিরল আনন্দের—rare spirit of delight-এর—দেখা মেলে—পর মুহূর্তেই ছেয়ে আসে জীবনের গতভঙ্গি, মাটির অভিশপ্ত পিছুটান···দেহের ধূলি-কামনা প্রাণের চমক-তৃষ্ণা···মনের সংশয়পাক!···ইসাবেলার সঙ্গে কি চাঁদের মিলন হবে ফের? আর হ'লেই কি সেটা থাকবে? আনার কী গতি হবে? এখন সন্ধ্যা কী করছে? কত দুশ্চিন্তায়ই না কাটাচ্ছে ওরা?···কী ভাবছে দুজনে ওর টেলিগ্রাম পেয়ে? কী কারণ দিচ্ছে ওরা পরস্পরকে—ওদের হঠাৎ প্যারিসে যেতে বাধা হওয়ার জন্যে? আনা নীরার মৃত্যুর পরে কি আরও মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছে?···

ইসাবেলা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কি একরকম যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট ধ্বনি ক'রে শূন্যে হাত ছোড়ে। ও তার মাথায় হাত বুলোতে থাকে। ইসাবেলা চোখ মেলে বলে : "বড্ড মাথা ব্যথা করছে যে ভাই।" ও বলে : "একটু ঘুমতে চেষ্টা করো তো। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।"

ইসাবেলা ফের এলিয়ে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বপনকে আক্রমণ করে বিষাদের অনীকিনী। একে চোরাগলি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে? কেন এমন হয়? কোন্ অদৃশ্য বিধানের চাপে মানুষ এত দুঃখ পায়? এত অর্থহীন গ্লানিকর দুঃখ? ইসাবেলা কেন এ অসহ্য যন্ত্রণা ও আশা-নিরাশার দোলার মধ্যে দিয়ে চলেছে? আনা কার অপরাধে আজ ভেঙে পড়েছে? সন্ধ্যা কেন আজ দিশাহারা—মলিন?

সব চেয়ে বেশি মনে হয় আজ ইসাবেলারই কথা। কিসের লোভে ও চাংকে দুঃখ দিতে গেল? অকারণ এ-ঈর্ষাই বা কেন বোধ করল? স্বপনের মনে সন্দেহ ছিল না যে, চাং এস্তেলার প্রতি আসক্ত যাকে বলে তা হয়নি। একটু আকৃষ্ট হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু এমন সময়ে কে না হয়···সহানুভূতি কে না চায়? যখন মানুষ একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে তখন সে যে এতটুকু দরদেরও কাঙাল হ'য়ে ওঠে। এটা ইসাবেলা কেন বুঝল না? বাটনের কথাও মনে হয়। তারই বা কী অপরাধ? প্রাণশক্তিমান্ যুবক···ইসাবেলা পরস্ত্রীও না···অমন সুন্দরী রূপবিলোলা···মুগ্ধ হ'ল···এ কি তার অপরাধ? কে ওকে দোষ দেবে ও চাঙের কাছ থেকে ইসাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল ব'লে? এরূপ ক্ষেত্রে কার না এ ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ য়ুরোপে—যেখানে একনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, মরালিটি এ-সবই কুসংস্কারের কোঠায় এসে পড়েছে সেখানে—প্রাণোচ্ছল নরনারীর বাসনার সীমান্তরেখা টানবে লোকে কী দিয়ে?···স্বাধীনচিন্তা—স্বাধীনচিন্তা—স্বপন আওড়ায় দু-একবার অন্যমনস্কভাবে···প্রশ্ন জাগে

একটা : গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করা সমীচীন হয় তবে স্বাধীনচিন্তার অনুমোদন করা চলে কি? কেন না স্বাধীনচিন্তা তো মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে না—দিশেহারাই ক'রে দিচ্ছে। কিম্বা এই-ই চিন্তার ধর্ম্ম? বুঝি পথের দিশা সে দেখাতে অক্ষম—বুঝি তার কাজ শুধু প্রতি পথের ঝড়ঝাপটার প্রতি সচেতন ক'রে দেওয়া? বুঝি পথ দেখাতে পারে এক বুদ্ধির অতিরিক্ত কোনো আলোক—অনুভবের সহজ রশ্মি?

হবে। কিন্তু তবু এ-কথা ঠিক যে, চিন্তায় একটা মাদকতা আছে। বিশেষ ক'রে চিন্তার বিদ্রোহের। যখন চিন্তা মানুষকে নিরাপদের লোভ থেকে ফেলে দেয় অচিন দিঙ্মূঢ় মোহানার উত্তাল তরঙ্গে, তখন সে-দিশেহারা আকুলতার মধ্যেও আছে কী যেন এক আত্মসম্ভ্রমবোধ!

কিন্তু তবু প্রশ্নের সমাধান চিন্তায় কই মেলে না তো! বিশেষ ক'রে হৃদয়-জগতের দুর্ব্বোধ্য সমস্যার বেলায়। কে ব'লে দেবে—স্বপনের মনে বিষাদ-প্রশ্ন জাগে বারবার—প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়? নিজেকে সে জিজ্ঞাসা করে: প্রেমকে নিয়ে কবিরা এত মাতামাতি করেন প্রেম কি তার যোগ্য?···কে বলবে?

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মসিয়ে বেনার

পারিস

মসিয়ে বেনার ইসাবেলার জন্তে তাঁর মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এয়ারোড্রোমের বাইরেই। ইসাবেলার চেহারা দেখে স্পষ্ট শিউরে উঠলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

ইসাবেলা তাঁর বাহুবেষ্টনে ধরা দিতে না দিতে জিজ্ঞাসা করল : "কেমন আছে চাং—বলুন। কী হয়েছে ?"

মসিয়ে বেনার ওর শিরশ্চুম্বন ক'রে বললেন : "কাল রাতে ডাক্তার ব'লে গেছে বিপদ কেটে গেছে শেরি, ভয় নেই।" ব'লে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললেন : "তুমি এ-সময়ে নিজে থেকে এসে পড়েছ ব'লে কত খুসি হয়েছি, বলতে পারিনে।"

মোটরে ওঠে ওরা।

* *
*

স্বপন বলল : "চাঙের অসুখটা কী ?"

মসিয়ে বেনার গম্ভীর মুখে বললেন : "অসুখ না। হয়েছিল কি, লণ্ডনে ওর খোঁজ পায়নি গুণ্ডারা। পারিসের ষ্টেশনে ষ্টেশনে ওৎ পেতে ছিল। নামতেই—"

ইসাবেলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে ওঠে।

—"ভয় আর তো নেই শেরি, ওর ভাঙা হাতটাও জুড়ে যাবে বলেছে ডাক্তারে।"

স্বপন সত্রাসে বলল : "হাতটা ভেঙে গিয়েছিল ? কোন্ হাত ?"

—"ভাগ্য ভালো, বাঁ হাত। আর ভাঙা ব'লে ভাঙা—কব্জির কাছে দু'খানা হাড়ই জখম।"

ইসাবেলা কেঁদে ওঠে।

—"ছি শেরি। এখনো ভয়? আর তুমি কি না—" ব'লেই থেমে গেলেন।

ইসাবেলা প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ ক'রে বলল: "আর অমন করব না মসিয়ে।"

—"Une brave demoiselle." *

স্বপন হেসে বলে: "কিন্তু কায়রোতে, যে-ঘরে ও বেচারীকে গত দু'দিন কাটাতে হয়েছে সে-ঘরে আপনাকে দু'ঘণ্টা কাটালেও তেজস্বিতায় আপনার একটু ভাঁটা প'ড়ে আসত এ-কথা জোর ক'রে বলতে পারি।"

—"কী ব্যাপার ইসাবেল?"

স্বপনই সংক্ষেপে বলে ওর হ'য়ে।

মসিয়ে বেনারের চোখ দুটি অশ্রু-আভাষে চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে। স্বপনের মন আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এ বৃদ্ধবয়সেও মন এত কোমল রেখেছেন বৃদ্ধ কোন্ অফুরন্ত অন্তঃশীলা রসধারার সিঞ্চনে?

* *
*

মসিয়ে বেনারের সুন্দর লাল কাঁকর বিছানো গেটে মোটর বেঁক নেয়।...ইসাবেলা বলে: "আমি নামব না এখানে—সোজা আমায় নিয়ে চলুন হাঁসপাতালে।"

মসিয়ে বেনার দুষ্টুমিভরা হেসে বললেন: "কী দুঃখে?"

—"বাঃ"—ইসাবেলার গালে রক্তিমাভা দেখা দেয়।

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে ওর গালে ঠোনা মেরে বলেন: "তোমারই সুবিধের জন্যে শেরি, ওকে কাল রাতে আমার বাসায় এনে

* তেজস্বিনী কুমারী একেই বলি।

রেখেছি। হাসপাতালে তো চুটিয়ে প্রেম করতে দিত না। আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে চাংকে বলছিলাম যে, তুমি আসবে নিরামিষাশিনী হ'য়ে না।"

ইসাবেলা হেসে বলে : "ডেল্‌ফির অরেক্‌ল্‌ এ-কলিযুগে আবির্ভাব হ'ল ফের।" ওরা তিনজনেই হেসে ওঠে।

যাযাবর

নানেৎ ইসাবেলাকে চাঙের ঘরে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যায় স্বপনের হাতে একটি তার দিয়ে।

মসিয়ে বেনার বলেন : "আহা ব'সেই তারটা পড়ো না ছাই।" ব'লেই একটি স্প্রিঙের কাউচে ধপ্‌ করে ব'সে বললেন : "আঃ! এঁরা করবেন প্রেম, আর ঝক্কি বইতে হবে এই বুড়োকে—কী? মুখ-যে অন্ধকার? ওখানে ফুই সতীনের বেধেছে বুঝি?"

স্বপন অপ্রতিভ হেসে বলল : "না মসিয়ে, তবে আনার একটি শিশুকন্যা লাভ হয়েছে।"

—"সে কি হে? তুমি সময়কে ব'য়ে যেতে দেওয়ায় বিশ্বাস করো না জানতাম বটে, কিন্তু সে-অবিশ্বাস এত শীঘ্র ফলপ্রসূ হবে ভাবিনি তো।"

—"যান্‌, আপনি ভারি দুষ্টু। নীরার মেয়ে।"

বলতেই বৃদ্ধের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল : "আহা—সে আর নেই বুঝি?"

—"না। কালই রাত্রে শেষ হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে লিখেছে—নইলে আনাকে সামলানো যাচ্ছে না।"

* *
*

মসিয়ে বেনার প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন: "আমার মনে হয় স্বপন—"

—"কী?"

—"বড় ক্লান্ত? বেচারি!"

—"না মসিয়ে। এয়ারোপ্লেনে শেষের দিকে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিয়েছি, খুব চাঙ্গা এখন!"

—"তা হ'লে আমি বলি কি তুমি আমি যাই চলো আজই সন্ধ্যার ট্রেনে।"

—"ওরা?"

—"আহা, ওদের এখন তৃতীয় ব্যক্তির দরকার নেই, বোঝো না কেন?"

—"চাঙের সঙ্গে একবার দেখাও করব না?"

—"এখন না স্বপন। ওদের ছেড়ে দাও একত্রে। তা ছাড়া ওর বেশি কথাবার্তা কইবারও হুকুম নেই—যেটুকু উদ্বৃত্ত শক্তি আছে ইসাবেলাকেই দিক না। জানোই তো একরত্তি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতেও কতখানি শক্তির দরকার করে?"

স্বপন চেষ্টা-সত্ত্বেও অপ্রতিভ না হ'য়ে পারে না, বলে: "জানি। কেবল—"

—"বলো নিঃসঙ্কোচে মঁশের।"

—"ওদের মিল হবে তো ফের?"

মসিয়ে বেনার চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন: "এখন হবে—কেন না ঘা খেয়ে, দুঃখ পেয়ে, জ্ব'লে-পুড়ে, বিরহে দুজনেই এসেছে নরম হ'য়ে। কিন্তু—" ব'লে অন্যমনস্কভাবে পাইপ টানতে লাগলেন।

—"কিন্তু?"

—"বুঝছই তো, ওদের মধ্যে প্রকৃতিগত এমন কোনো সত্য মিলের ভিত্তিই নেই যার উপরে দাম্পত্যের ইমারত ভরসা ক'রে তোলা যেতে পারে। একটু ঝড়-ঝাপ্‌টায়ই কাঁচা গাঁথুনি উঠবে টলমল করে!" বলেই ফের পাইপ টানতে টানতে স্বপনকে যেন ভুলেই গেলেন।

স্বপনের মনে কোথায় আক্ষেপের সুর ঘনিয়ে আসে, কথাটাকে উলটে পালটে নানা দিক দিয়ে ভাবে, কিন্তু কোনো কূলই যেন পায় না। হঠাৎ দেখে: বৃদ্ধের চোক দুটি তার মুখের 'পরে সংবদ্ধ!

ওদের দৃষ্টি-বিনিময় হতেই মৃদু হেসে বললেন: "কি ভাবছ এত?"

স্বপন মৃদু সুরে বলে: "ভাবছিলাম···এমন হয় কেন··দাম্পত্য রোমান্সে? এর সৌরভ এত মাদকতাভরা, অথচ এর মধুরতা এত পলাতক কেন?"

—"মাদকতাভরা বলেই তো পলাতক হে। রাজ্যের কল্পনার ছায়া-পরাগ দিয়ে রোমান্সের নীড় বাঁধি আমরা। তাই তো এতটুকু অসুন্দর গ্লানি ধূলো বালির ভরও সয় না।"

—"কিন্তু তবু রোমান্স ক'রে-যে বিবাহ—"

—"মনামি, এক সময়ে আমারও তাই মনে হ'ত। ভাবতাম বিবাহকে যদি চির-রঙীন রাখতে হয় তবে তাকে রোমান্সের নীলাকাশে লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে। কিন্তু পরে বুঝেছি যে, সমস্যাটা রোমান্সেরও নয় বিবাহেরও নয়।"

—"তবে কিসের?"

—"কে জানে?" বৃদ্ধ যেন স্বপ্নাবিষ্ট সুরে ব'লে চললেন: "আমরা নানা রকম ভাবি, জল্পনা-কল্পনা করি, কিন্তু বাস্তব এসে সবই তো দেয় চুরমার ক'রে! আর কী নিষ্করুণ ভাবেই না সব-কিছু ধূলোয় লুটিয়ে দেয় বলো তো?"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে···বুকের মধ্যে কোথায় একটা অনির্দেশ্য অথচ অতি-পরিচিত তার ওঠে রণিয়ে।

বৃদ্ধ সেই ভাবেই ব'লে চলেন : "এক সময়ে মনে হ'ত—বুঝি সমাজ-ব্যবস্থার কোনো ভুলচুকেই দাম্পত্য-সমস্যা এমন দুর্ভেদ্য র'য়ে গেল। কিন্তু আজকাল মন মাথা নেড়ে বলে : উঁ হুঃ, এ-অমিলের মূল আমাদের প্রকৃতির গহনতম স্তরে আছে প্রাণপণে লুকিয়ে। চাং ঠিকই বলে : যত দিন সেখানে আমাদের দৃষ্টি না পড়ছে ততদিন দেহতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, কিছুতেই সমাধান মিলবে না, উজ্জ্বলতম মিলনও দুদিনেই আসবে নিষ্প্রভ হ'য়ে—যেমন হ'য়ে এসেছে আবহমানকাল।"

—"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে, এ-সব সন্ধানের মধ্যে দিয়েই কিছু-না-কিছু আলো মিলেছে?"

—"কি রকম?"

—এই ইসাবেলার সঙ্গে চাঙের রোমান্সই দেখুন না। যতই বলি না কেন—এই যে বলিষ্ঠ স্বাধীনতার আদর্শ—আগেকার যুগের প্রেমে কি এ-জিনিষ ছিল?"

—"না। কিন্তু চাং বলে গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করি?"

—"কী বলতে চাচ্ছেন?"

—"চাং বলে—আমি উত্তর দিতে পারিনি তার কথার, তাই তার কথাই উদ্ধৃত করছি—বর্তমান সভ্যতার এই স্বাধীনতার বুলিটা লোককে এত বেশি পেয়ে বসেছে ব'লেই দাম্পত্যসম্বন্ধ এখন এত দারুণ হ'য়ে উঠেছে। বলে : এতে যে-প্রত্যাশা জাগানো হয় সে-প্রত্যাশা আজকের মানবচরিত্র পূর্ণ করতে পারে কি?"

—"কী বলছেন আপনি মসিয়ে? একেবারে যে গোড়াকার

প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে টানাটানি? প্রেম স্বাধীন না হওয়াই ভালো বলতে চান নাকি শেষটায়?"

—"স্বাধীনতার দায়িত্ব কত বেশি সেন, ক'টা লোক বোঝে বলো তো? যারা 'ফ্রী লাভ' 'ফ্রী লাভ' ক'রে আমাদের বধির-প্রায় ক'রে তোলে ভাবো কি তারা জানে তারা কী বলছে? তোমাদের পরমহংস-দেবের একটি উপমা পড়ছিলাম: সবার পেটে কি সব সয়? আমরা হলাম জন্ম-পেটরোগা—বিশেষ ক'রে এই প্রেমের ক্ষেত্রে—অথচ হজম করতে চাই স্বাধীনতার পোলাও-কালিয়া।"

—"ঠিক কী বলতে—"

বৃদ্ধ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বললেন: "ধৃষ্টতা মাফ কোরো মঁশের, তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলে সে-কথা মনে করো একবার, তাতে অবশ্য তুমি সমস্যাটাই খুলে লিখেছ, সে সম্বন্ধে তোমার কী মনে হচ্ছে গেছ চেপে। কিন্তু মনামি, সন্ধ্যা আসার পর থেকে কী মনে হচ্ছে তোমার সত্যি ক'রে বলো তো—সব বুলি-টুলি রেখে? বুকে হাত দিয়ে বলো তো, মনে হচ্ছে কি যে, স্বাধীনতার মধ্যে তোমাদের তিন জনের প্রেম-বৃক্ষ ফলে ফুলে ভ'রে উঠেছে, না কাঁটায়-আগাছায় চাপা পড়বার জোগাড় হয়েছে?"

স্বপন মুখ নিচু করল, বৃদ্ধ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন: "মাফ কোরো সেন, এজন্যে আমি খানিকটা দায়ী। কিন্তু চাং ও ইসাবেলা আমার চোখ অনেকখানি খুলে দিয়েছে। চাঙের এ-কথা আমাকে বড়ই ভাবিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের প্রকৃতির খানিকটা মূলগত পরিবর্তন না হ'লে শুধু শিক্ষা বা সমাজব্যবস্থায় প্রেমের মন্দিরে শান্তির ধূপারতি জ্বলে উঠতেই পারে না। ভেতরে ভেতরে যে আমরা আজও প্রায় আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষদের মতনই বর্বর আছি—অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি

বর্ব্বর হ'য়ে উঠেছি—এ-কথা ভুলে শুধু বড় বড় আদর্শের কথা বলা বিড়ম্বনা বৈ আর কি? ওতে ভোলানো যায় শুধু এমন লোককে যারা সত্যি প্রেমে পড়েনি।"

বৃদ্ধ একটু থেমে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলেন: "চাং কাল বলছিল যে, মানুষ যত জটিলতার আস্বাদ পায় ততই তাদের বুদ্ধির স্বচ্ছতা যায় ক'মে। তাই ভোলে যে, আগুনের প্রকৃতি না জেনে বারুদ নিয়ে খেলা করতে নেই। বলছিল: প্রেমের স্বরূপ বা নিজের প্রকৃতির বিন্দু-বিসর্গও জানি না অথচ ফ্রী লাভ প্রচার ক'রে বেড়িয়েও আমরা আবার পতঙ্গকে বলি অবোধ, যখন সে মহানন্দে আগুনে দেয় ঝাঁপ।" ব'লে বৃদ্ধ ফের অন্যমনস্ক হ'য়ে পাইপ-সেবনে মগ্ন হ'য়ে পড়েন।

স্বপনের এত আশ্চর্য্য লাগে: ইসাবেলার সম্পর্কে এয়ারোপ্লেনে তার কেবলই মনে হয়েছে এই উপমাটাই নানা ছন্দে। যদি ও জানত প্রেমের মানে কী, তা হ'লে বার্টনের হাতে ওর অমন লাঞ্ছনা হ'তে পারত কখনো? ইসাবেলার 'স্বখাত-সলিল' কথাটা মনে পড়ে বারবার।

বৃদ্ধ আপন মনেই ব'লে চলেন: "কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, প্রেম কথাটা উচ্চারণ করতে না করতে আমাদের কণ্ঠ হ'য়ে পড়ে গদ গদ, চক্ষে বয় ধারা, বুদ্ধি দেয় লম্বা। চাং ঠিকই বলেছিল হেসে যে, এজন্যে দায়ী সব চেয়ে বেশি হচ্ছে আর্টিষ্টরা, যারা একটুখানি রংমাখা চশমার মধ্যে দিয়ে প্রেমের সামনেকার ঝিকিমিকি দেখে মনে করে ঐ বুঝি ওর চরম দান; কিন্তু যদি আমরা শান্ত নেত্রে খোলা চোখে মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতিকে দেখতে শিখতাম, যদি সত্যিই একটু মানুষ চিনতাম, তা হ'লে দেখতাম সচরাচর আদর্শ প্রণয়ী প্রণয়িনীরা প্রেমের নামে যার স্তব-গান করেন তার নাম আত্মদান নয় আত্মাদর। আমরা প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে ধ'রে দিই কই?—শুধু তো চেয়েই মরি। চাং বলছিল বেশ:

আমরা দেহ-মনের অজস্র স্বার্থ গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলতে প্রেমের নদীতে নামি না—নামি সে-জলে নিজের মোহন মলিন রূপের প্রতিবিম্ব নানা ভাবে দেখে 'বাহবা' বলতে।" ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "চাং বড় চমৎকার বলে এক একটা কথা, না?"

—"সত্যি। ওর কাছে কত-যে শিখেছি।"

—"আমারও কয়েকটা ধারণায় ও বড় ঘা দিয়েছে, জানো?"

—"কী রকম?"

—"যেমন—ও বলে—কিছু মনে কোরো না মনামি—যে, আমি ভারি একটা ভুল করেছিলাম আনাকে তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে। বলে: এ রকম বেপরোয়া ভাবে পাকের পর পাকের সৃষ্টি ক'রে কোনো সুফলই ফলে না। বলে: প্রেম বড়ই অপল্‌কা জিনিষ—এ-ভাবে তাকে নিয়ে তছনছ করা উচিত নয়—বুদ্ধি দিয়ে-গড়া কয়েকটা ধারণার পরখ করতে গিয়ে। বলে: প্রেমের পথে কঠিন পরীক্ষা এম্‌নিই এত বেশি যে, সাধ ক'রে নতুন পরীক্ষার আবর্তে ঝাঁপ দিতে যাওয়া মূঢ়তা।"

স্বপন মুখ নিচু করে। হঠাৎ কেমন যেন বিষাদ ছেয়ে আসে ওর মনে।—এ তো হ'ল সেই ভয়েরই কথা! তা হ'লে নির্ভীকতার আদর্শের হবে কী?…

* *
*

—"সেন!"

ও মুখ তুলে চায় তাঁর দিকে।

—"আমাকে ক্ষমা করো।"

—"সে কি মসিয়ে!"

—"চাং ঠিকই বলেছে: প্রেম জিনিষটা এত মহার্ঘ যে, তাকে নিয়ে

বেপরোয়া হ'য়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে যেতে নেই হৃদয়হীন বৈজ্ঞানিকের মতন।"

—"কিন্তু"—

—"কী?"

—"এমন কিছু না, তবে ইসাবেলা বলছিল যে, আত্মজর্জ্জর হওয়ার মধ্যেও এমন একটা মাদকতা আছে যে, আধুনিক মন তাকে ছেড়ে সরল নিরাপদ স্বস্তির পথে সুখ পাবে কি না সন্দেহ। কারণ এ হ'ল ভয়ের পথ।"

—"কথাটা একটু বেশি বলা হ'ল। তবে ভয় খানিকটা আছে বৈ কি সব সাবধানতার মধ্যেই। আমার তো আজকাল মনে হয় ভয়ের সব রূপই হয়তো অশুভ নয়।"

—"আপনার মুখে এই কথা মসিয়ে?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "খৃষ্ট-বিমুখ দানবের মুখে একটু অভিনব শোনাচ্ছে, না? কিন্তু আমি ভয় বলতে ঠিক প্রাণের ভয় বুঝ[illegible] না।"

—"তবে?"

—"সব মহামূল্য জিনিষকেই একটু সন্তর্পণে রক্ষা করতে হয় না? অথচ এ-সন্তর্পণতার মধ্যে এ-সম্ভ্রমের মধ্যে একটু বিপদ-এড়ানোর চেষ্টা নেই কি?"

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

—"এই দেখ না তোমাদেরই ক্ষেত্রে। সন্ধ্যাকে যদি আগে জানতাম তবে তার প্রতি স্নেহ আমাকে এতটা বেপরোয়া করত না কখনই—আনাকে নির্ভয়ে তোমার হেফাজতে রাখবার এত চেষ্টা করতে বাধত। সন্ধ্যা এখানে এসে দুঃখ পাচ্ছে কল্পনা ক'রে নিজেকে তাই অপরাধী মনে না ক'রে পারছি কই বলো?"

স্বপন মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

মসিয়ে বেনার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাইপটা পকেটে পুরে বললেন: "যাক্—যা হ'য়ে গেছে তার তো আর চারা নেই, এখন বেয়ে-চেয়ে দেখি—বিষবৃক্ষটিকে তার আসন্ন ফল-প্রসব করা থেকে ঠেকানো যায় কি না?"

স্বপন চোখ নিচু ক'রে জিজ্ঞাসা করে: "কী করবেন কিছু স্থির করেছেন?"

—"খানিকটা করেছি, বৈ কি। সে সব পরে। আপাতত চলো তো যাওয়া যাক নীসে।"

—"সেখানে গিয়ে?"

—"প্রথম কাজ হবে আনাকে মাভৈঃ বলা।"

—"তার পর?"

—"সবাই মিলে এখানে ফেরা।"

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করে: "আমাদের দুজনকেও?"

—"বাঃ। তোমরা না এলে পঞ্চম অঙ্ক জমবে কেন মনামি?"

—"তা হ'লে আমার ও ফ্ল্যাট্‌টা ছেড়ে একটা বড় ফ্ল্যাট্ আগে—"

—"সে পরে নিলেই চলবে। তোমাদের দুই দম্পতীকে দেব আমার তেতলাটা ছেড়ে। আমি ও আনা থাকব দোতলায়। সে হবে অখন।"

স্বপন হাসল: "অতিথির বোঝা ব'য়ে ব'য়ে কাঁধে চড়া প'ড়ে গেছে বুঝি?—না, এ-সবকে ঝঞ্ঝাট ব'লে চিনতেই পারেন না?"

—"মনামি—তা যদি বলো, তবে জীবনটাই তো একটানা ঝঞ্ঝাট।—কিন্তু শোনো হে কুণ্ঠিত, শুধু ঝঞ্ঝাট বইতেই তোমাদের ডাকছি না এখানে।"

স্বপন হাসিভরা মুখে চাইল: "তবে?"

—"একটা পরফ করতে।"

—"কী পরফ?"

—"দেখতে চাই রোমান্সে টেক্কা দেয় কে?—স্পেন, না চীন, না ফ্রান্স, না সনাতন ভারতবর্ষ? আর পাশাপাশি তুলনা করতে না পারলে এ মহা সমস্যার নিষ্পত্তি হবে কেমন ক'রে বলো?" বৃদ্ধের অট্টহাস্যে ঘরটা কেঁপে উঠল। তক্ষুনি প্রায় জিভ কেটে বললেন: "ঐ দেখ, স্বভাব কি শুধরোয়? চাং ওপরে অসুস্থ ভুলেই গিয়েছিলাম—বেমালুম।"

সাফ্ কথা

স্বপন ও মসিয়ে বেনার যখন হোটেলে পৌঁছলেন তখন প্রদোষের নীললোহিতাভ ছায়া প'ড়ে সমুদ্রের বুক এক অপরূপ রঙে উঠেছে রঙিয়ে। পূর্ব্বদিগন্তে একটি মাত্র তারা স্থির পাণ্ডুর চোখে চেয়ে।...

স্বপন 'তার' ক'রে দিয়েছিল মসিয়ে বেনারের জন্যে দুটি ঘর রিজার্ভ ক'রে রাখতে: একটি শয়নকক্ষ, একটি বৈঠকখানা। বৃদ্ধের কয়েকদিন আগে একটু বাতের মতন হয়েছিল। তাই যে-ঘরে সব চেয়ে বেশি সূর্য্যালোক সেই ঘর তাঁর জন্যে রিজার্ভ করা হয়েছিল। হাঁটুতে তাঁর সামান্য ব্যথা ছিল; স্বপন তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে বসাল। বৈঠকখানাটির সংলগ্ন বেশ বড় একটি গাড়ি-বারান্দা।

মসিয়ে বেনার ঢুকেই ঘরটির তারিফ ক'রে বললেন: গাড়ী-বারান্দার দোরটা খুলে দিতে। স্বপন তাঁর বাতের জন্যে একটু আপত্তি করতেই হেসে বললেন: "অত বিজ্ঞতা করতে হবে না গো বন্ধু, বাত আমার—অস্থিতে, যৌবন ফুঁসছে—মজ্জায়। আরো—একেবারে খুলে দাও—যাতে সমুদ্রটা ভালো ক'রে দেখা যায়। এইবার হয়েছে।

এসো—বোসো এখন। না, তোমার বালিকা বধূকে ডেকে পাঠাব—তোমার ত্বর যদি না সয়।"

স্বপন হেসে বলল : "সত্যি বালিকা হ'লে হয়তো সইত না মসিয়ে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে sweet sixteen-এর কোটা পেরিয়ে গেছে। সাক্ষাৎ বাইশ।"

—"ফুঃ—বাইশ কি আবার একটা বয়স হ'ল না কি হে? ও বয়সে আমাদের মেয়েরা পুতুল-খেলা করে।"

—"আমাদেরও করে, কেবল সে-জীবন্ত পুতুলদের ওরা অন্য নাম দেয়।"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "কী আশ্চর্য্য! আমিও অনেকদিন ধ'রে ঠিক এই কথাই ব'লে আসছি, জানো?"

স্বপন হেসে বলল : "অনেকদিন থেকে, না বেচারি আমাকে দেখার পর থেকে?"

দোরে টোকা মেরে ভ্যালেটের আবির্ভাব।

স্বপন বলল : "মাদামদের খবর দাও। বলো, আমরা দুজনে মসিয়ের ড্রয়িং-রুমে তাঁদের জন্তে অপেক্ষা করছি।"

—"তাঁরা এখনো ফেরেননি মসিয়ে। ঘণ্টাখানেক হ'ল বেরিয়ে গেছেন।"

—"কোথায় জানো?"

—"ছোট্ট মেয়েটির জন্তে কি-সব কিনতে বুঝি।"

স্বপন মসিয়ে বেনারের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। ভ্যালেটকে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মসিয়ে বেনার বললেন : "আচ্ছা—ধন্যবাদ। তুমি এখন যেতে পার।—হ্যাঁ, তাঁরা ফিরলে এ-ঘরে একবার আসতে বোলো—কেমন?"

ভ্যালেট অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করলে মসিয়ে বেনার আবা স্বপনের দিকে চাইলেন। সে জানালার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে কি ভাবছিল। মসিয়ে বেনারও সেই দিকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

চতুর্দ্দশীর নিটোল চাঁদ সামনের একটি হরিত-পীতাভ ওড়না-পর মেঘের নরম বুহকে নিশানা ক'রে উড়ে চলেছে পাখা মেলে। কখনও মনে হয় যেন মেঘই চলেছে, কখনও—চাঁদ। নিচে সমুদ্র আধ-রবি আধ-চাঁদ হ'য়ে ঝিক্‌মিক্‌-ঝিক্‌মিক্ করছে···কড়া সূর্য্যের আলো তখনো তার প্রতি খাঁজে লেগে।

* *
*

কতক্ষণ ওদের এই ভাবে কাটে যে!···

হঠাৎ স্বপনের কানে গেল মৃদু—"আহা"।—

বৃদ্ধ তখনও আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। মেঘটা পাতলা হ'য়ে এসেছে—তার মধ্যে দিয়ে চাঁদের রঙ্ যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে।···

বৃদ্ধ সেইভাবেই চেয়ে বললেন: "ভালোই হ'ল।"

—"কী?"

—"নীরার মেয়েটিকে ওর পাওয়া। এখন অনেক বিরহই ওর সইবে—অন্ততঃ তার দুঃখ নিয়ে বিলাস ক'রেও তো চলতে পারবে—শিশু-সেবার অজুহাতে।" স্বপন চুপ ক'রে রইল।

বৃদ্ধ বললেন: "রাগ কোরো না মঁশের। মেয়েদের কাছে শিশুর সেবা করতে পাওয়া বোধ হয় সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। ওদের সব কোমলতা, সব মাধুর্য্য ওরা কোনো একটা আধারে ঢালতে চায়। পুরুষ হ'ল দুর্ব্বর্বর—পারবে কেন—এত সুষমা ধারণ করতে! উল্টে অভিষ্ঠ

হ'য়ে ওঠে। তাই না নারী হ'ল—মা! এমন কি, মেয়েরাও এ-কথা মানে।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "এ-কথা আমিও খানিকটা মানি মসিয়ে, যদিও আনা বলে যে, এ-সব হচ্ছে পুরুষেরই কথা—পুরুষই তাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে।"

—"বথা!"

—"একদিন তর্ক হচ্ছিল ওর সঙ্গে আমার। ও বলছিল: চাঙ ভুল করেছিল ঐখানেই—ইসাবেলাকে অত কোমল ব'লে ব'লে তাকে সত্যিই ভঙ্গুর ক'রে তুলল। বলছিল: ওর সব চেয়ে রাগ হয় একজে কবিদেরই উপর—যেমন যখন শেক্সপীয়র তাঁর বজ্জাল কাথারিনার মুখ দিয়েও শেষটায় বলিয়ে নিলেন পুরুষ জাতের কামনাটিকে:

রমণি, রমণি লো! কোমল ঢল ঢল!—
হানিলে ফুলও ভূমে লুটাও বিহ্বল···
দুঃখ শ্রম গ্লানি
তন্বী দেহ খানি
বহে না;—
তেমনই হৃদয়ও কি তোমার সুপেলব
বাহির অন্তরে মিলিয়া সৌরভ
বিছায় সুষমার—
রূঢ় আঘাত বার
সহে না?" *

* "Why are our bodies soft, and weak, and smooth,
Unapt to toil and trouble in the world,
But that our soft conditions and our hearts
Should well agree with our external parts?"
—Taming of the Shrew

মসিয়ে বেনার একটু অসহিষ্ণু স্বরে ব'লে উঠলেন : "জানি তা জানি—এ-সব বাগ্বিতণ্ডা আমার অজানা নেই, আজ বিশবৎসর ধ'রে শুনে আসছি, এজন্য শেক্সপীয়রের কোমলিমা বা ইব্‌সেনের পরুষ কিছুরই নজির দিতে হবে না। আমি এমন কথাও বলি না যে ওফেলিয়ার দলই হ'ল ভ্রান্ত আর নোরার দলই হ'ল প্রফেট। এ সব হ'ল এক-একটা দৃষ্টিভঙ্গি, এবং প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু-না-কিছু সা আছেই। কিন্তু সব তর্ক শেষ হ'লেও একটা কথা কি বলা যায় না তুমিই বলো না—ইসাবেলার সেই তো তোমাকেই তার করতে হ'ল।' ব'লে একটু থেমে : "মেয়েদের কি সত্যই আশ্রয়ের প্রয়োজন—নীড় বাঁধা প্রয়োজন—পুরুষদের চেয়ে বেশি নয়? প্রকৃতির কি একটু ইসারা নেই যাতে নারী পুরুষের তুলনায় কোমল হয়?"

—"তা থেকে কি প্রমাণ হ'ল?"

—"প্রমাণ নয় মনামি। আমি তর্ক করতে কোমর বেঁধে আসিনি এ যাত্রা। তর্ক-স্পৃহা আমার মোলায়েম হ'য়ে গেছে—বিশেষ ক'রে আনা ও ইসাবেলার কথা ভেবে।"—বলতে বলতে বৃদ্ধের মুখ এল নরম হ'য়ে··তিনি থেমে চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন : "কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে, জীবনের দুঃখ বেদনা সব চেয়ে বেশি পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে নারীদেরই অনুভবে! না, অন্যভাবে বলি কথাটা : মনে হয় না কি যে ওদের মনের আয়নায়ই জীবনের গ্লানির প্রতিবিম্ব সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট পড়ে?"

—"আমি ঠিক ধরতে পারছি না আপনি—"

—"না, শুধু নরনারীর টান বা সেক্সের মোহ এইটুকুই না—আমি বলতে চাচ্ছি—ধ্যাঃ, কথাই খুঁজে পাই না ছাই কী ক'রে তোমায় বোঝাই ঠিক বলো তো?" ব'লে একটু থেমে হঠাৎ বললেন : "হয়েছে, খুব সূক্ষ্ম দাঁড়ি-পাল্লা দেখেছ তো—আমাদের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে?"

—"দেখেছি।"

—"আমার মনে হয় মেয়েদের মনের প্রকৃতির গঠন একটু ঐ ধরণেরই—সূক্ষ্ম। তাই যে-সব দুঃখ অমর্যাদা রূঢ়তার ব্যথাকে পুরুষ হেসে উড়িয়ে দিতে পারে সে-সবকে নগণ্য মনে করতে ওরা পারে না। অর্থাৎ, পুরুষের চেতনার দাঁড়িপাল্লায় একদিকে বেদনার ওজন একটু-আধটু বেশি-কম হ'লে ধরা পড়ে না, যেমন পড়ে মেয়েদের চেতনার ওজনে। তাই ওদের অভাব অনুভব আমাদের চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম। এটা আমরা পুরো বুঝি না ব'লে যখন অল্পেই ওরা প্রলয় বাধায় তখন ভাবি: কী সামান্য ঝাপটায়ই না করে ওরা ভরাডুবি! এবার বুঝছ কি ঠিক কী বলতে চাইছি আমি?"

স্বপন চিন্তিত সুরে বলল: "বোধ হয় একটু পারছি আজকাল মসিয়ে। বিশেষ ক'রে ইসাবেলার যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখার পর থেকে যেন··· কী বলব!···যেন দেখার পরিধিটা সামান্য বেড়ে গেছে—একটা অনেক-দিনকার-বোনা যবনিকা গেছে স'রে। গত দু'রাত ধ'রে কেবলই মনে হয়েছে—" ব'লেই ও যায় থেমে।

বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "বলো না মনামি, আমি ঠাট্টা করব না ভরসা দিচ্ছি।"

স্বপনও একটু হাসল, কিন্তু তার পরেই গম্ভীর হ'য়ে বলল: "এমন নতুন কথা কিছু নয় মসিয়ে, তবে মনে হচ্ছিল যে, মেয়েরা সংসারকে গ'ড়ে তোলবার দিকে—যাকে আপনি বলছিলেন এইমাত্র নীড়-বাঁধা—নিজেদের দেহ মন প্রাণের ঢের বেশি অংশ উৎসর্গ করে—পুরুষের তুলনায়। হয়তো সেইজন্যেই···আমার মনে হচ্ছিল ক'দিন থেকে ওদেরকে কঠোরভাবে, শুধু বিচারের দৃষ্টি দিয়ে মাপতে গিয়ে আমরাও ঠেকি দায়ে, ওরাও পায় দুঃখ। যেমন ধরুন না, চাং ও ইসাবেলার ক্ষেত্রে ঘটল।

ইসাবেলা ঢের বেশি ছেড়েছিল চাঙের জন্তে তবু সে মুখে বলত যে, কেউ কারুরই ভার হবে না, কিন্তু মসিয়ে, ঐ লেনদেনের দাঁড়িপাল্লায় একজন যদি ঢের বেশি দেয়—তবে সে অন্ততঃ খানিকটাও ফিরে না পেলে ওজনের গরমিলে সম্বন্ধটা একটু বেশি রকম কাৎ হ'য়ে না প'ড়ে পারে কি ?"

বৃদ্ধ সোৎসাহে ব'লে উঠলেন : "মনামি, প্রায় মানুষ হ'য়ে উঠেছ যে দেখি। কিন্তু এ কি শুধুই ইসাবেলা-চাং-সংবাদে ?" ব'লে চোখ মিট মিট ক'রে হেসে উঠলেন।

স্বপন অপ্রতিভ হ'য়ে একটু হাসবার চেষ্টা করতেই বৃদ্ধ তার পিঠে সজোরে এক চাপড় মেরে বললেন : "লজ্জা কি ভায়া ? আমি অনেক কিছুই কল্পনা করেছি গো করেছি। কিছু না হোক্, প্রায় আশি বৎসর ধ'রে আর্টের চর্চা করেছি তো।"

স্বপন অপ্রতিভ হেসেও সহজ সুরেই বলবার চেষ্টা করল : "কল্পনা করেছেন কতটুকুই বা মসিয়ে ?" কিন্তু কোত্থেকে যে ওর সুরে একটা উদাস সুর ওঠে বেজে !···

মসিয়ে বেনারের মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে গেল : "পার্দ মঁশের। এ-সব নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। আহা—বেচারি সন্ধ্যা ! ইসাবেলার চেয়ে কম দুঃখ তাকে পেতে হয়নি।"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে রইল।

বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন—যেন প্রসঙ্গটার মোড় ফেরাতেই : "তাই তো বলছিলাম যে এইমাত্র যে, সন্তান মেয়েদের মস্ত আশ্রয়। অন্ততঃ শিশুকে পেলে মেয়েদের অন্তর অনেক শূন্যতা ভরে তাদের দেহমনপ্রাণের শিশুমুখিতা দিয়ে। কিন্তু হয়েছে কি, পুরুষদের এ-প্রয়োজন তত বেশি নয় কি না, তাই সন্তানহীনা জননীর বেদনা তারা ঠিক তেমন ভাবে ধরতে পারে না।—

দায় পায়ে না ব'লেই মেয়েদের দাবি-দাওয়া তার কাছে খানিকটা পরিমাণে ভার হ'য়ে উঠতে বাধ্য।"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল: "কিন্তু সন্তান পেলে কি আনা—"

—"অনেকটা অর্থ পাবে বৈকি বৈকি থাকার।"

—"কিন্তু—"

—"এটা ভাবতে প্রণয়ীর একটু ব্যথা লাগে, না? কিন্তু ওদের দিকটাও না হয় একটু ভাবলে গো।—কম ব্যথা তো পায় না ওরা প্রেমে—অপণ্ডিত পুরুষের কাছে হাত পেতে। তাই ঐখানেই যে ওদের সব চেয়ে বড় ক্ষতিপূরণ মেলে।"

—"অর্থাৎ?"

—"আ-হা সব কথাই এত খুলে বললে রস থাকে কখনো? যদি কখনো তোমার সন্তান হয় তখন মিলিয়ে দেখো আসলে তোমার 'তাঁর' কাছে তুমি কতটা গৌণ ছিলে। নীৎশে ও ষ্ট্রিণ্ডবার্গ এই কথাটাকে একটু রূঢ়ভাবে বলেছেন ব'লেই লোকে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তবু তাঁদের কথাটা ভাববার নয় কি যে, নারীর কাছে পুরুষ হ'ল means—যার end হ'ল ঐ সন্তান?"

—"এ-ও কিন্তু আবার বাড়াবাড়ি মসিয়ে।"

—"তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—না! ওহে ভায়া, এ যদি না হ'ত তা হ'লে বিশ্বকর্ম্মা ওদের 'মেয়ে' নাম দিলেন কেন? একটা জড়ভরত, অকর্ম্মণ্য, কাঁদুনিসর্ব্বস্ব মাংসপিণ্ডকে অকারণ দিনের পর দিন পালন ক'রে, রাতের পর রাত লালন ক'রে মানুষের মতন একটা জীব দাঁড় করানো—উঃ!—এ-কাজ কি মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হ'ত মনে করো? না, যাদের দেহ মনের এতখানি শক্তি এই কাজে ক্ষয় করতে হয় তাদের এর পরেও সত্যিকার প্রেমের জন্যে কিছু উদ্বৃত্ত থাকতে পারে কখনো?"

—"দাঁড়ান, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি যে কী—তা সন্ধ্যাকে আজই দিচ্ছি ব'লে।"

—"সর্ব্বনাশ। অমন কাজটি কোরো না। জেনো মেয়েদের 'পুরুষ নও' বললে তাঁরা যত চটেন কানাছেলেকে 'পদ্মলোচন নও' বললেও সে তত চটে না। আমার সমস্ত রঙীন রোমান্স অমন ক'রে মাটি কোরো না মনামি—দোহাই।"

স্বপন হেসে বলল : "কিন্তু ভাণ ক'রে রোমান্স কতদিন চালাবেন শুনি?"

—"আরে—রোমান্সের একমাত্র খোরাকই ত ভাণ হে! সাফ্ সাফ্ কথা বলা মানেই ত রোমান্সের শ্মশানপর্ব্ব। নইলে মেয়েদের মেয়ে বললে তারা চটবেই বা কেন বলো?" ব'লে মসিয়ে বেনার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। স্বপনও সে হাসিতে যোগ দিল।

হঠাৎ দোরে আঘাত। মসিয়ে বেনার বললেন : "Entrez." *

সপ্রতিভা

সন্ধ্যা। মসিয়ে বেনার তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা হেলালেন। স্বপনও উঠে ইংরাজিতে বলল : "মসিয়ে—আমার তিনি—যাঁর সঙ্গে আপনি পরিচয় করতে এত ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন।"

মসিয়ে বেনার দুই হাত বাড়িয়ে সন্ধ্যার দুটি হাত টেনে নিয়ে অতি-পরিচিতের মতনই বললেন : "Bon soir Madame. †"

* আসতে পারো।

† শুভ রাত্রি, মাদাম।

সন্ধ্যাও অত্যন্ত সপ্রতিভ সুরেই বলল : "Bon soir Monsieur, omment vous portez-vous ? ‡

বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন : "Eh bien, vous parlez francais, hère Madame ! Vous avez un accent charmant—raiment." §

স্বপন হেসে ইংরাজীতে বলল : "ওকে ঠাওরান কি মসিয়ে? প্রতি ীক্ষায় ফার্স্ট হ'ন, সামান্য ফরাসী ভাষার উচ্চারণ দোরস্ত্ করা তো কান্ কথা ?"

সন্ধ্যা বাংলায় বলল : "থামঃ।" ব'লেই মসিয়ে বেনারের দিকে াকিয়ে ইংরাজিতে বলল : "মাফ করবেন মসিয়ে, আমার ফরাসী াষার দৌড় ঐ অবধি। তবে যেটুকু জানি সেটুকু জাহির করতে কার লোভ হয় বলুন ?"

মসিয়ে বেনার হেসে ইংরাজীতে বললেন : "বটেই তো। তবে মাকে অতি সলজ্জবদনে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ইংরাজী ভাষাটা মার অজানা না হ'লেও আমার উচ্চারণটা খুব—"

সন্ধ্যা টপ ক'রে বলল : "Mais vous avez un accent armant". *

বৃদ্ধ হো হো ক'রে হেসে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : "Vous ez une femme bien spirituelle mon cher, je vous en

‡ শুভরাত্রি মসিয়ে, কেমন আছেন ?

§ বাঃ—আপনি ফরাসী বলতে পারেন ! আর চমৎকার উচ্চারণ তো—সত্যি !

* কিন্তু আপনার উচ্চারণ ত চমৎকার !

félicite." † ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে ইংরাজিতে বললেন : "আপনাকে মিথ্যা কম্প্লিমেণ্ট দেবার জন্তেই যে আপনার উচ্চারণের সুখ্যাতি করেছি তা মনে করবেন না মাদাম সেন।"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "আমিই কি করেছি নাকি? কিন্তু সে যাই হোক আপনি আমাকে মাদাম সেন ব'লে না ডেকে সন্ধ্যা ব'লেই ডাকবেন। আনার চেয়েও আমি বয়সে ছোট।"

বৃদ্ধ খুসী হওয়া সত্ত্বেও বললেন : "ছোট হ'লেও প্রথম পরিচয়েই কি একেবারে নাম ধ'রে ডাকাটা সইবে?"

—"সইবে মসিয়ে, যেহেতু আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার মোটেই এই প্রথম নয়।"

—"আনা কাল থেকে অনর্গল বলেছে বুঝি আমার কথা?"

—"শুধু তাই নয়—আমার স্বামীর চিঠি আপনার কথায় প্রায় ভর্তি থাকত বললেই চলে।"

মসিয়ে রেনার ফরাসী কায়দায় হেঁট হ'য়ে সন্ধ্যার হস্ত চুম্বন ক'রে বললেন ; "Merci bien Madame—pardon—Sandha—সন্ধ্যা। ঠিক হয়েছে?"

সন্ধ্যা সস্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

স্বপন বলল : "জানো সন্ধ্যা, মসিয়ে রেনার এতক্ষণ আমাকে আমার বালিকা বধূটির সম্বন্ধে যত রাজ্যের প্রশ্ন ক'রে—মেয়েরা যাতে প্রেমিকা নয় ব'লে—"

—"বিশ্বাসঘাতক! গোপন কথা ব'লে দেওয়া? বিশেষতঃ যখন

† বাঃ—তোমার স্ত্রী যে দেখছি খাসা রসিকা—আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি এ জন্যে।

জানো তরুণীদের সামনে আমি কি রকম অজাতশ্মশ্রু কিশোরের মতন মুখচোরা হ'য়ে পড়ি !"

সন্ধ্যা হেসে ফেলল। পরে সস্মিত সুরে বলল : "আচ্ছা আচ্ছা মসিয়ে, আর বেশি হাটে হাঁড়ি ভাঙব না, ভয় নেই। কিন্তু তরুণীর সামনে আপনার আ লা কিশোর লাজুক হ'য়ে পড়ার কথাটা সত্য হোক বা না হোক—বাতগ্রস্ত পায়েও যে তার মতন জোর আসে এটা নিশ্চয়।"

সন্ধ্যা অনুতপ্ত সুরে বলল : "তাই তো মসিয়ে—আমার যে কথাটা এতক্ষণ মনেই হয়নি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প করছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি সম্প্রতি বাতে কষ্ট—"

—"সেজন্যে তোমার কোনো ত্রুটিই তো হয়নি মাল—সন্ধ্যা—আমারই তো আগে তোমাকে বসতে বলা উচিত ছিল।"

সন্ধ্যা কোমলকণ্ঠে বলল : "বসুন ঐ সোফার ওপরে—পা বেশ ছড়িয়েই বসুন—যদি তাতে আরাম পান। আমার সঙ্গে ভদ্রতা করলে কিন্তু ভারি রাগ করব।"

মসিয়ে বেনার অবিলম্বে সোফার ওপর পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে ব'সে বললেন : "ধন্যবাদ সন্ধ্যা। কিন্তু তা হ'লে কথা দিতে হবে যে তুমিও আমার সঙ্গে ভদ্রতা করবে না।"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "এতক্ষণের কথাবার্তার পরেও কি আপনার মনে ভয় হচ্ছে নাকি যে, আমি তা পারি—বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে ?"

—"Merci." *

—"Merci-র এতে কিছুই নেই। আমি দিমারে চ'ড়ে অবধিই

* ধন্যবাদ।

মনে মনে মুসাবিদা করছি—আপনার সঙ্গে এমন সুরে কথা বলব যাতে বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি 'শকড্' হ'য়ে যান।"

—"কেন বলো তো! তোমার কি ধারণা যে, বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব—"

—"আপনার ছাত্রটি সেই শ্রীমতী তুর্কীনীর সম্পর্কে—যাঁকে আল্‌গোছে পিয়ানো শিখিয়েছিলেন—আপনার অভিজ্ঞতা আমাকে লিখে জানিয়েছেন মনে রেখে তবে পর্দানশীনদের সম্বন্ধে কম্প্লিমেণ্ট দেবেন কিন্তু।"

মসিয়ে বেনার হেসে উঠলেন। তারপর স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "ও—ভেতরে ভেতরে বুঝি এইসব কথা-চালাচালি চলছিল এতদিন?"

স্বপন হেসে বলল: "যদি চ'লেই থাকে তবে আপনার না-রেগে তো কৃতজ্ঞই হওয়া উচিত মসিয়ে, নয় কি?"

—"কেন শুনি?"

—"নইলে পর্দানশীনা কি মুহূর্তের আলাপে আপনার সঙ্গে নিরবগুণ্ঠার মতন ব্যবহার করতে পারতেন?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "বলেছ ভালো সেন, তোমার সাত খুন মাফ।" স্বপন ও সন্ধ্যা হেসে পরস্পরের দিকে তাকায়।—ঘরের মধ্যে এমন একটা সহজ অনাড়ম্বর হৃদ্যতার সুর বেজে ওঠে!……

হাসি থামলে মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "আনা কোথায় সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যার মুখের ভাব কেমন যেন বদ্‌লে যায়। দুজনের চোখে পড়ে—ও চেষ্টা করছে মুখের ভাবকে সহজ রাখতে—কিন্তু পারছে না।…ঘরের মধ্যে মুহূর্তকালের জন্যে একটু আড়ষ্ট ভাব যেন ঘনিয়ে এল। কিন্তু সন্ধ্যার ভাবান্তর রইল না। সে একটু বাদেই সহজ সুরে বলল: "আনেৎকে দুধ খাইয়ে আসছে। ও-হো—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম

আমাকে সে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, আপনি আনেৎকে এখন দেখতে চান কি না? তা হ'লে সে তাকে ঘুমপাড়াবার আগে এখানে নিয়ে আসবে।"

—"এর মধ্যেই উৎসাহ যে তারা-সপ্তকে চড়েছে দেখছি। বেশ তো, আসুক না।—যদিও সদ্যোজাত শিশুর মতন কিম্ভূৎকিমাকার জীব জগতে মেলা ভার—তবু কিম্ভূতকিমাকার হ'লেও তার চিত্তাকর্ষক হবার তো বাধা নেই—বিধাতার খামখেয়ালির নমুনা হিসেবে।"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল: "তা হ'লে আর এনে কাজ নেই।"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ করুণার হাসি হেসে স্বপনের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে চেয়ে বললেন: "দেখছ তো সেন, ঠিক বলেছিলাম কি না? মেয়েরা যদি শিশুকে পুরুষের মতন সহজ চোখেই দেখতে পারবে তবে তাদের মেয়ে বলেছে কেন?"

সন্ধ্যা আরও রাগ ক'রে বলল: "কিন্তু যোগ্যতম পুরুষকেও জন্মাবার সময়ে ঐ অযোগ্য মেয়েদেরই কাছে করুণভাবে হাত পাততে হয় এখনো—সেটা ভুলবেন না তাই ব'লে।"

মসিয়ে বেনার করুণ স্বরে বললেন: "অত রাগ কোরো না সন্ধ্যা—তা হ'লে আমার গতি কী হবে বলো?"

স্বপন বলল: "সামলান এখন ঠেলা!—পেলেন তো খানিকটা স্বাদ বালিকা-বধূর প্রতাপের?"

—"এটুকু স্বাদে কি আশ মেটে বন্ধু, না প্রাণ ভরে? অন্ততঃ তোমাদের প্রেমালাপটা একদিন আড়ি পেতে না শুনলে বয়স্কালাজ্ঞিনীর প্রতাপের দৌড়-সম্বন্ধে ধারণাটা যে আবছা থেকে যাবেই যাবে।"

সন্ধ্যা বলল: "তা হ'লে না হয় ধারণাটাকে স্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্যেই একবার চলুন না আমাদের দেশে?"

স্বপন সোৎসাহে বলল : "সত্যি মসিয়ে যাবেন ? নেহাৎ এয়ারোপ্লেনেই পাড়ি দিন না একবার আমাদের সঙ্গে।"

বৃদ্ধ করুণভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন : "এ-বয়সে এয়ারোপ্লেনের ধুন্দ্বা যদি ধাতে সয়, তোমাদের দেশের অন্তঃপুরিকাদের চাহনি ও বাক্যবাণ দাপট সইবে না কখনোই।—কিন্তু ঠাট্টা যাক—আমার সত্যি ভারত যাবার ভারি ইচ্ছে করে আজকাল—জানো ? তাই বেশি পীড়াপীড়ি কোরো না যেন, হঠাৎ তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেও ফেলতে পারি

স্বপন ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গেই ব'লে বসল : "বেশ তো।"

মসিয়ে বেনারের সুর গম্ভীর হ'য়ে গেল, বললেন : "হয়তো সত্যি যেতাম এবার—যদি না শীঘ্রই একবার আমেরিকায় যাওয়ার দরকার থাকত আনাকে নিয়ে।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে বলল : "সে কি ? আপনার আনাকে নি আমেরিকা যাবার এ-প্ল্যান তো শুনিনি কখনো ?"

—"আরে বন্ধু—সব প্ল্যানই কি মানুষের কাছে অসময়ে ফাঁস কর আছে ? আমি দু-একটা তারও করেছি কাল—দু-একজনকে। তো এখনো নিশ্চিত ক'রে বলতে পারিনে—আমার তারের উত্তরের ও অনেকটা নির্ভর করছে। বিশেষ ক'রে চাডের মনস্থির করার ওপর সে যদি যায় তবে আমরাও যাব—এইরকমই ভাবছি।"

খানিকক্ষণ কেউ কথা কইল না। ঘরের মধ্যেকার সহজ হাওয়া যে একটু জমাট হ'য়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যা প্রথম কথা কইল : "শুধু দেশ দেখতে ?"

—"হ্যাঁ তা-ও বটে—আর আনাকে জগৎটা দেখাতেও বটে তা ছাড়া আমেরিকায় আমার একটি যৌবনের বান্ধবী আছেন—কাজে ওখানে আতিথ্য-গ্রহণেরও একটু সুবিধে আছে।"

স্বপন হঠাৎ বলল : "তা হ'লে আমাদের দেশ দিয়েই সুরু ক'রে ওদেশে ঘুরে যান না কেন ? আপনি যদি যান তবে আমরাও সঙ্গ নিই।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "এ যাত্রা বোধ হয় তা হবে না। তবে আমেরিকা হ'য়ে ভূপ্রদক্ষিণ করার একটা বাসনা আছে। হয়তো সে-সময়ে জাপান ও জাভা হ'য়ে তোমাদের ওখানে অতিথি হ'তে পারি—যদি ভরসা দাও অবিশ্যি।

সন্ধ্যা বলল : "ভরসা খুবই দিতে পারি—যদি আপনিও ভরসা দেন যে, নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা রাখবেন। উড়ো-কথার বেসাতিতে আমার শ্রদ্ধা নেই। আমি নিশ্চিতের পসারিণী।"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন : "কথা আঙ্ক ক'রে আদায় করতে হবে না সন্ধ্যা। কারণ এ-কথা অন্ততঃ এখন অসঙ্কোচে বিশ্বাস করতে পারো যে, তোমাদের দেশের ওপর লোভ আমার দশগুণ বেড়ে গেছে। সেন জানে, সমস্ত দিনরাতের মধ্যে সন্ধ্যাদেবীর সোনালি সন্ধিলগ্ন আমার কত প্রিয়—তার ওপর আবার তোমাদের দেশের বাসন্তী সন্ধ্যা। কাজেই এক্ষেত্রে কথা দেওয়াটাই কি বাহুল্য নয় ?"

সন্ধ্যা সস্মিত সুরে বলল : "ফরাসী কম্‌প্লিমেণ্টের প্রকৃতি-সম্বন্ধে আমাকে যতটা অজ্ঞ ভাবছেন আমি কিন্তু ঠিক ততটা অজ্ঞ নই মসিয়ে—"

মসিয়ে বেনার তার একখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন : "কম্‌প্লিমেণ্ট নয় শেরি, চাঁদের আলো প্রথম দেখা দেয় কি সন্ধ্যাবেলায়ই নয় ? না, দিনের আলোয় রঙীন স্বপন ফোটে কখনো ?"

সন্ধ্যার গালে প্রথম রক্তিমাভা দেখা দিল। সে লজ্জা চেপে তাড়াতাড়ি বলল : "ও-হো—আনাকে যে আমার ব'লে আসার কথা। সে হয়তো আমার দেরি দেখে ভেবে বসেছে আপনি তার আদরিণীটিকে

দেখতে মোটেই উৎসুক নন। হয়তো সে অভিমানে তাকে এতক্ষণ ঘুম-পাড়িয়েই ফেলেছে। তবু দেখি।" ব'লে সে উঠে দাঁড়াল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "আরে করো কি শেরি? তুমি এসময়ে গেলে চলে? বোসো বোসো। আমিই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।" ব'লে তিনি হাত বাড়িয়ে পাশে চেম্বার মেডের ঘন্টার বোতাম টিপলেন।

* *
*

চেম্বার মেড এসে হাজির হ'তে তিনি বললেন: "মাদামকে বলবে—যদি তাঁর মেয়েটি ঘুমিয়ে প'ড়ে না থাকে তবে তাকে নিয়ে এ ঘরে এলে ভারি খুসি হব? কিন্তু যদি ঘুমিয়ে প'ড়ে থাকে তবে বোলো: আমিই গিয়ে দেখে আসব।···Merci."

চেম্বার মেড অভিবাদন ক'রে নিষ্ক্রান্ত হ'লে মসিয়ে বেনার তাঁর পাইপটি যেন অন্যমনস্ক ভাবেই ধরালেন। স্বপন ও সন্ধ্যা একবার মাত্র পরস্পরের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। সন্ধ্যা সামনের নীল-ঝিলিমিলি ঝাড়টার নীল-পীতাভ বিজ্‌লি বাতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। স্বপনের দৃষ্টি পড়ল বাইরের সমুদ্রের দিকে। একখণ্ড ছাই-পাণ্ডুর মেঘ চাঁদকে চোখ ঠারছে। নিচে তাদের পানে চেয়ে—একখণ্ড ছায়াদ্বীপ। ঠিক ডিমের মতন আকার · কী স্নিগ্ধ।···তারপর পাশেই সোনার আলো ঝলমল করছে।···দ্বীপটিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছে যেন দিগন্তের এক মেঘের নেয়ে অদৃশ্য হাওয়ার গুণ টেনে।···

সে গতির সঙ্গে সাগর-বক্ষের ঝিকিমিকি যেন সাথে সাথে চলে গান তুলে—শান্ত কল্লোলের মন্দাক্রান্তা তালে তালে।···

* *
*

নিস্তব্ধতা ভাঙল স্বপন : "আমেরিকা যাওয়া-সম্বন্ধে চাঙের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল কবে ?"

প্রশ্নটা স্বপনের নিজের কানেই কেমন যেন অসংলগ্ন মতন শোনায়। মসিয়ে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন : "হঠাৎ এ-প্রশ্ন ?"

—"এম্‌নিই।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "চাং বলছিল যে, ইসাবেলাকে নিয়ে আমেরিকা গেলে হয়তো···বুঝ্‌ছ তো ?—বাটনের হাত থেকে ওকে—কী ? সন্ধ্যাকে সব বলেছ তো ?"

স্বপন মৃদুস্বরে বলল : "বলেছি।" সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে বলল : "আমার সামনে যদি এ-সব বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা কইতে আপনাদের—"

মসিয়ে বেনার তার হাতের 'পরে স্নেহের চাপ দিয়ে বললেন : "কিছু আপত্তি নেই শেরি—যদি কেবল তোমার আপত্তি না থাকে।"

—"আমার আপত্তি থাকবে কেন ?" সন্ধ্যা প্রশ্নটা করেই মুখ নিচু করল।

মসিয়ে বেনার তার দিকে তাকিয়ে বললেন : "বুঝতে কি পারো না ?"

সন্ধ্যা তেমনি ভাবেই বলল : "না।"

ওর স্বরের মধ্যে কী যেন একটা চাপা ক্ষোভের রেশ···মসিয়ে বেনার একটু ইতস্তত ক'রে বললেন : "জানো তো শেরি—"

সন্ধ্যা বাধা দিয়ে বলল : "জানি মসিয়ে! কেবল আমার অনুরোধ, আমাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু ভাববেন না। ফুলের ঘায়েও কিছু আমি মূর্চ্ছা যাই না।"

মসিয়ে বেনার কোমলকণ্ঠে বললেন : "জানি সন্ধ্যা। তবে কি

জানো ? এ-সব আলোচনায় কখন যে আচম্‌কা কী প্রসঙ্গ এসে পড়ে—বুঝলে না ?"

সন্ধ্যা তেমনি অবিচলিত কণ্ঠেই বলল : "বুঝেছি মশিয়ে। বিশেষ এ-কয়দিনে। কিন্তু—" ব'লে থেমে বলল : "এ-সবে বাজে কি কেবল মেয়েদেরই ?"

স্বপনও মুখ নিচু করল। কী যে বিশ্রী একটা অস্বস্তির গুমট···মশিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে একবার চেয়েই অন্যমনস্ক হ'য়ে কী যে ভাবতে থাকেন !···

* *
*

বৃদ্ধ বললেন : "এজন্যে তোমার ক্ষোভ আমি কল্পনা করতে পারি পেরি। কিন্তু মানুষ এসব বিষয়ে···খোলাখুলি আলোচনা করতে···বুঝলে না ?" ব'লে কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন : "তবু আমি সত্যিই অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করেছি যে এ-বিষয়ে সকলে মিলে খোলাখুলি কথাবার্তা কইব আজ।—অবশ্য যদি তোমার এবং—" ব'লে ফের থেমে বললেন : "অর্থাৎ তোমাদের দুজনের ও আনার আপত্তি না থাকে।"

সন্ধ্যা বলল : "আনার ও আমার আপত্তি নেই। তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ খোলাখুলি কথাবার্তা হ'য়ে গেছে।"

স্বপন বিস্মিত জিজ্ঞাসুনেত্রে ওর দিকে তাকাতেই সন্ধ্যা বলল : "পরশু। নানা মারা যাওয়ার পর সমস্ত রাত আমরা ছিলাম জেগে।" ব'লে একটু ইতস্তত ক'রে বলল : "আনার সে কী কান্না ! তাইতেই হয়তো ওর মনের আগল গেল খুলে। অন্তত আমরা পরস্পরকে হয়তো একটু চিনতে পেরেছি—এই সূত্রে।"

মসিয়ে বেনার ও স্বপনের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। বৃদ্ধ বললেন: "কী না?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল: "হয়তো ভালোই হবে।"

সন্ধ্যা দৃঢ়স্বরে বলল: "হবে। যদি তুমি ও আনা প্রথম থেকেই বিষয়ে আমার কাছে খোলাখুলি আলোচনা করতে—তা হ'লে আরও গেই ভালোটা হ'ত।"

মসিয়ে বেনার ওর হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ স্বরে লেন: "ছি শেরি, রাগ কোরো না। এ-সব ক্ষেত্রে সহজ আচরণের য়ে কঠিন কাজ যে দম্পতীর মধ্যে কমই আছে এ-কথা হয়তো তুমি আজ বে না, কিন্তু—"

—"কেন আমাকে এত শিশু মনে করছেন মসিয়ে যে আমি কছুই—"

—"মোটেই না শেরি, তোমার মনটি পরিণত ব'লেই যে কুণ্ঠা। নে করো কি যে, এ-যুগের—অর্থাৎ—নানান্ সংঘর্ষে প'ড়ে যে তোমার তন বুদ্ধিমতী মেয়ে শিশু থাকতে পারে না তা আমি বুঝি না? না, টুকু জানবারও বয়স আমার হয়নি যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণ ও নিবিড় ভিজ্ঞতার প্রসাদে আমাদের মন দেহের বয়সকে ছাড়িয়ে যায় হু হু 'রে?—কিন্তু—মাপ কোরো সেন,—" ব'লেই সন্ধ্যার পানে ফিরে লেন:

"এক্ষেত্রে যে দাম্পত্য অপরাধ করে তার কুণ্ঠা, তার ভাববৈপরীত্য, তার বিদ্রোহ, বিদ্রোহের পরে অনুতাপ, অনুতাপের পরে ফের আত্ম-মর্পণ—তারপরে আবার সেই বিদ্রোহের পুনরভিনয়—এবং সবশেষে একটা অভ্যাসগত শান্তি—এ-সব ব্যাপার এতই জটিল ও দুরবগাহ যে, এ-ঘূর্ণিতে যে পড়েনি সে কখনই সে-আবর্তকে কল্পনায় বুঝে নিতে পারে

না। চাং পরশুই বলছিল আমাকে যে ও নিজে প্রথম ইসাবেলাকে বুঝতে শেখে: এঞ্জেলার প্রতি একটু আকৃষ্ট হওয়ার পরে। আর তাইতো ওদের আজ পুনর্মিলন একটু সহজ হ'য়ে এসেছে।"

স্বপন বলল: "সে কি? তবে কি চাংও—" ব'লেই থেমে গেল।

মসিয়ে বেনার একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন: "ঠিক তোমার মতন অতটা নয়।" ব'লে আর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন: "তার একটা সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল—ওদের টানটা দেহের চৌকাটেই গিয়েছিল থেমে—নানা কারণে। তাই ওকে সে-ঘূর্ণির মধ্যে পড়তে হয়নি—না—" ব'লেই থেমে নিয়ে তাঁর অভ্যস্ত বিদ্রূপী ভঙ্গিতে বললেন: "যে ভুক্তভোগী সেই জানে মনামি, যে, নরনারীর টানের শান্ত সমুদ্রে চক্ষের নিমেষে কী প্রলয় জেগে ওঠে ঐ একটুখানি দেহ-মলয়ের কল্যাণে! সভ্যতার প্রসাদে আমাদের এমনি প্রকৃতিই গ'ড়ে উঠেছে যে, প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা সবকেই হজম করতে পারি—কেবল যদি প্রেমটা অর্থাৎ কিনা সত্যি প্রেমের কোঠায় এসে না পড়ে। অর্থাৎ যদি উদ্ভট প্লেটনিক হয় তবে উদারতার সীমা থাকে না—"

দোরে হঠাৎ আঘাত।···

আনা।

তিনজনেই উঠে দাঁড়ায়।

* * *

কী পাণ্ডুর যে দেখায় ওকে!···স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।··· আনার সঙ্গে হয় চোখোচোখি। ওর মুখে এক ঝলক রক্ত দীপ্ত হ'য়ে উঠেই নিভে যায়। স্বপন চোখ ফিরিয়ে নিতে যেতেই চোখে পড়ে সন্ধ্যা একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে। ওদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই

সে-ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। স্বপনের মনে হয় তার নিজের বুকে বুঝি আর রক্ত নেই : সবটুকু যেন ঘাড়ের পাশ দিয়ে···কানের পাশ দিয়ে···কপাল বেয়ে শির্ শির্ ক'রে মাথায় উঠছে।···এত তুচ্ছ ঘটনায় এত উত্তেজনা যে কেন আসে?···বললেই কি কেউ বিশ্বাস করবে?—বলবে গল্প—কল্পনা...। হায়রে!—স্বপন ভাবে।

তর্কালোচনা

আনা মসিয়ে বেনারকে ধরে জড়িয়ে। তিনি তার দুই গালে দুটি চুম্বন দিয়ে তার কটিবেষ্টন ক'রে বললেন : "Tu as bonne mine ma petite!" *

—"হ্যাঁ—আমার শরীর খুব সেরেছে।"

মসিয়ে বেনার অতর্কিতে প্রফুল্ল সুরে ব'লে ফেললেন : "তা তো সারবেই শেরি, বেড়াতে এসে রাতারাতি মা হ'য়ে পড়লেও যদি শরীর না সারে তবে সারবে কিসে?"

স্বপনের কর্ণমূল ঈষৎ রক্তিমাভ হ'য়ে ওঠে। সন্ধ্যা ব্যালকনির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আনার গালে কপালে কে যেন ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে···সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে : "শ্—শ্।"

বৃদ্ধ কথাটা ব'লেই ভারি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন। থতমত খেয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন : "Pardon—Madame—c'est que" †

* তোমার চেহারা যে ভারি ভালো দেখছি লক্ষ্মী মেয়ে!

† ক্ষমা কোরো মাদাম—এটা শুধু—

ব'লেই থেমে গেলেন। ক্ষমা চাওয়ায় ব্যাপারটা কেমন যেন আরও ঘোরালো হ'য়ে ওঠে!...

সমস্ত ব্যাপারটা যেন বিজ্‌লির মতন নিমেষে খেলে যায়...এই একটা কথায় মুহূর্ত মধ্যে প্রত্যেকেই ঘরের অপর কয়জনার অস্বস্তিকর উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে ওঠে!...কী গুরুভার সচেতনতা সে! ...একটা মাত্র সহজ কথার অপেক্ষা—অথচ কারুর মুখ দিয়েই সেটা বেরোয় না!...

শেষটায় আনা মুখ তুলে যেন জোর ক'রেই বলে: "আনেৎ ভারি কাঁদছিল তাই আনতে পারলাম না—ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম।"

মসিয়ে বেনার একটু সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করলেন: "বেশ করেছ।" কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে অপ্রতিভ বেসুরটুকুর রেশ এত স্পষ্ট হ'য়ে ধ্বনিত হয়!...

এবার সন্ধ্যা কথা কইল—আশ্চর্য রকম সহজ সুরে: "আনা, মসিয়ে কি বলছিলেন জানো?—যে, সদ্যোজাত শিশুর মতন কিম্ভূতকিমাকার জীব নাকি এ-জগতে দুটি নেই এবং মেয়েরা একান্তভাবে মেয়ে ব'লেই নাকি এমন জীবকেও দেখে সুন্দর।"

আনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে: "এমন রুচি নইলে কি আর চিত্রকর হয়? না, ফুলের মতন শিশু ছেড়ে যত অপদার্থ তোমরাও-তোমরাওদেরকে আঁকার ভূতের বোঝা ব'য়ে ব'য়েই বেড়াতে হয় সারা জীবন?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "কিন্তু এ ঘোর অবিচার! শিশু যে সুন্দর হ'তে পারে না এ-কথা আমি বলিনি—আমি বলেছি সদ্যোজাত শিশুর কথা—যখন তার সঙ্গে একতাল থকথকে দগদগে লোল মাংসপিণ্ডের কোনো তফাৎই থাকে না—"

আনা কুপিতস্বরে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল: "কক্ষনো ও আমার

কথা বলতে দেব না শিশুদের সম্বন্ধে—তা ব'লে রাখছি। যার যে-বিষয়ে চোখ নেই, দরদ নেই তার আবার সে-বিষয়ে মত-প্রকাশ করার বিড়ম্বনা কেন ?"

মসিয়ে বেনার হাসিমুখে বললেন : "এ যে একতরফা ডিক্রিজারি আনা। সদ্যোজাত শিশু দেখতে সুন্দর কি না সে-বিচারের ভার নেবে কি মা'র চোখ ?"

স্বপন বলল : "ঠিক কথা। এ-বিচারের সব চেয়ে যোগ্য লোক যদি কেউ এখানে থাকে তবে সে আমি।"

সন্ধ্যা বলল : "কখ্খনো না। আমি।"

স্বপন বলল : "কোন্ যুক্তি বলে, মহারাণী ?"

সন্ধ্যা বলল : "শিশু-সম্বন্ধে পুরুষদের রায় নামঞ্জুর ব'লে। শুধু সমালোচনার নির্মায়িক দৃষ্টি দিয়ে রসবস্তুকে কোনো দিনই কেউ বুঝতে পারেনি ব'লে।"

স্বপন বলল : "কিন্তু এর উত্তরে যদি বলি যে, শুধু সেন্টিমেন্টেও হয় উলটো উৎপত্তি—রসবস্তুর ভোগ হ'য়ে ওঠে ভাববিলাস ? কি বলেন মসিয়ে ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "না—আমি এ-তর্কে সন্ধ্যার দিকে। অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা দেখাতেও হ'তে হয়।"

আনা বলল : "কৃতজ্ঞতা ? কিসের ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "ও আমার খানিক-আগের প্রগলভতা নিজের আত্মকর্তৃত্বের গুণে সেরে নিল দেখেও এ-প্রশ্ন ?"

স্বপন হেসে বলল : "সন্ধ্যা, কানে আঙুল দাও, কানে আঙুল দাও,—জানো তো আমাদের শাস্ত্রে বলে পরের নিন্দা, নিজের প্রশংসা কানে শোনা মহাপাপ !"

সন্ধ্যা বলল : "ঈশ্—ভূতের মুখে রামনাম! উনি পাড়েন শাস্ত্রের দোহাই!"

স্বপন হতাশ ভাবে বলল : "হায় রে—শাস্ত্র তো মানেই না, তার উপর সতীর স্বামীকে অমানুষ অপবাদ! ধরণী দ্বিধা হও।"

সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে বলল : "দেখুন তো মসিয়ে, অন্যায়টা একবার! এত কাণ্ডের পরে কিনা আমার কাছ থেকে এ-আদর্শ হিন্দু পতিটি সতীপনা করছেন দাবি!"

আনা মুখটা একটু আড় ক'রে বসে আলো থেকে। স্বপন বিপন্ন হাসি হাসে। মসিয়ে বেনার পর পর ত্রয়ীর মুখের পানে চেয়ে বললেন : "কথাটা তুমি মিথ্যা বলোনি সন্ধ্যা। তবে কি জানো? ইজিপ্ট স্পেন-টেনের মতন সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশে লাফ দিয়ে প'ড়ে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাতে হ'লে তোমাদের মামুলি নিরীহ পতিপনা চলে কি? বেচারির 'পরে অবিচার কোরো না—একটু দাও রাশ ছেড়ে।"

কথাটা অনুপস্থিতার দিকে বেঁক নিতে সকলেই যেন আরাম পায় একটু।

আনা মুখ ফিরিয়ে যথাসম্ভব প্রফুল্লস্বরে বলে : "খুব সত্যি কথা, বিশেষ যখন ভারত হ'ল এখনও—আ লা বৈদিক—আধ্যাত্মিক। লাফটা দিতে হয়েছে বেচারিকে প্রায় তোমাদের সেই লঙ্কাকাণ্ডকারীর মতন, না স্বপন?"

স্বপন হেসে বলল : "কিন্তু তার চেয়েও প্রচণ্ড লাফ দিতে চাচ্ছিলেন যে তোমার অভিভাবকটি স্বয়ং—আনা জানো কি? চাচ্ছিলেন এরোপ্লেনে ক'রে আমাদের দেশে হু-শ্ ক'রে উড়ে যেতে।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন : "আমার দোষ নেই কিন্তু সন্ধ্যা, এক্কে খোদ

কর্ত্রীর নিমন্ত্রণ তার উপর কর্তার ব্যঙ্গবাণ। শেষটায় হয়তো সত্যিই দেব পাড়ি তোমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে।"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "ভয় দেখাচ্ছেন কাকে মসিয়ে? আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—শুনে থাকবেন হয়তো। এমন মেয়ে আছে কি—যে পুরুষদের দিয়ে এ-সত্য ক'রে নিতে ভয় পায়?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "মৃত্যুর কথা বলতে পারিনে সন্ধ্যা, তবে যদি পাপের কথা বলো তো তোমার মতন শ্রীমুখের একটি ডাকে সারা-জীবনের পুণ্যি দিতে পারি জলাঞ্জলি।"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "সত্যি পারেন? তিন সত্যি?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "পারি, কেবল একটি সর্তে।"

সন্ধ্যা বলল: "কথা?"

—"যে, সে-শ্রীমুখের সিঁথেয় সিঁদুর থাকবে না। যে সব মেয়ে, সে সব চাইবেও তো—এইমাত্র বলছিলাম আমরা, না সেন?"

স্বপন হেসে বলল: "কিন্তু ফস্ ক'রে তাই ব'লে অতটা কবুল ক'রে ফেলবেন না মসিয়ে। কারণ প্রথমতঃ সীমন্তিনীদের নোঙর থাকার দরুণ বিপদ একটু কম। দ্বিতীয়, অ-সীমন্তিনীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করা যত সহজ ঠাসাঠাসি ঘরকন্না করা ঠিক ততটা নিরাপদ না হ'তেও পারে মনে রাখবেন। তাই আমেরিকায়ই যান বরং। ভুক্তভোগীর কথা শুনুন।"

মসিয়ে বেনার এ-কথার উত্তর দেবার আগেই আনা বলল: "আমেরিকায় যাচ্ছেন না কি মসিয়ে? কই, আমায় তো কিছু বলেননি?"

—"আরে, বলবার ফুর্সৎ পেলাম কই?"

—"যাবেন কবে?"

মসিয়ে বেনার আনার গাল টিপে দিয়ে বললেন: "স্থির এখনো

করিনি—তবে খোঁজ-খবর নেওয়া সুরু করেছি সবে দিন দুই।" ব'
একটু থেমে প্রফুল্ল সুরে বললেন : "তুমি আসবার একটু আগেই আমাদে
এ-বিষয়ে কথা হচ্ছিল। একবার যাবে আমেরিকায় আনা? আম
এইমাত্র বলাবলি করছিলাম যে তুমি এলেই এ-বিষয়ে একটা খোলাখু
আলোচনা ক'রে যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। সন্ধ্যাও তাই চায়
কি বলো?" আনার মুখে ঈষৎ রক্তাভা দেখা দিল, কিন্তু সে আত্ম
সংবরণ ক'রে বেশ সহজ সুরেই বলল : "আমারও ইচ্ছা খোলাখু
কথাবার্ত্তা কওয়ার—কেবল—" ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলল
"যদি—"

সন্ধ্যা ঈষৎ আহত সুরে বলল : "তোমাদের সকলেরই দেখ
ভাবনা হয়েছে আমাকে নিয়ে। যেন সকলেই এ-বিষয়ে খোলাখু
আলোচনা করতে সক্ষম—এক দুর্ব্বল আমি ছাড়া। কাজ নেই তোমাদে
অত সঙ্কোচের। আমি না থাকলে যদি তোমাদের খোলাখুলি আলোচ
একটুও সহজ হয় তবে আমি আর তোমাদের বাধা হ'য়ে থাকব না
এক্ষুনি আমি যাচ্ছি—তোমরা খুব স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা ক'য়ে [illegible] হও।"
ব'লেই উঠে দাঁড়ায়।

মসিয়ে বেনার খপ্ ক'রে এক হাতে ওর একটা হাত চেপে ধ'রে টে
নিজের কাছে এনেই অপর হাতে তার কটিবেষ্টন ক'রে বললেন
"তোমাকে কী যে ঠিক বলব সন্ধ্যা, ঠাউরেই উঠতে পাচ্ছি না, সত্যি।—
যদিও বুঝতে পারছি—কেন—" ব'লেই হেসে : "বোসো শেরি, একটু
ঠাণ্ডা হ'য়ে আলোচনা করি এসো না কেন—এই সোফাটাতে শুধু আমর
দৌঁহে। বলো তো, আর সবাইকে বলি বেরিয়ে যেতে?"

সন্ধ্যা বসল। বৃদ্ধ তার মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন
"আচ্ছা ক্রমাগত এ-কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন বলো তো যে, তোমাকে

আমরা এড়াতে চাচ্ছি, বা অযথা দুর্বল মনে করছি, বা ওম্নিতর একটা কিছু? বিশ্বাস কোরো শেরি, আমরা বুঝি যে, আমাদের সঙ্কোচে তোমার মনে আঘাত লাগাটা অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু তুমিও একটু বুঝলেই বা—আমাদের সঙ্কোচটা আসে কেন—তা সত্ত্বেও?"

সন্ধ্যা সাভিমানে বলল: "কেন যে আসে আপনারাই জানেন।"

মসিয়ে বেনার স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললেন: "শুধু আমরাই না, আমাদের দিক থেকে একটু দেখবার চেষ্টা করলে তুমিও জানতে, দেখতে পেতে স্পষ্ট।"

—"কী?"

—"যে, এ-সব বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা কওয়াটা থিওরিতে যত সহজ কাজে তত নয়।"

এ-নরম সুরে সন্ধ্যার চড়া সুর একটু খাদে নেমে এল: "কিন্তু এতই কী শক্ত?"

. মসিয়ে বেনার মৃদু হেসে বললেন: "সন্ধ্যা, অন্ততঃ একটা জিনিষ হয়তো তুমি মানবে: যে, আমি জীবনে তোমার চেয়ে একটু বেশি দেখেছি। জ্ঞানের দোহাই পাড়ছি না—লক্ষ্মীটি, উপদেষ্টা ভেবো না আমাকে—কিন্তু শুধু বয়সেও কিছু বুঝবার ক্ষমতা তো হয়। মানো কি? না, এটাও অগ্রাহ্য?"

সন্ধ্যা একটু হেসে বলল: "কী যে বলেন! আমি কি বলছি যে আমার অভিজ্ঞতা আর আপনার—"

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন: "তা হ'লে আমার অভিজ্ঞতার এই এজাহারটি একটু মন দিয়ে শোনো অন্ততঃ: যে, সাহসিক হ'তে চাওয়াটা কল্পনার 'ঘরে' যতটা সহজ বাইরের 'কর্মায়' ঠিক ততটা সুসাধ্য নয়।"

সন্ধ্যা বলে : "এর সদর্থ তো এই যে, আমি এ-বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্ত্তা কইতে চাচ্ছি নিছক ঝোঁকের মাথায়—না বুঝে ?"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ভেবে দেখ তো। নিছক ঝোঁক না হ'লেও ঝোঁক কি এর মধ্যে একটুও নেই—রাগ কোরো না—আমি তোমায় জেরা করছি না—"

সন্ধ্যা বাধা দিয়ে বলল : "তা জানি, কিন্তু ঝোঁকটা কি সত্যিই এত খারাপ জিনিষ সব সময়ে ?"

—"সব সময়ে কে বলছে ?—কে না জানে বলো যে ঝোঁক বা আবেগ দিয়ে এমন অনেক অসাধ্য-সাধন করিয়ে নেওয়া যায়—ঠাণ্ডা রক্তের যুক্তি-তর্ক যার নাগাল পেতেই পারে না। কিন্তু একটা জীবনের পথ-নির্দ্দেশে কি তা ব'লে ঝোঁককেই দিশারী ব'লে মেনে চলে কেউ—না, চলা উচিত ?"

সন্ধ্যা বললঁ : "তা কেউ বলে না। কিন্তু—না—থাক"।

—"কী ? থামলে যে ?"

—"প্রশ্নটা করতে পারি যদি কিছু মনে করবেন না কথা দেন।"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "মনে-করা-করির মতন রোমান্টিক গরম রক্ত এখনো কি আর আছে শেরি ?"

সন্ধ্যা বলল : "আচ্ছা, তা হ'লে বলি।—বলুন তো আপনার সঙ্কোচ কি বাস্তবিক এইজন্যেই নয় যে, আমি য়ুরোপীয় মেয়ে নই ?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "এবার কিন্তু আমাদের প্রতি একটু অবিচার হচ্ছে সন্ধ্যা। তুমি য়ুরোপীয় নও ব'লেই যে তোমার মনের জোর সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করব এ-রকম আত্মম্ভরি chauviniste আমাকে মনে করলে কেন ?"

সন্ধ্যা উত্তর দিল না। মসিয়ে বেনার তার উত্তরের জন্যে ঈষৎ অপেক্ষা
'রে হাসি মুখেই বললেন: "এটা ফরাসী কম্প্লিমেণ্ট হিসেবে বলা নয়
রি,—যে এরই মধ্যে তোমার সতেজ মনটির যে-পরিচয় পেয়েছি তাতে
মার হৃদয়ের একটা নীরব তার উঠেছে বেজে। তোমার সঙ্গে
চারটে মাত্র কথাবার্তা ব'লেই আমার মনে হয়েছে যে তুমি হচ্ছ সেই
গীর আলাপিনী যারা মুহূর্তের আলাপে অচেনাকে নিতে পারে চিনে,
কে করতে পারে আপন। নইলে ভেবে দেখ না কেন, মাত্র খানিক-
ণের আলাপে কি তুমিই আমার সঙ্গে একটা আত্মীয়ের মতন জোর জুলুম
রতে পারতে? না, আমিই তোমাকে এ-ভেন বিজ্ঞের মতন উপদেশ
তে ব'সে যেতাম?" ব'লে তার দুটি হাতই নিজের কোলের মধ্যে টেনে
য়ে বললেন: "কিন্তু কিছু মনে কোরো না শেরি, এখানে ব্যাপারটা যে
ধু একটু রঙীন তাই নয়—আচমকা কথাবার্তায় পরস্পরের মনে আঘাত
লে সঙীন হ'য়ে ওঠাও বিচিত্র নয়: ইংরাজীতে Treading on
angerous ground ব'লে একটা কথা আছে জানো তো?"

সন্ধ্যা আরও নরম সুরে বলল: "আমি হয়তো কোন্‌ঝোঁকে একটু উষ্মা
কাশ ক'রে ফেলেছি মসিয়ে; কিন্তু, ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয়
ঞ্জেরাস কথাটাই সব চেয়ে ডেঞ্জেরাস: নিরীহ জিনিষকেও ওর মন্ত্র
'রে তোলে সঙীন। ঠিক তেমনি ক্রমাগত মেয়েদের আঘাত থেকে
চানোর এই উৎকণ্ঠার বেলায়ও। বারবার মেয়েদের যদি শোনান,—
—ওগো তোমরা ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া—তা হ'লে একটু ধুলোর ছুঁয়েও
াবেই যে সে শুকিয়ে।"

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে অর্থব্যঞ্জক ভাবে তাকিয়ে বললেন:
দেখেছ সেন, সেই তোমার ও আমার তর্ক? কিন্তু এ-থেকে
একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয়: যে, আজকালকার মেয়েরা

কোমল হওয়াটাকে ভারি দুষ্ট মনে করা সুরু করেছে স
দেশেই, নয় ?"

সন্ধ্যা তৎক্ষণাৎ বলল : "কোমল হ'লে তো আপত্তি নেই, আপত্তি
মোমের পুতুল হওয়ায় ।"

স্বপন বলল : "তুমি মসিয়ে বেনারের ওপর এবার অত্যন্ত অবিচার
করছ সন্ধ্যা । কেন তুমি এমন কথা স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নেবে যে
তোমাকে উনি বাঁচাতে চেয়েছেন মেয়েরা মোমের পুতুল ব'লেই ? এ
কি হ'তে পারে না যে, তুমি এতে আঘাত পেতে পারো—এমন
যোগাযোগে যার উপর আমাদের কোনো হাতই নেই ?"

আনা বলল : "এ-কথা ঠিক, সন্ধ্যা । কারণ মেয়েরা ঠুন্‌কো এ
যদি উনি ভাবতেন তবে আমার সঙ্গেই বা খোলাখুলি আলোচনা করতে
চাইবেন কেন বলো দেখি ?"

সন্ধ্যা বলল : "ঐখানেই তো আমার ক্ষোভ ।"

আনা বলল : "কিন্তু ক্ষোভ কেন ? বুঝতে কি পারো না, কেন
তোমার ও আমার মধ্যে একটু তফাৎ করছেন উনি ?"

—"পারি : তুমি এদেশের মেয়ে, আমি ওদেশের ।"

স্বপন বলল : "না ।"

—"তবে ?" সন্ধ্যার স্বরে রোখ ফুটে ওঠে ।

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "তুমি আমার স্ত্রী ব'লে ।"

সন্ধ্যা রোখকে একটু নরম ক'রে নিয়ে বলল : "আমার টোনের মধ্যে
যদি একটু উষ্মা প্রকাশ হ'য়ে গিয়ে থাকে তবে আমি মসিয়ে বেনারের
কাছে ক্ষমা চাইছি—কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে, তোমার শেষ
যুক্তিটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না । কারণ আমি কারুর স্ত্রী কি না
সেটা খোলাখুলি আলোচনার ক্ষেত্রে একটু অবান্তর নয় কি ?"

স্বপন বলল : "মোটেই না।"

—"কেন?"

—"সেটা···একটু···মানে ক্ষুব্ধ না হ'য়ে শান্ত মনে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

সন্ধ্যা আবার ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল : "ঐ তো! ঐ জন্যেই তো আমি ক্ষুব্ধ বোধ করি। আঘাত থেকে আমাদেরকে এ-ভাবে ক্রমাগত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কথা বলতে গেলেই যে আমাদের সব চেয়ে বেশি বাজে এ-কথাটা তোমরা কেন বুঝবে না?"

এবার মসিয়ে বেনার কথা কইলেন : "এটা আমরা যে বুঝি না তা নয়, সন্ধ্যা। তবে কি জানো? তোমাকে এ-আলোচনা থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলাম এইজন্যে যে, তুমি যতই কেন না ভরসা দাও—এ-দলের আলোচনায় ঐ সেন যা বলল—আঘাত আসে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। আর সে-সব আঘাতের প্রকৃতি এমনি যে, তাতে ক'রে ক্ষোভ বাড়ে বৈ কমে না। শুধু তাই নয়, হয়তো সহজভাবে এ-আলোচনা করতে গিয়ে আমরা—অন্ততঃ আমি—মুখ ফসকে এমন কথা ব'লে ফেলব যাতে ক'রে তুমি নিজেকে অসম্মানিত বোধ করতেও পার। আমাকে জানো না তো? আমি মরালিটি বিবাহ প্রভৃতি কিছুই মানি না।"

সন্ধ্যা বলল : "তা হ'লে আনাকেও তো আপনাদের বাদ দেওয়া উচিত?"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে ধীর স্বরে বললেন : "না। প্রথম কারণ, আনা আমাকে জানে। দ্বিতীয় কারণ, আনা—অর্থাৎ সেনের মানে—ঠিক স্ত্রী তো নয়।"

সন্ধ্যা ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রে বলল : "তাতে কি!" আনা মুখ নিচু করল। মসিয়ে বেনার তার দিকে চকিতে

দৃষ্টিপাত ক'রে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন: "শুধু এই যে, যে-আলোচনায় তোমার সম্মানে আঘাত লাগতে পারে সে-আলোচনার অসম্মান বা ইঙ্গিত ওকে স্পর্শও করবে না। আমাদের পদবীর সম্মান যে কত স্পর্শকাতর, শেলি, তা আমরা অনেক সময়েই খুব সজাগভাবে উপলব্ধি করি না, এ-কথা হয়তো পরে বুঝবে একদিন।"

সন্ধ্যা এ-উত্তর আশা করেনি। তবু সে ঘাড় বেঁকিয়ে ঝোঁঝালো সুরে বলল: "কিন্তু তা কেন? অসম্মান তো সর্ব্বত্রই অসম্মান?"

স্বপন বলল: "এ-তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তুমি কেন এমন গোঁ ধ'রে তর্ক করছ সন্ধ্যা? এ সাদা কথাটাও কেন তোমার মাথায় ঢুকছে না যে, আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আমাদের মনের উপর খুবই বেশি?"

স্বপনের আকস্মিক প্রতিবাদের মধ্যে ঈষৎ উষ্মার আমেজ ছিল। সন্ধ্যার মুখচোখ রাঙা হ'য়ে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক'রে বলল: "তাতে প্রমাণ হ'ল কী?"

স্বপন বলল: "এই যে, নানা প্রভাবে গ'ড়ে ওঠা মনের রূপও নানা, গতিভঙ্গিও বিচিত্র। তাই একই আচরণকে নানা লোক নানা ভাবে গ্রহণ ক'রে থাকে। কাজেই একের কাছে যা গৌরব অপরের কাছে তাই হ'তে পারে অপমান।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "সেন ভুল বলেনি সন্ধ্যা, এবং এটা এতই জানা কথা যে, প্রায় প্ল্যাটিটিউডের কোঠায় পড়ে। তবু তুমি তর্ক করছ ব'লে খুব একটা চলতি দৃষ্টান্তই দেই। ধরো, কোনো বল-ডান্সে গেছ তুমি সেখানকার নিয়ম-কানুন না জেনে। একজন অচেনা যুবক এসে তোমাকে বলল: আসুন না আমার সঙ্গে একটা নাচ নাচতে। তুমি

মুখে যা-ই বলো না কেন মনে মনে হয়তো এ-নিমন্ত্রণকে নেকনজরে দেখতে পারবে না কিছুতেই ; কিন্তু আনা আশ্চর্য্য হবে : তুমি অমন সুশ্রী যুবকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে কেমন ক'রে! অবশ্য এটা একটু বেশি স্থূল দৃষ্টান্ত হ'ল হয়তো, তবু এ-থেকেও বুঝবে আশা করি—কী বলতে চাইছি আমি।"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল, পরে মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে বলল : "আমাকে ক্ষমা করবেন মসিয়ে। ছেলেবেলা থেকে তর্ক ক'রে ক'রে ঐ আমার এক ভারি দোষ জন্মে গেছে—ভুল করলেও তা স্বীকার করতে যেন মাথা যায় কাটা। ফলে গুটিপোকার মতন অনবরত তর্কের তন্ত্র বুনতে বুনতে শেষটায় সে আঁধার গুটিতে নিজেই পড়ি আটকে।" ব'লে একটু হেসে বলল : "তখন কেবল এই একটিমাত্র সান্ত্বনা থাকে যে, এ গুটির বাঁধন আমার নিজেরই রচিত।"

আনা বলল : "এ সামান্য তর্কাতর্কির জন্যে এত সাফাই গাওয়ার তাই ব'লে দরকার নেই সন্ধ্যা।"

মসিয়ে বেনার প্রীতসুরে বললেন : "সত্যি। তা ছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি যে সব সময়ে ওজন ক'রে কথা কইবে এতটা আমরা কেউই আশা করতে পারি না শেরি।" ব'লে একটু হেসে বললেন : "কিন্তু দেখছ তো, ঠিক এইজন্যেই যে এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করার পথে এত বাধা।"

সন্ধ্যা ঈষৎ লজ্জিত সুরে বলল : "আমি কথা দিচ্ছি মসিয়ে যে, এ-রকম বাধাকে আর প্রশ্রয় দেব না।"

—"কিন্তু এ তুমি একটা ভারি কাঁচা কথা ব'লে ফেললে সন্ধ্যা। এ-সব বাধা কি তোমার সচেতন মনের সৃষ্টি যে, সতর্ক থেকে তুমি নিস্তার পাবে? তোমাদের রামায়ণেই আছে না, যে তাদের সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছিল সেই

তীরন্দাজটির সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছুঁড়ে আমাদের আবেগ জগতের দাবি-দাওয়া অতৃপ্ত কামনা-বাসনা প্রভৃতি অগুন্তি ধারালো বাণগুলি আসে তো আমাদের চেতন মনের মর্ত্যরাজ্য থেকে নয় শেরি, আসে ঐ অবচেতনের পাতাল রাজ্য থেকেই যে এড়িয়ে চলব বললেই কি সে অদৃশ্য তূণের অবাধ্য শরজাল শোনে ?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবে মসিয়ে, কিন্তু অবচেতনের গুণগান নিত্য নিয়ত শোনা-সত্ত্বেও আমা কি জানি কেন কেবলই মনে হয় যে, আজকালকার যুগে চেতন জগতে একটু বেশি খাটো ক'রে ধরার একটা ধুয়ো উঠেছে। আর সে ধুয়ো এত বেশি জয়-জয়কার সুরু হয়েছে সেটা হালের ফ্যাশন ব'লে। ক এর মোহে এই সাদা সত্যটা আমরা প্রায় ভুলে যাবার জো হয়েছি চেতনের যত ত্রুটিই থাকুক না কেন আমাদের সমাজের শান্তিরক্ষকও বিচারকর্তাও সে।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "আমি চেতন জগতকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনি সন্ধ্যা। এ-কথাও আমি অস্বীকার করিনে যে অবচেতনের রাজ্য এখনো আমাদের কাছে প্রায় পাতালপুরীর মতনই ছায়াচ্ছন্ন কাজেই খুব বেশি কাজে লাগাতে শিখিনি ওকে আমরা। কিন্তু ত এ-কথাটা বোধ হয় সবাই লক্ষ্য করেছে যে সব সমস্যারই মূল খুঁজতে এই ছায়ারাজ্যেরই অন্দর মহলে হাতড়ে হাতড়ে যদিও তার রূপ গন্ধরা প্রকাণ্ড দল মেলে আলোরই সদর বাগানে।"

আনা বলল : "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, চেতন জগতের সমস্যা তত গভীর নয়—এই তো ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "ঠিক তা-ও নয়। কারণ চেতন রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যেও যে-সব সমস্যা খাড়া হ'য়ে রয়েছে তাদের নিষ্পত্তি বিন

সমাজ হয় অচল। অপরদিকে অবচেতনের একটু দিশা না পেলেও দেখি ঠোকর খেতে খেতে প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত।"

আনা বলল: "কথাটা বড় ঝাপসা লাগল মসিয়ে। ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "কিন্তু মুস্কিলই যে ঐখানে আনা। মাছ জলের মধ্যে দেখে পরিষ্কার, আমরা দেখি ঝাপ্‌সা। চেতনার ইন্দ্রিয় দিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে অবচেতনের গহ্বর—" ব'লেই থেমে বললেন: "কি জানো? নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন করতে হয় আগে এই বহিশ্চেতনার সজ্ঞা থেকে. ডুব দিতে হয়।—এই কথাটাই কয়েকদিন আগে চাং বলেছিল আমাকে বড় সুন্দর ক'রে।"

স্বপন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল: "কী বলেছিল?"

—"বলেছিল যে, তার য়ুরোপে এসে অবধি কেবল কেবলই মনে হয় লাওৎসের সেই কথাটা যে, আমরা জীবনের চঞ্চল স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে তাকে ঠিক মতন দেখতে শিখি না। আর এই না-শেখার ফলে বাইরের ফেনা বুদ্বুদ কলরবের বিক্ষোভকেই মনে করি জীবনের ধারার স্বরূপ—নিজ মূর্তি। বলেছিল: মসিয়ে, জীবনে আমরা যাকে ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে দেই সে শেষটায় অস্ত যায়ই—অভিমানে। তাই এ-সব বুদ্বুদ ফেনার অতলে প্রবহমান শান্তিধারা শেষটায় যায় লুকিয়ে! আর তখন আমরা ব্যঙ্গ-ক্ষোভে বলি শান্তি তৃপ্তি এ-সব হ'ল কবি কল্পনা—আকাশকুসুম।"

আনা হেসে বলল: "কিন্তু চাঙের পাল্লায় প'ড়ে আপনার হ'ল কি বলুন তো? আপনার নিজের বাঁকা ফিলসফিও যে প্রায় সোজা হ'য়ে আসার যোগাড়!"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "আনা, তোমার দোষ

নেই। চাণ্ডের কথাই সত্যি। আমারও জীবনে বার বার এসেছিল—এখনও কখনো কখনো আসে—একটা ক্ষণিক চেতনার ডাক। কিন্তু আমি ঐ অবিশ্বাসের যুক্তিবাদের মোহে তাদের ক্রমাগতই দিয়েছি ঠেলে। তাই তারা গেল মিলিয়ে…আমার এই বিরূপী রূপই হ'য়ে রইল আমার নামাবলী।”

আনা অনুতপ্ত সুরে বলল : “আমি কিছু ভেবে—”

বৃদ্ধ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন : “তোমার কোনো ত্রুটিই হয়নি আনা। কারণ আমরা যেরূপে ক্রমাগত পরিচিত হ'তে চাই শেষটায় সে-পরিচিতি রটলে দুঃখ পাওয়া অসঙ্গত।… অথচ তবু এম্‌নিই আমাদের মন যে দুঃখ হয়ই একটু।”

সন্ধ্যা বলল : “কিন্তু হয় কেন?”

—“বলা শক্ত; তবে একটা কারণ হয়তো এই যে, আমাদের মনের গোপন স্তরে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে নিহিত—যে লোকে আমাদেরকে বুঝুক—চিনুক—জানুক। এটা আমাদের আত্মাদরের একটা অভাব—need—দাবি; কাজেই যে-রূপটা আমাদের ব্যক্তিত্বের বদলে ভেসে ওঠে তার দামেই আমাদের যাচাই হ'লে অতল মনটার কোথায় যেন গুমরে গুমরে ওঠে।”

ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন : “আমার মুখে আজ এ ধরণের উদাসী কথা শুনে মনে হচ্ছে : ‘বুড়োর হ'ল কি আজ?’ না?”

স্বপন কুণ্ঠিত স্বরে বলল : “না মসিয়ে—”

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : “কিন্তু অত কুণ্ঠা কেন মনামি? হ'লে খুব অন্যায় তো হবে না। কারণ আমারও মধ্যে যে একটা গভীর মিস্‌টিক্ আকাঙ্ক্ষা আছে এটা আমি বরাবর লুকিয়েই এসেছি, কাজেই

হঠাৎ সে-রূপটি প্রকট হ'য়ে পড়লে তোমাদের আশ্চর্য্য লাগাই তো স্বাভাবিক।" ব'লে চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন: "কিন্তু কি জানো? আজকে আমার এ-রূপটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ত না হয়তো—যদি না সম্প্রতি চাং ও ইসাবেলা আমাকে এতটা নাড়া দিত। তা ছাড়া কাল তোমার ঐ কথাটাও আমাকে ভারি স্পর্শ করেছে—জানি না কেন—যে, আমাদের ফুলপরিণতি কখন যে কোন্ বন্ধ্যা পথ বেয়ে আসে কে বলতে পারে?"

স্বপন চুপ ক'রে রইল। মসিয়ে বেনার ব'লে চললেন: "এক-একটা দৃশ্যতঃ সামান্য কথাও আমাদের অসম্ভব নাড়া দেয়, নয়? কিন্তু নিউটনের সামনে আপেল পড়ার মতন ও-কথাগুলো আসে নৈমিত্তিক হ'য়েই—উপলক্ষের মতন যেন। নইলে কি আর আপেল পড়ার দৃশ্যেই সত্যি সত্যি কারুর মনে গতি-তত্ত্বের বিপ্লব জেগে উঠতে পারত? কত রকম চাপে প'ড়ে মনটা উন্মুখ থাকে একটা বিশেষ দোলা পেতে—দোলাটা আসে স্ফুলিঙ্গ হ'য়ে—ঘটে লঙ্কাকাণ্ড।"

আনা হেসে বলল: "কিন্তু আপনার মনে এত রকম তাপ যে জ'মে উঠছিল কই বলেননি—বা লেখেননি তো ভুলেও?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: সব কথা কি বলা যায় শেরি? না, বললে তার মর্য্যাদা থাকে? তা ছাড়া—" ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন: "ধরো যদি বলি যে সন্ধ্যা আসার খবর পাওয়ার পর দু-দুটো রাত আমার এক পলকও ঘুম হয়নি তোমাদের ত্রয়ীর সঙ্কট কল্পনা ক'রে—তা হ'লে কতটুকুই বা বলা হবে? অথচ···তবু আমরা···না ব'লেই বা পারি কই?···"

স্বপন ও আনা মুখ নিচু করল। একা সন্ধ্যা চেয়ে রইল তাঁর দিকে একদৃষ্টে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টির পিছনে সম্বিৎ ছিল না—মন ছিল যে কোথায় উধাও···

মসিয়ে বেনার বললেন : "খোলাখুলিই সব বলব সন্ধ্যা এবার—বিশ্বাস করতে পারো তুমি। কুণ্ঠা সঙ্কোচ ক'রে তোমাকে আঘাত করব না আর।"

সন্ধ্যা মুখ নিচু ক'রে বলল : "আমি শুনছি।"

মসিয়ে বেনার বলতে লাগলেন : "তোমাদের তিন জনার সমস্যার কী সমাধান যে হ'তে পারে সত্যিই না ঘুমিয়ে ভেবেছি ক'দিন।···কত কথাই যে মনে হয়েছে ভাবতে ভাবতে···কত বিচিত্র সুর মিড় ইঙ্গিতই যে ছায়ানৃত্যের মতন পর পর খেলে গেছে আমার স্মৃতিপটে···"

কেউই কথা কইল না। বৃদ্ধ পাইপে দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন : "শোনো একটা রাতের কথা বলি—যখন উঠলই এ-প্রসঙ্গ।"

সকলেই রইল উৎসুক নেত্রে চেয়ে।···

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "মাত্র কয়েকদিন আগে চাঙের সঙ্গে এই নিয়েইহয়েছিল আমার বড় গভীর আলাপ···যে-রকম আলাপ জীবনে খুব বেশি হয় না মানুষে মানুষে।" ঘরের মধ্যে উচ্ছল নৈঃশব্দ যায় বিছিয়ে।···

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "সেদিন চাঙের অসুখেরও সঙ্কট অবস্থা : হার্টের অবস্থা এত দুর্বল যে, ডাক্তার ভয় পেয়েছিলেন—হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায় বুঝি বা। মন এমনিতেই খারাপ ছিল আমার···তার ওপর···

"ওর শিয়রে সন্ধ্যাবেলা বসতেই ও ধরে ফেলে। কী সুন্দর করুণ হাসি হাসে! বলে : 'কেন এত ভাবছেন? কী আসে যায়?'···তার পর সে কত কথা!···ও অনর্গল ব'লে যায় ওর জীবনের নানা কাহিনী। শেষে বলল : 'শুনে রাখুন—হয়তো ঈসা জিজ্ঞাসা করবে, যদি কখনো দেখা হয়···বলবেন তাকে—যদি—যখন আমি থাকব না আর এ-জগতে।' আমি চুপ ক'রে রইলাম।···ওর কথাগুলির মধ্যে ফুটে

উঠেছিল সে এক নতুন রেশ। যেন ওর কণ্ঠস্বরই নয়। বোধ হয় এ গভীর কল্লোল আমাদের কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে এক মৃত্যুরই অদৃশ্য ঝঙ্কারে। জীবনের স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আলোয় এ-সুরকে মনে হয় যেন···কী বলব?··· ছায়াবাজি · কাব্য-বিলাস। কেন যে এমন মনে হয় আসন্ন মৃত্যুর প্রদোষ-আলোয়!"

স্বপন মৃদুস্বরে বলে: "হয়তো একটা নতুন চেতনার আভাষ পাই ব'লে?"

—"আশ্চর্য্য! এই কথাটা চাং‌ও আমায় সেদিন বলেছিল মনে প'ড়ে গেল।" ব'লেই আনার পানে চেয়ে বললেন: "তোমার মনে হয় না আনা যে, চীন ও ভারতের ভাবধারায় কোথায় একটা মিল আছে— তাই ওরা যে-ভাবে পরস্পরকে চেনে আমরা সে-ভাবে ওদের চিনি না?"

আনা বলল: "হয়। কতবারই যে স্বপনের মুখে চাঙের নানা কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছে—চীনদেশের জীবনভঙ্গি বা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ও অত সুন্দর ক'রে কখনই ফোটাতে পারত না—যদি ওর নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে তার কোনও গূঢ় মিল বা যোগসূত্র না থাকত। কিন্তু সেদিন কী সব কথা হ'ল চাঙের সঙ্গে বলুন না।"

—"বলি"—ব'লে বৃদ্ধ খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে পাইপ টানতে টানতে যেন ওদের উপস্থিতিই গেলেন ভুলে। তারপর হঠাৎ যেন আপন মনেই তাঁর স্মৃতি উঠল কথা ক'য়ে: "সেদিন বাইরে অশান্ত ঝড়। ওর হার্টের অবস্থা খুবই নিস্তেজ—তার ওপর রক্ত বিষিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এক কথায় ক্রাইসিস যাকে বলে। আর ঠিক কি সেই রাতেই প্রকৃতির বুক জুড়ে উঠেছিল যেন সে সঙ্কটের প্রতিধ্বনি! · সে কী ঝড়-বৃষ্টির রোল, গাছপালার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস, বিদ্যুতের চোখরাঙানি!··· আর সব ছাপিয়ে একটা উদাসী দীর্ঘশ্বাস—বুক-ফেকে-ওঠা—ঠিক যেন

মানুষের!···সেই পটভূমিকায় ওর কথাগুলি শোনাতে তো পারব না—"
বলতে বলতে তাঁর মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসি, বললেন: "তবুও বলি।"
ব'লে একটু থেমে পাইপ টানতে লাগলেন। পরে আমার পানে চেয়ে
বললেন: "চাংকে ওর কাহিনী শেষ হওয়ার পরে বলি আমি তোমাদের
তিন জনের কথা। শেষে প্রশ্ন করি: কেনই বা এ-ধরণের জটিলতা
আনে ব্যর্থতাই বহন ক'রে—যা জীবনের উৎসবালোককে চিরদিনের
মতন খানিকটা নিষ্প্রভ ক'রে দিয়ে যায়? ও ম্লান হাসল। বলল:
'মসিয়ে, বাইরে ঐ অশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠছে—হু—হু ক'রে
বাতাস উঠছে গুম্‌রে গুম্‌রে। ঐ দেখুন, আপনার বাগানের সাম্‌নেকার
আর্ক-ল্যাম্পটারও চোখ যেন সে বাষ্পে এসেছে ঝাপ্‌সা হ'য়ে। ঐ
শুনুন পাতায় পাতায় লে-কাঁপনে তাল দিচ্ছে বৃষ্টির অশ্রুনূপুর।··মনে হয়
না কি আপনার যে, প্রকৃতির এ আর-একটা চেতনা—আর-একটা ছন্দ?
এই যে কান্নার রেশ, কাতরানির গমক মনে হয় না কি যে এটা নিরাশার
নয়—আসলে খোঁজারই ছন্দ? মনে হয় না কি যে, দীপমালা প'রে যখন
রাজধানী নটীর মতন নেচে চলে তখনকার ডামাডোলে এ-অন্বেষণের,
এ-জিজ্ঞাসার সুরখানি যায় একেবারে ঢেকে? মনে হয় না যে, থেকে
থেকে এই যে চাপা বিষাদ নিজেকে ধ'রে রাখতে না পেরে দীর্ঘশ্বাসে
রণিয়ে ওঠে তা অকারণ নয়? আমার তো কত সময়েই মনে হয়েছে যে,
সন্ধানের উচ্ছ্বাস যদি এই রকম বিষাদের সুরে আমাদের জীবনে থেকে
থেকে না বেজে উঠত তা হ'লে হয়তো আমরা আমরণ পাথরের মতনই
নির্জীব প্রশ্নহীন জড়ের মতন দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলতাম···হয়তো কেন,
নিশ্চয়ই।'"

বলতে বলতে বৃদ্ধ ফের যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন, তারপর হঠাৎ
জেগে উঠে আমার পানে চেয়ে বললেন: "আনা, কথাগুলির রেশের

সঙ্গে এমন সঙ্গত করছিল বাইরের ঝড়ের সেই স্পন্দিত হু-হুচ্ছ্বাস···সে যেন একটা সিম্‌ফনি।···মনে পড়ে এ-উপমাটির কথা ওকে বলাতে ও বলেছিল: 'জানেন মসিয়ে, আমাদের বিখ্যাত চিত্রী কু-কাই-চি বলেছিলেন এই ধরণেরই একটা কথা এমনি একটা উপমা দিয়ে: যে, মহৎ চরিত্র আঁকতে হ'লে পিছনে পর্ব্বতশিখর বা অতল কন্দরের পটভূমিকা থাকা দরকার।'" ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে আবার যেন আপন মনেই ব'লে চ'ললেন: "কত সত্য!··কতবারই আমার মনে হয়েছে যে, এত কথা আমাদের ব্যর্থ হয় শুধু পিছনে পটভূমিকার সায় থাকে না ব'লেই। মনে হয়েছে এ-সায় থাকলে কত সুন্দর কথা শুধু সুন্দর না —জীবন্ত অভীপ্সা হ'য়ে উঠত ফুটে—যেমন সেদিন সন্ধ্যায় চাঙের কথাগুলি উঠেছিল মৃত্যুছায়া ও ঝড়ের মিলনের রেশে। মনে হচ্ছিল: ঠিক যেন একটি জীবনের পুঞ্জ জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে ওর কথায় প্রতি ঢঙে···রঙে···ভঙ্গিমায়।"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর যেন একটা তারের কাঁপনের রেশ হ'য়ে বেজে ওঠে আপ্‌না আপ্‌নি।··কেমন যেন আপনারই লীয়মান ছন্দে যায় মিশিয়ে। ঘরের মধ্যে শোনা যায় কেবল সাগর কল্লোলের নিয়মিত ধ্বনি—দীর্ঘচ্ছন্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন।···আর থেকে থেকে বেজে ওঠে পাতায় পাতায় বাতাসের ঝির্ ঝির্ শব্দ।···বাইরের আকাশে একটির জায়গায় তিনটি তারা শুভ্রারিত শিখায় উঠেছে জ'লে।···তাদের ঠিক পাদমূলে একটি ধূসরাভ মেঘ···ধীরে ধীরে একটি শাড়ীপরা মেয়ের আকৃতি ফুটে ওঠে তার কেন্দ্রে···আশ্চর্য্য, ঠিক যেন একটি শাড়ীপরা বাঙালী মেয়ে—চোখে তার অমর্ত্ত্য উদাস দৃষ্টি···কপালে স্বর্ণাভ তারার টিপ···বুকে একটি নীললোহিতাভ মালা!

বৃদ্ধের চোখ সেদিকে অনেকক্ষণ নিবদ্ধ থাকে···পরে হঠাৎ নিস্তব্ধতা

তাতে: "চাঁদের কথা ঐ মেঘবালার মতনই সুন্দর রঙে রাঙিয়ে উঠেছিল যেন সেদিন। মনে আছে একবার বলেছিল: 'জানি, খানিকটা কবিত্বের কুয়াশার মতনই শোনাচ্ছে আমার কথা আজ, কিন্তু এ-সব কবিত্ব সত্যিই নয়···মানে, ব্যর্থ কল্পনা নয়—আমার কথার প্রতি রঙই এখনকার চেতনায় তার আসল রঙ—সাজসজ্জার দীপ্তি নয়।'··· আর একবার বলেছিল: 'হয়তো—কে জানে—এ-রাতটাও আমার আর কাটবে না··হয়তো ঐ ঝড়ের শেষ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমার শেষ নিঃশ্বাস যাবে মিশে··হয়তো ইসা যদি কখনো পারিসে আপনার কাছে ফেরে—শুনবে যে, অন্তিম সময়ে তার প্রতি আমার এতটুকু ক্ষোভ ছিল না—মনের আকাশে এক সোনার শান্তি গিয়েছিল বিছিয়ে—মুখের কথা হ'য়ে উঠেছিল জাগন্ত রঙের নিভন্ত মেলা। কিন্তু তবু—শুনে হয়তো সে-সময়ে তার প্রাণোচ্ছলতার অবিশ্বাস নিয়ে সে মনে মনে হেসে বলবে এ-ধুলোবালির জগতে আবার এত রঙচঙে আবেগ কেনই বা—যেখানে এই সোনার শান্তিই মায়া···মিলনমুহূর্তই মিথ্যা···যেখানে শুধু বিরহ বিচ্ছেদই প্রেমের সব চেয়ে বড় বাণী!···' ব'লেই হঠাৎ তার চোখের কোনে এক বিন্দু জল উঠেছিল ঝিক্‌মিকিয়ে, জিজ্ঞাসা করেছিল আমার হাত চেপে ধ'রে: 'সত্যি ক'রে বলবেন একটা কথা?—মনে হয় কি আপনার যে, এই যে অকারণ উদাস আনন্দে মন আমার কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে এইটেই মায়া, আর সত্য শুধু গ্লানিময় দিনানুদৈনিক পথ-চলা—যার সম্বল নেই, নেই প্রত্যয়··রং নেই, নেই ছন্দ?' আমি আর্দ্র স্বরে বলেছিলাম: 'না; এতটা আমারও মনে হয় না··· তবে কি জানো? এ-ধরণের একান্ত-বিচ্ছিন্ন অন্তলয়ের সোনালি রং যে ঠিক কোনো বাস্তব চক্রবালের জন্যই সৃষ্টি তাও তো মনে করতে ভরসা পাইনে···কারণ এ-সব যে একান্ত অসংলগ্ন···পলাতক···এই আছে এই

নেই।' ও বলল: 'কিন্তু তাতে কী? না-হয় মেনেই নিলাম, মেঘের অমলধারা মাটির বুকে পড়বার সময় হাওয়ার অজস্র ধূলিকণায় মলিন হ'য়ে যায়ই যায়···না-হয় মেনেই নিলাম, আকাশের জ্যোতিরুজ্জ্বল নীলিমার রং চিত্রীর পার্থিব তুলিতে ধরা দেয় না···না-হয় মেনেই নিলাম, অমৃতের স্বাদ আমাদের রসনা পেতে না পেতে হারায়···কিন্তু তাই ব'লে একটা অভিজ্ঞতাকে অন্য অভিজ্ঞতা নামঞ্জুর করবে কেমন ক'রে? ···বরং এই-ই কি মনে করা সঙ্গত নয় যে, এই আকস্মিক স্পন্দিত মুহূর্তগুলিই আমাদের জড় চেতনার অন্য একটা পরিণতির আভাষ দেয়? রৌদ্র ও বৃষ্টির মিলনে ইন্দ্রধনু হাসে আকাশে···থাকে না—মানি। কিন্তু সেটা কি এইজন্যে যে, বর্ণহীন মেঘই বেশি সত্য? না, এইজন্যে যে, আলো-জলের সম্পাত যে-উপায়ে স্থায়ী হয় সে-চেতনা মেঘের বুকে আজও চিরন্তন হয়নি?'

"আমি বললাম: 'সবই মানি বন্ধু, কেবল যে-মেঘ ঐ ইন্দ্রধনুকে পেতে না পেতে হারাল এ-কথায় তার সান্ত্বনা কতটুকু? তবে হয়তো সেই জন্যেই ক্ষণপ্রভা জীবনে সে-আদর পায় না যা পায় ধূলিক্লিষ্ট হাওয়া। ওতে যতই ক্লিন্নরেণু যতই দুষ্ট বীজাণু থাকুক না কেন—ও কাজ দেয়—ওকে নিয়ে ঘর করা চলে। কিন্তু ক্ষণপ্রভার আলোয় পথ দেখে সারা পথ চলার আশা করা চলে কি?' ও বলল: 'না চলে না···অথচ ও যখন দেখা দেয় তখন দিগন্তের শেষ বিন্দু অবধি ওঠে হেসে এও তো সত্য?' আমি কথা কইলাম না। ও বলতে লাগল: 'কিন্তু আপনার বেদনা আমি যে বুঝি না, তা নয়। আমি ক্ষণিক রামধনু-রাগকে সম্বল ক'রে কবিত্বের উচ্ছ্বাসে আলোহীন বায়ু ও বায়ুহীন আলোর দুর্বহতাকে অস্বীকার করতেও চাই না। স্বপ্ন-চেতনার ক্ষণপ্রভা যখন ঝলকেই যায় মিলিয়ে তখন অন্ধকার যে জগদ্দল পাথর হ'য়ে বুক চেপে বসে এ-ও

আমি জানি ও মানি। কিন্তু কি জানেন?···বিশেষ ক'রে আসন্ন মৃত্যুর বিচিত্র করুণায় অনেক সময় জীবনকে যেন বেশি বোঝা যায় এ আমি আমার দু-তিনটে প্রাণ-সঙ্কটের মুহূর্তে দেখেছি। তখন দেখেছি যে, প'ড়ে-পাওয়া আলোর রঙ্গিমা যখন মৃত্যুর মেঘচ্ছায়ায় আসে পাংশু হ'য়ে তখন এক অ-ধরা আলো দেয় ধরা। সে-আলোয় দেখি কী?—দেখি যে, আমরা একটা বিপুল-লীলার অতিকায় বৃত্তের একটিমাত্র বিন্দুতে আমাদের ছোট্ট সম্বিৎটুকুকে সংহত ক'রে তার সমগ্র পরিধির চেয়েছি দিশা। চেয়েছি এই বামন মানসবুদ্ধির, এই সঙ্কুচিত চেতনার অণুবীক্ষণ দিয়ে অগণ্য নীহারিকার আলো মাপতে···কিন্তু এই যে গর্ব—ক্ষণিক মানস-চেতনার এই যে আত্মম্ভরিতা · কে বলল—এ আমাদের পরমতম দিশা দেবেই দেবে? কেন এ-কথা ধ'রে নেই আমরা যে, জীবনকে এই দৃষ্টি এই চেতনায় যে-চোখে দেখছি তাই তার স্বরূপ?' ব'লে একটু থেমে ম্লান সুরে বলল: 'জানি না হয়তো কাল যদি সুস্থ হ'য়ে উঠি এ-দৃষ্টি-ভঙ্গি আমার ফের যাবে বদলে···হয়তো ফের চাইব এই ক্ষণিক চেতনাকেই সর্বস্ব ব'লে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে। হয়তো এই চেতনার প্রদোষালোকেই চলব কোনোমতে হাতড়ে হাতড়ে—প্রেমের, ক্ষুধার, জিজ্ঞাসার—এক কথায় জীবনের সব সমস্যার সমাধান খুঁজে খুঁজে।···এমন কি, এ-ও আমি মানতে নারাজ নই হাসিয়ে যে, যদি আবার ইসাকে পাই তবে হয়তো আবার সেই আগেকার চঞ্চল ফেনিল উদ্দাম জীবনের জন্যেই উঠব উন্মুখ হ'য়ে···জানি না।' আমি বললাম: 'না চাং, তা হবে না আর—অন্তত: তুমি সে-প্রকৃতির মানুষ নও।' ও মৃদু হেসে বলল: 'কেউ কি জানে? কে ভেবেছিল: বংশগৌরবী চাংও ধীরে ধীরে এস্তেলার মতন ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে—যাকে এক সময়ে করত সে গভীর অবজ্ঞা? কে ভেবেছিল: ইসা বার্টনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দরুণ তার প্রতিফল দেবার হীন

আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জেগে উঠবে তার উদার-সুন্দর মনে ?···ভাবুন তো, এক সময় ছিল যখন আমি মনে করতাম যে ইসার জন্যে দরকার হ'লে শুধু প্রেমের তীর্থযাত্রী হ'য়ে এ-বর্ব্বর য়ুরোপেও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।' বলতে বলতে ওর মুখের ম্লানিমা ছাপিয়ে ফুটে উঠল একটা নূতন প্রত্যয়ের আভা. ও বলল : 'অথচ তবু আজ জীবন-মরণের এ সন্ধিলগ্নে এক সোনালি প্রত্যয় ধীরে ধীরে আমার চেতনার দিগ্বলয়ে উঁকি দেয় যেন যে, এ-সব স্বতোবিরোধ, এ-সব অসঙ্গতি, এ-সব গ্লানিই আর দুর্বোধ্য থাকবে না যদি সেই আলো একবার নামে।' আমি বললাম : 'কোন্ আলোর কথা বলছ ?' ওর মুখ উঠল কি রকম উদ্ভাসিত হ'য়ে, বলল : 'সেই আলো যার একটি স্ফুলিঙ্গ দিয়ে শিল্পী জ্বালায় শিল্পের বাতি, জ্ঞানী—জ্ঞানের দীপ, প্রেমিক—প্রেমের তারা। কেবল আগে চাইতে হবে তাকে···করতে হবে তার জন্যে দুশ্চর তপস্যা। নইলে সে-আলো তার রাঙা পা রাখ্‌বে কোথায় ? আজকেকার ক্ষুদ্র বামন শ্রীহীন মরচেতনার পত্রপুটে ? ছি। আগে প্রতি হৃদয়কে হ'তে হবে এক-একটি শুভ্র সহস্রদল যার পাপড়িতে চাঁদের হাসি, মৃণালে প্রত্যয়ের আগুন, পরিমলে নীলিমার পুণ্যগন্ধ।'

"ও নিজের মনেই ব'লে চলল : 'কিন্তু মুস্কিল এই যে, সাধারণ লৌকিক চেতনার চোখ দিয়ে এ অবতরণকে মনে হয়—আকাশকুসুম, কবি-কল্পনা, মনে হয়—অসম্ভব একটা কিছু। সঙ্গে সঙ্গে জাগে একটা অন্ধ-গর্ব্ব—যা সাধন করেছি তার জন্যে। তখন ভুলে যাই যে, প্রতি খণ্ড কীর্ত্তিরই আছে একটা পিছুটান যার নাম আত্মপ্রসাদ : যা হয়েছে তাই বেশ, যা পেয়েছি তাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে আনন্দ, অল্পেই পরিপূর্ণ সন্তোষ, এতটুকু গৌরবেই মত্ততার ঘোর। আর এই অহমিকার ঘোরেই হয় আমাদের যত ঠিকে-ভুল, আমরা ভেবে বসি যে, এ-খণ্ড

চেতনার রশ্মিতে যেটুকু দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তার বাইরে অদিগন্ত সত্য খোঁজা বিড়ম্বনা। মাটির টান বোঝা যায় পাখা মেললেই যে।' আমি বললাম : 'এ-কথা মানি, কিন্তু এইটে তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ক্ষণচেতনার ধর্ম্মই এই। দৃষ্টিকে আমাদের খানিকটা সঙ্কীর্ণ না করলে সে যে হ'য়ে পড়েই দিশাহারা। তাই হয়তো জ্ঞানীরা অনেকে বলেন যে মোহই সৃষ্টির ভিৎ—নির্মোহ সত্য হ'ল শূন্য, যেখানে কোনো কীর্ত্তিসৌধই দাঁড়ায় না।' ও মৃদু হেসে বলল : 'এ-কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু এ-ধরণের বিজ্ঞ জ্ঞানে আমার, কেন জানি না, হাসি পায় একটু। অবশ্য যে-জগতে আমাদের বসবাস তার ইমারতের প্রধান উপাদান যে মিথ্যা, ভয়, লোভ ও মোহ এ-কথা আমি মানি। কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা কী ক'রে মেনে নেব বলুন যে, অন্য কোনো উপাদান দিয়ে অন্য রকম জগৎ গড়া যায় না?' আমি বললাম : 'কিন্তু সৃষ্টি—' ও আমাকে বলতে দিল না, বলল : 'কিসের সৃষ্টি মসিয়ে? যে লক্ষ অপূর্ণতা অন্ধতা লোভ ও নিষ্ঠুরতার কূট আবর্ত্তে আমরা হাবুডুবু খেতে খেতে কোনোমতে ভেসে চলেছি—অবশ হ'য়ে, শঙ্কাজর্জ্জর চিত্তে আর্ত্তনাদ করতে করতে—তার জন্যে এত গর্ব্বই বা আমরা করি কোন্ পৌরুষে—আর তার বিলুপ্তির প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে এমন হাহাকারই বা ক'রে উঠি কোন্ লজ্জায়! ঘৃণা হয় না এতটুকু স্বস্তির মধ্যে কোনোমতে বেঁচে থাকতে কূপ-মণ্ডুকের মতন?'···বলতে বলতে তার উদ্দীপ্ত স্বর এল ম্লান হ'য়ে, বলল : 'সত্যিই মূঢ় কূপ-মণ্ডূক বৈ আর কি বলুন? নইলে মিথ্যাহীন জগতকে অনাসৃষ্টি ব'লে কল্পনা করি? নইলে অন্ধের মতন ধ'রে নিই যে, চক্রবালহীন উদার সত্য হ'ল অনাসৃষ্টি? নইলে এই গ্লানিময় জীবনের সম্বন্ধেও গম্ভীরভাবে কলম ধ'রে কাব্য রচনা করি—বাস্তবতা ও বিউটি নাম দিয়ে? আর সব চেয়ে দুঃখ এই যে, যে-আলোর কণিকা-প্রসাদে বেঁচে সুখ,

ভালোবেসে আনন্দ, কর্মে তৃপ্তি তার পূর্ণ দানকে এড়িয়ে চলার জন্যে হ'য়ে উঠি পাগল—পাছে সত্যের মুক্তরূপ এতটুকুও বিছিয়ে যায় আমাদের বদ্ধ চেতনার চতুঃসীমার মধ্যে!'

"ব'লে একটু থেমে শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল: 'কিন্তু না, আমি একটু ভুল বলছি: আমার মাথা-ব্যথা যে প্রয়োজনবাদ নিয়েই নয় মসিয়ে। জীবন যখন নিভে আসে তখন ভুবন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে একটু আলাদা রঙের আলোয় যে-আলোয় মনে হয়: সব সুলভ ভোগই তুচ্ছ—অর্থহীন। তখন সার্থক মনে হয় ছোট্ট পাওয়ার স্বস্তি নয়—বড় চাওয়া বড় ক্ষুধার অতৃপ্তিই। তখন সৃষ্টি হয় গৌণ—দৃষ্টিই হয় আরাধ্য। তখন—' ব'লেই থেমে গিয়ে বলল: 'কিন্তু যাক এ-কথা। কারণ মৃত্যুর সীমাহীন অঞ্জন যে এখনো পরেনি তার চোখের সামনে এ-কথার কোনো ছবিই হয়তো ফুটে উঠবে না, কেন না এ হ'ল আলাদা চেতনার কথা—যুক্তি-তর্কের তো নয়।—কেবল মাঝে মাঝে ভাবি এই চেতনার স্তরভেদের জন্যেই ঋষি ও ভোগী পরস্পরের অনাত্মীয় হ'য়ে রইল কি না?—কিন্তু যাক এ-সব ছায়াবাজি।—না, একটা অনুরোধ কেবল: আমি যদি সেরে আর না-ও উঠি দুঃখ করবেন না যে, শেষটায় ব্যর্থতার মরুগর্ভে লীন হ'ল আমার জীবন, দুঃখ করবেন না যে, অন্তিমে মায়া সান্ত্বনাই হ'ল আমার জপমালা। আর যাই অবিশ্বাস করুন না কেন এ-কথা অবিশ্বাস করবেন না যে, জীবনে আমি চেতনার অকুরন্ত রূপটি দেখতে চাইনি ব'লেই—কোন্ সুকৃতি বলে জানি না—মরণ দিল তার বরদান, মিলনে প্রেমের স্বরূপ মনপ্রাণ দিয়ে খুঁজিনি ব'লেই ইসার বিচ্ছেদে দেখতে পেলাম তার ধ্যানকান্তি—এবং যেটা এ-সবের চেয়েও বড় কথা: আমার চোখে আজ ভেসে উঠল এক অচিন্ত্য করুণার আলো-সমুদ্র—যার মধুরিমার বন্যায় আমার নিরালোক পুঞ্জ অপ্রাপ্তির দুঃখদাহ গেছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ধুয়ে মুছে

ভেসে—আর নেমে এসেছে এমন এক ছন্দ সুর ভরসা যা ইন্দ্রিয়জগতের কঠিনতম পাষাণের চেয়েও বাস্তব।'"

দরজায় আঘাত হ'ল।

সকলেই ওঠে চম্‌কে।

মসিয়ে বেনার বললেন: "আসতে পারো।"

চেম্বার মেড ঢুকে আনাকে বলল: "আনেৎ জেগে উঠে কাঁদছে মাদাম।"

মুখোমুখি

আনা স্বপ্নোত্থিতের মতন বলে: "কী? কে কাঁদছে?"

—"La petite, Madame."*

আনার চমক ভাঙে। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মসিয়ে বেনার বললেন: "তাকে একবার নিয়ে আসবে না কি এখানে?"

আনা বলল: "না, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে তা হ'লে। চলুন তার চেয়ে আপনিই তাকে দেখে আসবেন।"

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "দেখেছ সেন, দরদটা? বলিনি?" ব'লেই অত্যন্ত ভালোমানুষি টোনে আনাকে বললেন: "তা বটে, চলো তোমার সাত-রাজার ধনকে একবার আমার অভিনন্দনের নজর দিয়ে আসি। ব'সে ব'সে আর বক্তিমে ক'রে ক'রে পা-টাও গেছে ধ'রে, একটু ঘুরে আসা মন্দ নয়।" ব'লে আনার বাহু ধ'রে

* খুকী—মাদাম।

ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দোর খুলেই মুখ ফিরিয়ে স্বপনকে বললেন: "এই অবসরে—বুঝলে কি না?…আমি কথা দিচ্ছি দোরে আঘাত ক'রে তোমাদের অনুমতি নিয়ে তবে ঢুকব।"

—"আঃ, যাওয়ার মুখেও থামা! সাধে কি ভগবান্ আপনাদের পুরুষ নাম দিয়েছেন—" ব'লে সহাস্য বৃদ্ধকে আনা একরকম টেনেই নিয়ে গেল ঘর থেকে।

* *
*

স্বপন সন্ধ্যার দিকে তাকায়। ও চোখ নেয় ফিরিয়ে। তিন দিন বাদে ওরা মুখোমুখি—এই প্রথম। তাই কি ফের সেই কুণ্ঠা ওঠে ঘন হ'য়ে? আশ্চর্য্য…যে-দুটি মানুষ অন্তরঙ্গতার দিক থেকে পরস্পরের সব চেয়ে কাছে ব'লে কবির কাব্য রটিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে, সে-দুজন যে-মুহূর্ত্তে সব চেয়ে কাছে আসতে চায়—কে দেয় বাধা? এ তো শুধু স্বপনেরই অভিজ্ঞতা নয়। তার মনে পড়ে বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন:—

নিধুবনে যতনহি দুহুঁ মিলিলা।
ধৈরজ গেলা চলি সাধে চুমিলা॥
পরম মিলন মাঝে কালিয়া রাধা।
শ্রীমতীর হারও হায় ভইল বাধা॥

কেন এমন হয়? যেখানে তনু মনের প্রতি কণা সান্নিধ্য-উন্মুখ সেখানে অবান্তর কত-কী এসে বাধা হয় কেমন ক'রে?…

* *
*

ওরা দুজনে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে।···কী সুন্দর! একখানি হরিত-রাঙা মেঘ-তরী চলেছে তর তর ক'রে···ফাঁকে ফাঁকে একটি দুটি তারার চাউনি হাল ধ'রে।···চাঁদের পাশে দুটি স্বর্ণাভ জ্যোতির্মণ্ডল পাল তুলে।···তাদের পেরিয়ে কাটাকাটা ছোটবড় মেঘের স্তর আঁচল বিছিয়ে শশীর প্রতীক্ষায় যেন।···কিন্তু নিশিকান্ত রইলেন দূরেই।···এম্‌নিই হয়···স্বপন ভাবে। ঐ-যে চাওয়ার বেদনা···তাই না বাঞ্ছিতেরই বিলম্ব!··· যেন নিজের ছায়ার পিছনে ধাওয়া-করার বিড়ম্বনা। কেন এত বেসুরা অসঙ্গতির উপহাস জীবনের প্রতি পদক্ষেপে? চিরদিন একগাছি সরু হার—সে-ও সাধে বাদ?

স্বপনের মনে পড়ে সেদিন চাং ওকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল ব্রিটন কবির একটি সুন্দর স্বপ্ন। স্বপ্ন?······এ-সব কি সত্যিই স্বপ্ন—ছায়া?—

> ধূলিতনু-কারাবন্দী আনন্দ-চেতনা মৃত্যুঞ্জয়
> সঙ্গীতে সুষমা সম হয় উদ্বেলিত···মনে হয়;
> দুর্জ্ঞে'য় নিয়ন্তা এক আছে, আছে—কারুবরে যার
> সমঞ্জস হয় নিত্য জীবনের বেসুর-সম্ভার
> মিলন চুম্বনে।···*

* *
*

হঠাৎ একটা ম্যাণ্ডোলিনের ঝঙ্কার আসে ভেসে। ওরা দুজনেই কান পেতে শোনে।···আরম্ভ হয়েছিল সুরটা—যাকে ওরা নাম দেয়

* Dust as we are, the immortal spirit grows
Like harmony in music ; there is a dark
Inscrutable workmanship that reconciles
Discordant elements, makes them cling together
In one society······ (The prelude... Wordsworth)

"মেলডি" !—ওদের অর্থহীন লাফাঝাঁপির স্বরবিন্যাসে—কিন্তু হঠাৎ ফুটে ওঠে যেন একটা জানা স্বরবিন্যাস···ঠিক যেন—স্বপনের এত চেনা রাগ মনে হয় !···কী রাগ যেন ? ঐ-ঐ ? স্বপন বলে : "পূরবীর মতন না অনেকটা ?" সন্ধ্যা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে আর একটু শুনে বলে "হ্যাঁ—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু ভৈরোঁর ছোঁওয়াও আছে—ঐ—ঐ, দেখেছ ?—আশ্চর্য্য, যেখানে রাগজ্ঞানের বালাই নেই সেখানে পূরবীর সঙ্গে ভৈরোঁরও বিয়ে দেয় জবরদস্তি সুর-ঘটক। আমি জাহাজে শুনেছিলাম স্পষ্ট বেহাগের সঙ্গে ভৈরবীর সহবাস। ভাবতে পারো ?"

স্বপন হেসে বলে : "আমি কি অত শত বুঝি না কি তাই ব'লে ?" হঠাৎ ম্যাণ্ডোলিনটা মাঝপথে থেমে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে জানালার কাছে—বাইরের দিকে চেয়ে। স্বপনের দৃষ্টি ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পড়ে তিনটি সুন্দর তারার 'পরে।···কী ম্লান অথচ কী স্তব্ধ : শান্ত · মুগ্ধ !

স্বপনের মনের মধ্যে কী একটা ব্যথা ওঠে দুলে।···সে ধীরে ধীরে পিছন থেকে এসে হঠাৎ সন্ধ্যার গলা জড়িয়ে ধরে। সন্ধ্যা চম্‌কে ওঠে : "করো কি ? এখুনি কেউ এসে পড়ে যদি !" নিজেকে নেয় ছাড়িয়ে।

স্বপনের প্রকাশোন্মুখ উচ্ছ্বাস হয় প্রতিহত। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হওয়াও যে সাজে না।···ও তাই জোর ক'রে ধরে সহজ পরিহাসের সুর : "ভয় নেই গো, ভয় নেই। এদেশে দোরে আঘাত না ক'রে কেউ ঘরে ঢোকে না—জানো না ?" ঠাট বজায় রাখতে ওর কাঁধে হাতটা কুন্তই রাখে।

—"তবু—"

—"না—তবু-টবুর পালা থাকুক এখন। বলো না, কী ভাবছিলে অমন করুণভাবে তারার দিকে তাকিয়ে।"

—"কী আবার ভাবব ?"

—"না, বলতে হবে।"

—"কী বলব? এম্‌নি।"

—"এম্‌নি কি? না, অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে—না—প্রকাশ হও।"

সন্ধ্যা তবু চুপ ক'রে থাকে।—

—"বলবে না?"

সন্ধ্যা হঠাৎ ওর দিকে ফিরে দোরের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত ক'রেই ওর কাঁধে মাথা রেখে বলে: "কী বলব সিসি? ভাবছিলাম আমি বাস্তবিক ভারি অহঙ্কারী।"

—"দূর্।"

সন্ধ্যা মুখ তুলে মৃদু হাসে, ম্লান হাসি: "নয়?"

—"মোটেই না। বরং আমার আপত্তিটাই একটু উষ্ণ হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো। সেজন্যে কিছু মনে কোরো না—কেমন?"

সন্ধ্যা তার কটিবেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে বলে: "না, তুমি ঠিকই করেছিলে। আমার সময়ে সময়ে কী যে ক্রোধ চেপে যায়—"

স্বপন চকিতে তার গালে একটি চুম্বন দিয়ে বলে: "ভাগ্যিস্ যায়—নইলে কি তোমার এখানে দর্শন মিলত কখনো?"

সন্ধ্যা চকিতে ওর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলে: "সত্যি বলছ, না আমার দর্শন না মিললেই বেশি খুসি হ'তে?"

—"হঠাৎ এ-প্রশ্ন?"

সন্ধ্যা হেসে বলে: "না—এড়িয়ে গেলে চলবে না। আর আমাকে প্রবোধ দেবার খাতিরেও মিথ্যা না। কথা দাও।"

স্বপন ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলে: "আমি কি মিথ্যাই বলি সচরাচর?"

সন্ধ্যা অনুতপ্ত সুরে বলে : "না, ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

স্বপন কৃত্রিম গম্ভীর সুরে বলে : "এখন কি আর হয়? কথা মুখ-ফসকে একবার বেরিয়ে গেলে কি আর ফেরে? ঢিল হ্রদের জলে ফেললে বৃত্তদের বলা—তোমরা ঘুরে ঘুরে ব'য়ে চোলো না তট অবধি?"

—"মানুষের হৃদয় অকর্ম্মণ্য হ্রদের জল নয়। ভুলতে চাইলে সে ভুলতে পারে।"

—"কিন্তু প্রেমের জবরদস্তিতে আমাকে না-হয় জোর ক'রে ভোলালে, কিন্তু অন্যদের?"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসুনেত্রে তার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে : "কেন? মসিয়ে বেনার কি কিছু মনে করেছেন নাকি?"

—"দূর পাগল। আমি ঠাট্টা করছিলাম ; মসিয়ে বেনার কি কখনো এ সবে কিছু মনে করতে পারেন?"

—"সত্যি বলছ?"

—"যদি তুমি জানতে সন্ধ্যা যে কী সর্ব্বসহা প্রাণটি তাঁর তা হ'লে কখনো এ-শঙ্কা তোমার মনে উদয়ই হ'ত না। তরুণ তো তিনি ন'ন্—তাই বিরুদ্ধ জিনিষকেও করতে পারেন আত্মসাৎ—নিজের ক্ষমা-গুণে।"

—"কিন্তু··"একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বলে : "আনা? সে যদি ভেবে থাকে যে—"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে। ঠিক এই কুণ্ঠাই-যে ওকেও বাজছিল। কী বলবে? মিথ্যা বলাও বৃথা। সন্ধ্যা আবার ফিরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ স্বপনের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সন্ধ্যা চম্‌কে তার দিকে তাকিয়ে বলে : "কী মনে হচ্ছে তোমার? বলবে? কিন্তু অকপটে।"

স্বপন হেসে বলে : "কী মনে হচ্ছে আবার?"

—"তা হ'লে অমন ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে কেন ?"

—"এম্‌নিই।"

—"কক্ষনো না। তুমি লুকোচ্ছো আমি ব্যথা পাব ব'লে।"

—"সত্যি না।"

—"তা হ'লে বলো কি ভাবছিলে। আনার কথা ? সত্যি বোলো কিন্তু : তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

স্বপন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে : "পায়ে পড়ার দরকার নেই,—ভাবলেও এমন রোমান্টিক বা ট্র্যাজিক কিছু ভাবছিলাম না যে—"

—"ও তো শুধু আমাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যে বলা।"

—"সত্যি না।"

সন্ধ্যা হঠাৎ গাঢ়স্বরে বলে : "আমার মনে হয় আমি আচম্‌কা এসে না পড়লেই ভালো করতাম। কী-যে গণ্ডগোল উঠল পাকিয়ে—"

স্বপন ওর মুখ চেপে ধরে : "ফে—র ? বলিনি পাগলামি-টাগলামি আর না ?"

সন্ধ্যা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বলে : "পাগলামি না, সিজি। আমি তোমাদের সকলকে যে-ভাবনার ঘূর্ণীর মধ্যে ফেলে দিয়েছি" —'যে' কথাটার ওপর ও এতটা জোর দেয়!···স্বপন কী বলবে ?···

—"কিন্তু এখন চ'লে গেলে হয় না কি ?"

স্বপন তার গাল টিপে দিয়ে বলল : "সূর্যমুখী—না আয়েষা ? ছাদটা কার গো ?"

সন্ধ্যা মুখ সরিয়ে নিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বলে : "কারুরই নয় গো নয়। এ-রকম অবস্থায় যে-কোনো মেয়েরই মনে হ'ত এই কথাই। আমি যদি আজ আনা হতাম, আনা যদি সন্ধ্যা হ'ত, তা হ'লে সে-ও ঠিক এইকথাই বলতো জেনো।"

স্বপন এবার একটু গম্ভীর হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে সহজ সুরেই বলে : "মানলাম। কিন্তু তুমি যখন আনা নও বা আনাও যখন সন্ধ্যা নয় তখন এ-সব 'যদি'-বাদে লাভ আছে কি কিছু ?"

সন্ধ্যা এ-কথা কানেই তুলল না : "আচ্ছা, একটা কথা বলবে আমাকে, একটুও গোপন না ক'রে ?

—"কী ?"

—"আনাকে যদি আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাড়ী ফিরি তা হ'লে তুমি খুসি হও ?"

—"ফের পাগলামি ?"

—"তুমি খালি পাগলামি পাগলামি করলে তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না কিন্তু।"

—"তা হ'লে আমাকে অগত্যা বলতে হবে যে অয়ি মৌনে, এ-সব হচ্ছে খাঁটি বঙ্কিমী ঢং—ছদ্মবেশে।"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল : "যা—ও। তোমার মনের কোণে আমার প্রতি একটা ভারি তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। তোমার সঙ্গে আড়ি—আড়ি—আড়ি।"

স্বপন এবার তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে : "তা হ'লে আমাকে বলতে হবে : স্মরগরল খণ্ড—" সহসা দোরের কাছে কী শব্দ মতন হয়।

সন্ধ্যা নিজেকে নক্ষত্রবেগে ওর বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বলে : "আঃ—কী করো বলো দিখিন ? এটা অপরের ঘর তার হুঁশ আছে ?"

—"তুমি অমন রোম্যান্টিক টোনে কথা বললে যদি মানুষ বেহুঁশই হ'য়ে পড়ে তবে সে অপরাধ কি হুঁশের ?"

—"রোম্যান্টিক আবার কি ? আমি ঠিক করেছি সত্যিই—আনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবই—অন্তত কিছুদিনের

জন্তে তো বটেই। বেশ তো, আমি তার কাছে ফরাসী শিখব। বাবা মা তো বৃন্দাবনে চ'লে গেছেন। অত বড় বাড়ীতে আনা থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করবে না আর। মসিয়ে বেনারকে ব'লে রাজি করাবই করাব।"

—"তোমার সঙ্গে তর্ক করতাম আজ—যদি না দারুণ হাসি পেত।"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা—পড়বে তোমার রামশর্মার কথা মনে—যখন মসিয়ে বেনারকেও ভজাব আমাদের সঙ্গে যেতে।"

স্বপন হেসে বলে : "আর, বিজ্ঞভাবে ছুটো তর্ক করতে শিখলেই যে তরুণীও রাতারাতি প্রবীণা হ'ন এ-মুষ্টিযোগ কোথায় শিখলে ?"

—"মানে, মসিয়ে বেনারের মতন প্রবীণ লোক আমার এ-প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেবেন, এই তো ?"

—"অবিকল।"

—"আর যদি না দেন ? বাজি ?"

—"দেবেনই।"

—"কী কারণে শুনতে পারি কি, প্রবীণ-চূড়ামণি ?"

—"মসিয়ে বেনার সংসারটাকে একটু চেনেন ও শুধু [illegible] মধ্যে দিয়েই দেখেন না—তরুণী শিরোমণি !"

—"উঃ—ভারি যে !—যেন নিজে সংসারকে কতই চেনেন।"

—"অন্তত তোমার চেয়ে বেশি।"

—"যেহেতু মসিয়ে বেনার এ সম্বন্ধে তোমার মতের সঙ্গে সায় দেবেন ?"

—"ধরেছ।"

—"আচ্ছা তা হ'লে তোমাকে এবার শিক্ষা দিতেই হ'ল দেখছি।"

স্বপন সন্ধ্যার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কীর্তনের সুরে গুঞ্জনে বলল :

"কানু কহে রাই, নিতি তোর পায় কত না শিখিনু মুই"—

—"আঃ কী করো? ছাড়ো—" ব'লে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা ক'রেও না পেরে সন্ধ্যা হেসে ফেলে বলল: "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—"

স্বপন সন্ধ্যাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সেই সুরেই বলল:

"(আমি) রাখালী অমতি করি পায়ে নতি যদি না পারিবি তুই
(তবে) আর কেবা বল্ পারবে ও রাই
তুই না পারিলে আর কেবা বল্—"

এমন সময়ে দোরে আঘাত হয়: "Est-ce que vous avez fini?"*

সন্ধ্যা স্বপনের বাহুপাশ থেকে ছিটকে গিয়ে দশহাত দূরে দাঁড়াল ও তার শ্লথ কেশপাশ বিন্যস্ত করতে করতে চাপা সুরে বলল: "দেখলে তো? দেখ তো, ক্লচটাও খুলে গেছে! কী যে তুমি—"

স্বপন হাসি চেপে দোরের উদ্দেশে বলে: "Oui, on a fini—entrez donc." †

কথা-কাটাকাটি

মসিয়ে বেনার দুহাতে চোখ ঢেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন: "ভয় নেই যুগলবন্ধু! পুরো এক মিনিট আরো সময় দিচ্ছি উপসংহারটাকে সেরে নিতে।"

* তোমাদের পালা সাঙ্গ হয়েছে কি?

† হাঁ—সাঙ্গ হয়েছে, আসতে পারেন।

ঘরের মধ্যে হাসির বান যায় ডেকে।

হাসি থামলে মসিয়ে বেনার তাঁর সোফাটিতে বসতে বসতে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "বাঃ—যা ভেবেছি তাই। একটু নির্জ্জনতার অনুকূল বাতাস পেতে না পেতে গাল দুটিতে চেরির রাঙা আভা দিয়েছে দেখা, চোখে ফুটেছে আলো, মুখে মেঘ গেছে কেটে।"

স্বপন হাসিমুখে বলল: "কেমন ক'রে জানলেন যে, সেটা নতুন মেঘের সূচনা নয়?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "যারা মিটিরিয়লজিষ্ট তারা জানে।"

স্বপন বলে: "যদি বলি মেয়েদের চোখ মুখ হৃদয়ের বাষ্পতত্ত্ব জানা একটু বেশি শক্ত!"

মসিয়ে বেনারের কটাক্ষে বিজলি খেলে গেল: "ওহে বন্ধুবর! শক্তকেও আয়ত্ত করা যায়—তার মতিগতির সাধনায়।—কিন্তু এ আসলে শক্ত নয়। কেন না কামিনীর কমল-আনন থেকে যখন মেঘের ছায়া স'রে যায় তখন সত্যিকার কমলবিলাসীর কি তা বুঝতে দেরি হয়; না, মানিনীর স্ফুরিতাধর কখন তিরপিত হয়েছে সেটা চিনতে পারার মতন অধর-চর্চ্চাও কখনো করিনি বলতে চাও?"

সন্ধ্যা ব্রীড়ারক্ত মুখে হেসে বলল: "তা যদি সত্যিই ক'রে থাকতেন তা হ'লে আরও একটা কথা ধরতে পারতেন।"

—"যথা?"

—"যথা, মানটা আমার ভাঙেনি—অর্থাৎ আপনার ওপর।"

—"সর্ব্বনাশ! অধীনের অপরাধ?"

—"আপনি পদে পদে আমাদের এড়িয়ে চলতে চাচ্ছেন।"

—"ও! ভারতবর্ষে না গিয়ে আমেরিকা যাবার মৎলব ক'রে?"

স্বপন বলল : "হ্যাঁ—কিন্তু মানিনী বলেন মৎলবটা আপনার তিনি ভণ্ডুল ক'রে দেবেনই দেবেন।"

—"কি ক'রে? মান ক'রে কি জাহাজের গতিও ভণ্ডুল ক'রে দেবার শক্তিও ধরেন না কি উনি?"

স্বপন বলল : "জাহাজের বাড়া : আপনার ইচ্ছার গতি ভণ্ডুল করবার শক্তি ধরেন যে। অন্তত ওঁর বিশ্বাস, ওঁর অনুরোধ আপনি এড়াতে পারবেন না—বিশেষতঃ যখন সাজ্জা-কুহকিমার আপনি একজন রীতিমত সমজ্‌দার—on your own showing."

মসিয়ে বেনার চুমকুড়ি দিয়ে সাক্ষেপে বললেন : "মনামি, আমি তোমাকে কি একশোদিন বলিনি যে, নারী যেদিন প্রথম তার কুহকিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল সেদিনটাই ছিল আদমের ফল-খাওয়ার দিন। নইলে ফল-খাওয়াটা তো আসলে রূপক মাত্র।"

সন্ধ্যা বলল : "মানে?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "পুরুষের সব চেয়ে বড় দুর্দিন এল সেই দিনেই, এই আর কি।"

স্বপন বলল : "আপনার ফ্রাঁস কিন্তু বলেন, মনে রাখবেন, যে নারীর কুহকের বারো আনা পুরুষেরই কল্পনা—অর্থাৎ পুরুষই তাকে ব'লে ব'লে সুষমাময়ী করেছে। বলেছেন :

'সুষমা! তোর কুহকে ঘেরা কায়া :
তাই তো চায় পরাণ ওই মায়া।
লাবণী! তোর ঘোমটা যদি খুলি
আর কি হিয়া উঠিবে দুলি' দুলি'?
প্রাণে কে দেয় সবার আগে হানা?—
'রহস' তার নাম : চির অজানা।

অবহ হবে জীবন ভবে হায়—
নয়নে যদি কল্পনা মিলায় !' " *

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "জানি গো শিল্পিবর, জানি। আর ফ্রাঁস কেন, আমি নিজেও হাজারো বারই বলিনি কি ও-কথা ? কিন্তু ঐজন্তেই তো মেয়েরা সদা-সর্ব্বদা চায় তাদের রহস্যভরা মণিকুঠ্‌রির চাবিকাঠিটি আগলে রাখতে। চাং কথাটাকে ঘুরিয়ে বলে : পুরুষ যেদিন কল্পনা করল যে, নারী স্বভাব-কুহকিনী—সেদিনই সে তার আনন্দের সরল স্বর্গ থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়ল রোমান্সের হেঁয়ালি-মর্ত্ত্যে।"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "কিন্তু সন্ধ্যা যদি কথাটাকে আরও একটু ঘুরিয়ে বলে যে, স্বর্গ আনন্দের সরল স্বাদ পুরুষের ধাতে সয় না ব'লেই সে চাইল মর্ত্ত্য-হেঁয়ালির ঝাল ?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "তা হ'লে বৃদ্ধ কথাটাকে আরও ঘোরাতে ঘোরাতে বেমালুম ফিরিয়ে নেওয়ার সামিল ক'রে করযোড়ে ক্ষমা চাইবেন এই ব'লে যে হেঁয়ালির রাণীদের কাছে মায়া-ক্ষুধিতরা হাত না পেতে পারে ? কাজেই এসো কৃতাঞ্জলি পরাভূতের কাছে এবার করো তোমার সখীরূপকে জাহির—তার্কিকারূপকে ছেড়ে।"

তিনজনেই হেসে উঠল।

ঘরের দোরে টোকা।

—"Entrez."

* "Le charme qui touche le plus les âmes est le charme du mystère. Il n'y a pas de beauté sans voiles, et ce que nous préférons, c'est encore l'inconnu. L'existence serait intolérable si l'on ne rêvait jamais ." Le Jardin D'epicure—ANATOLE FRANCE

মসিয়ে বেনারের সঙ্কল্প

আনাকে দেখে স্বপন ও সন্ধ্যা দুজনেই ওঠে চমকে। অশ্রুর ইতিহাস এতই স্পষ্ট!...পাউডার-প্রসাধনে লুকোবার প্রয়াস বৃথা।...

আনা সোজা এসে মসিয়ে বেনারের পাশেই বসল সোফাটিতে। মসিয়ে বেনার একটু উঠে বসলেন। সন্ধ্যা ওর অপর পাশে ব'সে ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে। স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে সোফার সামনেই একটি কৌচে বসল।

খানিকক্ষণ কেউই কথা বলে না। মুহূর্ত্তমধ্যে ঘরের হালকা হাওয়া যেন ভারি হ'য়ে ওঠে...সমুদ্রের দীর্ঘচ্ছন্দ নিঃশ্বাস সে-নীরবতার পটভূমিকায় দীপ্ত আকাশের গায়ে তুঙ্গ শৈলমালার তরঙ্গ-রেখার মতন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। একটা জাহাজের বিষণ্ণ গম্ভীর বাঁশি অনেকক্ষণ ধ'রে বাজে...সকলেই যেন কান পেতে শোনে! ঘরের হাওয়া যেন আরও থমকে যায়।...কারুর কিছু বলা এমন বিসদৃশ ঠেকে...সন্ধ্যা ও আনার দেখা হ'লেই প্রথমটায় কেন এমন হয়!

সন্ধ্যা জোর ক'রেই তার কণ্ঠের মধ্যে সহজ সুর টেনে এনে বলল: "জানো আনা, তোমার আসবার একটু আগেই মসিয়ে বেনারের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?"

আনা জিজ্ঞাসুভাবে শুধু তার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো কথাই বলল না।

বাধ্য হ'য়ে সন্ধ্যাই ফের বলল: "মসিয়ে আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে নিম-রাজি। এখন শুধু তোমার হ্যাঁ বলার অপেক্ষা।"...কিন্তু এমন বিসদৃশ শোনায় এ-ধরণের লঘুভঙ্গি কথা!

আনার সঙ্গে চকিতে স্বপনের দৃষ্টি-বিনিময়ে দুজনেই চোখ নেয় ফিরিয়ে। ঘরের মধ্যে অস্বস্তির ভাবটা যেন আরো ঘন হ'য়ে ওঠে!...

সন্ধ্যা পরপর স্বপন, মসিয়ে বেনার ও আনার মুখের দিকে তাকায়। পরে যেন অনেকটা কি বলবে ভেবে না পেয়েই বলে: "কি বলো আনা? রাজি তো?"

আনা তবু কোনো কথা কয় না।

মসিয়ে বেনার আনার দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রেই সন্ধ্যার মুখের 'পরে দৃষ্টি রেখে বলেন: "তোমার সাদর নিমন্ত্রণের জন্যে তোমাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মা শেরি, কিন্তু এখন তো আর হয় না।"

—"কেন?"

—"এইমাত্র চাঙের তার পেয়েছি: সে সামনের শুক্রবারেই আমেরিকার জাহাজ ধরবে। তাতে আমাদের জন্যে দুটো 'সেলুন' রিজার্ভ করেছে। এই দেখ তার। ক্যালে থেকে জাহাজ ছাড়বে।"

সন্ধ্যা সেটা না পড়েই বলে: "তাতে কি? রিজার্ভ যে আর নাকচ করা যায় না তা তো নয়।"

—"জানি। কিন্তু সত্যিই চাং ও ইসাবেলার পক্ষে পারিস এখন নিরাপদ নয়: ওরা যত শীঘ্র এ-দেশ ছাড়ে ততই ভালো। আর, ওদের সঙ্গেও একজনের থাকা দরকার।" ব'লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে আরও কোমল স্বরে বললেন: "তাই কিছু মনে করো না শেরি, তোমাদের জিজ্ঞাসা না ক'রেই এইমাত্র ওদের তার ক'রে দিয়েছি যে, কাল ভোরের গাড়ীতেই আমি ও আনা পারিস রওনা হচ্ছি, সেখানে বুধবারের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে একত্রে 'ক্যালে' রওনা হব।"

আনার অশ্রুস্ফীত চোখ দুটির তাৎপর্য্য এতক্ষণে স্বপন ও সন্ধ্যার কাছে ধরা পড়ে।

* *
*

স্বপনও অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার জন্যেই যেন অর্থহীন ভাবে প্রশ্ন ক'রে বসে : "কখন তার ক'রে দিলেন ?"

মসিয়ে বেনার জোর ক'রেই হেসে বলেন : "ঠিক যখন তুমি এই ঘরে ঐ সাম্‌নের ওঁর মানভঙ্গ করতে ব্যস্ত ছিলে।"

সন্ধ্যা হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে : "এ-ঘর থেকে তো আপনি ও আনা মাত্র খানিক আগে গেলেন। এর মধ্যে মন-স্থির করলেনই বা কেমন ক'রে, আর তার করলেনই বা কবে ?"

মসিয়ে বেনার মৃদু হেসে বললেন : "মন তো আমাদের প্রায় স্থির করাই ছিল সন্ধ্যা। আর তার করা তো এক মিনিটের কাজ—বিশেষতঃ এ-রকম হোটেল থেকে। ম্যানেজারকে ব'লে দিতেই তিনি সটাং টেলিগ্রাফ আফিসে টেলিফোনেই আমার উত্তরটা পাঠিয়ে দিলেন।"

—"কিন্তু আনাকে রাজি করলেন কখন ?"

—"এইমাত্র—ওরই ঘরে।"

সন্ধ্যা এবার রাগ করল : "এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু মসিয়ে। আনাকে রাজি করবার আগে না-হয় ভদ্রতার খাতিরেও রাজিনামায় আমাদের সইটা চাইতেন একবার ?"

মসিয়ে বেনার স্নিগ্ধ হেসে বললেন : "রাগ কোরো না শেরি—তাতে আসল সমস্যাটার কী-ই বা এমন সুরাহা হ'ত বলো তো ? তা ছাড়া একটু শান্তচিত্তে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এ-ই সব চেয়ে ভালো হয়েছে সকলের পক্ষেই।"

—"কক্ষনো না। আপনি না-হয় বাত সারতে এখানে থাকতেনই দুদিন। আমেরিকা তো আর পালাচ্ছিল না? এত কী তাড়াতাড়ি ছিল শুনি?"

মসিয়ে বেনার আরও প্রশান্ত সুরে হেসে বললেন: "তাড়াতাড়ি একটু ছিল বৈ কি সন্ধ্যা—তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝতে কি পারো না?"

সন্ধ্যা মুখ নিচু করে। স্বপন ও আনা দৃষ্টি-বিনিময় ক'রেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আনা ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে হাওয়া আরো দীর্ঘশ্বাস ফেলে।···সামনের ঝাউ ও পাইনের সার যেন সে তালে তালে পা ফেলে সমান কদমে চলে—সমুদ্রের বিবর্দ্ধমান অশ্রান্ত কল্লোলের সঙ্গে। সকলে কান পেতে শোনে।

* *
*

হঠাৎ আনার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে সন্ধ্যা মুখ তুলে তার দিকে তাকায়। কিন্তু আনার দৃষ্টি তখন বহুদূরে সুদূর দিগন্তের একটি ধূসরাভ মেঘের শিখরে নিবদ্ধ।

স্বপনের বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ওঠে দুলে। সে স্পষ্ট অনুভব করে তারই স্পন্দন সবার অস্বাচ্ছন্দ্যে। চোখ পড়ে তার: সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের দিকে তাকাতেই দেখে তিনি তার মুখের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন—অন্যমনস্ক ভাবেই যেন: তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে যেন একটা পথভোলা হাসির রেশ লেগে। সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলে: "মসিয়ে!"

—"মাদা—সন্ধ্যা?"

—"খানিক আগে খোলাখুলি আলোচনা করবেন কথা দিয়েছিলেন: কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে-কথা মনে রাখবেন কি?"

—"রাখব।"

সন্ধ্যা তাঁর মুখের 'পরে অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বলল : "আনাকে নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন যে আপনি প্রধানতঃ আমার ভালোর জন্মে সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা সকলের পক্ষেই ভালো না-ও তো হ'তে পারে ?"

মসিয়ে বেনার উত্তর দিতে গিয়ে কি ভেবে থেমে গেলেন। আনা হঠাৎ উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাড়ায়।···সন্ধ্যা তাকে উঠে যেতে দেখে তার দিকে একবার চেয়েই মসিয়ে বেনারের দিকে ফিরে বলল : "এর উত্তর দিতে এতই কী সঙ্কোচ ?"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে মৃদু স্বরে বললেন : "ঠিক সঙ্কোচ নয় শেরি, তবে···এ-সব আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে কি ?"

সন্ধ্যা দৃঢ়স্বরে বলল : "আছে।"

মসিয়ে বেনার উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রইলেন তাকিয়ে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কি সন্ধ্যাকে দেখছিল, না দেখছিল আর একটা কিছু—তার মধ্যে দিয়ে ? হঠাৎ তাঁর শুষ্ক-দৃষ্টির মধ্যে একটা কারুণ্য ধীরে ধীরে উঠল ফুটে। তিনি শান্তস্বরে বললেন : "তা হ'লে শোনো সন্ধ্যা। আর হয়তো তুমিই ঠিক—একটা খোলাখুলি আলোচনা হওয়া ভালোই।" ব'লে আনার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে স্বর মৃদু ক'রে নিয়ে বললেন : "ওর আসলে আমেরিকা যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। আমি মত করলে ও আমেরিকা না গিয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করত।" ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : "কিন্তু ··কথা হচ্ছে তোমাদের দুজনের...একত্রে থাকা···অসম্ভব।"

সন্ধ্যা মুখ নিচু ক'রে একটু লাল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু প্রাণপণে আত্ম-সংবরণ ক'রে নিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে জুতোর গোড়ালি দিয়ে কার্পেটের

একটা ফুলের ওপর অবিশ্রান্ত আঘাত করতে করতে বলল: "কিন্তু—কেন, যদি জিজ্ঞাসা করি?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "আমাদের আধুনিক সমাজে এবং তার হাজারো দাবি-দাওয়ার কেন্দ্রে বাস করতে হ'লে—বুঝতে কি পারো না শেরি?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ মসিয়ে বেনারের মুখের পানে চেয়ে বলল: "যদি কিছু মনে না করেন তবে—"

মসিয়ে বেনার সেইভাবেই হেসে বললেন: "মনে কিছু করতে পারি কখনো?"

সন্ধ্যা তবু একটু ইতস্ততঃ করে: "আমার জিজ্ঞাস্য এই···অর্থাৎ আমার কাল থেকে একটা প্রশ্ন কেবলই মনে আনাগোনা করছে যে—"

—"বলো।"

সন্ধ্যা খানিকক্ষণ কি ভাবে: "কথাটা আমার মুখে একটু কেমন কেমন শোনাবে ব'লেই—অথচ মনে হচ্ছে যে, সকলের সামনে একটা খোলাখুলি কথাবার্ত্তা হ'লে—"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "দেখেছ তো সন্ধ্যা, খানিক আগে যা বলছিলাম ঠিক কি না? খোলাখুলি কথাবার্ত্তা চাও ব'লে তুমি এইমাত্র কতই না তর্ক করছিলে, কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, আমাদের মধ্যে খোলাখুলি কথাবার্ত্তায় সব চেয়ে আপত্তি যদি কারুর থাকে তবে সে তোমার মনটির। নইলে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে তোমার মনে এত শত দ্বিধা দ্বন্দ্ব আসে? ভেবে বলো ঠিক বলিনি আমি?"

সন্ধ্যা ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে মুখ নিচু ক'রেই ঋজু হ'য়ে ব'সে বলে: "ঠিক তা নয়—তবে—" ব'লে আবার থেমে যায়। সকলেই একযোগে তার মুখের দিকে তাকায়।

তাদের সে মিলিত দৃষ্টির সাম্‌নে সন্ধ্যা যেন হঠাৎ বল পেয়ে যায়, দৃঢ়স্বরে বলে: "আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—আমার ও আনার একত্রে থাকা অসম্ভব কেন?—আমি নিছক কৌতূহল বশে এ-প্রশ্ন করছি ভাববেন না আশা করি?"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে রইলেন, পরে বললেন: "এ যে তোমার নিছক কৌতূহলের প্রশ্ন নয় তা বুঝতে খুব বেশী অন্তর্দৃষ্টির দরকার করে না সন্ধ্যা।" তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-একটা শান্ত হাসির রেশ ফুটে উঠেছিল, সে যায় মিলিয়ে...তিনি গম্ভীর মুখে বলেন: "কিন্তু কি জানো শেরি? প্রশ্নটি তোমার সহজ, কিন্তু উত্তরটা নয়। কারণ সমস্যাটা তাল-পাকিয়ে উঠেছে মানুষের সংস্কার, বুদ্ধি, হৃদয় প্রভৃতি নানা বস্তুর জটলায়। এমন ধাঁধার এক কথায় কোনো সমাধান নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া—বুঝলে না?"—ব'লে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন: "তার চেয়ে এক কাজ করি। আমার জীবনের একটা অনুরূপ ঘটনার কথা বলি। তা থেকে আর কিছু না হোক অন্ততঃ এটা বুঝতে পারবে যে, আনাকে যে আমি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেটা অনেক ভেবে-চিন্তেই। বলব সে-কাহিনী? শুনবে?"

সন্ধ্যা সাগ্রহে বলল: "শুনব না? বাঃ!—কেবল একটা কথা। কী ধরণের কাহিনী আপনার, বলবেন আগে?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "কাহিনীটা যে খুব অসাধারণ তা নয়। হৃদয়ের সেই চিরন্তন বিয়োগ-নাট্য। একসঙ্গে বিপরীত আকর্ষণের ফলে সমাজ ও হৃদয়ের ঠোকাঠুকি। শুনবে?"

সন্ধ্যা মৃদু হেসে বলে: "এ না শুনবে কে মসিয়ে? কেবল, কিছু যদি মনে না করেন তবে গল্পটি ফাঁদবার আগে এইমাত্র যে-কথাটি বললেন সে-সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন : "কি ? এক সঙ্গে একাধিক ভালোবাসা জীবনে উচিত কি না ?"

সন্ধ্যা ঈষৎ রাগতঃ স্বরে বলল : "আপনারা মেয়েদের কেবলই ভাবেন নীতিবাগীশ—এইজন্তেই তো রাগ হয় এমন ! আমরা কি কোনো সমস্তার উচিত-অনুচিত ছাড়া অন্ত কোনো দিক অনাবিষ্ট ভাবে আলোচনা করতেও পারি না ?"

মসিয়ে বেনার সহাস্তে বললেন : "রাগ কোরো না পৌর। আমি ঠিক অতটা বলতে চাইনি। তবে এটা হয়তো ইঙ্গিত করতে চেয়েছি যে, মেয়েরা হৃদয়ের সব সমস্তাই অনুভব দিয়ে যতটা বুঝতে পারে—বুদ্ধি দিয়ে ততটা পারে না। অথচ আলোচনা জিনিষটার অনেকখানি অন্তত বুদ্ধির এলাকায়। কিন্তু এ তর্ক আজ থাক। বলো কী প্রশ্ন তুমি করতে যাচ্ছিলে। উচিত-অনুচিত নিয়ে প্রশ্ন যদি নয় তবে না জানি কেমন প্রশ্ন সে !"

—"আমার জিজ্ঞাস্ত ছিল একসঙ্গে একাধিক ভালোবাসা কি নভেলে ছাড়া কোথাও সাঁচাই সম্ভব ? অর্থাৎ আমাদের হৃদয়টা যে-উপাদানে গড়া তাতে তার সমস্ত টান এক যায়গায় সংহত হ'লেই কি সে সব চেয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে না ?"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন : "দেখছ সন্ধ্যা, তোমার প্রশ্ন ঘুরে-ফিরে সেই উচিত-অনুচিতেরই গা-ঘেঁসে যাচ্ছে। যেন বলতে চাইছ সব টান এক যায়গায় সংহত হ'লে তবেই ভালোবাসার সার্থক হওয়া উচিত। নয় কি ? ভেবে দেখো।"

—"এর নাম হ'ল উচিত-অনুচিতের গা ঘেঁষে যাওয়া ? কক্ষনো না। আপনার খা—লি দুষ্টুমি। আমি তো শুধু জিজ্ঞাসা করেছি—এটা সম্ভব কি না—আমরা এক সঙ্গে একাধিক জনকে ভালোবাসতে পারি কি না ? মানে—বাস্তবে—জীবনে।"

—"পারি ব'লে পারি শেলি? না-ভালোবেসেই পারি না যে। এতবড় বাস্তব সম্বন্ধেও যে তোমার মনে সংশয় জেগেছে তাইতেই তো প্রমাণ হচ্ছে—"

সন্ধ্যা বাধা দিল রাগ ক'রে: "ফে—র আপনি ঠাট্টার সুর ধরেছেন। আমাকে আপনি চাইছেন না বুঝতে। আমি কি বাস্তবকে চোখ চেয়ে দেখছি না? না, এ সাদা সত্যটাও অস্বীকার করতে চাইছি যে, সাধারণ মানুষ নিত্য নানা টানের ফেরে শুধু রাশ রাশ নোনা জলই খেয়ে মরে? আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে, হৃদয়ের বিকাশ হ'লে—"

—"ভালোবাসার সম্ভাবনা তো আরও বেড়েই যাবে শেলি। বরং হৃদয় যেখানে ঘুমিয়ে থাকে সেখানে নানা ভালোবাসার কিরণে তার নানা পাপড়ি চক্ষু মুদেও থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে সে যত জাগ্রত সেখানে প্রতি ছোট স্পন্দনেও তা'র বুকের তার ততই ওঠে বেজে—তুমি আমি কি করব বল?" ব'লেই সুর বদলে নিয়ে বললেন: "রাগ কোরো না সন্ধ্যা—ফরাসী বুর্জোয়াদের সুরের মধ্যে নানা সময়ে অজান্তে একটু ব্যঙ্গের সুর জেগে ওঠে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বক্তব্যটা তাদের গম্ভীর নয়। সত্যিই এটা আমার কথার কথা নয়—আমার বৈচিত্র্যবহুল জীবনের প্রতি পাতার সাক্ষ্যের কথা।"

স্বপন বলল: "কী?"

—"যে, সৎ বা সতীর একজনের বেশি কাউকে ভালোবাসতে না-পারাটা মানবাত্মার কোনো মহান্ বিরাট মহিমময় সততার সূচনা করে না। ও হচ্ছে আসলে সঙ্কীর্ণ, অসম্পূর্ণ; সাহসের শক্তির দেয় না, দেয়—কল্পনার দীনতায়, সাড়া দেওয়ার অক্ষমতায়। আমাদের হৃদয়টা একতারা নয়—বহুতন্ত্রী—তাই নানা প্রেমাস্পদের আঙুলের পরশের সে অপেক্ষা

রাখে। কেননা একজন কখনো তার সব তারগুলির নাগাল পেতেই পারে না—তা সে যতই কেননা আদর্শ প্রেমিক হোক।"

সন্ধ্যা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে: "ও তো হ'ল উপমার কথা। যদি বলি যে, হৃদয়ের নানা তার অনেক সময়ে একজনের ছোঁওয়াতেই নিত্য-নতুন ভাবে রণিয়ে ওঠে? যেমন একই কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিত্যনতুন সুর?"

—"আপত্তি করছে কে? আমার আপত্তি: যখন তোমরা বলো যে, একজন ছাড়া আর-একজনের ছোঁয়াতে এ-তার বেজে উঠতে পারেই না, বা উঠলে 'মহতী বিনষ্টি'।"

—"কিন্তু আপনি আপত্তি করলেই বা শুনব কেন? যার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য এই-রকম, তাকে বোঝাবেন কী ব'লে?—যার হৃদয়ের তার একজন ছাড়া আর কারুর ছোঁওয়ায়ই বেজে ওঠে না—"

—"রাগ কোরো না শেরি, তার বেলায়ও আমি বলব যে, হয়, তার হৃদয়ের তারগুলি সুরে বাঁধা হয়নি – না-হয়, তার অভিজ্ঞতার বহর খুব বেশি না। কারণ পয়লা নম্বর: বৈচিত্র্য হ'ল সৃষ্টির একটা গোড়াকার কথা; দোসরা: সৃষ্টির সেরা-বিকাশ—মানুষ। কাজেই সিদ্ধান্ত: মানুষের হৃদয়েই সব চেয়ে বেশি ফুটবে বৈচিত্র্যের আলোছায়া—অর্থাৎ একঘেয়ে গতির মধ্যে দিয়ে সে সার্থক হ'তে পারেই না।"

এবার স্বপন বলল: "এ-কথা আমারও সম্প্রতি বার বারই মনে হয়েছে মসিয়ে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা প্রশ্নও উঠেছে জেগে: মানুষ যদি প্রকৃতিতে আসলে বহুনিষ্ঠই হয় তবে জগতের প্রতি সভ্য সমাজেই একনিষ্ঠতার এত গুণ-গান ধুম-ধাম কেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তার কারণ একটা নয়—বহু। সভ্যতার প্রবর্তিতে এক-একটা আইডিয়া যখন বিকাশ-লাভ করার মুখে আসে, তখন তাদের দাবি একটু অসহিষ্ণু না হ'লে তারা বাঁচতেই পারে না। সেই

জন্যেই দেখা যায় যে মানব-সমাজে ক্রম-বিকাশের পথে এক-একটা বিশেষ অবস্থায় এক-একটা বিশেষ আইডিয়া আমাদেরকে ভূতের মতন পেয়ে বসে। একনিষ্ঠতার আইডিয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। কিছুদিন ধ'রে ও আমাদের বিকাশের পথচলায় একটুখানি ক্ষণিক আলো ধরেছে মাত্র —প্রেমকে সংহত করতে চেয়ে।"

স্বপন বলল: "তা হ'লে অনেক পণ্ডিতেও বলেন কেন যে একনিষ্ঠতা নইলে শুধু দাম্পত্য-জীবন নয়—সমাজও টিঁকতেই পারে না!"

—"বলেন তাঁরাও কম বেশি বাল্য-সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি ব'লে। কারণ ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠাই এ-থিওরির বিরুদ্ধ সাক্ষ্যে ভরা।"

সন্ধ্যা সন্দিগ্ধ সুরে বলল: "তাই কি?"

—"তার আর সন্দেহ আছে? কে না জানে যে মানুষের ক্রম-বিকাশের যুগে প্রতি সমাজেই একটা যুগ ছিল যখন তার গৌরব মাপা হ'ত তার পত্নী বা প্রণয়িণীর সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু এ-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়ারও দরকার হ'ল—যার ফলে সে এমন কথাও ব'লে বসল যে, মানুষের সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি হচ্ছে নারীকে একেবারে বয়কট করতে পারা।" ব'লে একটু থেমে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "তাই আমার এক প্রিয় বন্ধু ভালের বলত সন্ধ্যা, যে, আমাদের সমাজের এক-একটা ব্যবস্থা বা বিধান আমাদের পথের-বাঁকে এক-একটা পান্থশালা মাত্র—চরম গন্তব্যস্থান নয়। একনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও ঐ কথা। এটা সমসাময়িক সমাজের একটা অস্থায়ী বিলিব্যবস্থা বৈ আর কিছুই নয়।"

সন্ধ্যা বলল: "আপনার এ-কথায় কিন্তু আমার মন কিছুতেই সায় দিতে পারছে না মসিয়ে, মাফ করবেন। কারণ এই কথাই যদি সত্য হবে তা হ'লে নারীর সতীত্ব বা পুরুষের চরিত্রবলে আমাদের হৃদয় এমন ক'রে সাড়া দেয় কেন?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ হেসে বললেন : "দেয়, তুমি এমন সমাজের মধ্যে জন্মেছ ব'লে যে-সমাজ—একনিষ্ঠতার ভিতের ওপরই গড়েছে তার গৃহ-জীবনের ইমারৎ। ঐজন্যেই তো তাদের প্রায়ই বলত : বর্ত্তমানের দোষই এই যে, সে নিজেকে অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝামাঝি একটা ক্রম-বিকাশ হিসেবে দেখতে চায় না—চিরন্তন মনে ক'রে বসে। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের আমি এত ভক্তও এইজন্যে। তাতে ক'রে আমাদের চোখের ঠুলি যায় খ'সে—কল্পনার চক্রবাল হয় বিস্তৃত—উদার। আমরা দেখতে পাই যে, অনেক কিছুই স্রেফ্ সাময়িক যাকে আমরা শুধু ইতিহাস-না-জানার জন্যেই ভেবে বসি চিরন্তন।"

সন্ধ্যা বলল : "কি রকম ?"

—"ঐ নারীর সতীত্ব আর পুরুষের—কি বলছিলে!—চরিত্রবল না? ওদের দৃষ্টান্তই নেও না কেন। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের দুটো পাতা উলটোলেই দেখতে পাবে যে, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় সর্ব্বত্রই এমন একটা যুগ ছিল যে-যুগে ওদেরকে নিয়ে কেউই বড়-একটা মাথা ঘামাত না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী তার দেবরের সঙ্গে থাকলে স্বামীও সেটা দুষ্য ভাবত না—বা প্রবাসী-কান্ত বিদেশে নতুন ঘরকন্না পাতলে প্রোষিত-ভর্তৃকা বুক চাপড়ে আত্মহত্যা করতেন না।—শুধু এই না—এর চেয়ে লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত পাবে। অনেক দেশেই অতিথিকে পত্নী পরিবেষণ করতে না বাধত স্ত্রীর সতীত্বের—না, স্বামীর পৌরুষের। এ-সবকে কী বলবে!"

আনা বলল : "কিন্তু এ-সব আলোচনা এখন থাক মসিয়ে। তার চেয়ে আপনার কাহিনীটাই বলুন।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "হ্যাঁ তাই বোধ হয় ভালো—বিশেষতঃ যখন এটা অত্যন্ত জানা কথা যে একনিষ্ঠতার আইডিয়া মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন

করেছে, ওতে ক'রে মানুষের হৃদয়ের পরমতম বিকাশ হয় ব'লে নয়—সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঠিক-করার সুবিধে হয় ব'লে।"

স্বপন বলল: "আমার কিন্তু এ-কথাটা সম্পূর্ণ সত্য ব'লে মেনে নিতে বাধে মসিয়ে। এ যেন সেই মান্ধাতার-আমলের কথার গা-ঘেঁষে যাচ্ছে যে, পুত্রের জন্যেই ভার্য্যা। পুরুষে যে নারীর কাছ থেকে সতীত্বের দাবি করে সে কি শুধু আত্মজের স্বাজাত্য রক্ষার জন্যে? নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে কি অর্থনীতি ছাড়াও অন্য কোনো রকম দাবি-দাওয়া নেই?"

—"আমাকে তুমি একটু ভুল বুঝেছ মনামি! আমি তো হাল-আমলের আর্থিকদের মতন বলিনি যে, নারীর সতীত্বের একমাত্র সার্থকতা অর্থনৈতিক। আমি শুধু বলেছি যে, যৌন-নীতির ইমারতের একটা মস্ত ভিৎ—অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা।"

স্বপন বলল: "কিন্তু যদি বলি যে, শুধু অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার জন্যেই সভ্যসমাজে একনিষ্ঠতার চল হয়নি? যদি বলি: এর মধ্যে দিয়ে নর-নারী আত্মবিকাশের খানিকটা সার্থকতাও না পেলে যৌন-নীতির ইমারত শুধু ঐ অর্থনৈতিক ভিতের ওপরই এতদিন খাড়া থাকতে পারত না?"

মসিয়ে বেনার চিন্তিত সুরে বললেন: "তোমার এ-কথার মধ্যে যে একটুও সার নেই তা বলি না। আর আমি যে অর্থনৈতিকদের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই সায় দেই তাও না। তবে কি জানো! আমি বলি যে ঠিক ঐ আত্মবিকাশের জন্যেই সতীত্ব একনিষ্ঠতা প্রভৃতিকে একটু ছোট ক'রে দেখার দরকার। এক সময়ে এ-সবের মধ্যে মানুষ হয়তো খানিকটা সার্থকতা পেয়েছে—কিন্তু সে-যুগ একেবারে গত না হ'লেও বাধার দাখিল—এ নিশ্চয়। আমাদের বোঝবার সময় এসেছে যে এ-ব্যবস্থা চিরন্তন তো নয়ই—খুব দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাও নয়। আর সতীত্বের মূলে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে—ঐ সন্তান।"

স্বপন সন্দিগ্ধসুরে বলল : "কিন্তু তা হ'লে যেখানে সন্তানের প্রশ্ন ওঠে না সেখানে সতীত্বের দর এত বেশি কেন ?"

মসিয়ে বেনার হাসলেন : "কোথায় বেশি, বন্ধুবর ! আজকের য়ুরোপের সঙ্গে মধ্যযুগের য়ুরোপের তুলনা ক'রে দেখ তো একবার। সে-সময়ে সতীত্বের যে-দর ছিল তার সঙ্গে আজকের দরের কি কোনো তুলনা হয় ? না, এ-যুগে সতীত্বের বাজারদর কমার দরুণ চার্চের মড়াকান্না তোমার কানে এখনো পৌছয়নি ?"

—"কিন্তু—"

—"এতেও যদি তোমার প্রত্যয় না হয়, তবে আর একটা দৃষ্টান্ত দেই—যেটা এতক্ষণ দিতে চাচ্ছিলাম না।"

সকলে ঈষৎ উৎসুক হ'য়ে মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন : "সেটা এমন কিছু শক্ত কথা নয় অবিশ্যি তবে সোজা কথা বটে। সেটা হচ্ছে সন্তানের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার সঙ্গে সতীত্বের সম্বন্ধ। দেখতে পাবে এ-উদ্ভাবনের পর থেকে সভ্যসমাজে সতীত্বের জোয়ারে কি হুহু ক'রে ভাঁটা এসে গেছে। যদি নারীর সতীত্বের সঙ্গে এ অবান্তর সন্তানের প্রশ্নের একটা গভীর যোগ না থাকবে তা হ'লে কি এটা সম্ভব হ'তে পারত ! য়ুরোপের ভদ্র মেয়ের সঙ্গে তো মিশেছ সেন। তোমার কি মনে হয় তারা ঠিক ঐ ইতালীয় মাদনা বা ভারতের সতীদের ছাঁচে ঢালা ?"

আনা আরও জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। স্বপন মুখ তুলে চাইতেও পারে না। সন্ধ্যার মনেও লাগে ওদের অস্বস্তির ছোঁয়াচ। শেষটায় স্বপন জোর ক'রেই তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা সহজ সুর টেনে এনে বলল : "কিন্তু তাই ব'লে কি আপনি বলতে চান যে, একনিষ্ঠতার মূলে যে-সংযম ও সম্ভ্রম-জ্ঞান আছে—যে-গভীরতা আছে—যে-শুভ্রতা

আছে—তার কোনোই মূল্য নেই ? না, প্রতি পদে সন্ত আকর্ষণের পায়ে লুটিয়ে পড়ার মধ্যে কোথাও একটুও অগৌরব নেই !"

সন্ধ্যা একবার স্বপনের দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রে প্রীতস্বরে বলল : "সিসির এ-কথায় আমার মন খুবই সাড়া দেয় মসিয়ে—তা আপনি যতই কেন মাদনা বা সতী-সাধ্বীদেরকে ঠাট্টা করুন। সন্ত আকর্ষণের পায়ে প্রতি মুহূর্তে লুটোনোর মধ্যে আমোদও থাকতে পারে—আবেশও মিলতে পারে—কিন্তু যেটা পারে না সেটার নাম—সংযমের গরিমা ও অনুভবের মাধুর্য্য।"

মসিয়ে বেনার কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে আত্মসংবরণ করলেন।

সন্ধ্যা একটু উৎসাহিত হ'য়ে বলতে লাগল : "আপনি এইমাত্র উপমা দিলেন : হৃদয়ের নানা তার নানা প্রেমিকের সৌখীন আঙুলের পরশে বিহ্বল হ'য়ে বেজে ওঠে। উপমাটি শুনতে অবশ্য মন্দ না। কিন্তু যতটা সুশ্রাব্য ঠিক ততটা গভীর কি ? একটু তলিয়ে দেখতে গেলে কি ওকে ছদ্মবেশে যথেচ্ছাচারেরই ওকালতি বলা চলে না ? অন্তত শতকরা নিরানব্বই জন লোক যে-ভাবে প্রবৃত্তি-চরিতার্থ করতে ছোটে তাতে আমি তো কিছুতেই ভাবতে পারিনে যে তারা তাদের হৃদয়ের নানা সূক্ষ্ম তার কাঁপাতেই ছুটেছে।"

মসিয়ে বেনার কোমলকণ্ঠে বললেন : "তোমাকে আমি হয়তো অজান্তে একটু আঘাত দিয়েই ফেলেছি শেরি—নইলে তুমি এতবড় ভুলটা ক'রে বসতে পারতে না যে, ছদ্মবেশে আমি উচ্ছৃঙ্খলতারই ওকালতি করতে চাচ্ছি। বলেছিই তো : একনিষ্ঠতাকে আমি শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই বিচার করিনি। আমি দেখাতে চেয়েছি যে, একনিষ্ঠতার শুভ্রতা—মহিমা—মাধুর্য্য—আর কি ?—সংযম-সম্ভ্রম জান না ?—হ্যাঁ এ-সবের মূলে মস্ত একটা অবাস্তর জিনিষ লুকিয়ে রয়েছে—তার নাম সম্পত্তি-জ্ঞান।"

সন্ধ্যা বলল : "ও-কথা না-হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার ও অসংযমের প্রসঙ্গটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন যে।"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন : "এড়িয়ে যাইনি সন্ধ্যা। আর কেন যাইনি শুনবে? কারণ আমি বৃদ্ধ।"

—"মানে?"

—"মানে, বার্দ্ধক্যের দোষ অশেষ হ'লেও তার একটা গুণ আছে এই যে, সে সহজে ভোলে না যে, জীবনের নিরুদ্দেশ-যাত্রায় দুটো বিপরীত পথের মাঝামাঝি একটা পথ প্রায়ই থাকে। তাই শৃঙ্খলাকে গ্রহণ না-করার অর্থই যে নিছক উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করা—তা নয়; বা সংযমের অতিনির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দিকে অনেক সময়ে অতিক্রম করতে চাওয়ার মানে নয় যে, যাকে দেখে মন একটুও বিচলিত হ'ল—সব ছেড়ে তার পিছু ধাওয়া করতেই হবে।"

সন্ধ্যা কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল। মসিয়ে বেনার বলতে লাগলেন : "আমি বলেছি শুধু এই যে, একাধিক জনকে ভালোবাসতে পারাটা কাম্য। কিন্তু তার মানে কি এই যে আ[illegible]সেনের মতন প্রতি রাত্রে একজন একজন ক'রে নতুন বন্ধু পাকড়ে তাকে প্রেম-নিবেদন না-করলেই সে-ফুলশয্যা নামঞ্জুর? আমি চাই বটে মানুষকে অসংযমেরও একটু স্বাধীনতা দিতে। কিন্তু সেটা কি শুধু এই সাধু অভিপ্রায়ে যে তারা সব রাতারাতি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার উপাসক হ'য়ে উঠুক! সংসারে যেন সত্য সুকুমার মানুষ ব'লে কোনো জীব একেবারেই নেই। একটু ফাঁক পেয়েছে কি সব উচ্ছৃঙ্খলতার রসাতলে ডোবার জন্যে মুখিয়ে ব'সে আছে!—বা রে বা! আমার ফিলজফির সম্বন্ধে তোমরা তো দেখি খাসা ধারণা গ'ড়ে ব'সে আছ!"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "থাকব না কেন? আপনি বলেননি এইমাত্র

যে, আমার ও আনার তুদিনও একত্রে থাকা অসম্ভব! আমরা কি সভ্যা নই, না সুকুমারী নই!"

মসিয়ে বেনার একটু শান্ত হেসে বললেন: "তোমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে আবার উলটো বিপদ। তোমরা তো শুধু সভ্যা নও—অতি-সভ্যা; শুধু সুকুমারী নও—চুটিয়ে সুকুমারী। নইলে তোমাদের সঙ্গে—একটু খোলাখুলি কথা বলছি ব'লে মাফ কোরো—সেন একসঙ্গে প্রেম করতেও পারত হয়তো। কারণ সামান্যাদের সঙ্গে প্রেমের লেনদেনও হয় সহজ—তাঁদের দাবি-দাওয়া কম হওয়ার দরুণ। ঝড় আসে ঐ অসামান্যাদেরই বেলায়—তাঁদের অনুভবশক্তি একটু বেশি বিকশিত ব'লে।"

স্বপন ও সন্ধ্যা মুখ নিচু ক'রে রইল।

হঠাৎ আনা বলল: "কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্যাই বলুন বা অসামান্যাই বলুন তুজনেরই দাবি কি এক না? বিহারের ক্ষেত্রে মানুষের রুচিভেদ ঘটা বুঝতে পারি—কিন্তু আহারের বেলায় তো সবাই সমান।"

মসিয়ে বেনারের ঠোঁটের কোণে একটুখানি ব্যঙ্গের রেশ দেখা দিতে দিতে মিলিয়ে গেল, তিনি গম্ভীর স্বরেই বললেন: "এ হ'ল তোমার সহৃদয়তার কথা আনা, কারণ ভুলছ কেন সামান্যাদের বেলায় প্রেম শুধু ঐ আহারই—বিহার একেবারেই নয়। প্রেমে বিহারের অনুশীলন করতে পারেন এক তাঁরাই যাঁরা খানিকটা অসামান্যা।"

আনা সন্দিগ্ধ স্বরে বলল: "তাই কি?"

—"তাই নয়? বাঃ। তুমি কি মনে করো—ভ্যু মুসের সাহিত্যিকা-প্রণয়িনী জর্জ্ স্যাণ্ড তাঁর কাছে যা চাইতেন, রুসোর পরিচারিকা-প্রণয়িনী থেরেসা তাঁর কাছে ঠিক তাই চাইত? না, তুমি মসিয়ের কাছে ঠিক যে জিনিষটি না-পেয়ে তাকে ত্যাগ করেছিলে, পথে ঘাটের মাদামেরা তাঁদের মসিয়রদের কাছে ঠিক সেই বস্তুটি না পেলে ঘরকন্না দেয় উলটে?" বলতে

বলতে তাঁর কথার মধ্যে তাঁর অভ্যস্ত ব্যঙ্গ হাসি ফের ফুটে উঠল, তিনি বললেন : "আটপৌরে মেয়েরা শুধু যে আটপৌরে প্রেমই চায় শেরি—ও চায় ব'লেই তো বাঁচোয়া। নইলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রেম করতে যাবার বেলায়ই যদি প্রেমের নানা সূক্ষ্ম সৌরভ নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'ত তা হ'লে —উঃ—" ব'লে পর-পর সন্ধ্যা ও আনার দিকে তাকিয়ে বললেন : "তাই তো এ-সংসারে যত ফ্যাসাদ বাধে তার পনের আনা হ'ল তোমাদের মতন মেয়েদের মনটিকে নিয়ে, সামান্যাদের মন নিয়ে নয়। মানে রোমান্সের এলাকায় অবশ্য—ঘরকন্নার নয়।"

স্বপন হেসে বলল : "ওদের না হয় আলগোছে খুব একচোট কম্প্লিমেন্ট দিয়ে নিলেন মসিয়ে—কিন্তু সামান্যারা যদি তাদের সম্বন্ধে আপনার এই ধারণাটি একবার শুনতে পেত—"

—"সর্ব্বনাশ! তাঁদের চটাতে পারি? তাঁরা আছেন ব'লেই না সংসার চলেছে! নির্জলা অসামান্যারা হলেন নির্জলা হুইস্কি, ও নিয়ে কি চিরদিন ঘর করা চলে? চললে কি আর রুসো মাদাম ওয়ার'র সঙ্গে 'ঘর' ক'রেও পরিচারিকা থেরেসার সঙ্গেই করতেন বরাবর 'কন্না'।"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "যাক্ এবার কম্প্লিমেন্ট-টা বেশ উলটে দিয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—সামান্যাদের কাছে তা হ'লে আপনি নিজে কি ছদ্মবেশ প'রে থাকতেন না কি?"

—"তার আর সন্দেহ আছে? তাঁদের সঙ্গে যখন প্রেম করেছি তখন কি তাঁদের ঘুণাক্ষরে জানতে দিয়েছি মনে করো যে, তাঁরা ক্লিওপেট্রা, হেলেন, পোর্শিয়া, এলিজাবেথের চেয়ে একতিলও কম?"

স্বপন ও সন্ধ্যা হেসে উঠল, কিন্তু আনা সমস্তাবে বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল। মসিয়ে বেনার সস্মিতস্বরে বলতে লাগলেন : "অসামান্যাদের কবি আমি কবুর, কিন্তু সামান্যাদের কবি—আদর।

কারণ ওঁরা জীবনে রস-বৈচিত্র্য না আনুন, শৃঙ্খলা আনেন তো? শান্তি না আনুন, সোয়াস্তি আনেন তো? সমৃদ্ধি না আনুন, স্বচ্ছলতা আনেন তো? আর এ-সব দানকে কোন্ পামর অস্বীকার করবে বলো?" ব'লেই আনার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি তৎক্ষণাৎ সুর বদ্‌লে নিয়ে গম্ভীর স্বরে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "কিন্তু সামান্যাদের এ-সব গুণ স্বীকার ক'রে নিয়েও নিশ্চয়ই বলা যায় যে, তাদের ভালোবাসার ও তোমাদের মতন অসামান্যাদের ভালোবাসার ছন্দের মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। যেহেতু উভয়ের দায়িত্বই হ'ল আলাদা—প্রেমে।"

সন্ধ্যা বলল: "কী ধরণের দায়িত্বের কথা বলছেন আপনি?"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "খোলাখুলি বলব?"

সন্ধ্যা বলল: "নিশ্চয়।"

মসিয়ে বেনার গম্ভীর হ'য়ে বললেন: "এই ধরো, দুজন সামান্যার সঙ্গে একত্র প্রেম করাও চলে আবার তাঁদেরকে এসেন্স গহনা কাপড় দিয়ে তুতিয়ে-পাতিয়ে ভুলিয়ে রাখাও চলে। কিন্তু তোমার—আনার মতন মেয়ের সঙ্গে সে-রকম বিলিব্যবস্থা সম্ভব কি?" ব'লেই একটু থেমে বললেন: "কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না যেন তাই ব'লে। আমি বলতে চাই না যে, একাধিক অসামান্যার সঙ্গেও একত্রে প্রেম করা যায় না। খুবই যায়—এবং এই সমাজেও যায়। কেবল পাশাপাশি যায় না—একজনকে একটু গা-ঢাকা হ'য়ে থাকতে হয়ই।" ব'লে স্বপনের দিকে তাকালেন।

স্বপন চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চকিতে আনার দিকে কটাক্ষপাত করল। কিন্তু আনা তখনও সেইভাবেই বাইরের আকাশের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে।

কথা কইল সন্ধ্যা, একটু যেন জোর ক'রেই : "কারণ—সাদা ভাষায়—ঈর্ষা এই বলতে চাইছেন তো ?"

মসিয়ে বেনার চিন্তিত সুরে বললেন : "ঠিক তা-ও না। অত সরল নিদান হয় না এ-রকম জটিল ব্যাধির।"

—"কিন্তু ঈর্ষা ছাড়া অন্য কী নিদানই বা হ'তে পারে ?"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "ঈর্ষা হয়তো খানিকটা থাকেই—কিন্তু বিকশিত মনের ক্ষেত্রে এ-ঈর্ষা যে রূপটি নেয় তাকে আবার ঠিক গড়পড়তা ঈর্ষার শ্রেণীতেও ফেলা চলে না ঠিক।"

—"আপনার কথাটা একটু আবছা—"

—"কি জানো সন্ধ্যা ? প্রেমের বিকাশ যেখানে যত সূক্ষ্ম তার সমস্যা ও দায়িত্বজ্ঞান-ও যে ততই বেশি—বুঝলে না ? কাজেই ঈর্ষার উগ্র কাঁটাটিকে মনের কোণ থেকে উপড়ে ফেলে দিতে পারলেও তাতে ক'রে সমস্যার জটিলতাটি এতটুকুও কমে মনে করো—?"

—"কমে না ?"

—"বিশেষ না। ঐ যে বললাম সামান্যাদের ক্ষেত্রে কমতে পারে হয়তো—যারা আটপৌরে ভালোবাসায়ই ভরপুর—খুসি। কিন্তু তোমাদের মতন মেয়ের ভালোবাসা তো আর এ-ধরণের আটপৌরে ভালোবাসা নয় শেরি, যে, একটা বিশেষ বিলিব্যবস্থায় সে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়বে। প্রতি সূক্ষ্ম জিনিষেই-যে তোমাদের পরস্পরের দাবির সংঘর্ষ বাধবে—প্রতি কথায়ই-যে দুজনকে দুজনার মন বুঝে চলতে হবে—প্রতি আচরণেই-যে প্রত্যেকের অত্যন্ত সাবধান হ'তে হবে যেমন এখানে এর মধ্যেই হ'তে হচ্ছে—বুঝতে তো পারছ ? এর উপায় কী বলো ! একদিন মানুষ বুঝে-সুঝে র'য়ে-স'য়ে সামঞ্জস্য ক'রে চলতে পারে—দুদিনও পারে হয়তো, কিন্তু তিন দিনের দিন সে অসহ্য হ'য়ে ওঠেই ওঠে শেরি।

আত্মজর্জ্জর হ'য়ে দিনের-পর-দিন চলা—নাটক নভেলেই সম্ভব ও মিষ্টি, বাস্তব জীবনে একটু শান্তির আকাশ নইলে চলে কি?—কিন্তু এটা একটু অবান্তর কথা এসে গেল। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, প্রেমের বিকাশ যেখানে যত সূক্ষ্ম তার ছোটখাটো তৃষ্ণা-না-মেটার বেদনাও ততই দুঃসহ! এর তো আর চারা নেই!"

সন্ধ্যা চিন্তিতস্বরে বলল: "আপনি যা যা বলছেন মসিয়ে সবই সত্যি কথা, মানি। কেবল একটা কথা আমার মনে হয়—"

মসিয়ে বেনার জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সন্ধ্যা সে-দৃষ্টির সামনে চোখ নিচু ক'রে মৃদুস্বরে বলল: "আমার ভয় হয় ··যে ···এ-সব আসলে দুর্ব্বলতার···ভয়ের যুক্তি নয় তো?" ব'লে মসিয়ে বেনারের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল: "মাস কয়েক আগে আনা মরিসকে একবার বলেছিল যে, সাবধান হ'য়ে নারী আগলাতে পারে প্রেমাস্পদকে কিন্তু ভালোবাসাকে না। এ-কথাটা কি জানি কেন আমাকে বড় গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল।"

আনা চকিতে তার দিকে তাকাতেই—সন্ধ্যা ও তার চোখোচোখি হয়। আনা কি-একটা কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে মসিয়ে বেনার কথা কইলেন। সন্ধ্যার একটা হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে ধীর-স্বরে বললেন: "কথাটা খুবই ঠিক, জানি—কেবল তোমার ক্ষেত্রে তো আর এ-ভয় নেই শেরি! কারণ এক্ষেত্রে তুমি তো আর আনাকে সরিয়ে দিচ্ছ না, আমিই সরিয়ে নিচ্ছি।"

সন্ধ্যা ম্লান হেসে বলল: "এ-ভাবে মনকে চোখ ঠেরে প্রবোধ হয়তো দেওয়া যায়—কিন্তু ভয় কি সাহস হ'য়ে দাঁড়ায় মসিয়ে?"

মসিয়ে বেনার উত্তর দিতে গিয়েই কি ভেবে থেমে গেলেন।

হঠাৎ ফিরে আনা বলল: "এ-কথাটা কিন্তু তোমার ঠিকভাবে বলা

হয়নি সন্ধ্যা। কারণ এটা ঠিক তো ভয় নয়—এটা যে অনেকটা জীবনে সামঞ্জস্যের কথা। সংসারে ভয় কথাটা শুনতে খারাপ—কিন্তু তাই ব'লে হঠকারিতা মাত্রই তো আর বীরত্ব নয়।"

স্বপন মৃদুস্বরে বলল: "আমার বোধ হয় আনা, তুমি সন্ধ্যাকে একটু ভুল বুঝেছ। ও ঠিক হঠকারিতার সমর্থন করতে চেয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছিল যে জীবনে সংঘর্ষকে ক্রমাগত এড়িয়ে চলতে চাইলে খতিয়ে লাভ হয় না। আর এ-কথাটা তো সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়।"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ হেসে বললেন: "তোমার ও সন্ধ্যার কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে আনার মন্তব্যের সঙ্গেই আমি বেশি সায় দিই। কেন জানো?"

স্বপন বলল: "দূরদর্শিতার ওকালতি?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "অনেকটা তাই বটে, যদিও ওকালতি কথাটা ব'লে আমায় খোঁটা না দিলেও চলত। কিন্তু এ-সূত্রে একটা কথা বলি সেন, শোনো। পৃথিবীতে সব দেশেই আজ মানুষ যৌবনের স্তবগানে ব্রতী বটে এবং এ জয়ধ্বনির সাহিত্যিক বা সামাজিক মূল্যও আমি অস্বীকার করি না। কারণ যৌবন জীবনকে অনেক কিছুই দিয়েছে বৈ কি। কিন্তু তাই ব'লে তো আর জীবনে প্রবীণতার, স্থৈর্যের, অভিজ্ঞতার এমন কি তোমার ঐ দূরদর্শিতার দানকেও এক কথায় নাকচ ক'রে দেওয়া চলে না মনামি।"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল: "আমি দূরদর্শিতাকে শ্লেষ দিয়ে কথা বলেছিলাম তাকে ঠিক নাকচ করতে—"

মসিয়ে বেনার স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "জানি। তবু কি জানো? তোমাদের মতন রক্ত গরম অবস্থায় স্থৈর্য, ধৈর্য, প্রশান্তি এ-সবকে একটু

স্রোতোহীন গোছের অবস্থা ব'লে মনে হয়ই সময়ে সময়ে। তাই তোমাদের অজ্ঞাতসারেই প্রবীণতার প্রতি তোমরা একটু বেশি কঠোর হ'য়ে পড়ো। ভাবো যে, সংসারে সব সত্য লাভই বুঝি ঐ এক বিক্রমাদিত্যের পথ বেয়েই উদয় হ'তে বাধ্য। কিন্তু বিশ্বাস কোরো মনামি, যে, জীবনে এমন পরীক্ষাও আসে যেখানে নিজের শক্তিকে গুটিয়ে নেওয়ায় বীরত্বের আস্ফালনের চেয়েও বেশি লাভ হয়—মানে, সত্য লাভ।"

সন্ধ্যা বলল: "কী ধরণের লাভ বলতে চাইছেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "যে-শক্তির নিরর্থক সংঘর্ষে হ'ত কেবল অপচয় তাকে জীবনে নানাভাবে সক্রিয় ক'রে সার্থক করার লাভ।" ব'লে সুর নামিয়ে নিয়ে বললেন: "তাই আমি আনাকে নিয়ে যাচ্ছি বহুদূরে—ও কি! আনা! আনা!" ব'লে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আনা খানিকক্ষণ থেকে দুহাতে মুখ ঢেকে পাশের জানলার কাঠে ভর দিয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিল, কেউই লক্ষ্য করেনি বাগ্বিতণ্ডায়। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতেই স্বপন ও সন্ধ্যাও উঠে দাঁড়াল। রুদ্ধ কান্নার স্রোত আনার সমস্ত দেহখানিতে খেলে যাচ্ছে।

* *
*

স্বপন ও সন্ধ্যা আনাকে ধ'রে এনে মসিয়ে বেনারের পাশে বসিয়ে দিল। বৃদ্ধ তার মাথাটি টেনে নিলেন বুকে। সন্ধ্যা তার অপর পাশে ব'সে টেবিলের ওপর থেকে একটা মোটা খবরের কাগজ নিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগল।

মসিয়ে বেনার গভীর স্নেহে এক হাতে আনার কটিবেষ্টন ক'রে আর এক হাতে তার চুলের ওপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন: "আমারই দোষ হয়েছে আনা। তোমার দেহ-মনের বর্তমান অবস্থায় এ-প্রসঙ্গ নিয়ে

আমাদের তোমার সামনে এমন শুষ্কভাবে এত দীর্ঘ আলোচনা করাটা ঠিক হয়নি।”

আনা অস্ফুট স্বরে বলল: “না মসিয়ে—আপনাদের কিছু অন্যায় হয়নি। হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা কেমন ক’রে উঠল। আমি কোনোমতেই সামলাতে পারলাম না, ক্ষমা করবেন। থাক্ সন্ধ্যা—আর হাওয়া করতে হবে না।”

সন্ধ্যা পাখা-করা থামিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চুপ ক’রে চেয়ে থাকে। মসিয়ে বেনার সেই এক ভাবেই আনার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে থাকেন। স্বপন মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নিঃসাড় হ’য়ে ব’সে।...

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে সন্ধ্যা তাকায় স্বপনের আনত বিবর্ণ মুখের দিকে। আনাও। স্বপন সচেতন হ’য়ে ওঠে মুহূর্তে—ও আরও আড়ষ্ট হ’য়ে পড়ে। আনা রুমালে তার অশ্রুসিক্ত মুখ মুছে আত্মসংবরণ ক’রে সোজা হ’য়ে উঠে বসে। সকলে তার দিকে তাকাতে সে মুখ নিচু ক’রে বলে: “আমাকে তোমরা সকলে ক্ষমা কোরো—আমি ভারি লজ্জা বোধ করছি···কিন্তু কী করব! কোনোমতেই পারলাম না। মাঝে মাঝে কেন যে এমন হয়—”

সন্ধ্যা অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে তার দিকে চেয়ে বলে: “কেন ওজন্যে এত কুণ্ঠিত হচ্ছ আনা। তোমার শরীরও তো ভালো না।”

আনার কণ্ঠস্বরের জড়তা এ-কথায় একটু কাটে। “ধন্যবাদ সন্ধ্যা”, ব’লেই স্বপনের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলে: “কাজেই বুঝতে পারছ তো যে, তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না ক’রে মসিয়ে বেনার ঠিকই করেছিলেন। আমাকে তিনি চেনেন তো!”

মসিয়ে বেনার সস্নেহে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন: “এর জন্যে

শুধু নিজেকেই দায়ী করছ কেন, শেরি? বিশেষতঃ যখন জানো এর জন্তে তোমার চেয়ে আমি বা স্বপন একচুলও কম দায়ী নই।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "কেবল আমি সত্যিই ভাবিনি সেন, যে, ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি এ-রকম পরিণতি নেবে—এই-ই আমার একমাত্র সাফাই।"

সন্ধ্যা শান্তভাবে একটু হেসে বলে: "যেন জানলেই পারতেন ঠেকাতে এ-পরিণতিকে।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে একটা সিগারেট ধরালেন, পরে বললেন: "কথাটা তুমি বলেছ ভালো সন্ধ্যা। তবে কি জানো? আমরা য়ুরোপে ছেলেবেলা থেকে বড় বেশি শুনে মানুষ যে জীবনে যা কিছু ঘটে-না-ঘটে তার নিয়ন্তা একমাত্র আমরা। তাই বোধ হয় আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান তোমাদের চেয়ে এত বেশি।" ব'লে আবার খানিকক্ষণ ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন। পরে স্বপনের দিকে চেয়ে চিন্তিত স্বরে বললেন: "তোমাদের কথা নিয়ে কাল ও আজ এত বেশি ভেবেছি যে, বলতে পারি না। আর ভেবে ভেবে আমার মনে হয়েছে যে, জীবন-সম্বন্ধে তোমাদের ফিলসফি প্রভৃতিকে মিস্টিসিস্‌ম্ ব'লে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে যদি একটু জিজ্ঞাসুভাবে সেটাকে বুঝতে চাইতাম তা হ'লে হয়তো আমাদের খুব লোকসান হ'ত না।"

স্বপন মসিয়ে বেনারের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল স্বরে বলতে চেষ্টা পেল: "মসিয়ে! আপনার মুখ দিয়ে ক্রমাগত এ কী ধরণের কথা বেরুচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন তো? কালও চাঙের প্রসঙ্গে কত-যে অ-পাশ্চাত্য কথা ব'লে ফেললেন। আবার আজ এ কী অ-বুদ্ধিবাদী কথা?"

মসিয়ে বেনারও হাসলেন: "কি জানো সেন! য়ুরোপের

বুদ্ধিবাদীদের যদি একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো তা হ'লে দেখতে পাবে তাদের যতটা শুষ্ক দেখায় তারা আসলে ততটা শুষ্ক নয়। কি হয় শুনবে?"

—"কী?"

—"আমরা অনেক সময়ে অনেক জিনিষ মনে মনে সম্ভব ব'লে মেনে নিতে রাজি হ'তে পারি—কিন্তু মুখে স্বীকার করতে বললেই ভয়ে যাই নীল হ'য়ে। ঠিক ভয় বললেও আবার একটু ভুল বলা হবে হয়তো। কী ক'রে বোঝাই কথাটা।" ব'লে একটু থেমে একমুখ ধূম্রোদ্গার ক'রে বলতে লাগলেন: "কি জানো? সম্প্রতি আমরা মনে মনে জপতে' আরম্ভ করেছি যে, জীবনে অন্ধকার কাটে কেবল যুক্তির মালাজপ করলে। তাই সুসঙ্গতির খাতিরে মতামত-প্রকাশের সময় আমাদের একটু শুষ্ক ও এমন কি অসহিষ্ণুও হ'য়ে পড়তে হয়। কিন্তু তাই ব'লে কি অন্তরে অদৃশ্য জগতের দানকে একেবারেই কোণঠেশা ক'রে রাখতে পারি সব সময়ে? না, জীবনের নানা পূত মুহূর্তে এ-জগতের নানা রহস্যাভাষে অভিভূত না হ'য়ে পারি?"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "জীবনে বুদ্ধিবাদীদের সঙ্গে ক্রমাগত মিশে আমরা বুদ্ধিকেই সব চেয়ে বড় পাথেয় ব'লে মনে করতে চাই বটে। কিন্তু, যে-কথা সেদিন চাংও বলছিল: তাই ব'লে কি কানের কাছে শুক্করাত্রে কখনো কোনো স্বর বলেনি যে, কূল পেতে হ'লে আগে ঝাঁপ দিতে হয় অকূলে? সংসারে বুদ্ধির নির্দ্দিষ্ট একটানা পথে চ'লে নানা সাফল্য, নানা সুখ, নানা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়েছে, সত্য। কিন্তু তাই ব'লে কি কখনো আভাষ পাইনি যে, কাটাছাটা, মাপাজোপা, বাঁধাধরার পারে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করার মধ্যে যে-সার্থকতা নিহিত সে এ-সবের অনেক ওপারে? না পেয়ে পারি?"

সকলে স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। বাইরে একটা মৃদু মর্ম্মরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বৃদ্ধের স্বর এমন অপরূপ শোনায়? তিনি ব'লে উঠলেন: "আজ তোমাদের বলব আমার জীবনের একটি বিচিত্র অধ্যায়ের কথা। বলব বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, তা থেকে তোমরা আমাকে হয়তো একটু ভালো ক'রে চিনতে পারবে। বুঝতে পারবে যে, দৈনন্দিন জীবনে যুক্তি-তর্ককে বড় ক'রে ধরলেও মনটা আমার আসলে রহস্যানুভূতির প্রতি বিমুখ নয়।"

ব'লে মসিয়ে বেনার চুপ করলেন। বাইরের আকাশে দিগন্তের কোলে একটা কালো মেঘের অন্তরালে থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকে সমস্ত আকাশটা দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। এদিকে তটের কাছে চাঁদের গলিত স্বর্ণবর্ণ উপছে পড়ে। মাঝে মাঝে উর্ম্মিবালাদের ফেনকিরীটে সে-আলো শুভ্র হাস্যে পড়ে ভেঙে, আর কালো মেঘের উপত্যকায় কোল অবধি সে-হাসি যায় বিছিয়ে। মাঝে একটা যায়গায় একটি ডিম্বাকৃতি ছায়ার ধূসরিমা। ছবিটি এমন মায়াময়! মসিয়ে বেনারের মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সকলে সেই দিকে তাকায়। স্তিমিত নীরবতার মধ্যে আলোচনার মুখরতা যেন আপনা হ'তেই করে আত্মসমর্পণ।

* * *

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "আজ আমি তোমাদের সামনে আমার জীবনের যে-পরিচ্ছেদটির পাতা খুলতে যাচ্ছি, তা আজ পর্য্যন্ত কাউকে কখনো বলিনি। অথচ আমার আশ্চর্য্য লাগে এ-কথা ভাবতে: কেননা আমার বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।" ব'লে একটু চুপ ক'রে বলতে লাগলেন: "তোমাদের কাছে যে অতীতের এ-কয়টি পাতা কখনো খুলে ধরব তা-ও কখনো ভাবিনি! অথচ আজ মনে হচ্ছে যে···কিন্তু

যাক সে কথা। কেবল আশা করি তোমরা এ থেকে বুঝতে পারবে—কেন বুদ্ধি-সারথীর রাশ-কড়া শাসনে আমি সচরাচর মুখ খুলতে পারি না। মানুষের আসল রূপটি যে কত গোপন ও কত কম লোকের কাছেই উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরা যায়···" ব'লে আবার থেমে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন :—"ধর এইমাত্র তুমি ও সেন তর্ক করছিলে না যে জীবনে সংঘর্ষ বেদনা প্রভৃতির দাম কম নয়? আর আমি উলটো যুক্তি দিচ্ছিলাম যে প্রবীণতা, বিচার প্রভৃতির দামই বেশি! কিন্তু যদি ঐখানেই থেমে যেতাম তা হ'লে আমার সম্বন্ধে কতটুকুই বা তোমরা জানতে!"

সন্ধ্যা মৃদু হেসে শুধু বলল : "কিন্তু ঐ ক'টি কথা শুনেই যে আমরা *আপনাকে বিচার করতাম না এ-ভরসা বোধ হয় আপনাকে দিতে পারি।* কারণ কথার মধ্যে দিয়ে আমরা যে নিজের কতরকম ভুল ছবিই ফুটিয়ে তুলি সেটা আমরা দুজনেই মর্ম্মে মর্ম্মে জানি।"

মসিয়ে বেনার প্রীত সুরে বললেন : "বেশ বলেছ সন্ধ্যা। ভলটেয়ার বলেছিলেন না যে, চিন্তা গোপন করবার জন্যেই কথার ছদ্মবেশের সৃষ্টি?··· কথাটা একটা গভীর কথা। ধরো না কেন আমি মুখে [illegible] একজন নাস্তিক, অথচ গ্রীসের ও ভারতের পৌরাণিক দেব-দেবী আমাকে যে কী গভীরভাবে স্পর্শ করে!—"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে বললেন : "আশ্চর্য্য লাগে শুনে, না? আমার নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে। বিশেষ ক'রে তোমাদের একটি দেবতার কথা ভেবে। তাঁর কথা মনে হ'লে আমার সমস্ত অন্তরে যেন আনন্দের দোল লাগে। অথচ কেন—তা কি আমিই জানি?"

সন্ধ্যা সস্মিত সুরে বলল : "কোন্ দেবতাকে আবার এত ভালো লাগে আপনার?"

—"অনুমান করো তো দেখি।"

সন্ধ্যা ভেবে বলল: "ব্রহ্মা? না বিষ্ণু?" ব'লেই হেসে বলল: "না হয়েছে: কার্ত্তিক।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "ওদের কাউকেই না। আমার ভালো লাগে তোমাদের ঐ পাগলা গৃহহীন শিবকে—যে-সমুদ্র মন্থনের সময়ে নাহ'ক বিষ খেয়ে নীল হ'য়ে রইল।···একটু আশ্চর্য্য লাগছে, না? হয়তো তোমাদের আধুনিক শিক্ষিত রুচি ঐ ক্ষেপাটে. সাপুড়ের কথা ভেবে রসগদ্‌গদ হ'য়ে ওঠে না,. কিন্তু আমার মন সত্যিই শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে ঐ শ্মশান-পাগ্‌লার কথা ভাবলে। কেন—কে বলবে?"

ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন: "বলেছি তো যে, ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। অথচ ভগবানের এ-কল্পিত রিক্ত রুদ্ররূপকে কেন-যে আমার এত ভালো লাগে তার কোনো দিশাই আজ অব্‌ধি পাইনি। তোমাদের একজন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা শিবের বৈরাগী মূর্ত্তি যতবারই দেখি ততবারই প্রায় সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়ি আর কি। ও-দেবতাটি যদি পুরুষ না হ'য়ে নারী হতেন তা হ'লে আমি বোধ হয় তাঁকেই বল্লভ ব'লে বরণ করতে ছুটতাম।"

খানিকক্ষণ কেউই কথা বলল না। বৃদ্ধের কথার মধ্যে এমন একটা রেশ ফুটে উঠেছিল!······

বাইরের দিগন্তে মেঘের চূড়ায় একটি স্বর্ণ-সীমন্তের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন: "এ-সব কথা বলতে কোথায় যেন বেঁধে আমার।"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "কেন মসিয়ে? এ-ধরণের কথায় বুদ্ধি সায় দেয় না ব'লে?"

বৃদ্ধ বললেন : "না, এ-ধরণের কথা বলতে গেলেই কেমন যেন একটা ঢং মনে হয়—তাই।"

স্বপন কি-একটা কথা বলতে গিয়েই চুপ ক'রে গেল। মসিয়ে বেনার সেইভাবেই ব'লে চললেন : "অবশ্য ঢং মনে হয় যখন বুদ্ধির আলোয় দেখি। কিন্তু যখন অনুভবের আলোয় দেখি তখন মনে হয় যে জীবনে এই রুদ্ররূপের মহিমাই হয়তো একমাত্র সত্য—বাকি সবই ঢং। মনে হয়, ব্যথা-মন্থনের মাঝে যে-গরল ওঠে বোধ হয় কেবল তাই পান ক'রেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। বাকি সব ভাব-বিলাসিতা।"

ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন : "হয়তো একটু বেশি উচ্ছ্বাসের কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে। আমাকে ভুল বুঝো না যেন। আমি বলছি না যে, বেদনার মন্থনের মধ্যে আমার নিরাশা কথনো আসেনি—ক্ষোভ কখনো হয়নি। কিন্তু সে-আবিলতা কেটে যেতে-না-যেতেই যেন আভাষ পেয়েছি যে বাইরে থেকে দেখতে যা অভিশাপের মতন তা হয়তো আসলে বর হ'তেও পারে।"

আনা মৃদুস্বরে বলল : "কিন্তু বর ও অভিশাপের মধ্যে কি তা হ'লে কোনো প্রভেদই নেই।"

মসিয়ে বেনারের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, তিনি বললেন : "জানি না। বুদ্ধি দিয়ে এ-অতলের তল পাইনি কখনো। আলো ও অন্ধকারের আসল ভেদটা কোথায়, বিষ ও অমৃতের মধ্যে মূলগত ব্যবধানটি কি, জীবন ও মৃত্যুর ভেতর আড়ালটি ঠিক কোন্‌খানে, অনন্ত কি-উপায়ে সান্তের মধ্যে রূপ নেয়, এ-সব সম্বন্ধে ভেবে কোনো দিশা পাইনি ;—বরং যতই ভেবেছি ততই দৃষ্টি এসেছে ঝাপ্‌সা হ'য়ে। কারণ হয়তো এই যে··· এ-সব···এ-সব হচ্ছে অনুভবের কথা—ভেবে বোঝবার কথাও নয়

ব'লে বোঝাবার কথাও নয়। তাইতো এ-সব কথা বলতে এত বাধে। যারা অনুভব দিয়ে এর নাগাল না পায় তাদের কাছে এ পাগলামি বৈ আর কী বলো?"

ঘরের দোরে আঘাত হ'ল। মসিয়ে বেনার বললেন: "Entrez." *

মসিয়ে বেনারের আত্মকাহিনী

মসিয়ে বেনারের ভ্যালেট একটি ট্রেতে কেক, বিস্কুট, টার্ট, স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতি সাজিয়ে—স-কফি পরিবেষণ ক'রে প্রস্থান করল। বৃদ্ধ খুসী হ'য়ে আমার দিকে 'আ-লা গুর্মাঁ' * তাকাতেই আমা হেসে বলল: "জানি তো আপনাকে: ফর্মাশ দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এ-সময়ে কেউ তো এ-সব খায় না তাই ভুলে গিয়েছিল। নইলে এত দেরী হ'ত না।"

মসিয়ে বেনার হেসে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন: "জানো তো তোমাদের বাইবেলেই আছে: Better late than never! তা ছাড়া গল্পালাপের সময়ে হাতের কাছে একটা পেয়ালা বা রঙীন গেলাস না থাকলে গল্প যেন জমেই না, নয়?" ব'লেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "তোমার কফি খাওয়া?"

সন্ধ্যা বলল: "না, ধন্যবাদ মসিয়ে—অভ্যাস নেই তেমন। আমরা হ'লাম চা-বিলাসিনী।" আর যাবে কোথায়? সন্ধ্যার আপত্তি সত্ত্বেও ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা টিপে চা আনতে বললেন। তারপর স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন: "সেন?"

* ভেতরে এসো।

* à la gourmand—পেটুকের মতন।

—"আমি চা-তে নেই মসিয়ে। মানে, কন্টিনেন্টে না। যেখানকার যা। আপনারা চা তৈরী করতেই পারেন না।"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "চাং-ও তাই বলে। তবে ওদের দেশে, জানো তো, চা হ'ল একটা প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক যুবককে দু-একবছর যুদ্ধ শিখতে হয়—ওদের শিখতে হয়—কী ভঙ্গিতে চার পেয়ালা ধরা হবে, কি-ভাবে চা পরিবেষণ করা হবে, কি-ভাবে চুমুক দিতে হবে—সে টেকনিক হার্মনি কাউন্টার-পয়েন্টের চেয়েও কঠিন।"

আনা কফি ঢেলে স্বপন ও বৃদ্ধকে দিল। সন্ধ্যার প্লেটে শুধু দুটো বিস্কুট ও একটা স্যাণ্ডউইচ।… ইতিমধ্যে চা এসে হাজির। সন্ধ্যা নিজেই ঢেলে নিল।

স্বপন বলল: "আর একটু দুধ আনা, আমার কফিতে—ধন্যবাদ।"

সন্ধ্যা মসিয়ে বেনারের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে সত্রাসে বলল: "আর আপনি? মা গো মা! দুধের নাম গন্ধ নেই, ঐ আলকাতরার মতন কালো কফি এত রসিয়ে-রসিয়ে চাখ্‌ছেন কেমন ক'রে?"

বৃদ্ধ সকৌতুকে বললেন: "বরাৎ জোর থাকলে এর চেয়েও অসনাতন বস্তুকেও রসিয়ে-রসিয়ে চাখা যায় শেরি। বিশ্বাস না হয়, তোমার পাশের চেয়ারেই ঐ সনাতন হিন্দুকুল-ধুরন্ধরকে জিজ্ঞাসা ক'রে মিলিয়ে নাও না গো।"

সন্ধ্যা ও আনার মুখে ফাগ বিছিয়ে গেল। স্বপন কফির পেয়ালায় মুখ আড়াল করল। কিন্তু বৃদ্ধ সমান অনপ্রতিভ।

স্বপন একটু পরে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখে মসিয়ে বেনার মৃদু মৃদু হাসছেন। সে-ও অপ্রস্তুত মতন হ'য়ে হাসল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "তোমাদের—তরুণ-তরুণীদের নিয়ে ঐ এক বিষম ফ্যাসাদ: হাসবে তো—পড়বে গড়িয়ে, আবার গম্ভীর হবে

তো—একেবারে গদগদ।" স্বপনের আড়ষ্ট হাসি তবুও কাটে না, মসিয়ে বেনার তার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন: "দূর্ অত অপ্রতিভ হ'তে আছে? একে বলে আমাদের ফরাসী gauloiserie, * জানো না?"

স্বপন হেসে বলে: "জানি মসিয়ে, কেবল বাঙালী ভদ্র-সন্তানের কাছে এ-সব খানিকটা tracasserie-রই † সামিল মনে হয় যে,—একটু বেশি গুরুপাক, করি কী বলুন? তাই না হয় এ-সব রেখে বললেনই আপনার সেই কাহিনীটি?"

—"বলব হে বলব, অত ব্যস্ত হ'লে চলে? একটু তোড়জোড় বাঁধতে দাও—যা বলতে যাচ্ছি তা যে একটা মহাভারত বিশেষ—যদিও একটি অধ্যায়ের মহাভারত।"

সন্ধ্যা বলল: "না-হয় ছুটোই হ'ল।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "দাঁড়াও শেরি, একটার ধাক্কাই সামলাও তো আগে। জানো না তো বৃদ্ধের রসনা হ'ল ছদ্মবেশে পক্ষীরাজ ঘোড়া—একবার রাশ-আল্‌গা পেলে থামতে কি আর চায়?"

* *
*

বৃদ্ধের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। কী আশ্চর্য্য! যেন শরতের আকাশ: এই মেঘ—এই রৌদ্র, এই আলো—এই নীল শান্তি।

তিনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন: "আমি আজ আমার জীবনের সেই পরিচ্ছেদ থেকেই আরম্ভ করব, যে-পরিচ্ছেদে এ গদ্যময় জীবনে সব প্রথম পদ্য—মানে, মিল ও ছন্দ—করেন পদার্পণ।"

স্বপন হেসে বলল: "অর্থাৎ যৌবন থেকে—এই তো?"

* মুখ-আল্‌গা রসিকতা † জ্বালাতন

—"না—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্ন থেকে যাকে আমরা বলি adolescence ; মানুষ বিকচোন্মুখী কাব্যরাণীর নূপুর শুনতে আরম্ভ করে প্রথম ঐ বিচিত্র মাহেন্দ্রলগ্নে। ঐ সময়েই সে আকাশে বাতাসে প্রথম দেখা সুরু করে—রোমান্স, ফলে ফুলে গন্ধ পায়—স্বপ্নের, পথে ঘাটে শোনে বাঁশি—অনাগতার প্রতি প্রীতিস্পর্শে পূর্ব্বাভাষ পায়—প্রথম চুম্বনের। আমার নিজের কাছেও সব চেয়ে ভালো লাগে ঐ কৈশোরের স্মৃতি। ঐ সময়েই আমার জীবনে প্রথম সত্যিকার রোমান্স আসে—যে-রোমান্সে আমার সমস্ত জীবনটারই গতি যায় বদ্‌লে। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। কিন্তু এবার উপক্রমণিকা ছেড়ে অবতরণিকায় এসে পড়া যাক।"

* *
*

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বৃদ্ধ বললেন : "তখন আমি সবে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া সুরু করেছি—"

আনা বলল : "এঞ্জিনিয়ারিং !"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "শুনে এখন আশ্চর্য্য লাগে, না? অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সে-সময়ে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকত না যদি কোনো আকাশবাণী হ'ত যে, আমার লাইন এঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কিছু। আমাদের জীবনে যে কী কঠিন এই স্বধর্ম্মের নির্দ্দেশ পাওয়া —কিন্তু সে কথা যাক, কেমন করে-যে আমাকে এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে চিত্রবিদ্যাই পেশা করতে হ'ল সেই কাহিনীই বলি আগে।"

ব'লে কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে বললেন : "উঃ, সে আজ কত বছরের কথা! চল্লিশ—প্রায় তেতাল্লিশ বছর হতে চলল যখন আমার বাবা মা একটা ট্রেণের কলিশনে মারা যান।"

আনা ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠল : "কলিশন্ !"

মসিয়ে বেনারের মুখে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল : "হাঁ। সেই আমার প্রথম গভীর শোক পাওয়া। মনে আছে চারদিক যেন অন্ধকার মনে হয়েছিল—যেন দাঁড়াবার মতন মাটি নেই পায়ের নিচে !—

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ। ফ্রান্সে আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না বললেই হয়। এক কাকা ছিলেন—বাবার উইলের তিনিই ছিলেন এক্সিকিউটর ও আমার অভিভাবক। তিনি লীড্স্-এ একটি বণিক্-কন্যাকে বিয়ে ক'রে শ্বশুরের লোহার কারখানার ম্যানেজার হ'য়ে ইংলণ্ডেই করেছিলেন বসবাস। তাঁর কাছে গিয়ে আমি এঞ্জিনিয়ারিং পড়া সুরু করি ; তাঁর জানাশোনাও ছিল, কাজেই পড়াশুনোর সুবিধেও হ'য়ে যায়।

"কিন্তু আমার ভারি একটা মুস্কিল হ'ল সেখানে এই যে, ইংরেজদের ভাষার আমি ভারি ভক্ত হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও কোনো-মতেই ওদের জাতটার অনুরাগী হ'তে পারলাম না। কলেজে আমার ইংরাজ বন্ধুবান্ধব একটিও ছিল না, তাদের ধরণধারণ দেখে কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও ইচ্ছে হ'ত না। তার ওপর আমার ইংরাজী কথাবার্তায় ফরাসী ঝোঁককে, আমার ফরাসী 'r'-কে দু-একটা ছেলে নকল ক'রে এমন বিদ্রূপ করত যে, আমার সর্ব্ব অঙ্গ যেন জ্ব'লে যেত।

"সেখানে আমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুখী হ'য়ে পড়তাম ও সম্ভবতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে ফেরার বায়না নিতাম যদি না ঠিক এই সময়ে কলেজে ডেনিস ম্যাকডুগাল ব'লে একটি আইরিশ ছেলের সহসা আবির্ভাব হ'ত। তার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল দুদিনে। ইংরেজদের সেও দুচক্ষে দেখতে পারত না। সে-ও আর একটা কারণ তার সঙ্গে

সৌহার্দ্দ্যের। ওরা সপরিবারেই এসেছিল। ওদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম।

"অবশ্য শুধু যে ডেনিসের বন্ধুত্বের জন্যেই ওদের ওখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম তা বললে তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের কুটিল হাসি হাসবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই বন্ধুর একটি বোন থাকে। ডেনিসেরও ছিল : সারা।"

সন্ধ্যা সহাস্যে বলল : "আর নিশ্চয়ই সারা দেখতে—"

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : "ঐ তুমি আবার একটা ভারি অন্যায় কটাক্ষ করছ সন্ধ্যা। এক্ষুনি বললাম না যে, তখন আমি কৈশোর ও *যৌবনের সন্ধিস্থলে? তখন বন্ধুর বোনের বা অন্য কারুর বোনের* কি অপ্সরা হবার দরকার করে? উদাস কল্পনা তা হ'লে বলেছে কেন? সারারও সুন্দরী হবার কি গুণবতী হবার এতটুকুও দরকার হয়নি।"

সন্ধ্যা স্মিতহাস্যে বলল : "তবু সে দেখতে তো খারাপ ছিল না?"

—"না তা ছিল না। কিন্তু সে তা-ও ছিল না যা আমার চোখ তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই আবিষ্কার করত। এবং এইসব আবিষ্কারের ফলে সে দেখতে যেমনই হোক্ না কেন আমি ডুবতাম—এই-ই আমার বলবার কথা।" ব'লে ঈষৎ হেসে বললেন : "কি রকম জানো? লোহা চুম্বকের সামনে যেমন বেভুল আচরণ করে, তার সান্নিধ্যে আমি ঠিক সেই রকম করতাম। তাই তার রূপের কথা এখানে উহ্য রেখে গেলেও কিছু ক্ষতি নেই।"

সন্ধ্যা বলল : "তা না থাকুক, আপনাকে বলতে হবে সে কি রকম দেখতে শুনতে ছিল।"

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে সকৌতুক কটাক্ষ ক'রে বললেন :

"দেখেছ তো? মেয়েদের কৌতূহলকে যে কবিরা মেয়েলি বলেছেন, সে কি সাধে? আমাদের কাছে যা অবান্তর ওদের কাছে তাই সবচেয়ে গুরুতর!"

—"ঈশ্, 'ভিনাস ডি মিলো' বা 'মনালিসা'-কে নিয়ে হৈ হৈ করে কারা শুনি?"

—"কিন্তু সেটা করি কি তাদের সৌন্দর্য্যের জন্যে?"

—"অবিশ্যি।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "না সন্ধ্যা। ওদের প্রেমে পুরুষরা মুগ্ধ—শিল্পীর চোখের রং ও মনের আবেশ ঐ সব কল্পনামূর্ত্তির মধ্যে দিয়ে অঝোর ঝরেছে বলে। অর্থাৎ ওরা যদি সুন্দর না হ'য়ে দেখতে কুৎসিত হ'ত তা হ'লেও কিছু আসত-যেতনা—অন্ততঃ শিল্পীর চোখে না।"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল: "তা না যাক্। আমার দরকার নেই অমন শিল্পী হ'য়ে। আমার এ-কথা স্বীকার করতে এতটুকুও লজ্জা নেই যে, অসুন্দরের চেয়ে সুন্দরে আমার রুচি ঢের ঢে—র বেশি। তাই বলতেই হবে: সারা দেখ্‌তে কেমন ছিল, ছাড়ছি নে।"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "ভালোই ছিল গো ভালোই ছিল। অবশ্য তার যে 'ভিনাস ডি মিলো'র মতন অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল না বা 'মনালিসা'-র মতন হাসি ছিল না এ-কথা না বললেও চলবে বোধ হয়? কিন্তু তার সুডৌল দেহলতার মধ্যে এমন একটা গতিভঙ্গি ছিল—যা পুরুষের কামনাকে উদ্দীপ্ত না ক'রেই পারত না। আর তার মুখশ্রীর মধ্যে চমকপ্রদ সৌন্দর্য্য ফুটে না উঠলেও একটা স্নিগ্ধ সুষমা ছিল···অথচ বিশ্লেষণ করতে গেলে এ-লাবণ্যের হদিশ পাওয়া যেত না। যাকে লোকে চলতি কথায় বলে 'মিষ্টি মেয়ে'—সে ছিল তাই। খুব যে মিশুক ছিল তা না, কিন্তু যে দু-চারজনকে তার একবার ভালো লেগে যেত তাদের সঙ্গে সে সখিত্ব করতে পারত খুবই।"

ব'লে একটু থেমে স্মিতহাস্যে বললেন : "কিন্তু সত্যি বলছি : এ-সব বর্ণনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে এই যে, সে ছিল আমার প্রথম যৌবনের প্রথম স্বপ্নদেবী। অর্থাৎ কৈশোরের সমস্ত উন্মাদনা দিয়ে-যে আমি তাকে রঙীন ক'রে দেখেছিলাম এইটেই হচ্ছে বড় কথা।......আর সে রংটি সত্যিই বড় অপূর্ব্ব রং। এমনই অপূর্ব্ব যে ধরতে গেলে তাকে খুসি করতে গিয়েই আমি চিত্রী হ'য়ে উঠি বললে বেশি বলা হবে না। কারণ সত্যিই তারই জন্যে আমি লীড্‌সের এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে লণ্ডনে একটা আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হই।"

স্বপন বলল : "সে কি তাই চেয়েছিল নাকি?"

মসিয়ে বেনারু বললেন : "ঠিক যে মুখ ফুটে চেয়েছিল তা নয়। তবে প্রথম যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় প্রেমিক অনেক কিছুই বুঝে নেবার শক্তি ধরে জানো তো? এ সহজবোধ বয়সের, বিজ্ঞতার, অভিজ্ঞতার চাপে আসে ঝাপ্‌সা হ'য়ে। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে যৌবন হ'ল সব চেয়ে বড় স্রষ্টা—যদিও প্রকাশে নয়—অনুভবে। অর্থাৎ সে বয়সের প্রেমের অনুভবকেও আঁকতে পারে না তরুণে, পারে প্রবীণে। কিন্তু থাক সে কথা, যা বলছিলাম।" ব'লে বৃদ্ধ কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন : "আমি দেখ্‌তাম যে, গাছপালা, মাঠ-আকাশ, গান-ছবি এ-সবে সারা অত্যন্ত সহজভাবে সাড়া দিত—আর কলকারখানা, ধুলো-কাদা, সোরগোল এ-সবকে চাইত এড়িয়ে চলতে। সত্যি, তার হৃদয়ের এই সহজ সৌকুমার্য্য থেকে আমি যে কত লাভ করেছি তা বলতে পারি না। আর বোধ হয় এক প্রথম প্রেমের প্রভাবই এতটা প্রবল হ'তে পারে—হৃদয়ের ওপর রেখে যেতে পারে এতটা গভীর ছাপ।"

আনা বলল : "কিন্তু ছেলেবেলাকার অনেক প্রেম তো আবার মানুষ সহজে ভুলেও যায়?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "যায় বটে—কিন্তু সে সত্যিকার প্রেম নয় —চোখের মোহ। অবশ্য কৈশোরে নানা আকর্ষণের মধ্যে কোন্‌টা যে চোখের মোহ ও কোন্‌টা স্থায়ী ভালোবাসা সেটার ঠাহর পাওয়ার মতন কঠিন কাজ দুনিয়ায় আর নেই—মানি। কিন্তু বোধ হয় তবু বলা চলে যে, সত্যিকার ভালোবাসা এলে তফাৎটা বোঝা যায়। অন্ততঃ সারাকে যে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম তার প্রমাণ পরে পাবে। তাই এখন এটা ধ'রেই নাও।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "ব'লে রাখা ভালো যে, ছেলেবেলা থেকে ছবি-আঁকার দিকে আমার একটা সহজ ঝোঁক ও স্বাভাবিক পটুতা ছিল—যদিও কেন জানি না, চিত্রশিল্পী হবার উচ্চাশা কখনো জাগেনি। তাই তো সারার কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ—আজও। কেননা ঠিক্ এ-সময়ে তার সংস্পর্শে না এলে যে এঞ্জিনিয়ারিঙে আমার এত শীঘ্র বৈরাগ্য আসত না এ নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা যাক। ছবি আঁকার কথাই বলি।

"বাস্তবিক, বেশ মনে আছে সে-সময়ে আমার ছবি-আঁকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তার চোখ দুটিতে আলো জ্বালানো, গাল দুটিতে রং জাগানো, ঠোঁট দুটিতে হাসি ফোটানো।

"আমার আঁকা কোনো ভালো ছবি দেখলেই তার কপোলে উষার সিঁদুর উঠত দীপ্ত হ'য়ে, খুসিতে আঁখিতারা উঠত ঝিক্‌মিকিয়ে। সে বলত : 'পিয়ের, তুমি কেন ছবি আঁকা ছেড়ে ইটপাটকেলের চর্চায় জীবন দিতে যাচ্ছ বলো তো?' সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবালের মতন রাঙা ঠোঁট দুটি উঠত ফুলে—অভিমানে। আর আমি চোখে দেখতাম অন্ধকার —বুঝতেই পারছ?"

স্বপন হাসিমুখে বলল : "পারছি।"

মসিয়ে বেনার সহাস্যে বললেন : "পারবে বৈ কি ভায়া. আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে, সে উদ্যত ঠোঁট দুটিকে শান্ত না ক'রেই আমার উপায় থাকত না। কিন্তু এ-সব অতি পরিচিত কাহিনী থাক—সারার কথাই বলি।"

সন্ধ্যা বলল : "একটা কথা; সারার বাবা মা আপনার সঙ্গে মেয়েকে এ-ভাবে অবাধে মিশতে দিতেন।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "এ তোমাদের হিন্দুস্থান নয় শেরি, যেখানে বালক-বালিকা বাল্যের কোটা পেরিয়ে সরাসর যৌবনে পদার্পণ করে। এখানে কৈশোর বলে একটা বয়ঃসন্ধি আছে; আর সে-বয়সের ভালোবাসাবাসিকে বড় কেউই আমল দেয় না। ষোলো বছরের মেয়ে ও উনিশ বছরের ছেলের মেশামেশি কি এখানে কারুর বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে? এ ছাড়াও আর একটা কথা ছিল : তাঁরা ভাবতেন আমি কেবল ডেনিসের সঙ্গেই মিশতে এত ঘন ঘন আসতাম,—এটা ভুলো না।"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "ভুলছি না—তবু—"

মসিয়ে বেনার বললেন : "তবুও তাঁরা হয়তো একটু সাবধান হতেন সারার সম্বন্ধে—যদি না তার মা হতেন বিমাতা।"

সন্ধ্যা বলল : "আহা! অল্প বয়সেই বুঝি—"

মসিয়ে বেনার বললেন : "না ঠিক তাও নয়। ডেনিস ও সারার মা আর এক জনের সঙ্গে পালিয়ে যায় ও তার পরেই ঘরে—বুঝলে না—বিমাতার আবির্ভাব। ইনি ছিলেন আবার অত্যন্ত গোঁড়া ক্যাথলিক। কাজেই শুধু পলাতকা পাপিষ্ঠা সপত্নীকে নয় সপত্নীর পুত্র কন্যাকেও দেখতেন বিষচক্ষে। ধার্ম্মিকা কি না! যাক্।

"ডেনিসের অবশ্য এতে তত আসত যেত না—কেন না তার বারো আনা সময় কাটত বাড়ীর বাইরেই। কিন্তু অসুখী হ'ল সারা। শুধু অসুখী

না—অবজ্ঞাত, অনাদৃত এমন কি উৎপীড়িত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ওর পিতার স্নেহেরও সবটুকু গিয়ে পড়েছিল ওর দুটি বৈমাত্রেয় ছোট বোনের ওপর। ধরতে গেলে বাড়িতে একমাত্র ডেনিস ছাড়া আপনার বলতে তার কেউ ছিল না। আর সারার লীড্‌স্ সহরে দরদী বলতে ছিল—এই প্রগলভ বৃদ্ধ চিত্রকর।” বলেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: “অবশ্য তখন এ-চিত্রকর না ছিল বৃদ্ধ, না প্রগলভ; এবং চেহারাখানাও নেহাৎ ফেল্‌না ছিল না এটা সবিনয়ে ব'লে রাখি। নইলে কি জানি, হয়তো সন্ধ্যা ভেবে বসবে যে, আমি শুক্‌নো আপেলের মতন এই চেহারা নিয়েই বরাবর প্রেমের আড্ডা সরগরম রেখে এসেছি।” সন্ধ্যা হাসল কিন্তু কিছু বলল না। বৃদ্ধ গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন:

“সুতরাং তোমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারবে যে, এ-কন্দর্পকান্তি বসন্তকে সে কী ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল—তার সমগ্র স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় দিয়ে। আমি ছিলাম তার খেলার সাথী বলতে খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী বলতে ব্যথার ব্যথী—তার একমাত্র দরদী—সারা বিশ্বে। আর প্রথম যৌবনে এ-রকম দরদের বাড়াবাড়ির পরিণতি যে একই রকম ছাড়া দুরকম হয় না সেটা অনুমেয়। ফলে আমরা গোপনে বাগ্‌দত্ত হই।”

স্বপন বলল: “কিন্তু গোপনে কেন?”

—“বলিনি সারার বাপ মা ছিলেন ঘোর ক্যাথলিক, অথচ এদিকে আমার কাকা—ঘোর প্রটেষ্টাণ্ট। তা ছাড়া আমাকে সারার বাবা ঠিক অপছন্দ না করলেও আমার কাকার প্রতি তিনি, ধর্ম্মের জন্যেও বটে, কারখানার প্রতিযোগিতার জন্যেও বটে, বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। বলতেঁ ভুলে গেছি সারার বাবা ও আমার কাকা একই কারখানায় কাজ করতেন ও তাঁদের মধ্যে একটা ভারি রেষারেষি চলত সর্ব্বদাই।···কিন্তু

এ-সব গছময় অংশ বাদ দিয়ে আমার আর্টের দিকে চ'লে আসার পন্থময় কথাই বলি।

"কী ক'রে আমার আঁকা দু-একটি নক্সা লণ্ডনের একটি প্রদর্শনীতে জোগাড়-যন্ত্র ক'রে পাঠিয়ে বিক্রি ক'রে সে-টাকায় কাকাকে তাঁর এক জন্মদিনে একটি সাইকেল উপহার দিয়ে, খবরের কাগজের সুখ্যাতি দেখিয়ে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মাই যে, এঞ্জিনিয়ারিং আমার লাইন নয়—সে-সব বর্ণনার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কাকা তাঁর দু-একটি বন্ধুর অনুমোদন পেয়ে আমাকে লণ্ডনে রয়াল আকাডেমি অব আর্টস্-এ পেন্টিং শিখতে পাঠান।"

আনা বলল : "পেন্টিং শিখতে ফরাসী ছেলেকে লণ্ডনে পাঠানো—পারিসে না পাঠিয়ে ?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "তাঁর অবশ্য ইচ্ছে ছিল পারিসেই আমাকে ফিরিয়ে পাঠানো—কিন্তু আমি অনেক ক'রে তাঁকে বোঝাই যে আগে লণ্ডনে কিছু শিখে তার পর পারিসে ফেরা ভালো। কাকা এ-সব বিষয় বেশি বুঝতেন না। তাই তিনি বেশি আপত্তি করলেন না। তা ছাড়া কাকীমা ইংরেজের মেয়ে—কাজেই ইংরেজদের জাঁকালো রয়াল আকাডেমির ভক্ত, বুঝলে না ? অবশ্য আমিও তাঁকে বোঝালাম যে, ফরাসীরা বেশি বিজ্ঞাপন-নিপুণ ব'লেই আর্টে তাদের ইংরেজদের চেয়ে বেশি নাম—কিন্তু আসলে ইংরাজরাও বড় কেও-কেটা নয়। অর্থাৎ নানাভাবে অন্তরটিপ্পুনি দিয়ে কাজ হাসিল করা আর কি। তা ছাড়া আমি ছিলাম কাকীমার চক্ষুশূল, তাঁর গৃহত্যাগ করাতে তিনিও খুসি, আমি তো হাতে স্বর্গ ই পেলাম।"

সন্ধ্যা স্মিতস্বরে বলল : "কিন্তু সারাই যখন রইল লীড্‌সে, তখন লণ্ডনে স্বর্গের রংমহল খুলল কে ?"

মসিয়ে বেনার চোখ মিট্ মিট্ ক'রে বললেন: "আহা কথাটা শেষ করতেই দাও।—ঠিক সেই সময়ে যে সারাও হঠাৎ তার বাপমাকে বোঝালো: লণ্ডনের পিসিমার গৃহে থেকে স্কুলে পড়লে বিশ্বে-দিগ্‌বিজয়িনী হওয়া অবধারিত—এ-ও বুঝে নিতে পারলে না?"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বলল: "এখন পেরেছি।—কেবল আর একটা প্রশ্ন: পিসিমার গৃহে আপনাদের দেখাশুনোর সুবিধেও বেড়ে গেল নিশ্চয়?"

—"বাঃ, তা না গেলে লণ্ডনের স্কুলে লীড্‌সের স্কুলের চেয়ে পড়া ভালো হবে কেমন ক'রে? কবি বলেছেন বটে:

'প্রেমের পথে বাধাই নয় পিছু:
তাই তো আঁকা-বাঁকা সে—উঁচু-নিচু।' *

কিন্তু বাধা সত্ত্বেও অন্ধ দেবতা পথটির প্রথম দিকটা ঢালুও তো করেছেন সেই সঙ্গে। যোগাযোগ হ'য়ে গেল এই যে, সারার পিসিমাকে আমি জানতাম ও আমার ওপর তাঁর একটা অপত্যস্নেহ প'ড়ে যাওয়ার দরুণ তাঁর গৃহে আমার ছিল অবাধ গতিবিধি। তাই যদি না থাকবে তবে লীড্‌সের এঞ্জিনিয়ারিং পড়া কী এমন দোষ করেছিল?"

সকলের অনুচ্চ হাসির মৃদু ঢেউ থেমে গেলে মসিয়ে বেনার পুনরায় গম্ভীর হ'য়ে সুরু করলেন: "সারা যখন লণ্ডনে আসে তখন সে সবে সতেরোয় পা দিয়েছে, আমি—কুড়িতে।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "লণ্ডনে আমরা অবশ্য নানা অছিলায় লুকিয়ে হ্যাম্পস্টেড হীথে, কিউ গার্ডেনে, হ্যামডেন কোর্টে, টেম্‌সের নৌকায় আরও নানা থায়গায় দেখা করতাম, লী-অন্-সী-তে স্নান করতে ছুটতাম ট্রেণ ধ'রে—চিড়িয়াখানায় হৈ চৈ—কখনো বা কলিসিয়মের মাটিনি-শো-তে বিহার—কখনো

* The course of true love never did run smooth.—Shakespeare

বা কাছাকাছি গ্রামের কুঞ্জবনাদিতে পিক্‌নিক্—হ'ল বা কখনো নানা পুরোনো রোমান্টিক সরাইয়ের আতিথ্য-গ্রহণ—সে-সব অমনি নানা ছুতোয় সারা যেত, বুঝলে না?—এ-পথ আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু বটে, কিন্তু অন্ধিসন্ধি জানলে ফন্দিও তো আবার বেরোয়—সেই বন্ধুরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে সকৌতুকে বললেন: "অবশ্য ব্যাপারটা যে ঠিক নিরামিষ পিক্‌নিক্-টিক্‌নিকেই পরিসমাপ্ত হ'ত না তা বেশি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই আশা করি!"

সন্ধ্যা মৃদু হেসে বলল: "না।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "ও— আমার জিজ্ঞাসা করাটাই ভুল হয়েছিল—তোমাদের বুঝি বাপমায়ে বিয়ে দেয়নি—পূর্ব্বরাগের পরে বিয়ে হয়েছিল—না!"

স্বপন বলল: "তা হয়েছিল বটে—কিন্তু আমাদের দেশের পূর্ব্বরাগের সঙ্গে আপনাদের দেশের পূর্ব্বরাগের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। মাঠ, গিরিবন, নদীবক্ষ, থিয়েটার তো দূরের কথা দোকলা-নির্জ্জন পার্কেও বেড়াবার অনুমতি ছিল না। যদিও হাল-আমলে এ-সব সুরু হয়েছে আ লা বিলেত।"

সন্ধ্যা একটু কুণ্ঠার সাথে বলল: "কিন্তু উপস্থিত আমাদের পূর্ব্বরাগের আলোচনা স্থগিত রেখে আপনাদেরটারই চর্চ্চা হোক্ না।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "কেন? ও—বুঝেছি—এ বুঝি বিয়ের পরে পূর্ব্বরাগের পিছু-ডাক, না?—"

ব'লে আক্ষেপের একটা শব্দ ক'রে বললেন: "ঐ হয় সন্ধ্যা—সর্ব্বত্র: পূর্ব্বরাগের স্বাদ পেয়ে লাফিয়ে উঠে সে-স্বাদকে কায়েম করতে গিয়ে মানুষ বিয়ে ক'রে একূল ওকূল দুকূলই হারায়।"

আবার ঘরটা তাদের মিলিত হাস্যগুঞ্জনে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে।

হাসি থামলে মসিয়ে বেনার বললেন : "কিন্তু যাক্—এ-সব বাজে কথা রেখে এবার আমার আসল প্রথম রোমান্সের কথাই পাড়ি—যার অবতারণার জন্যে এতখানি বিষ্কম্ভক।" বলতে বলতে তাঁর লঘু সুরের বায়গায় একটা সম্পূর্ণ আলাদা সুর ওঠে বেজে।...একটা ছোট্ট মিড় মাত্র...তা-ও না...একটা মিড়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বললেও চলে...কিন্তু তাইতেই ঘরের আবহাওয়াটা যায় যেন বদ্‌লে।...সকলে উৎসুক নেত্রে তাকায় তাঁর দিকে! কত সূক্ষ্ম-যে মানুষের কণ্ঠভঙ্গিমা ·কত পেলব-যে তার ব্যঞ্জনা!—মনে হয় বুঝি প্রতিজনেরই!...

মসিয়ে বেনার তাঁর কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে বলতে লাগলেন : "ধরতে গেলে সত্যিকার দুঃখের সঙ্গে সেই আমার প্রথম মুখোমুখি। সে-পরিচয় আজও তার জের টেনে চলেছে। কিন্তু যাক্—শোনো।

"আমাদের ঠিক ছিল যে, দু'বছর বাদে—সারা সাবালিকা হ'লেই—আমরা বিবাহ করব ও সারাকে নিয়ে গিয়ে পারিসে আমি একটি ষ্টুডিয়ো খুলে বসব। কিন্তু হায়রে, প্রথম যৌবনের উন্মাদনা!" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "সব জল্পনা-কল্পনাই গেল আমাদের ভেস্তে—সারার সন্তান-সম্ভাবনায়।"

ওরা যেন একযোগে চম্‌কে উঠল।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "আমাদের মাথায় তো বাজ ভেঙে পড়ল। বুঝতেই পারছ—আমরা তখন দুজনেই ছেলেমানুষ—সারা তো সাবালিকাও নয়—কাজেই ইংলণ্ডে বিবাহও অসম্ভব। এক সাগর ডিঙিয়ে পারিসে গিয়ে পড়তে পারলে—কিন্তু সেদিকেও বাধা—কাকা ছিলেন বাবার উইলের এক্‌সিকিউটর, আমার পৈতৃক টাকা সবই তাঁর হাতে। তাঁর কাছে সব স্বীকার ক'রে টাকা চাওয়াও সম্ভব নয়,

অথচ অন্য কী অজুহাতেই বা সারাকে নিয়ে পারিস যাবার কথা পাড়তে পারি ?

"এক উপায় ছিল—ভ্রূণহত্যা। কিন্তু নানা কারণে তা-ও সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া সারার বাপমাকে না ব'লে এ-কাজ করতে যাওয়ায়—কিন্তু এ-সব বর্ণনা ফলাতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা। কারণ যারা অনুরূপ অবস্থায় না পড়েছে তাদেরকে সে-নিরাশা ও আতঙ্কের ভাষা বোঝানো অসম্ভব। তাই সে-চেষ্টা ছেড়ে ঘটনাচক্রে আসি ফিরে।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "সব চেয়ে আমার ভয় হ'ল সারার মানসিক অবস্থার জন্যে। আর দু-এক মাসের মধ্যে অবস্থাটা চেপে রাখা যাবে না—অথচ এ-সময়ের মধ্যে কোনো দৈববাণী শোনা না গেলে অকূলে কূল মেলা—আকাশকুসুম। সারাকে ভরসা দিতাম নানা রকম বাজে কথা ব'লে। কিন্তু তাতে না ভুলত সে, না ভরসা পেতাম আমি নিজে।"

স্বপন বলল : "কী রকম ভরসা ?"

—"ভরসা আর কী—মাথামুণ্ডু ! একমাত্র ভরসা : যদি সারার সন্দেহটা ভুল হয়। আমি শুনেছিলাম এ-রকমও নাকি [illegible]নো কখনো ঘটে।"

ব'লে আবার একটু থেমে বলতে লাগলেন : "কিন্তু আমাদের সন্দেহ আর মাস খানেকের মধ্যেই পুরোপুরি ভঞ্জন হ'ল। ভুল হয়নি। সারা তো আতঙ্কে প্রায় পাগলের মতন হ'য়ে পড়ল। সব চেয়ে বিপদ হ'ল এই যে, ঠিক এই সময়েই তার শিক্ষাগত ক্যাথলিক কুসংস্কার সব উঠল জেগে। সে চারিদিকে পাপের বিভীষিকা দেখতে সুরু করল। আর এ-বিভীষিকা দেখা শেষটায় এমন বেড়ে উঠল যে, তার ফিট আরম্ভ হ'ল।"

সন্ধ্যা রুদ্ধস্বরে বলল : "কি করলেন আপনি তখন ?"

—"আমি আমার এ দীর্ঘ জীবনে অনেকবার দেখেছি সন্ধ্যা যে, অন্ধকার যখন সব চেয়ে গাঢ় হ'য়ে ওঠে তখনই আসে আলোর দূতী।—যখন অকূল পাথারে মনে হয় তরী না ডুবেই পারে না, ঠিক তখনই মেলে কূলের দিশা। আমাদের ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। ঠিক কি এই সময়েই পারিস থেকে আমার বন্ধু ভালের আমায় একটি চেক পাঠল পঁচিশ পাউণ্ডের!"

স্বপন বলল: "খানিক আগে যার উল্লেখ করেছিলেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "হাঁ। সে ছিল আমার 'লিসে'র বাল্যবন্ধু। 'লিসে' * থেকে বেরিয়ে আমি যখন লীড্‌সে যাই তখন সে পারিসে ষ্টুডিয়ো খোলে। জীবনে তার কাছে আমার যত ঋণ জমা হ'য়ে আছে আর কারুর কাছে তার সিকির সিকিও না। তাই তার কথা এখানে একটু বলা অবান্তর হবে না হয়তো। সে-সময়ও এসেছে।"

ব'লে কফির পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন:

"ভালের ছিল আমাদের মধ্যে মূর্তিমান প্রতিভা—যুবক-হিসেবেও 'আদর্শ' যাকে বলে। 'লিসে'তে সে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত। শ্রেষ্ঠ স্কলাশিপগুলো তো ছিল তার একচেটে সম্পত্তি। অথচ কি আড্ডায়, কি বনভোজনে, কি হৈ হৈ-য়ে কিছুতেই সে পেছপাও ছিল না। আমাদের দলের সে ছিল সর্ববাদিসম্মত দলপতি।—কিন্তু শুধু আমাদের দলেরই বা বলি কেন?—যেখানেই সে যেত সেখানেই যে তাকে কেন্দ্র ক'রে দল উঠত গ'ড়ে। দলপতি হবার জন্যেই এক-একজনের জন্ম যে,—আঁতুড় থেকেই তারা দল গড়ে,—ভালের ছিল সেই শ্রেণীর মানুষ।

"আমি যখন পারিস ছেড়ে লীড্‌সে আসি তখন সে ভারি ক্ষুব্ধ হয়।

* Lycée—ফরাসী স্কুল

তার ইচ্ছে ছিল : আমি তার পাশেই একটা ষ্টুডিয়ো নিই। কারণ আমাকে, কেন জানি না, সে ভালোবাসত। এত ভালোবাসত যে, আমি লীড্‌সে চ'লে যাওয়ার দরুণ সে রাগ ক'রে আমাকে চিঠিপত্র লেখা একদম বন্ধ ক'রে দেয়। লীড্‌সে একবছরে পাঁচ-ছয়টি চিঠির উত্তরে একদিন মাত্র তার একটি চিঠি পেয়েছিলাম আমার জন্ম[illegible]নে তার আঁকা একটি সুন্দর ছবির সঙ্গে। তাতে শুধু লেখা ছিল—আশ[illegible]রি আমাদের ছাত্রজীবনের এই ঘটনাটি তোমার মনে আছে।"

স্বপন বলল : "কি ঘটনা ?"

—"ঘটনাটি এমন বিশেষ কিছুই নয়। আমি [illegible]রের বিখ্যাত Bourgeois Gentilhomme-এ Monosieur Jou[illegible]n-র পার্ট নিয়ে নিজেদের মধ্যে একদিন অভিনয় করি। আমার [illegible] সাজ-সজ্জা ও অভিনয় ভালেরের ভারি ভালো লাগে, সেটি সে [illegible]ত আরম্ভ করে আমি থাকতে থাকতেই।

"আমি এই ছবিটি পাই আমার লণ্ডনে পাড়ি দেবার মুখে। এত চমৎকার সে এঁকেছিল ছবিটি যে—কিন্তু যাক্ সে-কথা। ভালেরের ছবি—প্রশংসা করাই বিড়ম্বনা।

"আমি ছবিটি পেয়ে তাকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জানাই যে, সে আমার ওপর আর যেন রাগ না রাখে, আমি লণ্ডনে আর্ট শিখতে যাচ্ছি ও কিছুদিন বাদেই পারিসে যাব ষ্টুডিয়ো খুলতে। সঙ্গে সঙ্গে সারার ও আমার বাগ্‌দানের সংবাদও দিই অবশ্য।

"লণ্ডনে আর্ট শিখতে যাবার প্রস্তাবে ভালের মনে-মনে হেসেই খুন হয়েছিল কিনা জানি না—কিন্তু চিঠিতে সামান্য একটু ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু করেনি : লিখেছিল যে, এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেয়ে লণ্ডনের আকাডেমিতে আর্ট শেখাও ভালো। যাক্।

"এই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার চিঠি লেখা ফের হয় সুরু। আমি তাকে আমার এক-আধটা ছবি পাঠাতে আরম্ভ করি। ভাবটা: যদি পারিসেও বিক্রির কিছু সুবিধে ক'রে দিতে পারে তো মন্দ কি?—যেহেতু, লিখেছিলাম, টাকার আমার বড়ই দরকার পড়েছে হঠাৎ।

"সুবিধে হ'লও বড় সময়ে, অর্থাৎ ঠিক যে-সময়ে টাকার দরকার আমার সব চেয়ে বেশি। ভালের লিখল আমার তিন-তিনটি ছবি একজন আমেরিকান কোটীপতির পুত্র আড়াইশো ডলার দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন তার ষ্টুডিও থেকে। তার মধ্যে অর্দ্ধেক—প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড আমাকে পাঠায় ও, বাকি অর্দ্ধেক পারিসে আমার নামে ব্যাঙ্কে দেয় জমা। পরে জেনেছিলাম: এ-আমেরিকান কোটীপতিটি ছদ্মবেশে ভালেরই নিজে—আমার অভাব বুঝে সে—কিন্তু সে-সব যথাস্থানে।

"আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম, বুঝতেই পারছ। বিবাহ করব ব'লে সারাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পারিসে দে চম্পট। ভাগ্যে সে-সময়ে পাস-পোর্টের হাঙ্গামা ছিল না!

ব'লে থেমে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন: "অবশ্য পারিসে রওনা দেবার আগে ভালেরকে সারার সম্বন্ধে সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম। কারণ এ অকূলে ও-ই ছিল আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী। ও আমায় ওর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চালে ভরসা দিয়ে চিঠি লেখে যে, কোনো ভয় নেই—সারাকে নিয়ে যেন সটাং চ'লে আসি—সব ঠিক হ'য়ে যাবে; এমন কি সারার বাপমা যদি পুলিশও লাগান তা হ'লেও কুছ পরোয়া নেই। কারণ অন্ততঃ সারার সাবালিকা হওয়া অবধি পারিসের কার্তিয়ে লাতাঁ (Quartier Latin)-তেও তাকে কোনো মতে লুকিয়ে রাখতে পারবেই।"

সন্ধ্যা বলল: "কোথায়?"

মসিয়ে রেনার তার দিকে চেয়ে বললেন : "ও—তুমি বুঝি কার্তিয়ে লাতাঁর ব্যাপার জানো না ?"

—"শুনেছি সেখানে ছাত্ররা থাকে।"

—"মিথ্যা শোনোনি—কেবল তার ওপর আরও একটু শুনতে পারতে—ছাত্রদের অবিবাহিত সঙ্গিনীরাও থাকে অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে। আমি সারাকে নিয়ে এইভাবেই ছাত্র সেজে কার্তিয়ে লাতাঁয় এসে উঠলাম জ্যাকেদের বাসার কাছেই।"

সন্ধ্যা একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল : "মানে ?—একত্র—বিয়ে না ক'রে ?"

মসিয়ে রেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : "কেন, তুমি সন্ধ্যাকে চিঠিতে প্যারিসের ছাত্রমহলের এদিকটার কথাই যদি না লিখবে, তবে এতদিন কী দিয়ে ছাই চিঠি ভরাতে শুনি ?"

স্বপন সসঙ্কোচে বলল : "আমি লিখেছিলাম—তবে খুব বেশি খোলাখুলি লিখিনি—ও সব লেখার কোনো সুযোগ ঘটেনি ব'লে।"

সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুক ভাবে একবার মসিয়ে রেনারের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই স্বপনের মুখের দিকে তাকাল, পরে জিজ্ঞাসা করল : "এমন কী কথা যে, লিখতে এত ইতস্ততঃ করতে হয়েছিল ?"

মসিয়ে রেনার বললেন : "কথা এমন কিছু নয় অবিশ্যি—যদি নিছক যুক্তি ও সততার দিক দিয়ে সরলভাবে দেখা যায়। তবে সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়ায় যদি ধর্ম, নীতি বা কুসংস্কারের বেড়াজালে আটক প'ড়ে তির্যক্‌ভাবে দেখা হয়। অত্যন্ত সহজ জিনিষও যে তখন তেড়াবেঁকা দেখায় কি না। যেমন ধরো না কেন, সারার ও আমার প্রেম ও তার সন্তান-সম্ভাবনা। খোলা মন নিয়ে দেখলে এর মধ্যে এমন কিছুই তো ছিল না যার মধ্যে এতটুকু দোষের কথা ওঠে ? সন্তান হচ্ছে নরনারীর

সেই আমলের সময় থেকে। অথচ দুটো পুরুতের মন্ত্র আওড়ানো হয়নি ব'লে এ-ধরণের ব্যাপারটা কী সঙ্গীনই হ'য়ে পড়েছিল বলো দেখি! কার্তিয়ে ল্যাতাঁয় ফরাসী ছাত্র ও শিল্পীদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। আমি নিজে তাদের এ-রীতির খুবই পক্ষপাতী, এবং সব বুদ্ধিমান লোকই পক্ষপাতী হ'তে বাধ্য—"

আলো বলল: "আপনি কিন্তু সন্ধ্যাকে ব্যাপারটা খুলে না ব'লেই খালি এভাবে মন্তব্য ছাড়তে থাকেন—"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "ও হো:—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, ফ্রান্সের একদল তরুণ বোহেমিয়ানদের এ অদ্ভুত প্রথাটির কথা তুমি জানো না। প্রথাটা এমন কিছুই নয়—ছাত্র ও শিল্পীরা অনেক সময়েই তাদের প্রণয়িনী নিয়ে একসঙ্গে থাকে ও পড়াশুনাও করে—এই।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু তা হ'লে বিবাহ করে না কেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তার অনেক বাধা। অবশ্য কেউ কেউ করেও। কিন্তু তারা মনে করে যে, বিবাহের চিরদিনের দায়িত্ব এত তরুণ-বয়সের প্রণয় খুশ্‌মেজাজে না করাই ভালো। দুজনেই জানে যে, যতদিন আকর্ষণ তাজা থাকবে ততদিনই তাদের সম্বন্ধ। পরে যে-যার পথ নেবে খুঁজে। এক কথায় বিবাহিতদের মতন থাকবে, অথচ একের ওপর অপরের কোনো দাবি-দাওয়াই রইল না আর কি। বুঝলে না?"

সন্ধ্যা বলল: "বুঝলাম। কিন্তু এ-প্রথাটির সম্বন্ধে আপনি অতটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন কেন? এর মধ্যে কত বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে মনে হয় না কি?"

মসিয়ে বেনার শান্ত স্বরে বললেন: "নরনারীর কোন্ সম্বন্ধের পিছনে ব্যথা থমকে নেই সন্ধ্যা?"

মসিয়ে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন: "ও—তুমি বুঝি কার্তিয়ে লাতাঁর ব্যাপার জানো না?"

—"শুনেছি সেখানে ছাত্ররা থাকে।"

—"মিথ্যা শোনোনি—কেবল তার ওপর আরও একটু শুনতে পারতে—ছাত্রদের অবিবাহিত দয়িতারাও থাকে অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে। আমি সারাকে নিয়ে এইভাবেই ছাত্র সেজে কার্তিয়ে লাতাঁয় এসে উঠলাম ভালেরের বাসার কাছেই।"

সন্ধ্যা একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল: "মা...—একত্র—বিয়ে না ক'রে?"

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "সেন, তুমি সন্ধ্যাকে চিঠিতে প্যারিসের ছাত্রমহলের এদিকটার কথাই যদি না লিখতে, তবে এতদিন কী দিয়ে ছাই চিঠি ভরাতে শুনি?"

স্বপন সসঙ্কোচে বলল: "আমি লিখেছিলাম—তবে খুব বেশি খোলাখুলি লিখিনি—ও সব লেখার কোনো সুযোগ ঘটেনি ব'লে।"

সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুকভাবে একবার মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই স্বপনের মুখের দিকে তাকাল, পরে জিজ্ঞাসা করল: "এমন কী কথা যে, লিখতে এত ইতস্ততঃ করতে হয়েছিল?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "কথা এমন কিছু নয় অবিশ্যি—যদি নিছক যুক্তি ও সততার দিক দিয়ে সরলভাবে দেখা যায়। তবে সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়ায় যদি ধর্ম, নীতি বা কুসংস্কারের বেড়াজালে আটক প'ড়ে তির্যক্‌ভাবে দেখা হয়। অত্যন্ত সহজ জিনিষও যে তখন তেড়াবেঁকা দেখায় কি না। যেমন ধরো না কেন, সারার ও আমার প্রেম ও তার সন্তান-সম্ভাবনা। খোলা মন নিয়ে দেখলে এর মধ্যে এমন কিছুই তো ছিল না যার মধ্যে এতটুকু দোষের কথা ওঠে? সন্তান হচ্ছে নরনারীর

সেই আদমের সময় থেকে। অথচ দুটো পুরুষের মন্ত্র আওড়ানো হয়নি ব'লে এ-ধরণের ব্যাপারটা কী সঙীনই হ'য়ে পড়েছিল বলো দেখি! কার্তিয়ে ল্যাতাঁয় ফরাসী ছাত্র ও শিল্পীদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। আমি নিজে তাদের এ-রীতির খুবই পক্ষপাতী, এবং সব সুস্থমস্তিষ্ক লোকই পক্ষপাতী হ'তে বাধ্য—"

আনা বলল: "আপনি কিন্তু সন্ধ্যাকে ব্যাপারটা খুলে না ব'লেই যদি এ-ভাবে মন্তব্য ঝাড়তে থাকেন—"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "ও হো:—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, ফ্রান্সের একদল তরুণ বোহেমিয়ানদের এ-অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত প্রথাটির কথা তুমি জানো না। প্রথাটা এমন কিছুই নয়—ছাত্র ও শিল্পীরা অনেক সময়েই তাদের প্রণয়িনী নিয়ে একসঙ্গে থাকে ও পড়াশুনাও করে—এ-ই।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু তা হ'লে বিবাহ করে না কেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তার অনেক বাধা। অবশ্য কেউ কেউ করেও। কিন্তু তারা মনে করে যে, বিবাহের চিরদিনের দায়িত্ব এত তরুণ-বয়সের প্রণয়-যুগলের ঘাড়ে না করাই ভালো। দুজনেই জানে যে, যতদিন আকর্ষণ তাজা থাকবে ততদিনই তাদের সম্বন্ধ। পরে যে-যার পথ নেবে খুঁজে। এক কথায় বিবাহিতদের মতন থাকবে, অথচ একের ওপর অপরের কোনো দাবি-দাওয়াই রইল না আর কি। বুঝলে না?"

সন্ধ্যা বলল: "বুঝলাম। কিন্তু এ-প্রথাটির সম্বন্ধে আপনি অতটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন কেন? এর মধ্যে কত বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে মনে হয় না কি?"

মসিয়ে বেনার শান্ত সুরে বললেন: "নরনারীর কোন্ সম্বন্ধের পিছনে ব্যথা থমকে নেই সন্ধ্যা?"

—"মানলাম, কিন্তু—তবু—"

—"তবু বিবাহ-প্রথার চেয়ে এটা ভালো এই আর কি—অর্থাৎ অবশ্য তাদের কাছে যারা সুস্থ ভাবে সাদা চোখে ব্যাপারটা দেখে থাকে।"

—"কিন্তু সাদা চোখের সামনে বিবাহই বা এমন কী দোষ করল?"

—"করেনি? বাঃ। একটা গোড়াকার অস্থায়ী আবেগের সুযোগ নিয়ে আজীবন সর্ত্ত করায় কে? মন্ত্র আচারের শিকলে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে কে? অবশ্য সর্ত্ত ও শপথ না ক'রে বিবাহ করলে আমার তত আপত্তি নেই—যেমন আজকাল রাশিয়ায় করছে। কিন্তু তা হ'লে বিবাহরূপ অনুষ্ঠানটির আসল raison d'être-টিই যায় উবে, এটুকুও জেনে রাখা ভালো।"

সন্ধ্যা চিন্তিতস্বরে বলল: "কিন্তু সর্ত্ত বা শপথ করার কি একেবারে কোনো সার্থকতাই নেই তা হ'লে? সন্তানের কথা ভাবাটা কি এতই পাপ?"

—"পাপ বলি না। তবে কি জানো? যদি সর্ত্ত ও শপথ করতেই হয় তা হ'লে জেনেশুনেই করা ভালো যে, সেটা করা হচ্ছে প্রেমের কথা ভেবে না—সন্তানের কথা ভেবে; রোমান্সের কথা ভেবে না—ঘর-গড়ার কথা ভেবে। এদিক দিয়ে খানিকটা সার্থকতা মেলে ব'লেই বোধ হয় প্রেমের মধ্যে সর্ত্ত এতদিন অবধি টিঁকে আছে। ভালেরিও এ-কথা বলতো মাঝে মাঝে।"

স্বপন বলল: "তবে বিবাহের বিরুদ্ধে তিন—খুড়ি, আপনারা—এত খড়্গহস্ত ছিলেন কেন?"

—"শুধু আমরা দূরদর্শী ছিলাম না ব'লে—বোহেমিয়ানি চালচলনের ভক্ত ছিলাম ব'লে। তাই ভালেরের মতন বিবাহদ্বেষীদের কথায় আমরা

মনে প্রাণে দিতে পারতাম সাড়া। সুরে সুর মিলিয়ে পারতাম বলতে যে, প্রেমকে যতটা নিরঙ্কুশ রাখা যায় ততই ভালো—যত না বেঁধে রাখা যায় ততই শ্রেয়ঃ।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "আশা করি তুমি মানবে সন্ধ্যা যে, এ-রকম চালচলনের মধ্যে যতই দোষ ত্রুটি থাকুক না কেন, এর মধ্যে একটা আদর্শবাদ ও সত্যপরতাও আছে।—যদিও ঠিক এই জন্যেই ধার্ম্মিক-মহলে দোভেনিয়ানদের এত বদনাম।" বলতে বলতে ব্যঙ্গ হাস্যে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল. তিনি বলতে লাগলেন: "অর্থাৎ যদি আমরা স্ত্রীকে বাড়িতে পুরে রক্ষিতাকে বাগান-বাড়িতে লুকিয়ে চলতে পারতাম, সমাজকে মনে না মেনেও মুখে মেনে চলতে পারতাম,—এককথায় লোক-সমক্ষে ভণ্ডামির মুখোস প'রে মিথ্যার স্তবে উচ্ছ্বসিত হ'তে রাজি থাকতাম—তা হ'লে পাণ্ডা পুরুত সকলেরই সমর্থন পেতাম আর কি।"

সন্ধ্যা কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে শুধু বলল: "বুঝেছি এবার। আচ্ছা.তারপর বলুন।"

মসিয়ে বেনার চকিতে তার একটা হাত নিয়ে আদর ক'রে বললেন: "কিছু মনে কোরো না শেরি—"

সন্ধ্যা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল: "না না মসিয়ে, মনে করব কেন? আপনি তো আমাকে ব্যথা দেবার জন্যে বলেননি এ-সব। শুধু যে লাগে, সে ঐ সংস্কারেরই গুণে। যাক্"—ব'লে সহজ সুরেই বলল: "তারপর?"

—"আমি তো ভালেরের কথামত বিবাহ-উচ্ছেদ-মন্ত্রী হ'য়ে তার বাসার কাছেই একটা ষ্টুডিয়ো নিলাম—সঙ্গে একটি শোবার ঘর ও রান্না ঘর। সারাকে নিয়ে সেইখানেই পাতলাম কৈশোরে—ঘরকন্না।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু বিবাহ না ক'রে তার মতন ক্যাথলিক মেয়ে এ-ভাবে থাকতে রাজি হ'ল? ক্ষমা করবেন এ-প্রশ্ন করছি ব'লে।

আমি শুধু সারার দিক দিয়েই প্রশ্নটি করছি মনে রাখবেন। কারণ আপনার বা ভালেরের মতে সে সায় তো না দিতেও পারত ?"

—"পারতই তো। আর সায় কি সহজে দিয়েছিল ? এ-ভাবে সে থাকতে রাজি হয় দুটি কারণে। প্রথম : সে-সময়ে সে নাবালিকা—এ না ক'রে উপায় ছিল না তার। দ্বিতীয় : ভালের তাকে ক্রমে ক্রমে বোঝায় যে, বিবাহ জিনিষটা একটা কুসংস্কার মাত্র।"

স্বপন বলল : "অমনি সারা বুঝল ?"

—"ভালেরের বোঝাবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। বিশেষতঃ মেয়েদের ওপর তার এমন আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল যে—যে, সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সারাকে বোঝাতে তার কম বেগ পেতে হয়নি স্বীকার ব'লে—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শেষটায় সে পেরেছিল বোঝাতে।—অবশ্য কার্তিয়ে লাত্যাঁর পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়ার একেবারে কেন্দ্রে প'ড়ে যাওয়ার দরুণ সারাকে বোঝানো একটু সুসাধ্যও হয়েছিল। যেটা লণ্ডনের আবহাওয়ার মধ্যে হ'ত অসম্ভব। কারণ সারা দেখল চোখের সামনে যে, অনেকেই এ-ভাবে বিবাহ না ক'রে একসঙ্গে ঘর-কন্না করছে—এবং যেটা সব চেয়ে বড় কথা : ভালেরও একটি মেয়ের সঙ্গে এই ভাবে একত্র রয়েছে। এ-সব দেখে শুনে তার মাথায় সুস্থ বুদ্ধিই শেষটা জয়ী হ'ল—ধর্মের কুসংস্কার হ'ল পরাস্ত।"

স্বপন বলল : "কিন্তু আপনি তো আর ঠিক ভালের বা অন্য ছাত্রদের মতন একটি সাময়িক শয্যা-সঙ্গিনী হিসেবেই সারাকে দেখতেন না ? কাজেই আপনার ও সারার সম্বন্ধ কি ঠিক অন্য ফরাসী ছাত্র ও তাদের প্রণয়িনীদের মতন ছিল ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "না তা ছিল না বটে। কারণ সারাকে আমি সত্যি বিবাহ করব ব'লেই প্যারিসে নিয়ে আসি, ও শুধু ভালেরের

প্রভাবে প'ড়েই বিবাহ করার সঙ্কল্প চিরদিনের মত ত্যাগ করি। এজন্যে সে-সময়ে যে কখনই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতাম না তা-ও বলতে পারি না। তবে কি জানো? আমিও জানতাম, ভালেরও বলত যে, যদি নেহাৎই বিবাহ না ক'রে আর চলে না তখন বিবাহ করা তো প'ড়েই রয়েছে। আগে থাকতে সাত-তাড়াতাড়ি ও নাগরাজের পাশটি প'রে রাখার কী দরকার? অর্থাৎ why meet evil half-way আর কি—বুঝলে না?"

ব'লে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন: "সারা বিবাহ না ক'রে এই বেপরোয়া ফিলসফি মেনে নিয়ে আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে রাজি হয় এটাতে তারও মহত্ত্ব ছিল অবশ্য। কারণ কে না জানে জীবনে কোনো রকম মহৎ দৃষ্টান্তই আমাদের ডাক দিতে পারে না যদি সে-শ্রেণীর মহত্ত্বের কোনো বীজই আমাদের মনের গোপন স্তরে উপ্ত না থাকে! সারার মধ্যে একটা খুব আন্তরিক সত্যপ্রিয়তা ছিল, আর ছিল তার অসামান্য ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার ক্ষমতা। সে আমাকে ভালোবেসেছিল ব'লেই বুদ্ধি দিয়ে না হোক তার নারীসুলভ সহজবোধ দিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, কান্নাকাটি ক'রে তাকে বিবাহ করাতে আমায় বাধ্য করলে আমার নবোদ্গত এই আদর্শবাদে ঘা দেওয়া হবে ও তাতে সুফল ফলবে না। তার ওপর সে জানত যে, মেয়ে-কান্না কেঁদে আমাকে বিবাহে বাধ্য করলে ভালেরের চোখে আমরা দুজনেই যাব ছোট হ'য়ে। আর ভালেরের ব্যক্তিত্বের জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে থেকে এ-সম্ভাবনার কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব।"

ব'লে কফিতে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন: "প্যারিসে ভালের না থাকলে আমাদের যে কী হ'ত আজও ভাবতে পারি না। অন্তত আমার সমস্ত জীবনটাই যে বদলে যেত এটা নিশ্চয়। কারণ শুধু এই নয় যে,

সে আমাদের দলপতি ও আদর্শ ছিল; কারণ : সে ছিল আমাদের রক্ষক, সহায় ও আমার প্রায় অদ্বিতীয় অবলম্বন। লীড্‌সে গিয়ে কাকাকে ব'লে ক'য়ে আমাকে মাসে মাসে আমার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বরাদ্দ মাসোয়ারা পাঠাতে রাজি করাতেও সে, আমাকে ছবি আঁকতে শেখাতেও সে, নানা শিল্পি-মহলে সুপারিস দিতেও সে, এক কথায় সে ছিল ঐ যে বললাম আমার অকূলের কাণ্ডারী—"

সন্ধ্যা বলল : "একটু বাধা দিচ্ছি ক্ষমা করবেন। আপনার মাসোয়ারার যোগাড় না হয় তিনি করলেন। কিন্তু সারার বাপ মা? তাঁদের ক্রোধ থেকে তিনি আপনাদের বাঁচালেন কেমন ক'রে?"

—"সেখানে একটা ভারি সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল। সারা আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছে শুনেই তাঁরা ক্যাথলিক-সম্ভব ধার্ম্মিক ক্রোধে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে তাকে ত্যাগ করেন। সারার সঙ্গে তাঁদের আর কখনো দেখাই হয়নি। এটা হয়েছিল সব দিক দিয়েই শুভ—তাঁদের দিক দিয়েও—সারার দিক দিয়ে তো বটেই। It is an ill wind that blows no-body any good ব'লে একটা কথা আছে না ইংরাজিতে? এ-গোঁড়ামির বেলায়ও হ'ল তাই—শাপে বর আর কি। নইলে হয়তো তাঁরা পুলিশ লাগিয়ে সারাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা পেতেন—যেমন জুলিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।"

আনা বলল : "জুলিয়া কে?"

হাসিয়ে বেনার বললেন : "ওহো তার কথা বলতেই ভুল হ'য়ে গেছে এতক্ষণ, দেখ দেখি! অথচ কত আজে-বাজেই না বকছি—এ-অধ্যায়ের প্রধানা নায়িকাকেই বাদ দিয়ে!—" ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে বললেন : "জুলিয়া ছিল আলেরের প্রথম প্রণয়িনী—যদিও আলের ছিল তার ধরতে গেলে দ্বিতীয় বল্লভ, অর্থাৎ দেহদানের দিক দিয়ে।"

সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাঁর দিকে তাকাল।

বৃদ্ধ বললেন: "ঐ দেখ, ফের ধরে নিচ্ছ যে, এ-সবই তোমার জানা মতন। অর্থাৎ ফরাসী যুবকরা—ভালের বাদ অবশ্য—যখন প্রণয়িনী পছন্দ করে তখন একটু বেপরোয়া হ'য়ে করে অনেক সময়েই, বুঝলে না? এমন কি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, যাকে ইংরাজিতে বলে a woman with a past—তার স্বাদ তাদের বেশি ভালো লাগে বরং—অনাঘ্রাত কুমারীর স্বাদের চেয়ে।"

সন্ধ্যা বলল: "বেশি ভালো লাগে বোধ করি বেশি নিরাপদ ব'লেই?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "সন্ধ্যা তা হ'লে তুমি কিছু বোঝো দেখছি, হুঁ!" ব'লে তার গালে ঠোনা দিলেন।

সন্ধ্যা হেসে বলল: "নাঃ, বাংলা দেশের মেয়েরা ঘাস খেয়ে মানুষ—তা-ও সাবুতে ভিজিয়ে। এটুকুও তাই তারা বুঝতে অক্ষম যে, অনাঘ্রাত মেয়েরা প্রেমে বেশি বিশ্বাস করে ব'লে বেশি দাবি ক'রে আপনার ভালেরের মতন ডন জুয়ানদের ফেলে ফাঁপরে।"

বৃদ্ধ গম্ভীর হ'য়ে বললেন: "কথাটা তোমার মিথ্যা নয় সন্ধ্যা, কেবল ভালের ডন জুয়ান ছিল না। যা পেত তার শুধু যে দাম দিত তা-ই নয়—সে দামকে রেখে যেত দশগুণ বাড়িয়ে। তার স্পর্শে মানুষ তৈজসপত্রের মতন ক্ষয়ে যেত না—তন্ত্রী-যন্ত্রের মতন গভীরস্বনই হ'য়ে উঠত। শোনো তার একটি চিঠি, তা হ'লেই বুঝবে—এ কথা।

ভালেরের পত্র

বৃদ্ধ পকেট থেকে একটি খাম অতি সন্তর্পণে বার করলেন। আরও ধীরে ধীরে খুললেন মধ্যেকার চিঠিটি···কত-যে যত্নে। বার্দ্ধক্যে চিঠির কাগজগুলো হলদে হ'য়ে গেছে।

৩০

সন্ধ্যা বলল : "ও কী ?"

বৃদ্ধ বললেন : "ভালেরের একটি চিঠি। তোমাকে দেখাব ব'লেই এনেছি—এটি ও আর-একটি। তার কথা যথাস্থানে। এটি আগে শোনো। ব'লে রাখি এটি আমি পাই ভালেরের মৃত্যুর পরে।"

সন্ধ্যা বলল : "মৃত্যুর পরে ! মানে ?"

বৃদ্ধ বললেন : "মানে শুনলেই বুঝতে পারবে। ওর ইচ্ছে ছিল না, ও বেঁচে থাকতে এ চিঠি—কিন্তু না, শোনো, চিঠিতেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

* *
*

বৃদ্ধ পড়তে লাগলেন থেমে থেমে :

"তোকে কতদিন ক্ষুণ্ণ করেছি আমি কি জানি না ভাবিস পিয়ের ? জানি। কিন্তু তবু জুলিয়ার কথা তোকে বলতে পারিনি। এমন কি, তোর ও সারার কথা তুই আমাকে অকপটে ব'লে আমাকে যে-তৃপ্তি দিয়েছিলি তার প্রতিদানেও না। কেন ? জানাতেই এ-চিঠি।

"চিঠিতে এ-সব লেখা আমার পক্ষে অনেকটা সোজা। কারণ এ-চিঠি যখন পড়বি তখন আমি তো আর নেই—এ-কথা যখন ভাবি তখনই মন খুলে লিখতে জোর পাই। আমার মনে, জানিসই তো, এক বিষম অস্বস্তি ও আশঙ্কা আছে—পাছে যা বলি তা-ই হ'য়ে দাঁড়ায় ঢং। চেষ্টা করি যাতে না হয়—কিন্তু তবু হয়ই যে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার Montaigne-এর কথা যে, আমাদের

'এ-জীবন এক মহাপ্রহসন—রাজ-প্রদর্শনী,
সম্রাট্, শাসক যত—যুগ যুগ ধরি' তুলে ধ্বনি'

হাস্যের তরঙ্গলীলা—চমক চমক চমক কত!

বিশ্ব এ-ব্যঙ্গের চিররঙ্গমঞ্চ—দিগন্তবিস্তৃত।' *

"মনে পড়ে তোর ভট্টয়ে ভক্তির আদাস কারামাজোতে সেই মাদাম হলাকভের কথা—যিনি সরলভাবে আত্মদোষ কীর্তন করতেন প্রশংসাই পেতে? ওর এইটুকুই নয়। প্রশংসার লোভে যে নিজের দোষ তিনি জাহির করতেন—এ-কথাও যখন অকপটে স্বীকার করতেন তখনও সে-স্বীকারের পিছনে থাকত ঐ একই—কেবল সূক্ষ্মতর স্তুতিলোভ যে: 'দেখ আমি কতটা স্বীকার করতে পারি অকপটে!' কথাটা হয়তো পরিষ্কার হ'ল না, কিন্তু সত্যিই কথাটা অত্যন্ত স্বচ্ছ—আসলে। ধর্, ভালের পিয়েরের কাছে বলল: 'পিয়ের, আমি দোষ করেছি এই এই।' পরে বুঝল এ-স্বীকারের পিছনে আছে পিয়েরের চোখে ছোট হ'য়েই আরও বড় হওয়ার চেষ্টা। ক্ষেপে উঠে এ-কথাও সে স্বীকার করল পিয়েরের কাছে যে: 'পিয়ের, তোকে নিজের দোষ বলতাম না যদি মনে মনে না জানতাম যে, তার ফলে তোর চোখে ছোট না হ'য়ে বড়ই হব।' কিন্তু এ আত্মগ্লানি-কীর্তনের পিছনেও যে ঐ একই লোভ রইল তার লুকিয়ে—শুধু আরও সূক্ষ্মভাবে—পিয়েরের চোখে বড় হবার! নয় কি?

"হায় রে সরলতা! এ-যুগে কোনো কাজই কি আমরা করতে পারি সরলভাবে—সে কথা অপরের মনে কী সুর গুনগুনিয়ে তুলবে এই arrière-pensée-কে † কাটিয়ে? কবিতা লিখি, তখনও মনের একটা অংশ হয় দ্রষ্টা—বিচারক। গান গাই—নিজের কান হয় অপরের: কত

* "Une noble farce, de laquelle les rois, les choses publiques et les empéreurs vont jouant leur personnage tant de siècles, et à laquelle tout ce grand univers sert de théâtre."

† নেপথ্যচিন্তা, গোপনচিন্তা।

সময়েই সে উৎকণ্ঠা বোধ করে: অপরের ভালো লাগ্‌ছে তো? শেষ পর্যন্ত নিজেকে আমরা ভুলতে পারি কই? একটা মানুষ দুটো আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে। প্রতি আয়নায় পড়ে সাম্‌নের আয়নার ছায়া—সে ছায়া পড়ে আবার সাম্‌নের আয়নায়—সে-ও আবার সে-বিম্বকে দেয় ফিরিয়ে সাম্‌নের দর্পণে—এম্‌নি চলে...চলে...চলে। বাস্তবিক এ-ছায়ার খেলার তো আর শেষ নেই। তেম্‌নিই কি দাঁড়িয়ে নয়—আমাদের প্রতি কাজ, প্রতি লাস্য, প্রতি অশ্রু, প্রতি হাসি—লক্ষ মনের আয়নার সাম্‌নে? আমার প্রত্যেক ভঙ্গির বিম্ব পড়ছে তাদের 'পরে—তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে অন্য অন্য মনের আয়নায়—এম্‌নি ক'রে একটা মানুষ গাঁথে তার একটিমাত্র ভঙ্গিতে লক্ষ ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম মালা। আর মজা এই যে, এ-প্রতিটি মালার দোলা সম্বন্ধে সে সচেতন। এই-ই যে হ'ল এখনকার যুগধর্ম—এই জটিলতার গোলক ধাঁধা। সরল হবি—সাধ্য কি? লক্ষ মনের আয়না চায় চেয়ে...লক্ষ যাচাইয়ের চক্ষু মেলে—সাধ্য কি একলা থাকবে কোনো চেতনা—থাকবে নীরব—আত্মসংহরণ ক'রে ভুলবে অপরকে?' এ-বহির্মুখী গতিকল্লোলিত প্রাণলীলায় সে কি হবার যো আছে রে?

"অথচ মানুষ চায় একলা হ'তে। চায় সরল হ'তে। চায় ভুলতে যে, সে লক্ষ চোখের সাম্‌নে। তাই না এত আপ্রাণ চেষ্টা সবাইয়ের পুরাকালে পেছিয়ে একটা সহজতর সুষমা খোঁজা। তাই তো—কিন্তু না, অলঙ্করণিকার বহরে হয়তো তুই হাঁপিয়ে উঠবি। কিন্তু কেন এত ভণিতা করলাম? ভাবছিস সরল হ'তে চাই ব'লে? না। ঢং করতেই চাই ব'লে?—তা-ও না। তবে কি ঢং-কে প্রাণপণে এড়াতে চাই ব'লে? তাও নয় রে নয়। কারণ ঢং করতে না চাওয়াও—যে একটা নিপুণ ছদ্ম ঢং দিয়েরে, নয় কি? থিওফিল গতিয়ের জটিল প্রকৃতি বদ্‌লেয়ারের ব্যাখ্যায় ওকালতির সুরে বলেছিলেন মনে পড়ে?—

আছে এমন মানুষ যারা স্বভাব-চণ্ডী প্রতিচরণপাতে :
সরল হ'লে আরো চণ্ডী-যে হবে গো তারা সূক্ষ্মতর ছাঁদে !*

"তবে ? এ-গোলকধাঁধা থেকে বহির্গমের পথ কি নেই-ই একেবারে। নিজের কবল থেকে মুক্তির ?—বিশ্বজোড়া চোখের নিরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতির—নিজেকে চিনে ?—কিন্তু হায় রে, নির্জনলোকে সুস্থির হ'য়ে ব'সে নিজেকে চিনবি তুই কী ক'রে বল্ ? বাইরে থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেই কি নিটোল আত্মপরিচিতি হয় ? বাইরের যোগ যে আমাদের নাড়ীতে সঞ্চলমান—পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হব কেমন ক'রে ? বায়ুহীন মণ্ডলকে ধ'রে রাখা এই বায়ুময় জগতে ? যেখানে বায়ুর চাপ এতটুকুও কমল—লক্ষ মরুৎ এসে ধাওয়া করে যে—বিজ্ঞানে বলে না ? তেমনিই তো মানবচেতনাও। সবার থেকে বহিঃসূত্র কাটলেই কি সে একলা হয়, না হ'তে পারে ? নিরালায় কেবল সূক্ষ্মতর পেলবতর সূত্রে সে বাঁধে নিজেকে —যাদের ছেড়েছে তাদের সঙ্গে।

"তবে ? এ-গুটি-কাটার পথ নেই এই-ই কি জ্ঞানের শেষ সাক্ষ্য ? না; আছে। পূর্ণতার পথ আছে—কিন্তু শুধু একটি সাধনায় : ভালোবাসার। একমাত্র প্রেমেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়, খোলে এই পাকের-পর-পাক, গ্রন্থির-পর-গ্রন্থি। তখন মুহূর্তে হই আমরা আত্মভোলা ও আত্মপূর্ণ। তখন আর বিশ্বের বাঁধন বাঁধে না—খোলে : প্রেমাস্পদের মধ্যে দেখে মানুষ নিজের পূর্ণরূপ—অখণ্ড মূর্তি।

"তাই আমি চাইতাম এ-ভালোবাসা। পেলামও। কিন্তু এ-অপ্রাপ্য আশাতীত বস্তুর পাওয়ার ইতিহাস বলতে বাধ্ত—এতই পবিত্র এ-প্রাপ্তি। তাই তো এ-কথা বলতে চাইনি কাউকে। বলতে গেলেই মনে হয়েছে :

* "Il y a des gens qui sont naturellement maniérés. La simplicité serait chez eux affectation pure et comme une sorte de maniérisme inverse."

জীবনে প্রতি কাজেই তো ঢং হয়েছে আমার সর্ব্বেসর্ব্বা, একটা ক্ষেত্র থাক্ না যেখানে আমি খাঁটি—পুরো খাঁটি। সেটা হোক ক্লুলিয়া ও আমার সম্বন্ধ। এই-ই ছিল আমার অভিপ্রায়। তাই তোকে দিয়েছি দুঃখ—কিছু না ব'লে। তুই ভাবতিস আমি তোকে বিশ্বাস করিনি পুরো! না রে না। তোর চেয়ে কোনো বন্ধুকে আমি বিশ্বাস করিনি কখনো—এক জুলিয়াকে ছাড়া অবশ্য, কিন্তু সে তো বন্ধু নয়—তার চেয়ে ঢের বড়। কেবল—ঐ যে বললাম, কেন বলিনি।

"বুঝলি কি! না-ও যদি বুঝতে পারিস পুরোপুরি—ক্ষমা করিস ভাই এই ভেবে যে, তোর ভালোর তোকেও যে বলেনি, সে পারেনি ব'লেই। আর সে-অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই সে এ-চিঠি লিখে রেখে গেল—সে যখন থাকবে না তখন তুই পড়বি ব'লে। প'ড়ে তাকে ক্ষমা করবি ব'লে। বেঁচে থাকতে যাকে পুরো বুঝতে পারিসনি মরণের পরে তাকে বুঝবি ব'লে। অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করিস পিয়ের—তোর অভিমানী বন্ধুর অভিমানের কথা ভেবে। লোকে তাকে পুরোপুরি বুঝুক এ ছিল তার যে কত দিনের কামনা --জানিস তো তার দুর্ব্বলতা।

"কিন্তু বেঁচে থাকতে মানুষকে বোঝা যায় না যে পুরো। তাই তো পূর্ণচ্ছেদের অপেক্ষা ক'রে আছি। আমার কিন্তু বিশ্বাস বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। কি জানি কেন, আমার ছেলেবেলা থেকে কেমন যেন মনে হয় আমার আয়ু অল্প। কত কী যেন আমাকে ডাকে: নানা রকম মূর্ত্তি, রং, আলো নানা সময়ে আমি দেখি—যাদের ভাষা আমি বুঝি না, অথচ মনে হয় যেন চেনা। মনে হয় তাদের সঙ্গে চেনা হবে দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে। এ-কথা আমি প্রমাণ করতে পারি না। কিন্তু প্রমাণ করা যায় কী-ই বা—এ জীবনে? যা আমার কাছে সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, সব চেয়ে জলন্ত, তাই তো দেখি বলতে গেলেই হয় ম্রিয়মাণ,

হয় নিস্তব্ধ, হয় ঝাপসা। বন্ধু, আমার কাছে এই যে অনুভূতি, প্রত্যক্ষ অগ্নিশিখার মতন দীপ্ত অনুভূতি যে, এ-জীবন আমাদের যেন একটা পান্থশালা। প্রমাণ করা যায় একে? না তো? অথচ তবু আমার অহর্নিশই মনে হয় যে, এখানে একটা বিশেষ পরিণতি লাভ ক'রে উধাও হব আমরা জনে জনে, হেলির ধূমকেতুর মতন নয়—সেইসব তারার মতন যাদের আলো চলে···চলে···চলে···কিন্তু আর ফেরে না। আমি নাস্তিক—কিন্তু চেতনা অস্তি—সে অমর—এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এ-চেতনার পরিণতির শেষ নেই এ-ও। তাই যখন তুই এ-চিঠি পাবি জানিস আমি অদৃশ্য অব্যক্ত হ'লেও 'কিছু-না' হইনি—আছি, ও চলছি। কি ভাবে ও কোথায় জানি না—কিন্তু, অতি প্রত্যক্ষভাবেই আছি। আর তোকে ভুলিনি। কারণ আমার এ-ও মনে হয় যে, ভালোবাসার প্রাণ মরে না—শুধু স্মৃতিতেই না—জীবনেও। তার রূপ বদল হয়—পাপড়ি ঝরে, কিন্তু পরাগ থাকে। এক আধার থেকে আর-এক আধারে বোনা হ'লে সে-পরাগে নব গন্ধ ওঠে ফুটে—নব রং ওঠে জ'লে—নব সুষমা ওঠে ভেসে—কিন্তু তার অন্তরতম নির্যাসের নির্বাণ নেই। তাই ভাবিস নে তোকে আমি ভুলব এ-দেহের গ্রন্থি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে! তোকে ও দুনিয়াকে ভুলব না কোনোদিনই। অথচ তবু তোদেরও ফেলে চাই ছেড়ে, আজও মনে পড়ে মালার্মের সেই :

'ক্লিষ্ট দেহ, ক্লিষ্ট দেহ, হায়!
প্রতিটি অণু মুক্তি চায়—চায়!'*

কেন? জানি না। অথচ আবার কোন্ একটা সুর বলে : কোথায়? প্রীতি প্রেম থেকে মুক্তি—আত্মার? তন্ত্রীকে ছিন্ন ক'রে মুক্তি—বীণার?

* "La chair est triste hélas ! — Fuir ! là-bas fuir !"
······Mallarmé.

"না। জুলিয়াকে ভালোবেসেছি, তোকে আপনার মানুষ ব'লে চিনেছি। যেখানেই যাই তোদের মুখ পড়বে মনে। যা চাই তা পাব কি না জানি না—কী-যে চাই তা-ই কি জানি ছাই?—তবে চাইলে যদি পাওয়া যেত তবে চিরচলার পথে সাথী চাইতাম তোদের দুজনকে। আর বোধ হয় কোনোদিনই ক্লান্ত হতাম না তোদের সাহচর্যে—কেবল এক সর্ত্তে: আমরা তিনজনে চলতাম চলতাম চলতাম—অশ্রান্তগতিতে।

"কেন এতসব বকছি? বোধ হয় মৃত্যুর ছায়া যখন কাছে আসে তখন এমনিই হয়। বোধ হয় যখন জীবনের অনেক দীপ্ত মুখরতা ছায়ামৌন হ'য়ে আসে, তখন ঝাপ্‌সা অনুভব ঝাপ্‌সা কথার মধ্যে দিয়ে আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে চায় কারুর কাছে—কোনো দরদীর কাছে—আলো ঝিকমিকিয়ে। জানিস তো, মাইকেল এঞ্জেলো ভাসারিকে লিখেছিলেন:

'যতই বাঁচি মরণ চিতে মম
জ্বলিয়া রহে চিন্তা-তারা সম।'*

আমার জীবনের নানা দেখার ভঙ্গি তাই এত বদলে গেছে হয়তো—এই নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুচ্ছায়ার দরুণ, কে জানে? আমার নানা জিনিষই ছিল ঢং, কেবল দেখার ভঙ্গি যে সাধারণের চেয়ে বেশ একটু আলাদা ছিল ব'লে জানতাম ও ফলিয়ে তুলতে চাইতাম সেটা ঢং ছিল না—এই মরণের ছায়া সান্নিধ্যের দরুণ। জীবনে নানা ভাবের রামধনু রং, নানা ঠমকের স্ফুলিঙ্গ, নানা চমকের রেশ এই ছায়ায় যায় নিভে। তাই মরণের কথা ভেবে আমি সব চেয়ে সহজে খুলতে পারি নিজের মুখোষ—সব চেয়ে সহজে ভুলতে পারি আপনাকে—হ'তে পারি একলা।

* "Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita la Morte."

"কিন্তু এবার বলি। বলা এখন সহজ হবে জীবনের মুখরতার অনুরণন মিলিয়ে আসছে ব'লে। ঐ—শুনতে পাই এক নিথরতার জয়ধ্বনি যেন—রথচক্রের রোলের সঙ্গে উঠছে। এই গভীর কল্লোলের পটভূমিকায় পরে ফুটিয়ে তুলতে পারব হয়তো : কেমন ক'রে জুলিয়াকে ভালোবেসেছিলাম।—যা জীবনের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোয় ছিল মুদিত—অন্ধকারের কুলায় হয়তো মেলবে দল।"

* *
*

বৃদ্ধ কণ্ঠ একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ফের পড়তে লাগলেন :

"তোর সঙ্গে আমার দেখা সেই কবে : দশবছর বয়সে, ইস্কুলে। প্রথম দেখারই তোকে ভালোবেসেছিলাম। পরে পড়েছিলাম—তোরই প্রসাদে—মার্লোর Hero and Leander নাটকে—যেটা তুই ইংলণ্ড থেকে আমার ও জুলিয়ার বাগ্‌দানের সময় পাঠিয়েছিলি উপহার :

'Who ever loved that loved not at first sight?'

প'ড়েই মনে হয়েছিল কত সত্যি। অন্তত আমার জীবনে। কারণ আমার প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেই এ-কথা বরাবর খেটেছে। যাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবাসতে পারিনি তার সঙ্গে পরে হাজার মিশেও কি কখনো মনে হয়েছে একটুও বেশি চিনলাম। কিন্তু প্রথম মুখোমুখির সময়ে সেই অদৃশ্য দেবতার আলো যার নয়নে প'ড়ে তার হৃদয়ের তল অবধি স্বচ্ছ ক'রে দেয়, তার আঁখিতারা কি আর ঝাপ্‌সা হয় তাই কোনোদিন? বলিনি, মানুষ ভোলে নিজেকে কেবল তখনই যখন সে ভালোবাসে! তোকে যেদিন দেখি : তোর চোখের মধ্যে দেখি আমারই ছায়া। সে-ছায়া এত সুন্দর যে, হই আত্মহারা—আপনাকে ভুলি সত্যই—'আমি এত সুন্দর!'—ভেবে। সেই না ভালোবাসা—নিজের সুন্দরতম রূপচ্ছায়া

প্রেমাস্পদের হৃদয়-দর্পণে দেখে নিজেকে পূর্ণ ক'রে ফিরে পাওয়া—চেনা—ভোগকরা !

"কিন্তু তারও আগে আমার চোখের পর্দা যায় খুলে। জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয় আমার ন'বছর বয়সে। ওর বয়স আট।

"সে-কথা ভুলবার নয় পিয়ের। বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে নেপ্‌ল্‌সে। নেপ্‌ল্‌সের রাস্তা উঁচুনিচু জানিসই তো। চঞ্চল চরণে চলেছি, এমন সময়ে বাতাসের মতন ছুটে গেল একটি ছোট মেয়ে পাশ দিয়ে। ঠিক আমার সাম্‌নে এসেই কী ক'রে ঠোকর খেয়ে পড়ে আর কি। টপ্‌ ক'রে ধরলাম চেপে। সে বেঁচে গেল, কিন্তু টাল সামলাতে না-পেরে আমি প'ড়ে গেলাম। ঢালু রাস্তা নিচে গড়িয়ে।

"মনে আছে জুলিয়া চিৎকার ক'রে উঠেছিল। তার পর মনে নেই।

"যখন জ্ঞান হ'ল দেখি শিয়রে—একটি মাতৃমূর্তি, তার পাশে ছবির মতন—জুলিয়া : আট বছরের মেয়ে—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল মাথায়—চোখ দুটি অশ্রুস্ফীত, সে ছবি কি ভুলবার ? মানুষের মুখ যে এত সুন্দর হয় কখনো জানিনি এর আগে।

"হ'ল শুভদৃষ্টি বালকের সঙ্গে বালিকার। সে কী যে-সে রোমান্স রে !—প্রবীণরা বলে ছেলেমানুষি ! যেন প্রবীণরা ভালোবাসার কিছু জানে ! দূর্‌। জানবে কোত্থেকে বল্‌ ? ভালোবাসার চরম ও পরম রূপই যে হ'ল ছেলেমানুষি। মনে যখন গ্রন্থির পর গ্রন্থি উঠেছে ক'রে, শক্ত হ'য়ে ফুলে—তখন কি ভালোবাসা হয় রে পিয়ের ? হয় শুধু চাওয়া—নিজের অহমিকার খোরাক চাওয়া। অন্ততঃ শতকরা নিরানব্বই জন প্রবীণ প্রেমিকের ক্ষেত্রেই। ভালোবাসতে হ'লে, সত্যিকার রোমান্স করতে হ'লে হ'তে হবেই শিশু।

"তার পরের ব্যাপার তুই জানিস—মানে ঘটনাগুলো। জুলিয়ার

দাদা প্যারিসেই থাকতেন ডাক্তারি করতে। নেপ্‌লসে ছিটে তাঁর, বেড়াতে যেতেন মাঝে মাঝে। তুই ও আমি যেদিন প্রথম তাঁর বাগানে ঝগড়া করি—মনে পড়ে? কেন করি তাও? জুলিয়াকে তুই একটা উঁচু ডালের আপেল আমার আগে পেড়ে দিস। তোকে সাতদিন ক্ষমা করতে পারিনি এ-অপরাধের দরুণ।

"মনে অসহ যন্ত্রণা হয়েছিল কিন্তু এজন্যে। এই কি ভালোবাসা? জুলিয়াকে ভালোবাসি ব'লে তোর ওপর করলাম রাগ? আর এই কারণে? বুঝলাম শিশুর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে প্রবীণ। তার নাম কামনা—প্রতিদানের কামনা। জুলিয়ার সবটাই আমি চাই—এই রোখ্। তোকে এতটুকু কৃতজ্ঞতাও সে দিতে পারবে না! ছি! মানুষের মধ্যে এত ক্ষুদ্রতাও আছে। জীবনে যত গ্লানি আছে তার মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে গ্লানি পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে হিংসায়—ঈর্ষায়। অথচ এত তীব্র অনুভূতি জীবনে কমই আছে। বর্ব্বরতার চেয়ে প্রবল অনুভূতি কি হ'তে পারে আর?

"আমার মনটা অল্প বয়সেই অত্যন্ত বেশি সজাগ ছিল। (এটা অবশ্য আমি পরে বুঝতে পারি।) তাই তখন থেকেই পণ করি: এ হবে না। স্পষ্ট ভেবে-চিন্তেই যে এ-পণ করেছিলাম তা নয়—তবে বড় বিশ্রী লেগেছিল নিজের এ-স্বভাব। আবছা ভাবে ভেবেছিলামও একটু: একটা ভালোবাসা আর-একটা ভালোবাসার বিরোধী হয় কেন? জুলিয়াকে ভালোবাসার জন্যেই যে তোর ওপর অহেতুক ফল পেড়ে দেওয়ার জন্যে রাগ হয়েছিল, সেজন্যে আত্মগ্লানি ছিল তাজা আমার বহুদিন।

"কিন্তু সজাগ থাকার ফলে এ কু-প্রবৃত্তিটা গেল। মন আমার স্পষ্ট না বুঝলেও বুঝল: এটা বড়ই হেয়—বড়ই কুশ্রী। নীতির দিক

থেকে ভেবে নয় অবশ্য—দুঃখ পেয়ে। কারণ তোর বিচ্ছেদও আমি সহ্য করতে পারতাম না যে।

"থাক এ-সব বাজে কথা। জুলিয়ার কথাই বলি।

"তুই চ'লে গেলি তোর কাকার কাছে। এমন রাগ হ'ল!···তোকে চিঠি লিখিনি ক'বছর? তিন, না? হবে না রাগ? সভ্যতার কেন্দ্র ফরাসীদেশ ছেড়ে তুই গেলি কিনা চাষাদের দেশে, যারা এমন কি দুটো কথা কইতেও জানে না বঙ্কিমগ্রীব না হ'য়ে!

"রইল জুলিয়া। সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে—এক। সে; যখন মানুষ সব চেয়ে সঙ্গপিপাসু—সেই সময়ে। আশ্চর্য্য নয় যে, জুলিয়া হ'ল আমার জীবনের সবচেয়ে-বড়-অভিজ্ঞতা।

"তোর ও সারার খবর পাওয়ার একবছর আগে—তখন আমার বয়স উনিশ, জুলিয়ার আঠারো, আমরা বাগ্‌দান করি জানিস্ই তো।—কিন্তু বিবাহ করব না এই বন্দোবস্তে। বলিনি—আমি সব [illegible]ই একটু বেশি সজাগ ছিলাম—পাকা ছিলাম—যাকে বলে pr[illegible]ce* তাই এই পণ। তার উপর আমি ছিলাম-যে একদল কিশোর [illegible]োহেমিয়ানদের দলপতি মতনই। বিবাহ করা আর যারই সাজুক না কেন আমার সাজবে কেমন ক'রে?

"এই সময়ের অনেক ঘটনা বাদ দিয়ে যাই। গল্পের মতন ঘটনা-বিবৃতি করতে আমার একদম ভালো লাগে না জানিস্ই তো। জীবনের ঘটনাবলিকে দেখি আমি আধার হিসেবে যাদেরকে অবলম্বন ক'রে অন্তর্জগৎ আধেয়-রূপে ওঠে ঝল্‌কে, যেমন শাখাকে অবলম্বন ক'রে ফুল, বোঁটাকে অবলম্বন ক'রে ফল। আমি চাই ফুলের গন্ধ, ফলের স্বাদ,—শাখা, কাণ্ড, অঙ্কুর—এ-সব না। তাই অবান্তর ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে

* অল্প বয়সে অধিক বিকশিত চেতনার মানুষ।

যেগুলো আমার অন্তর্জগৎ ও আমাদের ভালোবাসার নিহিত রূপটি বসন্তি ফলিয়ে তুলবে সেইগুলোই বলব।

"জুলিয়ার সঙ্গে আমার বাগ্‌দান আমরা গোপন রেখেছিলাম, কারণ জুলিয়ার বাবা ছিলেন—খাঁটি ইতালিয়ান ক্যাথলিক—এক সময়ে পাদ্রী হবেন প্রায় স্থির করেছিলেন। সেই প্রবণতার ঝুঁকল তাঁর সারা জীবনকে করেছিল প্রভাবিত। আমি খোলাখুলিই বলতাম: আমি নাস্তিক। তার ওপর আমার যে-কারণেই হোক, একটা দল-গড়ার ক্ষমতা ছিল জানিসই তো! আমাকে কেন্দ্র ক'রে একদল যুবক রোখালো হ'য়ে শপথ করেছিল ভগবান্ মানবে না, না বিবাহ, না সমাজের চলতি কোনো অনুশাসন—যদি না মনেপ্রাণে এ সবের সায় পায়। কাজেই নানা দুর্নাম রটেছিল আমার নামে। তাই জুলিয়ার বাবা সিন্যোর জিনোনি আমাকে দেখতে পারতেন না।

"কিন্তু নিয়তি মানুষকে পাকে ফেলতে ভালোবাসেন কে না জানে? সিন্যোর জিনোনি জুলিয়াকেও এত ভালোবাসতেন যে, তার মনে পারতপক্ষে কষ্ট দিতেন না—দিলে নিজে ঘুমতে পারতেন না রাতে, খানতে-চলতে-খেতে পারতেন না দিনে। কত চেষ্টাই করতেন যাতে মেয়ে তাঁর আমার সঙ্গে মেশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সেই এতটুকু বয়েস থেকেই ও যে-একগুঁয়ে! তা ছাড়া আদুরে মেয়ে! জানত: এক্ষেত্রে বাপ খানিকটা বেহাত তো বটেই। তাই আমাদের মেলামেশা চলত সিন্যোর জিনোনির নাকের সামনে যাকে বলে।

"এদিকে কিন্তু জুলিয়াও আবার অত্যন্ত ভালোবাসত তার বাপকে। কাজেই বিবাহ না ক'রে আমার সঙ্গে ঘর করবে এ-প্রস্তাব ওর বাপের কাছে করতে পারত না। জীবন আপোষ-পন্থী—পদে পদে। দুতরফ থেকেই হ'ল রফা। জুলিয়া তাঁকে বলল না খোলাখুলি যে, আমাকেই

করেছে সে চিরবরণ। তাই বাগ্দান হ'ল গোপনে। ঠিক হ'ল কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে ভাঙা হবে ব্যাপারটা—যখন জুলিয়া অন্ত কয়েকজন পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রমাণ করবে যে ও অনন্যমনা—তখন। তখন কন্যার মতে পিতা সায় না দিয়ে করবেন কী?

"আমি গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না কোনোদিনই। তবু প্রেমের জন্যে তা-ও মানলাম। ফের রফা—আদর্শের সঙ্গে। তোরা বলতিস আমি আদর্শ থেকে একচুল সরি না। কথাটা সত্যি নয়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আদর্শ আমাদের ডাকে, আমরা ছুটি পিছনে—সে-ও রফা ক'রে। রফা না ক'রে উপায় আছে? তবু ছুটি কেন আদর্শের পিছনে?—কোথাও না কোথাও মিলব ব'লে—যেমন ছোটে দুটো সমান্তরাল রেখা—চরম অন্তিমে মিলবে ব'লে। নইলে কি তারা পারত ছুটতে সমান ব্যবধান বজায় রেখে? আশা···আশা—জীবন চলে আশার তরঙ্গে। তাই ছোটাটা চাই। সেইটেই আসল।

"কেবল এইটুকু সাফাই আমার আছে যে, রফাকে আমি খোলা চোখে রফা ব'লেই মেনে নিতাম—বলতাম—না: এটা ভালো বা উচিত। আর প্রাণপণে চেষ্টা করতাম—যাতে ক্রমেই রফাকে বিসর্জন দিয়ে অসহিষ্ণুতাকে করতে পারি বরণ—যে-অসহিষ্ণুতা নিজেকে মারে চাবুক যদি আদর্শের দিকে ধাওয়ার গতি হয় তার শ্লথ। আমি গতি-বিলাসী স্থিতিবিরোধী মানুষ-যে মনে-প্রাণে। এখানে আমার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না।

"তাই আমি চাইতাম নিয়তই যে, জুলিয়া জোর পায় তার বাবাকে সব খুলে বলতে। কিন্তু জোর করতাম না। সময়ে সময়ে মুস্কিল হ'ত ঠিক করতে: কোন্ আদর্শ বড়? প্রেমের? না সত্যের? সত্যপথে চলব ব'লে প্রেমাস্পদকে নিজের প্রভাবের পাকে ফেলে দুঃখ দিয়ে তার

পিতার স্নেহনীড় থেকে ছিনিয়ে নেব—এই-ই কি সত্য কাজ হবে! না, ওর হৃদয়ের অনুরক্তির দাবি-দাওয়াকে নির্দয় হ'য়ে নির্মূল ক'রে সহবাসের সত্যে আমাদের জীবন সার্থক, দীপ্ত, সফল হ'য়ে উঠবে? ভাবতাম, কিন্তু কূল-কিনারা পেতাম কই? এ-জীবনের একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়াশা হঠাৎ প্রকাশ হয় অনেকেরই জীবনে এই প্রেম ও সত্যের মুখোমুখি হওয়ার দুর্দৈবে। কত-যে দুঃখ কত-যে দ্বন্দ্ব আমাদের গেছে—কোন্ মোড়ে বেঁক নেব ভাবতে!—কিন্তু না, দুঃখের জন্যে গর্ব করাও একটা ঢং—অর্থহীন বাহাদুরি। তবু এ গর্হিত কাজ নিতাই ক'রে ফেলি—বন্ধুর কাছে। অন্য দুঃখে এ-সমবেদনা পাওয়ার অগৌরব তত বাজে না, কিন্তু প্রেমকে বরণ করার পথে বাজে, কেননা প্রেমকে মর্যাদা দেওয়া হয় না যদি প্রেমের উন্মেষ-পথে কাঁটার ক্ষত নিয়ে করি দুঃখ-বিলাস, কাঁদুনি। ও-কাজ তাই করব না আমি—যদিও তাই ব'লে বলি না—প্রেমবরণের পথের দুঃখ দুঃখই নয়। বলতে কি, জীবনের তীব্রতম বেদনা এই পথেই—কেননা সব বড় উপলব্ধিরই পথ উগ্র চেতনার পথ। আর উগ্র চেতনার আলোয় সূক্ষ্ম বাধা-বেদনাও দেখা দেয় নগ্ন হ'য়ে।

"জুলিয়া ছিল আমার প্রভাবে মুগ্ধ—আচ্ছন্ন। কিন্তু তবু ওর মনটা অন্য প্রভাবও খুঁজত। তাই ও ওর বাবার প্রভাবও কাটাতে পারেনি। তাই ও ওর অন্য প্রণয়ীদেরও—(কারণ ওর প্রণয়ী ছিল নিত্যে নিত্যে—সাক্ষাৎ অপ্সরা-যে জানিস তো!)—ঠেলতে পারেনি।

"ওর মধ্যে কোথায় ছিল একটা ভয়ও। ও সব মনোভাব আমাকে বলতে পারত না। যদি ওর অন্য কোনো প্রণয়ীকে ওর ভালো লাগত, গোপন করতে চেষ্টা করত। ওর আনাচে-কানাচে সর্বদা ঘুরত ওর আলনজো ব'লে এক স্প্যানিশ প্রণয়ী—এর কথা বলছি পরে—সে ওর

চেয়ে বয়সে ছিল চার বৎসরের ছোট। কী চমৎকার যে তার কণ্ঠ! স্প্যানিশ villancico, madrigal, serenade প্রভৃতি সুন্দর গাইত। কিন্তু জুলিয়া কখনো মন খুলে তার গানের একটু সুখ্যাতিও করতে পারত না আমার সামনে। ওর অনুভবও ছিল-যে অতি সূক্ষ্ম। পাছে আমি একটুকু দুঃখ পাই ভেবে ও একদিনও আমার কাছে বলেনি আলন্সো কী সুন্দর গায়! এ মাত্র একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারবি আমাদের কৈশোর প্রণয়েই কত রকম সাবধানতার দুঃখ বাধা উভয়কেই বাজত পদে পদে। যাদের অনুভব-জগৎ পেলব তাদের সুখ বেশি না দুঃখ, পিয়ের? দুঃখ? হয়তো সংখ্যায় বেশি। কিন্তু অপরদিকে মিলনের যে-তীব্র শিহরণ, সার্থকতার যে-দীপ্ত উল্লাস, নানা অনুভবে যে-স্নিগ্ধ পলাতক হিল্লোল, একটু স্পর্শ, একটি কটাক্ষেও ইন্দ্রধনুর রং-আহরণ, হাসিতে যে-বসন্তোৎসব, অশ্রুতেও গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যে-স্নিগ্ধতা—সর্বোপরি প্রতি পদক্ষেপে প্রেমাস্পদের [illegible] মুকুরে নিজের নানা অবর্ণ্য রূপ সুষমার আলোছায়ার যে-উপভোগ—[illegible]বের? এ-সবের ভার হয়তো দুঃখের স্থূল ভারের সঙ্গে ওজনে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। কিন্তু সুষমায়? স্নিগ্ধতায়? ফুলের বুকে জগদ্দল পাষাণের চাপে বাজে দুঃখ—সত্য। দুর্দান্ত শিশিরে তার পাপড়ি হয় অধোমুখী—সত্য। কিন্তু এক অনুপলেও সে-যে সমস্ত আকাশকে টেনে নেয় বুকে,—এ-কাজ পারে পাথরে? এক কণা ফুলের দোল পাখীর কণ্ঠে জাগায় গান, প্রেমিকের বুকে জাগায় প্রেমের অরুণোদয়। পারে অনড় মস্ত পাহাড়? আর ফুলের এই মুহূর্তের উন্মেষ যে যুগান্তের নিষ্কম্পতাকে করে পরাজিত। পারে দিগন্তবিস্তৃত বালুচর? এই সময়েই লিখেছিলাম সেই গানটা—যা তোদের এত ভালো লাগত আমার মুখে শুনতে জুলিয়ার নৃত্য-সঙ্গতের সঙ্গে :

ফুলের স্বপন : ডাকিবে তপন

চন্দ্র তারা,

দেয় না সাড়া

ধূলি সজ্জা কেন ? হায়

সে আজও জানে না ;— তবু সে মানে না

সাঁঝে মহীতে

শুধু ঝরিতে

জনম তার—ধরায় !

শিশিরও বিধুর বক্ষে নিঠুর

হানে যে ব্যথা,

তবু সে কথা

কয় না, কেন ?—সে গায় :

আলোর বিরহে অন্তরে দহে :

তবু না মিলে—

তাহে নিখিলে

বিলাই তো সুষমায় ।

এ-গানটি জুলিয়ার বড় প্রিয় ছিল। কারণ ওর মনের ছবিটি ছিল সেই যে। কত রাতে কত সন্ধ্যায় ও একলা কেঁদেছে—আমাকে ওর বাবা বিষচক্ষে দেখতেন ব'লে, কিন্তু সেজন্যে না পারত ও তাঁকে দুষতে, না আমাকে ছাড়তে। দুজনকেই বিলোতো ওর কোমল নারীহৃদয়ের সুষমাটুকু। চাইত ও মিলনের আলো, পেত বিরহের শিশির। চাইত সুমতি, পেত বিরোধ। কত আশার দলই-যে ওর ঝ'রে যেত প্রতি মুহূর্ত—কিন্তু তবু এতটুকু সূর্য্যরাগে ওর রোমে রোমে জাগত ফুলের

সাড়া—আর সে শিহরণ চারিয়ে যেত যে ওর সংস্পর্শে আসত তারই দেহে মনে। আমি দেখেছি পিয়ের, এক একজন মানুষ থাকে যারা নেয় শুষে—বালি যেমন, মাকড়সার জাল যেমন, আবর্তের টান যেমন। আর একদল মানুষ থাকে যারা যা পায় দুহাতে বিলোয়—তারার চাউনি যেমন, সূর্যের সোনা যেমন, আকাশের স্বচ্ছতা যেমন। জুলিয়া ছিল এই প্রকৃতির মেয়ে। ও প্রতি মুহূর্তে দুঃখের আবর্জনাকেও গলিয়ে আনন্দবাসে দিত পরিণতি। সিজোর জিনোনি, আমি ও ওর দিকে দুই প্রণয়ী ওকে কম দুঃখ দিইনি—কিন্তু ও কাউকেই পরিবর্তে কখনো দুঃখ দেয়নি ফিরিয়ে। গানে ও নাচে ওর কী অসামান্য ক্ষমতা জানিসই তো। ও বিলোতো এ-হিল্লোল কত যে আনন্দে!—আর যে চাইত তাকেই. কখনো—গভীর দুঃখের মুহূর্তেও—ওকে কেউ গান গাইতে বলে 'না' শোনেনি ওর মুখে। এমন কি ওর গভীর দুঃখ তারা টেরও পায় নি ঘুণাক্ষরে যখন ও গান গেয়েছে, নেচেছে। পরে জেনে অনুতপ্ত হ'য়ে তারা ক্ষমা চেয়েছে। ও হেসে বলেছে: তাতে কি? বলেছে: ওর দুঃখ ওর নিজের, সুখই সবাকার। এই যে আত্মদান এর কি দাম আছে রে পিয়ের এ-দীন ধূলিমলিন জীবনে—যেখানে চাইবার লোক অঢেল. দেবার—এত কম? সাধে কি ঐ গানটি গাইতে আমার আবেগ শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি আমার কণ্ঠকে সংযত করতে পারিনি কোনোদিন—যে জন্যে তোরা ঠাট্টা করতিস? কিন্তু যাক এ-সব। একেবারে শেষ অঙ্কে আসি। কারণ ওর-আমার একত্র-বাসের অধ্যায়ে পরেকার গল্পাংশটুকু তুই জানিস। আমি বলব যেটা তোর অজানা—যে বছরে ওর জীবনের সব চেয়ে গভীর দুঃখ আসে. ও আমি—কিন্তু শোন। এ-কথা ওর বাবা ও আলনুকো ছাড়া কেউ জানে না। বেদরদীকে নীতিবাদীকে বলিস নে কখনো এ-কথা। তারা বিচারই করবে—বুঝবে না।

"তুই যে বছর চ'লে গেলি দীপুসে, তার একবছর পরেই ওর সঙ্গে আমার হয় বাগ্‌দান। কিন্তু বাগ্‌দানের পরেই ওর বাবার কানে পৌঁছায় কথাটা।

"হয়েছিল কি, এ-বাগদানের কথা ও ব'লে ফেলেছিল একমাত্র আলনুজোকে। কেন? সে অনেক কথা। সে-সব বলবার প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও না। এইটুকু জেনে রাখ্‌ শুধু যে, আলনুজো কথা টেনে বের করতে জানত। তা ছাড়া আলনুজোকে ও বিশ্বাস করত, ভালোও বাসত বৈ কি। তাই আমার বারণ সত্ত্বেও ব'লে ফেলে। ঈর্ষায় ক্রুর আলনুজো ব'লে দেয় সিঞোর জিনোনিকে গোপনে। এ-কথা আমিও তখন জানতাম না—পরে জানতে পারি।

"সিঞোর জিনোনি ওকে নিয়ে যখন সে-বছর নেপল্‌সে যান তখন আমরা দুজনেই জানতাম: যেমন বছর বছর দু-একমাসের জন্যে যান। কিন্তু একমাস দুমাস ছেড়ে পাঁচ ছয় সাত আট মাস যখন হ'তে চলল তখন্‌ মনটার মধ্যে একটা আব্‌ছা আতঙ্ক উঠল আমার ঘনিয়ে।

"প্রথম প্রথম জুলিয়া চিঠি লিখত বড় বড়। ক্রমে সে চিঠির বহর এল ছোট হ'য়ে। শেষে একেবারে বন্ধ—মাস চারেকের মধ্যেই।

"আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। কিন্তু আমার তখন পরীক্ষা কাছে, নেপল্‌সে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কাজেই আমি বড় বড় চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে উদ্বেগে আকুল হ'য়ে করলাম তার। উত্তর এলো টেলিগ্রামেই: জুলিয়া এখানে নেই, তাকে বিরক্ত কোরো না আর।

"আমার মনের অবস্থা কল্পনাই করে নে। পরীক্ষাটা ফেলে ছুটলাম নেপল্‌সে। সেখানে সিঞোর জিনোনি গম্ভীর মুখে আমায় দিলেন অর্দ্ধচন্দ্র। ও ছিল না নেপল্‌সে। গেছে কোথায়—তা কোনোমতেই বার করতে পারলাম না—আপ্রাণ অনুসন্ধান ক'রেও না।

"বলেছি : আমার বরাবরই ধারণা ছিল আমার হঠাৎ মৃত্যু হবে, ও তরুণ বয়সে। কত সময়ে কত স্বর যে ডাকত আমায়। আমি প্রায় স্থির ক'রে বসলাম—এই সেই সময়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটা খবর পেলাম—তাতে রোখ উঠল চেপে। মৃত্যুর হাতছানি গেল কোথায় ভেসে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম : নিজেকে শেষ করবার আগে এর শোধ তুলতেই হবে।

খবরটা এই যে, এক ইংরাজ বন্ধু লণ্ডন থেকে এই সময়ে আমাকে লেখেন যে, তিনি আলনজো ও জুলিয়াকে দেখেছেন কি এক থিয়েটারে। তাঁকে দেখেই আলনজো জুলিয়াকে নিয়ে বায় উঠে ও একটা ট্যাক্সি ক'রে হয় উধাও। বন্ধুর সন্দেহ হয়—তার ভাবগতিক দেখে। কারণ তার সঙ্গে চোখোচোখি হবার পরই সে যে-ভাবে গা-ঢাকা দিল তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না যে, তাঁকে এড়াতেই তার অনুষ্ঠান এ-ভাবে। কিন্তু কেন? বন্ধু আমায় অত্যন্ত সন্তর্পণেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেননা তিনি জানতেন জুলিয়ার প্রতি আমার মনোভাব কি-রকম—যদিও আমাদের বাগ্‌দানের সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানতেন না।

"আমি পরীক্ষা ছেড়ে গেলাম লণ্ডনে। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও খুঁজে পেলাম না। আমার আরও খুন চেপে গেল। কারণ বুঝতে আমার বাকি রইল না যে, এর তলে ষড়যন্ত্র আছেই আছে আলনজোর। কিন্তু পাষাণের গায়ে ছোবল মারে যে-সাপ তারই মতন ব্যর্থ জ্বালায় জ্বলতে লাগলাম—নিজেরই বিষে। কেননা নিরুপায়, সব দিক দিয়েই। পৌরুষ যাদের আছে তাদেরই বাজে সব চেয়ে বেশি এই ধরণের একান্ত অসহায়তায়। মানুষ এ-সব মেনে নেয় নিয়তি ব'লে—অদৃষ্ট ব'লে—যে-সব ব্যাখ্যা অবশ্য ব্যাখ্যা হিসেবে নামঞ্জুর—কেননা এতে কিছুই পরিষ্কার হয় না—অভিধানে দু-একটা কথা বাড়ে মাত্র।

"এই সময়ে আমার চোখে পড়ে : আমাদের মধ্যে কত অন্ধকার বর্বরতা থাকে লুকিয়ে। কারণ আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি এ সময়ে আলনজোর সঙ্গে দেখা হ'লে ডুয়েলে তার আলনজো-লীলা সাঙ্গ হ'তই হ'ত। ডুয়েলে বাজি না হ'লে পশুর মতন হত্যা। অথচ আমি স্বভাবে একটি পিঁপড়েও মারতে পারি না। আমাদের কোমলতার পিছনেই কী রৌদ্ররূপই না আমাদের থাকে লুকিয়ে! নয় পিয়ের? আর সে-নিভৃত-মূর্তি প্রকাশ পায় সব চেয়ে বেশি এই প্রেমেই, নয়? প্রেম হ'ল যুগপৎ শিখর-গহ্বরচারী। ধীরে ধীরে তো সে চলে না—ধায় উল্কাবেগে। দেবতা মুহূর্তে দানব হয় এক এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে। কেন—আমি ভেবে আজ পর্যন্ত কোনো কিনারা করতে পারিনি। আমাদের মনের মধ্যে যত ওজস্ শক্তি পুঞ্জিত অথচ ছড়িয়ে থাকে সব যেমন নরনারীর মিলনের মুহূর্তে বিন্দুতে সংহত হ'য়ে বিদ্যুৎ-উন্মাদনায় তাদের কাছে ঝলকে তোলে দেহানন্দের তীব্রতম পরিণতি—তেমনি আমাদের যত বীর্য যত আগ্রহ যত তপস্যার বেগ আমাদের মনে প্রাণে চারিয়ে থাকে, প্রেমের পথে বাধা পড়লেই ঈর্ষার বিন্দুতে হয় সংহত। একেই বুঝি কবি বলেছেন—এক অন্য ডাইমেন্শনে বাঁচা। সাধারণ জীবনে আমরা বাঁচি না তো, বাঁচার ছদ্মবেশে শুধু জীবনধারণ করি মাত্র। এক এই ধরণের ঈর্ষার দুর্গতিক্রম্য বাধার-পর্বতে ঠোকর খেয়েই বাঁচার সমস্ত শক্তি জেগে ওঠে প্লাবনোচ্ছ্বাসের গর্জনে। সে-বাঁচার ফল পরিণামে শুভই হোক বা অশুভই হোক, অমৃতোচ্ছ্বাসই হোক বা বিষজ্বালাই হোক—বাঁচার এ-ভঙ্গি যে উচ্চতর শ্রেণীর বাঁচা তাতে সন্দেহ নেই।

"কিন্তু নিয়তি আমাদের অনেক সময়ে যেমন ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দেন—অনেক সময়ে আবার তেমনি নিশ্চিত নরক থেকে বাঁচানও। কারণ আলনজোর সঙ্গে এ সময়ে যদি দেখা হ'ত তা হ'লে আমার জীবন

হ'ত ব্যর্থ—কারণ স্বপ্ন হ'ত সাঙ্গ। ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না—তবে সব চেয়ে বিশ্বাস করার কাছে এসেছি এই কথা ভেবেই [illegible], ভাগ্যে দেখা হয়নি আমার ও আলনজোর। কথাটা হয়তো [illegible] রইল। রইল কি? আমি বলতে চাইছি শুধু এই কথাটি যে, য[illegible] একটা গহ্বরে ঝাঁপ দেবার বিপর্যয় ক্ষুধা জাগে—আর কার না জাগে [illegible] দেখলেই ঝাঁপ দিতে?—তখনও শিখরের আলো হাসির টান [illegible] লুপ্ত হয় না এইখানেই বিধাতার করুণা সিদ্ধ—অর্থাৎ যদি জীবনের কে[illegible]ও সিদ্ধ হয় তবে এইখানেই সিদ্ধ। একটু আলো একটু হাওয়া এক[illegible]াসি একটু মিলন এতে যারা বিধাতার কাছে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে কেঁদে [illegible] দেয় তাদের বলি আমি—স্বপ্নাচ্ছন্নী, ভাববিলাসী। না [illegible] দানের সাক্ষ্যে করুণা অসিদ্ধ। তবে আজও আমি এই পশুত্বের [illegible]য়ে-স্খলন থেকে বাঁচার জন্যে ভুলে গিয়ে হাতযোড় ক'রে মাথা নুইয়ে [illegible] সময়ে সময়ে যে, ভাগ্যে আমি পশু হইনি! দৈব দুর্ঘটনায় মানুষ [illegible]বে কি। কিন্তু আবার বাঁচেও তো। আর যখন বাঁচাটা হয় প্রায় অ[illegible]শ্বাস্য তখনই মনে হয় এই করুণার কথা। কিন্তু যাক এ-সব বাজে কথা।

"মনের এই দানবীয় যন্ত্রণার মুহূর্তে—যখন নিজের উদগ্র চিত্তে প্রতি রক্তকণায় জ্ব'লে উঠেছে লোলুপ জল্লাদের খড়্গ—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ নেপল্‌স থেকে এলো সিজ্জোর জিনোনির তার: এসো যদি জুলিয়াকে বাঁচাতে চাও—এক মুহূর্তও না বিলম্ব ক'রে।'

"গেলাম ছুটে—[illegible] নিয়ে আশা নিরাশার এক অবর্ণনীয় ইন্দ্রধনু মনের আকাশে ফলিয়ে। নিরাশার অন্ধকার যখন নীরন্ধ্রতম হয় তখনই বেজে ওঠে অরুণোদয়ের মঙ্গলশঙ্খ—কথাটা সত্য। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যদি ভগবান্ ব'লে কোনো কর্ণধার থাকেন তবে এ-ছন্দে তাঁর করুণালীলা প্রকাশ?—হ'তেও পারে। কারণ এতে আর যাই থাক

স্থূলতা নেই, আছে নিবিড়তা—সংহত জীবনরসের এক অপরূপ আস্বাদ।

"সব ঘটনা বলব না—বলতে ইচ্ছাও নেই প্রবৃত্তিও না। সে-সব লিখতে গেলেও-যে আমার ভিতরকার সুপ্ত (লুপ্ত তো নয়) দানবতা ওঠে জেগে—আমার রক্তের প্রতি বিন্দুতে: কল্পনায় আমি হ'য়ে উঠি রক্তলোলুপ উচ্চণ্ড ঘাতক। যুগ-যুগের হিংস্র বর্বরতা যে আমাদের ধমনীতে মজ্জায় উপ্ত সে-কথা আমি ভুলতে চাই। এ-ও একটা কারণ যেজন্যে আমি তোকে বলিনি জুলিয়ার কাহিনী কোনোদিন। প্রেমের উৎসবে বুকে জাগে স্বপ্ন-দেবতার জয়ধ্বনি। প্রতিহিংসার দামামায়—নরকের সিংহনাদ। স্বপ্নের জয় হোক—নরকের হিংস্ররোল থাক চেপে। এ অংশটার 'পরে তাই আমি যবনিকা দেই টেনে।

"শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—আলন্‌জো আমার নাম জাল ক'রে আমাকে অসচ্চরিত্র প্রমাণ করেছিল—ফটোগ্রাফের চাতুর্যে—যেমন [illegible] জুড়ে ম্যাজিশিয়ানরা করে—আমার একটা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আর-একটা মেয়ের স-কটাক্ষ ফটোগ্রাফ জুড়ে ওকে দেখিয়েছিল।

আমার চিঠিপত্র জুলিয়ার হাতে পৌঁছত না ওরই নিপুণ চাতুর্যে! ও সিন্যোর জিনোনিকে কথা দেয়—জুলিয়াকে বিবাহ করবে—ওকে নানাভাবে ভজিয়ে শেষটায় লণ্ডনে নিয়ে যায়। ও ছিল ধনিপুত্র—পেট্রোল-ব্যবসায়ী কোটিপতির একমাত্র পুত্র—তার উপর 'আ লা ক্যাথলিক' বকধার্মিক। সিন্যোর জিনোনি তো হাতে স্বর্গ পান—ওর হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে। মেয়ের মতন পিতারও দোষ ছিল মানুষকে বিশ্বাস করার—আর ধার্মিক হ'লে তো কথাই নেই। পোপের হাতে স্বর্গের চাবি এ-কথা যে বিশ্বাস করে—তার দ্বারা মন্দাচরণ? অসম্ভব!

"জুলিয়াকে নিয়ে ও লণ্ডনে যায়—এইসব ক'রে যখন ওর মন ভাঙে

তখন ওর বাসনা মিটতে-না-মিটতে ওর চোখে পড়ে আমেরিকার ক্লোদ সিডনি ইংলণ্ডে এসেছিল Dame aux Camelias-র হিরোইন হ'য়ে। তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ে করে—জুলিয়াকে ফেলে। সে ছিল আলনজোর চেয়ে দশ বৎসরের বড়। কিন্তু প্রেম যে! হায় প্রেম! এই আলনজোও তোমার নাম ক'রে ব্রাউনিংকে করত উদ্ধৃত :

For the loving worm with its clod
Were diviner than a loveless God !

"কেবল ভুলত সে এই কথাটি যে, সরীসৃপের প্রণয় হয় অন্ধ বিবেকেরই সঙ্গে। তবু ভক্তদের সুরে সুর মিলিয়ে হয়তো বলতে হবে এ প্রণয়ও ঈশ্বরেরই দান!" ভাগ্যে আমি ঈশ্বর মানি নে। যাক।

"এ দিকে জুলিয়ার সন্তান-সম্ভাবনা হয়।"

* * *

বৃদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে পড়তে লাগলেন :

"জুলিয়ার বাবাকে বলি ওকে আমি বিবাহ করব—ক্যাথলিক আচারেই। আহা বৃদ্ধের সে উদ্ভাসিত কৃতজ্ঞ অশ্রুচ্ছ্বাস ভুলবার নয়। মনে হ'ল প্রিন্সিপ্লে কী যায়-আসে যদি মানুষকে এ আনন্দ দেওয়া যায়—প্রেমাস্পদকে যায় বাঁচানো?

"তার পরে সে এক কাহিনী পিয়ের। সে সব যাক। সে বড় পবিত্র। বর্ণনা হয় না তার। করা যায়ও না। জুলিয়ার সে কী কান্না! আমার জীবন আমার আদর্শ এ-ভাবে ও ছাড়তে দেবে না। ও আমার সঙ্গে থাকতে রাজি—কিন্তু বিবাহ না ক'রে। ওর আসন্ন শিশু? ও কোনো মতেই রাজি হ'ল না যে আমি তার ভার নেব। বলল : ওর গ্লানিমলিন জীবন আমার হাতে দিচ্ছে, না দিলে বাঁচবে না

ব'লে, কিন্তু তাই ব'লে যে অপরের সন্তানের ভারও আমাকে নিতে হবে এ—ও মানবেই না, কোনো মতেই না, না না।

"অগত্যা নেপল্‌সে লিলিকে সিস্তোর জিনোনির হাতে দিয়ে ওকে নিয়ে এলাম আমার সঙ্গে পারিসে কাভিয়ে লাতাঁয়—যেখানে আমাদের সঙ্গে তোর ও সারার নব পরিচয়। বছরখানেক বাদে লিলি আসে আমাদের কাছে। কারণ তখন লিলিকে আমি লিলির জন্যেই ভালোবেসেছিলাম।

"এ-চিঠি আমার ব্যাঙ্কে রেখে গেলাম পিয়ের, সীল ক'রে। জুলিয়াকে দেখাস এ-চিঠি। ও সেই থেকে আমার কাছে এত কৃতজ্ঞ হ'য়ে আছে যে, সে-ভার হ'য়ে আছে আমার দুঃসহ। প্রেমের প্রতিদান প্রেমে—কৃতজ্ঞতায় নয়। ওকে আমি বাঁচিয়েছি এই কথাটাই ওর কাছে বড় হ'ল? ওর জীবনে যে আমার জীবনও ফলে ফুলে ভ'রে উঠেছে পিয়ের, তার কি? কিন্তু হায়রে, এ-কথা ও বিশ্বাসই করে না। নিজের কী-এক কল্পিত অযোগ্যতার ভারে ও সদাই থাকে নুয়ে। সব প্রেমেই এমনি একটা বাধা বাজে, নয়?—দুস্তর আড়াল হ'য়ে? এই-ই আমার দুঃখ। কিন্তু ওকে বোঝাতে পারিনি এ-কথা আজও—এ-চিঠি দেখলে যদি বোঝে আমার আকস্মিক মৃত্যুর পরে অন্ততঃ। যদি বোঝে যে ও ছিল আমার:

পরাণের রূপদোল, ছিল মোর ইন্দ্রধনুর সুর,
ফুল-বিকাশের মঞ্জিমা, মোর বাঁশির মায়ানুপুর,
ধূলি-জীবনের অমৃত-উৎস, শিল্পের রাঙা রেখা,
আঁধা-লাঞ্ছিত আগুনে আমার—গগনে ইন্দুলেখা।

"কি জানি কেন আমার মনে হয় পিয়ের যে, প্রেমের সম্বন্ধে এই উচ্ছ্বাসের রাঙা আভাকে রাঙা রাখতেই তার নিভবার আগেই আমার জীবন-সূর্যকে যেতে হবে অস্ত। 'প্রেম ঝ'রে যায় দুদিনে— ফুলের মতনই' —এ-কথার মধ্যে সত্য নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভয়ও হয় যে,

হয়তো হ'তেও পারে সত্য। যদি হয়, তবে প্রেমের ... ঝরবার আগেই দেহ-চেতনার রবি যাক অস্ত—বিধাতা যদি থাকেন তবে তাঁর কাছে আমার এ-ই একমাত্র প্রার্থনা! কেন জানি না মনে হয় তিনি থাকুন বা না থাকুন, এ প্রার্থনা আমার পূর্ণ হবে।

জালের।"

কাঁত্তিয়ে লাত্যাঁ

সন্ধ্যা গাঢ় স্বরে বলল: "আমাকে ক্ষমা করবেন মসিয়ে।"

মসিয়ে বেনার তার একটি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন: "তোমার দোষ কি শেরি? আমরা যে সাধারণ আটপৌরে মানুষই দেখি অষ্টপ্রহর। এ-বাস্তবতার যুগে চব্বিশ ঘণ্টার সে-সাক্ষ্যকে অস্বীকার ক'রে কি হঠাৎ বিশ্বাস হয় যে, এ-জগতে দৈন্য ব্যাপক ব'লেই মহিমা অবাস্তব নয়?"

ব'লেই যেন ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে হেসে: "ভাবছ, বুড়োর এ-কী ছেলেমানুষি, না?"

সন্ধ্যা বলল: "না মসিয়ে। আমি শুধু ভাবছি, এ-বয়সেও যে আপনার মনের রঙীনতার রসদ ফুরোয়নি—এটা কোন্ আবেগের উৎস-বলে সম্ভব হ'ল?"

বৃদ্ধের মুখ হাসিতে হ'য়ে উঠল উজ্জ্বল। তিনি ওর বন্দী হাতটার 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: "সে যে জালের, শেরি—জালের দৃষ্টান্ত। শুনছ কেন যে, অল্পবয়সে—যে-বয়সে জীবনের মূলে রাগ রূপ রস রঙে বিশ্বাস জন্মায় সব চেয়ে দৃঢ় হ'য়ে—সে-বয়সেই ও দেখিয়ে দিয়ে গেছে—কী ভাবে এ-জীবন যাপন করা যায়—ওর ভাষায় এ 'ধূলি-কাঙ্ক্ষিত' মন্ত্রো।"

সন্ধ্যা মৃদু স্বরে বলল : "সত্যি এতখানি সম্পদ—অন্তরের !"

বৃদ্ধ বললেন : "কিন্তু ওর চিঠির মধ্যে ওর অন্তর সম্পদের কতটুকুই বা প্রকাশ পেয়েছে সন্ধ্যা ?···মনে পড়ে জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসা !" ব'লে থেমে যেন আপন মনেই ব'লে চললেন : "সত্যি, সে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই হয় না। কল্পনার প্রেমকে রক্ত-মাংসের কাঠামোয় ফুটিয়ে তোলা !—অসাধ্যসাধন নয় ?—সত্যিই অসাধ্যসাধন।"

বৃদ্ধ 'অসাধ্যসাধন' কথাটি যেন চেখে চেখে ভোগ করেন।

খানিকক্ষণ নিঃঝুম। কেবল বাইরের সমুদ্র-গমকের সঙ্গে মৃদু পবন-মধুর রাগিণীর সঙ্গত শোনা যায়।—বৃদ্ধের কণ্ঠে সুর ফোটে যেন আপনিই :

"তবে এ-জীবনে অসাধ্যকে সুসাধ্য করার জন্যেই কচিৎ যারা আসে ও যে তাদেরই একজন। তাই ওর কাছে এ অসাধ্য ছিল না তো। প্রেমে যে কৃতজ্ঞতাও সত্যিই পীড়া দেয় এ এক ওর মুখেই সাজ্‌ত—অন্যের মুখে মনে হ'ত ঢং।···

ব'লে আপন মনেই যেন স্মৃতিচারণ ক'রে বললেন : "সত্যি সে একটা দেখবার জিনিস ছিল : জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসা।··· এতটুকু জাহির করা নেই, নেই আশ্রয়দাতার গর্ব, নেই অনুকম্পা, এমন কি এতটুকু দাবিও না। শুধু আপনাকে দেওয়া বিলিয়ে।···"

বলতে বলতে তাঁর স্বরের মধ্যে ফোটে উদ্দীপ্তি : "আর কী বস্তু বিলিয়ে দেওয়া—যে-সে বস্তু তো নয়—সাক্ষাৎ প্রাণের রত্ন-সম্পদ—প্রাণ তো !—"

হঠাৎ যেন একটু আত্মসচেতন হ'য়ে ওঠেন বৃদ্ধ। সন্ধ্যার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হয়। পাণ্ডুর ওষ্ঠপ্রান্তে আবছা একটুকরো হাসি ওঠে ঝিকমিক ক'রে। পরে বলতে লাগলেন ফের—ঠোঁটের কোণে হাসিটা যেন আপনা-আপনিই যায় মিলিয়ে :

"ভাবছ এ-ও উচ্ছ্বাসের গা-ঘেঁষা? সত্যিই না। সারার প্রতি আমার ভালোবাসার সঙ্গে জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসার যখন তুলনা করতাম তখনই মনে হ'ত আমাদের চেয়ে ও কত বড় ছিল। মনে পড়ত কবির উপমা—ওর হৃদয়ের বদান্যতা সম্বন্ধে—

> যে-ঋতুচক্রে আসে না শিশির কখনো ভুলে
> চির বসন্ত দানসম্ভার ফলে ও ফুলে
> ঢালে সে লক্ষ মুক্তা সম, তার
> সম্পদ যে দিগন্ত-বিথার
> ঐন্দ্রজালিক সম অনিবার
> যত দেয়—তত ঢেউ যে তুলে
> নব নব সুধাবন্যা তারি সে-দানের কূলে।" *

কেউই কথা কইল না। বৃদ্ধ ব'লে চললেন: "এ-কথা সত্যি যে সারার জন্যে আমাকে কিছু ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছিল, কিন্তু শত চেষ্টায়ও সে-কথা যে আমি ভুলতে পারিনি এজন্যে বড় বিকার বোধ হ'ত সময়ে সময়ে। মনকে তখন সান্ত্বনা দিতাম শুধু এই ব'লে যে মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তো প্রায় একটা জন্ম-থেকে-পাওয়া জিনিষ—শরীরের গঠনের মতন, তার ওপর তো আর হাত নেই, উপায় কি? মুখে এ-কথা কখনো বলিনি অবশ্য। কিন্তু তার দাম কতটুকু বলো—যদি না-বলার দরুণও জাগে গর্ব—জাগে আত্মশ্লাঘা? স্পষ্ট ছন্দে না হোক, কত সূক্ষ্ম বেশেই যে আক্ষেপ উঠত বেজে যে, সারার জন্যে

* For his bounty,
There was no winter in it, an autumn.
That grew the more by reaping.—(Antony and Cleopatra
—Shakespeare

এক রকমের স্বাধীনতাই না খুইয়ে বসেছি! কিন্তু ভালের—যে জুলিয়ায় মনে অন্যের ঔরসজাত সন্তানকেও গ্রহণ করল অকুণ্ঠে; তার মুখে বা মনে এ-মহত্ত্বের কথা উদয়ই হ'ত না—"

হঠাৎ বৃদ্ধের রেশ গেল থেমে। তিনি বললেন: "এ-সম্পর্কে মনে প'ড়ে গেল একদিনের কথা, বলি শোনো। আমরা সে-সময়ে কাটিয়ে লাউয়ায় ভালেরের অধ্যাপনায় প্রতি রবিবারে জমাতাম জার্মান-চর্চার আসর, যেমন শনিবারে—গান ও নাচের। আমা ও জুলিয়াকে ও-ই জার্মান শিখিয়েছিল এক রকম জোর ক'রেই—"

সন্ধ্যা বলল: "কেন?"

বৃদ্ধ বললেন: "ও বলতো নীটশে ও গেটে না পড়লে মানুষ সভ্যই হয় না।"

স্বপন বলল: "চাংও বলতো এ কথা।"

বৃদ্ধ বললেন: "স্বয়ংপ্রভ ধ্যানচিন্তাকে যারা কাবা মনে করে তারা আছেই যে। তবে যারা শুধু সাহিত্য সাহিত্য ক'রে রক্তশূন্য পেলব সৌখীনতাকেই মনে করে চরম আর্ট তাদের কথা আলাদা। ভালের তাদের ঠাট্টা ক'রে প্রায়ই উদ্ধৃত করত নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত নৈতিক উপদেশ তাঁর ভাই জোসেফকে যাকে তিনি নেপ্‌ল্‌সের রাজা করেছিলেন:

পণ্ডিত ও সাহিত্যিক? ভাইরে, সাবধান!
ওদের সাথে গলাগলিতে ফাসাদ অফুরান!
কেমন ওরা জানিস?—যেন রঙ্গিণী বিলোলা—
চাহনি হাসি চটুল কথা চালাকি ছলবোলা।

শুধু, ওদেরে ভুলেও যেন করিস না বরণে
মন্ত্রী মিতা—কিম্বা তোর পত্নী এ-জীবনে।"*

সকলে ওঠে হেসে।

* *
*

আনা বলল : "কিন্তু কি বলছিলেন ?"

বৃদ্ধ বললেন : "ঐ দেখ, জরার দোষ কি একটা—বেমালুম ভুলে ব'সে আছি। বলছিলাম না আমাদের জার্মান পড়ার কথা ?" ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন :

"আমাদের মধ্যে এই রীতি ভাশের বেঁধে দিয়েছিল যে, প্রতি রবিবারে যে-সব জার্মান কবিতা পড়া হবে সোমবারে তাদের মধ্যে যে-কবিতাটি বা কবিতার অংশবিশেষ যার সব চেয়ে মনে ধরবে শোনাতে হবে অনুবাদ—প্রত্যেককেই। ও বলত : শুধু পড়া হ'ল পাঠবিলাস—চাই পরিপাক। তাই এই ফতোয়া জারি। ওর প্রিয় লেখক বিখ্যাত লিপিশিল্পী লাফকাডিয়ো হার্ণের একটি কথা ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত পড়ার প্রসঙ্গ উঠলে : 'Very few people know how to read. Reading merely for amusement is a narcotic paralysing the mind.' —যাক, যা বলছিলাম :

"একদিনের কথা মনে আছে পরিষ্কার। এক-একদিনের তুচ্ছ স্মৃতিও স্মৃতির ফলকে এমন কেটে কেটে ব'সে যায়—নয় ?" ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকালেন—এমনিই।

* "Vous vivez trop avec des lettrés et des savants. Ce sont des coquettes avec lesquelles il faut entretenir un commerce de galanterie, et dont il ne faut jamais songer à faire ni sa femme ni son ministre."

সন্ধ্যা মৃদু স্বরে বলল : "বায়।"

—"সেদিনের সন্ধ্যার পড়াটাও ছিল তেমনি একটা দিন। তার প্রতি কবিতা আজও মনে আছে আমার। আমি করেছিলাম অনুবাদ :

বন্ধু : তার প্রেমের ধারা জীবনে সুধাসার,
মলিন হয় সে-দান—তার যাচিলে উপকার। *

"ব্যাখ্যা করেছিল হাইনের চারটি লাইন :

গোলাপ তুমি যবে চয়ন করি'
শিশুর সুখে ঝরাও তার দল :
শুনিতে নাহি পাও কি মর্মরি'
বেদনা মোর ধ্বনিতে সুকোমল ?" †

আনা মৃদু স্বরে বলল : "কী সুন্দর!"

স্বপন বলল : "আর জুলিয়া ?"

বৃদ্ধ বললেন : "জুলিয়া করেছিল :

প্রেমের তরে যে জীবনে মরিতে নারে
রাঙা চুম্বন চায় সে কী অধিকারে ?" ‡

সন্ধ্যা মুগ্ধ স্বরে বলল : "কী সুন্দর !"

* Rühmlich ist es Freunde haben
Schlimm : bedürfen ihrer Gaben

† Wenn du eine Rose pflückest,
Und mit kindlichem Behagen
Sie entblätterst und zerstückest
Horst du nicht mich leise klagen ?......Heine

‡ Wer für sein Lieb nicht sterben kann,
Ist keines kusses wert

বৃদ্ধ তার দিকে খানিকক্ষণ সন্দেহ নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ দুষ্টুমির সুরে ব'লে বসলেন : "সুন্দর ?"

সন্ধ্যা তাঁর চোখের পানে চেয়ে বলল : "নয় ?"

বৃদ্ধ খুব গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "অবশ্য।"

সন্ধ্যা ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বলল : "ঠাট্টা ?"

বৃদ্ধ চোখ মিটমিট ক'রে বললেন : "মোটেই না শেরি—ত্রাস—প্রাণের ভয়।"

সন্ধ্যা বিস্মিত সুরে বলল : "মানে ?"

বৃদ্ধ তার পানে চটুল চাহনি ক্ষেপণ ক'রে বললেন : "মানে, ভেবে দেখেছ কি কৈ, এ-মাপকাটিতে মাপলে ক'জন তপ্ত প্রেমিকের অধরে সিকিখানি শীতল চুম্বনেরও দাগ পড়তে পায় ?"

সকলে হেসে ওঠে।

আনা বলল : "আর ভালোর ?"

বৃদ্ধ মুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "মনে আছে : সে প্রথমে দেখাতে চায়নি। কিন্তু সারা তাকে নিয়মভঙ্গকারী ব'লে শাসীতে অগত্যা দেখায়।—মাত্র চারটি লাইন—গেটের। কিন্তু যেন কথাগুলি ওরই জবানিতে লিখে গিয়েছিলেন সেই বরেণ্য মহাকবি :

> অন্তর হ'তে উথলায় যবে প্রেমের ধারা :
> আপনারে নিতি বিলায়ে হয় যে আত্মহারা :
> যবে সে আপন ত্যাগের কাহিনী বলি' সারা :
> নহে সে সত্য প্রেম—তুফানেও যে ধ্রুবতারা।" *

* Liebe, die von Herzen liebt,
Ist am reichsten, wenn sie gibt ;
Liebe, die von Opfern spricht,
Ist schon rechte Liebe nicht......Goethe

* *
*

বৃদ্ধের সুর আস্তে আস্তে যেন আপনিই যায় মিলিয়ে।…ঘরের মধ্যে শোনা যায় কেবল বাইরের সাগরের নিয়মিত নিঃশ্বাস।……

* *
*

বৃদ্ধ পর পর ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন… অন্যমনস্ক হাসি। পরে বললেন : "উচ্ছ্বাস এসে গেল তবু, দেখলে ?"

কেউ কথা কয় না। বৃদ্ধ বললেন : "কিন্তু মুস্কিল কি জানো ? মুস্কিল এই যে, ভালেরকে যে একবার জেনেছে—শুধু জানা নয়—তার স্নেহ সৌহার্দ্দ্য সহায়তার পরিমণ্ডলে দিনে দিনে নিজের জীবনের আলো সঞ্চয় করেছে—তার পক্ষে উচ্ছ্বাসকে সংযত করা—কিন্তু যাক, তবু করব।"

* *
*

বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে : "শুধু যে আমার চেতন মনেই সম্পদ তার জমা হয়েছে তা তো নয়। তার সত্তার গভীরতম রসটুকু উর্বর ক'রে রেখে গেছে যে আমার মনের ছায়াঙ্কিত রসভূমি—যা আমাদের স্বরূপের ভিৎ।"

ব'লেই হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙল, বৃদ্ধ সন্ধ্যার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন : "ভাবছ হয়তো—বুড়ো ক্ষেপে গেছে আজ, না ? সত্যি বলো তো ?"

সন্ধ্যা হেসে বলল : "সত্যি বলছি : না, মসিয়ে। বিশ্বাস করুন

আপনার এ-কথাগুলিই বরং আমাদের কাছে প্রতিপন্ন করছে আমার থিওরি যে, বয়স হ'লেও উচ্ছ্বাসের সুস্থতা থাকতে পারে। সিসি এ-কথা স্বীকার করত না কিন্তু।"

বৃদ্ধের মুখ খুসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, তিনি সন্ধ্যার গালে আদর ক'রে টোকা মেরে বললেন: "শেরি, কম্‌প্লিমেণ্ট দিতে জানে বুঝি শুধু ফরাসী জাত?"

সন্ধ্যা হাসে শুধু।

* *
*

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "কিন্তু তবুও, উচ্ছ্বাস হাজার সুস্থ হ'লেও বয়স বাড়লে দেখতে পাবে কোথায় বাধে যেন তাকে মুখের ভাষায় রূপ দিতে গেলেই।"

স্বপন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: "কিন্তু কেন বাধে মসিয়ে? আমি ভেবে পাইনি। চাং বলত সে-ও এটা বার বার অনুভব করেছে, কিন্তু কেন যে গভীর অনুভবকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে সুরের বাধ বাধ ঠেকে—"

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন: "জানি কেন। বিশেষ এ-জাতের লোকের। নীরবতার দাবি ওদের জিভে পাথর হ'য়ে চেপে বসে যেন, নয়?"

আমি বাধা দিয়ে বলল: "কিন্তু বাধে কেন—এ-প্রশ্নের উত্তর যে এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

বৃদ্ধ মৃদু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বললেন: "এড়িয়ে যাইনি শেরি, তবে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত কিনা, বুঝলে না?" ব'লে চিন্তান্বিত সুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন: "কি জানো শেরি? এমন বস্তু আছে যা যাকে নীল জলের তল থেকে টেনে তুলতে না তুলতে তার

চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি হয় ম্লান—নিষ্প্রভ ? আমাদের গভীর অনুভব যেন তেমনি মণি।" ব'লে সন্ধ্যার পানে ফিরে বললেন : "এমন সুর আছে না - যা একান্ত নির্জনেই বেরোয় পেলব কণ্ঠে ? যার পেলবতা ফুল মতন শোনায় ড্রইং রুমে, শ্রোতাদের সভায় ? —এ যেন—বড় দরদের বায়না—ভয় হয় পাছে ফুটিয়ে তুললে শ্রোতা না শোনে ? তাই আসে আড়ষ্টতা—আসে আত্মসচেতনতা। আর, কে না জানে সব কুণ্ঠার মূলই হ'ল এই আত্মসচেতনতা ? কিন্তু থাক এ-সব কুণ্ঠাতত্ত্বের পেলবিমা।" ব'লে থেমে হঠাৎ যেন জোর ক'রেই সহজ সুরে বললেন :

"বলা বাহুল্য আসন্নপ্রসবা সারাকে নিয়ে আমার খরচ ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। ওর ওপর একটি শিশুর অভ্যাগম হ'তে তিনজনের খরচের সংস্থান করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ'ত যদি তাদের না থাকত। আমার মনে পড়ে একদিন তাদেরকে বলি যে বড্ডে লেগে আমরা যে ক্রমে ক্রমে তার গলগ্রহই হ'য়ে পড়ছি। তাতে তার সে কী রাগ ! বলল : ফের ও-রকম কথা বললে আর আমার মুখ দর্শন করবে না। আমি তবু মরীয়া হ'য়ে বললাম যে পেন্টিং রেখে আপাততঃ একটা চাকরির চেষ্টা দেখলে হয় না ? তাতে সে রাগ ক'রে তিনদিন আমাদের বাড়ি আসেনি—শেষটা সারা গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আনে। সে এল বটে, কিন্তু এই সর্তে যে, আমাদের সংসার যে খানিকটা তারও—এটা এখন থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে।······ যৌবনের আন্তরতা এম্নিই হয়। পরিণত বয়সে মানুষের দিতেও যত কুণ্ঠা নিতেও তত।"

স্বপন বলল : "তাদেরের সঙ্গতি ছিল কি-রকম ?"

—"কিছু সম্পত্তি ছিল—কিন্তু সে-সম্পত্তির আয় ছিল আমার চেয়েও কম। সে রোজগার করত ছবি এঁকে, ও আঁকা শিখিয়ে। কিন্তু তাতে

ক'রে কোনোমতে তাদের তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলান হ'ত মাত্র।"

সন্ধ্যা বলল: "তা হ'লে কোন্ ভরসায় সে আপনাদের সংসারকেও এমনভাবে তার নিজের সংসার ব'লে ঘাড়ে তুলে নিতে পারল?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "যৌবন যখন দিতে চায়—তখন এ-সব কি সে ভাবে সন্ধ্যা? না, সঙ্গতি ভেবে যে দেওয়ার হিসেব করে সে দিতে পারে?" ব'লে আবার একটু থেমে যেন আপন মনেই ব'লে চললেন: "সে একটা রোমান্সের সময় ছিল বটে। কী দিনই গিয়েছে! এমন অবস্থায়ও দিন কেটেছে যখন দেনার দায়ে তৈজসপত্রও বিক্রি করতে হয়েছে আমাদের। অথচ আবার সেই সময়েই হাতে দুটো টাকা আসতে না আসতেই সে কী অতিথি-সৎকারের বদান্যতা—দুঃস্থ সহশিল্পীকে সাহায্য করবার ব্যগ্রতা—পিক্‌নিক্, হৈ-চৈ, হররা—উঃ সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার সত্যি!"

স্বপন বলল: "হাতে তা হ'লে মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত কিছু থাকত?"

—"ঐ যে বললাম—আমার ছবি মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবেই বিক্রি হ'য়ে যেত। বেশির ভাগ সময়েই অবিশ্যি খারাপ দাম পেতাম—কখনো বা একটু ভালো। তবে ভালেরের একটু নাম হয়েছিল ইতিমধ্যেই—অনেক সাল'তেই তার ছবি নিত, ও সময়ে সময়ে এক-আধজন রসজ্ঞ বেশ মোটা দাম দিয়েই কিনতেন বিশেষ ক'রে তার ফুলের ছবি। আর ভালের আমাদের সংসার-খরচের ভার জোর ক'রে গ্রহণ করার পর আরও বেশি ক'রে ছবি-আঁকায় মন দিয়েছিল। তাই এক এক সময়ে হয়তো তার দু-তিনখানা ছবি একসঙ্গেই বিক্রি করত—দু-তিনটে সাল'র প্রদর্শনীতে। আর সময়ে সময়ে—আমাদের অর্থাভাব বেশি হ'লে—তার উৎসাহ উদ্যম যেন আরও বেড়ে। এক এক সময় এমনও গেছে যখন সে

বার চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে খাটত দিনের পর দিন—যতদিন না আমাদের পাওনাদারের ঋণ শোধ হ'ত।"

আনা বলল : "আর আপনি ?"

—"আমি ভালেরের মতন অত খাটতে পারতাম না। আমার শরীরটাও বরাবরই একটু দুর্বল ছিল কি না। তাই আমার উপরি খাটুনিটুকু যেন সে-ই দিত খেটে। আমি ও সারা এতে অবশ্য কুণ্ঠাবোধ করতাম খুবই—কিন্তু কিছু বলার কি উপায় ছিল ? না জো ছিল আপত্তি করার, না—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ?"

স্বপন বলল : "কেন ? বন্ধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও সে চটত বুঝি ?"

—"চটার বাড়া। তার ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ও কৃপাতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে টগ্‌বগে কৃতজ্ঞতাও হিম হ'য়ে যেত যে। বলিনি—সে সব সইতে পারত, পারত না কেবল মুখে উচ্ছ্বাস ? মনে আছে এক এক সময়ে সারা তাকে ঠাট্টা ক'রে বলত : সে কি জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করেও শুধু এই ব্যঙ্গের মূলধনে ?"

সন্ধ্যা খুসি হ'য়ে বলল : "তাতে সে কী বলত ?"

—"বলত হেসে : মেয়েদের প্রেম পেতে হয় উচ্ছ্বাসের বায়না দিয়ে কিন্তু বজায় রাখবার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ঐ ব্যঙ্গের মূলধন, যেহেতু মেয়েদের অশ্রুর উত্তরে পুরুষের অন্যসব অস্ত্র মেকি টাকার মতই অচল।"

ব'লে একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন : "কিন্তু তার ক্ষুরধার শ্লেষও অনেক সময়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারত না—আমি ঠিক তার উপাদানে তৈরি ছিলাম না তো—চিরদিনই ছিলাম একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তাই সময়ে সময়ে তার কাছে আমার অশেষ ঋণের কথা না ব'লেও থাকতে পারতাম না। সে তখন হেসে বলত—ফরাসীতে

একেই বলে blague—'সংসারে ধার দেওয়ার চেয়ে সুবিধের ব্যবসা আর কি আছেরে পিয়ের? কে না জানে বড়মানুষ হবার একটা শ্রেষ্ঠ উপায় টাকা ইনভেষ্ট করা। আর সব চেয়ে বড় ইনভেষ্টমেন্ট হচ্ছে বন্ধুকে বাধ্য-বাধকতার ফেরে ফেলা—তাকে জানতে না দিয়ে—বুঝলি না? তুই যখন পরে বড় চিত্রকর হবি, তখন বুঝবি এর তাৎপর্য্য, এখন ও-কথা থাক।' এই রকম হরেক রকম আজে-বাজে কথা ব'লে, ঠাট্টা ক'রে, নিজেকে উত্তমর্ণ ব'লে জাহির ক'রে—সে অধমর্ণ বেচারীর ঋণের বোঝাটা ক'রে দিত হালকা।" ব'লে হঠাৎ আবার একটু হেসে স্বপনের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন: "অথচ এমনিই মানুষের অহমিকা সেন যে, সময়ে সময়ে আমিও সত্যিই ভাবতাম: হবেও বা, হয়তো আমার মধ্যে বড় শিল্পী হবার শক্তি দেখেছে ব'লেই বুঝি তাঁর এত গরজ। অবশ্য এ-রকমটা মনে হ'ত আমার গর্ব্বান্ধতার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—তবু এ রকমও মানুষের মনে হয়—তাদেরের মতন মানুষের সম্বন্ধে!—মানুষের মন কত ছোটই যে হ'তে পারে।"

স্বপন বলল: "এ-সময়ে সাস্থার মনোভাব কি রকম ছিল তাদেরর ও তার—এ-সব সাহায্য সম্বন্ধে?"

—"সে-বিষয়ে একটা সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল এই যে সাস্থাও প্রথম থেকেই তাদেরের প্রভাবে প'ড়ে গিয়েছিল। ফলে ক্রমে ক্রমে সে তাকে এমন গভীর শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল যে, সময়ে সময়ে আবারও হিংসে হয় বুঝি, প্রায়। কারণ বিপদ আপদ সঙ্কট অবস্থায় তাদেরের পরামর্শ বহিলে তার মনের খুঁৎখুঁতে ভাব যেন কাটতেই চাইত না।

"তার অপরাধও ছিল না। কোনো বিপর্যয়েই তাদেরের মুখ কেউ কখনো দেখাক্লান্ত দেখেনি। ডাক্তারের প্রসন্নমূর্ত্তি যেমন মুমূর্ষু রোগীকেও দেয় বল, আশার আভা—তার হাসিভরা মুখ ও সৌম্য কান্তি আমাদেরও প্রাণে বিছিয়ে দিত তেমনিই জ্যোৎস্না। গভীর নিরাশার

সময়েও তার বেপরোয়া ঢং কিন্তু বাক্, প্রশান্ত চাউনি ছিল যেন আমাদের সব চেয়ে বড় সম্বল। নৈরাশ্য যখন তার আশ্বাসেও কুলোতো না, তখন সে রেগে উঠত, আর সে-রাগের দমকা ঝড়ে সব হতাশার কালো মেঘ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেত উড়ে, আবার ফুটত আলো। এক কথায়, বিপদ, হতাশা, সেন্টিমেন্টালিটি, কৃতজ্ঞতা—এ-সবই তাকে যেন ভয় ক'রে চলত।"

সন্ধ্যা বলল: "সব বুঝলাম মশিয়ে, কিন্তু সারার মতন মেয়েকে তাঁর বেপরোয়া মতামত সহ্য করতে কি বেগ পেতে হয়নি? জানতে ইচ্ছে হয়।"

—"প্রথম প্রথম হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু এমনি ছিল তার ব্যক্তিত্বের মজা যে অত্যন্ত দুঃসহ কথাও তার মুখ থেকে দুদিন শোনার পরে তিন দিনের দিন মনে হ'ত—যেন কতকাল থেকে শুনে আসছি। কিরণের স্পর্শে কুয়াশা যেমন ক'রে আপনারই অজান্তে যায় কেটে—তাদেরের মুখে তার ডনজুয়ানি মতামতের হাওয়ায় ধর্মান্ধতাও তেমনি অলক্ষ্যেই যেত উবে—অথচ ধর্মান্ধ মানুষ ঠাহর করতেও পারত না যে তার কত বড় কুসংস্কারের মূলশিকড় আসছে শিথিল হ'য়ে। নইলে কি বলো, সারার কাঁধ থেকে ধর্মের ভূত এত শীঘ্র নামত?"

স্বপন হেসে বলল: "ধর্মের ওপর আপনার যে কী আক্রোশ—"

—"তোমরা যে গোঁড়া-সম্প্রদায়ের আসল মনটির খপ্পরে কখনো পড়নি—নইলে বুঝতে! উঃ! সে-মনের চেহারা যে কী ভয়ঙ্কর, দূষিত, নিষ্ঠুর ও মরচে-পড়া মনোব্যাধি! ছেলেবেলা থেকে ধমকানি, ভয়, চুপ্ চুপ্ ও উৎপীড়নের চাপে ধার্মিক মন এমনি কুঁকড়ে যায়—উঃ—সে সে বিষম! বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষকে নির্বংশ করার উপায় বেরিয়েছে জানো তো?"

সন্ধ্যা বলল: "না—শুনিনি তো।"

—"শোনোনি? বাঃ, বৈজ্ঞানিকরা এক রকম ওষুধ বের করেছেন

যা ইঞ্জেক্ট ক'রে দিলে আর সন্তান জন্মাতে পারে না। ধর্মের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। অর্থাৎ ছেলেবেলায় এমন ভয় ও কুসংস্কার মনের মধ্যে ইঞ্জেক্ট ক'রে দেওয়া আর কি যাতে ক'রে সংসারকে সুস্থভাবে দেখার প্রবৃত্তি বা জীবন সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে ভাবার ইচ্ছে আর কখনো না জোর পেতে পারে। এটা আমি বাড়িয়ে বলছি মনে কোরো না। সারার মনে ছেলেবেলায় সেই যে পাপের-ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল—মৃত্যু অব্ধি সে-ভয় আর তার মন থেকে ঘোচেনি। আর এ-ভয়ের যে কী যন্ত্রণা জানো না।"

আনা বলল: "তবে যে বললেন সারার ঘাড় থেকে ভালের ধর্মের ভূত নিয়েছিল নামিয়ে?"

—"ঠিক ঐ জন্যেই তো বলছি যে, ধর্মের ভূত হচ্ছে মরিয়া-না-মরে-রাম-এ-কেমন বৈরী—ভাব। ভালের যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তার ওস্তাদির ভ্রূকুটিতে এ ভূত যেন মনমরা হয়েছিল খানিকটা। তা ছাড়া তার চারপাশে যে নির্ভীক বেপরোয়া দলটি সে গ'ড়ে তুলেছিল তাদের অবাধ খোলা সখ্য ও সাহচর্যের আলোমণ্ডলে থেকে থেকে সারা ধর্মের কুয়াশা-মণ্ডলের প্রভাব একটু কাটিয়ে উঠেছিলও বটে। কিন্তু বলছিলাম না যে ছেলেবেলায় ধর্মরূপ কুসংস্কারের মাইক্রোব একবার মনের মূলে ঢুকলে সে সিন্ধবাদের-কাঁধে-বুড়োর মতনই নাছোড়বন্দ অতিথি হ'য়ে দাঁড়ায়! যক্ষ্মারোগের মাইক্রোবের মতন সেরেও সারে না—'সাসেপ্টি-বিলিটি' থাকেই—একটু অসাবধান হয়েছ কি রক্তবীজের ঝাড় উঠেছে জেগে!" ব'লে একটু হেসে বললেন: "কিন্তু কবুল করছি, এ-সব আমার ভালেরের কাছ থেকে শেখা কথা।"

আনা হেসে বলল: "ভালেরের ধর্ম-সম্বন্ধে বিরাগও আপনাকে দিল কৃতজ্ঞতার ঋণ!"

—"সত্যিই যে তাই আনা। আর এ-ঋণ তো কোনো ঋণের চেয়েই কম নয়। কেননা প্রথম যৌবনেই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তার সত্য-দর্শনের প্রভাবে প'ড়ে না গেলে—কে জানে—হয়তো মামুলি প্রথায় ঈশ্বরকে সাক্ষী ক'রে সারাকে বিবাহই ক'রে বসতাম!"

স্বপন হেসে বলল: "আর কী ভয়াবহ ব্যাপারই না হ'ত সেটা! উঃ! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়!"

মসিয়ে বেনার সহাস্যে বললেন: "সত্যিই দেয় যে মনামি!"

সন্ধ্যা অনুযোগের সুরে বলল: "আপনি কিন্তু সারার সম্বন্ধে কিছু না ব'লে কেবল ভালেরের কথাই শোনাচ্ছেন মসিয়ে। যে-সারা আপনার জন্যে তার আবাল্য ধর্ম্মের সংস্কারও ছাড়ল তার কাছেও না হয় খানিকটা ঋণ স্বীকার করলেন। বিবাহ করার মতন না-করাটাও তো একতরফা নয়।"

মসিয়ে বেনার একটু অপ্রতিভ সুরে বললেন: "বটে বটে। সারার কথাও আমার কিছু বলা উচিত, নয়? কিন্তু কি জানো সন্ধ্যা? ঐ যে বলছিলাম ভালেরের সম্বন্ধে কথা উঠলে এখনো আমার প্রায়ই মাত্রাজ্ঞান থাকে না—করি কি বলো?—কিন্তু" ব'লে বৃদ্ধ সুর খাদে নামিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন: "এতক্ষণ কেবল ভালেরের ভালোবাসার কথাই বলছিলাম ব'লে মনে কোরো না যে, এ-সময়ে আমার কাছে সারার ভালোবাসার দাম এতটুকুও কম ছিল। কারণ এ কথা বলাই বেশি যে, সারার কাছে আমি যা পেতাম ভালেরের কাছে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমার জীবনে যে দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবী চিরদিনের জন্যে আলো ছড়িয়ে গেছে, সারা তাদের মধ্যে কারুর চেয়েই কম নয়।" বৃদ্ধ আরও কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

"তা ছাড়া সে শুধু প্রথম যৌবনের ভালোবাসাই তো নয়—তার ওপর

এত হৃদয়ের মধ্যে ব'ড়ে-ওঠা ভালোবাসা। তার কি তুলনা হয়? একসঙ্গে থাকা, নানা ছোটখাট দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে কাছে পাওয়া—নানা ভুলবোঝাবুঝি মনান্তর মতান্তরের মধ্যে দিয়েও ফেরকে নিত্য নতুন ক'রে পাওয়া—কিন্তু এ-সব ব'লে কী হবে বলো সন্ধ্যা? এ-সব কি তোমরা জানো না?"

সন্ধ্যা বলল: "তবু শুনতে ইচ্ছে হয় যে। এ-সব বিষয়ে অপরের অভিজ্ঞতা কি কম ভালো লাগে? তা ছাড়া মিলিয়ে দেখারও একটা আনন্দ নেই কি?"

মসিয়ে বেনার স্মিতস্বরে বললেন: "বেশ বলেছ। তবে শোনো সারার সম্বন্ধে একটু বেশি ক'রেই বলি। কেবল ফের যদি উচ্ছ্বাস হ'য়ে পড়ে—"

আনা বলল: "ফে—র—!"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "আচ্ছা আচ্ছা, বলছি গো বল। তোমরা সকলে মিলে প্রতি পদে আমাকে শাসন করতে থাকলে আমার গতি কী হবে বলো দেখি?"

সকলের মুখে ক্ষণিক হাসির রেখা দেখা দিল। মসিয়ে বেনার পাইপটা ধরিয়ে বলতে লাগলেন: "এই সময়ে সারার মধ্যে অনেকগুলো দোষ ত্রুটি অবশ্য আমার চোখে পড়ে—যা কেবল একসঙ্গে থাকলেই পড়তে পারে। সে-সবের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া সে-সব দোষ-ত্রুটিতে সারার জীবদ্দশায় আমি অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেও তার মৃত্যুর পরে কালের শুভ্র স্পর্শে বুঝতে পারি গুণের তুলনায় তার দোষ-ত্রুটি ছিল কত নগণ্য! অথচ তবু কত সময়ে কত বার—কত নিষ্ঠুরই না হয়েছি,—ভুলে গেছি—সে তার কত...কত বড় ছিল। আজ আমার সত্যি সময়ে সময়ে ভাবতে আশ্চর্য লাগে সন্ধ্যা, যে,

যেখানে মানুষ গভীরভাবে ভালোবাসে সেখানেও সে প্রেমাস্পদকে এ-সব অবান্তর দোষগুণ দিয়ে বিচার করতে পারে কেমন ক'রে? আজ বিস্ময় লাগে: কেমন ক'রে সে-সময়ে আমি অনেক সময়েই ভুলে যেতাম সারার কাছে আমার ঋণ কতখানি? কেননা তাদেরের সম্বন্ধে তো কই কখনো এ-রকম ক্ষোভ জাগত না—কখনো তো তার দোষ-ত্রুটির সামীপ্য তার মহত্ত্বকে এতটুকুও ঝাপসা ক'রে দেয়নি!"

আনা বলল: "কিন্তু এর মূল কারণ কি এই নয় মসিয়ে, যে—যে-কারণেই হোক—দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে আমরা এমনসব দাবি-দাওয়া ক'রে থাকি যা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে করি না?"

মসিয়ে বেনার একটু ভাবলেন, পরে বললেন: "কথাটা হয়তো তোমার মিথ্যা নয়। কারণ দাম্পত্য-প্রেমের বন্ধন মেয়েদের কাছে খুব দুঃসহ হয়তো না-ও হতে পারে, কিন্তু ছেলেদের যে-প্রকৃতি তাতে তার পক্ষে আদর্শ বন্ধু হওয়া বোধ হয় বেশি সোজা—আদর্শ প্রণয়ী হওয়ার চেয়ে।"

স্বপন একটু হেসে বলল: "এইজন্যেই কি প্লেটো বলেছেন না কি যে, পুরুষে-পুরুষে ভালোবাসা মেয়ে-পুরুষে ভালোবাসার চেয়ে বেশি উচ্চাঙ্গের?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তুমি ঠাট্টা ক'রে এ-কথা উদ্ধৃত করলেও প্লেটো কিন্তু মোটেই ঠাট্টা ক'রে করেননি এ-তুলনা। কারণ মেয়ে-পুরুষে ভালোবাসার মধ্যে যে দাবি-দাওয়ার রাজিনামাটি সমাজের চাপে চ'লে আসছে তার বহু সর্ত-ই যে বাজে এ-কথা না জানে কে? এ-প্রসঙ্গে মনে প'ড়ে গেল: তাদেরের বিবাহ-বিরাগের একটা প্রধান কারণই ছিল এই। সে প্রায়ই বলত: যে-মুহূর্তে নরনারী মন্ত্র প'ড়ে শপথ ক'রে মিলনকে স্বীকার করতে যায় সে-মুহূর্তেই তারা একটা মিথ্যাকে দেয় প্রশ্রয়।"

সন্ধ্যা বলল : "মিথ্যাটা কী ?

—"যে, বিবাহে প্রেম যদি সত্য হয় তবে শপথ ক'রে তাকে বন্ধায় রাখার বিড়ম্বনায় তাকে খাটো করা হয়ই হয়। ফলে হয় এই যে, বিবাহের পরে লোকে ভুলে যায় যে, শপথটা গৌণ, যেটা সত্য সেটা হচ্ছে এমন কিছু যাকে অঙ্গীকার দিয়ে বাঁধা যায় না। মনে আছে এ-কথা ভালের সারাকে প্রায়ই বলত প্রথম প্রথম।"

সন্ধ্যা বলল : "তাতে সারা কি বলত ?"

—"কি বলবে বলো ? রুখে তর্ক করা ঠিক তার প্রকৃতিতে খাপ খেত না। তবু মাঝে মাঝে উত্যক্ত হ'য়ে সে প্রতিবাদ করত বৈ কি। বলত : ভালের, তুমি কি মনে করো না যে ভুজনের স্নেহ-সান্নিধ্যের মধ্যে এমন কিছু মহিমা থাকতে পারে যার জন্যে শপথ ক'রে বিবাহ করাও সার্থক হ'তে পারে ?"

আনা বলল : "তাতে ভালের কি উত্তর দিত ?" তার কণ্ঠস্বরে আগ্রহের স্পন্দন ওঠে ফুটে।

—"সারার সঙ্গে সচরাচর সে তর্ক করত না। কারণ জানত তাকে তর্কে হারানোয় তার গৌরব নেই। সে তা চাইতও না। তবে মাঝে মাঝে আমি কখনো এ-ধরণের কথা ব'লে একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গেলে—তার জিভে ছুটত স্ফুলিঙ্গ। কী শ্লেষ সে! আর শুধু নিজের বাক্যেই সে ক্ষান্ত থাকত না এ-সব সময়ে—প্রায়ই নীট্‌শের নানা অমিয় শ্লেষ উদ্ধৃত করত দাম্পত্য-প্রেমের উচ্ছ্বাস শুনতে-না-শুনতে। নীট্‌শেকে ভালোবাসতে শিখি আমি তারি উৎসাহে। বলছিলাম না—সে বলত জার্মাণ ভাষাটা শেখা সার্থক কেবল গেটে ও নীট্‌শে পড়ার জন্যে ?"

স্বপন ঈষৎ আপত্তির সুরে বলল : "গেটে বুঝি—কিন্তু নীট্‌শেকে এত ভালো লাগত তার ঠিক কী জন্যে ?"

—"সে ভালো-লাগা নয় শুধু: নীট্শের ৎসারাতুস্ত্রা প্রায় তার বাইবেলের মতন ছিল। ও বইখানির নানা অধ্যায় প্রায় তার কণ্ঠস্থ ছিল বললেই হয়। ৎসারাতুস্ত্রার নানা বাক্যের টীকা সে তুলত তার ডায়েরী টিপ্পনিতে ফলিয়ে।"

স্বপন বলল: "কী ধরণের টীকাটিপ্পনি?"

বৃদ্ধ বললেন: "সে কি একটা যে বলব? ধরো যেমন সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত দাম্পত্য-বন্ধন সম্বন্ধে নীট্শের জ্বালাময় শ্লেষ: "Ach! diese Armuth der Seele zu Zweien! Ach, dieser Schmutz der Seele zu Zweien! Ach, dies erbärmliche Behagen zu Zweien! Ehe nennen sie dies Alles, und sie sagen ihre Ehen seien im Himmel geschlossen!"

সন্ধ্যা বলল: "এর মানেটা?"

মসিয়ে বেনারের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল তাঁর নিষ্করুণ শ্লেষের আভা: "মানে আর কি? যে যুগলদের ফুনো প্রেমটার মধ্যে সুধার চেয়ে ফেনই ফেনোচ্ছ্বসিত—অথচ উচ্ছ্বাসীরা এই সঙ্কীর্ণ জুড়িতে তাদেরকে জুড়ে দেওয়ার নাম দেন: 'স্বর্গের ঘটকালি'!" ব'লেই যেন তাঁর চমক ভাঙল সন্ধ্যার মুখের পানে চেয়ে। সন্ধ্যা চোখ নামিয়ে নিল। বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন জোর ক'রে হেসে: "ঐ দেখ—ফের জ্যাকেয়ের কথা এসে গেছে সারাকে ছাপিয়ে! স্বভাব না যায় ম'লে, কবি কী বলো? যাক।" ব'লে সুরকে শান্ত ক'রে নিয়ে বলতে লাগলেন ফের: "সারাকে আজ যখন কালের এ স্বচ্ছ সুদূরতার পশ্চাৎপটে দীপ্ত ক'রে দেখি তখনই তাকে সত্যি ক'রে দেখি ও চিনি। অথচ এ-চেনাকে অপরের পরিচিত ক'রে দেওয়া এতই কঠিন—এক হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রেই চেনা যায় একে।"

স্বপন বলল : "কিন্তু যে কোনো-কিছুকে সত্যি চিনেছে সে তারে চেনাতে পারবে না-ই বা কেন ?"

মশিয়ে বেনোর চিন্তিত স্বরে বলতে লাগলেন : "কি রকম জানো ! এক শ্রেণীর মহত্ত্ব আছে যা মহত্ত্ব বটে, কিন্তু তার মধ্যে চমক আছে, বিস্ময় আছে—দীপ্তিও—যেমন, ভালেরির। এ-মহত্ত্বের মধ্যে সবটুকু না হ'লেও অনেকখানিই থাকে কীর্তির মহত্ত্ব। কাজেই এ-ধরণের মহত্ত্বের মধ্যে মূক গভীরতাটুকুকে লোকের সামনে ধরা না গেলেও কীর্তিটুকুকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। কিন্তু আর-এক শ্রেণীর মহত্ত্ব আছে—যা মৌন, যা কীর্তি-মুখর নয়—অথচ সে তার স্পর্শে প্রতি মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের অতলে নানান্ সৃষ্টিশক্তিকে ক'রে তোলে সক্রিয়, দীপ্তিকে ক'রে তোলে উর্বর।

"সারার মহত্ত্ব—এই শ্রেণীর। শুধু সারার কেন ! নারীমাত্রেরই প্রেম যখন সত্য হয়—তখন তার মধ্যে এই শ্রেণীর রসই বোধ হয় সব চেয়ে উপচিত হ'য়ে ওঠে। সে কিছু আড়ম্বর করে না—দেখায় না কিছু—কোনো কীর্তির স্তম্ভ যায় না রেখে—শুধু মৌন স্পর্শে আমাদের চিরদিনের জন্ম বড় ক'রে রেখে যায়।"

ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন : "সারার গৌরব ছিল এই শ্রেণীর যথার্থ নারীত্বের গৌরব। নইলে সে জুলিয়ার মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতীও ছিল না, ভালেরির মতন রূপতঃ অসাধারণও না। বরং বাইরে থেকে দেখতে গেলে তাকে অত্যন্ত সামান্য—এমন কি নগণ্যই মনে হ'ত অনেকের। অথচ তা সত্ত্বেও আমি বলব যে সে বস্তুতঃ সামান্য ছিল না। কারণ তার মধ্যে ছিল দুটি অসামান্য শক্তি : ভালোবাসবার ও শ্রদ্ধা করবার। সে আমাকে বড় ক'রে রেখে গেছে তার নারী-হৃদয়ের উজাড় সব ঢালা ভালোবাসা দিয়ে, ভালেরকে বড় করেছিল তার কিশোরী-হৃদয়ের

উজাড়-করা শ্রদ্ধা দিয়ে। অথচ এ-কথা বলি না যে, তার শ্রদ্ধা ভালোবাসার মধ্যে খাদ ছিল না। সে ছিল মানুষ—তাই তার ভালোবাসার দাবি ছিল বৈ কি, ছিল অসহিষ্ণুতা, ছিল ঈর্ষা—যেমন তার শ্রদ্ধার মধ্যেও ছিল ভয়, ছিল প্রিয় হবার চেষ্টা, এমন কি কখনো কখনো নিজেকে জাহির করার প্রয়াসও। কিন্তু তবু তার শ্রদ্ধা ভালোবাসার মধ্যে খাদটুকুকেই তো বড় ক'রে দেখা চলে না। কারণ এর মধ্যে ছিল আত্মদান, ছিল অনাবিল প্রীতির ধারা, ছিল সাড়া দেবার অসামান্য ক্ষমতা।"

ব'লে একটু থেমে কণ্ঠে ঈষৎ উদাস স্বরের রেশ টেনে এনে বলতে লাগলেন: "আমি এ-কথা বলি না যে তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি পরে আর ভালোবাসিনি, বা এ-কথাও বলব না যে সে-ই ছিল আমার নারীত্বের আদর্শ। আমার মনে হয় কোনো একজন নারীই কোনো নানামুখী সজাগ পুরুষের কাছে জীবনে নারীত্বের আদর্শ-রূপিণী হ'তে পারে না—সে সম্ভব কেবল কাব্যে, যেমন পেত্রার্কা'র কাছে লরা বা দান্তের কাছে বিয়াত্রিচে। কিন্তু তবু এ-কথা আমি বোধ হয় অকুণ্ঠে বলতে পারি যে, তার প্রেমের সংস্পর্শে না এলে আমি অনেক কিছু হারাতাম। তার সংস্পর্শে এসেছিলাম ব'লেই আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম নারী কি ভাবে পুরুষকে চিরদিনের মতন বড় ক'রে রেখে যায়। তার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে হয়তো আমি আজকালকার পুরুষ-পন্থী নারীদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতাম যে, মেয়েদের পুরুষ হ'তে সুযোগ না দিলে মুক্তি নৈব নৈব চ। আর যেটা সব চেয়ে বড় কথা সেটা এই যে, তার একান্ত অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের অপূর্ব স্বাদ না পেলে হয়তো নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে কোনো সত্য অন্তর্দৃষ্টিই আমার লাভ হ'ত না।—কিন্তু ঐ দেখ—ফের উচ্ছ্বাস হ'য়ে পড়ার যোগাড়—ভাগ্যেস থাকলে না জানি কী বকবকম চাউনিই চাইত!"

সন্ধ্যা বলল : "আচ্ছা মসিয়ে, সে-সময়কার স্মৃতি এখন কী সুরে বাজে আপনার মনে, বলবেন? মানে সব-জড়িয়ে?"

বৃদ্ধ একটু চেয়ে রইলেন ওর দিকে, পরে বললেন : "ও, বুঝেছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনো কাঁটাই আর নেই আজ আর। আজ সে সময়ের কথা মনে হয় যেন একটা মধু-স্বপ্নের মতন। কারণ সে-সময়কার দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ উৎকণ্ঠার স্মৃতি এ দূরত্বের ব্যবধানে ঐ তারাদের মতনই ছোট্ট সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে— আছে শুধু তাদের তৃপ্তির স্বাদের রেশ ঐ চাঁদেরই মতন স্নিগ্ধ বড় হ'য়ে।"

বলতে বলতে তাঁর অধরপ্রান্তে একটা ছোট্ট হাসির টুকরো উঠল ফুটে : "উঃ, সে কী কাণ্ড! কত সময়ে রাতভোর তর্ক হাসি আড্ডা হল্লা—আবার পরদিনই ছবি-আঁকার বিপর্যয় শ্রম। কত সময়ে কত দুঃখ, অথচ সে-দুঃখের মধ্যেও তাদেরের সাহায্য, মৌন সমবেদনা, জুলিয়ার নৃত্যগান, সারার অক্লান্ত সেবা, আমাদের দুটি শিশুর খেলা ঝগড়া ও আধ আধ কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা হাসি গল্প, মন্তব্য, জল্পনা, জল্পনা-কল্পনা—ওরা পরে কী রকম দাঁড়াবে, আমার ও তাদেরের সতীর্থদের কত-শত সাহচর্যের স্মৃতি, কত থিয়েটার দেখা, নিজেদের ঘরেই কোনো মতে স্টেজ বানিয়ে থিয়েটার করা, দল বেঁধে সীন নদীতে স্নান, আচম্কা এ-বন্ধু সে-বন্ধুর ওখানে চড়াও হ'য়ে প'ড়ে তাদের ও তাদের প্রণয়িনীদের ওপর জুলুম ক'রে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় ভোজ দিতে বাধ্য করা, দলবেঁধে ফঁতেনব্লো, ভার্সেল্‌স্‌ প্রভৃতিতে গিয়ে বন-ভোজন করা—কত কী—সে কি একটা? সে এক দিন গিয়েছে আনা, সত্যি। মাঝে মাঝে এখন মনে হয় মানুষ কত কম মূলধনে কত বড় আনন্দের হাটই না বসাতে পারে ঐ যৌবন-দেবতার মায়ায়—যখন উপকরণের অভাবও

হ'য়ে ওঠে ঐশ্বর্য—প্রাণশক্তির স্পর্শমণিতে। সত্যি আজ এ-সব মায়ার মতনই মনে হয়।"

ব'লেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : "কেমন, সামলাও এবার বুড়োর দরহীন শুধু উচ্ছ্বাস! বলেছিলে না 'সংক্ষেপ করতে পারবেন না কিন্তু'?"

সন্ধ্যা বলল : "আমি কি অধৈর্য হ'য়ে পড়ছি নাকি? কেবল আমার ভয় হয় পাছে আপনি গল্পটুকু শেষ করবার সময় না পান। তাইতো গল্পটা আগে শুনে নিতে চাই। বিশেষ ক'রে সারার কথা।"

মসিয়ে বেনার আনার দিকে চেয়ে বললেন : "আর তোমার?"

আনা বলল : "আমার—ভালেরের কথা।"

—"আর তোমার, সেন? জুলিয়ার কথা, না? সত্যি বলো তো বুকে হাত দিয়ে?"

স্বপন হেসে বলল : "গিল্‌টি প্লীড করছি। কেবল ও বেচারীকে এ-ইতিহাসে এতটা উপেক্ষিতা ক'রে রাখছেন যে, আমার খানিকটা সাফাইও আছে।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "মানি সেন। তা ছাড়া জুলিয়ার কথা বলার সময়ও এসেছে বৈ কি। কারণ ধরতে গেলে প্রাক্-জুলিয়া অংকটুকু হ'ল আমার এ-জীবন-নাট্যের বিষ্কম্ভক মাত্র। আসল নাট্যরস এল ওর প্রবেশের পরে। কাজেই ও উপেক্ষিতা থাকবে না, মাভৈঃ"—ব'লেই যেন কথাটা শুধরে নেবার জন্যে বললেন : "অবশ্য, এতক্ষণ জুলিয়া এ-জীবন-নাট্যে ঠিকমতন প্রবেশ করেনি, কারণ ভালেরের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিলেও, তার পাশে জুলিয়া ঠিক তেমনিই পাণ্ডুর হ'য়ে থাকত যেমন পাণ্ডুর—চাঁদের পাশে ঐ তারাটি।" ব'লে একটু থেমে বললেন : "সে আমার জীবনে সত্যিকার প্রভাব বিস্তার করে : ভালেরের জলে-ডুবে মরার পরে।"

আনা ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গে অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠল : "জলে ডুবে ! !"

মসিয়ে বেনার বললেন : "হ্যাঁ, একটি পনের বছরের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে। সীন নদীতে সে কুড়ি মাইল সাঁতার কেটে উঠতে যাবে এমন সময়ে মেয়েটি কি কারণে ডুবে যায় নৌকো উলটে। ভালের ক্লান্ত দেহে তাকে উদ্ধার করতে ফের ঝাঁপ দেয় ও সে ভয় পেয়ে তাকে এমনভাবে জাপ্‌টে ধরে যে দুজনেই যায় ডুবে।"

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা আর্দ্র নীরবতা এসে ছায়া বিস্তার করল যেন।

মসিয়ে বেনার উদাস-কণ্ঠে বলতে লাগলেন : "ভালেরের এ আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের মনের অবস্থা যে কী রকম হ'ল তা বর্ণনা করতে যাব না—তোমরা কল্পনাই ক'রে নিয়ো। কেবল এর মধ্যে একটা তৃপ্তির কথা না ব'লে থাকতে পারছি না। সেটা এই যে আমি কেমন যেন আগে থেকেই জানতাম যে, রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে ভালেরের মৃত্যু হবে না,—তার অসাধারণ জীবনের মধ্যাহ্নেই কোথাও এমনি ক'রে হঠাৎ যবনিকা পড়বে। আর আশ্চর্য্য এই যে, তার মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে দুপুরবেলা আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তার মৃতদেহ সীন নদী থেকে টেনে তোলা হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই আমি তার বাসায় গিয়ে যখন তাকে পরদিন কুড়ি মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় যেতে মানা করি তখন সে হেসে আমার পিঠে চড় মেরে বলেছিল : Et tu Brute ? তুইও শেষটায় সুরু করলি নাকে-কান্না ? আমি অপ্রতিভ সুরে বললাম যে, আমি শুনেছি যে এ-রকম স্বপ্ন নাকি কখনও কখনও সত্যিও হয়। তাতে সে হেসে শুধু বলে : যদি হয় তো মন্দ কি রে ? ধীরে ধীরে মৃত্যুর নাভিশ্বাসের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে একটু এগিয়ে গিয়ে

তার হাত ধ'রে ডেকে আনাই কি ভালো নয়? বা এখন, আজ সারা রাতভোর ওখানে আড্ডার হল্লা মনে আছে ত? অফুরন্ত কফি ও বোর্দোর * যোগাড় রাখিস। অনেককে আসতে বলেছি। জুলিয়া তিনটে নতুন নাচ নাচবে—আমার তিনটে নতুন গানের সঙ্গে। কাজেই ঘরের ইুডিয়োর মাঝখানে একটু উঁচু প্ল্যাটফর্মের বন্দোবস্ত রাখিস।"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এমন মৃদু হ'য়ে আসে · যেন আপনা-আপনি…"মনে আছে শেষ গানটি তার—যার সঙ্গে জুলিয়া নেচেছিল—সে উন-অন্তিম দিনে—সন্ধ্যায়…আর তালের গেয়েছিল :

ফুরালো কি উষা-আলো অবেলায়?
ঘনালো কি মায়া-কালো—সন্ধ্যায়?
হেমন্ত এলো বন ছেয়ে কি?
তাই দুখে উছসি'
লো সরোজ-সরসি,
রবে বসন্ত-পথ চেয়ে কি?
অতল অন্তরের শতদল জ্বালো না…
বিরল মর্ম্ম-সুধা অফুরান ঢালো না…
অশ্রু-মৌন কেন আঁখি লো?—
জীবন যে কান্না-আশা,—ছায়া সখি, ভালো না।
অস্ত-অচলে রবি ডুবে যায়?—
তারা-মণিমালা গাঁথো সন্ধ্যায়।
তোমারো নয়নে ছি ছি মেঘ ছায়?
যৌবনও আতুর কি হবে হায়?

* একরকম ফরাসী মদ।

'যদি পাছে জয়ী হয় নিয়তি'—
এ-তরাসে উছসি'
প্রাণ দুঃসাহসী
তারি পায়ে করিবে কি মিনতি ?
যা দেবার—দিয়ে যাও বিলায়ে গো তূর্ণ…
দুরাশা হিয়ার যেন নাহি হয় ক্ষুণ্ণ…
দুরু দুরু কেন করে বুক গো ?
দানের প্লাবনে বাধা-বাঁধ হোক চূর্ণ।
কৌমুদী কৃষ্ণায় নিভে যায় ?—
চাহনি-চাঁদিমা জ্বালো সন্ধ্যায়।"

* *
*

নিস্তব্ধতা ভাঙল সন্ধ্যা—অতি মৃদুস্বরে : "তারপর ?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙল না তবু। ব'লে চললেন যেন আপন মনেই : "কত কথাই মনে পড়ে।…কী যেন একটা ছায়া পড়েছিল সেদিন সবারই মনে। ভালেরককে এত প্রফুল্ল কখনো কেউ দেখেনি বোধ হয়। অথচ …তবু…কী ক'রে বোঝাবো সে-কথা বলো…তার হাসির পিছনে কি-একটা নতুন প্রচ্ছন্ন করুণ সুর যেন বেজে উঠছিল থেকে থেকে।…কেন না শুধু যে আমারই মনে হয়েছিল এ-কথা তা নয়—পরে শুনলাম অনেকেই যেন আবছা প্রত্যাসন্ন কি-একটা ঝড়ের আভাব পেয়েছিল তার নিটোল প্রফুল্লতা ও অটল প্রশান্তির মধ্যে। মনে আছে হঠাৎ সে-রাতে—আসর ভাঙে রাত দুটোয়—সারা আমার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে ভালেরককে যেন পরদিন সাঁতারে যেতে না দেই।…শেষ রাতে হঠাৎ উঠে দেখি, সারা জানলার কাছে একটা ছোট্ট টেবিলে বাহুতে মাথা রেখে কাঁদছে।

"বললাম : 'কী সারা ?'

"ও বলল : 'কিছু না—এম্‌নিই।'···আমি খানিক চুপ ক'রে রইলাম। ভালেরের গানের শেষ দুটো চরণ কানে বাজছিল যেন তখনও :

কৌমুদী কৃষ্ণায় নিভে যায় ?—
চাহনি-চাঁদিমা আলো সন্ধ্যায়।"

* *
*

এবার নিস্তব্ধতা ভাঙল আন'।

বৃদ্ধ বললেন : "তারপর বাদ দিয়ে যাই অনেকখানি। সে তো বলা যায় না।"

স্বপন বলল : "জুলিয়াও কি বুঝতে পেরেছিল আসন্ন কোনো দুর্যোগের কথা ?"

বৃদ্ধ বললেন : "না। কেবল সে-ই পারেনি। পারলে হয়তো সেদিন সে-নাচ নাচতে পারত না। আগে পারেনি ব'লেই এক রকম আমাদের বাঁচিয়ে দিল সে।"

আনা বলল : "কি রকম ?"

বৃদ্ধ বললেন : "ওর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল ব'লে ভালেরের মৃত্যুর পরে ও যেন কেমন বিহ্বল মতন হ'য়ে রইল দুদিন। তিন দিনের দিন হঠাৎ বেহুঁশ। তখন ওকে দেখতেই আমাদের এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হ'ল যে, ভালের যেন তখনকার মতন একটু স'রে গেল চেতন মন থেকে।"

সন্ধ্যা বলল : "অসুখটা কী ?"

বৃদ্ধ বললেন : "কোনো ডাক্তারেই বলতে পারল না। জ্বরও নেই, ভুল-বকাও নেই, পাগলও না—অথচ কেমন যেন সম্বিৎহারা ভাব। আর

সে-ই হ'ল সব চেয়ে মুস্কিল। কারণ ও কখন কি ক'রে বসে ভেবে সদাসর্ব্বদা ওকে চোখে-চোখে রাখতে হ'ত আমাদের। কেমন যেন শিশু হ'য়ে পড়ল ও। এক রকম জোর ক'রেই হ'ত ওকে খাওয়াতে, রাতে কারুর না কারুর শুতে হ'ত পাশে—নইলে যদি ভয় পায় হঠাৎ, আরও সে কত রকম বিপদ। শেষটায় বিপদ চরমে উঠল যখন একদিন কাঁদতে কাঁদতে তার মাথার রক্তকোষের একটা স্নায়ু গেল ছিঁড়ে। তারপর তিন-তিনটে মাস তার এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা।"

আনা রুদ্ধ স্বরে বলল: "তারপর?"

—"তারপর আর কি? তার সমস্ত ভার পড়ল আমার ও সারার ওপর। আমরা পালা ক'রে ওকে শুশ্রূষা করতে লাগলাম। একেই আমাদের অবস্থা ভালো না—তার ওপর জুলিয়ার দরুণ ছবি-আঁকাও এক রকম বন্ধ। ফল—যা হবার, অর্থকষ্ট। তার ওপর ডাক্তারের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ—জুলিয়ার শিশু-কন্যাটির দেখাশুনো।" ব'লে ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "সে যেন 'আপনি খেতে পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে' গোছের অবস্থা। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, যে-আমি ভালেরের জীবদ্দশায় আমাদের নিজেদেরই জীবিকার সংস্থান করতে পারতাম না—সেই-আমিই ভালেরের মৃত্যুর পরে শুধু নিজেদের নয় আরও দুটি প্রাণীর খরচ কোনোমতে চালিয়ে তো এলাম—হোক না ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে—কিন্তু আটকে ত রইল না?—সেইটেই যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য কথা! কেমন ক'রে এ অঘটন ঘটল!"

স্বপন বলল: "কেমন ক'রে ঘটল?"

—"আমাদের মধ্যে যে দীনহীন দুর্ব্বল মানুষটা প্রায়ই সম্পদের সময়ে উপরে ভেসে ওঠে তাকে ফিরে আমাদের অতল তলের দিশা মেলে না ব'লেই ঘটল, নইলে এ-অসম্ভব সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে বলো? আর

সারারই বা কী এক নতুন রূপ সে-সময়ে ফুটে উঠল ! যাকে আমি ধর্মভীরু, ভয়কাতুরে, দুর্বল ব'লে মনে মনে একটু অবজ্ঞার চোখে না দেখেই পারতাম না—তার অটল প্রেমের নির্ভর সত্ত্বেও—সেই সারার এক অচেনা মহিমা যেন ফেটে পড়ল। ভাবতে এখনো মনটা ভ'রে ওঠে ! শুধু অন্নদান দেবার ক্ষমতাই নয় ! কী সাহস, নির্ভয়, ধৈর্য ও হাসিমুখে সব কষ্ট সওয়া !···আর তা আবার কার জন্যে ! এমন একজনের জন্যে যার সম্বন্ধে তার সখিত্বের ভাব পোষণ করা তো দূরের কথা, ভালো ধারণাও কোনো দিনই ছিল না।"

সন্ধ্যা বলল : "কেন ?"

—"ভালেরকে সে যে-পরিমাণে শ্রদ্ধা করত—জুলিয়াকে করত ঠিক সেই পরিমাণেই অনাদর। না, ঠিক অশ্রদ্ধা বললেও ভুল হবে···একটা যেন বিমুখ ভাব—এমন কি অবজ্ঞারও।"—ব'লে একটু থেমে : "না, ঠিক অবজ্ঞা নয় হয়তো—কারণ জুলিয়ার নানা নৈপুণ্যের ও লাবণ্যের সম্বন্ধে ঠিক অশ্রদ্ধা পোষণ করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।··· কি জানো ? ব'লে বোঝানো বড় শক্ত। জুলিয়ার প্রতি তার মনোভাব ছিল যেন অনেকটা শ্রেণীগত অবজ্ঞা···বংশগত···অর্থাৎ ওর যত গুণই থাক না কেন ও সতীত্বে ছোট—এই ভাব আর কি। ওর সেই—" একটু থেমে বললেন : "আলন্জোর সঙ্গে স্বপন সম্বন্ধে কানাঘুষো—বুঝলে না ?—যদিও মুখে এ-কথা স্বীকার করত না।"

স্বপন বলল : "এটা আপনার অনুমান নয় তো ?"

—"না। কারণ এই নিয়ে ভালের বেঁচে থাকতে অনেক সময়েই সারার সঙ্গে আমার তর্ক হ'ত। ও আমাকে মাঝে মাঝেই বলত যে, জুলিয়ার যত গুণপনাই থাকুক না কেন ভালেরের পায়ের ক'ড়ে আঙুলেরও সে যোগ্য নয়। আমার যে জুলিয়াকে খুবই ভালো লাগত এ-ও ছিল

তার মনক্ষোভের কারণ—যে-ধরণের আবছা মনক্ষোভ এক মেয়েদেরই মনে জন্মানো সম্ভব। আমরা—পুরুষেরাও—অবশ্য কারুর কারুর প্রতি বিমুখ হই, কিন্তু আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যদি কাউকে তার প্রতি বিমুখ না দেখি তা হ'লে তার প্রতি ঠিক ও রকম ক্ষোভ পোষণ করি না। কিন্তু সারার মনের গোপন কোণে যেন সূক্ষ্ম কাঁটার মতন কি-একটা সর্বদাই বিঁধে থাকত এজন্যে। ভাবটা: জুলিয়ার মতন মেয়েকে ভালের বা আমার মতন মানুষ কেমন ক'রে সুনজরে দেখতে পারে? আমি তার এ-অহেতুক বিমুখতার বিরুদ্ধে শান্তভাবে তর্ক করেছি কত সময়ে—কিন্তু কখনো সুফল ফলেনি—বরং উলটো উৎপত্তিই হয়েছে।"

আনা দুষ্টুমির সুরে বলল: "অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলচেরা বিশ্লেষণ ছেড়ে না হয় সোজাসুজিই বলুন না—ঈর্ষা?

—"না, তা বললে সারার প্রতি ঠিক সুবিচার করা হবে না যে। ঈর্ষা যখন তার এসেছিল তখন তাকে ঈর্ষা বলতে আমার বাধেনি। কিন্তু ভালের বেঁচে থাকতে তার এ-ঈর্ষা আসেনি। অন্ততঃ ঈর্ষা বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা নয়। কারণ ভালেরের জীবদ্দশায় আমার সঙ্গে যে জুলিয়ার কোনো-কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল সেটা সারা বিলক্ষণ জানত। সে-সময়ে যে জুলিয়া ভালেরের মধ্যে একেবারে ডুবেছিল সেটা তার প্রতি চাহনি প্রতি ভঙ্গি প্রতি আচরণে বোঝা যেত যে—"

আনা বাঁকা হেসে বলল: "কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই যে সারার ঈর্ষা আসতে পারত। তার ঈর্ষার একমাত্র নিশানা যে আপনি এইটাই বা ভাবছেন কেন?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বললেন: "তোমরা আজ সকলেই দেখছি উঠে প'ড়ে লেগেছ।" ব'লেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে: "কিন্তু কথাটা যখন তুললে তখন উত্তরও আমাকে দিতেই হয়। জুলিয়ার

প্রতি সারার অকারণ বিমুখতার জন্যে যে এ-সন্দেহের কথাও কখনো আমার মনে উদয় হয়নি তা নয়—বিশ্বাস করতে পারো। কারণ আমি যতই অহঙ্কারী হই না কেন ভালেরের প্রতি যে সারা ভেতরে ভেতরে আসক্ত হ'তে পারে এ সত্যটির প্রতি আমি পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম।"

স্বপন বলল : "আপনা থেকেই সচেতন ছিলেন, না সচেতন হ'য়ে পড়তে হয়েছিল ?"

—"সচেতন হ'য়ে পড়তে হয়েছিল। কারণ ভালেরের সঙ্গে মিশলে আর কিছু না হোক একটা জিনিষ অসম্ভব হ'য়ে উঠতই উঠত। সেটার নাম : মনকে চোখ-ঠারা—বা খানিকদূর ভেবে বাকিটুকুকে জোর চাপা-দেওয়া। তার নিরঙ্কুশ চিন্তের তাড়নায় মুমূর্ষ জড়মেও যে বইত বিদ্যুৎ। কাজেই তার জীবন, দৃষ্টান্ত ও আলোচনার তোড়ের সামনে মামুলি স্বস্তির প্রতিষ্ঠা টলমল ক'রে না উঠেই পারত না। তা ছাড়া ভালেরের শুধু কথাই তো নয়। আমাদের সে-সমাজটা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সমাজ ছিল না—এটা ভুলো না। সে-সমাজের নিত্য অভাবনীয় যোগাযোগের মাঝে এ-কুসংস্কার বজায় রাখা সম্ভব ছিল না যে, একজন ছেলে বা মেয়ে একসঙ্গে একাধিক মেয়ে বা ছেলেকে ভালোবাসতেই পারে না। ও-রকম ধারণা বজায় রাখা যায় কেবল নিরালা অনভিজ্ঞ গৃহজীবনের স্বস্তিঠাসা কোণে।"

সন্ধ্যা বলল : "কেন ভালের বুঝি—"

—"উঃ, সে আর ব'লে কাজ কি ? তোমাদের বলিনি যে সব রকম উচ্ছ্বাস ও সেন্টিমেন্টালিটির ছিল সে যম-বিশেষ ? আর সে-বাজ কী তীব্রই না হ'য়ে উঠত যখন প্রেমের সম্বন্ধে কোনো উচ্ছ্বাস আমাদের কারুর মুখ ফসকে বেরিয়ে যেত। একনিষ্ঠতার কথা উঠলে তো আর

কথাই ছিল না। কথনো-বা সে হো হো ক'রে হেসেই উড়িয়ে দিত। কখনো-বা বলত : প্রেম—বুঝি,—কিন্তু তার আগে একনিষ্ঠ কথাটা জুড়ে অমন বৎসহারা গাভীর মতন গদগদ হ'য়ে উঠিস কেন বল্ তো? ব'লে বাঁকা হাসি চেপে সময়ে সময়ে গম্ভীর হ'য়ে বলত : মানুষের হৃদয়টাকে সদাসর্ব্বদা আঁকড়ে ধ'রে থেকে আমরা ওকে এমনি ছোট ক'রে দিয়েছি যে এখন একটু এদিক ওদিক চাইলেও দিতে হয় কৈফিয়ৎ।"

সন্ধ্যা বলল : "সারা বলত না কিছু—উত্তরে?"

—"সময়ে সময়ে মৃদু প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারত না ও তাকে সমর্থন করার জন্যে আমাকেও আসরে নামতে হ'ত। কিন্তু ঘুরে ফিরে বলতে হ'ত সেই মামুলি কথাটাই—যে, একজনের মধ্যেই প্রেমিক নানারূপে নিজের প্রেমকে উপলব্ধি করতেও পারে। বুঝলে না?"

সন্ধ্যা প্রীত হ'য়ে বলল : "বুঝলাম, কিন্তু উত্তরে আপনার বন্ধু কী বলতেন?"

—"বলত : দেখ্ পিয়ের, যখনি কাউকে এমনধারা কথা বলতে শুনবি তখনি বুঝবি—হয় বেচারীর 'দ্রাক্ষাফল-বিস্বাদ'-গোছের অবস্থা, না হয় প্রেমে বৈচিত্র্যরূপ দ্রাক্ষাফল যে কী বস্তু তাই সে কখনো জানেনি। নইলে স্বাধীনতা পেলে ও নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হ'লে যে-কোনো স্বয়ংবরা স্বেচ্ছায় একবরা থাকেন এ অত্যন্ত গাঁজাখুরি কথা।"

সন্ধ্যা ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে বসল : "কিন্তু ক্ষমা করবেন এটা কি একটু গায়ের জোরের কথার মতনই শোনাল না?"

তার কণ্ঠে ঈষৎ তীব্রতার আভাষ পেয়ে মসিয়ে বেনোয় তার দিকে তাকালেন। ক্ষণেও। কেবল আমা রইল মুখ নিচু ক'রে। সন্ধ্যা অপ্রতিভ হ'য়ে চোখ নামিয়ে নিজেই মসিয়ে বেনোয় স্নিগ্ধ স্বরে বললেন :

"প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হ'ত—কিন্তু হ'লে হবে কি, পরে যখন আমার অভিজ্ঞতার পরিসর বিস্তৃত হ'ল তখন দেখতে পেলাম যে, কথাটা শোনবামাত্র যতটা গায়ের জোরের-কথা মনে হয় সত্যি সত্যি ততটা গায়ের-জোরের-কথা নয়। কারণ তখন দেখলাম যে, মানুষ একজনকে ভালোবেসে পূর্ণ সার্থকতা কখনো পেতে পারে না। বৈচিত্র্য যদি জীবনকে সমৃদ্ধ করে প্রেমকে কেন করবে না বলো? অথচ প্রেম সম্বন্ধে আমরা সাময়িক প্রথা ও সংস্কারের নির্দ্দেশকেই একান্ত ক'রে দেখি। ভুলে যাই যে একনিষ্ঠতার আইডিয়া মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র—একটা সাময়িক ক্রমপরিণতি মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।"

সন্ধ্যা খোঁচা দিল: "কিন্তু তা হ'লে সারাই বা ভালেরের প্রতি আসক্ত হ'ল না কেন—রূপে গুণে, ব্যক্তিত্বে—সব তাতে অত বড় বীরশ্রেষ্ঠকে এত কাছে পেয়েও?"

মসিয়ে রেনার হেসে বললেন: "কিন্তু এ কি তোমার অন্যায় আবদার নয় সন্ধ্যা? নারী একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে বলার সন্দর্থ কি এই যে, যে-কোনো সুযোগ্য পুরুষকে দেখবামাত্রই সে আসক্ত হ'তে বাধ্য? না, রূপ গুণের তালিকে বা ফর্মূলে প্রেমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়? একটা হৃদয় যে কি-কি যোগাযোগে ক্ষেত্রবিশেষে আকৃষ্ট হয় আর ক্ষেত্রবিশেষে হয় না কেউ কি জানে? সারা ভালেরকে শ্রদ্ধাভক্তি ক'রেও তার প্রতি আসক্ত হয়নি, মানি। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে প্রেমের গতি একমুখী? না, বলা চলে যে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র রেনার নামধারী অদ্বিতীয় পুরুষের মধ্যেই সে-সব অনুকূল যোগাযোগ ছিল যার দরুণ সারা নাম্নী একটি নারী খুঁজতে পারত?"

সন্ধ্যা একটু বিপন্ন মুখে বলল : "কিন্তু—তবু—"

স্বপন বলল : "সন্ধ্যা, এবার গল্পের যায়গায় তর্কের অবতারণার জন্যে দায়ী কিন্তু তুমি—মনে রেখো।"

মসিয়ে বেনার ঘরের ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন : "বাস্তবিক—আর তর্ক নয়—গল্পটাকে এবার শেষ করতেই হবে। তবে ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না সন্ধ্যা—যেহেতু, অন্তত জুলিয়ার ক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নের একটা উত্তর মিলল ব'লে।"

আনা বলল : "আর কফি আনতে বলব ?"

—"না আনা, ধন্যবাদ। প্রায় ন-দশ পেয়ালা কফি খেয়েছি। হিসেব আছে ? বরং ঐ তামাকের থলেটা সরিয়ে দাও—পাইপটা ধরাই।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন : "Vous permettez ?"*

সন্ধ্যা ফিক ক'রে হেসে বলল : "Mais certainement." †

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "Mais vous parlez comme une dame de salon, vraiment !" ‡ সকলে হেসে উঠল।

জুলিয়া

পাইপটি ধরিয়ে মসিয়ে বেনার খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর ধীর সুরে বলতে লাগলেন : "ভালেরের মৃত্যুর পরে পাঁচ বছর চ'লে গেছে। তার পরে আরম্ভ—আমাদের জীবন-নাট্যের সেই অঙ্ক যা কাহিনীতে চিরপুরাতন অথচ অনুভবে চিরনূতন—অর্থাৎ যেখানে নায়িকা দুই ও নায়ক এক।"

* তুমি অনুমতি দিচ্ছ তো ধূমপান করতে ?

† নিশ্চয়।

‡ কিন্তু বাস্তবিক তুমি সাল'র মহিলার মতনই কথা বলছ যে !

ব'লে পাইপে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে লাগলেন: "এ পাঁচ বছরের মধ্যে আমার, সারার ও জুলিয়ার জীবনে কিছু গল্পে অবান্তর হ'লেও বাস্তবে গুরুতর ঘটনা অনেক ঘটেছিল। যথা, আমার ছবি-আঁকার উন্নতি করা ও নানা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাতে পারা, একটু একটু ক'রে খ্যাতিলাভ করা ও অর্থাগম হওয়া, "ওতাই" (Auteuil) পল্লীতে আমাদের একটি ছোট বাড়ি নেওয়া, নানা নতুন বন্ধুলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি। যেটা 'বাস্তর' সেটা হচ্ছে: এক, আমাদের সন্তানের মৃত্যু ও সারার মনঃকষ্ট; দুই, জুলিয়ার রোম, ভিয়েনা ও বার্লিন ঘুরে প্যারিসে ফিরে একটি কাবারে-র (cabaret) প্রধানা নর্তকী হওয়া।"

স্বপন ব'লে উঠল: "জুলিয়া! শেষে কাবারের নর্তকী!!"

সন্ধ্যা ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: "কেন?"

—"সে অনেক কাহিনী। বেচারি এ-পাঁচবছরে অনেক দুঃখই পেয়েছিল—কিন্তু কোথাও কোনো চাকরিতে টিঁকে থাকতে পারেনি। সেখানেই গেছে শেষটায় তার রূপই হয়েছে তার কাল। অবশ্য কয়েকটি ধনিপুত্র তাকে বিবাহ করতেও চেয়েছিল; কিন্তু বলা বাহুল্য, আলেক্সের পরে মামুলি ধনিপুত্রের স্বাদ তার ঠিক মুখরোচক লাগেনি। ফলে তারা ওকে নানা সূক্ষ্ম উপায়ে উৎপীড়ন করতে সুরু করে—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কাজেই চিত্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও তার বর্ণনা আপাততঃ স্থগিত রাখতেই হ'ল। এ-সূত্রে এইটুকু কেবল জেনে রেখো যে, এ পাঁচ বছরে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ও মনের গভীরতা দুইই এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তাকে আর সে-জুলিয়া ব'লে চেনবারই উপায় ছিল না।"

সন্ধ্যা সন্দিগ্ধস্বরে বলল: "স্বভাব কি বদলায় মসিয়ে?"

বৃদ্ধ বললেন: "বদলায় না! কে বলে? নিজের প্রতি অভিজ্ঞতাই তো পরিবর্তনের সঙ্গে কষ্টিবদল!"

সন্ধ্যা কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "জানি শেরি, তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে। কিন্তু, শোনো আগে। তা হ'লেই বুঝবে যে, জুলিয়ার পরিবর্তন হয়েছিল সত্যিই স্বভাবের, মাত্র উপরের ধরণ-ধারণ রঙ-ঢঙের ভোল-বদলানো না।" ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন: "কিন্তু অনেক বদলালেও আমাকে সে ভোলেনি। তাই বিপন্ন হ'য়ে শেষটায় আমার এখানেই ওঠে। বলে: কোনো স্থায়ী নাচের চাকরি চায়। কিন্তু ভালো যায়গায়।

"আমি ওকে খুব একটি ভদ্র কাবারের ম্যানেজারের কাছে যাই নিয়ে। যে-কারণেই হোক আমাকে তিনি একটু খাতির করতেন। তাই শুধু আমার সুপারিশে ওকে ভালো মাইনে দিয়েই রাখেন। সেই থেকে জুলিয়ার কৃতজ্ঞতার সুরু।" ব'লেই তাড়াতাড়ি বললেন: "কিন্তু কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল না, কেননা দুদিনেই ওর নাচগানের খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ল যে ম্যানেজারই হ'য়ে উঠলেন ওর কাছে কৃতজ্ঞ— দেখতে দেখতে।

"কিন্তু হ'লে হবে কি—এক মহামুস্কিল হ'ল: কাবারেতে রিহার্সাল প্রভৃতিও যখন তখন, লিলিকে দেখে কে? সাত-আট বছরের মেয়ে, একটু না দেখলেও চলে না অথচ ওর না ছিল দেখাশুনোর সময়, না গভর্নেস রাখার সঙ্গতি। এক কোনো বোর্ডিঙে রাখতে পারত, কিন্তু তা হ'লে আবার ইচ্ছামত মেয়েটিকে দেখতে পায় না। আপনার বলতে তো তার শুধু ঐ মেয়েটি। নীড়ও ঐ মেয়ে, আকাশও ঐ মেয়ে। বাঁধাও পড়তে ঐখানেই, ছাড়া পেতেও ঐখানেই।

"বলেছি, আমাদের শিশু কন্যাটি জুলিয়া আসার কিছুদিন আগেই মারা যায়। সারা পাগলের মতন হ'য়ে যায় ও শক্ত অসুখেও পড়ে।

অনেক কষ্টে তাকে সারিয়ে তোলা গেলেও তার হৃদয়টা কেমন যেন বৈরাগী হ'য়েই থাকত। ঠিক এই সময়ে জুলিয়া ও লিলি প্যারিসে আসে—যখন সারার বৈরাগ্য গভীর হ'য়ে উঠেছে।

"লিলিকে দেখেই তাই তার সুপ্ত মাতৃস্নেহ ওঠে জেগে—এক মুহূর্তে। জুলিয়ার লিলিকে কোথাও রাখার অসুবিধে দেখে সে তো হাতে স্বর্গ পেল ও প্রস্তাব করল ওকে সে-ই দেখবে শুনবে।

জুলিয়ারও দুর্ভাবনা দূর হ'ল। কৃতজ্ঞতায় সে কী কান্নাই যে কাঁদল! আহা!" ব'লে বৃদ্ধ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন: "তার কৃতজ্ঞতার সত্যি কারণও ছিল—সারার প্রতি। কেননা জুলিয়া জানত সারার মতন মা-র কাছে লিলির অযত্ন হওয়া অসম্ভব।" ব'লে বৃদ্ধ আবার একটু অন্যমনস্ক মতন হ'য়ে পড়লেন। পরে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বলতে লাগলেন: "লিলির দরুণ আমাদের গৃহদ্বার রইল জুলিয়ার কাছে সর্বদাই খোলা। সে ইচ্ছামত লিলিকে দেখতে আমাদের ওখানে যখন তখন আসত যেত ও যখনই ছুটি পেত সব ছেড়ে অনেক রাত অবধি আমাদের সঙ্গেই গল্পালাপে কাটাত, তার নানা gallant chevalier-দের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে, যে কারণেই হোক।"

সন্ধ্যা মৃদু হেসেই চোখ নিচু করল। বৃদ্ধ বললেন: "সন্দেহটা একটু তাড়াতাড়ি ক'রে বসেছ সন্ধ্যা, কারণ ঠিক এ-সময়ে আমার প্রতি তার সত্যিই নজর পড়েনি। যাক, শোনো।"

এক মুখ ধূম্রোদ্গীরণ ক'রে বললেন: "এই রকম ক'রে কয়েক মাসের মধ্যেই তার সঙ্গে আমাদের হ'ল আবার যেন একটা নতুন ক'রে ঘনিষ্ঠতা। এ-ঘনিষ্ঠতাটা গ'ড়ে উঠলও আবার বিচিত্রভাবে। আমার সঙ্গে তার বেশির ভাগ কথাই হ'ত, হয় নাচ গান আর্ট সম্বন্ধে, না হয় ভালোবাসার সম্বন্ধে। আর সারার সঙ্গে তার কথাবার্তা হ'ত, হয় গৃহস্থালী সম্বন্ধে, না হয় লিলির

সম্বন্ধে। ফলে আমি ও সারা দুজনেই জুলিয়াকে এমন একটা মূর্তিতে পেলাম ভালের বেঁচে থাকতে যে-মূর্তিতে পাওয়া সম্ভব ছিল না।"

সন্ধ্যা বলল: "কেন?"

—"বলিনি যে, জুলিয়ার রূপ গুণ বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, ভালেরের অসামান্যতা তাকে একটু ম্লান ক'রে রাখতই? হয়তো সেইজন্যেই সে ভালেরের জীবদ্দশায় নিজেকে ঠিক খুঁজে পায়নি। অসামান্য প্রতিভাকে ভালোবাসার একটু অসুবিধেও আছে তো।"

আনা জিজ্ঞাসা করল: "ঠিক কী অসুবিধে বলতে চাইছেন?"

—"আওতা। জুলিয়া ভালেরের দিকে চেয়ে থাকত যেমন সূর্যমুখী থাকে সূর্যের দিকে চেয়ে। ভালের তাকে অনেক সময়ে বলত অবশ্য একটু কম অনুগত হ'তে—কিন্তু তার পাশে আনুগত্য যে আমাদেরই স্বাভাবিক মনে হ'ত—প্রেমমুগ্ধা জুলিয়া তো জুলিয়া। তা ছাড়া ভালেরের ছায়ার মধ্যে তার নারীত্বের নানা পাপড়ি, নানা রঙ, নানা স্তবক বিনম্র হ'য়ে থাকতেই যেন ভালোবাসত, বাইরের আলোয় স্বাধীনভাবে ফুটবার উচ্চাশা দেখা দেবে কেমন ক'রে বলো?" ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "আর তাকে দোষই বা দেব কি—নারীর ভালোবাসার প্রকৃতিই যে এই, তুমি রাগ ক'রে ঠোঁট ফোলালে করব কি বলো শেরি? খোলা আকাশ বাতাসে না জমে তাদের অন্তরঙ্গতার সুর, না সার্থক হয় তাদের মেহাকাঙ্ক্ষার নিবিড়তা।"

সন্ধ্যা বলল: "আমার তর্ক পেয়েছিল আবার; কিন্তু—কাজ নেই আপনিই ব'লে যান। তর্কাতর্কি ক'রে রসভঙ্গ ক'রে দিতে চাই না। কেবল একটা জিজ্ঞাস্য।"

—"কী?"

—"আপনার কথা যদি সত্যি হয় তা হ'লে কি দাঁড়ায় না যে,

ভালেরির সংস্পর্শে এসে জুলিয়ার মোটের ওপর ক্ষতি বৈ লাভ হয়নি ? কারণ ভালের যত বড়ই হোক না কেন তার আওতায় যদি কোনো নারীর নারীত্ব বা স্বাতন্ত্র্যটুকুই যায় শুকিয়ে—”

—“আহা—হা—শুকিয়ে গিয়েছিল কে বলছে ? শেষ পর্যন্ত শোনোই আগে। তা হ'লে বুঝবে জুলিয়ার মধ্যে নারীত্বের যে-বিকাশ, যে-পূর্ণতা হয়েছিল—সে-পূর্ণতা লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'ত যদি না ভালের তার জীবন-পথে উদয় হ'ত। প্রেমের আত্মদানের মুহূর্তগুলি বাইরে থেকেই দেখতে স্তব্ধ। আসলে তো তা নয়। আসলে যে ঐ মুহূর্ত্তগুলোয়েই নারীর সুপ্ত নারীত্বের জড়িমা কেটে ভেতরে ভেতরে সে দলের-পর-দল মেলতে থাকে। ভালেরির কিরণে তার নারীত্বের বা স্বাতন্ত্র্যের এ রকম অনেকগুলি কুঁড়িই ভেতরে ভেতরে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিংবা এ-ভাবেও বলতে পারো যে, ভালেরির জীবদ্দশায় তার দলগুলিতে রঙের ছোঁয়াচ লাগছিল, তার মৃত্যুর পরে ফলল ফসল। এ-রকম ভাবে বললে হয়তো তুমি তুষ্ট হবে সন্ধ্যা, কি বলো ?”

সন্ধ্যা হেসে বলল : “গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি শিকড় ভোলে মসিয়ে, যে আমার প্রবোধে ভোলাচ্ছেন ? তবু আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি মেয়েদের মেয়েপনা সম্বন্ধে কয়েকটা মোলায়েম কথাও বললেন—to be thankful for small mercies আর কি।”

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : “তুমি যে দেখছি মেয়েদের মেয়ে বললে সাফ্রেজিষ্টদের চেয়েও রেগে ওঠো শেরি ?”—ব'লে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বললেন : “তবে বোধ হয় পর্দানশীনা যখন হঠাৎ বেপর্দানশীনা হন তখন এ-রকম ভাবে বেশি একটু ক্ষেপে না উঠলেই চলে না। তাই তোমায় হয়তো সাধুবাদই দিতে হয় এজন্যে—কি বলো ?”

সন্ধ্যা হাসিমুখে বলল : “সাধুবাদের পালা-গাওয়া এখন না-হয়

মুলতুবিই রইল—তার চেয়ে গল্পটাই বলুন। পৃষ্ঠপোষকতা চাল তো আছেই—বিশেষত পুরুষের মুখে।”

মসিয়ে বেনার খুব একগাল হেসে বললেন: “খুব যে এক হাত নিলে! যাক—নেও—তোমাদের সঙ্গে রসনা চালনে আমরা কবেই বা পেরেছি বলো? তাই কথা-কাটাকাটি রেখে গল্পটাই বলি—যেটো পারি।”

ব'লে পাইপটা একটু ভালো ক'রে ধরিয়ে বলতে লাগলেন: “শুধু ভিতরের স্বভাবেই নয়, বাইরে থেকে দেখতে গেলেও ভালেরের মৃত্যুর পরে জুলিয়ার পরিবর্ত্তন দৃষ্টি-আকর্ষণ না ক'রেই পারত না। ভালেরের পাশে সে ছিল হাস্যময়ী—চঞ্চলা—মুখরা অথচ নির্ভরশীলা। এ পাঁচ বছরে সে দুঃখও পেয়েছিল অশেষ আর তার ওপর তাকে নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেও হয়েছিল। ফলে তার হাসির মধ্যে ফুটে উঠেছিল—একটা স্তব্ধতা, কথার মধ্যে—প্রশান্তি, গতিভঙ্গির মধ্যে—সমাহিত দীপ্তি। ভালেরের পাশে তাকে মনে হ'ত এক [illegible] কাকলি, স্রোতস্বিনীর নৃত্য, অথচ লতার মতন কাউকে অবলম্বন ক'রেই সার্থক হ'তে চায় যেন। এ পাঁচ বছরে তার মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল যেন একটা হ্রদবক্ষের মৌনতা, সন্ধ্যাকাশের উজ্জ্বলতা, বনস্পতির আত্মনির্ভর। পাঁচ বছর আগে যে ছিল চটুলা, চপলা, নৃত্যদক্ষা কিশোরী মাত্র, এ কয় বৎসর পরে সে হ'য়ে উঠেছিল—রূপসী, ধীরা, নৃত্যশিল্পী পূর্ণ-যুবতী। ভালের বেঁচে থাকতে তার কথাবার্ত্তার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি মিলত কিন্তু আত্মপ্রত্যয় না, মতামত প্রকাশ করার ইচ্ছা দেখা যেত কিন্তু তর্ক ক'রে সে মতকে বজায় রাখতে পারার ক্ষমতা না। এ পাঁচ বছরে শুধু যে বুদ্ধির ধৈর্য্য ও চিন্তার শক্তি এসে তার এ-সব খুঁটিনাটি অপূর্ণতাকে পূর্ণ ক'রে দিয়েছিল তাই নয়—নিটোল বিকাশে সে হ'য়ে উঠেছিল যাকে

কোমল, জিজ্ঞাসায় সহিষ্ণু ও সবার উপর জীবনের নানা অসঙ্গতি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন।—তাই বলছিলাম: সে শুধু বাইরের রূপেই বদলায়নি তার ভিতরের প্রকৃতির মধ্যেও ঘটে গিয়েছিল একটা সত্যি বিপ্লব।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "কিন্তু সব চেয়ে মনোহর ক'রে তুলেছিল তাকে ভালেরের বিরহ। সর্ব্বদাই যে সে ভালেরের স্মৃতি-চারণে মগ্ন থাকত তা বলি না—কোনো প্রেমই অনন্তকাল ধ'রে শোক করতে পারে না—তবে ভালেরের স্মৃতি যে তার নিভৃত হৃদয়কে একটা স্নিগ্ধতায় ভ'রে রাখত এ-কথা বললে আশা করি তুমি খুসি হবে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "হতাম, যদি নিঃসন্দেহ হ'তে পারতাম যে, কথাটা আমাকে খুসি করবার জন্যেই বলেননি।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "না গো না—অত ভয় কোরো না। আমরা কমপ্লিমেন্ট-বিলাসী হ'লেও তাই ব'লে অতটা কপট নই জেনো।"

স্বপন হেসে বলল: "জানা আছে মসিয়ে, কাজ কি? তার চেয়ে গল্পটাই বলুন।"

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে উত্তর দিতে গিয়ে বললেন: "এর উত্তর মুলতুবি রইল, দেব পরে। এখন যে আমি ক্ষীণ ভাষী—ওদের সামনে।"

আনা বলল: "সর্ব্ব রক্ষে। যাক বলুন কাবারে-জীবন ত্বলেয়ার কেমন লাগছিল।"

বৃদ্ধ বললেন: "মন্দ না। তাকে দেখলে অবশ্য মনে হ'ত কিসের একটা আবছা বুভুক্ষাকে যেন সে লালন করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নর্ত্তকী-জীবনের পরিমণ্ডলের সঙ্গে সে নিজেকে যেন অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। তার একটা মস্ত কারণ ছিল এই যে, তার নাচ গানে সে ছিল সত্যিই স্রষ্টা ও কাবারের নানা উদ্ভাবন পরিকল্পনায় সে অনেকটা

সার্থকতা খুঁজে পেত। তার ওপর লিলি ছিল, আমরা ছিলাম ও আমাদের গৃহ ছিল তার জন্যে সর্ব্বদাই খোলা। ভালেরের অভাব এ-সবে না মিটলেও একটা নীড় মতন সে পেয়েছিল বৈ কি লিলিকে উপলক্ষ্য ক'রে।"

সন্ধ্যা বলল: "লিলিকে উপলক্ষ্য ক'রে—মানে?"

বৃদ্ধ বললেন: "তার জন্যেই তো ওর সুরু হয় যখন-তখন আমাদের বাড়ি আসার। বলতে গেলে লিলির কল্যাণেই তো সেও আমাদের ঘরকন্নার একজন হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তো অসময়েও এসে প'ড়ে করত উপদ্রব, না ব'লে-ক'য়েই ব'সে যেত আমাদের সঙ্গে বোহেমিয়ানদের মতন খেতে, করত লিলির সঙ্গে কত খেলা—কখনো বা রাত্রেও থেকে যেত লিলির ছোট্ট ঘরে। কিন্তু যাক সে-সব খুঁটিনাটির অধ্যায়। মোটের ওপর জেনে রাখো যে একটা গৃহ গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের তিনজন বয়স্ক, একটি শিশু ও একটি প্রকাণ্ড টেরিয়ার কুকুরকে নিয়ে। গৃহ যাকে বলে;—সে বোহেমিয়ান ক্লাবের নামগন্ধও আর ছিল না। শিল্পীর ডেরার সে 'ভালেরীয়' অগোছালো ভাবও গিয়েছিল উবে। খ্যাতি, অর্থাগম, অভিজ্ঞতা, নানা প্রবীণ শুভার্থী ও রাশভারি বন্ধুবান্ধব সব জড়িয়ে একটা সম্পত্তিপন্ন মধ্যবিত্তের—বুর্জোয়ার—সুশৃঙ্খল ঘরকন্না। তার মধ্যে আগেকার সে নিত্যনূতন হর্‌রা, আড্ডা, তর্কাতর্কির রস ছিল না, কিন্তু একটা একটানা স্নিগ্ধতার অভাব ছিল না। ঠিক এই সময়েই আমাদের ড্রামার সূত্রপাত।" ব'লে একটু থেমে বললেন: "কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ ড্রামাকে কথায় ফুটিয়ে তোলা—বিশেষ ক'রে দুঃখের কথায়।"

আনা বলল: "মুস্কিল কেন?"

প্রসিয়ে যেনার বললেন: "কি জানো আনা? জীবনে যা অসংখ্য

ছোটবড় ঘটনা ও নিত্যনূতন আকস্মিকতার মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে পলে পলে গ'ড়ে ওঠে—ঘণ্টাখানেকের কথাচিত্রে তাকে ফুটিয়ে তোলা বড় কঠিন। আর আমি তো কথাশিল্পীও নই যে—"

স্বপন বলল: "ভণিতা রেখে গল্পটাই বলুন। আপনি যে বাক্যাকুণ্ঠে ফরাসী নামের কলঙ্ক নন তা আপনি বেশ জানেন।"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন: "তোমরা ভাবছ আমি নম্রতা করছি? সত্যি না। জীবনে এমন ঘটনা কি দেখনি যা ঘটে অতি সহজে, অথচ কেমন ক'রে ঘটল ব'লে বোঝানো দায়? কিন্তু তবু বলি যেমন পারি, উপায় কি?"

ব'লে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন। পরে বললেন: "তোমাদের বলেছি মনে আছে বোধ হয় যে জ্যাকেলের মৃত্যুর পর থেকে জুলিয়ার প্রতি স্যারার সে-আগেকার বিমুখতা প্রায় উবে গিয়েছিল। এই 'প্রায়' কথাটা এখানে বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার। কারণ এ-ধরণের বিমুখতা 'সম্পূর্ণ' উবে কখনই যায় না—কেবল অবস্থা বিশেষে কমে বাড়ে মাত্র।"

সন্ধ্যা বলল: "কেন?"

—"কারণ, ঐ যে বলছিলাম না, সব রকম বিমুখতাকে জয় করা যায়, যায় না কেবল বর্ণগত বংশগত বিমুখতাকে যাকে বলে জাতপনা বা 'কাস্ট্'।"

—"কিন্তু য়ুরোপে তো ঠিক এ-ধরণের 'জাতপনা' নেই, শুনি?"

মসিয়ে বেনার ব্যঙ্গ হেসে বললেন: "ও-কথা তোমাদের বুঝিয়েছে কে? তোমাদের গুরু ইংরেজ ত!"

—"মানে এখানেও জাত-টাত আছে বলতে চাচ্ছেন?"

—"না থেকে পারে? কেবল যে মানুষের মনের পরতে পরতে

গাঁথা সন্ধ্যা! তোমাদের জাতিভেদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার তফাৎ যদি কিছু থাকে সেটা বাহ্য নিয়ে, ভেতরটা নিয়ে না। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এ-ভেদটা প্রকাশ করার রীতি খাওয়া-ছোঁয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফলাও ক'রে ধরে না—একটু সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এইমাত্র। তাই ব'লে আমাদের মধ্যে জাতিভেদই নেই? বাপ রে! কোন্‌দিন শুনব আমাদের দেশে গতানুগতিকতাও নেই!"

স্বপন বলল: "ঐ-জাতিভেদের ফল কী ধরণের হ'ল বলছিলেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "বলতে যাচ্ছিলাম যে, জুলিয়া নাচে গায় তার এ-অপরাধও হয়তো সারা ক্ষমা করতে পারত যদি তার জন্মটা ঠিক মতন হ'ত।"

আনা বলল: "মানে?"

বৃদ্ধ বললেন: "অর্থাৎ জুলিয়ার বাবা ছিলেন petit bourgeois —যাদের স্থান মধ্যবিত্তের একটু নিচে এ-কথা সারা তার জীবনের শেষ দিন অবধিও বোধ হয় ভুলতে পারেনি। সে বুঝত অবশ্য যে এ-বিদ্বেষটা তার কুশ্রী, কাজেই সাধ্যমত একে খুব ঢেকেঢুকেই চলত। কিন্তু তবু তার নানান্ ছোটখাট কথায় আকারে-ইঙ্গিতে অতর্কিতে বেরিয়ে পড়তই যে, জুলিয়া যে কাবারের নর্ত্তকী হ'তে পারল তাও মূলতঃ ঐ বংশকৌলীন্যেরই অভাবে।"

স্বপন সন্দিগ্ধ সুরে বলল: "সত্যিই কি বংশকৌলীন্য বলতে সারা কুলগৌরব বুঝত বলতে চান?"

বৃদ্ধ বললেন: "ভাবতে প্রথমে যে আমারও একটু বাধেনি, বলি না। কিন্তু তার কারণ সে সময়ে সংসারটাকে তত কাছ থেকে দেখিনি। পরে দেখেছি যে মানুষের-প্রতি-মানুষের বিমুখতার মূল কত সময়েই লুকিয়ে থাকে এই জাতিগত অভিমানের অবচেতন-রাজ্যেই।"

আনা বলল : "অবচেতন কেন ?"

বৃদ্ধ বললেন : "চেতন মনে এ-স্বীকৃতি সহজে ঠাঁই পায় না ব'লে। হয়ো না কেন, জুলিয়া যে আলন্জোকে তার দেহ দান করেছিল এজন্যেও সারা দায়ী করত প্রধানত তার ঐ বংশকৌলীন্যের অভাবকে, যদিও এ-কথা সে মুখে স্বীকার করত না।"

সন্ধ্যা ব'লে বসল : "তবে এটা আপনারা সিদ্ধান্ত ক'রে নিচ্ছেন কি আপনাদের ঐ অভ্রান্ত বিশ্লেষণমূলক অণুবীক্ষণ দিয়ে ? বাবা বলেন:—ওয়ার্ডসওয়র্থ ব্যঙ্গ করেছিলেন বৈজ্ঞানিকদের—তারা মা'র কবরের ওপরে botanize করে ব'লে। আপনারা তাদেরও হার মানাতে চান বোধ হয়—হরদম মানুষের মনটাকে তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করতে মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়ে।"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন : "কথাটা বেশ দিয়ে বলেছ ভালো বটে দেখি, কিন্তু যেখানে মানুষের আচরণ সরল চেতনার কোঠায়ই আসেনি সেখানে এ-ধরণের অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদের আলোর কাছে হাত না পেতে মানুষ করে কি বলো।" ব'লে গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "কিন্তু এটা আমার নিছক অনুমানই নয় : সারা প্রথম প্রথম যখন খুব বিরক্ত হ'ত তখন জুলিয়ার স্খলন সম্বন্ধে কটাক্ষ ক'রে বসতই—কেননা একে তাদের স্খলন মনে না করলেও সে না ক'রেই পারত না। আর এ কটাক্ষ ছিল মূলতঃ জুলিয়ার বংশের 'পরেই। অর্থাৎ জুলিয়া অতি ভদ্র ঘরে জন্মালে সাক্ষাৎ ভালেরকে পাওয়ার পরে আলন্জোর ছায়া মাড়াতেও পারত না—এই ইঙ্গিত আর কি।"

স্বপন বলল : "এ-ধরণের অনুদার কটাক্ষ করত সারা ? তা হ'লে ভালেরের ভাব তার মনের ওপর কতটুকু কাজ করেছিল বলুন ?"

বৃদ্ধ বললেন : "বলেছিলাম না, এ হ'ল খানিকটা অবচেতনের

রাজ্য? ভালেয়ের কিরণ চুঁইয়ে চুঁইয়ে সে-রাজ্যে পৌঁছবার যথেষ্ট সময় যে পায়নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বুর্জোয়াদের মনটির সবিশেষ পরিচয় তো জানোনি মনামি। অপরকে তারা অম্লানবদনে বিচার করে যে কতরকম সূক্ষ্ম জাতিভেদের কলঙ্ক চাপিয়ে!" ব'লে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর ধরলেন: "আর মজা এই যে, জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা এই সভ্যতার অভিমানের 'পরে হ'লেও বেচারা আমরা বুঝি না যে নিজেদের এই যে রেসপেক্টাবিলিটির প্রসাদলোভ, এই যে ঠাট বজায় রাখার দুর্দম চেষ্টা, এই যে সুশীলতার কাঠামোর 'পরে এতটুকু আঘাত পড়লেও ক্ষেপে-ওঠা—এ বিষয়ে আমরা এখনো ভেতরে ভেতরে সেই আদিম বর্বরই আছি। তফাৎ এই যে, আদিম বর্বর মরীয়া হ'য়ে ওঠে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষাকৃত স্থূল কাঠামোকে অক্ষত রাখবার জন্যে, আর আমরা ক্ষেপি—তার চেয়ে একটু সূক্ষ্ম কাঠামোকে আইন অনুশাসন বিধিনিষেধ দণ্ড প্রভৃতি নিয়ে অটুট রাখতে।" ব'লে একটু থেমে স্বপনের পানে তাকিয়ে বললেন: "এ আমার একটুও বাড়িয়ে বলা নয় সেন। এটা আরও বেশি বোঝা যায় ঐ 'উপজাতি'-বাদের মনস্তত্ত্বের কোঠায় এলে—যদিও এ-কথায় সন্ধ্যা হয়তো ফের আপত্তি করবে আমি বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদের অণুবীক্ষণ লাগাচ্ছি ব'লে।"

সন্ধ্যা বলল: "না-হয় তা করব না উপস্থিত। কিন্তু উপজাতিবাদের মনস্তত্ত্ব বলতে কী বুঝছেন আপনি—একটু খুলে বলবেন?"

বৃদ্ধ চিন্তিতস্বরে বললেন: "কি জানো? জাতিভেদের কল্যাণে লর্ডের মেয়ে দিনমজুরের মেয়েকে হতশ্রদ্ধা করতে পারে প্রকাশ্যেই; কিন্তু উপজাতির ততটা জোর নেই, তাই ডিউকের মেয়ে লর্ডের মেয়ের সঙ্গে বনিবনাও ক'রে চলতে বাধ্য অথচ পারেও না—বুঝলে কি?"

সন্ধ্যা বলল: "আপনি বলতে চাইছেন বোধ হয় এই কথাটা যে

জাতে জাতে তফাৎ যেখানে বেশি স্থূল দৃশ্যমান—সেখানে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করতে বাধলেও সমাজে দোষ দেয় না, কিন্তু ডিউক ও লর্ডের মধ্যে যে-তফাৎ সেটা সূক্ষ্মতর হওয়ার দরুণ উপরওয়ালা দূরে-দূরে থাকতে চাইলে লোকে দোষ দেয়—অথচ তবু সে কিছুতেই নিজেকে খাটো করতে পারে না নিম্নতর শ্রেণীর সঙ্গে মিশে।”

বৃদ্ধ খুসি হ'য়ে বললেন: “তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে দেখি—এ আমি নতমস্তকে মেনে নেব।”

সন্ধ্যা প্রীতস্বরে হেসে বলল: “ধন্যবাদ মসিয়ে। দেখেও সুখ হয় যে, সময়ে সময়ে পুরুষরাও মেয়েদের কথায় সুখ পায়।” সবাই ওঠে হেসে।

হাসি থামলে স্বপন বলে: “এ যে আমাদের মধ্যেও আছে মসিয়ে, তাই খানিকটা বুঝি বৈ কি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ হ'ল মোটা বিভাগ—তাদের মধ্যে রেষারেষি তো আছেই—কিন্তু ওদেরও প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যে আছে যে আবার কত রকম ভাগ পংক্তি চুলচেরা সীমারেখা—উঃ! অথচ সে-সব রেখা অতি সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও অতি প্রবল—কেননা তারই ভ্রূকুটিতে বিবাহ তো বিবাহ, অনেকক্ষেত্রে জলাচারও নেই—এইসব বিচ্ছিন্ন উপজাতিকদের মধ্যে। কিন্তু এটা হয়তো আপনারা বুঝবেন না হাড়ে হাড়ে যেমন আমরা বুঝি—যেহেতু এত কড়াকড়ি আপনাদের অনুশাসনেও নেই।”

বৃদ্ধ হেসে বললেন: “ভুল মনামি, ভুল। সবই আছে, নেই যেটা সেটা বলছিলাম না, বাহ্য—একেবারে বাহ্য। অর্থাৎ এই বাইরের ছুৎমার্গ। কিন্তু অন্তরে আছে কায়েম হ'য়ে ঠিক অমনি-ধারাই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-বিচার। তাই যখন দেখি তোমাদের জাতিভেদের জন্যে তোমাদের কেউ দোষ দিয়ে সাব্যস্ত করতে চায় যে, য়ুরোপীয়েরা এ-বিষয়ে কত উদার

—তখন আমি মনে মনে হো হো ক'রেই হাসি। কারণ এ অনাচার বা ছোঁওয়া-ছোঁওয়িতে কতটুকু যায় আসে বলো দেখি যদি ভেতরে থাকে উঁচুর অবজ্ঞা নিচুর প্রতি ও নিচুর সমীহ উঁচুর প্রতি ?"

আনা বলল : "জুলিয়াও বুঝি সারাকে এম্‌নি ধরণের সমীহ করত—?"

বৃদ্ধ বললেন : "হাঁ। আর সেটা সংসারের হালচাল যখন বুঝতাম না তখন, প্রথম প্রথম আমার সত্যিই আশ্চর্য্য লাগত। কেননা সারার চেয়ে সে নানাদিকেই ছিল শ্রেষ্ঠ ; রূপে, গুণে, আচরণের চটকে, বুদ্ধির লাবণ্যে—এক কথায় তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিতে। কিন্তু তবু মনে মনে তার ছিল একটা অনপনেয় ঈষৎ ত্রস্ত সম্ভ্রমের ভাব সারার প্রতি—যাকে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বলতে পারছি না শুধু সন্ধ্যার ভয়ে, পাছে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদের পারিভাষিকেও রেগে আগুন হ'য়ে ওঠে।"

সন্ধ্যা নরম হ'য়ে বলল : "রাগ করতাম না যদি না আপনারা এ ব্যবচ্ছেদ বিশ্লেষণ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতেন, যদি সংসারের সব সম্বন্ধকেই এই নিষ্করুণ বিচারের তীব্র আলোয় তেড়াবেঁকা ক'রে না দেখতেন।"

বৃদ্ধ তাঁর একটি হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "একেই আমরা বলি সেন্টিমেন্টালিটি শেরি, রাগ কোরো না। কেননা এ আসলে নিষ্করুণতা-বিরাগ নয়, এ হ'ল ভয়।"

সন্ধ্যা বলল : "ভয় ?"

বৃদ্ধ বললেন : "সারার মধ্যে এ-ভয় ছিল খুবই বেশি ব'লেই আমি জানি এর স্বরূপ। নইলে এত জোর ক'রে বলতাম না এ-কথা।"

সন্ধ্যা ভ্রূভঙ্গে বলল : "আপনারা জোর ক'রে বললেই বুঝি মেনে নিতে হবে অবলাদের ?"

বৃদ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন : "রাগ করো কেন শেরি ?"

সন্ধ্যা তেমনি উষ্ণ সুরেই বলল : "করব না কেন তাই বলুন আপনি আগে। যা অনুভবের বস্তু তাকে বলেন আপনারা সেন্টিমেন্টালিটি, কেননা নিরাবেগ তোল-বাটখারায় তাদের ওজন করা যায় না। শুধু এই না, আপনারা সব পবিত্র সুন্দর সম্বন্ধকেই দাঁড় করাবেন আপনাদের বৈজ্ঞানিক কাঠগড়ায় আসামীর মতন ক'রে। কী ? না, তন্ন তন্ন ক'রে বে-আব্রু ক'রে তাদের দেখতে হবে—যেন তারা সাসপেক্ট। বিচারের আলোর ফোকাস—"

বৃদ্ধ তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে স্বর নরম ক'রে বললেন : "আমি মানি শেরি, যে বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করছে—যা বৈজ্ঞানিক সন্ধানপদ্ধতির অধিগম্যই নয় তাকেও ঐ এক মাপজোখের পদ্ধতি দিয়ে ওজন করতে গিয়ে—যাকে বলছ বে-আব্রু করতে চেয়ে। আব্রু জিনিষটার মধ্যে যে একটা শীলতা আছে এ-ও আমি মানি—কোন্ শিল্পী না মানবে বলো ? কিন্তু তবু একটু ধীর চিত্তে ভেবে দেখলে কি মনে হয় না যে, যদি কোনো সম্বন্ধ সত্যিই পবিত্র বা সুন্দর হয় তবে তা এ-ধরণের সদা-সঙ্কট ভীত আব্রুর অপেক্ষা রাখতেই পারে না ?"

সন্ধ্যা উষ্মার সুরে বলল : "ভয়ের প্রশ্ন এখানে আসেই না।"

বৃদ্ধ আরও নরম সুরে বললেন : "ধীরে শেরি, ধীরে। আবেগ শিল্পসৃষ্টিতে অনবদ্য, কিন্তু সত্য-নির্দ্ধারণে আলোর নামে পরিবেশন করে উত্তাপই। শান্তভাবে ভেবে বলো তো এ ভয় ছাড়া আর কী ? যা সুন্দর বা পবিত্র বা সাঁচ্চা তা কেন এমন শিহরণ তুলবে—বিচারের আলোর ফোকাসে আসতে ?—তা ছাড়া এ আলো-অসহিষ্ণুতা কি এক

দিকে দেখতে গেলে অশ্রদ্ধাই সূচনা করে না তোমারই ঐ সুন্দরের পবিত্রের প্রতি ?"

সন্ধ্যা ঈষৎ বিস্মিত সুরে বলল : "কেমন ক'রে ?"

মসিয়ে বেনার প্রায় নবনীর মতন নরম সুরে বললেন : "কেমন ক'রে নয়—তাই বলো তো। একটু নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখলে চোখে পড়ে না কি যে, এ-আলো বিরাগের মূলে আছে একটা নিহিত আশঙ্কা পাছে আলো সব ফাঁশ ক'রে দেয়—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যে, যাকে সুন্দর বলি পবিত্র বলি তারও গায়ে লিপ্ত হ'য়ে আছে গ্লানি ও অশুচি ? যে সুন্দরকে পবিত্রকে সত্যিই শ্রদ্ধা করবে তার মনোভাব কি হবে এমনি ধারা কুণ্ঠিত, না হবে নিঃশঙ্ক—বেপরোয়া।"

সন্ধ্যা চুপ ক'রে ভাবতে লাগল।

বৃদ্ধ ব'লে চললেন : "তা ছাড়া শেরি, সুন্দরকে পবিত্রকে কুশ্রী ও পাপের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই না মঞ্জু, পুণ্য, শুভ্রের [illegible] অর্জন করতে হবে। যে সতী ঘরেই বন্ধ রইল আজীবন তার [illegible]ত্বের দাম কতটুকু বলো তো ?" ব'লে বৃদ্ধ সন্ধ্যার মুখের দিকে একটু চুপ ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলেন। কিন্তু তাকে তেমনি চিন্তামগ্ন দেখে ফের বললেন : "এ-ও আমার প্রধান যুক্তি নয় আলোর স্বপক্ষে, বিচারের স্বপক্ষে। আমার প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে, এটা একটা স্বতঃসিদ্ধেরই কাছাকাছি যে সত্যের সন্ধান স্বয়ংসিদ্ধ—সব স্থলেই, সব ক্ষেত্রেই।"

সন্ধ্যা বলল : "মানে ?"

বৃদ্ধ বললেন : "মানে, শান্তি সৌন্দর্য্য সুখ সুবিধা কোনো কিছুকেই বজায় রাখতে চেয়ে সত্যসন্ধানীকে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া চলবে না—অর্থাৎ যদি সত্যিকার সভ্যতা কাম্য হয়। কারণ অন্তত এ-যুগের সব চেয়ে বড় বাণীই বোধ হয় এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জিনিসকেই দেখবার বোঝবার

জানবার অধিকার—সভ্য মানুষের জন্মস্বত্ব : তা দূরবীক্ষণ দিয়েই হোক বা অণুবীক্ষণ দিয়েই হোক, এক্স-রে দিয়েই হোক বা তুলাদণ্ড দিয়েই হোক, সহজ বোধ দিয়েই হোক বা ষ্ট্যাটিসটিকসই দিয়ে হোক। সুন্দর পবিত্রের দল যদি এ-আলো সইতে না পারে তবে তাদের সিংহাসনকে কোনো উচ্ছ্বাসী বংশদণ্ডেই খাড়া রাখতে পারবে না—কাব্যের মুগ্ধক্রন্দনেও না, গোঁড়ার বজ্রগর্জ্জনেও না। কেননা, ঐ যে বললাম, সব রকম আলোই তার নিজের এলাকায় স্বয়ংসিদ্ধ—তাকে নাকচ করার না আছে মানুষের অধিকার, না শক্তি।" বলতে বলতে তাঁর কোমল সুরের স্থলে ফুটে ওঠে ফের তাঁর অভ্যস্ত ধারালো হাসি। "এ যে যুগধর্ম্ম শেরি, করবে কি? এ-যুগে আড়ালের আওতায় থেকে বড়র দাবি করা চলবে না আর।"

আনা বলল : "এ-কথাটা আপনার খুবই সত্যি মসিয়ে। সর্ব্বজ্ঞিৎশী কুৎসার আনাতোল ফ্রাঁস বোধ হয় এইজন্যেই এত ব্যঙ্গ করতেন ঘোমটাকে, বলতেন যে মানুষ সুন্দরীকে চায় ঘোমটা পরাতে—ঘোমটা খুললেই তার খ্যাতির খতম হবে ব'লে।"

মসিয়ে বেনার উৎসাহিত হ'য়ে বললেন : "এই—এই, এই কথাই তো আমিও বলি আনা, আক্রর বিপক্ষে। এ যে যুগধর্ম্ম, উপায় কি? এ-যুগের মানুষ যে চাইবেই না এমন অপলকা সুন্দরীকে যার সৌন্দর্য্য রূপধন হয় অবগুণ্ঠনেরই প্রসাদে। সে মালা দেবে কেবল তাকেই যে ঘোমটা খুললেও থাকবে মোহিনী।"

স্বপন বলল : "কিন্তু সব সৌন্দর্য্যই কি অমিশ্র আলোয় ফোটে মসিয়ে? খানিকটা ছায়ারও অপেক্ষা রাখে না কি? আনাতোল ফ্রাঁস নিছক ব্যঙ্গই করেন কি ঘোমটাকে, তার স্বপক্ষেও বলেছেন যে, সৌন্দর্য্য জিনিষটার অনেকখানিই সৃষ্টি করে কল্পনা। আর কল্পনা মানুষের লজ্জা নয়—গৌরবই।"

সন্ধ্যা উৎসাহিত হ'য়ে বলল: "ধন্যবাদ সিসি, আমিও এই কথাটাই বলতে এতক্ষণ যুক্তি হাতড়াচ্ছিলাম যেন।" ব'লে মসিয়ে বেনারের দিকে চাইল বিজয়িনীর মতন।

মসিয়ে বেনার চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন: "তোমাদের কল্পনা-বিলাসকে আমি নামঞ্জুর করতে চাইনি। সৌন্দর্য্যের রাজ্যে তার একটা স্থান আছে এ-ও মানি। কিন্তু কি জানো? সৌন্দর্য্য মানুষের হাতে এসেছে আর্টের রাজ্যে—যে-রাজ্যে, সবাই জানে, মিথ্যারও স্থান আছে। তাই অসুন্দরকে কুৎসিতকেও খানিকটা শ্রী দেওয়া যায় বৈ কি কল্পনার যাদুতে। লোলচর্ম্মা কুব্জাকে দেখতে সুন্দর লাগে না, কিন্তু আঁকলে সুন্দর লাগে বৈ কি, খানিকটা—যদিও তাই ব'লে সব বিষয়কে সমান সুন্দর করা যায় না এঁকে—বিষয়-বস্তুর গুণে সৌন্দর্য্যেরও তারতম্য হবেই হবে। কিন্তু সে তর্ক থাক। আমি এক্ষেত্রে ঠিক আর্টের প্রসঙ্গ টেনে আনতে চাইনি—এ-কথা বলেছিলাম আমি জীবনের প্রসঙ্গে—কি হচ্ছে ঘটছে তারই বিচার বিশ্লেষণ করতে। আমি চেয়েছিলাম বলতে যে, বাস্তব জীবনে আলোসম্পাতের ফলে সুন্দর অনুভূতির লাভ বৈ লোকসান নেই। আমার বক্তব্য ছিল: সত্য-অনুসন্ধানের রাজ্যে আলো বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদ এরা খতিয়ে বন্ধুই হ'য়ে দাঁড়ায়, শত্রু না, যদি না ঘোলো উচ্ছ্বাস ও কাঁচা আবেগ পথ না আগলায়।"

সন্ধ্যা বলল: "ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?"

মসিয়ে বেনার পাইপ টানতে টানতে খানিকক্ষণ ভাবলেন, পরে বললেন: "কি রকম জানো? একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো কথাটা পরিষ্কার হবে একটু। ধরো, জুলিয়া যে ভালের ও আলন্জো দুজনকেই একসঙ্গে ভালোবাসত এ-কথা সে নিজেই স্বীকার করত। আমরাও যুক্তি দেখাতাম কেমন ক'রে এটা খুবই স্বাভাবিক হ'তে পারে। কিন্তু

যখন এটা হয়েছিল কি না বা হ'তে পারে কি না বিচার করছি তখন আবেগ বা ধারণার সংস্কার হ'ল অবান্তর, বটে তো? কিন্তু সান্ত্রা এ কথা বুঝত না। সে সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে যুক্তির সঙ্গে তার মেয়েলি আবেগ ও উচিতবোধকে এমন জড়িয়ে ফেলত যে আমাদের হ'তেই হ'ত নিরুত্তর।"

সন্ধ্যা বলল: "নিরুত্তর কেন?"

বৃদ্ধ বললেন: "যুক্তির ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষেত্রেও যে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে বলত যে এ-সব বিচারই হ'ল ভালগার, যেহেতু নারীর ভালোবাসা কেন, তার অনুভূতি কেন, তার দেবতা আলোর পার, তার অন্তর্যামী অনুবীক্ষণ বিচার বিশ্লেষণের নাগালের বার—আরও এমনি-ধারা কত ভয়কাতুরে কথা—ভঙ্গুর সুন্দর তেজস্বী-ঢঙে বলা আর কি।"

সন্ধ্যা তীব্র সুরে বলল: "কক্ষনো—"

মসিয়ে বেনার সুর একটু খাদে নামিয়ে হেসে বললেন: "রুষ্ট না হ'য়ে ফের একটু শান্তভাবে ভেবে বলো তো সন্ধ্যা, যে সোনা যখন নিখাদ হয় তখন কি সে অ্যাসিডকে ভয় করে?—না, বলে যে, আলো তীব্র হ'লেই সে ভালগার হ'য়ে ওঠে—পরীক্ষার শিক্ষা শুদ্ধ হ'লেই সে নিন্দনীয় হ'য়ে ওঠে? বলো তো, এ-সব যুক্তি যে দেয় সে কি সোনার স্বর্ণাংশটুকু, না তার ভীতু খাদের ভাগটুকুই? আসলে এরাও বাঁচতে চায় ব'লেই কি নানান উচ্ছ্বাসী যুক্তির অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে অ্যাসিডকে দুষ্ট দুর্জন ব'লে প্রচার করে না? যেখানে বাইরে আস্ফালন বেশি সেখানেই জেনো ভেতরে ভয় আছে বাসা বেঁধে। আর যেহেতু সব দেশেই মেয়েদের মধ্যে এই ভয়টা বড় বেশি সেহেতু, তারাই সব আগে রু'খে ওঠে—যেমন সান্ত্রা উঠত—তাদের প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে এতটুকুও আলোচনা করতে গেলে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তারা বলেই বলে যে, পবিত্রকে ছুঁতে গেলেই সে হ'য়ে ওঠে অপবিত্র। হাসির কথা নয় এটা?"

সন্ধ্যা উদ্দীপ্ত সুরে বলল : "মোটেই না। বিচার অনুসন্ধান এ সবকে আমরা, মেয়েরাও, অস্বীকার করি না। আমরাও জানি সভ্যতায় এদের দাম কত। কিন্তু তাই ব'লে যে যা ইচ্ছে বলবে আমাদের প্রেম অনুভূতি সম্বন্ধে আর আমরা মুখ বুজে স'য়ে থাকব? বা রে যুক্তি! মেনে নিতেই হবে যে, বিচারের অ্যাসিডকে ভয় করার দরুণই মেয়েলি আব্রুর সৃষ্টি? মাফ্ করবেন মসিয়ে, পুরুষরা এ-সব ব্যাপারকে যে চোখে দেখে তাই যে চরম দেখা এটা এখনই প্রমাণ হয়নি। মেয়েদের কথা হ'ল এই যে, যা সুন্দর যা শোভন, যা পেলব যা সুকুমার তা দরদের স্বীকৃতির আনুকূল্যের অপেক্ষা রাখে। অন্তত শুধু বিচারের দৃষ্টিতে তাদের বোঝা যায় না কখনই। তা ছাড়া—" বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আরও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। বলে : "তা ছাড়া অনুভব যেখানেই বিকাশ পেয়েছে সেখানেই যে সে সূক্ষ্মের কোঠায় পড়ে, আর সূক্ষ্মের এক্তিয়ার আছেই আছে—স্থূল ব্যবচ্ছেদের আলোতে আপত্তি করার।"

মসিয়ে বেনার তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে সুর আরও এক পর্দা নামিয়ে বললেন : "অত উত্তেজিত হোয়ো না শেরি। আমি এ কথা কখনই বলি না যে নির্জলা বেদরদী বিচারের আলোর কোমল অনুভবের জগৎকে ঠিক মতন পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব। আমি এ-ও মানি যে, সূক্ষ্ম অনুভবের একটা আভিজাত্য আছেই যা আর যাকেই বরদাস্ত করতে পারুক না কেন, ভালগারিটিকে সইতেই পারে না। এমন কি, এ-ও আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে, বিচারের শাবল দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে সত্য সুন্দর বা স্নেহ প্রীতি ভালোবাসার পরম মর্মস্থলে পৌঁছন যায় না। কিন্তু অসত্য ভালোবাসা—বা প্রতি ভালোবাসার মধ্যে মেকিটুকুকে তো সে বিঁধতে পারে। খাঁটি প্রেম খাঁটি অনুভবের এতে ভয়ের কারণ তো নেইই বরং আনন্দেরই কারণ আছে—নিষ্করুণ আলো

নামলে ঝুটো থেকে সাঁচ্চার তফাৎ কোন্‌খানে স্পষ্ট ধরা পড়বে ব'লে। আর এ প্রভেদটুকু স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার প্রয়োজন আছেই আছে। সুন্দর সুন্দর ব'লেই যে সে চায় না—অসুন্দরের পাশাপাশি থাকতে। কাজেই বিচারের আলো তার আভিজাত্যকে অস্বীকার করে না—পূর্ণোৎসাহেই স্বীকার করে। তা ছাড়া সুন্দরকে যে সত্যি চায় সে কি খুসি না হ'য়ে পারে শেরি—যখন ঝাপসা আলোর মিথ্যা পরিপ্রেক্ষিতে যাকে দেখায় মোলায়েম, তীব্র আলো এসে দেখিয়ে দেয় সে আসলে কত কুশ্রী, কত বন্ধুর? কি জানো? বিচারের দৃষ্টিকে তার যথাযথ মূল্য দিলেই সব গোল চুকে যায়। মানুষ এইটে বুঝত না—শুধু মানুষ কেন—প্রায়ই মেয়েরা বোঝে না এই সাদা কথাটা। তাই চায় না যে তাদের প্রেমকে কেউ বিশ্লেষণ করুক। কিন্তু একে সুকুমারমতি বলে না, বলে obscurantism—ঝাপসা-বিলাস।"

স্বপন বলল: "কিন্তু বিশ্লেষণ যদি স্বভাব বেদরদী হয়—যেমন অনেক ক্ষেত্রেই হ'য়ে থাকে—তবে তারা চাইবেই না কেন নিষ্কলুষ আলো-বিলাস?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "চাওয়া কঠিন মনামি, জানি। কিন্তু সত্য যদি কাম্য হয়, মেকি জাল ভেলকে বাদ দেওয়া যদি সভ্যতার একটা দাবি হয় তবে চাওয়া উচিত নয় কি?"

আনা বলল: "তবে যে বললেন আভিজাত্য—"

মসিয়ে বেনার বললেন: "সত্যিকার অভিজাত কাকে বলো আনা? যে অনভিজাতের সঙ্গে ঘর করতে চায় তাকে, না যে বলে আমার খাঁটি থাকার জন্যেই চাই আমার পূর্ণ আত্মপরিচয়—চাই নয় সত্য—হাঁকে? অভিজাতের স্বধর্ম ভয় নয়—তেজস্বিতা। বটে তো? তা হ'লে বলো শেরি, তেজস্বী কে? যে বলে যে মহৎ কিছু কোনো তেজস্বিতাতেই

অমহৎ হয় না সে? মা যে বলে, আমার মহত্ত্বের বাজার-দরকে যাচাই ক'রে কমিয়ে দিয়ো না—সে?"

ব'লে একটু বাঁকা হেসে বললেন: "আনা, যেখানে আভিজাত্য হয় নকল—যেমন হঠাৎ নবাবদের ক্ষেত্রে—parvenu-দের ক্ষেত্রে—সেখানেই তার সর্ব্বদাই ভয় করে পাছে ধরা পড়ে ব'লে। যে সত্যি অভিজাত সে স্বভাব-বেপরোয়া।"

আনা বলল: "কথাটা এখনো ঠিক পরিষ্কার হ'ল না কিন্তু—"

বৃদ্ধ ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বললেন: "আনা, সংসারে ঝুটো ও সাঁচ্চা এতই গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে যে এ-সব কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বোঝানো মুস্কিল, যদিও অনুভব দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু উদাহরণ দিয়ে বলি। —অনেকে বলেন না যে ব্লাসফেমি, ধর্ম্মকে নিয়ে হাসি, এ-সব দারুণ খারাপ বস্তু। ইহুদীদের দেবতারা এতে নাকি বিষম চটতেন ও হাসিওয়ালাদের অনন্ত নরকে ফুটন্ত তেলে অষ্টপ্রহর ভাজতেন—শাস্তি দিতে চেয়ে। কিন্তু ভগবানেরও ক্রমবিকাশ হয় মানুষেরই মতন। আর হয় ব'লেই অতি-ধার্ম্মিক ক্রমে ধর্ম্মকে নিয়ে প্রাণ খুলে হাসতেও শিখল। এ-কথা মানো কি না?"

স্বপন বলল: "মানি। যদিও ধার্ম্মিক আমি নিজে নই।"

বৃদ্ধ বললেন: "নাই বা হ'লে। সত্যি ধার্ম্মিক অন্তত তোমাদের দেশে এখনো তো দেখা যায় দু-চারজন? তাঁরা ভগবানকে নিয়েও হাসতে ভয় পান না এ আমি পড়েছি। সত্য নয় কি?"

স্বপন বলল: "সত্য।"

বৃদ্ধ বললেন: "তা হ'লেই দেখ—সত্যি ধর্ম্ম ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সে ব্যঙ্গকে ভয় পাবে না—বা ভগবান যদি থেকে থাকেনই তা হ'লে 'ঐ গো তাঁর অমর্য্যাদা হ'ল' ব'লে ব্লাসফীমারকে দামামা বাজিয়ে শিক

করতে বা পুড়িয়ে মারতে ছুটবে না। সে জানে সব হাসি বা ব্যঙ্গের নিশানা হ'ল মিথ্যা, আর সে নিজে প্রতিষ্ঠিত—সত্যের অটল ভিত্তিতে। ঠিক তেমনি, যেখানে নারীর প্রেম হয় সত্য সেখানে সে একটুও ডরাবে না কোনো তীক্ষ্ণ আলো তার ওপরে সংহত ক'রে ধরলে। কেননা সত্য যার সঙ্গেই মিতালি করুক না কেন ভয়ের সঙ্গে তার কন্ট্রিবল্ল হ'তেই পারে না—এ-সম্বন্ধে, পাদ্রীদের মত যাই হোক না কেন, আশা করি আমাদের মধ্যে দু' মত নেই?"

সন্ধ্যা সুর একটু নামিয়ে বলল: "না নেই। কিন্তু যারা সে দুনিয়ার চমুখী ভালোবাসার আলোচনায় ভয় পেত এটাই বা ধ'রে নিচ্ছেন কেন? তার এটা ভালো লাগতো না এ-ও তো হ'তে পারে।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "কিন্তু যা আমার ভালো লাগে না তাই সে অসার বা অসুন্দর এ-ও তো যুক্তি নয় শেরি। মানি, সত্য বা সুন্দরের মাপকাঠি নির্দ্ধারণ করার মতন কঠিন কাজ সংসারে কমই আছে। কিন্তু এটা কঠিন ব'লেই তো চাই এ-বিষয়ে প্রতি সত্য-অনুসন্ধানীকে সম্মান করা, নয় কি? না, বলবে: এ-সব ক্ষেত্রে গোপনতা বা ভণ্ডই হ'ল মহৎ লজ্জা, কাজেই পদে পদে আতঙ্কে—না না এ-কথা বোলো না, অমুক ব্যবচ্ছেদ বড় তীক্ষ্ণ, অমুক বিশ্লেষণে আমার সংস্কারে বাধা লাগবে, এ ভাবে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলে তাকেই সৌকুমার্য্য ব'লে সমীহ করতে হবে?" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে দেখা দিল স্নিগ্ধতার আমেজ, তিনি বললেন হেসে: "কিছু মনে কোরো না সন্ধ্যা, যদি বয়সের প্রগল্‌ভতায় একটু বেশি ব'লে থাকি—"

সন্ধ্যা তাঁর একটি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নম্রসুরে বলল: "না না সে কি কথা মসিয়ে, বরং আমিই তো করেছি বাচালতা—"

হঠাৎ ঘরের টেলিফোনটা উঠল বেজে।

টেলিফোন

স্বপন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ধরল।

—"কে ?"

—"মসিয়ে বেনার আছেন ?"

—"আছেন। আপনি কে ?"

—"তাঁকে বলবেন তাঁর চীন বন্ধু—"

—"চাং ?"*

—"কে ? স্বপন ?"

—"ধরেছ।"

—"ভালোই হয়েছে। আমি ইসাবেলা।"

—"মনে হচ্ছিল বটে স্বর শুনে। এত মিষ্ট কণ্ঠ নইলে—"

—"তামাশা রাখো।"

—"তামাশা ?—"

—"শোনো দুষ্টুমি রেখে। দয়া ক'রে মসিয়ে বেনারকে এক্ষুনি বলো—"

—"তাঁকে ডেকে দেব ?—এই ঘরেই আছেন।"

মসিয়ে বেনার উঠে গেলেন।

—"ইসা ?"

*

"কবে ?"

*

"রিজার্ভ হ'য়ে গেছে ?"

*

"কখন ছাড়বে ?"

*

"তরশু ?"

*

"চাং পারবে তো ?"

*

"ডাক্তারকে ধন্তবাদ। আনন্দের সংবাদ বৈকি।"

*

"কাল ভোরেই রওনা হব তা হ'লে। কি বলো ?"

*

"হাঁ দুটো প্রথম শ্রেণীর বার্থ—আমার ও আনার এক ঘরেই। কিন্তু একটি ছোট শিশুও।"

*

"খরচের জন্তে আটকাবে না। দরকার হ'লে একটা নার্স ও নিয়ে যেতে পারব।"

*

"বহু ধন্তবাদ শেরি।"

*

"নিশ্চয়। আমারই নামে। আমাদের কেবিনটা তোমাদের কাছে হ'লেই ভালো হয়।"

*

"হ'য়ে গেছে? ধন্যি মেয়ে তুমি শেরি। এর মধ্যে এমন স্বরিৎকর্ম্ম হ'লে কী ক'রে?"

*

"হা হা হা হা। চাং তা হ'লে সেরে সত্যিই উঠেছে বলতে হবে—নইলে তোমাকে ও সেনকে জড়িয়ে এমন অশ্লীলতা করে? সে না গিয়ে তোমার সঙ্গে এক ক্যাবিনে সেন—বেচারি সেন—ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ—"

স্বপন লাল হ'য়ে ওঠে। বৃদ্ধ যে কী! একে অশ্লীলতা—তার ওপর টেলিফোনে! রসিকতা সম্বন্ধে কি ছাই এতটুকু শুচিবাই আছে? সন্ধ্যার সামনে—আনার সামনে—ভুলেই গেছেন বৃদ্ধ! Gauloiserie-ই বটে।

জুলিয়া ও সারা

স্বপন জোর ক'রে হেসে জিজ্ঞাসা করল: "কী? আ[illegible]কা?"

বৃদ্ধ বললেন: "হাঁ। ওরা চারটে বার্থ রিজার্ভ করেছে।"

* *

*

সন্ধ্যা ক্ষুব্ধ সুরে বলল: "কালই রওনা হ'তে কিছুতেই দেব না।"

বৃদ্ধ কোমলকণ্ঠে বললেন: "করি কী শেরি? শুনলে তো ভরশুই জাহাজ ছাড়ছে। তাই কাল সন্ধ্যে অবধিও তর সইবে না, ভোরের গাড়িতেই দিতে হবে পাড়ি।"

আনা শুকমুখে জিজ্ঞাসা করল: "কোত্থেকে ছাড়ছে জাহাজ?

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক ছিলেন, এ-কথাটা কানেই যায়নি। একটু পরে

সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললেন: "কাজেই গল্পটা শেষ ক'রে নিতেই হ'ল আরও তাড়াতাড়ি।"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল: "সে হবে না। কেন এত তাড়াতাড়ি উধাও হওয়া? না হয় দুটো দিন দেরিই হ'ত।"

মসিয়ে বেনার তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: "বোঝো তো সবই সন্ধ্যা।"

সন্ধ্যা তাঁর চোখের পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। স্বপন মুখ নিচু ক'রে থাকা সত্ত্বেও অতর্কিতে চোখ তুলতেই আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। সন্ধ্যার চোখে সেটা প'ড়ে যায় ঠিক সেই মুহূর্তেই! ...

* *
*

বৃদ্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল সুর টেনে এনে বললেন: "কি বলছিলাম যেন?—ঐ দেখ সব গেছি ভুলে!"

সন্ধ্যা বলল: "সারা ও জুলিয়ার মধ্যে অকথিত বিমুখতা।"

বৃদ্ধ বললেন: "বিমুখতা বললে একটু ভুল বলা হবে কিন্তু। দরদের অভাব বলাই বেশি সঙ্গত। আর তার মূল কারণ ছিল ঐ সারার কুলগৌরব ও তারই প্রতিক্রিয়ায় জুলিয়ার নিরুদ্ধ ক্ষোভ। এই ক্ষোভ-বশেই সে যেন আরও জোর ক'রেই আমার কাছে বলত যে, গৃহজীবন স্রষ্টা মেয়েদের জন্যে নয়। বলত: শিল্পীর সার্থকতা নীড়-বাঁধায় নয়, রূপকারের বৈকুণ্ঠ হ'ল মানুষের আনন্দলোক—এই রকম আরও কত কথাই যে!—আর এ-সব যে তার কাছে কথার কথা ছিল না, এ-সবের পিছনে যে তার উপলব্ধির, প্রত্যয়ের সায় ছিল তা-ও উঠত প্রত্যক্ষ হ'য়ে। অথচ তার মনের কোণে সারার সম্বন্ধে ঐ কী যে একটা কাঁটা তাকে

অতুক্ষণই বিঁধত—ঐ যাকে বলছিলাম শ্রেষ্ঠের প্রতি হীনের আক্রোশ—সে-আক্রোশের জন্যেই হ'ত তার নিজের 'পরে বিক্কার ও ফলে এ-আক্রোশও উঠত আরও দুরপনেয় হ'য়ে। যেখানে কারো প্রতি কোনো শ্রীহীন বিতৃষ্ণা জাগে, সেখানে সে বিতৃষ্ণার কুশ্রীতার জন্যেই আবার বিতৃষ্ণা ওঠে বেড়ে, আর দায়ী করে মানুষ নিজেকে না—উপলক্ষ্যকে।"

স্বপন বলল: "কিন্তু এটা কি ঠিক ঐ ধরণেরই বিতৃষ্ণা? এ-ও তো হ'তে পারে যে, এর মূলে ছিল সোজাসুজি ঈর্ষা—নারীর প্রতি নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা?"

বৃদ্ধ বললেন: "কিন্তু তা নয়, এই কথাটা বোঝাবার জন্যেই যে আমার এতশত ভণিতা হে। অবশ্য এ-রেষারেষির মূল যে একমাত্র খোলাখুলি বংশগত বিমুখতা তা বলছি না। ব্যাপারটা তার চেয়ে সূক্ষ্ম। কেমন জানো?—আঃ কী ক'রেই বা বোঝাই ছাই।" ব'লে একটু ভেবে বললেন: "হয়েছে: মনে পড়ে স্পেনের সেই স্থূলোদরা অযৌবনা সালঙ্কারা প্রৌঢ়া রাজ-জালিকার কথা?"

স্বপন হেসে বলল: "যাঁর ছবি আঁকছিলেন আপনি কয়েকমাস আগে বেশ মোটা দক্ষিণার লোভে?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "আঃ—হাটে সে-ধনাঢ্য হাঁড়িটা ভেঙে না দিলেই কি চলছিল না হে?" সবাই ওঠে হেসে।

হাসি থামলে সন্ধ্যা বলল: "তাঁর সম্বন্ধে কী বলতে যাচ্ছিলেন আপনি?"

বৃদ্ধ বললেন: "যাচ্ছিলাম বলতে যে, বেশ জানি তো—সেই অতন্বী গজমণীর চেয়ে সব বিষয়েই আমি শ্রেষ্ঠ? অথচ মজা দেখ: একজন দরিদ্র সমজদার আমার কোনো ছবি দেখে আমাকে কোনো উপহার পাঠালে আমি যতটা হৃষ্ট হই—ঐ অ-তনুমধ্যা শুধু রাজ-জালিকা হওয়ার

দরুণ তাঁর পাশে বসিয়ে খাওয়ালে তার চেয়ে বেশি আপ্যায়িত বোধ করি নিজেকে। আর এটা শুধু যে আমার ক্ষেত্রেই খাটে তা নয়। এমন কোনো শিল্পীই নেই যিনি একজন সুন্দরী ফুলওয়ালিকে ছেড়ে কুৎসিত রাণীর ছবি আঁকতে বেশী আগ্রহ বোধ না করেন।—Men may come and men may go, but snobs go on for ever—স্বার কি, বুঝলে না?"

সবাই নিশ্চুপ। স্বপন প্রথম শান্তিভঙ্গ করল: "কি জানি কেন, য়ুরোপের জাতিভেদ সম্বন্ধে কথাটাকে এদিক দিয়ে এমন ক'রে ভেবে দেখিনি কখনো, ধন্যবাদ মসিয়ে।"

সন্ধ্যা বলল: "সত্যি, বিশেষ ক'রে এতে আমাদের জাতিভেদের কলঙ্কের বোঝাও একটু লাঘব হ'ল ব'লে।"

মসিয়ে বেনার প্রীত সুরে বললেন: "সাম্য ও জুলিয়াস মধ্যে সর্ব্ব অশ্বস্থাহের একটা মস্ত প্রতিজ্ঞা যে এই জাতিভেদের ওপরে ছিল—এ-কথাটা এত বেশি ক'রে বললাম: শুধু তোমাদের দুজনেরই জন্যে। যদি শুধু আনাকে বলতে হ'ত তবে এত টীকাটিপ্পনির প্রয়োজন হ'ত না—কেননা এর মূলে আছে যে-স্ববারি তার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে।"

ব'লে একটু থেমে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "তাই তো আমি অসহিষ্ণু সাম্যবাদী একাকার-পন্থীদের কথায় না হেসে থাকতে পারি না হে। আরে—এ কি মুখের কথা নাকি যে, সব ছেলেবুড়ো দাও সমতল ক'রে বলবামাত্র বাইবেলের গোধা আলোর মতন যেখানে আলো নেই সেখানেও আলো দেবে দেখা? বৈষম্যের যে একটা মস্ত সত্যভিত্তি রয়েছে তুমি-আমি সেটাকে নেই বললেই সে শুনবে? না রে না! হীনকে মাথা নিচু করতে বাধ্য করার দিকে যে স্বয়ং প্রকৃতিদেবীরই ইশারা

রয়েছে কে। নইলে মাথা যার স্বভাবতঃই সোজা তাকে নিচু করতে পারে কেউ? কিন্তু ঐ দেখ, ফের গবেষণা মারছে উঁকি-ঝুঁকি।"

সন্ধ্যা বলল: "একটা কথা: সারার সঙ্গে জুলিয়ার এজন্যে মন-কষাকষি হ'ত নাকি প্রায়ই?"

—"বাইরে না। মুখে তাদের মধ্যে একটা সখিত্ব ছিল, পরস্পরের প্রতি একটা মৃদু সহানুভূতিও;—এমন কি প্রত্যেকে অপরকে তার কয়েকটা বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যে শ্রদ্ধাও করত—সত্যিই। কিন্তু তবু ঐ যে বলছিলাম: একটা অতি সূক্ষ্ম আক্রোশও ছিল সেই সঙ্গে—আবছা-আলোর-সঙ্গী ছায়ার মতন। ভাবটা: কেন ওরা বাধ্য হচ্ছে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে, বুঝলে না?"

সন্ধ্যা বলল: "বুঝেছি। কেবল—মাফ করবেন নসিয়ে—সত্যিই কি এ-ধরণের রেষারেষি ঘটত?"

বৃদ্ধ সূক্ষ্ম ভ্রূভঙ্গে বললেন: "নইলে কি আমি বলছি এ-সব বানিয়ে?"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিল: "আমার জিজ্ঞাস্য শুধু—অর্থাৎ ওদের বাইরের ব্যবহার থেকে কি এটা ধরা পড়ত? না, এর মধ্যে আপনার মনস্তাত্ত্বিক অনুমানও আছে মিশে?"

বৃদ্ধ বললেন: "না। প্রমাণের অভাব নেই আমার এ কথার—যদিও ঠিক এ-সময়ে ওদের বাইরের ব্যবহারের মধ্যে মেঘলা ছায়া নামেনি। কারণ এ-সময়ে ওদের মনের আনা কথাবার্তা হ'ত প্রধানত লিলিকে নিয়ে: অর্থাৎ কী ক'রে ওর শিক্ষা ভালো হবে, স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, নাচ-গান শেখার সুবিধে হবে—এইসব আর কি—যদিও এখানেও একটা মজা ছিল।"

সন্ধ্যা বলল: "কি?"

বৃদ্ধ বললেন: "লিলিকে নিয়ে আলোচনায় উৎসাহ কারুর কম না

হ'লেও এ-কথাবার্তায় সারা যতটা তৃপ্তি পেত জুলিয়া ততটা পেত না—লিলি তার নিজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও।"

সন্ধ্যা বলল : "তবে যে বললেন লিলিকে সে ভালোবাসত ?"

—"ভালো তো বাসতই। খুবই ভালোবাসত। কিন্তু কি জানো ? জাতিভেদের ফলে ঘটে যে-প্রকৃতিভেদ তারই কথা এসে পড়ে যে আবার। জুলিয়ার সঙ্গে সারার প্রকৃতির একটা মস্ত প্রভেদ ছিল। সারা ছিল মনে প্রাণে সেই প্রকৃতির নারী যারা প্রধানত গৃহকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে, সেই প্রকৃতির মেয়ে যে বাইরে হ'য়ে পড়েই খানিকটা পথহারা মতন। জুলিয়া ঠিক উলটো। সে ছিল সেই শ্রেণীর নারী যারা গৃহের মধ্যে কখনো পূর্ণ সার্থকতা পেতে পারে না, সমাজের উদারতর প্রাঙ্গণেই চায় ঘর বাঁধতে। ঘরকে তারা ভালোবাসে না, এমন কথা বলি না—কিন্তু বাইরেকেও ভালোবাসে—বাইরেকেও তাদের নারী-লাবণ্যের সুবাস খানিকটা বিলোতে চায়, নইলে ব্যর্থতা বোধ করে। মনে আছে ভাদেলও বলত যে, সারাকে দেখে তার মনে হ'ত ইতালীর 'মাদনা'র কথা, জুলিয়াকে দেখে—গ্রীকদের 'হেটা-এরা'-র * কথা।"

ব'লে একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগলেন : "কাজেই তাদের স্নেহ-বন্ধনটা প্রথম দিকে যতটা দৃঢ় ছিল ক্রমে ততটা দৃঢ় রইল না—হ'য়ে এল আলগা। ফল হ'ল—যা হবার তাই : সারার সঙ্গে জুলিয়ার অন্তরঙ্গতা যে-পরিমাণে ফিকে হ'য়ে এল আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে এল ঠিক সেই অনুপাতেই গাঢ়। জুলিয়ার সখিত্বকামী তরঙ্গ সারার স্বল্প অকথিত বিমনাভাবের বাঁধে আছড়ে প'ড়ে মোড় নিত যেন আমারই দিকে।"

* Hetaera—গ্রীসের স্বাধীনা বিদগ্ধা রমণীকুল—প্রেমিকা, শিল্পোৎসাহিনী, কলজ্ঞা—নৈতিকতায় শিথিল কিছু।

স্বপন পরিহাসের সুরে বলল : "না নিয়ে পারে মসিয়ে—যখন সে-উর্মিমালা জানত স্রোতের এ-মোড়ের শেষে কোনো বাঁধের বিন্দুবিসর্গও নেই ?"

সন্ধ্যা বলল : "শুধু তাই ? তারা যে এ-ও জানত মনে মনে বেশ ভালো ক'রেই যে, জাতিভেদের চেয়েও বেশি প্রবল শক্তি ধরে তরুণীর মনের ঢেউ—যখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণের আহ্বানী মনের তটপানে।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন : "কথাটা তোমরা বলেছ ভালো মানছি। কেবল তোমরা এ-স্রোত-ফেরা তত্ত্বের আর-একটা দিক দেখনি।"

উভয়েই প্রায় যুগপৎ জিজ্ঞাসা করল : "কী ?"

বৃদ্ধ বললেন : "যে, দম্পতীর মাঝে যখন এ-ধরণের তৃতীয়া আসেন তখন তিনি প্রায়ই বুঝে আসেন যে আসা চলে। বোঝেন যে এক্ষেত্রে তিনি অ-দাম্পত্য এমন অনেক প্রবাহ চূর্ণ-তরঙ্গ প্রভৃতি তুলতে পারবেন যা দাম্পত্যের একটানা শান্তায়মান স্রোতের বুকে বেশিই চমকে ওঠে। বাইরের গদ্যময় ভাষায় বলতে গেলে একে বলা যায় : এ কয় বছরে সারা ও আমার দাম্পত্য-সম্বন্ধের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল —যার ফল—"

সন্ধ্যা বাধা দিয়ে ঠাট্টার সুরে বলল : "অত ঘটা ক'রে গদ্যকেও ব্যাখ্যা করতে হবে না মসিয়ে, গদ্যিনী আমরা একে অন্তত বুঝি। কেবল এর মর্মটুকুকে আরও প্রাঞ্জল গদ্যে বললে দাঁড়াবে : পাঁচ বছরে সারা আপনার কাছে পুরোনো হ'য়ে গিয়েছিল—প্রেমে আপনার না ছিল রোমান্স, না ইন্দ্রধনুর সে রং-ঝুরি।"

মসিয়ে বেনার একটু হাসলেন, তাঁর হাসির মধ্যে একটা ম্লানিমার ছায়া ছিল : "ঠাট্টাটা তোমার লাগসই হয়েছে সন্ধ্যা, মানছি। কেবল তুমি একটা মারাত্মক ভুল করলে : এ-সব সম্বন্ধে গদ্যের মধ্যেও

অনেক সময় কিছু-না-কিছু থাকেই পক্ষের আমেজ—অর্থাৎ যদি দম্পতীর মধ্যে স্নেহটা একেবারেই কথার-কথা না হয়। আর সাধার রোমান্স আমার কাছে পুরোনো হ'লেও তার স্নেহের মধ্যে তখনও রস পেতাম ব'লেই এ-কথা বোধ হয় বলতে পারি যে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে রং-বিলাস না থাকলেও স্নিগ্ধতাটুকু একেবারে উবে যায়নি।"

সন্ধ্যা এ-সুরে ঈষৎ অনুতপ্ত মতন হ'য়ে বলল: "মাফ করবেন মসিয়ে—আমি প্রগল্‌ভতাবশে এমনিই—"

বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হেসে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে বলতে লাগলেন: "মনে করিনি কিছু সন্ধ্যা, বিশ্বাস কোরো। তবে কি জানো? নবদম্পতীরা প্রায়ই ভুল করে পরিণত দাম্পত্যকে বিচার করতে গিয়ে। কিন্তু এ-সম্বন্ধটা মোটেই অত সহজে বোঝা যায় না—অভিজ্ঞতা বিনা।" ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন: "অবশ্য এ-কথা বলি না যে, আমাদের দাম্পত্য প্রেমে সে উন্মাদনা, সে অত্যুগ্রতা, সে সদা-হারাই-হারাই-ভাব এ কয় বছরে সমানই নবীন ছিল। নূতনত্বের রং-মশালে রোমান্সের মধ্যে যে চমক জাগে তা নিশ্চয়ই ধূসর হ'য়ে গিয়েছিল—না গিয়েই পারে না।" ব'লে আবার একটু থেমে বলতে লাগলেন: "কিন্তু দাম্পত্য প্রেম তো ঠিক এই রোমান্টিক ভাব-বিলাসিতা মাত্র নয়—যদিও প্রথমটায় তাই মনে হয় বটে। দাম্পত্য প্রেমের পরিণতি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নানা রকম রূপান্তর ঘটে। একদিকে যেমন ভাব-বিলাসিতা ছাড়াও অন্য অনেক রকম রসই সঞ্চিত হ'তে থাকে—অপরদিকে তেমনি আবার অনেক রস নিশ্চিহ্ন হ'য়ে শুকিয়েও যায়।

"কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বললে খুবই ভুল বলা হবে যে, সাধার প্রতি আমার প্রেমের বন্ধন এ-কয়বৎসরে একেবারে শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল। বরং এ-বন্ধন নানাদিক দিয়ে আরও বিচিত্রই হ'য়ে উঠেছিল। একসঙ্গে

অনেক সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে তরী বেয়ে চলা, নানা মেলামেশা, হাসিকান্না, আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝাপটের মধ্যে দিয়ে হাত-ধরাধরি ক'রে যাওয়া, নিত্য নূতন রূপে পরস্পরের পরিচয় পাওয়া, একের জন্যে অপরকে ছোট-বড় অনেক প্রাত্যহিক স্বার্থ ছাড়তে বাধ্য হ'য়ে পরিশুদ্ধি লাভ করা—এক কথায়, প্রতি পদক্ষেপে নিজের চারধারে অহমিকার বেড়া-জালকে ছিন্ন করতে শেখা—এর ফলে উভয়ের মধ্যে যে-নিকট-পরিচয়টি গ'ড়ে ওঠে তাতে উন্মাদনা অজস্র না থাকলেও তার মূল্য কমে না। বরং হৃদয় ঢের বেশি সার্থকতা পায়—সত্যিই পায়।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :

"অবশ্য সারার প্রতি প্রেম আমার মন্দা হ'য়ে যেতে পারত—যদি সে হ'ত হীন-চরিত্র বা স্বার্থপর, কিম্বা যদি সে আগেকার মতন আমাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকত। কিন্তু ভালোদের সংস্পর্শে আসার ফলে যে-কোনো মেয়ের মধ্যেই নারীত্বকে ছাপিয়ে মনুষ্যত্ব খানিকটা ফুটে উঠতে বাধ্য—বিশেষ ক'রে সারার মতন গ্রহণশীল মেয়ের মধ্যে—যে স্বভাবতই গভীরকে গ্রহণ করত মেনে শ্রদ্ধায় সেবায়। শুধু তাই নয়,—মাতৃস্নেহ, গৃহকর্ম-নৈপুণ্য, সংসারে নানা ছোটখাট বিষয়ে পরের জন্যে নিজের সুবিধা ছাড়া, সংযম, নিষ্ঠা,—এসবে জুলিয়া তার কাছে দাঁড়াতেই পারত না। রোমান্সের ঝিকিমিকি একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে এলেও তার প্রতি শ্রদ্ধা আমার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। কাজেই তার প্রতি আমার অন্তরের ভালোবাসা শিথিল হয়নি মোটেই"—ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন :

"কিন্তু তবু এমনিই আমাদের প্রকৃতি সন্ধ্যা, বিশেষ ক'রে আমাদের মতন অসংযমী শিল্পী-প্রকৃতির মানুষের, যে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই চায় সে অভিনবত্ব, খোঁজে বৈচিত্র্য—নিত্য নতুন রসে মেতে উঠতে। তাই

বোধ হয় এ-ধরণের মানুষকে নিয়ে সমাজের এত বিপদে পড়তে হয়। একদিকে শিল্পিনী নারী চায় একাধিক পুরুষের প্রেমে শ্রদ্ধায় সাহচর্যে সার্থক হ'তে—তা এতে তুমি যতই কেননা রাগ করো—অপর দিকে শিল্পী পুরুষ চায় একাধিক নারীর প্রেরণায়, রূপে, লাবণ্যে বড় হ'তে। ফলে যা হবার তাই ঘটল :

"আমি ধীরে ধীরে খানিকটা অজান্তে, খানিকটা জেনেশুনে জুলিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে লাগলাম—জুলিয়াও আমার সঙ্গের জন্যে একটু একটু ক'রে বেশ স্পষ্ট ঔৎসুক্য দেখাতে আরম্ভ করল।

"ফল যে কী হ'ল তা হয়তো তোমরা খানিকটা কল্পনা ক'রে নিতে পারবে : সারার বেদনা সত্ত্বেও আমি জুলিয়ার সাহচর্যে বেশি-বেশি সময় কাটাতে বাধ্য হলাম। এর দরুণ সময়ে-সময়ে যে একটু-আধটু উত্তাপের বা স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হ'ত না তা বলতে পারি না—কিন্তু ঐ স্ফুলিঙ্গের বেশি না। স্ফুলিঙ্গ শিখায় পরিণত হ'ত হয়তো—যদি সারা ঠিক সেই আগেকার ক্যাথলিক সারাই থাকত। কিন্তু বলেছি : কালপাকে তারও পরিবর্তন তো কম হয়নি। ভালেরির একটা কথা তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল : যে, মানুষের মনুষ্যত্বের সব চেয়ে পরাজয় ঘটে তখন—যখন সে রাখতে না পেরেও দায় আগলাতে। এ-কথা ভেবে সে প্রতি অন্তর্দাহের ক্ষেত্রেই নিজেকে রাখত ঠেকিয়ে—বিসদৃশ কিছুই ঘটতে দিত না।

"কিন্তু বাইরে বেশি কিছু না ঘটলেই তো আর অন্তর্বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বরং বাইরে ব'য়ে গেলে যার উত্তাপটা যেত ক'মে, সেটাকে অন্তর্মুখী ক'রে দিলে সে হ'য়ে ওঠে দুঃসহ। সারার ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। জুলিয়াকে বা আমাকে মুখে কিছু বলতে-না-পারার অভি-সংঘর্ষে ওর ভেতরে সুরু হ'ল দাহ। অর্থাৎ যাকে তোমরা ঈর্ষা

বলো তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল ওর মনের সমস্ত আকাশ ছেয়ে।"

স্বপন বলল: "আর জুলিয়া?"

—"জুলিয়া একেবারে চুপ ক'রে রইল—যেন এ-সব তার মনে উদয়ই হয়নি। অর্থাৎ সারার প্রবর্দ্ধমান বিমুখতার রুদ্ধ আঁচ তার গায়ে লাগলেও সে যেন সঙ্কল্প করেছিল—অস্বীকার ক'রেই তাকে দেবে না আমল।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু আমল দেব না সঙ্কল্প করলেই কি তাতে সফল হওয়া যায় মসিয়ে?"

মসিয়ে বেনার তার দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন। সন্ধ্যা মুখ নিচু করল।

বৃদ্ধ ওর একটি চূর্ণালক সরিয়ে দিয়ে চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন: "যায় না—এ-কথা কে না জানে শেরি? কিন্তু তবু মানুষ চেষ্টা করে তো। আমরাও করতাম—বিশেষ ক'রে যা কুশ্রী তাকে দূরে রাখতে।"

সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল।

স্বপন জিজ্ঞাসা করল: "দূরে রাখতেন কী উপায়ে একটু বলবেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "অভাবনীয় কোনো উপায়ে নয় অবিশ্যি। ভেবেচিন্তে চ'লে, ঠেকে শিখে, যেটুকু পাচ্ছি তার জন্যে যতটা পারা যায় আত্মমানিকে এড়িয়ে। তাই সারার প্রসঙ্গকে আমরা দুজনেই চাইতাম খানিকটা এড়িয়ে যেতে।"

স্বপন বলল: "চাইতেন শুধু—না, পারতেনও?—"

বৃদ্ধ বললেন: "সব সময়েই কি আর পারতাম?"

আনা বলল: "যখন পারতেন না তখন করতেন কি?"

—"তখন দুজনে মিলেই সুরু করতাম সারার গুণগান।"

সন্ধ্যা টপ ক'রে ঈষৎ উষ্মার সঙ্গেই ব'লে বসল : "আর এ-উদারপন্থী প্রতিযোগিতায় জুলিয়া নিশ্চয়ই দিত আপনাকে হারিয়ে ?"

মসিয়ে বেনার ওর দিকে খানিকক্ষণ কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন : "একটু তলিয়ে বুঝতেও চেষ্টা করো শেরি—শুধু বিচার ক'রে কি বুঝবে কিছু ?"

সন্ধ্যা কিন্তু তবু তেমনি বিরস সুরেই বলল : "এতে তলিয়ে বুঝবার কি খুব বেশি আছে মসিয়ে ? ব্যাপারটা এমন কি জটিল ? না দেখতে যেমন ঠেকে অস্বচ্ছ ?"

বৃদ্ধ একটু ভাবলেন, পরে বললেন : "কিন্তু বাইরে থেকে যতটা স্বচ্ছ দেখায় ঠিক ততটা স্বচ্ছও তো নয় সন্ধ্যা।"

সন্ধ্যা বলল : "ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি ?"

বৃদ্ধ ধূম্রোদ্গীরণ ক'রে চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন : "দুটি মেয়ে পরস্পরকে যখন ভালোও বাসে তখন তারা পরস্পরের চারধারে এ রকম ক্ষেত্রে কত রকম জটিল তন্তু যে বোনে শেরি!—কী ক'রে বোঝাব সে ?—সব কি আমিই বুঝতাম—তখন ?"

আনা কৌতূহলী সুরে বলল : "তবু ?"

বৃদ্ধ খানিক আনার দিকে চেয়ে রইলেন যেন অন্যমনস্কভাবে। পরে বললেন : "শোনো তা হ'লে বলি একটু খুলেই। 'এ রকম ক্ষেত্রে' কথাটা বলতে আমি কি বুঝছি তা তোমরা নিশ্চয়ই কল্পনা ক'রে নিতে পারবে। তাই সে-সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করব না। এখন বলি শুধু দু-চারটে ঘটনা যা থেকে বুঝবে কী রকম জটিল হ'য়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা—এ-ধরণের সম্বন্ধে।

"একটা জিনিষ প্রায়ই ঘটে। আমি নানা সময়ে নানা রকম ভাবে উভয়ের প্রতি টান অনুভব করতাম। কখনো এর প্রতি, কখনো বা ওর

প্রতি। ধরো, হয়তো জুলিয়াকে সারা সম্বন্ধে কোনো কথা বললাম : সে-সময়ে মনে হ'ল জুলিয়ারই আমি বেশি কাছে—তখন তাকে বলতাম, নিজেও বিশ্বাস ক'রে, যে সারার চেয়ে সে-ই আমার বেশি অন্তরঙ্গ—যেহেতু, যে-কথা সারাকে বলতে পারি না সে-কথা তাকে বলতে পারলাম; জুলিয়াও তাতে সাড়া দিত। সারার প্রশংসাই করত সে, তবু সে-প্রশংসার মধ্যে আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও আভাষ পেতাম সূক্ষ্ম একটু ঝাঁঝেরও। আর এ ঝাঁঝটা ফুটত বিশেষ ক'রে সেইসব অন্তরঙ্গ মুহূর্তে যখন সে আমাকে নানা কথা বলত যা সারাকে বলতে মানা। মেয়েরা এই নিষেধপন্থিনী হ'য়ে যে কতরকম আত্মপ্রসাদই পায়—কতরকম সূক্ষ্ম প্রতিহিংসার স্বাদ!…" ব'লে একটু হাসলেন সামান্য—পরে ফের গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন : "কিন্তু আবার এমনসব সময় আসত যখন উচ্ছ্বাস আমার বেঁক নিত সারার দিকেই : হয়তো জুলিয়াকে নিয়ে সামান্য কোনো তকরারের ফলে। তার পরিণাম হ'ত এই যে, মনে হ'ত সারাকে এমনসব কথা বলা যায় যা জুলিয়াকে বলা অসম্ভব। সে-সময়ে মনে হ'ত : বুঝি আমি সারারই বেশি কাছে।"

আনা বলল : "বলতে চাইছেন শুধু চলন্ত-ফিরন্ত 'মুডের' ব্যাপার-এই কি?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "সাধারণ লোকে একে 'মুড'-ই বলবে বৈ কি। কিন্তু আমি এ-ধরণের মনোভাবকে বা মনের সাময়িক প্রকৃতিকে ঠিক মুড বলি না। বলি পার্সনালিটি বা মূর্তি।"

স্বপন বলল : "মানে?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "যারাই একটু বেশি বিকশিত তাদের মধ্যে একাধিক মানুষ থাকে—এই অকাট্য তত্ত্বকথাটি আর কি! কখনো কোনো বিশেষ আবেষ্টনীতে বা ঘটনাচক্রে আমার যে-মূর্তি

আত্মপ্রকাশ করত, অন্য এক আবেষ্টনীতে সে-ই প'ড়ে যেত চাপা, আর তখন মনে হ'ত—আগের যে-মূর্তি সেই হ'ল আমার পদ্মলেখী স্বরূপ—এখনকার মূর্তিটিই হ'ল আমার আসল পার্সনালিটি। বুঝতে পারছ কি ?" ব'লে স্বপনের দিকে তাকালেন।

স্বপন বলল : "পারছি।" ব'লেই চোখ নিচু করল—আনা ও সন্ধ্যা যুগপৎ তার দিকে তাকাল। তার গণ্ড বেয়ে রক্ত উঠছে শির শির ক'রে মাথায়।"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "অত অপ্রতিভ হওয়ার দরকার নেই ভায়া। এর জন্যে আমরা দায়ী নই ব'লেই নয়—যে-মানুষের মধ্যে একাধিক মানুষ দানা বেঁধে থাকে তার কেন্দ্রীয় সত্তাটির—নিউক্লিয়াসের—শক্তি সমৃদ্ধতর ব'লেই। সমাজে এ-রকম মানুষ প্রায়ই তুফান আনে, আনে আঁধি, আনে গণ্ডগোল—এমন কি শ্মশান-যাত্রাও—অনেক সময়ে। কিন্তু তবু যারা এ-ধরণের বিস্ফারণের আমদানি করে তারা বহু-নিন্দিত ও অতি-উৎপীড়িত হ'লেও মানুষকে উদারতার রামধনুর আভাস তারাই বহন ক'রে এনে দেয়—তথাকথিত অনবদ্য নিষ্পাপ দেশের-দশের-একজনরা না।"

স্বপন মুখ তুলে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

বৃদ্ধ হেসে বললেন : "তোমাকে খুসি করবার জন্যে বা সমর্থন করার জন্যে বলছি না বনামি—এ আমার বহু-পরীক্ষিত সত্য। আমি দেখেছি যে, স্রষ্টাজাতীয় মানুষরা এ-ধরণের সংঘর্ষ ও উত্তাপে বহু দুঃখ পেলেও ঘুরিয়ে লাভ করেই এ-থেকে। কারণ এ-থেকে সে নিজের সম্বন্ধে এমন-সব অভিনব আত্মপরিচয় লাভ করে—যে-পরিচয় এ-ধরণের দোলায় না দুললে সম্ভবই হ'ত না। কিন্তু যা বলছিলাম বলি।"

ব'লে একটু থেমে শান্ত সুরে বলতে লাগলেন : "একটা জিনিষ

কিন্তু আমি এ-সূত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করতাম ও সেটা আমাকে নিছক বেদনা ও আত্মগ্লানিই বহন ক'রে এনে দিত। সেটা হচ্ছে এই যে, সারার কাছে আমি নিজের যে-মূর্তি প্রকট করতাম তা ছাড়া যে আমার অন্য একটা মূর্তিও আছে সেটা স্বীকার করতাম না। এক কথায়, করতাম মিথ্যাচরণ। ঠিক তেমনিই জুলিয়ার কাছে আমার যে-মূর্তি মেলে ধরতাম তাকে প্রকারান্তে বোঝাতাম যে, সেই মূর্তিই আমার সত্যতম মূর্তি।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল : "আর দু'জনেই বুঝত ?

মসিয়ে বেনার বললেন : "সে-ও এক বিচিত্র যোগাযোগ। আমার মনের এক অবস্থায় সারা হয়তো বিশ্বাস করত ও ক'রে ভাবত জুলিয়ার ওপর সে হ'ল জয়ী—কিন্তু অন্য এক অবস্থায়—যখন আমার মন অন্য সুরে বাঁধা থাকত তখন—সে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ত, কেননা সংসারে যে-সম্বন্ধের মধ্যে কামনা সব চেয়ে উগ্র অথচ সব চেয়ে অস্ফুট—অর্থাৎ এই নরনারীর চুম্বকের সম্বন্ধ—সেখানেই আশাভঙ্গ সব চেয়ে বেশি ক্ষোভ অভিমানের ইন্ধন। এ-হেন আদান-প্রদানে যা চাই তা [illegible] পেলে 'পাও' বলার মতন বিড়ম্বনা আর কী আছে বলো ?"

স্বপন বলল : "আর জুলিয়া ?"

বৃদ্ধ বললেন : "জুলিয়া অত মুহ্যমান হ'ত না—যদিও জয়বোধের গর্বচ্ছটা তার মুখকে রাঙিয়ে তুলত—যখন জুলিয়ামুখী মুড়ে আমাকে সে সারার চেয়ে বেশি কাছে পেত।"

সন্ধ্যা বলল : "মুহ্যমান সে হ'ত না কেন ?"

বৃদ্ধ বললেন : "তার সমাজ-স্বীকৃত কোনো দাবিই ছিল না যে, কাজেই না পেলে ক্ষোভ সত্ত্বেও সারার মতন ব্যথায় মুয়ে পড়বে সে কী ক'রে ? কিন্তু অপর পক্ষে সারার কাছ থেকে আমাকে নানা সময়ে নিজের বেশি কাছে টেনে আনতে পারলে তার মধ্যেও খানিকটা যেন—

কি বলব ?—গোধবোধের ভাব উঠত ফুটে। কেমন জানো ?" ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন : "এ-টানাহেঁচড়ার একটা জিনিষ আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম : দু'জনার প্রত্যেকেই চাইত যেন এমন একটা অন্তরঙ্গতার আশ্রয় পেতে—যেখানে অপরের ছায়াও না আসে। তাই প্রত্যেকে অনেক সময়ে খুব সামান্য কথাও আমাকে ব'লে শপথ-শপথ ক'রে বলত প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সেটা বলা চলবেই না। সে কত দিব্যির ঘটা!—কিন্তু পুরুষে যে এ-ধরণের অকারণ সামান্য কথাকে গোপন রাখার মানে খুঁজে পায় না কোনোদিনই। ফলে অনেক সময়েই এ-সব অতি-অগোপনীয় অতি-গোপনকথা হয়তো বা ভুলে ব'লে ফেলতাম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও। ফলে বাধত যে কী সাংঘাতিক গণ্ডগোল!" ব'লে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন : "প্রথম প্রথম সত্যিই মনে হ'ত এ-সবকে—যাকে 'চায়ের পেয়ালায় ঝড়' বলে ইংরিজীতে। কিন্তু পরে বুঝতাম—ঝড় ওঠে-যে কথাটা ফাঁশ ক'রে দেওয়ার দরুণ তা নয়—ওঠে—ঐ একজনের অন্তরঙ্গতার পেয়ালায় অপরার অধরস্পর্শ হয় ব'লে। প্রত্যেকেই ভাবে : এ বুঝি এক ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা—তার গচ্ছিত কথার মূল্য sacredness—না-মানা। অন্যক্ষেত্রে হ'লে অবশ্য এ-ধরণের শিশুসুলভ অহেতুক-গোপনীয়তার মূল্য দেওয়া-না-দেওয়ায় বিশেষ আসত-যেত না, কিন্তু ঐ রেষারেষির ভাব ছিল ব'লে, একের মনে আমার বিশ্বাস-রাখার ওপরে একটা দাবি যেন অক্ষুণ্ণ থাকার দরুণ অপরার মনে জ্বলে উঠত আগুন—যা বিছিয়ে দেয় দুনের অন্তর্দাহ।—নইলে গোপন কথাটা ছিল অবান্তর, তাকে গোপন রাখার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকেই পেত যে সম্পত্তিজ্ঞানের-চরিতার্থতা সেইটাই ছিল আসল।—কিন্তু কথাটা বোঝাতে পারছি কি ? না ঝাপসা ঠেকে যাচ্ছে ?"

ব'লে বৃদ্ধ পর পর তিনজনের মুখের পানেই তাকালেন। সন্ধ্যা ও

স্বপন কথা কইল না, কেবল হঠাৎ আনা মুখ নিচু ক'রে বলল : "না, বেশ বিপদ হয়েছে।" ব'লেই তার মুখ উঠল আবীর-রাঙা হ'য়ে।

বৃদ্ধ তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন :

"অত লজ্জার কারণ নেই শেরি। এইসব ক্ষেত্রেই মানুষ সব চেয়ে চেষ্টা করে দোসর পেতে। কিন্তু—" ব'লেই হঠাৎ আনার মুখের দিকে তাকালেন। আনা জোর ক'রে হাসে। কিন্তু সে-হাসির মধ্যে কোথায় আলো ?

স্বপন বলল : "আপনি যে খানিক আগে বলছেন কয়েকটা ঘটনা বলবেন ওঁদের সম্বন্ধে ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "ঐ তো মুস্কিল সেন। এ তো কল্পনার নভেল নয়, এ যে বাস্তবের ড্রামা। এখানে ঘটনাগুলো এতই তুচ্ছ যে, বলার ভার সয় না, অথচ অনুভবে ওঠে বিপর্যায় রকম ফেঁপে। তবু একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে পড়ে একদিন সারাকে বললাম—সারাখুশী মুডে—'চলো থিয়েটারে।' লণ্ডন থেকে বিরভম ট্রি এসে দল নিয়ে পারিসে এসেছেন, হ্যামলেট অভিনয় হবে। সারার মুখ হাসিতে উঠল উজ্জ্বল হ'য়ে। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : 'ক'টা টিকিট কিনেছ ?' আমি কিনেছিলাম তিনটে টিকিট ও জুলিয়াকে ব'লেও ছিলাম। কিন্তু সারার উজ্জ্বল মুখখানিকে ম্লান করতে অক্ষম হ'য়ে বললাম : 'দুখানা মাত্র'। সারা আমার গলা জড়িয়ে ধরল ও কী আদরই যে করল অনেকদিন বাদে !"

ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে বলতে লাগলেন : "কিন্তু এদিকে ওর আদরের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও আমি হ'য়ে উঠছিলাম বিমনা। মনে মনে মতলব আঁটছিলাম—জুলিয়াকে গিয়ে এ-যাত্রা কী নতুন মিথ্যা কথা ব'লে কুল-মান বজায় রাখব।"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "মিথ্যা-কথায় বুঝি এ-সময়ে পোক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন?"

বৃদ্ধ বললেন: "উঃ, সে আর বলো কেন?" ব'লে তার দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে বললেন: "আশা করি এটা তোমার অভিজ্ঞতার এলাকার মধ্যে আসেনি সন্ধ্যা—এসে কাজও নেই—কিন্তু যার এসেছে সে-ভুক্তভোগী জানে যে, জীবনে সত্যকথার বাঁধের ঠিক ওপারেই থমকে থাকে যেন একটা পুঞ্জপ্লাবন—মিথ্যাকথার। একবার এ-বাঁধের কোথাও একটুকু চিড় খেয়েছে কি, দেখতে দেখতে বাঁধ হয় লুপ্ত—আর অশ্রান্ত ঊর্মিভঙ্গে ধেয়ে আসে মিথ্যার বন্যা অফুরন্ত তালে—একের পর এক।—কিন্তু এ-ও গা-সওয়া হ'য়ে যায়—জানো?"

স্বপন বলল: "জানি মসিয়ে।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "জানবে বৈ কি। কিন্তু আর-একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কি এ-সূত্রে?"

স্বপন বলল: "কী?"

বৃদ্ধ বললেন: "যে, মিথ্যাকথা বলার ফলে ক্ষতি যথেষ্ট হ'লেও একটু লাভও হয় ঐ সঙ্গে?"

আনা বলল: "লাভ!"

বৃদ্ধ বললেন: "লাভ ছাড়া কী বলবে বলো; যখন এর পরিণামে আমরা হাড়ে-হাড়ে বুঝি যে, সত্যকথনের মাঝে সত্যনিষ্ঠার ছদ্মবেশে প্রায়ই পেখম ধ'রে থাকে মানুষের সত্যপ্রীতি নয়—সত্য-বলার-একটা-দম্ভ?"

আনা কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "এ-দম্ভটা হ'ল আসলে বর্বরতারই অবশ্য। কিন্তু এটা বোঝে মানুষ কেবল মিথ্যার অনুতাপে যে আলো আসে—

তারই বরে। তখন সে বোঝে যে, সত্যকে সত্যি সত্যি ভালোবাসা কত কঠিন। বোঝে, কেননা সত্য-বলার দম্ভকে বাদ দিলে সে প্রথমটার দেখে যেন সত্যনিষ্ঠার অন্য কোনো সার্থকতাই নেই। তার পরেই সে বুঝতে শেখে যে, এ-ধরণের মনোভাব আসলে সত্য-প্রীতি নয়, বুঝলে না?" ব'লে থেমে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: "ইংরিজীতে বলে না: 'No cloud but has a silver lining?' এ-ও ঠিক তাই। মিথ্যাকথায় আসে অশেষ আত্মগ্লানি, নিজের চোখে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—আরও পড়ে কত কী পাকে—কত কী দুর্বলতার ফেরে। কিন্তু তবু সেই সঙ্গে মানুষ একটু নম্রও তো হয়, ঐ যে বললাম প্রথম বুঝতেও তো শেখে সত্যকে ভালোবাসার মানে কী।—কিন্তু কি বলছিলাম যেন?—ঐ দেখ ভুলেই গেছি।" ব'লেই তৎক্ষণাৎ বললেন: "ও—মনে পড়েছে। সারার খুসি দেখে মনে মনে উদ্ভাবন করছি কী ধরণের নির্জলা মিথ্যা বললে দু'কূলই বজায় থাকে—মনে পড়ে এখনও পরিষ্কার—সেদিনকার কথা। আমার অন্যমনস্কতা গ্রাহ্যের [illegible] না এনে সারা খুসি হ'য়ে অনর্গল ব'কে যাচ্ছে—যেমন মেয়েরা বকেই খুসি হ'লে—এমন সময়ে হঠাৎ টেলিফোন উঠল বেজে। সারা উঠে ধরল। টেলিফোন করছিল জুলিয়া। সারা হাঁ হুঁ ক'রে সেরে আমার পাশে ব'সেই ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। আমি তাকে কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বলল: 'আমি থিয়েটারে যাব না—যাও তুমি জুলিয়াকে নিয়ে—মিথ্যাবাদী!' ব'লেই নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দোর দিল।

"আমি ছুটলাম জুলিয়ার কাছে। সে এত দুঃখিত হ'ল শুনে। বলল: 'আমি কী ক'রে জানব পিয়ের যে, তুমি আমার কাছে তিনখানা টিকিট কিনেছ ব'লে ওর কাছে গিয়ে বলবে দু'খানা? তাই আজ সারাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমার এখানে সান্ধ্য-ভোজন সমাধা

ক'রে থিয়েটারে যাব—মানে আমরা তিনজনে।—তুমি যদি আগে বলতে মনামি!"

* *
*

নিস্তব্ধতা ভাঙল স্বপন: "এ-ত্রুটি সারা ক্ষমা করেছিল কি পরে?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "না, অনেকদিন পর্যন্ত করেনি।—কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এমনিই মনামি, যে, তাদের মন ক্ষমা না করলেও হৃদয় ক্ষমা করেই। না ক'রেই পারে না।"

ব'লে একটু থেমে সুরু করলেন: "কিন্তু ক্ষমার ফলে ক্ষত শুকুলেও দাগ তো আর শুকোয় না। এমন কি, সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলেও যে-জিনিষটা ছিল তা আর ফেরে না। দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছেন না, যে, এক নদীতে মানুষ দু'বার স্নান করতে পারে না—নদী প্রতি মুহূর্তেই স্রোতের গুণে বদলে যায় ব'লে? জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তরঙ্গের বেলায়ও তাই। যা যায় তা চিরদিনের জন্যেই যায়। আর এ-রকম ছোট-খাটো ঘটনা বা ঘটনা-বিপর্যয় কি ছিল একটা? নিত্যই নতুন বিপত্তি দেখা দিত তিল পরিমাণ বেশ হ'য়ে ও ঈর্ষার মনের দমকা হাওয়ায় ফুলে হ'য়ে উঠত ঘনঘটা—ইতালির আঁধির মতন।"

স্বপন বলল: "কিন্তু এত অস্বস্তি সইতেন তবু?"

মসিয়ে বেনার ম্লান হেসে বললেন: "বন্ধুবর, একটা গ্রন্থি যখন থাকে তখন তার মধ্যে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'লেও তা থেকে ছাড়া পেতেও যে প্রাণ চায় না। আজকের-মানুষ সরল স্বস্তি বা অনাবিল শান্তি তো চায় না—চায় সংঘর্ষের ওঠাপড়া—বেদনার তুফান—নিত্য নতুন চমকের দোলা। তা ছাড়া গ্রন্থি যখন ক'ষে বাঁধেও তখনও তার পাশকে নাগপাশ তো মনে হয়ই না—বরং তারই চাপে মনের নানান কলিকাবলী

শক্তি সৃষ্টির হাওয়া ওঠে জেগে। মানুষ, বিশেষ ক'রে শিল্পী-প্রকৃতির মানুষ তাই গ্রন্থি যে মনে-প্রাণে খুলতেই চায় না—বুঝলে না ?"

ব'লে একটু থেমে বললেন : "তাই তো জীবনে আসে ড্রামা—আসে ভূমিকম্প। মিথ্যারও একটা প্রবর্দ্ধমান নেশা আছে। মাদাম দ্যুঁ বলেছিলেন না—c'est le premier pas qui coûte ?* প্রথম পাক তার দুঃখ দেয় কিন্তু পরে পাকের পর পাক যখন বাঁধে তখন বাইরে থেকে দেখলে তাকে নিছক দুঃখময় মনে হ'লেও অন্তর তা থেকে সংগ্রহ করে এক বিচিত্র রসের খোরাক ; আর করে ব'লেই ড্রামাকে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য—অন্তত সব চেয়ে ইনটেন্স রসসাহিত্যে ব'লে মেনে নিয়েছে সব দেশেই।"

সন্ধ্যা বলল : "সে কি ? লিরিক ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "হ্যাঁ সহজ সরলপন্থী মানুষের কাছে ভালো লাগে, মানি। আমাদের মতন অ-সরলের কাছেও লাগে। কিন্তু ড্রামায় মনের প্রাণের শিরায় শিরায় যে-শিহরণ বয় তার সঙ্গে লিরিকের স্নিগ্ধতা পারে কখনো পাল্লা দিয়ে ? লিরিকে অনুভব খুব প্রবল হ'তে পারে না এমন কথা বলি না। কিন্তু ড্রামার সে অনুভব হয় দশগুণ তেজী—তার চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে। অর্থাৎ বৈষম্য বা বৈরূপ্য আর কি। ছবির পারিভাষিকে : Chiaroscuro—যা ছিল সামান্য চাঞ্চল্য-স্পন্দন—নানা ঘটনা ও চরিত্রের ঠোকাঠুকিতে হ'য়ে দাঁড়াল ভূমিকম্পের কল্লোচ্ছ্বাস—cataclysm. কিন্তু যাক্ এ সব ড্রামা বনাম লিরিক সমস্যা। গল্পটাই বলি।"

পাইপ টানতে টানতে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :

* শুধু প্রথম পদক্ষেপেই বাজে—তারপরে সব আসে সহজ হ'য়ে।

"এ-গ্রন্থির কত পাক যে নিত্য সৃষ্টি হ'ত তার বর্ণনার সময়ও নেই, ক্ষমতাও না। কেবল এইটুকু বলি যে এ-গ্রন্থির পাক ঘন হ'তে হ'তে শেষটায় দশচক্রে এম্‌নিই হ'য়ে দাঁড়াল যে, তা থেকে নিষ্ক্রমণ হ'য়ে উঠল অসম্ভব। এমন কি এ-কথা বললেও বেশি বলা হবে না যে, এ-সময়ে খুব একটা বড় গোছের ভূমিকম্প না এলে এ-গ্রন্থী-সমস্যার সমাধান হ'ত অসম্ভব।—আর জীবনে ভূমিকম্প আসেও তো সেইজন্যেই। কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।" বলতে বলতে তাঁর সুরের মধ্যে একটা আকস্মিক বিষাদের ছায়া এল ঘনিয়ে। একটু চুপ ক'রে থেকে পরে ফের সহজ সুরে বলতে লাগলেন : "সময়ে সময়ে অবশ্য অনুতাপ হ'ত এই ভেবে যে, সারা দুঃখ পাচ্ছে সব চেয়ে বেশি, অথচ মুখে কিছু বলতেও পাচ্ছে না এই সূক্ষ্ম গ্রন্থিদের চাপে। এক এক সময়ে এ-অনুশোচনা এতই তীব্র হ'ত যে এমনও মনে হয়েছে যে, সারা যদি জুলিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে একটা কলহ ক'রে বসে—একটা 'সীন' ক'রে বসে—তা হ'লেও বুঝি এ প্রবর্দ্ধমান আড়ষ্টতার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। আর সেই সাথে আমার হৃদয় বলত : জুলিয়ার নিজে থেকেই বোঝা উচিত। অথচ জুলিয়া যদি নিজে থেকে বুঝে স'রে যেতেই চাইত তা হ'লেও আমাকে চক্ষে অন্ধকার দেখতে হ'ত, কেননা এ-ধরনের শান্তির কল্পনাতেই জাগত সব চেয়ে অশান্তি আমার মনের মধ্যে। ব'লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন : "এম্‌নিই বিচিত্র বিরুদ্ধ উপাদানে আমরা তৈরি—কঙ্কব কি বলো? কিন্তু যাক এ-সব খুঁটিনাটির বিচার—"

সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে বলল : "না যাবে না। বলুন। কেবলই সংক্ষেপ করবেন আপনি কোন্ অধিকারে শুনি—আমাদের কৌতূহলকে চাগিয়ে দিয়ে?"

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রে বললেন : "দেখেছ

সেন, কী উৎসাহ মেয়েদের এ-সব খুঁটিনাটি শোনবার? অথচ খানিক আগেই বলছিল গল্পটাই বলতে।"

সন্ধ্যা রাগত সুরে বলল: "এ বুঝি গল্প নয়? বা রে! তবে সত্যি গল্প বুঝি—এক যে ছিল রাজা—তার যে ছিল রাণী?—শুধু ভঙ্গি? কী বলছি যায় আসে না,—শুধু কেমন ক'রে বলছি—এই-ই? Merci মসিয়ে। আমি চাই না অমন শিল্পবিলাসিনী হ'তে।"

ঘরের মধ্যে সবাই হাসল, কিন্তু মৃদু হাসি। রেশ না ফুটতেই থেমে গেল।

উদ্দীপন

যখন বৃদ্ধ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন তখন তাঁর মুখের আলোটুকু ছায়ায় গেছে ঢেকে: "আর বলবার বড় বেশি নেই সন্ধ্যা। আমার কথাটি ফুরিয়ে এসেছে। এবার শেষ অঙ্কটুকু ব'লেই দাঁড়ি টানব।"

আনা সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল: "দাঁড়ি টানবেন বৈ কি। জুলিয়ার কথা কতটুকু হ'ল বলুন তো? সে হচ্ছে না। আগে বলুন তার কথা। স—ব।"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "সবই কি গল্পে বলতে হয় আনা? তা হ'লে কল্পনা বেচারি যায় কোথায়?"

আনা বলল: "সে গল্পের রাজ্যে। মানুষের চিত্তরঞ্জনের রাজ্যে। জীবনের রাজ্যে তার মনের পরশই আমার চাই—তার সবটুকু মনের পরশ। জাপানী চিত্রীর মতন দিগন্তে একটুখানি রঙের ছোঁয়াচ দিয়ে সূর্যোদয়—সে নয়। আমি চাই সোনায় সোনায় আকাশের বুক কেমন ক'রে

রাঙিয়ে ওঠে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি—রঙের ইতিহাসের এলাকায়। জীবন থেকে যে-আর্ট বিচ্ছিন্ন তাকে আমি চাই না। সে-আর্ট থাকুক আপনাদের মতন শিল্পোৎসাহীদের একচেটে সম্পত্তি। কোনোদিনও হিংসে করব না আমি তাকে। কল্পনার অন্তরীক্ষ-চারণে পরের বেলায় আমার সম্মতি থাকলেও নিজের বেলায় আগ্রহ নেই।"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "কী গো কল্পনালতিকা! তোমার? করো লড়াই কল্পাসিনী-বাস্তবিনীর সঙ্গে।"

সন্ধ্যা একটু হাসল শুধু।

মসিয়ে বেনার আনাকে বললেন: "কিন্তু জুলিয়ার কথা বাস্তবিনীর ভালো লাগলেও কল্পনাবিলাসিনীর ভালো লাগবে কি না ভেবে দেখেছ কি? উনি যে চান শুধু পতিব্রতা সাধ্বীর কথাই শুনতে।"

সন্ধ্যা বলল: "না মসিয়ে, উচ্ছৃঙ্খলা জুলিয়ার কথাও আমি শুনতে রাজি—যদি—" বলে একটু থেমে হঠাৎ যেন জোর ক'রেই ব'লে বসল: "যদি—সবটুকু বলেন সে-অসমৃ তার সম্বন্ধে—অর্থাৎ আড়ালটুকুর পর্দা ঘুচিয়ে। নইলে থাক ও কুহেলিকার আবছা গবেষণা।"

সবাই তার দিকে একটু আশ্চর্য হ'য়ে তাকাল। মসিয়ে বেনার বললেন: "বুঝেছি শেরি। কিন্তু—" ব'লে একটু থমকে গম্ভীর হ'য়ে কি ভাবলেন, পরে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন: "কিন্তু এ-সময়ে জুলিয়া সম্বন্ধে ঠিক কী জানতে চাইছ তুমি একটু বলবে আগে?"

সন্ধ্যা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "সাধ্বী সম্বন্ধে সে ঠিক কী ভাবত।"

আনা ও স্বপনের দৃষ্টি পড়ল যুগপৎ ওর মুখের 'পরে। মুখ ওর হ'য়ে উঠল টকটকে রাঙা। বৃদ্ধ ওর একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে ওর দিকে তাকালেন।

সন্ধ্যা নতমুখে কুণ্ঠিত সুরে বলল : "অবশ্য যদি বলতে আপত্তি না থাকে—"

মসিয়ে বেনার তৎক্ষণাৎ একটু হেসে কথাটাকে যেন খুব সহজ ক'রে নিয়ে বললেন : "আপত্তি কিছুই নেই শেরি। কেবল—" ব'লে তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "কেবল কি জানো ? ঠিক এই প্রশ্নটির সহজ উত্তর দেওয়াই আমার পক্ষে সব চেয়ে কঠিন। এক্ষেত্রে সরলপন্থাই যে ঠেকে সব চেয়ে জটিল। কারণ আমার কোনো কুণ্ঠা নয়, কারণ এই যে, এ-সময়ে জুলিয়ার সঙ্গে সারা সম্বন্ধে কথা প্রায় হ'ত না বললেই হয়।"

সন্ধ্যা তাঁর দিকে চেয়ে ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল : "কিন্তু এ-রকম ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় যে-জানাজানি তা কি ঘটে মুখের কথার মধ্যে দিয়েই মসিয়ে ?"

বৃদ্ধ উজ্জ্বলনেত্রে তার চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। পরে বললেন : "না শেরি। তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠা ভার মানি। বলি শোনো তবে। কেননা—" ব'লে একটু থেমে : "বুঝেছি—তুমি বুঝবে।"

সন্ধ্যা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল : "ভয় হচ্ছিল বুঝি ?"

বৃদ্ধ এবার যে হাসলেন তার মধ্যে ম্লানিমার আভাষ ছিল স্পষ্ট। বললেন : "রাগ কোরো না শেরি, হচ্ছিল।—কিন্তু হওয়া স্বাভাবিক ভেবে হয়তো আমার সঙ্কোচকে ক্ষমা করতে পারবে।—তবে কি রকম সঙ্কোচ জানো ? মানুষ যেখানে খুব গভীরভাবে অনুভব করে—সেখানকার ছবিগুলির আলোছায়াটি ঠিক যে-ভাবে সে দেখে সেই-ভাবেই চায় অপরের চোখে ফলাও ক'রে তুলতে। ঠিক সে-রঙটি সে-পরিপ্রেক্ষিতটি তার কাছে—বোঝো হয়তো। কিম্বা—" ব'লেই থেমে গেলেন।

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে নরম স্বরে বলল : "বলুন মসিয়ে, আমি ভুল বুঝব না।"

মসিয়ে বেনার তার চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। পরে বললেন : "শোনো তবে।"

ব'লে আবার একটু চুপ ক'রে কি ভাবলেন, পরে সুরু করলেন : "জুলিয়ার সঙ্গে এ সময়ে আমার সারা সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা প্রায় হ'তই না এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তার আকারে ইঙ্গিতে এ-কথা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হ'ত না আমাকে যে, দ্বন্দ্ব তার মনে কারুর চেয়ে কম ছিল না। হয়তো আমাদের মধ্যে এক দিক দিয়ে ভিতরকার সংঘর্ষ ছিল তারই সব চেয়ে বেশি।"

সন্ধ্যা বলল : "সে আপনাদের পরিবারে সব চেয়ে বেশি অ-ঘরোয়া ছিল ব'লে ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "কতকটা। তবে পুরো নয়। হয়েছিল কি, তার মনের মধ্যে সঙ্কোচ ছিল এক দিক দিয়ে যেমন সব চেয়ে কম—সে ঐ যা বললে অ-ঘরোয়া ছিল ব'লে—আর-এক দিক দিয়ে এইজন্যেই তার মনের মধ্যে তুফান জেগে উঠত প্রতি পদে।"

সন্ধ্যা বলল : "গৃহহীনার অন্তর্দাহ—গৃহী ও গৃহিণীর বিরুদ্ধে ?"

মসিয়ে বেনার চিন্তিত সুরে বললেন : "ঠিক অতটা না। তবে গৃহহীনা যখন কারুর কাছে আশ্রয় পায় তখন এক দিকে তার যেমন কৃতজ্ঞতা ওঠে দুলে অন্য দিকে এই কৃতজ্ঞতাই সব চেয়ে বাজে তার বুকে। কথাটা কি বুঝলে ? না, একটু ঝাপসা লাগছে ?"

সন্ধ্যা মুখ নিচু করেছিল, তাকিয়ে বলল : "কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধতে হবে ব'লে, না একটা ভার ব'লে ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "দুই-ই সন্ধ্যা। খুব কম মানুষই সংসারে

কৃতজ্ঞতার ঋণকে বা ভারকে কৃতজ্ঞচিত্তে বহন করতে পারে। মহত্ত্বের, ঔদার্যের একটা মস্ত নিদর্শনই বোধ হয় এই যে কৃতজ্ঞতার ঋণ তার বুকে জগদ্দল পাথর হ'য়ে চাপে না, দোলে আনন্দের মালা হ'য়েই। কিন্তু মন যেখানে মুক্তির আস্বাদ পায়নি, সেখানে এই কৃতজ্ঞতা হ'য়ে ওঠে শৃঙ্খল, মালা নয়। মানুষ তা থেকে মুক্তি পেতে চায়—কিন্তু এক খুব ছোট মন ছাড়া মুক্তি পেতেও পারে না ঋণকে উড়িয়ে দিয়ে। ফলে প্রথমটা ক্ষোভ জাগে কৃতজ্ঞতারই 'পরে,—তারপর—যার প্রতি কৃতজ্ঞ হচ্ছে তারই 'পরে।"

সবাই চুপ ক'রে রইল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "তাই নানা রকম উলটোপালটা ভাব তার মনে বাসা বাঁধত নিত্যই। এক দিকে আশ্রয় পেয়ে আনন্দ, অপর দিকে ঠিক সেইজন্যই আক্ষেপ। এক দিকে লিলির জন্যে নিশ্চিন্ততা, অপর দিকে তাকে অপরের হাতে খানিকটা স'পে দিতে বাধ্য হওয়ার বেদনা। এক দিকে আমার আসক্তির ফলে সারার কথা ভেবে দুঃখ বোধ করা—অপর দিকে বলেছি, একটা যেন শোধ-বোধের আনন্দ। যদিও এ-ধরণের সূক্ষ্ম জিঘাংসাকে সে অনেক সময়ে দমন করত, কিন্তু সব সময়ে পারত না। কারণ এক দিকে তার প্রতি আমার প্রবর্দ্ধমান আসক্তির দৃশ্যে যেমন সে খুসি না হ'য়েই পারত না—তেমনি অপর দিকে নিজে আমার প্রতি আসক্ত হ'য়ে উঠছে দেখেও আবার সে হ'য়ে উঠত ত্রস্ত। মনে হ'ত, যেন সারার প্রতি তার সত্য কৃতজ্ঞতায় কোথায় বাধা পড়ছে ভেবেই তার এত বাধছে।"

সন্ধ্যা সকৌতূহলে বলল: "সারার ও তার মৌখিক আচরণে কখনও কোনো বিসদৃশ কিছু ঘটত না?"

মসিয়ে বেনার চিন্তিত সুরে বললেন: "ঠিক বিসদৃশ যাকে বলে—তা বড় একটা ঘটত না এ সময়ে—কিন্তু অবস্থাটা ক্রমেই যে ঘোরালো হ'য়ে

আসছিল এ নিশ্চয়। আর এই গুমটের ফলেই সারা ইচ্ছে না ক'রেও—এমন কি অনেক সময় আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা ক'রেও—নানা ছদ্মবেশে তার সঙ্গে একটু-আধটু অশোভন আচরণ ক'রে বসত। তারপরেই অবশ্য বেশি ক'রেই আপ্যায়নে ব্রতী হ'ত—কিন্তু"—ব'লে মৃদু হেসে বললেন: "জানো তো, এরূপ ক্ষেত্রে পরেকার সদাচরণে কখনো আগেকার রূঢ়তার ক্ষতিপূরণ হয় না। অনেকদিনের প্রীতি স্নিগ্ধতা ভোলা সহজ, কিন্তু সূক্ষ্ম রূঢ়তার কাঁটাকে মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারে ক'জন?"

ব'লে একটু থেমে বললেন: "কিন্তু এ-রকম চাপাচুপি দিয়ে কি মৌখিক শীলতা ও সৌষ্ঠবের ঠাটে নিহিত মনোভাবকে বেশিদিন গোপন রাখা যায়? তাই সারার ও জুলিয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষে একদিন একটা 'সীন' হ'য়ে গেল।"

সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "সেদিন জুলিয়া একটা নূতন নাচ দেখাচ্ছিল আমাদের ড্রয়িংরুমে এক সান্ধ্য-আসরে। হঠাৎ মাঝপথে সারা উঠে চ'লে গেল। ঘটনাটা অবশ্য অতি সামান্য। কিন্তু সে সময়ের কন্টেক্সটে সব জড়িয়ে ব্যাপারটা এমনই বিশ্রী দেখাল যে বলা যায় না। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, সারাই গৃহকর্ত্রী—হোস্টেস। জুলিয়া নানা সময়ে সারাকে অবজ্ঞাই ক'রে চলত ইচ্ছে ক'রে—কিন্তু সেদিন সে-ও তার এ-আচরণের কুশ্রীতার দিকটার প্রতি অন্ধ থাকতে পারল না। তার মুখ ক্রোধে, ক্ষোভে রাঙা হ'য়ে উঠেই ছাইয়ের মতন সাদা হ'য়ে গেল। সে নাচ থামিয়ে সোজা দোর খুলে বাইরের আলনা থেকে টুপি নিয়ে বলল: 'পিয়ের, আমি চললাম। আর আসব না।' আমি তাকে কি বোঝাব ভেবেই পেলাম না। তবু দু-চারটে বাজে 'না-না' করলাম—যেমন এ-রকম ক্ষেত্রে মানুষ কথার জন্যেই ক'রে থাকে। কিন্তু

সে রইল না। ক্রোধে তার দুচক্ষে জল উপচে পড়েছে। বলল: 'না পিয়ের, সারাই ঠিক। আমার মতন অজ্ঞাতকুলশীলা নর্ত্তকীর সঙ্গে তোমাদের মতন সম্ভ্রান্ত পরিবারের না-মেশাই ভালো। লিলিকে নিতে কাল লোক পাঠিয়ে দেব। এতটা সুশীলতা ওর বরদাস্ত হবার কথা নয়।' ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "বুঝছ ত কোথায় বিঁধত?"

সন্ধ্যা উৎসুক কণ্ঠে বলল: "তারপর?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তার পর আর কি? আমি সারাকে নিয়ে জুলিয়ার ওখানে ছুটলাম। জুলিয়া লিলিকে নিয়ে যাবে শুনে তো সারা কেঁদেই আকুল। তার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল সে ইচ্ছে ক'রে জেনেশুনে তাকে অপমান করেনি—তার শরীর ও মেজাজ সেদিন নানা কারণে—ইত্যাদি। মিটমাট হ'য়ে গেল—বিশেষতঃ লিলির কথায় সারার কান্নায় জুলিয়ার রাগ জল হ'য়ে গেল। দুই মা-র একটি শিশুকে সে যে কী অপরূপ ভালোবাসা—" ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে বললেন: "আহা!"—অন্যমনস্ক সুরে। সকলেই তাঁর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে!

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন তেম্‌নি স্মৃতিচারণী সুরেই: "সত্যিই সে দৃশ্য এত মধুর!" ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন: "জানো আমার কি মনে হয় সন্ধ্যা?—আমার মনে হয় যে, এই একটা ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এমন একটা সত্য সখিত্বের বন্ধন ছিল যে-বন্ধন কেবল এক মেয়েদের মধ্যেই গ'ড়ে উঠতে পারে।"

সন্ধ্যা খুসি হ'য়ে বলল: "মানে, পুরুষদের মধ্যে পারে না?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "না। তাদের বন্ধুত্ব এই ধরণের নীড়-বাঁধার ক্ষেত্রে হ'তে পারে না—যদিও নীড়-ভাঙার ক্ষেত্রে—যেমন যুদ্ধ-অভিযান, বিপ্লব, সন্ন্যাস, সদাব্রত এ-সবে—পারে।" বলে একটু থেমে বললেন:

"আর আমার বিশ্বাস : সারা ও জুলিয়ার মধ্যে যে এ সময়ে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটতে পারেনি সে এই লিলির জন্তেই। নৈলে সারা সম্ভবত জুলিয়াকে তার গৃহস্থালীর ছায়া মাড়াতেও দিত না।"

আনা বলল : "তাদের মধ্যে সত্যি একটা স্নেহ গ'ড়ে উঠেছিল লিলিকে কেন্দ্র ক'রে—শুধু এইজন্তেই কি সারা তাকে কাছে আসতে দিত বলতে চাইছেন ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "খানিকটা, যদিও সম্পূর্ণ নয়। কারণ—বলেছি : ওরা পরস্পরের বিশিষ্ট গুণের সম্বন্ধে সচেতনও ছিল যে। জুলিয়াও সারার শান্ত নিপুণ ঘরকন্নার আবহাওয়ায় জুড়োত অনেকটা, সারাও তার নাচগানে অসামান্য সৃষ্টি-প্রতিভা দেখে নারীত্বের একটা অভিনব মহিমার আভাসে হ'ত মুগ্ধ। পরস্পরের কাছ থেকে ওরা এই দ্বন্দ্ব কাঁটা সত্ত্বেও তাই কিছু পেত বৈ কি। কিন্তু তবু আমি বলব যে, মেয়েদের কাছে এ-ধরণের নৈর্ব্যক্তিক রস খানিকটা ফোল—অন্তত সারার মতন মেয়ের কাছে তো বটেই —তাই ওদের সত্যতম বন্ধন ছিল ছোট্ট লিলি। দুটি নারী হৃদয়ের নদী মিশেছিল এসে বিশাল কোনো সমুদ্রে নয়—ছোট্ট একটি তড়াগে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এ-পরিস্থিতিতে ওদের স্নেহ-স্রোতস্বিনী এমন অপূর্ব ভাবেই সার্থক হ'য়ে উঠত যে শত বাধা সত্ত্বেও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখেছিল এই একমুখী ধারার পথে।"

ব'লে একটু থেমে বললেন : "কিন্তু এ-কথা বলার মানে নয় যে, বাধাগুলোর জন্তে গ্লানি জমত না ওদের দুজনার মনে। সত্যি বলতে কি, ওদের মধ্যে সখিত্ব-বন্ধন সত্ত্বেও ওরা পরস্পরের নানা বিসদৃশ ব্যবহার ভুলতে পারেনি কোনোদিনই। বিশেষ ক'রে এই সীনটার জন্তে জুলিয়া কোনোদিনই সারাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারেনি। এবং অন্য অন্য

ক'রে এর দরুণ চাপা মনোমালিন্তেই ওদের সখিত্বের মধ্যে চিড় ধরল।"

স্বপন বলল : "তার মানে?"

—"মানে সে নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল আর কি। এতদিন যে-অস্ফুট বিমুখতাটুকুকে ঢাকাঢুকি দিয়ে চলছিল সেটাকে ক'রে দিল বে-আব্রু।"

—"কি উপায়ে?"

—"নানা উপায়ে। এতদিন সারার সামনে সে আমার সঙ্গে একটু কম অন্তরঙ্গতা দেখাত। এখন থেকে সুরু করল অত্যন্ত সহজ আচরণ। ভাবটা অবশ্য—আমি তার বন্ধুমাত্র আর কি, বুঝলে না? কাজেই সঙ্কোচের সূক্ষ্ম পরদাকে ছিন্নভিন্ন করা ছাড়া উপায় কি বলো? সে আমাদের ওখানে আরও বেশি ক'রে হাসতে, নাচতে, গাইতে সুরু ক'রে দিল, যখন-তখন আমাকে তার কাবারেতে তার নতুন-নতুন নাচ দেখাতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল—সারার প্রতি নিষ্ঠুর হবার পদ্ধতি ছিল কি তার একটা? বেচারি সারা মৌন হ'য়ে থাকত। কখনো কখনো অসহ্য হ'লে জলভরা চোখে মাথা-ধরার ওজরে স্থান ত্যাগ করত। তার চোখের জল জুলিয়া দেখেও দেখত না—আমিও স্বীকার করতাম না যে সে ব্যথা পাচ্ছে।"

সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল : "তারপর?"

মসিয়ে বেনার ম্লান হাসি টেনে বললেন : "তারপর আর কি? এ-সবের মধ্যে বোবা বিষণ্ণ সারা আমার চোখের ওপর শুকিয়ে যেতে লাগল—অথচ আমি একটা কথাও বলতে পারতাম না।"

সন্ধ্যা বলল : "কেন পারতেন না?" অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠে তীক্ষ্ণতা ফুটে ওঠে।…

বৃদ্ধ বললেন : "সেটা আমার অবস্থায় না পড়লে হয়তো ঠিক বুঝতে

পারবে না। সময়ে সময়ে গ্লানি আসত না বলি না। কিন্তু দিন দিন নানান্ সূক্ষ্ম মিথ্যাচারে যেন অসহায়—নির্বিবেক হ'য়ে পড়ছিলাম। মিথ্যার ফলে অনুভবের ধার ক্ষ'য়ে যায়—কে না জানে বলো? তা ছাড়া ব্যাপারটা নানারকম যোগাযোগে এমনই জটিল হ'য়ে পড়ছিল যে বর্ণনা ক'রে বোঝানোও শক্ত। এক দিকে জুলিয়ার রূপের মোহ, অপর দিকে সারার প্রতি ভালোবাসার কর্তব্য; এক দিকে লিলিকেও ছাড়া যায় না, অপর দিকে জুলিয়াকে সংযত হ'তেও বলা যায় না,—যেহেতু সে বিসদৃশ অসংযমও কিছু করত না; এক দিকে আমাদের গৃহে জুলিয়ার নাচ গান হাসি-গল্পের দেয়ালিকে নিভিয়ে দিতে মন চায় না, অপর দিকে গৃহের শান্তি ও মনের স্বস্তিরও যায়-যায় অবস্থা। আর সব চেয়ে মুস্কিল সেই উত্তেজনাকে নিয়ে যা তৃপ্তিহীন—অথচ তাকে ছাড়তে গেলেও মন পড়ে মুহ্যমান হ'য়ে। জীবন দেবতা আর কিছু জানুন না জানুন মানুষকে আলেয়ার পিছনে ধাওয়া করাতে জানেন এ নিশ্চয়।"

স্বপন ও সন্ধ্যা প্রায় একত্রেই ব'লে উঠল: "তারপর?"

মসিয়ে বেনার দম নিয়ে শান্তস্বরে বলতে লাগলেন: "এই সময়ে হঠাৎ লিলির সাংঘাতিক অসুখ হ'ল—টাইফয়েড। সারার ও জুলিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তারের মুখ মেঘাচ্ছন্ন। বললেন: খুব ভাল শুশ্রূষা দরকার, নইলে ইত্যাদি।

"আমি-যে-আমি,—আমারই বুক উঠল কেঁপে। অমন ফুলের মতন মেয়ে! আর কথায় সুধা ঝরা যাকে বলে। যে তাকে দেখত মুগ্ধ হ'য়ে যেত। ঐ ন-দশ বছর বয়সেই কী সুন্দরই যে নাচত!—শুধু জুলিয়ার নাচ দেখে দেখে। জুলিয়া সগর্বে হেসে বলত: এ-মেয়ে পুরুষের বুকে বুকে জাগাবে হাহাকার। গর্বের কারণ ছিল বৈ কি!

"সারা জুলিয়াকে আমাদের ওখানেই থাকতে বলল। জুলিয়া খু'

মাসের ছুটি নিল কাবারে থেকে। আমরা তিনজন পালা ক'রে লিলির শুশ্রূষা আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে আবার মিলন হ'ল। দুঃসময়ের এই একটা মস্ত দান।

"কিন্তু লিলি বাঁচল না! চুয়াল্লিশ দিন ভুগে আধফোটা ফুলটি গেল ঝ'রে। এবার ওর ছোঁয়াচে জুলিয়ার হ'ল টাইফয়েড। সারা ও আমি আবার তাকে শুশ্রূষা করতে লেগে গেলাম।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :

"কিন্তু এবার সারার দেহও বইল না। একেই অন্তর্দ্বন্দ্বে তার স্নায়ু দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল, তার ওপরে প্রায় দু'মাস ধ'রে লিলির জন্যে অক্লান্ত রাতজাগা ও উৎকণ্ঠা। জুলিয়ার অসুখের মধ্যেই সে-ও পড়ল ব্রেনফিভার মতন। একটু সেরে উঠতেই ডাক্তার বললেন—সমুদ্রতীরে পাঠানো দরকার। সারাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে 'দিয়েপ'-এ পাঠালাম একটি ভালো স্যানিটেরিয়ামে। আমাকে ফেলে সে প্রথমে যেতে চায়নি, কিন্তু এ-সময়ে বায়ু পরিবর্তন দরকার ব'লে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওকে পাঠাই দিয়েপে।

"সারা চ'লে গেল জুলিয়ার জন্যে নার্সের ব্যবস্থা ক'রে। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে গেল যেন জুলিয়ার জন্যে অনর্থক রাত জেগে নিজের শরীর না খারাপ করি—নার্স যখন রইলই। সারার সঙ্গে আমার যাওয়ার উপায় ছিল না—কেননা সারা তবু অনেকটা সেরে উঠেছিল কিন্তু জুলিয়া শয্যাগত। তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম—কিন্তু সে শুধু মন রাখা প্রস্তাবে সারা রাজি হ'ল না—আমাকে জুলিয়ার শিয়রে রেখে একটি পরিচারিকা সঙ্গে ক'রে চ'লে গেল দিয়েপে।

সারা জুলিয়ার নার্সের ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া সত্ত্বেও সে অসুখের সময় শুধু আমাকেই চাইত। তার জ্বরের সঙ্কট অবস্থা সতের দিনের দিনই

কেটে গেল বটে, কিন্তু লিলির বিয়োগ-ব্যথা তো কাটেনি। কাজেই আমাকে সব কাজ ফেলে তার পাশে-পাশেই থাকতে হ'ত, নানান সান্ত্বনা দিতে হ'ত, নানান গল্প ক'রে তাকে প্রফুল্ল ক'রে তোলার চেষ্টা করতে হ'ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

"ফল—অনুমেয়। একেই আমাদের আকর্ষণের তখন ভরা জোয়ার —তার ওপর সারা পাশে নেই—আর সবার ওপর লিলির মৃত্যু। দুজনের মধ্যে টানটা দেখতে দেখতে প্রবল আকর্ষণের দিকে মোড় নিল। আর আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের এই দুর্নিরোধ আসক্তির এমন কি আর তেমন অনুতাপও হ'ত না। সারার কথা বড় একটা কেউই তুলতাম না।

"কিন্তু সারা মাঝে মাঝে চিঠি লিখত ও জুলিয়াকে দিয়েপে নিয়ে আসতে বলত শরীর সারতে। ডাক্তারও এ-প্রস্তাবে সায় দিলেন, সে-সময়ে দিয়েপে চমৎকার সময় ব'লেও বটে—বায়ু-পরিবর্তন দরকার ব'লেও বটে। কাজেই জুলিয়ার বা আমার দিয়েপে যাবার খুব ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হ'ল। এখন ভাবি হায়,—যদি না যেতাম!"

ব'লে তাঁর ম্লানাভ স্বরকে যেন জোর ক'রেই উঁচু সপ্তকে ক'রে নিয়ে ব'লে চললেন: "দিয়েপে আমরা তিনজনে একটা ছোট বাড়ি নিলাম। দু'তলা। উপরের তলায় দুটি শোবার ঘর। একটিতে জুলিয়া একা, অপরটিতে আমরা। নিচে তিনটি ঘর। একটিতে খাওয়া-দাওয়া ও একটিতে বসা। অন্যটি রান্নাঘর। একটি ছোট বহির্বাটি মতন ছিল—সেটিকে আমার ষ্টুডিয়ো মতন ক'রে নিয়েছিলাম। দুমাসের জন্যে দিয়েপের এ-বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হ'ল।

"আশ্চর্য্য এই যে, জুলিয়া ঢের শক্ত অসুখে পড়া সত্ত্বেও সেরে উঠল তাড়াতাড়ি, কিন্তু সারা যেন সেরেও সারতে চায় না। তার দেহটা একরকম সুস্থ হ'য়ে উঠলেও মনে হ'ত—মনটার মধ্যে কোথায় যেন

কি-একটা বিকল হ'য়ে গেছে। কেবল আমি দিয়েপে আসার দিন তার গাল দুটিতে বোধ হয় মুহূর্ত্তকালের জন্যে একটু রাঙা আভার মতন দেখা গিয়েছিল—তারপরে তার মুখের সেই মৃত্যুপাণ্ডুরতা আর কাটেনি—হাসিতে, গল্পে, বেড়ানোতে—কোনো কিছুতেই নয়।

"আমি বুঝতাম অবশ্য—ব্যাপার কি। আমাকে দেখলে জুলিয়ার চোখ-মুখ যে-ভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত—আমার কথাবার্ত্তা সে যে-রকম উৎকর্ণ হ'য়ে শুনত—আমার রসিকতায় সে যে-রকমভাবে হাসত—সে-সবের কিছুই যে সারার চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি তা আমার নজরে পড়তে বাকি ছিল না; জুলিয়ারও না। অথচ তার এ বিমর্ষ ভাব আমরা যেন দেখেও দেখতাম না, বা নিজেদের নিভৃত আলোচনায় তার কাতরতা-সম্বন্ধে কোনো কথাই পাড়তাম না। শেষে যখন এ-কথা না-পেড়েই পারা গেল না তখন বলাবলি করতাম যে, এ সারার বাড়াবাড়ি। দু-একদিন তাকে প্রকাশ্যেও বললাম। মেয়ে কি কারুর মারা যায় না! সারাকে দোষ দিয়ে নিজেরা কোথায় যেন একটু স্বস্তিও পেতাম। আর মজা এই যে, সারার বিমর্ষতার কারণ যে লিলির শোক ছাড়া আর কিছুই না এটা ক্রমাগত ব'লে ব'লে শেষটায় প্রায় নিজেরাও বিশ্বাস ক'রে বসেছিলাম।" বলতে বলতে মসিয়ে বেনারের ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গের আভা ফুটে উঠল।

একটু থেমে আবার পূর্ব্ববৎ একটানা ক্লান্ত সুরে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "কিন্তু শেষটায় এমনই হ'য়ে উঠল যে আমরা তিনজনেই কেমন যেন ভারি বাধ বাধ বোধ করতে লাগলাম। সারার উপস্থিতিতে মনে হ'ত যেন অনেকটা মৃত্যুর ছায়ার মতনই—যেন একটা মেঘলা গুমটের ভ্রুকুটির মতন—বর্ষায়ও না অথচ ঘনিয়ে উঠে মনের উপরে অস্বাচ্ছন্দ্য আনে বরুন ক'রে। আমাদের হাসি-গল্প করতে ইচ্ছা হ'ত—কিন্তু সারা থাকলে তো

হাসি-গল্প জমত না। গান-বাজনা করতে ইচ্ছা হ'ত কিন্তু সারা থাকলে গলাই খুলত না—নাচতে, বায়স্কোপে যেতে ইচ্ছা হ'ত—কিন্তু ঐ এক বাধা—সারা। তার বিষণ্ণতার আবছা রাহু যেন সর্বদাই আমাদের সব আনন্দ-আলোকে করত গ্রাস। না, রাহু বলাটা ভুল, ছায়া—একটা ম্লান অথচ অনপনেয় মেঘের মতন। আলোর সঙ্গে যে বাধ সাধে না ঠিক অথচ তবু আলোর উজ্জ্বলতাকে দেয় যেন নিভিয়ে—ঐ সাগর বুকে দিগন্তের কাছে কুয়াশার মতন।

"অথচ তাকে বেশি কিছু বলারও উপায় ছিল না। দু-একদিন তাকে একটু প্রফুল্ল হ'তে বলায় তার চোখে এমন জল উপ্‌ছে পড়ে যে তাকে আর পীড়াপীড়ি করতেও সাহস পেতাম না। এ সময়ে এত সহজে তার চোখে জল আসত—যে, খুব সাবধান হ'য়েই কথা কইতে হ'ত।

"ফলে জুলিয়ার চাল-চলন, হাস্য-প্রফুল্লতা ধরণ-ধারণ আমার কাছে আরও কাম্য হ'য়ে উঠল—মরুভূমির অসহ্যতার মাঝে বারিধারার স্নিগ্ধতার মতন। আমি তার সাহচর্যে আরও বেশি ক'রে খুঁজতাম স্নিগ্ধতা—সে'ও আমার সঙ্গের জন্যে বেশি উন্মুখ হ'য়ে থাকত প্রফুল্ল মুখে। এমনিই দাঁড়িয়ে গেল আপনা-আপনি, যেন সারাকে আমরা দুজনেই একটু এড়িয়েই চলতে চাইছি। নিজেদের মধ্যে মুখে এ-কথা স্বীকার করতাম না বটে—কিন্তু মনে মনে স্বীকার না ক'রেই পারিনি। সারাকে আমাদের সঙ্গে নানা জায়গায় বেড়াতে যাবার জন্যে একবার ক'রে 'ডুলো সারা' বলে খুবই সাগ্রহে অনুরোধ করতাম বটে—কিন্তু বেশ জানতাম—সে আমাদের অতি-সাদর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেই আমরা বেশি সোয়াস্তি পাব।

"এ-কথাও সারা বুঝল বৈ কি ক্রমে ক্রমে। প্রথম প্রথম এক-আধ দিন আমাদের সঙ্গে ও বায়স্কোপ, থিয়েটারে গিয়েছিল—কিন্তু গিয়েই

তার সূক্ষ্ম সহজবোধ দিয়ে বুঝেছিল যে তার উপস্থিতিতে আমাদের পার্টিটা কি রকম শ্রীহীন হ'য়ে পড়ছে। তাই দু-চার দিন বাদে সে আমাদের মৌখিক অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করতে সুরু করল নানান অজুহাতে। আমরা অনেকটা ঠাট বজায় রাখতেই প্রথমটায় একটু কিন্তু-কিন্তু করতাম—কিন্তু দু'দিনেই সে ভাবটাও গেল কেটে। আমি ও জুলিয়া তাকে ফেলেই এখানে-সেখানে থিয়েটার, বায়স্কোপ, পিক্‌নিক্ প্রভৃতিতে যেতে আরম্ভ করলাম। সারার ছায়ামূর্ত্তি আরও যেন একটু দূরে স'রে গেল। তার ম্লান অস্তিত্বের ক্ষীণ সুরটুকু আরও যেন উবে গেল। ফলে আমাদের কুণ্ঠাটাও ভেতরে একেবারে দূর হ'য়ে না যাক—বাইরের ব্যবহারে অন্তত কেটে গেল। আমরা যেন ভুলেই গেলাম—সে বেচারি কত একলা।" বৃদ্ধ চুপ করলেন—এম্‌নিই।

সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল: "তারপর?"

—"তারপর আর কি? যা হবার তাই: জুলিয়ার যে-নেশা এতদিন ছিল আমার আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে—সে চ'ড়ে বসল মস্তিষ্কে। নেশারই বা অপরাধ কি বলো? জুলিয়া সেরে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল!···আগেকার চেয়েও সুন্দর। প্রতি হাসিতে তার যেন বিদ্যুৎ পড়ত ঠিক্‌রে—প্রতি কটাক্ষে মাতাল কামনা। এমন কি সারার সামনেও সে অনেক সময়ে তার মিতাচার রক্ষা ক'রে চলতে পারত না। আর তার দরকারও ছিল না হয়তো। কারণ বাইরের ব্যবহারে তাকে সমীহ ক'রে চললেও তাতে ক'রে সারার গোপন বেদনার লাঘব তো হ'ত না এতটুকুও। হোক বা না হোক, আমরা উদ্দাম হ'য়ে উঠলাম। জোয়ারের ওপর বৃষ্টির বন্যা—বাঁধ কতক্ষণ থাকে বলো? তবু শেষ পর্য্যন্ত রুখেছিলাম একটা নিহিত সঙ্কোচ-বশে। শেষে যে-ঘটনায় —না, শোনো।"

ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বৃদ্ধ অল্প হাসলেন—আপন মনে। কিন্তু সে-হাসি যেন অশ্রুরই ছলনা...মুহূর্ত পরেই যায় মিলিয়ে......তিনি পূর্ব্ববৎ শান্ত উদাস-স্বরে বলতে লাগলেন :

"সেদিন নববর্ষ। দিয়েপে আমার একটি ধনী মক্কেল বন্ধুর বাড়ীতে 'বল'। আমাদের তিন জনেরই নিমন্ত্রণ, কিন্তু সারা গেল না। বলল : 'বড় মাথা ধরেছে পিয়ের, তোমরাই যাও। তা ছাড়া আমার মন তো!—' বলেই সে থেমে তার শোবার ঘরে গিয়ে দোর দিল। তার কম্পিত ওষ্ঠাধর আমাদের চোখ এড়ায়নি।

"আমি ও জুলিয়া মুখচাওয়া-চাওয়ি করলাম। কিন্তু সারার এ-কথার ওপর কেউই কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলাম না। একথায়-সেকথায় খানিকটা ভুলেই রইলাম যেন। কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। কিসের-যে একটা ছায়া থম্‌কে!—তাকালেই যায় স'রে, অথচ দৃষ্টি ফেরালেই নামে পাখা বিস্তার ক'রে—নিঃশব্দপদে—একেবারে পাশেই!......

"বল-ডান্সের হলে গিয়েই কিন্তু মন আমার প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। আমার অপরাধও ছিল না। পাশে জুলিয়া। ফুলের সাজে তাকে কী অপরূপই যে দেখাচ্ছিল......যেন ফুলরাণী!......সকলেই তার দিকে চেয়ে! গর্ব্বে আনন্দে নেশায় বুকের মধ্যে রক্ত আমার উদ্দাম হ'য়ে উঠল। সারার কথা একেবারে ভুলে গেলাম।

"রাত দুটোয় বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু ফিরে ওপরে গেলাম না। ষ্টুডিয়োটাতেই ঢুকলাম। তা ছাড়া এ সময়ে সারা শুত প্রায়ই একলা তার ছোট্ট বুদোয়ার-কক্ষে। কাজেই ঠিক করলাম শেষ রাতে ফিরব ঘরে। কেউ তো আর পথ চেয়ে নেই আগেকার মতন। ষ্টুডিয়োটাও তার ঘর থেকে দেখা যেত না। সুতরাং।

"সেদিনও ছিল এম্‌নিই পূর্ণিমা। বেশ মনে আছে: সাম্‌নের সমুদ্রের দিগন্তের কোলে অম্‌নি উদাস রঙেই কয়েকটি তারা করছিল ঝিকিমিকি······অম্‌নিই পাণ্ডুর···মঞ্জুল···বৈরাগী। সমুদ্রের ওপর অম্‌নিই একটি কৌমুদী-স্তম্ভ··নিষণ্ণ······অম্‌নিই স্পন্দিত······উজ্জ্বল··দীর্ঘায়ত। ···আর ঘরের মধ্যেও এম্‌নিই চাঁদের একফালি নরম আলো গাছের পাতার একরাশ ফিকে ছায়ার সাথে করছিল লুকোচুরি।···এক একটা রাত আসে যেন স্বপ্নের মতন······ না, স্বপ্ন কথাটার ধার গেছে ক্ষ'য়ে···কিন্তু কী ব'লে বোঝাব? এক একটা রাত আসে যেন আমাদের প্রাণের গানের ছন্দ হ'য়ে··মনের বাগানের আকাশ হ'য়ে···তা-ও না—আমাদের সমস্ত অন্তরের ছবিখানি হ'য়ে।···অথচ"—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এমন উদাস শোনায়··"অথচ সবটা যে কত বড় মায়া!···আশ্চর্য্য এই যে, পিছনে যখন অশ্রুর সমুদ্র থমকে—তখনও সাম্‌নে হাসির ঝালর চলে শোভাযাত্রার মতন·মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রতীতি ভুল বোঝায় ব'লেই সে পারে হাসতে—" ব'লে থেমে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন: "কিন্তু ভাগ্যে ভুল বোঝায়!—ভাগ্যে কল্পনা আমাদের সচরাচর স্তিমিত হ'য়েই থাকে!··· সে জ্ব'লে উঠলে কি বাঁচবার জন্যেও মুখের গ্রাস মানুষ মুখে তুলতে পারত—এই বিশ্বজোড়া বুভুক্ষুতার মধ্যে?"···

খানিকটা সবাই নিশ্চুপ।···

* *
*

সন্ধ্যা কথা কইল প্রথম: "তারপর?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙল। ওর দিকে চেয়ে বললেন: "কী? ও—। —না, কতদূর বলেছি?"

আনা বলল: "আপনি ও জুলিয়া পাশাপাশি বসলেন সোফাতে।"

বৃদ্ধ বললেন : "হ্যাঁ। আর আশ্চর্য্য এই যে যখন বসলাম পাশাপাশি—তখন দুজনকেই যেন কী-এক নেশায় পেয়ে বসেছে। সামনের জ্যোৎস্না-গর্ব্বিত রাত্রি—ঘরের মধ্যে পুলক-মূর্চ্ছিত স্তব্ধতা।...মনে হচ্ছিল সমস্ত বিশ্ব যেন গেছে মুছে।...একে মায়া বলব না তো বলব কাকে?"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলল : "তারপর?"

বৃদ্ধ বললেন : "জুলিয়া হঠাৎ বলল : 'ঘরের বিজলি বাতি নিভিয়ে দাও না পিয়ের—এমন চাঁদের আলো বাইরে! দেখ তো রূপোর যেন ফোয়ারা ছল্‌কাচ্ছে প্রতি গাছের পাতায়।'...নিভিয়ে দিলাম। চাঁদের আলো...চাঁদের আলো...কোরো-র ছবি মনে প'ড়ে গেল। কুঞ্জও যে কী অসামান্য হ'য়ে ওঠে এ-আলোয় জানতেন সেই অপরূপ শিল্পী।...সত্যি," বৃদ্ধের সুর আরও ঘুমেল হ'য়ে আসে..."সত্যি...সংসারে কত রকম রঙের মায়া আছে বোধ হয় নিশীথ রাতে চাঁদের আলোর রঙের মতন কেউ নয়।...মনকে সে যে কী আবেশে ছেয়ে ধরল...রোমে রোমে কী অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস!...বললাম : 'জুলিয়া, আস্তে আস্তে গাও না একটা গান।' সে গাইতে সুরু করল। হঠাৎ বাইরে কি একটা শব্দ শুনলাম। ভাবলাম বাতাসে কোনো জানালা টানালা পড়ার শব্দ হবে।—হয়ত বাইরে গিয়ে দেখতাম তবু—কিন্তু জুলিয়া ধরল এমন একজনের গান যে, নড়বার আর জো ছিল না।"

সন্ধ্যা বলল : "কার গান?"

বৃদ্ধ বললেন : "আন্দাজ করো দেখি।"

সন্ধ্যা বলল : "কী ক'রে বলব?"

আনা বলল : "ডালেরের নয় তো?"

বৃদ্ধ বললেন : "তারই। জানি না কেন এ-সময়ে তারই গান সে গাইল। গানটির নাম ডালের দিয়েছিল : 'চন্দ্রিমা-মুকুর' :

'আজি কৌমুদী-কান্তা রজনী
ধরায় ঝরিল ঝর্ঝরি'
গীতিগন্ধা···

দর্পণে তার দেখ না সজনি :
তোমারি চোখে সে-অপ্সরী
ছলছন্দা

অলোক-আলোক-ঝলক-মাধুরী
ভুলে বিস্ময়া—বল্লভ !
তুমি বুঝালে :

তোমারি ললিত-লাস্যে নূপুরি'
কম্পিত ফুল-পল্লব !
ও কী ফুটালে—

বিরহে তোমার—আঁখিমণি তব
তারায় তারায় !—রূপঋণী
ধরা সরসা

ঋণ-কৃতজ্ঞ প্রেমে পরাভব
মাগে বিধু-পাশে—গরবিণী
নতি-হরষা !

তোমারি মিলনে রাঙি' দোলে সখি,
বন্ধন-দুখে বাসন্তী
অফুরন্তা !

ও-নীলাম্বর তোমারে নিরখি'
রূপ-রাগিণী-জয়ন্তী
আলোনন্দা !"

* * *

স্বপন বলল :—"এ-গান সে গাইল—ঐ সময়ে !"

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন—ক্ষণিক হাসি। পরে ঈষৎ উদাস সুরে বললেন : "শুধু গাইল না—কী অপূর্ব ভঙ্গিমাতেই যে গাইল !... তেমন গান বুঝি ও কোনোদিন জীবনে গায়নি। শুধু গান নয়, গাইতে গাইতে হঠাৎ উঠে চাঁদের আলোয় সুরু ক'রে দিল নাচ !... গানের সময় বুকের মধ্যে কেমন যেন খচ ক'রে উঠেছিল আমার ; এই কি সেই ভালেরের জুলিয়া—যে—বুঝতেই পারছ—" ব'লে থেমে বলতে লাগলেন : "কিন্তু সব ভুলে গেলাম ওর চাঁদনি-নৃত্যে। সত্যিই মনে হ'তে লাগল : যেন সমস্ত চাঁদনি রাতটা তার অঙ্গভঙ্গির প্রতি দোলায় ছলকে উপ্‌ছে ঠিক্‌রে পড়ছে।...নগ্ন বাহুতে তার ফুলের বালা, অনাবৃত কণ্ঠে ফুলের হার, আর উচ্ছ্বসিত বুকের মাঝখানে একটি নীলকান্তমণি করছে ঝিকমিক ঝিকমিক—তার প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাল রেখে... সে যেন রশ্মির তাল ধ্বনির সঙ্গে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি : তার বর্ণনা হয় না। জীবনে এক একটা রাত আসে যাকে কল্পনাও ক'রে তুলতে সমস্ত প্রকৃতি যেন করে চক্রান্ত।...ভালেরের গানও এ-চক্রান্তে দিল যোগ। মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল জুলিয়া যে আমার, একান্ত ক'রে আমার, এটা অনুভব করতে—ভালেরের সে নয় নয় নয়—কখনো ছিল না, কখনো হবে না।

"বরাবর নিজেকে রুখতে পারতাম—এই আকাঙ্ক্ষা দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠার পরে আর পারলাম না। এতদিনের নানা ছোটোখাটো ত্রুটি অসংযমের মধ্যেও নিজেকে ছেড়ে দেইনি—কিন্তু আজ আর নিজেকে ধ'রে রাখা সম্ভব ছিল না। গানের শেষ চরণের সঙ্গে সঙ্গে

তার দেহবল্লী ধরা দিল আমার বাহুবেষ্টনের মধ্যে—যেন আপনা থেকে।

…তখন তার প্রতি অঙ্গরেখায় চাঁদের শান্ত আলোও জ্ব'লে উঠেছে বিদ্যুৎ হ'য়ে।…

* *
*

হঠাৎ যেন একটা দোরের শব্দ।…বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল।

জুলিয়া বুকে মাথা রেখে বলল: "ও কিছু না—বাতাস।"…

* *
*

অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যা প্রথম ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল: "তারপর?"

—"তারপর আমরা ভোর রাত্রে ওপরে গেলাম—যে যার ঘরে। শয়নকক্ষে ঢুকে কেন জানি না সন্দেহ হ'ল—ঢুকলাম সারার বসবার কক্ষে। সে মাটিতে মুখ গুঁজে প'ড়ে: আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম। পাশের ঘর থেকে জুলিয়া ছুটে এল: সারার মুখের ওপর মৃত্যুর নীল ছায়ার সুস্পষ্ট ইতিহাস।… জুলিয়া চিৎকার ক'রে সারার মাথা কোলে টেনে নিল। আমি তার বুকে মাথা দিয়ে দেখলাম। হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ।…জুলিয়াকে তার পাশে রেখে ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন 'স্ট্রিকনিন।' ঘণ্টা তিনেক আগে সব শেষ হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ ঠিক যখন আমি ও জুলিয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন হ'য়ে সব ভুলে ইডিয়োতে"…বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হ'য়ে এল—কথার রেশ আপনিই যেন গেল মিলিয়ে।…

* *
*

সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে বলল : "তারপর ?" যেন শুধু ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করবার জন্যেই···

বৃদ্ধের মন ছিল সুদূরবিনিত···তিনি চমকে উঠলেন : "তারপর আর কি ! তারপর সব শেষ।" বলতে বলতে তাঁর মুখে এক অপরূপ বিষাদ ফুটে ওঠে আবছায়া হাসির বেশে। হঠাৎ বললেন : "ও—না, সব শেষ নয়। তারপর আর-একটু আছে। সারার একটা দীর্ঘ পত্র। বালিশের নিচে রেখে গিয়েছিল।"

* *
*

এবার ঘরের নীরবতা ভাঙল স্বপন। অস্ফুট-স্বরে বলল : "চিঠির ভাবার্থ টা কি ছিল শুনতে পারি ?—"

বৃদ্ধের মুখে খানিক আগের সেই ভাসা-ভাসা সুর ফুটে ফের উঠল। বললেন : "শুধু ভাবার্থ কেন ? সবটুকু শুনতে পার। সেটা আমি আজ তোমাদের শোনাব ব'লেই সঙ্গে ক'রে এনেছি।" ব'লে পকেট থেকে সন্তর্পণে একটি লেফাফা বার করলেন।

ভালেরের চিঠির মতনই হলদে হ'য়ে গেছে এবং কাগজ

স্বপ্নভঙ্গ

বৃদ্ধ শান্ত গাঢ় স্বরে পড়তে লাগলেন :

"প্রিয়েষু,

এ-চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি যে কত দূরে··· কোন্ এক অচিন লোকে···আলোর কি আঁধারের···কেউ কি জানে ?··· কিম্বা হয়তো দুয়ের একটাও না···এক নীরব ধূসর শূন্যতায়—যেখানে নেই ঢেউ, নেই রেখা, নেই রূপ, নেই রঙ···

"কি জানি—এ-কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে আমার কেমন ক'রে ওঠে যেন··· ধূপছায়া বিলাসী আমরা··· ডরিয়ে উঠি আলো-আঁধারী ছাড়া অন্য কোনো পথছন্দের কথা ভাবতে।—কিন্তু যাক সে-কথা—তোমার মন গলাবার জন্যে তো নয় এ-চিঠি—যা দু-একটা কথা বলার আছে ব'লে কথার পালা সাঙ্গ করার জন্যেই। জানি পিয়ের, তোমরা শিল্পী—'উচ্ছ্বাস'কে বলো অ-শিল্প। কিন্তু আমার এ-চিঠির লক্ষ্য তো শিল্প-কারুপনা নয়—আর্টিষ্ট হ'তে আমি কলম ধরিওনি—এ-কথা মনে রেখে হয়তো আমাকে ক্ষমা করতে পারবে—অন্তত এ-মেয়েলি উচ্ছ্বাসে বাঁকা হাসি হাসবে না দয়া ক'রে?

"তবু নারীর স্বপ্নভঙ্গের যে উচ্ছ্বাস তাতে কি ব্যথা না পেয়ে পারো তুমি? শিল্পের নামে যত গদ্‌গদই হ'য়ে ওঠো না কেন তোমরা—সত্যিই কি বিশ্বাস করো—শিল্প সেখানে পৌঁছয় যেখানে পৌঁছয় দরদ, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা? মন আমার কুণ্ঠা সত্ত্বেও ভরসা দেয় আমাকে যে, তুমি এতে পাবে ব্যথা—জীবনের কথা ভেবে—এ-উচ্ছ্বাস শিল্পের খাপ কাটিতে নামঞ্জুর হ'লেও। কি-একটা আশা রণিয়ে ওঠে আমার গহন মনে যে, ব্যথা পাবে পাবে পাবে—যতই কেননা ষ্টুডিয়োতে ফুলরাণীর ফুলনৃত্য উপভোগ করো। কেন? কারণ—এখনো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

"হয়তো বলবে: আমাকে তুমি ভালোবাসো এটা জেনেও কেন তোমায় ছেড়ে অজানা খেয়ায় পাড়ি দিতে ছুটছি এক অনামা পারের পানে?—উত্তর: না ছুটে পারলাম না ব'লে। তা-ও না: কোন্ এক শক্তি আমার কাণ্ডারীহীন তরণীকে-যে এই দিকেই দিল ঠেলে। নইলে এ-রূপরঙ্গা মায়া-মাটির কোল থেকে সাধ ক'রে বিদায় নিতে কেউ কি পারে? পারে হয়তো নির্মমে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নির্মম না হ'য়েও আমাকে পারতে হ'ল! আশ্চর্য্য—কিন্তু তা-ই বা কেন?—

এই-ই তো সত্যি যে, আমি নির্মম নই ব'লেই সইতে পারলাম না : তোমাকে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই নিতে হ'ল বিদায়।

"তোমাকে আমি বেসেছিলাম ভালো। আর কী নিবিড় সর্বজয়ী বুভুক্ষু যে সে-ভালোবাসা তা তুমি জানো না। তোমার উদার বিস্তীর্ণ কল্পনা দিয়েও—না। কেন? কেননা, পুরুষের কল্পনা যতই উধাও হোক না কেন নারীর হৃদয়কে সে কখনোই পারে না ছুঁতে। নারীর হৃদয়ের গতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম কল্পনাও বড় জোর 'সমান্তরাল রেখায় লহর কেটে চলে'—ভালেরের ভাষায়—হয়তো অন্তিমে মিলতে। কিন্তু এ-ও যদি মেনে নিই—তবু সে অন্তিমে—এপারে নয়। আমি জুলিয়ার মতন মেয়ের কথা বলছি না—যাঁরা ছদ্মবেশে পুরুষই। বলছি আমার মতন মেয়ের কথা—যে মনে-প্রাণে, তনুর প্রতি অণুতে, নারী। এমন নারীর বাঞ্ছিত যে-ভালোবাসা, যে-প্রতিদান—দেবে পুরুষ কোথা থেকে? তার সে-পুঁজিই-নেই যে। প্রেমের রাজ্যে নারী যে রইল চিরবুভুক্ষু সে তো এইজন্যেই পিয়ের।

"তাই তোমার বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ করা হয়তো আমার উচিত নয়। কিন্তু উচিতের নির্দেশ মেনে কি চলে নারীর হৃদয়? না: আছে আমার ক্ষোভ তোমার বিরুদ্ধে, আছে গ্লানি। বীরনারী হ'তে চাইব আমি কোন্ মুখে? বীরনারী নই তো আমি। কিন্তু মিথ্যাবাদিনীও নই যে! তাই স্বীকার করব যে, আছে ক্ষোভ, আছে পরিতাপ। দুর্বলতার চিহ্ন এ? বটেই তো। জীবনে যে ভালোবেসেছে তার চেয়ে দুর্বল আর কে? নিজের বলতে যার কিছু রইল না—মন প্রাণ দেহ সব যে নিঃস্ব হ'য়ে বিনা সর্তে উজাড় ক'রে ঢেলে দিল পুরুষের পায়ে—যে চায় না তার পায়ে—তার চেয়ে নিঃসহায় কে—এ-জগতে? মিথ্যা বলব না : তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না হোক—অনুযোগ আমার

আছে। কিন্তু সে-অভিযোগ তোমার ব্যক্তিস্বরূপের বিরুদ্ধে নয় তোমার জাতির বিরুদ্ধে: যে-তুমি পিয়ের রূপে ফুটলে তার বিরুদ্ধে নয়—যে-তুমি পুরুষ হ'য়ে নারীকে ভালোবাসতে চাইলে—তারই বিরুদ্ধে। কথাটা বলি যেমন ক'রে পারি, ঝাপসা থেকে গেলে ক্ষমা কোরো ভেবে যে, এ-সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলার মতন মনের অবস্থা আমার নেই আজ—যে-দৃশ্য চাঁদনি ষ্টুডিয়োতে এইমাত্র দেখে এলাম তার পরে।—যদিও সেজন্যে তোমার দোষ নেই। কোনো পুরুষই ও-সময়ে 'না' বলতে পারত না। আর 'না' বলবেই বা তুমি কী দুঃখে? তোমরা তো ঐকান্তিকতায় বিশ্বাস করোনি কোনোদিনই: তোমাকে অন্য যে-অপবাদই দেই না কেন—কপট বা মিথ্যাশপথী অপবাদ কোনোদিন দেব না জেনো। কিন্তু শোনো।

"ভাবতে তুমি: বিবাহ না ক'রেও তোমার সহবাস আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শুধু এইজন্যে যে, ভালেরের কথা আমি ঠেলতে পারিনি, নয়? ভুল পিয়ের, ভুল। ভালেরকে আমি শ্রদ্ধা করতাম—সত্যি। জীবনে কখনো কাউকে করিনি তেমন শ্রদ্ধা—তোমাকেও না। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে বিবাহ না ক'রেও তোমার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার কারণ ভালেরের বিবাহবিরোধী দৃষ্টান্ত উপদেশ নয়। কারণ এই যে, নারীকে এ-বিষয়ে তোমরা যতই চিরকুণ্ঠিতা ভাবো না কেন—এই বিষয়েই সে সব চেয়ে বেপরোয়া।—তাই তো বলছিলাম পিয়ের, যে, পুরুষ কখনো নারীর মন জানে না, জানে নি, জানবে না।—বলবে হয়তো—তা হ'লে বাইরের বাঁধন চায় কেন সে?—হায়রে, চায় অবান্তর কারণে—নইলে যে-নারী ভালো সত্যি বেসেছে বিবাহ যে তার কাছে তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। সে চায় বাঁধন, মানি: কিন্তু আইনের অনুশাসন নয়—প্রেমেরই শৃঙ্খল। আর এই নিগড়ই তার চরণের নূপুর, তৃষ্ণার জল, নয়নের আলো, বুকের নিশ্বাস—এই প্রেমের প্রতিদান। এ নইলে কি সে বাঁচে পিয়ের?

"তুমি হয়তো বলবে : প্রতিদান তুমি আমাকে যে দিয়েছিলে এটা আমি গেছি ভুলে। ভুলিনি। আমি অকৃতজ্ঞ নই : মানুষ যে, একদিন ছিল—যখন তুমি আমাকে দিয়েছিলে ; অর্থাৎ *দিয়েছিলে—যতটুকু* পারে পুরুষ দিতে নারীকে। সে-স্মৃতি আমার আঁধার বুকে এখনো মণিমালা হ'য়ে জ্বলছে জেনো। কিন্তু প্রেমের তৃষ্ণা কি কৃতজ্ঞ স্বীকারে মেটে পিয়েরে ? না, অনন্ত ক্ষুধা নিভন্ত স্মৃতিচারণে তৃপ্ত হয় ? অতীতের পাওয়া তো বর্ত্তমানের সান্ত্বনা নয়—প্রতিদান কামনার দাবি অকুণ্ঠ যে। যে-নারী বলে : প্রেমে সে প্রতিদান চায় না, জেনো—হয় সে নারী নয়, নয় সে মিথ্যাচারিণী। আমি নারী : চাইবই তো পূর্ণ প্রতিদান। দেব সব, কিন্তু প্রতিদানে চাইব পেতে—নিজেকে সর্ব্বহারা ক'রে পেতে—মানি : তবু সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে পেতেই—শূন্য তার গহ্বরে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে চেয়ে না। তাই তো যাকে বরণমালা দিলাম, তার মালা না পেলে জীবনের সমস্ত রঙের মেলা আমার চোখে যায় পাংশু হ'য়ে। এজন্যে যদি আমাকে দায়ী করতে চাও—কোরো ; কেবল করলে ভুল করবে। কেননা সে হবে নারীকে নারী হওয়ার জন্যে দায়ী করা—যেমন আমি ভুল করব তোমাকে পুরুষ হওয়ার জন্যে দায়ী করলে। তোমরা—পুরুষেরা—চাও ধ্বনি প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি—প্রেমের রাজ্যে। আমরা—মেয়েরা—চাই এক : ধ্বনিকে।

"হয়তো একটু ভুল হচ্ছে। হয়তো জুলিয়ার মতন মেয়ে চায় না। সে হয়তো ধ্বনির সঙ্গে অনেক-কিছু আনুষঙ্গিকও চায় তার অতৃপ্ত—অতৃপ্ত পিপাসা মেটাতে। নইলে যে-মেয়ে এক সময়ে ভালেরের মতন মানুষকে ভালোবাসত, সে আজ চায় তারই গান গেয়ে তার পরবর্ত্তী প্রসাদপ্রার্থীকে উচ্ছিষ্ট যৌবনের দোরে পাত পাততে! ধিক্! কিন্তু না : এ-ধিক্কার দেওয়ারও হয়তো আমার অধিকার নেই, এর মূলেও হয়তো আছে আমার

পরাজয়ের অভিমান। ক্ষোভের কলঙ্কে কলঙ্কী-যে—সে অপরার কপালে পঙ্কতিলক দেবে কোন্ অধিকারে ?

"কিন্তু পরাজয় ? প্রেমের ক্ষেত্রেও কি আসে প্রতিযোগিতা ? আসতে পারে সত্যি ? প্রেমও কি অন্য সব কিছুর মতন একটা পণ্য—যা পড়বে শুধু তারই হাতে যে তাকে ছিনিয়ে নিতে জানে সব আগে ? জানি না। এ-বিষয়ে নারী তার একলা হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে কতটুকুই বা বলতে পারে বলো ?

"তাই বলাই ভালো এ-সমস্যার কোনো কিনারাই পাইনি আমি। কেমন ক'রে যে নারী তার রূপ-লাবণ্যকে অস্ত্র-হিসেবে ব্যবহার করে—অপরার মুখের গ্রাস—কিন্তু না, ফের ঐ ক্ষোভ আসছে। তা ছাড়া কাজ কি এ-আলোচনায়ই বা ? মেনে নেওয়াই ভালো হয়তো যে, এ-জগৎ এ-জীবন এম্‌নিই—প্রেমকে বজায় রাখতে চাইলেও সব আগে জানতে হয় এখানে কাড়াকাড়ির মন্ত্র-তন্ত্র ; শিখতে ক[illegible]গানের ছলা-কলা, এক কথায় পরতে হয় নানান আত্মরক্ষার বর্ম্ম-কবচ। আমার সে সরঞ্জামও নেই—এমন ক'রে যে-সম্পদকে আগলে রাখতে হয় তাকে পাবার লোভও না। তাই তো হারল যে সে আর তোমার পথ আগলে রইল না—গেল স'রে !

"অথচ আমি সবই বুঝি পিয়ের, বিশ্বাস কোরো। বুঝি যে, এ-পরাজয়ের জন্যে ব্যথা বাজে নারীত্বের কোনো গৌরববশে নয়—তার আত্মাদরের লাঞ্ছনার জন্যে। এ-ও বুঝি যে, অনুযোগ এক্ষেত্রে যে করে সে আমার হৃদয়,—বুদ্ধি নয়। বুদ্ধি আমার এক্ষেত্রে ভালেরির কথায়ই সায় দিয়ে বলে যে, প্রেম যেখানে শ্লথ হ'য়ে এল সেখানে অনুযোগ অভিযোগ কাকুতি মিনতির মতন বিড়ম্বনা আর কী আছে ত্রিভুবনে ? বুদ্ধি আমাকে এ-ও বলে যে, জুলিয়ার প্রতি এ-বিতৃষ্ণাই বা কেন ?—সে না

এসে আসত অন্য কেউ। পুরুষের প্রণয় চায় নিত্য-নূতন রসকেলি, চায়—ঝাপটা, বিদ্যুৎ চমক। তা ছাড়া প্রেমের মূল বন্ধনই যেখানে গেছে আলগা হ'য়ে সেখানে ছিন্ন করার উপলক্ষের কখনো অভাব হয়? থাকে সে একটি তুচ্ছ দমকা হাওয়ার অপেক্ষায়—ধুলোয় লুটোতে। আলগা যার ভিৎ, গাঁথুনি—ইমারৎ তার হবে না অপল্‌কা?—না হ'য়ে পারে?

"জানি সবই। কেবল এইটে আমি কোনো মতেই বুঝতে পারিনে পিয়ের, যে, প্রেমের বাঁধন একবার গ'ড়ে ওঠার পরেও আলগা হ'য়ে যায় কেমন ক'রে? ভালের বলত: ক্যাথলিক না হ'লে এটা বুঝতে এত বেগ পেতে হ'ত না আমাকে। হবে। আমি অতশত বুঝিও না, তোমাদের মতন অত তলিয়ে পারিও না ভাবতে। তা ছাড়া ভাবনাও যে আমাদের তোমাদের মতন মস্তিষ্ক থেকে ছোটে না—ওঠে হৃদয়বৃত্তিরই তাগিদে। তাইত পুরুষ কখনো নারীর ভাবনাকে পারল না চিনতে। দুজনের চিন্তা অনুভবের উপাদানই যে আলাদা প্রকৃতির, তাই কি? তাই কি পুরুষের প্রেম শিথিল হয় দুদিনেই?

"জানি না। কেবল এইটুকু জানি: আমি জুলিয়া নই। জানি: সে যা পারল—আমি তা পারতাম না। জানি: আমার প্রেমের গ্রন্থি সারা জীবনের অদর্শনেও শিথিল হ'ত না, তোমাকে-দেওয়া-মালা ফিরিয়ে নিতে পারতাম না—অন্য কারুর গলায় দিতে। তবে এও হয়তো আমার ক্যাথলিক শিক্ষাদীক্ষারই দোষ। নইলে হয়তো শুধু হৃদয়ের দীপ্টুকুর হাল্‌কা উত্তাপকে সম্বল ক'রে এই হিম জীবনের মরু পার হ'তে ছুটতাম না: জুলিয়ার মতন নিত্য-নূতন পাথেয়ের পথ চেয়ে জীবনকে ক'রে তুলতাম সুনেলী।

"হয়তো বলবে: আমি বৃথাই হৃদয়ের জাঁক করি, হৃদয় থাকলে ভাবে তোমাকে ছেড়ে যেতে বাধতই। হয়তো বাঁকা হাসবে অবুঝ

ব'লেও। কিন্তু বিশ্বাস কোরো পিয়ের, যে, হৃদয়হীন বা অবুঝ আমি ছিলাম না প্রকৃতিতে। তোমাকে বোঝাব কেমন ক'রে বলো—নিজের সঙ্গে কী অক্লান্ত যুদ্ধ করেছি গত দেড় বৎসর ধ'রে? নিজেকে কত বোঝাবার চেষ্টা করেছি—জপ ক'রে যে, জুলিয়ার প্রতি তোমার এ-মোহ সাময়িক—দুদিনেই যাবে উবে—এ শুধু চোখের নেশা বৈ আর কিছুই না। এমনি আরো কত···কত···কত—ছেলেমানুষি প্রবোধ! ক্ষোভবশে এমন কথাও বলব না যে, আমার প্রতি তুমি আজও একেবারেই উদাসীন। আমি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি না কি—আমার প্রতি এখনো তোমার টান কত সত্য? সত্য ব'লেই তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বিদায়পথে আজও এত বাধা—আশা যখন শুকন তখনও চোখে জল।

"কত যে বাধা তা কি তুমি কল্পনা করতে পারো পিয়ের? যে ক্ষোভ বলে ছুটি নেও, চলো,—সেই ক্ষোভই বাঁধে, জড়ায় পায়ে পায়ে যে অভিমান চায় বিদায় নিতে সেই অভিমানই সাধে হাত ধ'রে। এ [illegible] কি বোঝে পুরুষে? বুঝতে পারে কখনো? সে বড় জোর [illegible] নিয়ে নাটক লেখে যাতে পাঁচজনে দেয় হাততালি। কিন্তু অবোধ বোঝে না যে, এ নিয়ে যখনই সে কল্পনা করেছে তখনই যে সে একে উঠেছে ছাড়িয়ে! নারী এ নিয়ে নাটক লিখতে পারেনি কি সাধে? হৃদয়ের নিভৃত বেদনাকে সে চায় না খেলার জিনিষ করতে—চাইলেও পারে কই? অথচ তার এই যে অক্ষমতা—নিজের হৃদয়ের স্পন্দনকে নিয়ে হাস্যামি করতে এই যে মর্মান্তিক বিতৃষ্ণা এর জন্যেও সে তোমাদের কাছে অবজ্ঞাত। কী? না, নারী স্রষ্টা নয়। পিয়ের, এ-প্রশ্ন তোমাদের—পুরুষদের—মনে কখনো কি উদয় হয়নি যে, তৃষ্ণায় যার আকণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে সে পারে না সে-শুষ্কতাকে নিয়ে রামধনু আঁকতে—নটিনী হ'তে? না। নারী এ পারে না তার

হৃদয় আছে ব'লেই—তার বুদ্ধি নেই ব'লে না ; লজ্জা আছে ব'লেই—সৃষ্টি-প্রতিভা নেই ব'লে না। নটীপনা নারীর নেই—বলি না ; আছে : খেলার ক্ষেত্রে, মোহের ক্ষেত্রে, নাচগানের ক্ষেত্রে। কিন্তু যেখানে প্রেম তার চিদাকাশকে তুলেছে রাঙিয়ে সেখানে সে চায় না তার আলোয় করতে সাজসজ্জা—প্রসাধন। তার মধ্যে নানা নাটরঙ্গ আছে, কেবল নেই প্রবৃত্তি—প্রেমকে নিয়ে লীলাখেলার। তোমরা লীলাময়, তাই তাকেও ক'রে তুলতে চাও লীলাময়ী। কিন্তু লীলা তার স্বধর্ম তো নয়। জীবনের কেন্দ্র যে তার প্রাণে—মর্মে। তাই তো পুরুষ নারীকে পেয়েছে বড় জোর সহধর্মিণীরূপে—সহমর্মিণীরূপে না। কারণ পুরুষের চেতনা বহির্মুখী, মনোমুখী—প্রাণমুখী, মর্মমুখী তো নয়।

"অথচ তবু এ-সব না বুঝেই—আমি সত্যিই চেয়েছিলাম তোমার সহমর্মিণী হ'তে। পারিনি—সে দোষ আমার প্রকৃতির—ইচ্ছার নয়, সাধনার নয়।

"কিন্তু অক্ষমতার সাফাই পুরুষে শুনেছে কবে? তাই তো তোমাকে যেতে হ'ল ছেড়ে।

"কেন?—ঐ যে বললাম : না গিয়ে পারলাম না ব'লে, একনিষ্ঠ প্রেম নইলে আমি বাঁচতে পারি না ব'লে। এ দোষও আমার প্রকৃতিরই—প্রবৃত্তির নয়।

"কিন্তু না—হয়তো ব্যথাবশে একটু বাড়িয়ে বলছি। ঐকান্তিক প্রেম না হ'লেও হয়তো আমি তোমার পাশে থাকতে পারতাম, কিন্তু তোমার কাছে আর একজন হবে আমার চেয়ে বেশি তৃষ্ণার বস্তু—সৌখীন খেলানা নয়, হবে প্রেরণাদাত্রী, গৌরবিণী—এ সইব কোন্ প্রাণে বলো দেখি?

"হয়তো এ-কথাটাও ঠিক বুঝবে না। কিন্তু নারী হ'লে বুঝতে যে,

নারী সব সইতে পারে, কেবল তারই সামনে তারই বল্লভের অপরাকে প্রেম-নিবেদন ছাড়া। মনে কোরো না—এ আমার দেহগত সংস্কার। না। দেহ তুমি যাকে ইচ্ছে দাও না,—তাতে ব্যথা বাজে না [illegible] না—তবে প্রেম যেখানে মজুর—সেখানে নারী তাও সইতে পারে। সে জানে: পুরুষ নারী নয়। কিন্তু যেখানে তার প্রেমের গোপন-মঞ্জুষার মধ্যে অপরার পড়ে দৃষ্টি—তাতেও চায় সে ভাগ বসাতে—সেখানেও সে-অপমান তাকে সইতে বলো তুমি? নারীকে?—যে পুরুষ নয়?

"নারী যে এ পারে না—তার কারণ তার হৃদয়হীনতা নয় পিয়ের। সে অবুঝও নয়: শুধু, তার অনুভব এত প্রবল যে, তোমরা বুঝতে পারো না তাকে। নিজের সঙ্গত, নিশ্চিন্ত, স্বচ্ছন্দ, সব-বজায়-রাখা অনুভবের নিকষে কষো—আর বলো: মিলল কই? যেন অনুভবের নিবিড়তা একটা এতই সুবোধ্য বস্তু যে, এমন ভাসা-ভাসা ভাবে বোঝা যাবে—যেন উপরের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে নিচের উদ্বেলতাকে মিলিয়ে দেখার অধিকার আছে কারো। নেই। তাই তোমরা ভুল করো চিরদিন নারীকে বিচার করতে গিয়ে: বলো তাকে সেন্টিমেন্টাল, উচ্ছ্বাসিনী, আরো কত কী। কিন্তু জেনো পিয়ের, এ-বিচার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের বুদ্ধির ধার বেশি ব'লে নয়—দরদের তল কম ব'লে। তাই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস আমারই চোখের সামনে তুমি অপরার সঙ্গে প্রেমলীলার জের টেনে চলতে পারলে—আমার সঙ্গে শুধু 'নিখুঁত' ব্যবহার ক'রে। ভাবতে পারলে যে, বাইরের আচরণ যেখানে অনবদ্য সেখানে মান-অভিমানে দুঃখ পাওয়া অসঙ্গত। হায় রে, একটিবারও ভেবে দেখলে না যে, নারী চায় না এই বাইরেকার শোভন ঠাট ও রঙচঙে চাকচিক্য, চায়—ভিতরের অবলম্বন। উপরকার চূর্ণ তরঙ্গে যে-মুখর প্রমোদের

বহুদলীলা সাতরঙা বাঁশি বাজায়—তার অগভীর মূর্চ্ছনায় নারীর হৃদয়তন্ত্রী বেজে ওঠে না। সে চায় অন্তরের সুর—সুরেলা আলাপিনী। সুরের এ-অবলম্বনও যখন তার কেড়ে নাও তোমরা—তখন তার কী থাকে—বলো তো? পায়ের তলার মাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বলো তোমরা—সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে। নইলে আর পুরুষ—!...

"হয়তো বলবে: এ-ও আমার নিছক বাড়াবাড়ি, নারীর সেই চিরকেলে ফেনিল আবেগের হা-হুতাশ। হা-হুতাশই বটে!—আর্তকেও তোমরা বলো শান্ত হ'তে, মরুকে বলো চলিষ্ণু নদীর অভিসার শুধু চোখে দেখে দেখে উর্ব্বর হ'তে।

"তবে একটা প্রশ্ন তোমার মনে জাগতে পারে—মানি: আমি কি জগতের কাছে কিছুই পাইনি যে, শুধু আর্তিকেই দেখছি বড় ক'রে? জীবনের নানা গর্ভাঙ্কে নানা আলো নানা রঙ নানা গন্ধের কোনো তৃপ্তিই কি আমার ইন্দ্রিয়পথে, আমার অন্তরলোকে প্রবেশ করেনি?

"করেছে। জীবন আমার চিরদিনই শুধু শূন্যকল্লোল ছিল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। এ-কথা সকৃতজ্ঞেই অঙ্গীকার করব, বরাবরই ক'রে এসেছি, যে এক সময়ে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি: ভালেরের পৌরুষে, লিলির স্নেহে, প্রিয়জনের প্রীতিতে, বন্ধুর সখ্যে। শুধু তোমার কাছেই হয়েছি বঞ্চিত। কিছুই পাইনি বলি না অবশ্য। তোমার দাক্ষিণ্য, তোমার সরসতা, তোমার বন্ধুবাৎসল্য, তোমার সজ্জনতা, তোমার স্নিগ্ধ-হাসি,—এক কথায়: তোমার মনোরম পরিমণ্ডল আমাকে মুগ্ধ করেছে তো কত সময়েই। কিন্তু তাতে তৃষ্ণা মিটল কই? হৃদয় বহু চেষ্টা ক'রেও শপথ ক'রে বলতে পারল কই যে, যা সে চেয়েছিল তোমার কাছে—তা পেল? না, পাইনি পিয়ের: রাগ কোরো না,—এজন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কেননা আমি বিশ্বাস করি তোমার দাক্ষিণ্যে,

তোমার ঔদার্য্যে, তাই জানি যে পারলে, থাকলে তুমি দিতে। কিন্তু তোমার ছিলই না যে, তাই না আমি পাইনি!...কিম্বা হয়তো ছিল—আমিই পারিনি আহরণ করতে। কারণ যা-ই হোক, শেষ কথা হ'ল এই যে, যা আমি চেয়েছিলাম তা পাইনি তোমার কাছে। আর সেই এক সর্ব্বার্থসাধিকা তৃপ্তির অমিলন, সর্ব্বক্ষতিপূরণী সার্থকতার অভাব—সেই এক না-পাওয়া আমার সব পাওয়াকেই ক'রে দিয়েছে ব্যর্থ, রিক্ত, শূন্যগর্ভ। যেখানে অন্তরের পিপাসা-গহ্বরই ভরেনি, সেখানে ইন্দ্রিয়ের রঙ্গলীলায় বাইরের প্রসাধনে নারী কী পায় বলো তো?

"বলতে পারো কি পিয়ের, কেন এমন হয় এ-জগতে? কেন একটা-মাত্র অপ্রাপ্তি সব প্রাপ্তিকে ক'রে দেয় ম্লান—রঙ্গমঞ্চের বাইরের পাদপ্রদীপ ছেড়ে শুধু পিছনের অন্ধ অন্ধকূপের পানেই আঙুল দেখায়? কেন একটিমাত্র বঞ্চনার ছায়াপাতে সমস্ত জগতের আলো নিভে যায় চোখের সামনে—একটি সূর্য্যের অভাবে যেমন বিশ্বের কোটি ফুল হয় অধোমুখী—বৃন্দ তারার আলোও যাদের পারে না জাগাতে? বলতে পারো এ-প্রহেলিকার শেষ কোথায়—কিম্বা এর শেষ আছে কি না? বলতে পারো তৃষ্ণার প্রকৃতি এমন হয় কেন—যাতে আকণ্ঠ পান ক'রেও সে মেটে না—সারা জীবনভোর ইন্ধন জোগালেও লেলিহান অতৃপ্তির শিখা বলে—আরো চাই? পারো বলতে?—কেন প্রেমের কাছে যা চেয়ে মানুষ এত মাথা খুঁড়েছে তার দেবতা শুধু সেইটা ছাড়া আর সবই তাকে দেন—মিলনের মধুরতম মুহূর্ত্তেও হৃদয়ের মধ্যে কেন এ বিরহ-ব্যথার মিড় রণিয়ে ওঠে সমাপ্তিহীন রেশে? জানো কি?

"হয়তো ঠোঁটের কোণায় তোমার একফালি চিকণ-হাসি উঠবে চমকে এত ফেনিল উচ্ছ্বাস পড়তে পড়তে। পুরুষের ওঠেই। তাই তো সে নারীর চির-বল্লভ হ'য়েও রইল চির-পরদেশী। তাই তো সে নারীকে বুঝ

করে—একটা চেতনার-মালায়-গাঁথা রাঙা আবেগের স্ফুলিঙ্গ—যেমন ছায়াচিত্রে নানা ছবি—একটা গতির-বেগে-গাঁথা।

“কিন্তু এ শুধু আমার আজকের আবেগ নয়—নয়ও একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের রং ঢং পিয়ের। এ আমার বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা—যার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নেই, অতিরঞ্জন নেই, নেই অনুকম্পা-জাগানিয়া হা-হুতাশ। তোমার কথা বলতে পারি না—কিন্তু আমি তো জানি: প্রেমের কাছ থেকে আমি কী চেয়ে হাত পেতেছি, আর কী নকল দানে সে দিয়েছে আমার অঞ্জলি ভ'রে। নইলে কি সে-দান আমার মুঠো থেকে যেত ফসকে?—দিতাম যেতে?

“বলবে হয়তো: মানুষের চাওয়ারও তো ভুল হয়, যা চাইলাম ও যা পেলাম তার মধ্যে সমীকরণেরও হয় ভুল, হয়তো বুঝতে পারি না ব'লেই ঠাহর করতে পারি না যে, মুক্তা এসেছিল অঞ্জলির মধ্যে শুক্তিরই সঙ্গে—কেবল শুক্তিকে চিনিনি ব'লেই তার সাথে সাথেই অবহেলায় মুক্তাকেও দিয়েছি বিসর্জ্জন। বলবে কি?

“যদি বলো তবে আমি বলব যে, এমন হয় না, হ'তেই পারে না। বলব: ছোট চাওয়া ও ছোট পাওয়ার মধ্যে মিলোতে ভুল হ'তে পারে, কিন্তু যে-চাওয়ার সুর দিয়ে অন্তরতম নিঃশ্বাসের ছন্দ ভরা, সে-চাওয়ার উত্তর যখন আসে তখন প্রেমার্থীর তাকে চিনতে ভুল হ'তেই পারে না। শিক্ষার্থীর ভুল হ'তে পারে—শিল্পকারু ভঙ্গিলীলায় ঠিক তালটি বুঝতে, কিন্তু তৃষ্ণার্তের ভুল হয় না তৃষ্ণা মিটল কি না বুঝতে। প্রেমের মধ্যে কামনা আমার যতই উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে, আশা কল্পনা যতই রঙীন আলপনা এঁকেছে, অতৃপ্তি যে আমার হ'য়ে উঠেছে ততই নিবিড়, ব্যর্থতা ততই পুঞ্জীভূত! আর এ-দীর্ঘশ্বাস কি আমার আজকের যে, তুচ্ছ হবে?

"না। এ-অতৃপ্তির তাপ আমার সাথী ছিল বরাবরই—কেবল আজ সে অসহ হ'য়ে উঠেছে মাত্র। কিন্তু সে বোধ হয় শুধু এইজন্যে যে, স্বপ্ন-কল্পনার দেবতার কাছে বর পাওয়ার আশা গেছে আমার মুছে—নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে। নইলে এ অতৃপ্তির অন্তর্দ্দাহ আমার প্রথম থেকেই ছিল। যা আমাদের মধ্যে সুপ্ত হ'য়ে না বিরাজ করে—তা কি কখনো জাগে, না জাগতে পারে?

"তবে প্রথম প্রথম—যখন স্বপ্নের কাজল চোখ থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি তখন—নিজেকে কোনোমতে বা বোঝাতে পারতাম,—হয়তো সাড়া না পেলেও সান্ত্বনা-কুহক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তখনও লুপ্ত হয়নি ব'লেই। কিন্তু তবু সে-সান্ত্বনাও ছিল ক্ষণিকের। কেননা ভালেরের কথা যদি কখনো সত্য ব'লে মেনে নিতে চেষ্টা ক'রে প্রেমকে মনে করতে চেয়েছি জীবনের একটা চলন্ত পান্থশালা মাত্র—অমনি আকুল সুরে অন্তর ব'লে উঠেছে: 'চুপ চুপ—ও কী কথা! প্রেম যদি ক্ষণাশ্রয় তবে জীবনের নীড় বলব কাকে?' নিরুত্তর হৃদয়কে বুঝিয়েছি: প্রেমের মধ্যে আজ যা পাচ্ছি না—দুদিন বাদে পাবই পাব। পলাতককে আরও বাঁধতে চেয়েছি বাহুবন্ধনে—দ্বিগুণ নির্ভরে আশার আগ্রহে—শিশু যেমন বুদ্বুদকে যায় ধরতে, চাঁদকে মুঠোয় পেতে। প্রেমের মধ্যে অতৃপ্তি যতই তীব্র হ'য়ে উঠেছে—ব্যথা যতই নিবিড়; হাসির অন্তরালে অশ্রু যতই উপ্‌ছে পড়েছে—দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিত; চাওয়ার মর্ম্মে না-পাওয়ার দুঃখ যতই গুরুভার বোধ হয়েছে—তার ক্ষোভ গ্লানিময়;—ততই নিজেকে রঙীন সান্ত্বনা দিয়েছি এই ব'লে যে, অতৃপ্তি বড় মধুর, ব্যথা বড় গভীর, অশ্রু বড় পবিত্র। হায় রে, কাব্য-কুয়াশার প্রদোষ-পূরবী দিয়ে অরুণ-ক্ষুধিত প্রাণকে ভুলিয়ে রাখা? যায় কখনো?

"কিন্তু হয়তো এরই ছিল আমার প্রয়োজন। কেননা সময়ে সময়ে

কিসের যেন চকিত ঝিলিক খেলে যায় অন্তর-দিগন্তে যাকে চিনি যেন—আলোর পূর্বাভাষ ব'লেই। মনে হয় যেন কোন্ এক নেপথ্য-লোকের আলো-অধিষ্ঠাত্রী ডাকে আমাকে হাতছানি দিয়ে—যে বলে: মানুষের প্রেমে এই চিরন্তন অতৃপ্তি শাপ নয়—বর। কি একটা সুর এক একটা নিথর মুহূর্তে যেন ধ্বনিয়ে ওঠে হৃদয়তন্ত্রীতে—যে বলে: এই বাসনামুক্ত প্রেমাশায় দিশা মেলে না ব'লেই এ-অতৃপ্তির অন্ধকার ছেয়ে আসে—জাগাতে আলো তৃষ্ণা; যে বলে: প্রেমে পূর্ণতা-আকূতি মনের মরীচিকা নয়—সে আছে, কেবল এই চেনা বাসনার জানা-পথে মেলে না তার উদ্দেশ; যে বলে: যা অকূলের পথের অনিমেষ আলো, তাকে নিরালা আঙনের দীপশিখাটুকু ক'রে রাখতে চাইলে চলবে কেন? বলে: প্রেমকে যে বরণ করতে শেখে নিষ্কামনার নির্দেশে শুধু তারই পথে সে ধরে অম্লান আলো, নইলে বুঝি সোনামুঠো অঙ্গারই হ'য়ে দাঁড়ায় ধুলোমুঠো।......

"এই কথাই কি প্রেমের চরম-বাণী?

"জানি না। একদিন ছিল—যখন এ-কথায় সায় দেয়নি মন, যখন বাসনাহীন জলধনুকেই মনে করতে চাইতাম প্রেমের দোললীলা। কিন্তু আজ কোথায় সে বহুরঙা রাস তার? কেন দেখি: বাসনার গগনে রঙীন প্রেমধনু—মাটিরই পঙ্কের প্রতিচ্ছায়া—যাকে নির্বাসনার অঞ্জন পরলেই চোখ পারে চিনতে মায়া ব'লে? কেন মনে হয়: প্রেমের অভিসারে লক্ষ উদ্‌ভ্রান্তি অঙ্কুশ হানে—শুধু বাসনার লক্ষ ঊর্ণাজাল কাটাতে শেখানোর দীক্ষা দিতে?

"জানি না এ-ও উদ্‌ভ্রান্তি কি না। জানি না বাসনা-মুক্ত প্রেমের যে-কল্পচ্ছটা হৃদয়ের সীমান্তে আজ উঁকি দিচ্ছে সে ধ্রুবতারার ঊর্ধ্বশিখা—না, আলেয়ার চকিত বিদ্যুৎ। জানি না 'নিজেকে ছাড়িয়ে হবে প্রেম তার

স্ব-স্বরূপটি খুঁজে পায়'—আশার এ-কূজন মায়াধ্বনি কি না। তবে এটা মনে হয় যে, এ-দিশার মধ্যে সবটাই মিথ্যা হ'তে পারে না। যা চেয়েছি তা পাইনি এ হ'তে পারে—তার ব্যথাও হ'তে পারে দুঃসহ। কিন্তু তবু কে যেন বলে যে, প্রতি না-পাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ফুটতে চায় যেন এক অশরীরী পাওয়ার স্ফুরদ্দাম। এ-পাওয়ার সাধনাই হয়তো জীবন-সাধনা। জীবনে এ-সাধনার পথ হয়তো তেমন ক'রে খুঁজিনি ব'লেই মেলেনি। কিন্তু তবু মনে হয় এ-পথের সম্বন্ধে যে-প্রশ্ন উঠছে গভীর মনে সে-প্রশ্ন শুধু এক প্রশ্নাতীত প্রাপ্তি-লোকেরই গুঞ্জন—পূর্ব্বরাগ। কান পেতে এ-জীবনে এই গুঞ্জনকে শুনিনি ব'লেই হয়তো নূপুর আমার পদে পদে বেজেছে শৃঙ্খল হ'য়ে।

"তাই তো আমি আজ চিরদিনের তরে কাটলাম এ-শৃঙ্খল—সেই নিশ্চক্রবাল পথের পথিক হ'তে—যদি সে থাকে কোথাও। হয়তো জীবনের এ-পরিচিত ঘাটে আরও কিছুদিন খুঁজলে ওপারের সে-ঘাটের মিলত আরও কিছু ধ্রুবতর পাথেয়। কিন্তু সে-শক্তি আর যে নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না পিয়ের! মানুষ ছাড়া কাউকে তেমন ক'রে কোনোদিন চাইনি—তাই হয়তো শেষটায় পেলাম না লোকোত্তর কোনো শক্তি—কোনো দৈব সম্বল। কিন্তু এমন কোনো শক্তি, এমন কোনো সত্তা, এমন কোনো পূর্ণতা যদি থাকেই ওপারে, তবে আমার এ মোহ-ভ্রান্তিকে এ-অজ্ঞানতার অন্ধতাকে কি সে ক্ষমা করবে না?

"আর যদি এমন কিছু না-ই থাকে কোথাও? যদি ওপারও হয় এপারের মতনই নীরন্ধ্র তমসার রাজ্য—যেখানে নেই আলো, নেই গন্ধ, নেই রূপ, নেই রস, নেই ধ্বনি, নেই তরঙ্গ—তা হ'লে? যদি ওপারের সব দেনা-পাওনার সব হিসেব-নিকেশ এপারেই লভে চিরসমাধি?—

তাহ'লেই বা দুঃখ কি ছিলো? অন্তত তাহ'লে তো [illegible] উকে ভালোবাসতে হবে না?—

* *
*

জোৎস্নামাত গির্জায় ঢং ঢং ক'রে ক'টা বেজে গেল [illegible] না কেউই।...

স্বপন চমকে ওঠে,—এমোনই: "আর জুলিয়া?"

মসিয়ে বেনোয় শুনতে পান নি বোধহয়।

সন্ধ্যা শুধোয়: "জুলিয়ার কি হ'ল?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙে এবার: "কে? জুলিয়া? ও হ্যাঁ। সে এর পরেই আমেরিকায় চ'লে যায়। সে তার করেছে গত ... বছর—তার ওখানেই উঠবে, ক্যালিফোর্নিয়াতে। লিখেছে, তার সব চুল হ'য়ে গেছে তুষারের মতন সাদা—অবিদায় অবিদায়।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল: "কত বছরের বাদে দেখা হবে তার সঙ্গে?"

বৃদ্ধ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "প্রায় পঞ্চাশ।"

* *
*

হঠাৎ একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।...

সবাই তাকায় আনার পানে। কিন্তু তার দুটি দূর-নিবদ্ধ চক্ষু—একটি শাড়ী-পরা ম্লান মেমবালার ছাই-রঙের পাড়ের 'পরে।...

* *
*

স্বপন ও সন্ধ্যার দৃষ্টি-বিনিময় হয়। সন্ধ্যা চোখ নেয় ফিরিয়ে। দুটি ফোঁটা মুক্তা টলটল করে পক্ষ্মপুটে।

* *
*

সন্ধ্যা ব্লাউসের হাতায় চকিতে অশ্রুগোপন ক'রে মসিয়ে বেনারের পানে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে বলে: "কিন্তু কথা দিন ভূ-প্রদক্ষিণের সময়ে আমেরিকা থেকে জাপান ঘুরে আমাদের নিমন্ত্রণ রাখতে আসবেন বাংলাদেশে?"

বৃদ্ধ তার পানে স্তিমিত-প্রেক্ষণে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন কিন্তু একটি কথাও না।

—"কী? দেবেন না কথা?"

বৃদ্ধের শান্ত মুখে হাসি ওঠে ফুটে: "এর পরেও কথা?"

সন্ধ্যা অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাঁর চোখের পানে চেয়ে বলে: "এর পরে ব'লেই তো কথা।..."

২

শেষ রাত। স্বপন দেখে স্বপ্ন: আনা যেন কী একটা ঘোমটা মুখ ঢেকে চলেছে। ও খুলতে বলে—খোলে না। হঠাৎ কোথা থেকে সন্ধ্যা এসে টপ্ ক'রে খুলে দিল। এ কী! চমকে ওঠে স্বপন! এ মুখ …আনার তো নয়…খানিকটা সন্ধ্যার, আর খানিকটা যেন কার? মনে পড়ে…পড়ে…পড়ে না ঐ—পড়েছে—ঈশা—ঈশাবেলার না? স্বপন শুধোয়: "এ কে তুমি?"

মূর্তি বলে: "চিনতে পারছ না—যুগে যুগে আমাকেই খুঁজেছ—একজনকেই—নানা নারীর মধ্যে দিয়ে তুমিও, চাইও, মরিয়ে—!"……

ঘুম ভেঙে যায়। স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয় যেন…এ কী রকম স্বপ্ন! কই!! সন্ধ্যা!!! বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। হাত বাড়িয়ে ওকে পাশে তো খুঁজে পায় না? ত্রস্ত হ'য়ে বিছানায় উঠে বসে।

অদূরে খস্ খস্ শব্দ! ঐ না? ব্যালকনির কাছে সোফায়—ঝিকমিক করছে চাঁদের আলো তার ব্লাউসের 'পরে? ঐ তো?

ত্বরিতে উঠে গিয়ে বসে সন্ধ্যার পাশে। সে চাঁদের-আলোয়-উচ্ছল সাগর-বক্ষের দিকে স্তিমিতনেত্রে চেয়েছিল, চমকে ওঠে: "মা গো!"

স্বপন ওকে বাহুবন্ধনে টেনে নেয়।…ও স্বপনের বুকে মুখ লুকোয়।…

চাঁদের আলো পড়ে ওর চোখের পল্লবে।

—"এ কী সন্ধ্যা? চোখে জল?"

—"স্—স্। পাশেই—ঐ দেখ।"—

আনা একটা আরাম কেদারায় ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে শুয়ে—তার খোলা ব্যালকনিতে।

একটা হাত মাথার পিছনে, একটা কোলে। থেকে থেকে চাঁদের ক্ষণে-নেভা-ক্ষণে-ফোটা আলো পড়ছে ওর গালে, বুকে, বাহুমূলে, অংসে।

স্বপনের বুকের রক্তে লাগে দোলা। কিসের যে…

—"কী সুন্দর ও! না, সিসি ?"

স্বপন কথা কয় না।

—"সিসি ?"

স্বপন তাকায়।

—"ও কী ভাবছে ?"

—"আমি কি জানি ?" স্বপন ম্লান হাসে।

—"জানো। আমিও জানি।"

স্বপন চোখ রাখে ওর চোখের 'পরে।

—"ভাবছে—কেন এমন হয় ?"

—"কেমন ?"

—"তা-ও হবে বলতে ?"

স্বপন মুখ নিচু করে।

—"কেন এমন হয় ?—সিসি ?"

স্বপন আকাশের দিকে তাকায় : "কেউ কি জানে ?" স্বর ওর এত মৃদু··শোনাই যায় না যেন,···সন্ধ্যা ওর পানে চেয়ে থাকে খানিক, পরে তাকায় ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দূর দিগন্তে।

চাঁদ গেছে ঢেকে—ছাই-রঙের মেঘে। এই খানিক আগেই তো হাসছিল! ঐ ঐ কের দেখা দেয়—নতুন চাঁদ—টলটলে···নিটোল। এ বুঝি আর নিভবে না, [illegible]কাশের আনুকালে··· [illegible] আশা : ঐ ঐ ঢেকে গেল······

। ২ ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	কষ্ট হাসি	কাষ্ঠ হাসি
১৩	২॥১৭	স্খালন ॥ সাবুদ	ক্ষালন ॥ জারি
১৪	১২	একবার	যাবে একবার
২২	১৯	ঠেকেছে	ঠকছে
৪৮	১৭	পশ্চাত্তাপের	পরিতাপের
৪৯	৪	সতীর মধ্যে অসতীর স্থান নেই	সতীর মধ্যেও অসতীর স্থান আছে
৫০	২২	কর্ত্তার এক পবিত্রত্বের … নির্ম্মল…ফুটে না	পরকীয়ের গৌরবছায়া সমান নির্ম্মল হ'য়ে ফুটে
৫১	৩॥২৪	নিদ্বন্দ্ব ॥ ঠেকিয়েছিা	নির্দ্বন্দ্ব ॥ ঠেকিয়েছিলি
৫৫	৫	উৎসায় মরে কেঁদে	অপঘাত
৬৬	১০॥১১	একটু ॥ দরকার একটুও না	এইটুকু ॥ দরকার না
৯১	১৩	বহিশ্চাকচিক্যে	চেকনাইয়ে
১০৯	১৪	মানুষ	মানুষে
২৩৩	২৩॥২৪	অপরের ॥ কি	অপরার ॥ কী
২৪৪	২॥৯	করো ॥ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে	কোরো ॥ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
২৫২	১১॥১২	কেন। ॥ আমার	কেন?॥ প্রাণ ধ'রে আমার
২৫৬	২০	তার…যে, জীবনের	—যার…জীবনের
	২১	চঞ্চলতা।	চঞ্চলতা !

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	কষ্ট হাসি	কাষ্ঠ হাসি
১৩	২॥১৭	স্খালন ॥ সাবুদ	ক্ষালন ॥ জারি
১৪	১২	একবার	[illegible]াবে একবার
২২	১৯	ঠেকেছে	[illegible]কছে
৪৮	১৭	পশ্চাত্তাপের	পরিতাপের
৪৯	৪	সতীর মধ্যে অসতীর স্থান নেই	সতীর মধ্যেও অসতীর স্থান আছে
৫০	২২	কর্ত্তার এক পবিত্রের ... নির্ম্মল...ফুটে না	পরকীয়ের গৌরবছায়া সমান নির্ম্মল হ'য়ে ফুটে
৫১	৩॥২৪	নিদ্বন্দ্ব ॥ ঠেকিয়েছি	নির্দ্বন্দ্ব ॥ ঠেকিয়েছিলি
৫৫	৫	উৎসায় মরে কেঁদে	অপঘাত
৬৬	১০॥১১	একটু ॥ দরকার একটুও না	এইটুকু ॥ দরকার না
৯১	১৩	বহিশ্চাকচিক্যে	চেকনাইয়ে
১০৯	১৪	মানুষ	মানুষে
২৩৩	২৩॥২৪	অপরের ॥ কি	অপরার ॥ কী
২৪৪	২॥৯	করো ॥ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে	কোরো ॥ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
২৫২	১১॥১২	কেন। ॥ আমার	কেন?॥ প্রাণ ধ'রে আমার
২৫৬	২০	তার···যে, জীবনের	—যার···জীবনের
	২১	চঞ্চলতা।	চঞ্চলতা!

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭২	২	মেয়ে	খেলে
২৭৩	৬	তবে	তবে !
	৯	স্বপন-পসারীর কূলে	স্বপ্নলোকের রাঙাকূলে
২৭৭	১২	হাওদাটি...সিন্দবাদ নাবিক হবার	সিন্দবাদ হাওদাটি· স্কন্ধারূঢ় হবার
২৭৮	৯	অলক্ষণের	অলক্ষণার
২৮০	১৬	কারো	কোনো
২৮৬	২২	না দু'পথে	না জুড়লে দুপাশে
২৮৯	১৪	অগ্ন্যুৎপাতের	অগ্নিকাণ্ডের
৩০৩	২০	ইশা,—সে, চাং	ইশা—চাং
৩১৫	২২	তা ছাড়া	তবে বোধহয়
৩৩০	৮	সুষমাভরা	সুষমিতা
৩৩১	২১	শাপে	শাপে
৩৫৫	৮	প্রেমে—অপণ্ডিত	প্রেম-আনাড়ি
৩৭১	১১	ব'লে।	ব'লে মহারাজ !
৩৭৫	২৩	বাইরের	বাস্তবের
৩৯৫	১১।২০	কথার ঃ সুকৃতি বলে	কথায় ঃ সুকৃতি-বলে
৪০১	৭	কিন্তু প্রেমের	প্রেমের
৪১৮	৮	বিনষ্ট	বিনষ্টা
৪২৪	২০	সভ্য	সাধ্য
৪৩৫	২	শোনায় ?	শোনায় —!…
৪৪১	১৬	আলো	চমক
৪৬৩	৪	চলে না	না চলে—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৭	৫॥৭	ওর ॥ সূক্ষ্মতর	আর ॥ সূক্ষ্মতর—
৪৬৯	১৪	গুটি	গুটি
৪৮৭	১০	স্বপ্নের	শিখর-স্বপ্নের
৪৯২	১০	ঢেউ যে	লহর
৪৯৬	১৯	হয় যে	হয় সে
৫৪৫	২১	চায় তাকে	চায় না তাকে
৫৫৫	৮	মেয়ে যে	মেয়ে—যারা
৫৬৩	২১	সে	তারা
৫৬৪	৬	প্রকারান্তে	প্রকারান্তরে
৫৮০	৮	আসক্তির	আসক্তির জন্য
৫৯৭	২২	প্রসাদপ্রার্থীকে	প্রসাদপ্রার্থীকে ডাকতে
৬০০	১৩	হাত ধ'রে	হাতে ধ'রে